যাঁহাদের কৃপায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি-ভক্তিশাস্ত্রালোচনার

সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি,

তাঁহাদের মধ্যে

শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশাবতংস

প্রভুপাদ

শ্রীল গোকুলচন্দ্র গোস্বামী

মহোদয়

অপ্রকট হইয়াছেন,

আর

প্রভুপাদ

শ্রীল অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

মহোদয়

অধুনা পৃথিবী অলঙ্কৃত করিয়া

বিরাজ করিতেছেন।

সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের শ্রীচরণ-কমলে

কৃতজ্ঞতা

প্রকাশ করিতেছি।

Mathura (U.P.)

উৎসর্গ-পত্র।

শ্রীবৃন্দাবনাশ্রিত নিষ্কিঞ্চন-পরমহংস

নিখিল-বৈষ্ণবশাস্ত্র-

পারদর্শী

পণ্ডিত

শ্রীল রামকৃষ্ণ দাস বাবাজি।

মহাশয়ের শ্রীকরকমলে

শ্রদ্ধার সহিত

এই গ্রন্থ

উৎসর্গ

করা হইল।

যাহার ঐকান্তিক প্রযত্নে বঙ্গানুবাদের সহিত

এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেন,

আমার

পরম স্নেহভাজন শিষ্য ও ছাত্র

সেই

শ্রীমান্ নবদ্বীপচন্দ্র দাস

বিদ্যাভূষণকে আন্তরিক

আশীর্ব্বাদ

জ্ঞাপন করিতেছি।

ভূমিকা।

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভকার আকুমার-ব্রহ্মচারী শ্রীজীবগোস্বামিচরণ, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রিয়-পার্ষদ শ্রীরূপসনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁহার পিতার নাম শ্রীবল্লভ; শ্রীবল্লভের অপর নাম শ্রীঅনুপম, ইনি শ্রীরূপসনাতনের অনুজ ছিলেন। শ্রীমন্‌-মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে শ্রীরূপগোস্বামী যখন শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করেন, অনুপম তখন তাঁহার সঙ্গে ছিলেন; কিছুকাল শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানের পর, প্রভুর চরণদর্শনাভিলাষে তাঁহারা উভয়েই নীলাচল যাত্রা করেন; পথে গৌড়দেশে গঙ্গা-তীরে অনুপম দেহরক্ষা করেন।

বাল্যকাল হইতেই শ্রীজীব সংসারে অনাসক্ত ছিলেন; সমস্ত ত্যাগ করিয়া কিরূপে তিনি শ্রীকৃষ্ণচরণে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিবেন, এই চিন্তা বাল্যকাল হইতেই তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল। মাতা পূর্ব্বেই দেহরক্ষা করিয়াছিলেন, তারপর যখন তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতদ্বয় সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন, তখন হইতেই শ্রীজীব ভোগবিলাসে একেবারে জলাঞ্জলি দিলেন।

শ্রীবল্লভের দেহরক্ষার পরে, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ও শ্রীমন্‌নিত্যানন্দপ্রভু কৃপা-পূর্ব্বক একদিন শ্রীজীবকে স্বপ্নযোগে দর্শন দেন; তাহাতে শ্রীজীব একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং শ্রীনবদ্বীপাভিমুখে ধাবমান হইলেন; শ্রীনিতাইচাঁদ কৃপা করিয়া স্বয়ং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া নবদ্বীপের প্রত্যেক লীলাস্থল দেখাইলেন। কিছুদিন পরে শ্রীনিতাইচাঁদের কৃপাদেশে শ্রীজীব শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করেন। তখন তিনি যুবক। শ্রীজীব প্রথমে কাশী গেলেন; সেইস্থানে সার্ব্বভৌম-শিষ্য শ্রীমধুসূদন-বাচস্পতি-প্রমুখ মহর্ষিকল্প পণ্ডিতগণের নিকটে নানাবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ব্যাকরণ, কোষ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, শিক্ষা-কল্প, পুরাণ, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা বেদান্ত, বিশেষতঃ বেদান্তের বহুপ্রকার ভাষ্য প্রভৃতিতে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। অসাধারণ স্মৃতি-শক্তি এবং কুশাগ্রসূক্ষ্ম-বুদ্ধি-প্রতিভার বলে তিনি তাৎকালীন পণ্ডিতমণ্ডলীর বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিলেন।

কাশীতে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া শ্রীজীব শ্রীবৃন্দাবনে গমনপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠতাত-দ্বয়ের চরণাশ্রয় করিলেন এবং তাঁহাদের নিকটে শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি ভক্তি-শাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীরূপ কৃপা করিয়া তাঁহাকে দীক্ষা-প্রদান করিলেন। শ্রীজীব এবার নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের নিমিত্ত তাঁহার চির-উৎকণ্ঠিত প্রাণ যেন একটু তৃপ্তি লাভ করিল। শাস্ত্রানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীজীব একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে চিত্ত নিবেশ করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীশ্রীরাধাদামোদরের সেবা ইঁহাদ্বারাই প্রকটিত।

শ্রীজীবের অনন্য-সাধারণ পাণ্ডিত্য-প্রতিভা, ভজনের প্রভাবে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল; প্রদীপ্ত দিব্য-জ্ঞানালোকে, প্রেমনেত্রে তিনি যাহা যাহা দর্শন করিয়াছেন, জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত, ঐশীশক্তির-প্রেরণায় যেন ভাবাবিষ্ট হইয়াই, তৎসমস্তই তিনি গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—কলিহত জীবমণ্ডলীর পরম-ভাগ্যোদয়ের সূচনা করিয়া গিয়াছেন।

ক্রমসন্দর্ভনাম্নী শ্রীমদ্‌ভাগবতটীকা, উজ্জ্বলনীলমণির টীকা, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর টীকা, গোপালতাপনীর টীকা, ব্রহ্মসংহিতার টীকা, হরিনামামৃত ব্যাকরণ, গোপালচম্পূ, সর্ব্ব-সম্বাদিনী, শ্রীভাগবতসন্দর্ভ প্রভৃতি অপূর্ব্ব গ্রন্থরাজিই জীবের প্রতি শ্রীজীবের কৃপাশীষ্।

শ্রীভাগবতসন্দর্ভ একখানি দার্শনিক গ্রন্থ; এই শ্রীগ্রন্থকেই গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ধর্ম্মের দার্শনিক-ভিত্তি বলা যায়। এই অপূর্ব্বগ্রন্থে শ্রীজীবগোস্বামিচরণ তাঁহার দার্শনিকজ্ঞানের মহাগৌরবময়-গবেষণার এবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর কৃপা-সমুজ্জ্বল-প্রতিভার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পণ্ডিতমণ্ডলীর বিস্ময়োৎপাদনে সমর্থ।

শ্রীভাগবত-সন্দর্ভে শ্রীজীব যে একটী সম্পূর্ণ অভিনব তত্ত্ব স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা নহে। শ্রীমধ্বাচার্য্য-প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভগবত্তত্ত্ব-নির্ণায়ক যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, সে সকল পর্য্যালোচনা করিয়া শ্রীমদ্‌গোপালভট্ট একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন; কিন্তু এই গ্রন্থখানির সকল স্থল পর্য্যায়ক্রমে লিখিত হইয়াছিল না, কোনও কোনও স্থলের আলোচনা সম্পূর্ণও ছিল না। শ্রীরূপসনাতন-কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া শ্রীজীব ঐ গ্রন্থখানিকেই পর্য্যায়-ক্রমে গ্রথিত করেন এবং তাহাতে পূর্ব্বাচার্য্য-সংগৃহীত প্রমাণসমূহের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা সন্নিবিষ্ট করিয়া গ্রন্থখানিকে যেন অভিনবকলেবরে প্রকটিত করেন।

নিখিল-শাস্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয়ই তিনটী—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন। শ্রীজীব তাঁহার ভাগবত-সন্দর্ভে এই তিনটী বিষয়েরই বিস্তৃত আলোচনা এবং শ্রুত্যাদি-শাস্ত্রসম্মত বিচারের দ্বারা যে অপূর্ব্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা বিচার-নিপুণপাঠক মাত্রেরই চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ।

শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ ছয় খণ্ডে বিভক্ত—তত্ত্ব-সন্দর্ভ, পরমাত্ম-সন্দর্ভ, ভগবৎ-সন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ, ভক্তি-সন্দর্ভ এবং প্রীতি-সন্দর্ভ। এই ছয়টী সন্দর্ভ ইহার অন্তর্ভূত আছে বলিয়া শ্রীভাগবত-সন্দর্ভকে ষট্-সন্দর্ভও বলা হয়। প্রথম চারিটী সন্দর্ভে সম্বন্ধ-তত্ত্ব, ভক্তি-সন্দর্ভে অভিধেয়-তত্ত্ব এবং প্রীতি-সন্দর্ভে প্রয়োজন-তত্ত্ব সমালোচিত হইয়াছে।

কেহ কেহ মনে করেন, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সহিত উপনিষদাদির কোনও সম্বন্ধই নাই। শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ তাঁহার তত্ত্ব-সন্দর্ভের প্রথমেই ইহার একটা শাস্ত্র-সঙ্গত উত্তর দিয়া রাখিয়াছেন।

নিখিল-উপনিষদ্-সমুদ্র মন্থন করিয়া মহর্ষি বেদব্যাস বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিলেন; তারপর, এই ব্রহ্মসূত্রেরই তাৎপর্য্য বিবৃত করিয়া শ্রীমদ্-ভাগবত মহাপুরাণ রচনা করিলেন। তাই প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ বলেন, শ্রীমদ্ভাগবতই বেদান্ত-সূত্রকার-ব্যাসদেব-কৃত অকৃত্রিম বেদান্ত-ভাষ্য (ভাষ্যোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং —গরুড়-পুরাণ।) বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই শাস্ত্র-বচনে বিশ্বাস করেন, তাই শ্রীমদ্-ভাগবতকেই সূত্রকারের অভিপ্রেত অর্থ-প্রকাশক বেদান্ত-ভাষ্য মনে করিয়া তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণই অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করিয়াছেন; অবশ্য তাঁহারা যে উপনিষদাদির প্রমাণ মোটেই গ্রহণ করেন নাই, তাহাও নহে। শ্রীমদ্ভাগবত যে শ্রুতিরই অর্থ প্রকাশ করিতেছে, শ্রুতির প্রমাণ-দ্বারা তাঁহারা তাহাও দেখাইয়াছেন।

যাহা হউক, ব্যাসদেব নিজ সূত্রের ভাষ্যরূপে যে শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করিলেন, কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে তাহার প্রতি যথোচিত আদর না দেখাইয়া আচার্য্য-শঙ্কর এক নূতন ভাষ্য প্রণয়ন করেন; তাহাতে তিনি ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব এবং জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্ব স্থাপন করেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ দেখাইলেন, আচার্য্য-শঙ্করের ভাষ্য সূত্রকর্ত্তা-ব্যাসদেবের অভিপ্রেত-অর্থদ্যোতক নহে, বরং তাঁহার অভিপ্রেত অর্থের আচ্ছাদক মাত্র। তাঁহারা শ্রুতি-বচনাদি-দ্বারা

প্রমাণ করিলেন, ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ নহেন, পরন্তু সবিশেষ; তিনি নিঃশক্তিক নহেন, তাঁহার অনন্তশক্তি (পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে); ব্রহ্মের অনন্ত-শক্তির মধ্যে তিনটী শক্তি প্রধান—অন্তরঙ্গা-চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গা-মায়াশক্তি এবং তটস্থা-জীবশক্তি। চিচ্ছক্তি নিত্যই স্বরূপে অবস্থিত থাকে বলিয়া তাহাকে স্বরূপ-শক্তিও বলে। মায়াশক্তি কোনও সময়েই ব্রহ্মের স্বরূপকে স্পর্শ করিতে পারে না, এজন্য ইহার নাম বহিরঙ্গা-শক্তি। আর অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা উভয়-শক্তির সহিতই জীব-শক্তির যোগ হইতে পারে বলিয়া ইহাকে তটস্থা শক্তি বলে। ব্রহ্মের এই জীব-শক্তির অংশই জীব। জীব ব্রহ্মের চিৎকণ-অংশ, স্বরূপতঃ ব্রহ্মের দাস (দাসোভূতো হরেরিব নান্যস্যৈব কদাচন)।

যাহা হউক, ব্রহ্মের শক্তি ক্রিয়াশীলা (শক্তির ক্রিয়া না থাকিলে তাহার অস্তিত্বের জ্ঞানই হয় না); চিচ্ছক্তির বিলাস-বৈচিত্রীর প্রকারভেদে ব্রহ্মও অনাদিকাল হইতেই বিভিন্নরূপে অভিব্যক্ত হইয়া আছেন; ঐ চিচ্ছক্তিরই বিলাসের ফলে এই সকল বিভিন্নস্বরূপের আবার বিভিন্ন ধামও আছে এবং তত্তৎ ধামে এই সকল বিভিন্নস্বরূপ স্ব-স্ব-স্বরূপানুকূল-লীলাদিতেও বিলসিত; এই লীলাদির নিমিত্ত প্রত্যেক ধামেই স্বরূপশক্তির বিলাসভূত লীলোপযোগী পরিকরাদিও আছেন। শক্তির বিলাস আছে বলিয়া এই সকল স্বরূপই ভগবান্। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মবস্তু এবং তাঁহার শক্তি ও স্বরূপশক্তির বিলাস-বৈচিত্র্য নিত্য বলিয়া এই সমস্ত ভগবৎস্বরূপ এবং তাঁহাদের ধাম, পরিকর এবং লীলাদিও নিত্য।

স্বরূপশক্তির বিলাস-তারতম্য যখন আছে, তখন যাহাতে স্বরূপ-শক্তির বিলাস একেবারেই নাই, এরূপ একটী স্বরূপ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; এই স্বরূপটীই শঙ্করাচার্য্যের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম; এই স্বরূপটী যে ধামে আছেন, তাহাও নির্ব্বিশেষ, তাহাতে চিচ্ছক্তি আছেন সত্য, কিন্তু চিচ্ছক্তির বিলাস নাই।

আর যাহাতে সমস্ত স্বরূপশক্তি পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে, এরূপ একটী স্বরূপও অবশ্য আছেন; এই স্বরূপেই ব্রহ্মের ব্রহ্মত্বের পূর্ণতম অভি-ব্যক্তি; এই স্বরূপটীর নামই পরব্রহ্ম-ব্রজেন্দ্রনন্দন-শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহাতে সকল শক্তির পূর্ণতম অভিব্যক্তি বলিয়া তিনিই পূর্ণতম ভগবান্ বা স্বয়ং ভগবান্, তিনিই লীলা-

পুরুষোত্তম—কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং ; কৃষ্ণো বৈ পরমদৈবতম্। তাঁহার ভগবত্তা অন্য-নিরপেক্ষ, তিনি স্বয়ংসিদ্ধ-সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত ভেদত্রয় শূন্য, তাই তিনি অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব। অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপশক্তির আংশিক বিকাশ বলিয়া এবং তাঁহাদের ভগবত্তা শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা হইতেই নিঃসৃত বলিয়া তাঁহারা কেহই স্বয়ং ভগবান্ নহেন।

শ্রীকৃষ্ণ-ধামের সাধারণ নাম শ্রীকৃষ্ণলোক, ইহার ত্রিবিধ অভিব্যক্তি—দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল। দ্বারকা-মথুরা অপেক্ষা শ্রীগোকুলেরই অপূর্ব্ব-বৈশিষ্ট্য ; শ্রীগোকুলই স্বয়ংরূপ শ্রীনন্দ-নন্দনের নিজস্ব ধাম।

অন্যান্য ভগবৎস্বরূপের বিভিন্ন ধাম-সমূহের সাধারণ নাম পরব্যোম। পরব্যোমস্থ সবিশেষ ধামসমষ্টির বহির্দ্দেশে সিদ্ধলোক নামে একটী নির্ব্বিশেষ-জ্যোতির্ম্ময় স্থান আছে ; ইহাই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের ধাম।

সিদ্ধলোকের বাহিরে চিন্ময় জলপূর্ণ কারণ-সমুদ্র পরিখাকারে পরব্যোমকে বেষ্টন করিয়া আছে। এই কারণ-সমুদ্রের বাহিরে বহিরঙ্গা মায়াশক্তির বিলাসস্থল প্রাকৃতব্রহ্মাণ্ড।

শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণ পরব্যোমের অধিপতি। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ-নামে তাঁহার চারিটী ব্যূহ আছেন। সঙ্কর্ষণের অংশাবতার সহস্রশীর্ষা-পুরুষ কারণার্ণবে অবস্থান করেন ; ইঁহার অপর নাম মহাবিষ্ণু ; ইঁহাকে প্রথমপুরুষও বলে। মহাপ্রলয়ে সমস্ত জীব-নিচয় ইঁহার শরীরেই অবস্থান করে। আবার সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবদিচ্ছায়, সাম্যাবস্থাপন্না ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে ইনি দৃষ্টিদ্বারা শক্তিসঞ্চার করেন ও স্বীয়দেহ-লীন জীবসকলকে অর্পণ করেন। তখন প্রকৃতি ক্ষোভিতা হইয়া বিকারপ্রাপ্ত হয়, এবং উক্ত পুরুষের শক্তিতে প্রকৃতি হইতে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। কারণার্ণবশায়ী প্রথমপুরুষ সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী বা নিয়ন্তা। ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির পরে, তিনি আবার ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামিরূপে এক এক রূপে এক

এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন। এই ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামীও সহস্রশীর্ষা, ইঁহাকে দ্বিতীয়-পুরুষ বলে, গর্ভোদকশায়ীও বলে। ইঁহা হইতেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের আবির্ভাব হয়। ব্রহ্মা রজোগুণকে অঙ্গীকার করিয়া চতুর্দ্দশভুবন ও ব্যষ্টি-জীবের সৃষ্টি করেন; রুদ্র তমোগুণকে অঙ্গীকার করিয়া প্রলয় সময়ে ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংস-সাধন করেন। আর, বিষ্ণু সত্ত্বগুণের প্রতি দৃষ্টি করিয়াই ব্রহ্মাণ্ডের পালন করেন। এই বিষ্ণুই ব্যষ্টি-জীবের অন্তর্য্যামী, ইনি চতুর্ভুজ, ক্ষীরোদ-সমুদ্রে অবস্থিতি বলিয়া ইঁহাকে ক্ষীরোদকশায়ীও বলে। ইঁহাকে তৃতীয় পুরুষও বলে। তিন পুরুষই অন্তর্য্যামী, সুতরাং পরমাত্মা; মায়াশক্তি লইয়াই ইঁহাদের বিলাস। ইঁহারা সকলেই সঙ্কর্ষণের অংশাংশ বলিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশ-কলামাত্র।

অন্তর্য্যামীতে শক্তির বিকাশ আছে বলিয়া অন্তর্য্যামি-পরমাত্মগণ শক্তি-বিকাশহীন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ; আবার ইহাঁদের অংশী বলিয়া পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ পরমাত্মগণ হইতে শ্রেষ্ঠ; নারায়ণ হইতে দ্বারকা-মথুরাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ এবং দ্বারকা-মথুরাধিপতি হইতে স্বয়ং ভগবান্ নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ। আচার্য্য রামানুজ নারায়ণের পরব্রহ্মত্ব স্থাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার অবতাররূপে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীজীব-গোস্বামিচরণ শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব।

অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত সমস্ত বিরুদ্ধধর্ম্মের আশ্রয়:—তাঁহাতে অণুত্ব ও বিভুত্ব যুগপৎ বর্ত্তমান। ভগবদ্ধামাদিও "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু কৃষ্ণতনুসম।"

ভগবৎস্বরূপ-সমূহের ধাম, লীলা ও পরিকরাদি তত্তৎস্বরূপের অনুরূপ। সুতরাং স্বরূপ-শক্তির বিলাস-বিচিত্রীর তারতম্যানুসারে অন্যান্য ভাগবৎস্বরূপের ধাম-পরিকর--লীলাদি হইতে নারায়ণের ধাম-পরিকর-লীলাদি শ্রেষ্ঠ; শ্রীনারায়ণ হইতে দ্বারকা-মথুরার—ধাম-মাহাত্ম্য-পরিকর-লীলাদির শ্রেষ্ঠত্ব

এবং দ্বারকা-মথুরা হইতে শ্রীগোকুলের ধাম মাহাত্ম্য-পরিকর-লীলাদির-অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে দাস-সখা-পিতামাতা ও প্রেয়সীগণ লইয়া দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য ও মধুর-রস আস্বাদন করিতেছেন এবং স্বীয় পরিকরবর্গকে অপূর্ব্ব আনন্দ-চমৎকারিতা আস্বাদন করাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের গোকুল-পরিকরদের মধ্যে আবার শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের বিশেষত্ব সর্ব্বাতিশায়ী; প্রেয়সী-বর্গের মধ্যে আবার অখণ্ড-রসবল্লভা বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীমতী রাধিকার রূপ-গুণ-মাধুর্য্যও রসপরিবেশন-পারিপাট্য সর্ব্বাতিশায়ী।

অখণ্ডরস-স্বরূপ চিদানন্দ-ঘনমূর্ত্তি নন্দ-নন্দনে পরব্রহ্মত্বের চরম-বিকাশ, আর অখণ্ডরস-বল্লভা শ্রীমতী রাধারাণীতে স্বরূপ-শক্তির চরম-অভিব্যক্তি। সুতরাং শক্তি ও শক্তিমানের পরম-অভিব্যক্তি-স্বরূপ যুগলিত শ্রীরাধাকৃষ্ণই পরম-স্বরূপ।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব শ্রীগোস্বামিচরণের শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে এই সকল বিষয় শাস্ত্রযুক্তি সহকারে অতি পরিপাটীরূপে আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীভাগবত-সন্দর্ভ নিখিল-দর্শন-শাস্ত্র-সমূহের মধ্যে অপূর্ব্ব-রত্ন-বিশেষ; তন্মধ্যে আবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ কৌস্তুভ-মণিতুল্য। এই শ্রীশ্রীভাগবত-সন্দর্ভ সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত বলিয়া সাধারণ্যে ইহার যথোচিত প্রচার হইয়া উঠে নাই। অধুনা সংস্কৃত-ভাষার চর্চ্চা খুবই কম, বাঙ্গালা-ভাষার চর্চ্চাই বেশী; তাই জীবের মঙ্গলার্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণ যে সমস্ত অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালা-ভাষায় তাহাদের প্রচার না হইলে আশানুরূপ ফলের সম্ভাবনা থাকেনা। ইহা বিবেচনা করিয়াই, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া এবং শ্রীজীব-গোস্বামিপাদের শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া আমরা সর্ব্বাগ্রে কৌস্তুভ-মণি-সদৃশ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ খানি ব্যাখ্যামূলক-বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইলাম। এই জাতীয় দার্শনিক গ্রন্থের ব্যাখ্যামূলক

বঙ্গানুবাদে স্থলবিশেষে ভ্রম-প্রমাদ পরিলক্ষিত হওয়া অসম্ভব নহে; এইরূপ ভ্রম-প্রমাদ যদি কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তিনি কৃপা করিয়া তাহা আমাদিগকে জানাইবেন, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ-প্রতিপাদিত ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার পদ-নখ-চন্দ্রের কিরণ-কণদ্বারা আমাদের সকলের চিত্তকে উদ্ভাসিত করুন, তাঁহার চরণে ইহাই আমাদের কাতর প্রার্থনা।

শ্রীনবদ্বীপ, বৈষ্ণবপাড়া
আশ্বিন, চৈতন্যাব্দ ৪৩৯,
বঙ্গাব্দ ১৩৩২।

শ্রীবৈষ্ণব-কৃপাপ্রার্থী
শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী।

সূচীপত্র।

	বিষয়।	পৃষ্ঠাঙ্ক।
১।	একই-তত্ত্ব-ব্রহ্মাদি-শব্দত্রয়-বাচ্য।	১
২।	পরমাত্মা সর্ব্বান্তর্য্যামী পুরুষ।	৫
৩।	সামান্যতঃ ভগবৎ-পরমাত্ম-নির্ণয়।	৭
৪।	পরমাত্মার স্থান-কর্ম্ম-স্বরূপ-নির্ণয়।	৯
৫।	পরমাত্মার স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণ।	১৩
৬।	পরমাত্মার আকার নির্ণয়।	১৫
৭।	লীলাবতার বিচার।	১৭
৮।	লীলাবতার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবলরামের বৈশিষ্ট্য।	২৩
৯।	অবতার-সকলের নিত্যত্ব ও প্রকারভেদ।	২৫
১০।	স্বয়ং ভগবত্তা বিচার।	২৮
১১।	শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চে অবতরণ হেতু।	৩৪
১২।	শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা-বিষয়ে সন্দেহ নিরসন।	৪৪
১৩।	শ্রীকৃষ্ণের ভূমাপুরুষের অংশত্ব খণ্ডন।	৪৮
১৪।	শ্রীকৃষ্ণের কেশবাতারত্ব খণ্ডন।	৬১
১৫।	বিষ্ণুতত্ত্ব-বিচারে কোন শাস্ত্র আদরনীয়?	৬৭
১৬।	কেশবাতারের বিরোধ খণ্ডন।	৭১
১৭।	বিভিন্নগ্রন্থের বিরোধ-সমাধান।	৭১
১৮।	শ্রীকৃষ্ণের লীলাবতার-কর্ত্তৃত্ব।	৮৩
১৯।	শ্রীকৃষ্ণের পুরুষাবতার-কর্ত্তৃত্ব।	৮৭
২০।	শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যত্ব।	৮৯

বিষয়।	পৃষ্ঠাঙ্ক।
২১। শ্রীকৃষ্ণের আদি পুরুষত্ব।	৯৭
২২। কৃষ্ণলীলাভিভূত দেবস্ত্রী-গণের স্বরূপ।	৯৯
২৩। মহাবক্তা ও শ্রোতার শ্রীকৃষ্ণে তাৎপর্য্য।	১০১
২৪। শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা-বিষয়ক প্রতিনিধি বাক্য।	১৪১
২৫। গতিসাম্যে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা।	১৪৭
২৬। শ্রীভাগবতীয় প্রতিপাদ্যের শ্রেষ্ঠত্ব।	১৫১
২৭। গতি-সামান্যে শ্রীকৃষ্ণ পারতম্য।	১৫৫
২৮। শ্রীগীতার প্রতিপাদ্য কি?	১৫৭
২৯। পরমব্রহ্ম নরাকৃতি।	১৬৪
৩০। স্বয়ং ভগবানের লক্ষণ।	১৭১
৩১। শ্রীকৃষ্ণে ভাগবতের তাৎপর্য্য-নির্ণয়।	১৭৩
৩২। শ্রীবলদেবের তত্ত্ব।	১৮৪
৩৩। শ্রীপ্রদ্যুম্নের তত্ত্ব।	১৯৭
৩৪। শ্রীঅনিরুদ্ধের তত্ত্ব।	২০১
৩৫। শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যত্ব।	২০৫
৩৬। শ্রীকৃষ্ণরূপে নিত্যস্থিতি।	২১৫
৩৭। শ্রীকৃষ্ণরূপের বিভুত্বাদি।	২৪১
৩৮। শ্রীকৃষ্ণের ধাম-নির্ণয়।	২৬৯
৩৯। শ্রীবৃন্দাবনের তত্ত্ব।	৩০৫
৪০। শ্রীবৃন্দাবন ও গোলোকের একত্ব।	৩১২
৪১। শ্রীবৃন্দাবনের প্রপঞ্চাতীতত্ব।	৩১৫
৪২। শ্রীদ্বারকার নিত্যধামত্ব।	৩২১
৪৩। শ্রীমথুরার নিত্যধামত্ব।	৩২৬
৪৪। শ্রীবৃন্দাবনের নিত্যধামত্ব।	৩২৮

বিষয়।	পৃষ্ঠাঙ্ক।
৪৫। শ্রীভগবৎপরিকরগণের তত্ত্ব।	৩৪২
৪৬। যাদবাদির শ্রীকৃষ্ণপার্ষদত্ব।	৩৫২
৪৭। শ্রীগোপাদির নিত্যপার্ষদত্ব।	৩৭৭
৪৮। গোপীগণের গুণময়-দেহত্যাগ-মীমাংসা।	৩৮৮
৪৯। শ্রীকৃষ্ণের নন্দ যশোদাপুত্রত্ব।	৪০১
৫০। শ্রীকৃষ্ণের নন্দ-যশোদার প্রেমবশ্যত্ব।	৪১১
৫১। শ্রীকৃষ্ণলীলারহস্য।	৪১৯
৫২। স্বারসিকী অপ্রকটলীলা।	৪৩৫
৫৩। লীলা-ভূমির প্রকাশভেদ।	৪৬২
৫৪। প্রকটাপ্রকটলীলা-সমন্বয়।	৪৭০
৫৫। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজস্থিতিকাল।	৪৭৪
৫৬। লীলা-সমন্বয়ের ক্রম।	৪৭৬
৫৭। শ্রীকৃষ্ণের পুনর্ব্রজাগমন।	৪৮০
৫৮। অপ্রকটলীলায় প্রবেশ।	৪৮৭
৫৯। গোপীগণের পতিরূপে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি।	৪৯৮
৬০। শ্রীমদ্ভাগবতে পুনর্ব্রজাগমন অস্পষ্ট কেন?	৫২৭
৬১। অপ্রকটলীলাগত ভাব।	৫৩৪
৬২। শ্রীগোকুলে প্রকাশিতশয়।	৫৪৪
৬৩। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের তত্ত্ব।	৫৪৭
৬৪। শ্রীব্রজদেবীগণের তত্ত্ব।	৫৫৯
৬৫। শ্রীগোপী-মাহাত্ম্য।	৫৬৩
৬৬। শ্রীরাধাতত্ত্ব।	৫৬৫
৬৭। শ্রীরাধামাধবমাধুরী।	৫৬৯
৬৮। যুগলিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরমস্বরূপ।	৫৭৭

ষট্‌সন্দর্ভনামক—

শ্রীভাগবতসন্দর্ভে

চতুর্থঃ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভঃ।

তৌ সন্তোষয়তা সন্তৌ শ্রীলরূপসনাতনৌ।
দাক্ষিণাত্যেন ভট্টেন পুনরেতদ্বিবিচ্যতে॥

শ্রীশ্রীগৌরমদনগোপালো বিজয়তে।
শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনৌ জয়তাম্।
বন্দে শ্রীমন্ত্রগুরূন্ তথা ভাগবতার্থদান্।
সাবরণং শ্রীগৌরাঙ্গং রাধামদনমোহনৌ॥

এই আরব্ধ-গ্রন্থের নাম শ্রীভাগবতসন্দর্ভ। যে গ্রন্থে প্রতিপাদ্য-শাস্ত্রের গূঢ়ার্থাদি প্রকাশ করা হয়, তাহাকে সন্দর্ভ বলে (১)। এই গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের গূঢ়ার্থাদি প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া ইহা শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ নামে অভিহিত।

শ্রীপাদ-মধ্বাচার্য্য লিখিত সিদ্ধান্তই ইহার মূল। দক্ষিণদেশোদ্ভব শ্রীমন্মধ্বপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামী সেই আকর-গ্রন্থ হইতে বিশেষ বিচারপূর্ব্বক সার সংগ্রহ করেন। তাঁহার এই কার্য্যে প্রবৃত্তির হেতু—শ্রীধাম বৃন্দাবনে সতত বিরাজমান, জ্ঞান-বৈরাগ্য-প্রেম-ভক্তি-সম্পত্তিমান্ শ্রীপাদ-রূপসনাতন-গোস্বামিদ্বয়ের সন্তোষ সাধন। শ্রীবৈষ্ণবের সন্তোষও ভক্ত-ভক্তি এবং ভগবানের মহিমা-বর্ণনেই হইয়া থাকে। তজ্জন্যই তিনি ঐ তিনের

(১) গূঢ়ার্থস্য প্রকাশশ্চ সারোক্তিঃ শ্রেষ্ঠতা তথা।
নানার্থবত্ত্বং বেদস্য সন্দর্ভঃ কথ্যতে বুধৈঃ॥

তস্যাদ্যং গ্রন্থনালেখং ক্রান্তব্যুৎক্রান্তখণ্ডিতম্।
পর্য্যালোচ্যাথ পর্য্যায়ং কৃত্বা লিখতি জীবকঃ॥

অথ পূর্ব্বসন্দর্ভত্রয়েণ যস্য সর্বপরত্বং সাধিতং তস্য শ্রীভগবতো নির্দ্ধারণায় সন্দর্ভোঽয়মারভ্যতে। তত্র প্রথমস্য দ্বিতীয়ে বদন্তী-

মহিমা-বর্ণনাত্মক সিদ্ধান্ত সকল সংগ্রহ করেন। শ্রীভগবৎ-পূজা হইতে ভক্ত-পূজা শ্রেষ্ঠ, ইহা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীউদ্ধব মহাশয়কে একাদশ-স্কন্ধে বলিয়াছেন (মদ্ভক্ত-পূজাভ্যধিকা)। এই জন্য শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামিচরণ উহাদের সম্বোধ-সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি যে সার-সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা গ্রন্থরূপে নিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য ছিলনা বলিয়া, পর্য্যায়ক্রমে সংগৃহীত হয় নাই। তাহাতে কোথাও যথাক্রমে, কোথাও বিপরীত ক্রমে, কোথাও বা খণ্ডিত-ভাবে শ্রী-ভাগবত-সিদ্ধান্ত নির্ণীত হইয়াছিল। অতঃপর শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তৎসমুদয় সমালোচনা করিয়া ক্রমনিবন্ধনপূর্ব্বক লিখিতেছেন।

মূলে "জীবক" পদে জীব-শব্দের উত্তর হীনার্থে "কন্" প্রত্যয়-প্রয়োগে দৈন্যাতিশয় সূচিত হইতেছে। বস্তুতঃ বাণী-সরস্বতী ভক্ত-ভক্তি-ভগবান্—এই-তিনের অপকর্ষ কখনও সহিতে পারেন না; সেই অপকর্ষ-সূচক ভাষাদ্বারাই তাঁহাদের স্তব করিয়া থাকেন। স্তুতিপক্ষে "জীবয়তি সর্ব্বজীবান্ ভাগবত-সিদ্ধান্ত-দানেনেতি জীবকঃ" অর্থাৎ যিনি ভাগবত-সিদ্ধান্ত-দানে সর্ব্বজীবকে জীবিত করিতেছেন, তিনি জীবকঃ। মূলে উত্তম-পুরুষের বিভক্তি প্রয়োগ না করিয়া, অর্থাৎ 'লিখামি' এই পদ-প্রয়োগের স্থানে 'লিখি' এই নাম-পুরুষের বিভক্তি প্রয়োগ করায় নিজ নিরভিমানিতা সূচিত হইতেছে।

মূলে "অথ" শব্দের প্রয়োগ করিয়া মঙ্গল ও আনন্তর্য্য-অর্থ প্রকাশ করিতে-ছেন। যদ্যপি অথ-শব্দের অর্থ মঙ্গল নহে, তথাপি শ্রবণ-কীর্ত্তনে মঙ্গল বিহিত হইয়া থাকে। যেমন জলপূর্ণ কুম্ভ লইয়া কোন রমণী নিজ গৃহে যাইতেছে, তাহা দেখিয়া যাত্রা-কারীর যাত্রার শুভ বিহিত হয়; কিন্তু সেই রমণীর যাত্রা-কারীর যাত্রার শুভবিধান উদ্দেশ্য নহে, আনুষঙ্গিক ভাবে যাত্রার শুভ হইয়া যায়, সেইরূপ অথ-শব্দের অর্থ মঙ্গল নহে, আনন্তর্য্যই তাহার অর্থ, তথাপি শ্রবণ-কীর্ত্তনে মঙ্গল সাধন করিয়া থাকে।

ত্যাদিনা তদেকমেব তত্ত্বং ব্রহ্মাদিতয়া শব্দ্যত-ইত্যুক্তম্। তদেব ব্রহ্মাদিত্রয়ং তৃতীয়ে বিবিচ্যতে। ব্রহ্ম ত্বিহ,—

অনন্তর পূর্ব্বনিবদ্ধ তত্ত্ব-ভগবৎ-পরমাত্ম-সন্দর্ভ-ত্রয়ে যে তত্ত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, সেই শ্রীভগবান্‌কে নির্দ্দিষ্ট রূপে পরিচয় করাইবার জন্য এই শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ আরম্ভ করা হইতেছে। কারণ, শ্রীরাম নৃসিংহ-বামন প্রভৃতি অনন্ত স্বরূপই শ্রীভগবান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। তন্মধ্যে কোন্ শ্রীভগবৎ-স্বরূপ নিরপেক্ষ-সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে প্রকাশমান্, তাহাই নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক-বোধে শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্য সমালোচনা করিতেছেন।

সেই এক অখণ্ডপরতত্ত্ববস্তুর আবির্ভাব-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কঃ ২য় অধ্যায়ে শ্রীসূতমুনি শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণকে যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্মানুসারে বুঝা যায়—অদ্বয়তত্ত্ব-বস্তুর তিন প্রকার আবির্ভাব; জ্ঞানিগণের নিকট নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে, যোগিগণের নিকট পরমাত্মরূপে, আর ভক্তগণের নিকট শ্রীভগবান্‌রূপে অবির্ভূত হইয়া থাকেন। বহু-ধর্ম্মাশ্রয়-ধর্ম্মী এক হইলেও ধর্ম্মের গ্রহণভেদ-জন্য ধর্ম্মীর উপলব্ধি ভেদ হইয়া থাকে।

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে ৩।৩২।৩৩

যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ।
একো নানেয়তে তদ্বদ্ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ॥

"যেমন এক দুগ্ধই শ্বেতত্বাদি বহুগুণাশ্রয়; কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয় দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অনুভূত হইয়া থাকে—চক্ষু দ্বারা শ্বেতত্ব, ত্বক্ দ্বারা শীতলত্ব; জিহ্বা দ্বারা মধুরত্ব উপলব্ধি হয়; সেইরূপ একই অখণ্ড জ্ঞানতত্ত্ববস্তুর জ্ঞান-যোগে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে, যোগমার্গে পরমাত্মরূপে এবং ভক্তিযোগে ভগবদ্রূপে উপলব্ধি হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে॥

সাধকের সাধন-শক্তির তারতম্যানুসারে পরতত্ত্ব-বস্তুর আবির্ভাব-তারতম্য হইয়া থাকে। কারণ, বস্তুর বিদ্যমানতাই বস্তুর উপলব্ধির হেতু নহে, ইন্দ্রিয়ের শক্তিই মূল হেতু। ইন্দ্রিয়-শক্তির তারতম্যানুসারে বস্তু-গ্রহণের তারতম্য

"যত্রেমে সদসদ্রূপে প্রতিষিদ্ধে স্বসংবিদা।
অবিদ্যয়াত্মনি কৃতে ইতি তদ্‌ব্রহ্মদর্শনম্॥"

ঘটিয়া থাকে এবং বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধির তারতম্য দেখিয়া ইন্দ্রিয়শক্তির তারতম্য বুঝা যায়।

একই অদ্বয়-তত্ত্বের নির্ব্বিশেষ-সবিশেষ রূপে উপলব্ধির দৃষ্টান্ত—যথা মাঘ-কাব্যে :—

চয়স্ত্বিষামিত্যবধারিতং পুরা ততঃ শরীরীতি বিভাবিতং ততঃ
বিভুর্বিভক্তাবয়বং পুমানিতি ক্রমাদমুং নারদ ইত্যবোধি সঃ॥

"যখন রাজসূয়-যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য দেবর্ষি নারদ গগনপথে আসিতেছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রথম দেখিলেন, একটী তেজঃপুঞ্জ আসিতেছেন, তৎপর নিকটবর্ত্তী হইলে আকৃতি-দর্শনে শরীরী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, আরও নিকটবর্ত্তী হইলে দৃশ্যমান্ কর-চরণাদি দর্শনে পুরুষ বলিয়া নিশ্চয় করিলেন। সন্নিকটবর্ত্তী হইলে নারদ বলিয়া স্থির করিলেন।" এ স্থানে নারদরূপে দর্শনই যেমন মুখ্য, আর জ্যোতিঃ, শরীরী ও পুরুষ-রূপে দর্শন গৌণ; একই নারদের দূরত্ব-নিকটত্ব-নিবন্ধন দর্শনের তারতম্য ঘটিয়াছে। পরতত্ত্ব দর্শনেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ভগবদ্রূপে পরতত্ত্ব-বস্তুর সাক্ষাৎ করাই মুখ্য। সেই অখণ্ড তত্ত্ব-বস্তুর স্বরূপ-শক্তির বৈচিত্র্য থাকিলেও সেই তত্ত্বের সহিত সাধনসামর্থ্যে তাদাত্ম্যাপন্ন চিত্তে স্বরূপ-শক্তি-বৈচিত্র্য গ্রহণে সামর্থ্যের অভাব-জন্য নির্ব্বিশেষ-রূপে অভিব্যক্ত তত্ত্বকে ব্রহ্ম বলিয়া অভিধান করে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—জ্ঞানমার্গে লইতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ। প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত ব্রহ্মাদি তিন প্রকার আবির্ভাবের বিচার ঐ স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে করা হইয়াছে। তন্মধ্যে মূলে-উক্ত "যত্রেমে সদসদ্রূপে" ইত্যাদি এবং "যচ্চেযোপরতা" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। শ্লোকার্থ :—"সৎ ও অসৎ স্বরূপ এই স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহ অবিদ্যাকর্ত্তৃক আত্মাতে আরোপিত হইয়াছে; যে জ্ঞান আবির্ভূত হইলে জীবাত্মার স্বরূপ জ্ঞান-দ্বারা উক্ত স্থূল-সূক্ষ্ম দেহের আত্মাতে অধ্যাস ভ্রম-কল্পিত বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, সেই জ্ঞানের নাম ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার।" ১।৩,৩৩। এস্থানে একটু বুঝিবার বিষয় এই যে, কেবল

ইত্যাদিনা তত্র বিবিক্তমপি, একাকারাবির্ভাবতয়া সংশয়াভাবা-ন্নোপযুক্তম্, ইতি তদ্বচনং নোদাহরণীয়ম্। শ্রীভগবৎপরমাত্মনো-স্তদাদ্রিয়তে। তত্র ঈশ্বরো নাম নিরাকারো নাস্তীতি পূর্ব্বং নির্ণীতং, পরমাত্মশব্দেন চ সর্বান্তর্য্যামিপুরুষঃ প্রতিপাদিতঃ, তেষ্বেব সন্দর্ভেষু। তথা চ সতি তস্মিংস্তৃতীয়াধ্যায়ারম্ভ এবমাভাস্যম্। ননু পূর্বং ব্রহ্মাদিতয়া ত্রিধৈব তত্ত্বমেকমুক্তম্। তত্র ব্রহ্মণঃ কিং

জীব-স্বরূপ-জ্ঞান-দ্বারা সেই স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীর মিথ্যা বলিয়া উপলব্ধি করা যায় না। কারণ, জীব-স্বরূপের জ্ঞান, পরতত্ত্ব-জ্ঞানের অধীন; পরতত্ত্ব-জ্ঞানাবির্ভাব ব্যতীত জীব-স্বরূপ-জ্ঞান স্বতন্ত্ররূপে হইতে পারে না। সেই তৃতীয় অধ্যায়ে এইরূপ দুইটী শ্লোকদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। ব্রহ্মতত্ত্ব একইরূপে সাধক-গণের নিকট আবির্ভূত হয় এবং তদ্বিষয়ে কোন সংশয় না থাকা হেতু সে তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন বিচার এ স্থানে উপযোগী নয়।

শ্রীভগবৎতত্ত্বের ও পরমাত্ম-তত্ত্বের আবির্ভাবের তারতম্য-বিশেষ থাকা হেতু, সেই তারতম্য-জ্ঞাপক প্রমাণ-সকলের উল্লেখ করা যাইতেছে। তন্মধ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব নিরাকার নয় (১), ইহা পূর্ব্বে (সন্দর্ভত্রয়ে) নির্ণীত হইয়াছে। তবে যে কোথাও আকার বর্ণিত হয় নাই, সে কেবল অন্তর্য্যামিত্ব-দৃষ্টি-অপেক্ষায়। উপাসনামার্গে প্রাদেশ-পরিমিত চতুর্ভুজাদি-আকারে পরমাত্ম-তত্ত্ব বর্ণিত আছেন। "পরমাত্মা"-শব্দদ্বারা যে 'সর্ব্বান্তর্য্যামী পুরুষ" বুঝায়, তাহা পূর্ব্বোক্ত সন্দর্ভত্রয়ে প্রতিপন্ন হইয়াছেন। শ্রীভগবৎ-পরমাত্ম-তত্ত্বই যদি বিচার-যোগ্য বলিয়া নির্ণীত হয়, তবে তদ্বিচার সম্বন্ধে প্রথমস্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে নিম্নলিখিত আভাসটী থাকা উচিত; কারণ, এই আভাস ব্যতীত শ্লোকের অর্থসঙ্গতি করা যায় না। সেই আভাস যথা—পূর্ব্বে যে ব্রহ্মাদি ত্রিবিধরূপে আবির্ভূত তত্ত্বকে এক স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে

---

(১) এস্থলে ঈশ্বর শব্দের বাচ্য—পরমাত্মা; শ্রীগীতাতে পরমাত্মাই ঈশ্বর-শব্দে অভিহিত হইয়াছেন—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি, যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।"

লক্ষণং ভগবৎপরমাত্মনোর্বা তত্র বিশেষঃ কশ্চিদ্বা কিমস্তীতি শ্রীমদীশ্বরাকারাদিষু বহুষু চ সৎসু শ্রীভগবন্নাম কতমাকারঃ পরমাত্মা বা তয়োশ্চ কিং স্বরূপাদিকমিতি শ্রীশৌনকাদিকপ্রশ্নমাশঙ্ক্য প্রথমং শ্রীভগবৎপরমাত্মানৌ নির্দ্ধারয়ন্ শ্রীসূত উবাচ।

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥১॥

আদৌ জীবাবির্ভাবমহদাদিসৃষ্টিতঃ পূর্বং পৌরুষং রূপং জগৃহে প্রকটিতবান্। কেন হেতুনা, লোকসিসৃক্ষয়া, লোকানাং সমষ্টি-

---

ব্রহ্মের কি লক্ষণ? তাহাতে কোন প্রকারের কিছু বিশেষত্ব আছে কি? ঈশ্বরাকার বহুবিধ থাকিলেও তন্মধ্যে কোন্‌টী ভগবদাকার, কোন্‌টী পরমাত্মার আকার, তদুভয়ের স্বরূপ এবং (মূলস্থ আদি পদে) স্থান-কর্ম্ম-প্রভৃতি কীদৃশ? এইরূপ শ্রীশৌনকাদির প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া প্রথমে শ্রীভগবান্ ও পরমাত্মার নির্দ্ধারণ করিবার জন্য শ্রীসূত বলিয়াছেন—

সামান্যতঃ ভগবৎ-পরমাত্ম-নির্ণয়ঃ—

"সাধনের তারতম্যানুসারে যিনি ব্রহ্ম-পরমাত্মা-শ্রীভগবান্‌রূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, সেই অখণ্ড পরতত্ত্ববস্তু শ্রীভগবান আদিতে অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে লোক-সৃষ্টির অভিপ্রায়ে, মহত্তত্ত্ব-প্রভৃতির সহিত সম্ভূত ষোড়শকলা-সমন্বিত (লোকসৃষ্টির উপযোগী পরিপূর্ণ-শক্তিযুক্ত) পুরুষাকার গ্রহণ করেন" ১।৩।১ ॥১॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা :—আদি অর্থাৎ জীবাবির্ভাবের এবং মহদাদি-সৃষ্টির পূর্ব্বে পুরুষাকার গ্রহণ করেন; গ্রহণ-শব্দে পুরুষরূপের প্রকটন। গ্রহণ-শব্দে ধারণ না বলিয়া প্রকটন বলিবার তাৎপর্য্য এই—পুরুষ তৎপূর্ব্বেও ছিলেন, তবে তখন জগৎ ছিলনা বলিয়া জগতের সম্বন্ধে তাঁহার প্রকাশ-সম্ভাবনা ছিলনা; এখন জগতের সম্বন্ধে প্রকট হইলেন,—জগৎ সৃষ্ট্যাদি-ক্রিয়া-শক্তির প্রকাশ করিলেন, অর্থাৎ সমষ্টি জীব (হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা) ও ব্যষ্টি জীব (অস্মদাদিজীব) এবং তাহাদের অধিষ্ঠান চতুর্দ্দশ-ভুবন ও দেহ-সকলের প্রাদুর্ভাবের নিমিত্তই ঐ রূপের প্রকটন করিলেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে তৎসমুদয় (সমষ্টিব্যষ্টি জীব ও তাহা-

ব্যষ্টিজীবানাং তদধিষ্ঠানানাঞ্চ প্রাদুর্ভাবার্থমিত্যর্থঃ। তস্মিন্ হি তানি লীনান্যাসন্নিতি। অতস্তৎপ্রাদুর্ভাবস্তৃতীয়ে তদ্দ্বারৈব উক্তঃ, "ভগবানেক আসেদমি" ত্যাদি প্রকরণে, "কালবৃত্ত্যাতু মায়ায়াং গুণ-ময্যামধোক্ষজঃ। পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্" ইতি। তত্র তেষাং সদ্ভাবং বিবৃণোতি, মহদাদিভিঃ সম্ভৃতং মিলিতং অন্তর্ভূতমহদাদিতত্ত্বমিত্যর্থঃ। "সোঽন্তঃশরীরেঽর্পিতভূতসূক্ষ্মো" ইতি

দের অধিষ্ঠান) ঐ পুরুষের রূপে লীন ছিল। অতএব (৩য় স্কঃ ৫ম অঃ) পুরুষরূপ-কর্ত্তৃক তৎসমুদায়ের আবির্ভাব "ভগবানেক আসেদমি" ত্যাদি প্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এই—চিচ্ছক্তি-সমন্বিত পরমাত্মা, কালশক্তি দ্বারা ক্ষোভিতা গুণময়ী মায়াতে (প্রকৃতি দ্রষ্টারূপে) বীর্য্য অর্থাৎ জীবাখ্য চিদাভাস অর্পণ করেন। সেই পুরুষরূপে যে উভয়বিধ (ব্যষ্টি সমষ্টি) জীব ও তদধিষ্ঠান চতুর্দ্দশ-ভুবন উপাদানরূপে বিদ্যমান ছিল, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য বলিতেছেন "মহদাদি সহিত সম্ভৃত"। এখানে সম্ভৃত শব্দের অর্থ মিলিত অর্থাৎ মহদাদি-তত্ত্ব-সমূহ তাঁহার অন্তর্ভূত ছিল। এইজন্য ৩য় স্কঃ ৮ম অঃ ১২শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে "তিনি আপনার শরীরমধ্যে ভূত-সূক্ষ্ম অর্থাৎ ত্রৈলোক্য-গত দেব-মনুষ্যাদির সূক্ষ্ম-শরীর-সমূহ সমর্পিত করিলেও পুনর্ব্বার সৃষ্টির সময় তৎসমুদয়ের প্রকাশের নিমিত্ত কালরূপা শক্তিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।"

শ্লোকোক্ত "সম্ভৃত" শব্দের "মিলিত" অর্থ কেহ স্বকপোল-কল্পিত বলিয়া সন্দেহ করিতে পারেন—এই আশঙ্কায় বলিতেছেন "সম্" পূর্ব্বক "ভৃ" ধাতুর মিলনার্থ প্রসিদ্ধই আছে। যথা—পর্ব্বত-জাতা ক্ষুদ্রনদীসকল মহানদীর সহিত (সম্ভূয়) সম্ভৃত অর্থাৎ মিলিত হইয়া সাগরে পতিত হয়। এস্থলে সম্ পূর্ব্বক ভৃ ধাতুর মিলনার্থই দেখা যায়।

অতএব সাত্বত-তন্ত্রে উক্ত আছে "বিষ্ণুর পুরুষাখ্য তিনটি রূপ; প্রথম—মহত্তত্ত্বের সৃষ্টিকর্ত্তা কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু দ্বিতীয়—ব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থ প্রতিব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামী গর্ভোদশায়ী প্রদ্যুম্ন, এবং তৃতীয়—সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধ। এই শ্লোকে মহত্তত্ত্বের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া প্রথম পুরুষাখ্য যে রূপ

তৃতীয়াদেব। সম্পূর্ব্বো ভবতিঃ সঙ্গমার্থে প্রসিদ্ধ এব, সম্ভূয়াম্ভোধিমভ্যেতি মহানদ্যা নগাপগা-ইত্যাদৌ। তদেবং "বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি" ইত্যাদৌ মহৎস্রষ্টৃত্বেন প্রথমং পুরুষাখ্যং রূপং যৎ শ্রূয়তে, যচ্চ ব্রহ্মসংহিতাদৌ কারণার্ণবশায়িসঙ্কর্ষণত্বেন শ্রূয়তে, তদেব জগৃহে ইতি প্রতিপাদিতম্ তস্য জগৎস্রষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বেন। ততোঽপি পরত্রৈশ্বর্য্যসম্ভাবনার্থমাহ, ষোড়শকলঃ সম্পূর্ণসর্ব্বশক্তিযুক্তমিত্যর্থঃ। পূর্ণত্বঞ্চাত্রাপেক্ষিকং, স্বরূপশক্তিনিধিরপি স্বসান্নিধ্যেন মায়াবৃত্তিভির্জগৎস্রষ্ট্যাদিকর্ত্তা ভগবদংশবিশেষঃ সর্বান্তর্য্যামিপুরুষাপরপর্য্যায়ঃ পরমাত্মা, ভগবাংস্তু ততোঽপি পরস্তদংশী স্বরূপশক্ত্যেকবিলাসবান্ ইত্যভিহিতম্। তদেবং সামান্যতো ভগবৎপরমাত্মানৌ নিরূপ্য পরমাত্মানং তাবদনেকৈঃ স্থানকর্ম্মস্বরূপাকারবিশেষৈঃ নির্দ্ধারয়তি ত্রিভিঃ।

শুনা যায় এবং ব্রহ্মসংহিতায় যাঁহাকে কারণার্ণবশায়ী সঙ্কর্ষণ বলা হইয়াছে, সেই রূপই প্রকটন করিলেন, ইহা প্রতিপন্ন হইল।

এই প্রথম পুরুষ জগৎ-সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেও, সৃষ্টিকার্য্য ভিন্ন অন্য কার্য্যেও তাঁহার সামর্থ্য আছে, ইহা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—ষোড়শ-কল, অর্থাৎ সম্পূর্ণ-সর্ব্ব-শক্তিযুক্ত। কিন্তু ইহার এই পূর্ণত্ব আপেক্ষিক। অর্থাৎ তৃতীয় ও দ্বিতীয় পুরুষের তুলনায় ইনি সম্পূর্ণ-শক্তিযুক্ত, শ্রীভগবানের এই কারণার্ণবশায়ী পুরুষ হইতেও প্রচুর শক্তি আছে। এই প্রথম পুরুষ স্বরূপশক্তির আশ্রয় হইয়াও নিজ সান্নিধ্য দ্বারা মায়ার ক্ষোভকারী হইয়া, ক্ষোভিতা মায়া-বৃত্তি-সমূহ দ্বারা জগৎ-সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি শ্রীভগবানের অংশ-বিশেষ, এবং সর্ব্বান্তর্য্যামী পুরুষ, ইহার অপর নাম পরমাত্মা। শ্রীভগবান কিন্তু তাঁহা হইতেও শ্রেষ্ঠ, এবং ঐ পুরুষের অংশী। তিনি (শ্রীভগবান) কেবল স্বরূপশক্তিতে বিলাস করেন,—মায়াশক্তির সহিত তাঁহার কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। "তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ" ইতি শ্রীচরিতামৃতে।

এই রূপে সাধারণ ভাবে শ্রীভগবান ও পরমাত্মার তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া তৎপর নানাবিধ স্থান-কর্ম্ম-স্বরূপ-আকার-বিশেষ দ্বারা তিন শ্লোকে পরমাত্মা-স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতেছেন।

যস্যান্তসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ।
নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্‌ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাং পতিঃ॥ ২॥

যস্য পৌরুষরূপস্যান্তসি প্রলয়কালীনগর্ভোদকে শয়ানস্য সতঃ। তথা চ ভারতে মোক্ষধর্ম্মনারায়ণীয়ে—অস্মন্মূর্ত্তিশ্চতুর্থী যা সাসৃজচ্ছেষমব্যয়ম্। স হি সঙ্কর্ষণঃ প্রোক্তঃ প্রদ্যুম্নং সোঽপ্যজীজনৎ। প্রদ্যুম্নাদনিরুদ্ধোঽহং সর্গো মম পুনঃ পুনঃ। অনিরুদ্ধাত্তথা ব্রহ্মা তন্নাভিকমলোদ্ভবঃ। ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ। তত্রৈব ব্যাসঃ—

পরমাত্মার স্থান-কর্ম্ম-স্বরূপ নির্ণয়ঃ—

পরমাত্মার স্থান ও কর্ম্মাদি ১ম স্কঃ ৩য় অঃ ২৮ শ্লোকে—

"যিনি গর্ভোদকে শয়ন করিয়া যোগনিদ্রা (আনন্দ-সমাধি) বিস্তার করিয়াছেন, তাঁহার নাভি-কমল হইতে বিশ্বসৃষ্টি প্রজাপতি-গণের পতি ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন"॥ ২॥

প্রথম পুরুষ অংশে দ্বিতীয় পুরুষরূপ প্রকটন করিয়া প্রলয়কালীন গর্ভোদকে শয়ন করেন। এবিষয় মহাভারতের মোক্ষ-ধর্ম্ম-নারায়ণীয়ে উক্ত আছে; শ্রীঅনিরুদ্ধ বলিতেছেন—

"আমার চতুর্থ মূর্ত্তি শ্রীবাসুদেব (৪); তিনি অব্যয় শেষকে সৃষ্টি করেন। এই শেষ শ্রীসঙ্কর্ষণ-নামে প্রসিদ্ধ (৩); শ্রীসঙ্কর্ষণ শ্রীপ্রদ্যুম্নকে (২) সৃষ্টি করেন*। শ্রীপ্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ (১-আমার সৃষ্টি। এইরূপে আমার বারংবার জন্ম হইয়া থাকে। অনিরুদ্ধের নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার জন্ম হয়, ব্রহ্মা হইতে স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বভূতের সৃষ্টি হয়।" সেই মোক্ষ-ধর্ম্মে আবার অন্যত্র ব্যাসের

*যদ্যপি নরলীলায় দ্বারকা-চতুর্ব্যূহে শ্রীবাসুদেব হইতে শ্রীপ্রদ্যুম্নের সৃষ্টির প্রসিদ্ধি দেখা যায়, এস্থলে দেবলীল-বৈকুণ্ঠ-চতুর্ব্যূহে শ্রীসঙ্কর্ষণ হইতে প্রাদুর্ভাব বর্ণিত হইল। ঈশ্বর-লীলায় এইরূপ ক্রমই বুঝিতে হইবে।

পরমাত্মেতি যং প্রাহুঃ সাংখ্যযোগবিদো জনাঃ।
মহাপুরুষসংজ্ঞাং স লভতে স্বেন কর্ম্মণা॥
তস্মাৎ প্রসূতমব্যক্তং প্রধানং তদ্বিদুর্ধীরাঃ।
অব্যক্তাদ্ব্যক্তমুৎপন্নং লোকসৃষ্ট্যর্থমীশ্বরাৎ॥
অনিরুদ্ধো হি লোকেষু মহানাত্মেতি কথ্যতে।
যোঽসৌ ব্যক্তমাপন্নো নির্ম্মমে চ পিতামহম্॥ ইতি।

ততোঽত্রাবান্তরভেদেঽপ্যভেদস্বীকারেণ দ্বিবূহোক্তিরিতোম বিশেষ ইতি বাসুদেবস্থানীয়ো ভগবাংস্তস্মাদন্য প্রাদুর্ভাবাদ্। এবমেকাদশে চ—

ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরাত্মসৃষ্টৈঃ পুরং বিরাজং বিরচয্য তস্মিন্।
স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধানমবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ॥

উক্তি এইরূপ দেখা যায়ঃ—"সাংখ্য-যোগবিদ্‌গণ যাঁহাকে পরমাত্মা বলেন, তিনি নিজ কর্ম্মদ্বারা মহাপুরুষ-সংজ্ঞা লাভ করেন। তাঁহা হইতে অব্যক্ত উৎপন্ন হয়। এই অব্যক্তকে পণ্ডিতগণ প্রধান বলেন। ঈশ্বরের উক্ত পরমাত্মাদ্বারা প্রভাবে লোক সৃষ্টির জন্য অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত (মহদাদি) উৎপন্ন হয়। অনিরুদ্ধ বিদ্বৎ-সমাজে মহান্-আত্মা বলিয়া বর্ণিত হয়েন। অনিরুদ্ধ সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া পিতামহ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন।" এ স্থলে শ্রীঅনিরুদ্ধ-উক্তিতে সঙ্কর্ষণ—প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ—এই তিন ব্যূহের উল্লেখ আছে। আর শ্রীব্যাসের উক্তিতে সঙ্কর্ষণ (মহাপুরুষ) ও অনিরুদ্ধ (মহান্-আত্মা)—এই দুই ব্যূহের উল্লেখ করিয়াছেন। এই মতভেদ দেখা যায়। তাহার সমাধান এই—প্রদ্যুম্নের সহিত অনিরুদ্ধের অবান্তর-ভেদ থাকিলেও ব্যাসোক্তিতে অভেদ স্বীকার করিয়া দুই ব্যূহ বলা হইয়াছে। চতুর্থব্যূহ-বাসুদেব স্থানীয় শ্রীভগবান্। সেই ভগবান্ হইতে সঙ্কর্ষণাদি-ব্যূহত্রয়ের আবির্ভাব হইয়াছে।

একাদশ-স্কন্ধেও বাসুদেবকে পুরুষাবতারত্রয় হইতে ভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; যথা—১১ স্কঃ ৪ অঃ ৩য় শ্লোঃ—"আদিদেব নারায়ণ যখন মহৎ-আদি-পুরুষত্রয় প্রাপ্ত হয়েন, তখন আপনার সৃষ্ট পঞ্চভূত দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড রচনা

ইত্যত্র তৈরেব ব্যাখ্যাতম্। আদৌ পুরুষাবতারমাহ ভূতৈরিতি। যদা স্বসৃষ্টৈঃ ভূতৈঃ বিরাজং ব্রহ্মাণ্ডং পুরং নির্ম্মায় তস্মিন্ লীলয়া প্রবিষ্টঃ, ন তু ভোক্তৃত্বেন, প্রভূতপুণ্যস্য জীবস্য তত্র ভোক্তৃত্বাদিত্যেবমন্যোত্তরত্র শ্লোকদ্বয়েঽপ্যেবমেবার্থো দৃশ্যতে। তথা দ্বিতীয়স্য ষষ্ঠে—স এব আদ্যঃ পুরুষ ইত্যাদিপদ্যে চ টীকা, স এব আদ্যো ভগবান্ যঃ পুরুষাবতারঃ সন্ সৃষ্ট্যাদিকং করোতীত্যেষা। এবমাদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্যেত্যস্য টীকা চ দর্শিতৈব। তথা তৃতীয়স্য বিংশে দৈবেনেত্যাদিকং সোঽন্বিত্যন্তং সটীকমেব প্রকরণং

করতঃ তাহাতে অংশে অন্তর্য্যামীরূপে প্রবেশ করিয়াও পুরুষাখ্যাতেই (দ্বিতীয় পুরুষ) অভিহিত হয়েন।" ইহার ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামিপাদের উক্তি—"এই শ্লোকে পুরুষাবতার বলা হইয়াছে"।

যখন আপনার সৃষ্ট পঞ্চভূত দ্বারা বিরাজ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করেন, তখন সেই ব্রহ্মাণ্ডে লীলাতে প্রবেশ করেন—কিন্তু ভোক্তারূপে নয়। কারণ, প্রচুর-পুণ্যবিশিষ্ট জীবই তথায় ভোক্তা হয়েন। এই শ্লোকের পরবর্ত্তী দুইটী শ্লোকেও এইরূপ প্রসঙ্গ করা হইয়াছে।

তদ্রূপ ২য় স্কঃ ৬ অঃ ৩৭ শ্লোকের (স এব আদ্যেত্যাদি) টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"তিনিই আদ্য অর্থাৎ ভগবান্, তিনি পুরুষাবতার হইয়া সৃষ্ট্যাদি করিয়া থাকেন।" তদ্রূপ ৪০শ শ্লোকের (আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য) টীকায় লিখিয়াছেন—"পর-এর অর্থাৎ ভূমার(শ্রীভগবানের) প্রথমাবতার পুরুষ। সেই পুরুষ প্রকৃতির প্রবর্ত্তক এবং সহস্রশীর্ষাদি-লক্ষণবিশিষ্ট লীলাবিগ্রহ।"

৩য় স্কঃ ২০ অঃ ১২—২৭ শঃ শ্লোক (দৈবেনেত্যাদি শ্লোক হইতে সোঽনুবিষ্টো ভগবতা ইত্যাদি শ্লোক) পর্য্যন্ত মূল ও শ্রীস্বামিপাদের টীকা অনুসন্ধান করিলে পুরুষাবতারের বিষয় জানা যায়। তাহা এ স্থলে সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে :—"নির্ব্বিকার ভগবান্ (মহাবিষ্ণু) হইতে প্রকৃতি ক্ষোভিতা হইলে মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। যদ্যপি প্রকৃতি-ক্ষোভে জীবাদৃষ্ট, মহাপুরুষ এবং কাল—এ তিনই কারণরূপে উক্ত হইয়াছে, তথাপি মহাপুরুষ মুখ্য, জীবাদৃষ্ট ও কাল গৌণ কারণ

অত্রানুসন্ধেয়ম্। তস্মাদ্বিরাট্ত্বেন তদ্রূপং ন ব্যাখ্যাতম্। অত্র মহৎস্রষ্টৃ-ব্রহ্মাণ্ড-প্রবিষ্ট-পুরুষয়োরভেদেনৈবোক্তিঃ।

বুঝিতে হইবে। ঈশ্বরেচ্ছাবশতঃ মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ-মহাভূত, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা উৎপন্ন হয়। তাঁহার ইচ্ছায় এই সকল সম্মিলিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হয়। ঐ অণ্ড-মধ্যে ঈশ্বর (মহাবিষ্ণু) অংশে প্রবেশ করিয়া শয়ন করেন। ঐ স্বরূপের নাম গর্ভোদকশায়ী। ইঁহার নাভি হইতে সমস্ত জীবের অধিষ্ঠানস্বরূপ পদ্ম আবির্ভূত হয়। সেই পদ্ম হইতে স্বয়ং ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়েন।"

অতএব বিরাট-ব্রহ্মাণ্ডই যে পুরুষের রূপ, তাহা ব্যাখ্যাত হয় নাই। তিনি উহার (বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের) অন্তর্য্যামী সহস্রশীর্ষরূপে অবস্থান করেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষ জানিবার বিষয় এই যে, অদ্বৈতবাদিগণ বলেন, জগৎ মিথ্যা, কেবল মায়া-বিবর্ত্তমাত্র। এই স্থানে এই মত বিশেষভাবে খণ্ডিত হইয়াছে। যথা—"লোকসংস্থাং যথাপূর্ব্বং নির্ম্মমে সংস্থয়া স্বয়া"। ৩।২০।১৭॥ স্বয়া সংস্থয়া নাম-রূপাদিক্রমেণেতি স্বামিপাদঃ। প্রলয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী সৃষ্টিতে যে বস্তুর যে নাম, যে রূপ ছিল, প্রলয়ের পরেও সেই সেই বস্তুর সেই রূপ, সেই নামই প্রকটিত হয়। অর্থাৎ গলকম্বল-বিশিষ্ট গোমাতার যে প্রকার রূপ, যে প্রকার নাম, যে প্রকার আকৃতি; যেরূপ কাঁঠালগাছ, যেরূপ তাহার ফল, যেরূপ তাহার নাম, যেপ্রকার তাহার স্বাদ, ঠিক্ সেই প্রকারই প্রলয়ের পরবর্ত্তী সৃষ্টিতেও অভিব্যক্ত হয়। এই ভাবে সমস্ত বস্তুরই প্রকটন বুঝিতে হইবে। ইহা অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং অনন্ত কাল থাকিবে। ইহা দ্বারা জগতের মিথ্যা-কল্পিতত্ব নিষেধ করিয়া সত্য বস্তুর অভিব্যক্তিই যে সৃষ্টি, তাহা বুঝাইতেছে। শ্রুতিও এই অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিতেছেন। "সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ" এই জগৎ পূর্ব্বেও (সৃষ্টির পূর্ব্বেও) সত্যই ছিল। যাহা পূর্ব্বে ছিল, তাহাই অভিব্যক্ত হইয়াছে, ইহা মিথ্যা নহে। যে শ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইল, তস্যাম্ভসি শয়ানস্য ইত্যাদি সেই ১ম স্কঃ ৩য় অঃ ২য় শ্লোকে মহৎস্রষ্টা এবং ব্রহ্মাণ্ড-প্রবিষ্ট পুরুষকে অভেদরূপে বর্ণন করা হইয়াছে॥২॥

অথ তটস্থস্বরূপলক্ষণাভ্যাং তদেব বিশিনষ্টি।

যস্যাবয়বসংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ।
তদ্বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জিতম্ ॥৩॥

অবয়বসংস্থানৈঃ সাক্ষাৎ শ্রীচরণাদিসন্নিবেশৈর্লোকবিস্তরো বিরাড়াকারঃ প্রপঞ্চঃ কল্পিতঃ। যথা—তদবয়বসন্নিবেশস্তথৈব পাতালমেতস্য হি পাদমূলমিত্যাদিনা নবীনোপাসকান্ প্রতি মনঃস্থৈর্য্যায় প্রখ্যাপিতঃ। ন তু বস্তুতস্তদেব তস্যাঙ্গমিত্যর্থঃ। তৎ শ্রীভগবতঃ পৌরুষং রূপং বৈ প্রসিদ্ধৌ বিশুদ্ধোর্জিতসত্ত্বাভিব্যক্তত্বাৎ শক্তিস্বরূপয়োরভেদাচ্চ তদ্রূপমেবেত্যর্থঃ। উক্তঞ্চ স্বরূপত্বং তদ্রূপস্য—নাতঃপরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপমিত্যত্র। বিশুদ্ধং জাড্যাংশে-

পরমাত্মার স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ।

অনন্তর তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণদ্বারা পুরুষকে নিরূপণ করিতেছেন; স্বরূপ-লক্ষণ—পুরুষাখ্য ভগবানের রূপ, রজঃ প্রভৃতি মায়াগুণে অস্পৃষ্ট-অপ্রাকৃত, বিশুদ্ধ সত্ত্ব-স্বরূপ। তটস্থ-লক্ষণ—তাঁহার অবয়ব-সংস্থান দ্বারা ভূ-আদি লোক সকল কল্পিত হয়।১।৩।৩॥৩॥

অবয়ব-সংস্থান অর্থাৎ সাক্ষাৎ শ্রীচরণাদির সন্নিবেশ-দ্বারা বিরাট-আকার প্রপঞ্চ (জগৎ) কল্পিত হয়। ২য় স্কঃ ৩য় অঃ—"পাতালমেতস্য হি" ইত্যাদি কতিপয় শ্লোকে তাহা দেখান হইয়াছে। নবীন উপাসকের মনঃ-স্থৈর্য্যের জন্যই এই বিরাট্‌রূপের উপাসনা উপদেশ করা হইয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক-পক্ষে পাতালাদি তাঁহার অঙ্গ নহে।

ভগবানের সেই পৌরষরূপ—বিশুদ্ধ সত্ত্বোর্জ্জিত, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। বলবৎ বিশুদ্ধসত্ত্বে ঐ পৌরুষরূপের অভিব্যক্তি হয় বলিয়া কার্য্য-কারণ অভেদরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কারণ, বিশুদ্ধ-সত্ত্ব শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিরূপ—স্বরূপ ও শক্তি অভিন্ন বলিয়া অভেদে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যে, শ্রীভগবানের পৌরুষ রূপ বিশুদ্ধ এবং উর্জ্জিত সত্ত্ব-স্বরূপ। এই জন্য ৩য় স্কঃ ৯মঅধ্যায় ৩য় শ্লোকে ব্রহ্মা বলিতেছেন:— "হে পরম! দৃশ্যমান্ তোমার রূপ হইতে

নাপি রহিতং, স্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বাৎ। ঊর্জ্জিতং সর্ব্বতো বলবৎ, পরমানন্দরূপত্বাৎ। কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাদিতি শ্রুতেঃ।

তদেবং পুরুষস্য স্থানকর্ম্মস্বরূপাণ্যভিধায় আকারমপ্যাহ—

পশ্যন্ত্যাদৌ রূপমদভ্রচক্ষুষা সহস্রপাদোরুভুজাননাদ্ভুতম্।
সহস্রমূর্দ্ধশ্রবণাক্ষিনাসিকং সহস্রমৌল্যম্বরকুণ্ডলোল্লসৎ ॥৫॥

অদঃ পৌরুষরূপমদভ্রচক্ষুষা ভক্ত্যাখ্যেন। পুরুষস্য সম্পদঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া ইত্যুক্তেঃ। অস্য সহস্রপাদাদিমত্ত্বং বাক্তিতং

তোমার স্বরূপ ভিন্ন নয়; কিন্তু আপই তোমার স্বরূপ হয়, আমি দেখিতেছি।" এস্থলে রূপেরই স্বরূপত্ব বলা হইয়াছে। (অর্থাৎ জীবে যেমন জড় দেহ, আর চিন্ময় আত্মা—এই দেহ-দেহী-ভেদ দেখা যায়, শ্রীভগবৎ-স্বরূপে সেই ভেদ নাই; তিনি চিন্ময়-বিগ্রহ, এই জন্য রূপই তাঁহার স্বরূপ।

শ্লোকোক্ত "বিশুদ্ধ" এই বিশেষণ-দ্বারা জড়াংশ-রহিত সত্ত্ব বুঝিতে হইবে। কারণ, ঐ সত্ত্ব, স্বরূপ শক্তির বৃত্তি। স্বরূপ শক্তিতে মায়াংশ-লেশের সম্ভাবনা নাই। আর ঐ সত্ত্ব পরমানন্দ-স্বরূপ বলিয়া ঊর্জ্জিত (অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্) এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। শ্রুতিও পুরুষকে পরমানন্দ-বস্তু বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন:— "যদি এই আকাশ অর্থাৎ পরমাত্মা আনন্দ-স্বরূপ না হইতেন, তবে কে-ই বা প্রাণবায়ুর, বা অপান-বায়ুর চেষ্টা করিত অর্থাৎ বাঁচিবার চেষ্টা কাহার হইত?" ॥৫॥

এইরূপে পুরুষের স্থান-কর্ম্ম-স্বরূপ নিরূপণ করিয়া আকার নির্দ্দেশ করিতেছেন।

পরমাত্মার আকার-নির্ণয়ঃ—

"পুরুষের রূপ সহস্র অর্থাৎ অনন্ত চরণ, উরু, বাহু ও বদনের দ্বারা অদ্ভুত অনন্ত মস্তক, কর্ণ, নয়ন ও নাসিকা যুক্ত, অনন্ত মুকুট, বস্ত্র ও কুণ্ডল দ্বারা শোভমান। উপাসকগণ অদভ্র-চক্ষু দ্বারা এই রূপ দর্শন করেন।" ১।৩।৪৪॥

তৃতীয়স্য অষ্টমে শ্রীমৈত্রেয়েণ—বেণুভুজাঙ্ঘ্রিপাঙ্ঘ্রেরিতি দোর্দ্দণ্ড-সহস্রশাখমিতি কিরীটসাহস্রহিরণ্যশৃঙ্গমিতি চ। তথা নবমস্য চতুর্দ্দশে শ্রীশুকেন — সহস্রশিরসঃ পুংসো নাভিহ্রদসরোরুহাৎ। জাতস্যাসাং সুতো ধাতুরত্রিঃ পিতৃসমোগুণৈরিতি।

তস্য পূর্ণত্বমেব বিবৃণোতি।

এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্।
যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতির্য্যঙ্‌নরাদয়ঃ ॥৫॥

নিধানং স্বরশ্মীনাং সূর্য্য ইব সদৈবাশ্রয়ঃ। অতএবাব্যয়ম্ অনপক্ষয়ম্। বীজমুদ্গমস্থানং। ন কেবলমবতারাণাং বীজং জগতোঽ-

---

শ্লোকোক্ত অদভ্র-চক্ষু-অর্থ ভক্তিরূপ চক্ষু; যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিতেছেন (৮.২২শ্লোকে)—"হে অর্জ্জুন! সেই পরম পুরুষ অনন্য-ভক্তি দ্বারা লভ্য।" এই পুরুষের সহস্র-পাদাদির শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যান্য স্থলে দেখা যায়। যথা—৩য় স্কঃ ৮ম অধ্যায়ে ২৫শ্লোকে, পুরুষকে মরকত-শীলাময় পর্ব্বত রূপে উৎপ্রেক্ষা করিয়া তাঁহার বাহু সকলকে পর্ব্বতোপরিস্থ বেণু, চরণ-সকলকে পর্ব্বতাধঃস্থিত বৃক্ষরূপে উৎপ্রেক্ষা করায়, কর-চরণের অসংখ্যত্ব সূচিত হইতেছে। অত্রত্য ৩০ শ্লোকে পুরুষের—সহস্র অর্থাৎ অনন্ত বাহু, কেয়ূরাদি ভূষণ এবং উত্তমোত্তম মণিতে ভূষিত।

৯ম স্কঃ ১৩অঃ ২য় শ্লোকে শ্রীশুকোক্তি যথা—সহস্রশীর্ষা পুরুষের নাভি-হ্রদোত্থিত কমল-জাত ব্রহ্মার পুত্র অত্রি—গুণে পিতার সমান ছিলেন। এই সহস্রশীর্ষা পুরুষ গর্ভোদকশায়ী অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরুষাবতার ॥৪॥

পুরুষ স্বরূপ পূর্ণত্ব।

অতঃপর এই পুরুষের নানাবতারিত্ব দ্বারা পূর্ণত্ব বিবৃত করিতেছেন। "এই ব্রহ্মাণ্ডস্থিত গর্ভোদকশায়ী পুরুষ নানাবতারের নিধান ও অক্ষয়বীজ; ইঁহার অংশ দ্বারা দেবতির্য্যক্-নরাদি সৃষ্ট হয়।" ১৩৫ ॥৫॥

নিধান অর্থাৎ যেমন সূর্য্যই নিজ রশ্মির আশ্রয়, তদ্রূপ এই দ্বিতীয় পুরুষ, অবতার সকলের আশ্রয়, অতএব অব্যয় অর্থাৎ ক্ষয় রহিত। অনন্ত

পীত্যাহ যস্যেতি। অথ প্রাচুর্য্যেণ তদবতারান্ কথয়ংস্তদৈক্য-বিবক্ষয়া তদংশাংশিনোরপ্যাবির্ভাবমাত্রং গণয়তি বিংশত্যা।

স এব প্রথমং দেবঃ কৌমারং স্বর্গমাশ্রিতঃ।
চচার দুশ্চরং ব্রহ্মা ব্রহ্মচর্য্যমখণ্ডিতম্ ॥৬॥

অবতার ইঁহাতে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া বহু অবতারের আবির্ভাবেও পূর্ণতার হানি হয় না। ইনিই অবতার সকলের বীজ অর্থাৎ উদ্গমস্থান। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা অবতারগণ ও অবতারী পুরুষ—এই উভয়ের সেই সেই রূপে নিত্য-স্থিতি সূচিত হইল। উভয়ের ভেদ—অবতারীর নিরপেক্ষ সত্ত্বা, আর অবতারের সাপেক্ষ-সত্ত্বা (নিত্যোনিত্যানামিত্যাদিবৎ)। কেবল যে অবতারের বীজ, তাহা নহে, জগতেরও ইনি বীজ। কারণ, তাঁহার অংশ হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহার (ব্রহ্মার) অংশ হইতে মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণ উৎপন্ন হয়েন। প্রজাপতিগণের অংশ হইতে দেব-তির্য্যক্-নারদাদির উদ্ভব হইয়াছে; সুতরাং এই পুরুষ সমস্ত জগতেরও বীজ ॥৫॥

অনন্তর বিংশতি শ্লোক দ্বারা প্রচুররূপে পুরুষের অবতার সকল বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সামান্যভাবে তাঁহার অংশ এবং অংশীর আবির্ভাব মাত্র গণনা করিতেছেন। এই স্থানে অংশ বলিতে অংশাবতার হইতে আবেশাবতার পর্য্যন্ত এবং অংশী বলিতে মহাবিষ্ণু হইতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে। "মাত্র" পদটী সাকল্য-বাচক, অন্য ব্যাবর্ত্তক নহে। এস্থলে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে, সমুদয় ভগবৎ-স্বরূপ এই মায়া-ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হইয়া বিহার করেন, শ্রীসূতমুনি সেই নিখিল ভগবৎ-আবির্ভাব-সমূহকেই বর্ণন করিয়াছেন, কেবলমাত্র পুরুষের অবতার বর্ণনা করেন নাই। কারণ, অবতারগণ-মধ্যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরও উল্লেখ আছে। ঐ বিষয়ের বিচার পরে বিশেষ রূপে করিবেন ॥৫॥

১স্কঃ ৩অঃ ৬ষ্ঠ শ্লোক—

"সেই দেব অর্থাৎ পুরুষ প্রথমতঃ চতুঃসন-রূপে ব্রাহ্মণ হইয়া দুশ্চর অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন।১।৩।৬॥৬॥

যিনি গর্ভোদকে শয়ান এবং যিনি সহস্র পাদাদিরূপ, তিনিই এস্থলে দেব-শব্দে উক্ত হইয়াছেন। এস্থলে দেবশব্দের কেন 'পুরুষ' অর্থ করা হইল?

যোঽন্তসি শয়ানো যশ্চ সহস্রপাদাদিরূপঃ স এব পুরুষাখ্যো দেবঃ। এতে চাংশকলাঃ পুংস ইত্যুপসংহারস্যাপি সংবাদাৎ। কৌমারং চতুঃসনরূপম্। ব্রহ্মা ব্রাহ্মণো ভূত্বা।

দ্বিতীয়ন্তু ভবায়াস্য রসাতলগতাং মহীম্।
উদ্ধরিষ্যন্নুপাদত্ত যজ্ঞেশঃ শৌকরং বপুঃ ॥৭॥

অস্য বিশ্বস্য উদ্ভবায়।

তৃতীয়ং ঋষিসর্গং বৈ দেবর্ষিত্বমুপেত্য সঃ।
তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্ট নৈষ্কর্ম্ম্যং কর্মণাং যতঃ ॥৮॥

ঋষিসর্গমুপেত্য তত্রাপি দেবর্ষিত্বং নারদত্বমুপেত্য। সাত্বতং

তদুত্তরে বলিতেছেন, অবতার-প্রকরণের উপসংহারে :— "ইহারা পুরুষের অংশ-কলা।" এইরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এস্থলে যাঁহাকে "দেব" বলা হইয়াছে, তিনিই তথায় পুরুষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন; এই জন্য দেবাখ্য-পুরুষ বলা অসঙ্গত নয়। কৌমার চতুঃসন-রূপ অর্থাৎ সনক-সনন্দন-সনাতন-সনৎকুমাররূপ। শ্লোকোক্ত ব্রহ্মা-পদের অর্থ ব্রাহ্মণ ॥৬॥

"দ্বিতীয়াবতারে বিশ্বের উদ্ভব-নিমিত্ত যজ্ঞেশ্বর (পুরুষ) রসাতলগতা পৃথিবীকে উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বরাহরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভাঃ ॥১।৩।৭॥৭॥

১মস্কঃ ৩য় অঃ ৮ শ্লোকে

"তৃতীয়াবতারে ঋষিগণ-মধ্যে তিনি নারদরূপে আবির্ভূত হইয়া ভগবদ্বিষয়ে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সকলের নৈষ্কর্ম্ম্য-বিধানের জন্য সাত্বত-তন্ত্র বলিয়াছিলেন।"৮

সাত্বত—বৈষ্ণব, তন্ত্র—পঞ্চরাত্র এবং আগম। কর্ম্মহইতে জীবের সংসার-বন্ধন ঘটে, কিন্তু শ্রীভগবদ্ধর্ম্ম আপাততঃ কর্ম্মের ন্যায় প্রতীত হইলেও তাহা বন্ধন-মোচক বলিয়া কর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র,—দেবর্ষি নারদ সাত্বত-তন্ত্রে ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন ॥৮॥

বৈষ্ণবম্। তন্ত্রং পঞ্চরাত্রাগমম্। কর্ম্মণাং কর্ম্মাকারেণাপি সতাং শ্রীভগবদ্ধর্ম্মাণাং যতস্তন্ত্রান্নৈষ্কর্ম্ম্যং কর্ম্মবন্ধমোচকত্বেন কর্ম্মভ্যো নির্গতত্বং তেভ্যো ভিন্নত্বং প্রতীয়তে ইতি শেষঃ।

তুর্য্যে ধর্ম্মকলাসর্গে নরনারায়ণাবৃষী।
ভূত্বাত্মোপশমোপেতমকরোদ্দুশ্চরং তপঃ ॥৯॥

স্পষ্টম্।

পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতম্।
প্রোবাচাসুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনির্ণয়ম্ ॥১০॥

আসুরিনাম্নে বিপ্রায়।

ষষ্ঠমত্রেরপত্যত্বং বৃতঃ প্রাপ্তোঽনসূয়য়া।
আন্বীক্ষিকীমলর্কায় প্রহ্লাদাদিভ্য উচিবান্ ॥১১॥

অত্রিণা তৎসদৃশপুত্রোৎপত্তিমাত্রং প্রকটং যাচিতমিতি চতুর্থাদ্যভিপ্রায়ঃ। এতদ্বাক্যেনানসূয়য়া তু কদাচিৎ সাক্ষাদেব শ্রীমদীশ্বরস্যৈব পুত্রভাবো বৃতোঽস্তীতি লভ্যতে। উক্তঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পতিব্রতোপাখ্যানে—অনসূয়াব্রবীন্নত্বা দেবান্ ব্রহ্মেশকেশবান্।

"চতুর্থাবতারে ধর্ম্মপত্নী মূর্ত্তির গর্ভে নরনারায়ণ ঋষিরূপে আবির্ভূত হইয়া আত্ম-সংযম-সমন্বিত কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন" ।১।৩।৯॥৯॥

"পঞ্চমাবতারে কপিলনামে সিদ্ধগণের অধিপতি হইয়া আসুরি-নামক ব্রাহ্মণকে তত্ত্বসমূহের নির্ণায়ক, কালক্রমে বিলুপ্ত সাংখ্য-শাস্ত্রের উপদেশ করিয়াছিলেন ॥১।৩॥১০॥১০॥

"ষষ্ঠাবতার দত্তাত্রেয়। অনুসূয়াকর্ত্তৃক বৃত হইয়া অত্রির পুত্রত্ব লাভ করত অলর্ক এবং প্রহ্লাদাদিকে আত্মবিদ্যা উপদেশ করেন ॥" ।১।৩।১১॥১১॥

চতুর্থস্কন্দের অভিপ্রায়ানুসারে বুঝা যায়, অত্রি প্রকাশ্যভাবে ভগবৎ-সদৃশ পুত্র প্রার্থনা করেন, কিন্তু এই শ্লোকদ্বারা দেখা যায়, অত্রি-পত্নী অনসূয়া কোন সময়ে সাক্ষাৎ শ্রীভগবানকেই পুত্ররূপে পাইবার বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। চতুর্থ স্কন্ধের সহিত ভেদ এই যে, শ্রীভগবানের তুল্য পুত্র প্রার্থনা—আর, এই

যূয়ং যদি প্রসন্না মে বরার্হা যদি বাপ্যহম্। প্রসাদাভিমুখা ভূত্বা মম পুত্রত্বমেষ্যথেতি ॥ আন্বীক্ষিকীমাত্মবিদ্যাম্। শ্রীবিষ্ণোরেবাবতারোঽয়ম্।

ততঃ সপ্তম আকূত্যাং রুচের্যজ্ঞোঽভ্যজায়ত।
স যামাদ্যৈঃ সুরগণৈরপাৎ স্বায়ম্ভুবান্তরম্ ॥১২॥

স যজ্ঞঃ তদা স্বয়মিন্দ্রোঽভূদিত্যর্থঃ।

অষ্টমে মেরুদেব্যান্তু নাভের্জাত উরুক্রমঃ।
দর্শয়ন্ বর্ত্ম ধীরাণাং সর্বাশ্রমনমস্কৃতম্ ॥১৩॥

উরুক্রমো ঋষভো জাতঃ।

ঋষিভির্যাচিতো ভেজে নবমং পার্থিবং বপুঃ।
দুগ্ধে মামোষধীর্বিপ্রাস্তেনায়ং স উশত্তমঃ ॥১৪॥

পার্থিবং রাজদেহং পৃথুরূপম্। উশত্তমঃ কমনীয়তমঃ।

শ্লোকের মর্ম্মে, সাক্ষাৎ শ্রীভগবানকেই পুত্ররূপে প্রার্থনা। কল্পভেদ স্বীকার পূর্ব্বক দুই বাক্যেরই মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে। সাক্ষাৎ পুত্ররূপে প্রার্থনার প্রমাণ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পতিব্রতা-উপাখ্যানে কথিত আছে,:—"অনসূয়া প্রণাম করিয়া ব্রহ্মা, মহাদেব ও কেশবকে বলিলেন; আপনারা যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং আমি যদি বর-প্রাপ্তির যোগ্যা হই, তবে কৃপাপূর্ব্বক পুত্রত্ব অঙ্গীকার করুন।" অনসূয়ার প্রার্থনানুসারে শ্রীবিষ্ণু দত্তাত্রেয়-রূপে আবির্ভূত হয়েন ॥১১॥

শ্লোকোক্ত "আন্বীক্ষিকী" শব্দের অর্থ আত্মবিদ্যা।

সপ্তমাবতার যজ্ঞ রুচি হইতে আকূতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন এবং স্বীয় পুত্র যাম-নামক দেবগণের সহিত স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর পালন করেন। সেই যজ্ঞ-ভগবান স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে স্বয়ং ইন্দ্র হইয়াছিলেন।১।৩।১২॥১২॥

অষ্টমাবতার উরুক্রম ঋষভদেব। ইনি আগ্নীধ্রের পুত্র নাভি হইতে মেরুদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এই অবতারে ধীর-ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বাশ্রম-নমস্কৃত বর্ত্ম, অর্থাৎ পরমহংসদিগের রীতি নীতি প্রদর্শন করান। ১।৩।১৩॥১৩॥

নবমাবতার পৃথু। "ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া পার্থিব, অর্থাৎ রাজদেহ

রূপং স জগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুষান্তরসংপ্লবে।
নাব্যারোপ্য মহীময্যামপাদ্বৈবস্বতং মনুম্ ॥১৫॥

চাক্ষুষমন্বন্তরে য উদধিসংপ্লবস্তস্মিন্। বৈবস্বতমিতি ভাবিনী সংজ্ঞা সত্যব্রতস্য। প্রতিমন্বন্তরাবসানেঽপি প্রলয়ঃ শ্রূয়তে। শ্রীবিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে প্রথমকাণ্ডে—মন্বন্তরে পরিক্ষীণে কীদৃশী দ্বিজ জায়ত ইতি শ্রীবজ্রপ্রশ্নস্য মন্বন্তরে পরিক্ষীণে ইত্যাদিমার্কণ্ডেয়দত্তোত্তরে—ঊর্মি-মালী মহাবেগঃ সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি। ভূর্লোকমাশ্রিতং সর্বং তদা নশ্যতি যাদব। ন বিনশ্যন্তি রাজেন্দ্র! বিশ্রুতাঃ কুলপর্বতাঃ।

লাভ করেন। এই অবতারে পৃথিবী হইতে ওষধি প্রভৃতি বস্তুসকল দোহন করেন, এইজন্য তিনি অতিশয় কমনীয় ছিলেন।" ১।৩।১৪॥১৪॥

দশমাবতার মৎস্য। "চাক্ষুষ-মন্বন্তরে জলপ্লাবন হইলে মৎস্যরূপ প্রকটন করতঃ তরণীরূপে কল্পিতা পৃথিবীতে বৈবস্বত-মনুকে স্থাপন পূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিলেন।" ১।৩।১৫॥১৫॥

শ্রীমৎস্য দেব সত্যব্রতকে রক্ষা করেন, ইহা শ্রীমদ্ভাগবত-প্রসিদ্ধ। এস্থানে বৈবস্বত বলিবার তাৎপর্য্য এই :— সত্যব্রত পরে বৈবস্বত-মনু হইয়াছিলেন, সুতরাং বৈবস্বত সত্যব্রতের ভবিষ্যৎ নাম॥

চাক্ষুষ-মন্বন্তরে যে জলপ্লাবন ঘটে, তাহা হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন—এই বাক্যাবলম্বনে বিচার করিতেছেন। কাহারও মতে মন্বন্তরাবসানে প্রলয় হয়না, (১) চতুর্দ্দশ মন্বন্তরের পরে ব্রহ্মার দিনান্তে নৈমিত্তিক প্রলয় ঘটে; কিন্তু বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের প্রথম কাণ্ড হইতে মন্বন্তরাবসানেও এক প্রকার প্রলয়ের কথা শুনা যায়, যথা—"হে দ্বিজ! মন্বন্তরান্তে জগতের অবস্থা কি রূপ হয়?"

---

(১) নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃত, আত্যন্তিক ভেদে প্রলয় চতুর্ব্বিধ। নিত্য প্রলয় সুষুপ্তি। নৈমিত্তিক—ব্রহ্মদিবাবসানে। প্রাকৃতিক—ব্রহ্ম-পরমায়ুঃ দ্বিপরার্দ্ধ বৎসরাবসানে। আত্যন্তিক—সর্ব্বমুক্তিতে। বৈষ্ণব-দার্শনিক-মতে, আত্যন্তিক প্রলয় শব্দের অর্থ মুক্তি। শ্রীমদ্ভাগবত-মতে মুক্তি ভিন্ন জগদ্ধাত আত্যন্তিক প্রলয় অস্বীকৃত।

নৌর্ভূত্বা তু মহীদেবী ইত্যাদি চ। এবমেব মন্বন্তরেষু সংহার ইত্যাদি-প্রকরণং শ্রীহরিবংশে তদীয় টীকাসু চ স্পষ্টমেব। অতশ্চাক্ষুষে বৈবস্বতমিত্যুপলক্ষণম্।

সুরাসুরাণামুদধিং মথ্নতাং মন্দরাচলম্।
দধ্রে কমঠরূপেণ পৃষ্ঠ একাদশে বিভুঃ ॥১৬॥

স্পষ্টম্।

ধান্বন্তরং দ্বাদশমং ত্রয়োদশমমেব চ।
অপায়য়ৎ সুরানন্যান্ মোহিন্যা মোহয়ন্ স্ত্রিয়া ॥১৭॥

বিভ্রদিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। দ্বাদশমং ধান্বন্তরং রূপং বিভ্রৎ, ত্রয়োদশমঞ্চ মোহিনীরূপং বিভ্রৎ। সুরানপায়য়ৎ সুধামিতি শেষঃ। কেন

শ্রীবজ্রনাভের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিয়াছেন—'মন্বন্তরাবসানে মহাবেগবান্ সাগর, সমস্ত জগত আবৃত করিয়া অবস্থান করে; তখন ভূর্লোকাশ্রিত সমস্ত বিনষ্ট হয়, কিন্তু হে রাজেন্দ্র! প্রসিদ্ধ কুল-পর্ব্বত-সকল বিনষ্ট হয়না, মহাদেবী পৃথিবী নৌকা হইয়া ইত্যাদি।" মন্বন্তরাবসানে প্রলয়ের কথা শ্রীহরিবংশে "মন্বন্তরেষু সংহার" ইত্যাদি প্রকরণে এবং তত্রত্য টীকায় স্পষ্টোল্লেখ আছে। অতএব চাক্ষুষ-মন্বন্তরে কেবল বৈবস্বত-মনুকে রক্ষা করেন—এই উপলক্ষণে (১) অন্য মন্বন্তরাবসানেও অন্যান্য মনুকেও তদ্রূপ রক্ষা করেন, বুঝিতে হইবে ॥১৫॥

একাদশাবতারে কূর্ম্ম। "দেবতা ও অসুরগণ অমৃত লাভের জন্য ক্ষীরসাগর-মন্থনে প্রবৃত্ত হইলে বিভু কচ্ছপরূপে মন্দর-পর্ব্বতকে পৃষ্ঠে ধারণ করেন।" ১।৩।১৬॥১৬॥

"দ্বাদশাবতার ধন্বন্তরি। ত্রয়োদশাবতারে মোহিনী-রূপ ধারণপূর্ব্বক অসুরগণকে মোহিত করিয়া দেবগণকে সুধাপান করাইয়াছিলেন।" ১।৩।১৭

---

(১) স্ব-প্রতিপাদকত্বে সতি স্বেতরপ্রতিপাদকত্বমুপলক্ষণত্বং। যে স্থানে উল্লিখিত বস্তু-প্রতিপাদনপূর্ব্বক তৎ-স্বজাতীয় অন্যবস্তুকেও প্রতিপাদন করে, তাহাকে উপলক্ষণ বলে। যেমন কাক হইতে দধি রক্ষা কর বলিলে, কাক এবং দধি-বিঘাতক অন্য প্রাণী হইতে রক্ষা বুঝায়।

রূপেণ, মোহিন্যা স্ত্রিয়া, তদ্রূপেণেত্যর্থঃ। কিং কুর্ব্বন্, অন্যান-সুরান্ মোহয়ন্, ধন্বন্তরিরূপেণ সুধাঞ্চোপহরন্নিতি শেষঃ। অজিতস্যাবতারা এতে ত্রয়ঃ।

চতুর্দ্দশং নারসিংহং বিভ্রদ্দৈত্যেন্দ্রমূর্জিতম্।
দদার করজৈরুরাবেরকাং কটকৃদ্ যথা ॥১৮॥

নারসিংহং রূপং বিভ্রৎ।

পঞ্চদশং বামনকং কৃত্বাগাদধ্বরং বলেঃ।
পাদত্রয়ং যাচমানঃ প্রত্যাদিৎসুস্ত্রিবিষ্টপম্ ॥১৯॥

কৃত্বা প্রকটয্য।

অবতারে ষোড়শমে পশ্যন্ ব্রহ্মদ্রুহো নৃপান্।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ কুপিতো নিঃক্ষত্রামকরোন্মহীম্ ॥২০॥

অবতারে শ্রীপরশুরামাভিধে।

ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।
চক্রে বেদতরোঃ শাখা দৃষ্ট্বা পুংসোঽল্পমেধসঃ ॥২১॥

স্পষ্টম্।

ধন্বন্তরি-অবতারে সুধা আহরণ করেন। কুর্ম্ম, ধন্বন্তরি এবং মোহিনী এই তিন অজিতের অবতার ॥১৭॥

"চতুর্দ্দশাবতারে নরসিংহরূপ ধারণ করিয়া বল-দর্পিত দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুকে উরুতে রাখিয়া—কটকারী যেমন এরকা-নামক তৃণ-বিশেষ বিদীর্ণ করে—তদ্রূপ অনায়াসে নখদ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন।১।৩।১৮

পঞ্চদশাবতারে বামন রূপ প্রকটন করিয়া বলিরাজার যজ্ঞস্থলে গমন করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে স্বর্গ ফিরাইয়া লইবার জন্য ত্রিপাদ ভূমি যাচ্ঞা করেন" ১।৩।১৯॥১৯॥

"ষোড়শাবতারে পরশুরাম। রাজগণকে ব্রাহ্মণ-দ্রোহী দর্শন করিয়া কোপান্বিত হইয়া পৃথিবীকে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়-শূন্য করিয়াছিলেন।১।৩।২০॥২০॥

সপ্তদশাবতার ব্যাস। ইনি পরাশর হইতে সত্যবতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক লোকসকলের বুদ্ধি হ্রাস পাইয়াছে দেখিয়া, বেদ-তরুর শাখা বিভাগ করেন।১।৩।২১॥২১॥

নরদেবত্বমাপন্নঃ সুরকার্য্যচিকীর্ষয়া।
সমুদ্রনিগ্রহাদীনি চক্রে বীর্য্যাণ্যতঃ পরম্ ॥২২॥

নরদেবত্বং শ্রীরাঘবরূপেণ। অতঃ পরমষ্টাদশে। অয়ং সাক্ষাৎ পুরুষ এব। স্কান্দে শ্রীরামগীতায়াং বিশ্বরূপং দর্শয়তস্তস্য ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্র-কৃতস্তুতেঃ শ্রবণাৎ।

একোনবিংশে বিংশতিমে বৃষ্ণিষু প্রাপ্য জন্মনী।
রামকৃষ্ণাবিতি ভুবৌ ভগবানহরদ্ভরম্ ॥২৩॥

ভগবানিতি সাক্ষাৎভগবত এবাবির্ভাবোঽয়ং ন তু পুরুষসংজ্ঞস্যানিরুদ্ধস্যেতি বিশেষপ্রতিপত্যর্থং তত্র তস্য সাক্ষাদ্রূপত্বাৎ

"অষ্টাদশাবতার, দেবকার্য্য করিবার অভিপ্রায়ে রামচন্দ্ররূপে সমুদ্রবন্ধন প্রভৃতি দ্বারা পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছেন।"১।৩।২২॥২২॥

স্কন্দপুরাণের শ্রীরামগীতায় শ্রীরামচন্দ্র সাক্ষাৎ-পুরুষ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন বিশ্বরূপ-আবির্ভাবকারী শ্রীরামচন্দ্রের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্র-কৃত স্তব (১) শুনা যায় বলিয়া তিনি পুরুষের অবতার নহেন, সাক্ষাৎ পুরুষ ॥২২॥

"উনবিংশ ও বিংশাবতারে ভগবান্ রাম ও কৃষ্ণ, বৃষ্ণিবংশে আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীর ভার হরণ করেন।"১।৩।২৩॥২৩॥

লীলাবতার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবলরামের বৈশিষ্ট্য।

শ্লোকোক্ত 'ভগবান্' শব্দ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান্, পুরুষাখ্য অনিরুদ্ধের আবির্ভাব নহেন। আর শ্রীবলদেব, শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ অংশ। এইজন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণলীলার সাক্ষাৎ সহায়। পৃথিবীর ভার-হরণরূপ

---

(১) শ্রীরামচন্দ্র যদি পুরুষ অর্থাৎ অনিরুদ্ধের অবতার হইতেন, তাহা হইলে বিষ্ণুরূপ-অনিরুদ্ধ তাঁহার স্তব করিতেন না। বিষ্ণুস্তব হইতে তিনি যে সাক্ষাৎ পুরুষ মহাবিষ্ণু, তাহা প্রমিত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণরূপেণ নিজাংশরূপত্বাদ্রামরূপেণাপি ভারহারিত্বং ভগবত এবেত্যুভয়ত্রাপি ভগবানহরদ্ভরমিতি শ্লিষ্টমেব। অতো রামস্যাপ্যনিরুদ্ধাবতারত্বং স্বয়ং প্রত্যাখ্যাতম্। শ্রীকৃষ্ণস্য বাসুদেবত্বাচ্ছ্রীরামস্য চ সঙ্কর্ষণত্বাদ্ যুক্তমেব চ তদিতি।

ততঃ কলৌ সম্প্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধো নাম্নাজিনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥২৪

কীকটেষু গয়াপ্রদেশে।

অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়াং দস্যুপ্রায়েষু রাজসু।
জনিতা বিষ্ণুযশসো নাম্না কল্কির্জগৎপতিঃ ॥২৫॥

যুগসন্ধ্যায়াং কলেরন্তে।

শ্রীকৃষ্ণলীলার আনুকূল্য করেন বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-উভয়রূপ ভগবান্, ভার হরণ করিয়াছেন—একথা বলা হইয়াছে, অর্থাৎ উভয়েরই ভূভার-হরণরূপ এক কার্য্য দেখান হইয়াছে।

এ স্থলে ভগবান্ শব্দটি শ্লিষ্ট অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ দুইকে আলিঙ্গন করিয়া আছে,—উভয়ের তুল্য ভগবত্তা প্রতিপাদন করিতেছে। শ্রীবলরামকে ভগবান্ বলায় তিনিও যে অনিরুদ্ধের অবতার নহেন, তাহা, শ্রীমদ্ভাগবত-বচন হইতে প্রতিপন্ন হইল।

শ্রীকৃষ্ণ এবং বলদেব যে পুরুষাবতার নহেন, তাহার সামান্য কারণ এই—শ্রীকৃষ্ণ অন্যব্যূহ-নিরপেক্ষ সাক্ষাৎ বাসুদেব, শ্রীবলরাম অন্যব্যূহ-নিরপেক্ষ সাক্ষাৎ সঙ্কর্ষণ। শ্রীরামকৃষ্ণ হইতে অন্যান্য ব্যূহের প্রাদুর্ভাব, এইজন্য অনিরুদ্ধ হইতে তাঁহাদের আবির্ভাব-সম্ভাবনা করা যায় না ॥২৩॥

"একবিংশাবতার বুদ্ধ। অনন্তর কলিযুগ প্রবৃত্ত হইলে তিনি অসুরমোহন-নিমিত্ত কীকট অর্থাৎ গয়া প্রদেশে অজিন-পুত্ররূপে আবির্ভূত হইবেন ॥"

১।৩।২৪॥২৪॥

'অতঃপর কলিযুগের শেষ সন্ধ্যায় রাজগণ দস্যু সদৃশ হইলে, জগৎপতি, বিষ্ণুযশা ব্রাহ্মণ হইতে কল্কি নামে আবির্ভূত হইবেন ॥"১।৩।২৫॥২৫॥

অথ শ্রীহয়গ্রীবহরিহংসপৃশ্নিগর্ভবিভুসত্যসেনবৈকুণ্ঠাজিতসার্ব্বভৌমবিশ্বক্সেনধর্ম্মসেতুসুধামযোগেশ্বরবৃহদ্ভানুবাদীনাং শুক্লাদীনাঞ্চানুক্তানাং সংগ্রহার্থমাহ—

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ ॥২৬॥

অসংখ্যেয়ত্বে হেতুঃ সত্ত্বনিধেঃ সত্ত্বস্য তৎপ্রাদুর্ভাবশক্তেঃ সেবধিরূপস্য। তত্রৈব দৃষ্টান্তঃ যথেতি। অবিদাসিন উপক্ষয়শূন্যাৎ সরসঃ সকাশাৎ। অত্র যেঽংশাবতারাস্তেষু চৈষঃ বিশেষো জ্ঞেয়ঃ। শ্রীকুমারনারদাদিষ্বাধিকারিকেষু জ্ঞানভক্তিশক্ত্যংশাবেশঃ। শ্রীপৃথ্বা-

---

অনন্তর শ্রীহয়গ্রীব, হরি, হংস পৃশ্নিগর্ভ, বিভু, সত্যসেন, বৈকুণ্ঠ, অজিত, সার্ব্বভৌম, বিশ্বক্সেন, ধর্ম্মসেতু, সুধামা, যোগেশ্বর, বৃহদ্ভানু প্রভৃতি এবং শুক্লাদি যে সকল অবতারের কথা বলা হয় নাই, তাঁহারাও যে পুরুষের অবতার, ইহা প্রকাশ করিবার জন্য বলিতেছেন—

"হে দ্বিজগণ! যেমন অপক্ষয়-শূন্য সরোবর হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র প্রবাহ নির্গত হয়, তদ্রূপ সত্ত্বনিধি শ্রীহরি হইতে অসংখ্য অবতার আবির্ভূত হইয়া থাকেন।" ১।৩।২৬॥২৬॥

অবতার সকলের নিত্যত্ব ও প্রকারভেদ।

শ্রীহরি যে অসংখ্য অবতারের হেতু, তাহা কিরূপে সম্ভব হয়? এই আশঙ্কা-নিরসনের জন্য বলিতেছেন—শ্রীহরি (পুরুষ) সত্ত্বনিধি। সত্ত্ব—অসংখ্যাবতার-প্রাদুর্ভাব-শক্তি; তাহার নিধি—আশ্রয়। দৃষ্টান্ত দ্বারা এই তত্ত্ব স্ফুটরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য বলিলেন—অক্ষয় সরোবর হইতে সহস্র সহস্র প্রবাহ নির্গত হইলেও যেমন তাহার ক্ষয়-সম্ভাবনা থাকে না, তদ্রূপ শ্রীহরি হইতে অসংখ্যাবতার আবির্ভূত হইলেও তিনি পূর্ণ থাকেন। অক্ষয়-সরোবর হইতে আবির্ভাব-হেতু প্রবাহগুলির যেমন নিত্যত্ব ধ্বনিত হইল, দার্ষ্টান্তিকেও তদ্রূপ অবতার সকলের নিত্যত্ব বুঝিতে হইবে।

উক্ত অবতারগণ-মধ্যে যাঁহারা অংশাবতার, তাঁহাদের সম্বন্ধে এই বিশেষ

দিষু ক্রিয়াশক্ত্যংশাবেশঃ। ক্বচিত্তু স্বয়মাবেশস্তেষাং ভগবানেবাহমিতি বচনাৎ। অথ শ্রীমৎস্যদেবাদিষু সাক্ষাদংশত্বমেব। তত্র চাংশত্বং নাম সাক্ষাদ্ভগবত্ত্বেঽপ্যব্যভিচারিতাদৃশতদিচ্ছাবশাৎ সর্ব-

জানিতে হইবে—শ্রীকুমার-নারদ প্রভৃতি আধিকারিক (১) অবতারে জ্ঞানভক্তি-শক্ত্যংশের আবেশ; অর্থাৎ শ্রীনারদ-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রভৃতিতে ভক্তি-শক্ত্যংশের আবেশ, শ্রীসনকাদিতে জ্ঞান-শক্ত্যংশাবেশ, এবং শ্রীপৃথুমহারাজ প্রভৃতিতে ক্রিয়া-শক্ত্যংশের আবেশ। কোন কোন অবতার সাক্ষাৎ ভগবানেরই আবেশ; কারণ, তাঁহারা "ভগবানই আমি" এই প্রকার বলিয়াছেন। এইরূপ উক্তি স্বয়মাবেশের লক্ষণ। যথা—শ্রীঋষভদেবের উক্তি—

প্রীতির্নযাবন্ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ। ৫।৫।৬

"আমিই বাসুদেব, আমাতে যাবৎ প্রীতির আবির্ভাব না হয়, তাবৎ দেহযোগহইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না।" শ্রীমৎস্যদেবাদি শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ অংশ।

এই স্থানে একটী প্রশ্ন হইতে পারে যে, শ্রীভগবান্ অখণ্ড-জ্ঞান-তত্ত্ববস্তু, তাঁহার অংশ-সম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে? কারণ, অংশ বলিতে কোন একটি বৃহদ্বস্তুর খণ্ডিত ভাগ বুঝায়। তদুত্তরে বলিতেছেন—অংশত্ব অর্থে, সাক্ষাদ্ভগবান্ হইলেও অংশরূপে প্রকাশ পাইবার তদীয় অব্যভিচারিণী ইচ্ছাবশতঃ সর্ব্বদা শক্ত্যাদির ঐকদেশিক অভিব্যক্তি বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ সকল অবতারই শ্রীভগবৎস্বরূপ-গত নিখিল অসাধারণ ধর্ম্মপূর্ণ; শ্রীভগবদিচ্ছার কখনও ব্যভিচার ঘটে না, তাহা নিত্যা; আবার ঐ ইচ্ছাও কেবল ভক্তাভীষ্ট-পূর্ত্তিকারিণী; সুতরাং ভক্ত-সঙ্কল্পানুরূপ রূপ-গুণ লীলাদি-প্রকটনপূর্ব্বক সতত তাদৃশরূপে অবস্থান করেন; তদনুসারে যে স্বরূপে ন্যূন-শক্ত্যাদির প্রকাশ, তাঁহাকে অংশাবতার বলা হয়। ইহাতে এমন বুঝিতে হইবে না যে, অংশাবতার কখনও অংশী হইতে পারেন; —অংশাবতার চিরকালই অংশ, অংশী সততই অংশী; সকল অবতারই নিত্য ও প্রতিক্ষণেই নূতন। তবে অংশী

(১) যাঁহারা জগৎসম্বন্ধীয় বিশেষ কার্য্যের অধিকার লইয়া আবির্ভূত হয়েন, তাঁহারা আধিকারিক।

দৈকদেশতয়ৈবাভিব্যক্তশক্ত্যাদিকত্বমিতি জ্ঞেয়ম্। তথৈবোদাহরিষ্যতে-রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্নিতি। অথ বিভূতীরাহ—

ঋষয়ো মনবো দেবা মনুপুত্রা মহৌজসঃ।
কলাঃ সর্বে হরেরেব সপ্রজাপতয়ঃ স্মৃতাঃ ॥২৭॥

কলা বিভূতয়ঃ। অল্পশক্তেঃ প্রকাশাদ্বিভূতিত্বং মহাশক্তেস্ত্বাবেশত্বমিতি ভেদঃ। তদেবং পরমাত্মানং সাঙ্গমেব নির্দ্ধার্য্য প্রোক্তানুবাদপূর্ব্বকং শ্রীভগবন্তমপ্যাকারেণ নির্দ্ধারয়তি—

কথনও অংশরূপে প্রকট হইতে পারেন; কিন্তু অংশের অংশীরূপে প্রকট হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্মসংহিতার ব্রহ্মস্তবে তদ্রূপ উক্তি দেখা যায়:— "যিনি রামাদি-মূর্ত্তিতে কলা-নিয়মে অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট ন্যূনশক্তি-বিশেষ প্রকাশ করিয়া ভক্তানুগ্রহাভিলাষে সতত সেইরূপে বিরাজ করিতেছেন, যিনি অন্য-নিরপেক্ষ-সত্ত্বাক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু স্বয়ং প্রাপঞ্চিক লোকে প্রকট হইয়াছিলেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।"

এই শ্লোকের 'তিষ্ঠন্' পদ স্থা-ধাতুর উত্তর শতৃ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে। স্থা—গতিনিবৃত্তি, শতৃ—বর্ত্তমান-কালীয়। তদ্দ্বারা-অংশাবতারে প্রকটিত শক্তির গতি-নিবৃত্তি এবং সতত বিদ্যমানতা বুঝাইতেছে; অর্থাৎ কখনও ঐ শক্তির ন্যূনাধিক্য বা অভাব ঘটে না ॥২৬॥

অনন্তর পুরুষের বিভূতি সকল বর্ণন করিতেছেন—"মহাপ্রভাবশালী ঋষি, মনু, দেবতা, মনুপুত্র ও প্রজাপতি-ইঁহারা সকলে শ্রীহরির-বিভূতি ॥"১।৩।২৭॥২৭॥

যাঁহাদিগেতে অল্প শক্তির প্রকাশ, তাঁহারা বিভূতি, আর যাঁহাদিগেতে মহাশক্তির প্রকাশ, তাঁহারা আবেশ; বিভূতি ও আবেশের এই ভেদ। বিভূতি ও আবেশাবতার স্বরূপে জীব। মহত্তম জীবে শ্রীভগবানের অল্প শক্তি প্রকাশ পাইলে বিভূতি এবং অধিক শক্তি প্রকাশ পাইলে আবেশাবতার বলা হয়। লৌহ যেমন অগ্নিসংযোগে অগ্নিসাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হয়, বস্তুতঃ স্বরূপে লৌহই থাকে, বিভূতি ও আবেশাবতার সম্বন্ধেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে ॥২৭॥

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি ॥২৮॥

এতে পূর্ব্বোক্তাঃ চ শব্দাদনুক্তাশ্চ প্রথমমুদ্দিষ্টস্য পুংসঃ পুরুষস্যাংশকলাঃ, কেচিদংশাঃ স্বয়মেবাংশাঃ সাক্ষাদংশত্বেনাংশাংশত্বেন চ দ্বিবিধাঃ, কেচিদংশাবিষ্টত্বাদংশাঃ, কেচিত্তু কলা বিভূতয়ঃ। ইহ যো বিংশতিতমাবতারত্বেন কথিতঃ, স কৃষ্ণস্তু ভগবান্ পুরুষস্যাপ্যবতারী যো ভগবান্, স এষ এবেত্যর্থঃ। অত্র অনুবাদমনুক্ত্বৈব ন

স্বয়ং ভগবত্তা বিচার।

এই প্রকারে অঙ্গ অর্থাৎ অংশের সহিত পরমাত্মাকে নির্দ্ধারিত করিয়া বর্ণিত অবতার সকলের অনুবাদ (১) পূর্ব্বক অভিপ্রায়ানুরূপ চেষ্টা আবিষ্কার করতঃ শ্রীভগবানকে নির্দ্ধারণ করিতেছেন—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং ॥১।৩।২৮॥

"ইঁহারা পুরুষের অংশকলা; কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান।"

পূর্ব্বে যে সকল অবতারের কথা বলা হইয়াছে এবং যে সকল অবতারের কথা বলা হয় নাই, তাঁহারা সকলেই প্রথমোক্ত পুরুষ—কারণার্ণবশায়ীর অংশ এবং কলা; অর্থাৎ কেহ কেহ অংশ,কেহ কেহ কলা—বিভূতি। অংশ দুই প্রকার—সাক্ষাৎ অংশ ও অংশের অংশ। অবতারগণ-মধ্যে বিংশতিতম অবতাররূপে কথিত, যাদবগণ-মধ্যে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং-ভগবান্ অর্থাৎ পুরুষের অবতারী (জগৃহে পৌরুষং রূপং ইত্যাদি ১।৩।১ শ্লোকোক্ত) যে ভগবান্, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ।

'অনুবাদ না বলিয়া বিধেয় বলিবে না,'—এই বচনানুসারে শ্রীকৃষ্ণেরই ভগবত্তা-লক্ষণ ধর্ম্ম সাধন করিতেছেন, ভগবানের শ্রীকৃষ্ণত্ব নহে। অর্থাৎ যিনি ভগবান্, তিনি শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছেন, তাহা নহে। যদি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছেন বলা হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণের অবতারী অন্য ভগবান্ কল্পনা করিতে হয়; কিন্তু তাহা হইতে পারে না; শ্রীকৃষ্ণ নিরপেক্ষ-পরতত্ত্ব, তাঁহার ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা, তদীয় সেই ভগবত্তা স্বতঃসিদ্ধ। এইজন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত আছে—

যাঁহার ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা।
স্বয়ং ভগবান্ শব্দের তাঁহাতেই সত্তা॥

(১) মানান্তরেণ প্রাপ্তস্য পুনঃ কথনমনুবাদঃ।

বিধেয়মুদীরয়েদিতি বচনাৎ কৃষ্ণস্যৈব ভগবত্ত্বলক্ষণো ধর্ম্মঃ সাধ্যতে, ন তু ভগবতঃ কৃষ্ণত্বমিত্যায়াতম্। ততশ্চ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব ভগবত্ত্বলক্ষণ-ধর্মিত্বে সিদ্ধে মূলাবতারিত্বমেব সিদ্ধ্যতি, ন তু ততঃ প্রাদুর্ভূতত্বম্। এতদেব ব্যনক্তি স্বয়মিতি। তত্র চ স্বয়মেব ভগবান্, ন তু ভগবতঃ

এস্থলে অনুবাদও বিধেয়ের একটু বিচার প্রয়োজন। প্রমাণান্তরে প্রাপ্ত বস্তুর ধর্ম্মান্তর-প্রাপ্তির নিমিত্ত-কথনকে অনুবাদ, আর অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি-নিমিত্ত-কথনকে বিধেয় (১) বলে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রাঞ্জল ভাষায় ঐ দু'য়ের লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে—

বিধেয় কহিয়ে তারে যে বস্তু অজ্ঞাত।
অনুবাদ কহি তারে যেই বস্তু জ্ঞাত॥
যৈছে কহি এই বিপ্র পরম পণ্ডিত।
বিপ্র—অনুবাদ ইহার, বিধেয়—পণ্ডিত॥

এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ অনুবাদ, বিংশতিতম অবতাররূপে তাঁহাকে জানা গিয়াছে; স্বয়ং ভগবান্ বিধেয়; কারণ, পূর্ব্বে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া কোন বস্তুর পরিচয়-লাভ ঘটে নাই। কৃষ্ণ স্বয়ং-ভগবান্ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তা-লক্ষণ-ধর্ম্ম সাধিত হইল। যদি স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব সাধন করিবার ইচ্ছা থাকিত, তবে মূলশ্লোকে শ্রীসূত মুনি "স্বয়ং ভগবাংস্তু কৃষ্ণঃ" অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—এই কথা বলিতেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে

কৃষ্ণ যদি অংশ হইত অংশী নারায়ণ।
তবে বিপরীত হইত সূতের বচন॥

অতএব—শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তা-লক্ষণ-ধর্ম্ম সিদ্ধ হইল বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ মূলাবতারী, অর্থাৎ নিখিল ভগবৎ-স্বরূপ তাঁহা হইতে আবির্ভূত হয়েন,—ইহা সিদ্ধ হইল। সুতরাং তিনি যে পুরুষ হইতে আবির্ভূত হয়েন নাই—একথা বলা

---

(১) অনুবাদ্যং উদ্দেশ্যং, প্রাপ্তস্য ধর্ম্মান্তর-প্রাপ্তয়ে কথনং উদ্দেশঃ; বিধেয়ং সাধ্যং, অপ্রাপ্তস্য প্রাপ্তয়ে কথনং বিধেয়ং ইতি কাব্য-প্রকাশটীকা।

প্রাদুর্ভূততয়া, ন তু বা ভগবত্তাধ্যাসেনেত্যর্থঃ। ন চাবতারপ্রকরণেঽপি পঠিত ইতি সংশয়ঃ, পৌর্বাপর্য্যে পূর্বদৌর্বল্যং প্রকৃতিবদিতি ন্যায়াৎ। যথাগ্নিষ্টোমে যজ্ঞদ্গাতা বিচ্ছিদ্যাদদক্ষিণেন যজেত যদি প্রতিহর্ত্তা সর্বস্বদক্ষিণেনেতি শ্রুতেঃ। তয়োশ্চ কদাচিদ্দ্বয়োরপি

বাহুল্য। স্বয়ং-পদ-উল্লেখ দ্বারা তাঁহার মূলাবতারিত্ব প্রকাশ পাইতেছে। স্বয়ং ভগবান্ শব্দের অর্থ—তিনি স্বয়ংই ভগবান্, ভগবান্ হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া, কিংবা ভগবত্তার আরোপ (১) হেতু তিনি ভগবান্ নহেন।

অবতার-প্রকরণে (১ম স্কঃ ৩য় অঃ) অন্যান্য অবতারের সঙ্গে পঠিত হইয়াছেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণও মূলাবতারী নহেন, পুরুষের অবতার,—এইরূপ সংশয় হইতে পারেনা; যে হেতু, সেই প্রকরণেই পরে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তা উক্ত হইয়াছে।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য, উক্ত উভয়বিধ বাক্য (শ্রীকৃষ্ণের অবতারান্তর্ভূততা ও স্বয়ং ভগবত্তা) মধ্যে কোন বাক্য প্রবল? তাহার উত্তর—স্বয়ং ভগবত্তা-দ্যোতক বাক্যই প্রবল। কারণ, পূর্ব্ব-মীমাংসা দর্শনে উক্ত আছে—"পূর্ব্ব-প্রদর্শিত বিধি ও পর প্রদর্শিত বিধি—এতদুভয় মধ্যে পূর্ব্ববিধির দুর্ব্বলতা বুঝিতে হইবে অর্থাৎ পরবিধি দ্বারা পূর্ব্ববিধি—বাধিত হয়, প্রকৃতির ন্যায়।" (২) (৬।৫।৫৮) তাহার দৃষ্টান্ত যথা—অগ্নিষ্টোমের বিধি এই যে, যজ্ঞ-সমাপ্তি-কালে যজ্ঞের অনুষ্ঠাতৃগণ পরস্পর অগ্রগামী ব্যক্তির কটিদেশ ধারণ করতঃ যজ্ঞবেদী প্রদক্ষিণ করিবে।

---

(১) সিংহো মানবকঃ। এই বাক্যে বালক বস্তুতঃ সিংহ নয়, কিন্তু বালকে সিংহের তেজস্বিতা-প্রভৃতি ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকা হেতু তাহাতে যেমন সিংহত্বের আরোপ হইয়াছে, তদ্রূপ যোগ্য জীবে ভগবচ্ছক্তির আবির্ভাব হেতু ভগবচ্ছব্দ প্রয়োগ করা হয়; শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ ভগবান্ নহেন।

(২) এস্থলে 'প্রকৃতি' পূর্ব্ব-মীমাংসা-দর্শনের এক পারিভাষিক শব্দ। "যত্র সমগ্রাঙ্গোপদেশঃ সা প্রকৃতিঃ। যথা—দর্শ-পৌর্ণমাসাদিঃ।"—অর্থ সংগ্রহঃ।

প্রকৃতিযজ্ঞ-বিকৃতিযজ্ঞয়োর্মধ্যে প্রকৃতিযজ্ঞস্য প্রাধান্যং, তদ্বৎ।

বিচ্ছেদে প্রাপ্তে বিরুদ্ধয়োঃ প্রায়শ্চিত্তয়োঃ সমুচ্চয়াসম্ভবে চ পরমেব প্রায়শ্চিত্তং সিদ্ধান্তিতং তদ্বদিহাপি ইতি। অথবা কৃষ্ণস্ত্বিতি শ্রুত্যা

এই কটিদেশ-ধারণপূর্ব্বক পরিক্রমা-সময় যদি দৈববশতঃ উদ্গাতা (১) বিচ্ছিন্ন হয়, তবে যজমান পুনর্ব্বার দক্ষিণা-রহিত যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে, আর যদি প্রতিহর্ত্তা বিচ্ছিন্ন হয়, তবে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিয়া যজ্ঞ করিতে হইবে; এই দুই প্রকারের প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে। যদি কোন স্থলে প্রদক্ষিণ-সময়ে উদ্গাতা এবং প্রতিহর্ত্তা উভয়ই বিচ্ছিন্ন হয়, তবে কি করা কর্ত্তব্য? যদি বলা হয়, উভয়-বিধ প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ অদক্ষিণ ও সর্ব্বস্ব-দক্ষিণ উভয় যজ্ঞই করিতে হইবে, তাহা হইতে পারেনা। কারণ, পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ-প্রায়শ্চিত্তদ্বয়ের সমুচ্চয় অসম্ভব। একটী যজ্ঞ দক্ষিণাশূন্য, আর অপরটী সর্ব্বস্ব-দক্ষিণাযুক্ত—এই দুই যজ্ঞ একসঙ্গে কিরূপে করা যায়? অতএব, পরের প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ সর্ব্বস্ব-দক্ষিণ-যজ্ঞ করিবার ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে।

সেই প্রকার এই প্রসঙ্গেও পূর্ব্বে অবতারগণ-মধ্যে গণন-হেতু শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব এবং পরবর্ত্তী "কৃষ্ণস্তুভগবান্ স্বয়ং"—এই বাক্যদ্বারা স্বয়ং ভগবত্তা অর্থাৎ সর্ব্বাবতারিত্ব প্রতীত হইতেছে। পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ বাক্যদ্বয়ের কিরূপে সমুচ্চয় (২) হইতে পারে? যিনি অবতার, তিনি কখনও অবতারী হইতে পারেন না; আবার যিনি অবতারী, তিনি কখনও অবতার রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়েন

(১) জ্যোতিষ্টোমে চারিটী বেদী আছে, এই চারি বেদীতে চারিজন ঋত্বিক্ আছেন। তাহার মধ্যে সাম-বেদীয় ঋত্বিকের নাম উদ্গাতা। ঋগ্বেদীয় ঋত্বিকের নাম প্রতিহর্ত্তা। যজুর্ব্বেদীয় ঋত্বিকের নাম অধ্বর্য্যু।

তিথিতত্ত্বে এবং শ্রাদ্ধতত্ত্বে কাশীরামের টীকায় লিখিত প্রমাণ যথা,—
অধ্বর্য্যুদ্গাতৃ-হোতারো যজুঃসামত্বিজঃক্রমাৎ॥

(২) সমুচ্চয়ঃ—সমাহারঃ। ইত্যমরঃ। সমুচ্চয় অর্থ সমাহার। অবিরুদ্ধ একজাতীয় বস্তুর সমাহার অর্থাৎ সমবেত ভাবে একত্ব উক্ত হইতে পারে। যেমন 'ত্রিভুবন' শব্দে ভুবন-ত্রয়ের রাশীকরণ করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যদি অন্যাবতার-সজাতীয় হইতেন, তবে তাঁহাদের সহিত ইঁহার সমুচ্চয় হইত।

না। সুতরাং অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের শ্রুতি-বিষয়ক সিদ্ধান্তের ন্যায় এস্থলেও পূর্ব্ব বিধি দুর্ব্বল, পরবিধি সবল—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে; পূর্ব্ববিধি হেতু অবতার-সূচক "রাম-কৃষ্ণাবিতি ভূবৌ ভগবানহরদ্ভরম্॥" এই বাক্য দুর্ব্বল আর, পরবিধি হেতু অবতারিত্বদ্যোতক 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"—এই বাক্য প্রবল। বলবান্ বিধিবাক্য গ্রাহ্য হেতু, শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব-সূচক বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া অবতারিত্বদ্যোতক বাক্য অঙ্গীকার করিতে হইবে।

অথবা "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" এই বাক্য শ্রীমদ্ভাগবতের সাবধারণা শ্রুতি। এস্থলে অবধারণার্থে "তু"-কার প্রযুক্ত হইয়াছে; আর "কৃষ্ণঃ ভগবান্ স্বয়ং"—ইহা শ্রুতি। অবধারণাযুক্ত শ্রুতি অতিশয় বলবতী। সাধারণতঃই প্রকরণ হইতে শ্রুতি বলবতী। তাহাতে আবার সাবধারণা শ্রুতি প্রয়োগ করায় অবতার-প্রকরণে উল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব বাধিত হইয়া (সাবধারণা শ্রুত্যুক্ত) স্বয়ং-ভগবত্তা নিশ্চিত হইল, তাহাতে কোন সংশয় নাই। শ্রুতিদ্বারা যে প্রকরণের (১) বাধা ঘটে, তাহা—"শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধঃ" (৩।৩।৫০) এই বেদান্ত-সূত্রের শাঙ্কর-ভাষ্যেও স্বীকৃত হইয়াছে। যথা—বাজসেনেয়ী অগ্নিরহস্যে 'মনশ্চিৎ' প্রভৃতি অগ্নির ন্যায় 'বিদ্যাচিৎ' এরও ক্রিয়া-প্রকরণে উল্লেখ করিয়া ক্রিয়া-পারতন্ত্র্য প্রদর্শিত হইয়াছে; আবার অন্য শ্রুতিতে 'বিদ্যাচিৎ' (ব্রহ্মজ্ঞান) এর মোক্ষ-সাধন-সামর্থ্য-বিষয়ে সাক্ষাদুপদেশ থাকায়, প্রকরণ-প্রাপ্ত অর্থাৎ ক্রিয়াধিকরণে উল্লেখ জন্য তাহার (বিদ্যাচিতের) যে ক্রিয়াপারতন্ত্র্য, তাহা নিষেধ করিয়া শ্রুতি-প্রাবল্য স্বীকারপূর্ব্বক মোক্ষ-সাধকত্ব স্থাপন করিয়াছেন।

---

(১) শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান সমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যমর্থ-বিপ্রকর্ষাৎ॥ মীমাংসাদর্শনম্ ৩।৩।১৪।

বচনগত-বিরোধ-সমাধান-বিষয়ে মীমাংসাসূত্রকার বলেন—শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা—ইহাদের সমবায়-স্থলে যথাক্রমে পর-প্রমাণের দুর্ব্বলতা বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রুতি ও লিঙ্গ মধ্যে লিঙ্গ দুর্ব্বল, লিঙ্গ ও বাক্য মধ্যে বাক্য দুর্ব্বল ইত্যাদি। এতদনুসারে শ্রুতির সর্ব্বাধিক প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। শ্রুত্যাদির—নিরুক্তি, যথা—

শ্রুতিশ্চ শব্দঃ, ক্ষমতা চ লিঙ্গম্
বাক্যং—পদান্যেব তু সংহতানি।

প্রকরণস্য বাধাৎ, যথা শঙ্করশারীরকে ভাষ্যে শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধ ইতি সূত্রে, তেহৈতে বিদ্যাচিত এবেতি শ্রুতির্মনশ্চিদাদীনামগ্নীনাং প্রকরণপ্রাপ্তং ক্রিয়ানুপ্রবেশলক্ষণম্ অস্বাতন্ত্র্যং বাধিত্বা

অতঃপর (শ্রীপাদ জীব-গোস্বামিচরণ কর্ত্তৃক (২৯ অনুচ্ছেদে) শ্রুতির লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে—"সাক্ষাদুপদেশস্তু শ্রুতিরিতি" সাক্ষাদুপদেশকে শ্রুতি বলে। এই সাক্ষাদুপদেশের তাৎপর্য্য এই :—শ্রীসূত-গোস্বামী অবতার-প্রসঙ্গে শ্রীরাম-কৃষ্ণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া শ্রীশৌনকাদি ঋষির মনে সংশয় হইল—বর্ণিত অবতারগণ মধ্যে কে কাহার অংশ এবং কে কাহার অংশী? আর, যত ভগবদবতারের কথা বলা হইল, কুত্রাপি "ভগবান্" শব্দ প্রয়োগ না করিয়া শ্রীরাম-কৃষ্ণাবতারে কেন 'ভগবান্' শব্দের প্রয়োগ করিলেন? এই সন্দেহ-নিরসনের জন্য কোন অসাধারণ ধর্ম্মাদি উল্লেখ না করিয়া সাক্ষাদুপদেশ করিলেন,—হে শৌনক! বর্ণিত অবতার সকলের মধ্যে কেহ পুরুষের অংশ, কেহ বা তাঁহার কলা, শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ং ভগবান্। এই সাক্ষাদুপদেশ দ্বারা প্রকরণোক্ত (অবতার প্রকরণ) শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব বাধিত হইয়া নিঃসন্দেহে

সা প্রক্রিয়া—যৎ করণং সকাঙ্ক্ষম্
স্থানং ক্রমো, যোগবলং সমাখ্যা॥

শ্রুতি—শব্দ; লিঙ্গ—ক্ষমতা; বাক্য—পদসংহতি, প্রকরণ—সকাঙ্ক্ষকরণ, স্থান—ক্রম; সমাখ্যা—যোগবল। অর্থ-সংগ্রহকার লোগাক্ষি-ভাস্কর প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রুত্যাদির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—নিরপেক্ষোরবঃ শ্রুতিঃ। শব্দ-সামর্থ্যং লিঙ্গং। সমভিব্যাহারো বাক্যম্। উভয়াকাঙ্ক্ষা প্রকরণম্। দেশ-সামান্যম্ স্থানং। সমাখ্যা যৌগিকঃশব্দঃ। নিজ অর্থ প্রতিপাদনে পদান্তরা-পেক্ষারহিত যে শব্দ তাহা শ্রুতি। শব্দের অর্থ-প্রকাশন-সামর্থ্যের নাম লিঙ্গ। সাধ্যত্বাদি-বাচক দ্বিতীয়াদির অভাব হইলে, তাৎপর্য্য-লব্ধ শেষশেষিভাব বোধক পদদ্বয়ের সহোচ্চারণের নাম বাক্য। অঙ্গাঙ্গিত্বে অভিমত পরস্পরের আকাঙ্ক্ষা—প্রকরণ। দেশের সমানত্ব—স্থান। যৌগিক-শব্দ—সমাখ্যা। সবিস্তার অর্থসংগ্রহে দ্রষ্টব্য।

বিদ্যাচিত্ত্বেনৈব স্বাতন্ত্র্যং স্থাপয়তি, তদ্বৎ। অত এতৎপ্রকরণেপ্যন্যত্র ক্বচিদপি ভগবচ্ছব্দমকৃত্বা তত্রৈব ভগবানহরদ্ভরমিতি অনেন কৃতবান্। ততশ্চাস্যাবতারেষু গণনাত্তু স্বয়ং ভগবানপ্যসৌ স্বরূপস্থ এব নিজ-পরিজনবৃন্দানামানন্দবিশেষচমৎকারায় কিমপি মাধুর্য্যং নিজজন্মাদি-

---

স্বয়ং ভগবত্তা প্রতিপন্ন হইল। অতএব অবতার-প্রকরণে অন্য কোন অবতারে ভগবচ্ছব্দ প্রয়োগ না করিয়া শ্রীকৃষ্ণাবতার-প্রসঙ্গে "ভগবানহরদ্ভরম্" বাক্যে ভগবচ্ছব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চে অবতরণ-হেতু।

যদি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ হয়েন, তবে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—অবতার মধ্যে গণনা করা হইলেও অন্যান্য অবতারের ন্যায় জাগতিক কার্য্যানুরোধে আবির্ভূত হয়েন নাই; পৃথিবীর ভারহরণাদি কার্য্য তাঁহার কর্ত্তব্য নহে; পুরুষের অবতার সকলই এই কার্য্য করিয়া থাকেন। তবে যে, ভগবান ভার হরণ করিয়াছেন, বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই—স্বয়ং ভগবান্ যখন অবতীর্ণ হয়েন, তখন অংশাবতার সকলও তাঁহাতে প্রবেশ করেন; তৎ সমুদয় দ্বারা ভারহরণাদি কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। তাঁহাদের কৃত কার্য্য শ্রীভগবানে আরোপ করিয়া ঐ কথা বলা হইয়াছে।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপস্থ অর্থাৎ স্বীয় নিরপেক্ষ ভগবত্তার কোন রূপ ব্যভিচার না ঘটাইয়া, নিজ পরিজনবৃন্দের আনন্দ-বিশেষাত্মক চমৎকারিতা সম্পাদন করিবার জন্য, নিজ জন্মাদিলীলা দ্বারা কোন অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য পোষণ করিয়া, কখনও কখনও সকল লোকের দৃষ্টিগোচর হয়েন; ইহাই তাঁহার অবতরণের হেতু।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও প্রাপঞ্চিক-লোকমধ্যে অবতরণ করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহার জগদ্গত ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ বিশেষ;—একথা প্রকাশ করিবার জন্য অবতারগণ মধ্যে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি অংশাবতার-বিশেষ, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য ঐরূপ উল্লেখ করেন নাই; উক্ত অভি-

লীলয়া পুষ্ণন্ কদাচিৎ সকললোকদৃশ্যো ভবতীত্যপেক্ষয়ৈবেত্যায়াতম্। যথোক্তং ব্রহ্মসংহিতায়াম্—রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু, কিন্তু কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামীতি। অবতারশ্চ প্রাকৃতবৈভবেঽবতরণমিতি। শ্রীকৃষ্ণসাহচর্য্যেণ শ্রীরামস্যাপি পুরুষাংশত্বাত্যয়ো জ্ঞেয়ঃ। অত্র তুশব্দোঽংশকলাভ্যঃ পুংসশ্চ সকাশাদ্ভগবতো বৈলক্ষণ্যং বোধয়তি। যদ্বানেন তুশব্দেন সাবধারণা শ্রুতিরিয়ং প্রতীয়তে। ততঃ সাবধারণা শ্রুতির্বলবতীতি ন্যায়েন শ্রুত্যৈব শ্রুতমপ্যন্যেষাং মহানারায়ণাদীনাং স্বয়ং ভগবত্ত্বং গুণীভূতমাপদ্যতে। এবং পুংস ইতি ভগবানিতি চ প্রথমমুপক্রমোদ্দিষ্টস্য শব্দদ্বয়স্য তৎ-

---

প্রায়েই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন ; তাহা "রামাদি মূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্" ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতা-শ্লোক(১) হইতে প্রমাণিত হয়।

প্রপঞ্চাতীত শ্রীধাম হইতে ভগবৎ-স্বরূপ-বৃন্দের প্রাকৃত-বৈভবে অবতরণকে অবতার বলে। অবতার-শব্দের অর্থ কেবল অংশ নহে।

শ্রীকৃষ্ণলীলার সাহায্যকারী বলিয়া শ্রীবলরামেরও পুরুষের অংশত্ব খণ্ডিত হইল। এই অভিপ্রায়েই শ্রীসূতমুনি ঊনবিংশ ও বিংশ উভয় অবতারকে ভগবান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবান্-পদপ্রয়োগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়, শ্রীবলদেবও যে পুরুষের অবতার নহেন, তাহা স্থির করিয়াছেন।

শ্লোকোক্ত 'তু' (কৃষ্ণও) শব্দ অংশ, কলা এবং পুরুষ হইতে ভগবানের, বৈলক্ষণ্য বুঝাইতেছে। অথবা, 'তু'-শব্দ প্রয়োগদ্বারা সাবধারণা শ্রুতি প্রতীতি করাইতেছে। (তজ্জন্য এস্থলে 'তু' শব্দের 'এব' অর্থ বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্।) সাবধারণ শ্রুতি বলবতী—এই ন্যায়ানুসারে মহানারায়ণ(২) প্রভৃতি অন্য যাঁহাদের স্বয়ং-ভগবত্তার কথা শুনা যায়, তাঁহাদের সেই

---

(১) এই শ্লোকের অনুবাদ ২৬ সংখ্যক অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

(২) পরব্যোম-নাথ।

সহোদরেণ তেনৈব শব্দেনচ প্রতিনির্দ্দেশাত্তাবেব খল্বেতাবিতি স্মারয়ন্তি। উদ্দেশপ্রতিনির্দ্দেশয়োঃ প্রতীতিস্থগিততানিরসনায় বিদ্বদ্ভিরেক এব শব্দঃ প্রযুজ্যতে তৎসমবর্ণো বা। যথা জ্যোতিষ্টোমাধিকরণে বসন্তে বসন্তে চ জ্যোতিষা যজেতেত্যত্র জ্যোতিঃশব্দো জ্যোতিষ্টোমবিষয়ো

ভগবত্তা গুণীভূত (১) অর্থাৎ তাঁহারা অপর ভগবৎ-স্বরূপের অপেক্ষায় পূর্ণ ভগবান্, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষায় নহেন।

এস্থলে আরও বুঝিবার বিষয় এই—অবতার-প্রসঙ্গের প্রথম শ্লোকের "জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।" এই বাক্যে যেমন পুরুষ ও ভগবান্-পদ প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই প্রকার "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।" এই শ্লোকার্দ্ধে উপক্রম-শ্লোকে উদ্দিষ্ট পুরুষ শব্দের সহোদর অর্থাৎ সমানার্থ-বাচক পুমান্ শব্দের সহিতই ভগবচ্ছব্দ প্রতি-নির্দ্দেশ করিয়াছেন; ইহাতে উপক্রম-শ্লোকোক্ত পুরুষ ও ভগবানকে 'এতে চাংশকলাঃ' ইত্যাদি উপসংহার-শ্লোকে 'পুংসঃ' এবং 'ভগবান্' পদ প্রয়োগ করিয়া স্মরণ করাইলেন।

কোন বিষয়ের তাৎপর্য্য নিঃসন্দেহে প্রতীতি করাইবার জন্য বিজ্ঞগণ উদ্দেশে (উপক্রম) এবং প্রতিনির্দ্দেশে (উপসংহারে) একই শব্দ বা উদ্দেশোক্ত শব্দের সমানবর্ণশব্দ ব্যবহার করেন। যথা—জ্যোতিষ্টোমাধিকরণে উক্ত হইয়াছে "প্রতি বসন্তঋতুতে জ্যোতিঃ দ্বারা যাগ করিবে।" এস্থলে জ্যোতিঃ শব্দ জ্যোতিষ্টোম-বিষয়ক; কারণ, অধিকরণ-প্রারম্ভে জ্যোতিষ্টোম শব্দ প্রযুক্ত আছে, শেষে তৎসমানবর্ণ জ্যোতিঃ-শব্দদ্বারা জ্যোতিষ্টোম-যাগের কর্ত্তব্যতা স্পষ্টরূপে প্রকাশ করা হইল।

এই বিচার-প্রণালী-অবলম্বনে শ্রীপাদ জীবগোস্বামি চরণ দেখাইলেন—১।৩।১ শ্লোকে যে পুরুষের কথা বলা হইয়াছে, তিনি কুমারাদির অবতারী; কিন্তু তাঁহার অবতারী যে ভগবান্, তিনি কে? তাহা নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক বলা হইয়াছে অর্থাৎ রাম, নারায়ণ, কৃষ্ণ ইত্যাদিরূপে নাম উল্লেখ পূর্ব্বক বলা হয় নাই, এতে চাংশকলাঃ ইত্যাদি শ্লোকে, নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিলেন যে, সেই অবতারী পুরুষেরও মূল অবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

---

(১) গুণীভূতঃ—অপ্রধানীভূতঃ। ইতি শব্দকল্পদ্রুমঃ।

ভবতীতি। অত্র তত্ত্ববাদগুরবস্তু চশব্দস্থানে স্বশব্দং পঠিত্বৈবমাচক্ষতে, এতে প্রোক্তা অবতারাঃ, মূলরূপী স্বয়মেব, কিংস্বরূপাঃ স্বাংশকলা ন তু জীববদ্বিভিন্নাংশাঃ। যথা বারাহে—স্বাংশশ্চাথ বিভিন্নাংশ ইতি দ্বেধাংশ ইষ্যতে। অংশিনো যত্তু সামর্থ্যং যৎ স্বরূপং যথা স্থিতিঃ। তদেব নাণুমাত্রোঽপি ভেদঃ স্বাংশাংশিনোঃ ক্বচিৎ। বিভিন্নাংশোঽল্পশক্তিঃ স্যাৎ কিঞ্চিৎ সামর্থ্যমাত্রযুগিতীতি। অত্রোচ্যতে। অংশানামংশিসামর্থ্যাদিকং তদৈক্যেনৈব মন্তব্যম্। তত্র যথাবিদাসিন ইত্যাদৌ তস্যাক্ষয়ত্বেন তাসামক্ষয়ত্বং যথা তদ্বৎ অংশাংশিত্বানুপপত্তেরেব। তথা চ শ্রীবাসুদেবানিরুদ্ধয়োঃ সর্ব্বথা সাম্যে প্রসক্তে কদাচিদনিরুদ্ধেনাপি শ্রীবাসুদেবস্যাবির্ভাবনা প্রসজ্যেত। তচ্চ শ্রুতিবিপরীতমিত্যসদেব। তস্মাদস্ত্যেবাবতার্য্যবতারয়োস্তা-

---

তত্ত্ববাদ-গুরু শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য এই শ্লোকে (এতে চাংশ) 'চ' শব্দ স্থানে 'স্ব' শব্দ পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করেন—এই সকল-অবতার-মূল-রূপী—স্বয়ংই হয়েন। তাঁহাদের স্বরূপ স্বাংশকলা, জীবের ন্যায় বিভিন্নাংশ নহেন।

শ্রীবরাহ-পুরাণে স্বাংশ-বিভিন্নাংশের লক্ষণ এইরূপ উক্ত আছে—"স্বাংশও বিভিন্নাংশভেদে অংশ দুই প্রকার। অংশীর যেমন সামর্থ্য, যেমন স্বরূপ, যেমন স্থিতি, স্বাংশের সামর্থ্যাদি তদ্রূপ। স্বাংশ ও অংশীর মধ্যে বিন্দুমাত্রও ভেদ নাই; কিন্তু বিভিন্নাংশ অল্পশক্তি (১) এবং কিঞ্চিৎ সামর্থ্যযুক্ত।"

এবিষয়ে বক্তব্য এই:—অংশের অংশীতুল্য সামর্থ্যাদির কথা যাহা বলা হইয়াছে, তাহা কেবল অংশ-অংশীর ঐক্যহেতু; যেমন অক্ষয় সরোবর হইতে উৎপন্ন প্রবাহ সকলের অক্ষয়তা, সরোবরের অক্ষয়তা হেতু স্বীকৃত হয়, এস্থলে ও তদ্রূপ অংশীর সামর্থ্যাদি হইতে অংশের সেই জাতীয় সামর্থ্যাদি বুঝিতে হইবে। উভয়ের যদি একই সামর্থ্যাদি হয়, তবে কে অংশ, কে অংশী তাহা বুঝা যায় না; তাহাতে শ্রীবাসুদেব ও শ্রীঅনিরুদ্ধ, উভয়েই সমান হইয়া পড়েন, সুতরাং কখনও শ্রীঅনিরুদ্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব সম্ভব হয়। কিন্তু তাহা শ্রুতি-বিরুদ্ধ,

---

(১) অল্পশক্তি—শক্তির অণুঅংশ।

রতম্যম্। অতএব তৃতীয়স্যাষ্টমে—আসীনমুর্ব্যাং ভগবন্তমাদ্যং সঙ্কর্ষণং দেবমকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্। বিবিৎসবস্তত্ত্বমতঃ পরস্য কুমারমুখ্যা মুনয়োঽন্বপৃচ্ছন্। স্বমেব ধিষ্ণ্যং বহুমানয়ন্তং যদ্বাসুদেবাভিধমামনন্তী-ত্যাদৌ বাসুদেবস্য সঙ্কর্ষণাদপি পরত্বং শ্রূয়তে। যত্তু তেষাং তথা ব্যাখ্যানম্—অত্র কৃষ্ণস্ত্বিত্যনর্থকং স্যাৎ, ভগবান্ স্বয়মিত্যনেনৈবা-ভিপ্রেতসিদ্ধেঃ। কিঞ্চ তৈঃ স্বয়মেব প্রকাশাদিবন্নৈবং পর ইতি

কোন শাস্ত্রে সেরূপ প্রসঙ্গ পাওয়া যায়না বলিয়া অসম্ভব। এতএব নিশ্চয়ই অবতার ও অবতারীর মধ্যে তারতম্য আছে। তৃতীয় স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে ৩।৪ শ্লোকে এই তারতম্য প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—

'কোন সময়ে সনৎকুমার প্রভৃতি মুনিগণ পরম-পুরুষের তত্ত্ব (পরতত্ত্ব) জানিবার জন্য পাতাল-তলে আসীন, অপ্রতিহত-জ্ঞান, আদ্য, ভগবান্ সঙ্কর্ষণ দেবকে প্রশ্ন করেন। তখন তিনি—পণ্ডিতগণ যাঁহাকে শ্রীবাসুদেব কহিয়া থাকেন, আপনার সেই আশ্রয়-তত্ত্বকে ধ্যানে অনুভব করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানে পূজা করিতেছিলেন।"

এই শ্লোকদ্বয়ে শ্রীসঙ্কর্ষণ হইতে শ্রীবাসুদেবের শ্রেষ্ঠত্ব জানা যাইতেছে। তাহা না হইলে শ্রীসঙ্কর্ষণ, শ্রীবাসুদেবকে ধ্যান করিবেন কেন?

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে শ্লোকোক্ত কৃষ্ণ-পদের কোন সার্থকতা থাকেনা, 'স্বয়ং ভগবান্' বলিলেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইত। কারণ, সকল ভগবৎ-স্বরূপই যদি সমান হয়, তবে সকলেই স্বয়ং ভগবান্, স্বতন্ত্র কৃষ্ণ-শব্দ-সন্নিবেশ নিষ্প্রয়োজন। আরও, তিনি (শ্রীমধ্বাচার্য্য) নিজেই "প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ" ২।৩।৪৪ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে পরিষ্কাররূপে অংশ-অংশীর ভেদ দেখাইয়াছেন—"অংশ হইলেও মৎস্যাদিরূপী পর (ঈশ্বর), ভগ-বদংশরূপে কথিত জীবের সদৃশ নহেন; যথা—তেজের অংশ সূর্য্য, আর তেজের অংশ খদ্যোত এক প্রকার নহে।"

এ স্থানে কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, তোমাদের সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীপাদ মধ্বমুনি যদি 'এতে চাংশকলাঃ" ইত্যাদি শ্লোকের 'চ' শব্দ স্থানে 'স্ব' শব্দ পাঠ করিয়া অংশাংশীর অভেদ স্বীকার করেন, তবে তুমি কেন অংশ ও

সূত্রে স্ফুটমংশাংশিভেদো দর্শিতঃ। অংশত্বেঽপি ন মৎস্যাদিরূপী পর এবম্বিধো জীবসদৃশঃ। যথা তেজোঽংশস্যৈব সূর্য্যস্য খদ্যোতস্য চ নৈকপ্রকারতেত্যাদিনা। তস্মাৎ স্থিতে ভেদে সাধ্বেব ব্যাখ্যাতং, কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি। ইন্দ্রারীতি পদ্যার্দ্ধং ত্বত্র নান্বেতি, তুশব্দেন বাক্যস্য ভেদনাৎ, তচ্চ তাবতৈবাকাঙ্ক্ষাপরিপূর্ত্তেঃ। একবাক্যত্বে

অংশীর ভেদ দেখাইতেছে? তাহার উত্তর—স্বাংশ শব্দ পাঠ করিয়া বিভিন্নাংশ-জীবকে স্বাংশ-মৎস্যাদি হইতে পৃথকরূপে দেখানই তাঁহার অভিপ্রায়। "প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ" সূত্রের উক্ত ব্যাখ্যায় তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীপাদ-মধ্বাচার্য্য-কৃত ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য এই—অখণ্ড তেজোরাশি সদৃশ শ্রীকৃষ্ণ। তেজোঽংশ সূর্য্যতুল্য মৎস্যাদি স্বাংশ এবং তেজোঽংশ খদ্যোত-তুল্য বিভিন্নাংশ-জীব। যেমন অখণ্ডতেজের অংশ হইলেও সূর্য্য ও খদ্যোত সমান নহে, তদ্রূপ স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ অখণ্ড-পরতত্ত্ব-বস্তু শ্রীকৃষ্ণের অংশ হইলেও সমান নহে; স্বাংশের সূর্য্য তুল্য প্রচুর শক্তি, তিনি জগৎ প্রকাশ করিতে পারেন, আর বিভিন্নাংশ-জীবের অল্প শক্তি, খদ্যোতের মত আপনাকেও প্রকাশ করিতে অসমর্থ।

অতএব—অংশ-অংশীর ভেদ স্থির হইল বলিয়া, কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। এই ব্যাখ্যা উত্তম হইয়াছে।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং। ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥ ১।৩।২৮

"যুগে যুগে ইঁহারা অসুর-কর্ত্তৃক ব্যাকুলিত জগৎকে সুখী করেন।" উক্ত শ্লোকের এই শেষার্দ্ধ "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"—এই বাক্যের সহিত অন্বিত হইবে না; কারণ, 'তু'-শব্দ দ্বারা বাক্যভেদ করা হইয়াছে। কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্—এই পর্য্যন্ত বলাতেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে; এই বাক্যের সহিত অন্য কোন পদ-সংযোগের প্রয়োজন দেখা যায় না। ইন্দ্রারিব্যাকুলং ইত্যাদি বাক্যের সহিত কৃষ্ণস্তু ভগবান্ ইত্যাদি বাক্যের একবাক্যত্ব করিবার ইচ্ছা থাকিলে 'তু'-শব্দ স্থানে 'চ' শব্দ সন্নিবেশ করিতেন। তাহা হইলে অর্থ হইত—পূর্ব্বোক্ত অবতার সকল যেমন অসুর-বিনাশাদিদ্বারা জগতের সুখ-সম্পাদন করেন, শ্রীকৃষ্ণও

তু চশব্দ এবাকরিষ্যত। ততশ্চেন্দ্রারীত্যত্রার্থাত্ত এব পূর্বোক্তা এব মৃড়য়ন্তীত্যায়াতি ॥১॥৩॥ শ্রীসূতঃ ॥১—২৮॥

তদেবং শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ পুরুষস্তু সর্বান্তর্য্যামিত্বাৎ পরমাত্মেতি নির্দ্ধারিতম্। তত্রাশঙ্ক্যতে, নন্বিদমেকমংশিত্বপ্রতিপাদকং বাক্য-মংশত্বপ্রতিপাদকবহুবাক্যবিরোধে গুণবাদঃ স্যাৎ। অত্রোচ্যতে।

তাহা করেন। পৃথক্ বাক্য করায় অর্থ হইল—অন্যান্য অবতার ঐ কার্য্য করেন, আর শ্রীকৃষ্ণ জন্মাদিলীলা-দ্বারা নিজ পরিজনবৃন্দের অনির্ব্বচনীয় চমৎকার আনন্দ বিশেষ পোষণ করেন ॥২৮॥

অতএব এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্; কিন্তু প্রথম-পুরুষ সর্ব্বান্তর্য্যামী বলিয়া পরমাত্মা—ইহা নিশ্চিত হইল। শ্রীমদ্ভাগবতে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই একটী বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের অংশিত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে বটে; কিন্তু, অংশত্ব-প্রতি-পাদক বহুবাক্যে দেখা যায়, উভয়বিধ বাক্যের বিরোধ সমাধানের জন্য উক্ত অংশিত্ব আপেক্ষিক অর্থাৎ কোন কোন ভগবৎ-স্বরূপের অপেক্ষায় শ্রীকৃষ্ণ অংশী নিখিল-স্বরূপের অপেক্ষায় নহেন; এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হউক;—এই পূর্ব্ব পক্ষ আশঙ্কা করিয়া, তাহার উত্তরে বলিতেছেন:—এ স্থলে জিজ্ঞাস্য,—শ্রীকৃষ্ণের অংশত্ব-প্রতিপাদক বাক্যগুলি শ্রীমদ্ভাগবতের, কিম্বা অন্য গ্রন্থের? যদি শ্রীমদ্ভাগতের হয়, তবে শ্রীমদ্ভাগবতের এই জন্ম-গুহ্যাধ্যায় (১মস্কঃ ৩য় অঃ) সমস্ত ভগবদবতারের সূত্র (১); কারণ, এই অধ্যায়ে সমস্ত ভগবদবতারের সূচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থের প্রথম ভাগে ইহা বিন্যস্ত করিয়া শ্রীসূতমুনি পরে ইহার (এই অধ্যায়ে বর্ণিত অবতার সকলের) সবিশেষ বিবরণ প্রদান করিয়া-ছেন। এই জন্ম-গুহ্যাধ্যায়ে "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ" ইহা পরি-ভাষা বাক্য। অবতার-প্রকরণোক্ত শ্রীরাম-কৃষ্ণ ভিন্ন অপর সকলকে পুরুষের

---

(১) সূত্র লক্ষণং—

স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ বিশ্বতো মুখম্। অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো-বিদুঃ ॥ ইতি—দুর্গাদাস।

তানি কিং শ্রীভাগবতীয়ানি পরকীয়াণি বা। আদ্যে জন্মগুহ্যাধ্যায়ো হ্যয়ং সর্বভগবদবতারবাক্যানাং সূত্রং সূচকত্বাৎ প্রাথমিকপাঠাত্তে-রুত্তরত্র তস্যৈব বিবরণাচ্চ। তত্র চৈতে চাংশকলাঃ পুংস ইতি পরি-ভাষেতি। অবতারবাক্যেষু অন্যান্ পুরুষাংশত্বেন জানীয়াৎ। কৃষ্ণস্তু স্বয়ংভগবত্ত্বেনেতি প্রতিজ্ঞাকারেণ গ্রন্থার্থনির্ণায়কত্বাৎ। তদু-ক্তম্। অনিয়মে নিয়মকারিণী পরিভাষেতি। অথ পরিভাষা চ সকৃদেব পঠ্যতে শাস্ত্রে ন ত্বভ্যাসেন। ততশ্চ বাক্যানাং কোটিরপ্যে-

---

অবতার বলিয়া জানিবে। যে হেতু "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই প্রতিজ্ঞা-(১) বাক্যই গ্রন্থার্থের নির্ণায়ক; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাংশী মূল--অবতারী স্বয়ং-ভগ-বান্, ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের মুখ্যতম অভিপ্রায়। শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব সুচারুরূপে পরিচয় করাইবার জন্য, এই অধ্যায়ে এবং অন্য শাস্ত্রে অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের প্রসঙ্গ বর্ণন করিয়াছেন। "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"—এই পদ্যার্দ্ধদ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত অবতার-সকলকে দুইভাগে বিভক্ত করি-লেন। পরিভাষাবাক্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণভিন্ন অন্য সকল অবতারকে পুরুষের অংশ-রূপে নির্দ্দেশ করিলেন, আর পরিভাষারূপ প্রতিজ্ঞা-বাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে উহা-দিগ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া তাঁহাকেই শ্রীমদ্ভাগবতের মুখ্য প্রতিপাদ্য রূপে নিশ্চয় করিলেন।

পরিভাষা, অনিয়মে নিয়ম-কারিণী; অর্থাৎ যে বাক্য, অনিয়মিত-ভাবে বর্ণিত বিষয় সকলকে কোন নিয়ম দ্বারা শৃঙ্খলিত করে, তাহার নাম পরিভাষা। শাস্ত্রে একবারই পরিভাষার উল্লেখ করা হয়,—বারংবার নহে। একবার উল্লি-খিত হইলেও একমাত্র উহাদ্বারা কোটি বাক্যও শাসিত হইয়া থাকে। অতএব "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"—এই বাক্যটী গুণবাদ নহে (২) পরন্তু, ইহার

---

(১) প্রতিজ্ঞা—সাধ্য নির্দ্দেশঃ। —গোতম-সূত্রম্।

যে বাক্যদ্বারা সাধ্যনির্দ্দেশ করা হয়, তাহাকে প্রতিজ্ঞা-বাক্য বলে।

(২) গুণবাদ—পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনোক্ত অর্থবাদের প্রকার ভেদ।

কেনৈবামুনা শাসনীয়া ভবেদিতি নাস্য গুণবাদত্বং প্রত্যুতৈতদ্বিরুদ্ধায়মানানাং এতদনুগুণার্থতৈব বৈদুষী। ন চ পারিভাষিকত্বাত্তচ্ছাস্ত্র এব স ব্যবহারো জ্ঞেয়ঃ, ন সর্বত্রেতি গৌণত্বমাশঙ্ক্যং, পরমার্থ

বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান বাক্য সকলের এই বাক্যের অনুগত ভাবে ব্যাখ্যা করা শাস্ত্র-সঙ্গত।

যদি কেহ বলেন, শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত এই পরিভাষা-বাক্য শ্রীমদ্ভাগবতীয় বিরোধী-বাক্য শাসন করিতে পারেন, পুরাণান্তরস্থিত শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তা-বিরোধী-বাক্য, এই পরিভাষা-বাক্যদ্বারা শাসিত হইবে কেন? এইরূপ সন্দেহ করা

বিরোধে গুণবাদঃ স্যাদনুবাদোঽবধারিতে। ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাদর্থবাদস্ত্রিধামতঃ। অস্যার্থঃ। প্রমাণান্তরবিরোধে সত্যর্থবাদোগুণবাদঃ। যথা—আদিত্য-যূপ—ইত্যাদি। যূপে আদিত্যাভেদস্য প্রত্যক্ষবাধিতত্বাদাদিত্যবদুজ্জ্বলরূপগুণো ঽনেন লক্ষণয়া প্রতিপদ্যতে। অর্থসংগ্রহঃ॥ অনেন—অর্থবাদেন।

অর্থবাদ তিন প্রকার—গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থবাদ। প্রমাণান্তরের সহিত বিরোধ থাকিলে, অর্থবাদই, গুণবাদ নামে অভিহিত হয়। যথা—আদিত্য-যূপ; এই বাক্য প্রত্যক্ষ-প্রমাণদ্বারা বাধিত হইতেছে; কারণ, আদিত্য ও যূপের যে অভেদ বলা হইল, তাহা প্রত্যক্ষ করা যায় না; দুই ভিন্ন বস্তু। সুতরাং এস্থলে অর্থবাদ স্বীকারপূর্ব্বক লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা অর্থ-সঙ্গতি করিয়া সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল-রূপ-গুণ-বিশিষ্ট যূপ বুঝিতে হইবে। ইহাই গুণবাদ। ফলকথা, গুণবাদে মুখ্যার্থ বাধিত এবং গৌণার্থ প্রতীত হয়। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তা-দ্যোতক বাক্য গুণবাদ নহে। যদি উহা পরিভাষা-বাক্য না হইত, তবে অন্য বাক্য-বিরোধে ইহার গৌণার্থ অবলম্বন করিয়া অর্থ-সঙ্গতি করিতে হইত, তাহাতে উহা গুণবাদ বলিয়া স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু, উহা পরিভাষা-বাক্য হওয়ায় বিরোধী বাক্যসকলকে ইহার অনুগতভাবে দেখিতে হইবে, অর্থাৎ "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই বাক্যের মুখ্যার্থ সর্ব্বত্র রক্ষা করিয়া, প্রয়োজন হইলে ইহার বিরোধী বাক্যের গৌণার্থ স্বীকার করিতে হইবে।

-বস্তুপরত্বাচ্ছ্রীভাগবতস্য তত্রাপ্যার্থিকত্বাচ্চ তস্যাঃ পরিভাষায়াঃ। কিঞ্চ প্রতিজ্ঞাবাক্যমাত্রস্য চ দৃশ্যতে পরত্রাপি নানাবাক্যান্তরোপমর্দ্দকত্বম্। যথাকাশস্যানুৎপত্তিশ্রুতিঃ প্রাণানাঞ্চ তচ্ছ্রুতিঃ স্ববিরোধিনী নান্যা শ্রুতিশ্চ আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি ইদং সর্বং যদয়মাত্মেত্যাদিনোপমর্দ্দ্যেত। অতএব স্বামিপ্রভৃতিভিরপ্যেতদেব বাক্যং তত্তদ্বিরোধনিরাসায় ভূয়োভূয় এব দর্শিতম্। তদেবং শ্রীভাগবতমতে সিদ্ধে চ তস্য বাক্যস্য বলবত্তমত্বে শ্রীভাগবতস্য সর্বশাস্ত্রোপমর্দকত্বেন প্রথমে সন্দর্ভে প্রতিপন্নত্বাৎ অস্মিন্নেব প্রতি-

---

যাইতে পারেনা; শ্রীমদ্ভাগবত পরমার্থনির্ণায়ক শাস্ত্র (১)। তাহাতে আবার এই পরিভাষা-বাক্যটী আর্থিক অর্থাৎ তাৎপর্য্য-নির্ণয়ের একমাত্র সহায়।

অপিচ প্রতিজ্ঞা-বাক্যমাত্রেরই অন্যান্য বহুবাক্য-নিরসন করিবার সামর্থ্য অন্য গ্রন্থেও দেখা যায়। ছান্দগ্যোপনিষদে আকাশের অনুৎপত্তি-শ্রুতি, প্রাণের অনুৎপত্তি-শ্রুতি, নিজ বিরোধিনী শ্রুতি এবং অন্য নানা শ্রুতি—"আত্মা বিজ্ঞাত হইলে সমস্তই বিজ্ঞাত হওয়া যায়, যে হেতু সমস্তই আত্মা"—এই শ্রুতি-দ্বারা উপমর্দ্দিত (নির্জ্জিত) হইয়াছে। যে হেতু সমস্তই আত্মা—এই কথা বলায়, আকাশ এবং প্রাণের উৎপত্তিও আত্মা হইতে হইয়াছে, ইহা নিশ্চিত হইয়াছে।

অতএব—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এইটী পরিভাষা-বাক্য বলিয়া শ্রীধরস্বামিপাদ প্রভৃতিও শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তা-বিরোধী—অংশত্ব-প্রতিপাদক বাক্য নিরসনের জন্য বারংবার এই বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত-সম্মত এই পরিভাষা-বাক্যের বলবত্তমত্ব সিদ্ধ হইল। আবার শ্রীমদ্ভাগবতের সকল-শাস্ত্র-উপমর্দ্দকতা তত্ত্বসন্দর্ভে প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং এই

---

(১) বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তুশিবদং ।১।১।১

শ্রীমদ্ভাগবতের সম্বন্ধ-তত্ত্ব-নির্দ্দেশোপলক্ষে প্রথম শ্লোকে উক্ত শ্রীমদ্ভাগবতে শিবদ-বাস্তব-বস্তু বেদ্য ন্যায়াদি দর্শনের মত অবাস্তব-মায়িক দ্রব্য, গুণাদি ইহার জ্ঞাতব্য নহে।

পৎস্যমানত্বাচ্চ পরকীয়াণামপ্যেতদানুগুণ্যমেব বিদ্বজ্জনদৃষ্টম্। যথা রাজ্ঞঃ শাসনং তথৈব হি তদনুচরাণামপীতি। তত্র শ্রীভাগবতীয়ানি বাক্যানি তদনুগতার্থতয়া দর্শ্যন্তে। তত্রাংশেনাবতীর্ণস্যেতি অংশেন বলদেবেন সহইত্যর্থঃ। কলাভ্যাং নিতরাং হরেরিতি হরেঃ কলা পৃথ্বী আভ্যাং রামকৃষ্ণাভ্যামিতি। দিষ্ট্যাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ

সন্দর্ভে প্রতিপন্ন হইবে। এইজন্য শাস্ত্রান্তরের বচনকেও "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"—এই বাক্যের অনুগতভাবে পণ্ডিতগণ দেখিয়া থাকেন। রাজার যেরূপ শাসন, তাঁহার অনুচর-গণেরও তদ্রূপ শাসন। পরিভাষাবাক্যই শাস্ত্রে রাজা এবং অন্য বাক্য সকল তাহার অনুচর-স্থানীয়।

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তাবিষয়ে সন্দেহনিরসন।

অতঃপর শ্রীমদ্ভাগবতের যে সকল বাক্য শ্রীকৃষ্ণের অংশত্বসূচক বলিয়া আপাততঃ বোধ হয়, তৎসমুদয়কে প্রতিজ্ঞা-বাক্যের অনুগত-অর্থ-প্রতিপাদক-রূপে দেখান হইতেছে। যথা—

অংশেনাবতীর্ণস্য বিষ্ণোঃ।১০।১।১। এই বাক্যের যথাশ্রুত অর্থ—শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অংশে অবতীর্ণ। বাস্তবিক অর্থ—অংশের অর্থাৎ শ্রীবলরামের সহিত অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ (১)। এস্থলে সহার্থে তৃতীয়া-বিভক্তি হইয়াছে।

বভৌ ভূঃ পক্বশস্যাঢ্যা কলাভ্যাং নিতরাং হরেঃ।১০।২০।৪০

যথাশ্রুত অর্থ—হরির অংশ শ্রীরামকৃষ্ণদ্বারা পৃথিবী নিরতিশয় শোভা পাইয়াছিল। বাস্তবার্থ—হরির কলা অর্থাৎ বিভূতিরূপা পৃথিবী (আভ্যাং—রামকৃষ্ণাভ্যাং) শ্রীরামকৃষ্ণদ্বারা নিরতিশয় শোভাশালিনী হইয়াছিলেন।

দিষ্ট্যাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমানংশেন সাক্ষাদ্ভগবান্ ভবায় নঃ।১০।২।৩৫ যথাশ্রুত অর্থ—দেবগণ শ্রীদেবকী-দেবীকে বলিতেছেন,—সাক্ষাৎ ভগবান্ পরম পুরুষ আমাদের শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত অংশদ্বারা আপনা গর্ভের আবির্ভূত হইয়া

---

(১) সর্ব্ব-ব্যাপকতাদ্বারা পরিপূর্ণতার পর্য্যবসান শ্রীকৃষ্ণে আছে; এই জন্য বিষ্ণু (ব্যাপক)-শব্দে এস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

পুমানংশেন সাক্ষাদ্ভগবান্ ভবায় ন ইত্যত্র যো মৎস্যাদিরূপেণাংশেনৈব পূর্বং নোঽস্মাকং, ভবায়াভূৎ হে অম্ব, স তু সাক্ষাৎ—স্বয়মেব তব কুক্ষিগতোঽস্তীতি। ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশমিতি তু সপ্তম্যন্ত-পদার্থো বহুব্রীহিঃ। তস্মিন্নংশিন্যবতরতি তেষামংশানামপ্যত্র প্রবেশস্য ব্যাখ্যাস্যমানত্বাৎ। পূর্ণত্বেনৈব তত্র সর্বাত্মকমাত্মভূতমিত্যুক্তম্। তথা নাতিবিদ্বজ্জনবাক্যে—এতৌ ভগবতঃ সাক্ষাদ্ধরের্নারায়ণস্য হি। অবতীর্ণাবিহাংশেন বসুদেবস্য বেশ্মনীত্যত্রাপি

ছেন। বাস্তবার্থ—যিনি মৎস্যাদি-অংশাবতাররূপে পূর্ব্বে আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়াছিলেন, হে মাতঃ! তিনি সাক্ষাৎ—স্বয়ংই আপনার কুক্ষিগত হইয়াছেন।

জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং।১০।২।১৩

শ্রীবসুদেব-কর্ত্তৃক শ্রীদেবকীতে জগন্মঙ্গল অচ্যুতের অংশ সমাহিত হইয়াছিলেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ অচ্যুতের অংশ, ইহা যথাশ্রুত অর্থ। বাস্তবার্থ—(সপ্তমান্ত অন্য পদার্থ-বহুব্রীহি-সমাসে) অচ্যুত-অংশ-সকল যাহাতে, তিনি অচ্যুতাংশ-অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলে অংশ সকল তাঁহাতে প্রবেশ করেন, সেই সর্ব্বাংশ-পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদেবকী-দেবীতে সমাহিত হইয়াছিলেন; অচ্যুতাংশ-শব্দের এই অর্থই সুসঙ্গত। যে হেতু, স্বয়ং ভগবান্ যখন অবতীর্ণ হয়েন, তখন নিখিল অংশাবতার, গুণাবতার প্রভৃতি তাঁহাতে প্রবিষ্ট হয়েন। শ্রীকৃষ্ণ যে পরিপূর্ণ-স্বরূপ তাহা প্রকাশ করিবার জন্যই ঐ শ্লোকের শেষার্দ্ধে উক্ত হইয়াছে—"দধার সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতম্" অর্থাৎ শ্রীদেবকীদেবী নিজ হৃদয়ে স্বয়ং প্রাদুর্ভূত সর্ব্বাশ্রয়-সর্ব্বমূল-স্বরূপ ভগবানকে ধারণ করিয়াছিলেন।

এতৌ ভগবতঃ সাক্ষাদ্ধরে নারায়ণস্য চ।
অবতীর্ণাবিহাংশেন বসুদেবস্য বেশ্মনি।১০।৪৩।২০

ইঁহারা (শ্রীরামকৃষ্ণ) সাক্ষাৎ নারায়ণ হরির অংশে বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন।" ইহা সুবিজ্ঞ ব্যক্তির বাক্য নহে—রঙ্গমঞ্চে উপবিষ্ট জন-বৃন্দের উক্তি; তাঁহারা সাতিশয়বোধ-সম্পন্ন ছিলেন না, সাধারণ দর্শকমাত্র। তাহাতেও

সরস্বতীপ্রেরিততয়া অংশেন সর্বাংশেন সহৈবেত্যর্থঃ। এবমেব তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহাগতৌ। ভারব্যয়ায় চ ভুবঃ কৃষ্ণৌ যদুকুরূদ্বহৌ ইত্যত্র আগতাবিতি কর্ত্তরি নিষ্ঠা কৃষ্ণাবিতি কর্ম্মণি দ্বিতীয়া। ততশ্চ ভগবতো নানাবতারবীজস্য হরেঃ পুরুষস্য তাবিমৌ নারায়ণাখ্যৌ অংশৌ কর্ত্তৃভূতৌ কৃষ্ণৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ কর্ম্মভূতাবাগতবন্তৌ তয়োঃ প্রবিষ্টবন্তাবিত্যর্থঃ। কীদৃশৌ কৃষ্ণৌ ভুবো ভারব্যয়ায় চকারাদ্ভক্তসুখদনানালীলান্তরায় চ। যদুকুরূদ্বহৌ যদুকুরুবংশয়োরবতীর্ণাবিত্যর্থঃ। অর্জ্জুনে তু নরাবেশঃ, কৃষ্ণো নারা-

---

বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী-শ্রীসরস্বতী-প্রতিপাদিত অর্থে (সহার্থে তৃতীয়া বিভক্তিতে) সর্ব্বাংশ সহ শ্রীবসুদেব-গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই অর্থ প্রকাশ পাইতেছে।

তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহাগতৌ।
ভারব্যয়ায়চ ভুবঃ কৃষ্ণৌ যদুকুরূদ্বহৌ ॥৪।১।৫৮

যথাশ্রুত অর্থ—পৃথিবীর ভার হরণ করিবার জন্য শ্রীহরির অংশদ্বয় যদুবংশে শ্রীকৃষ্ণ এবং কুরুবংশে শ্রীঅর্জ্জুনরূপে এখানে আসিয়াছেন। বাস্তবার্থ—এস্থলে 'আগতৌ'-পদে কর্ত্তৃবাচ্যে ক্ত-প্রত্যয় এবং 'কৃষ্ণৌ'পদে কর্ম্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। সুতরাং ভগবান্—নানাবতার-বীজ হরির (পুরুষের)সেই নর-নারায়ণাখ্য অংশদ্বয় শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনে প্রবেশ করিয়াছেন। শ্রীনর-নারায়ণ 'আগত' ক্রিয়ার কর্ত্তৃকারক, শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন কর্ম্মকারক—বুঝিতে হইবে। কীদৃশ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন? পৃথিবীর ভার হরণ করিবার জন্য এবং (শ্লোকোক্ত চ-কার হইতে) ভক্ত-সুখদ নানাবিধ অন্যলীলার জন্য যাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্লোকের 'যদুকুরূদ্বহঃ'-শব্দের অর্থ—যদু এবং কুরুবংশে অবতীর্ণ, অর্থাৎ যদুবংশে শ্রীকৃষ্ণ, কুরুবংশে শ্রীঅর্জ্জুন আবির্ভূত হইয়াছেন।

অর্জ্জুনেতু নরাবেশঃ কৃষ্ণোনারায়ণঃ স্বয়ং।

এই আগমবাক্যে, অর্জ্জুনে নরনামক ঋষি প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া নরাবেশ বলা হইয়াছে। "নারায়ণস্ত্বংনহি সর্ব্বদেহিনাম্' ১০।১৪। ব্রহ্মস্তবে যিনি—অনন্য-

য়ণঃ স্বয়মিত্যাগমবাক্যং শ্রীমদর্জ্জুনে নরপ্রবেশাপেক্ষয়া। যস্তু স্বয়মনন্যসিদ্ধো নারায়ণঃ নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনামিত্যাদিনা দর্শিতঃ, স পুনঃ কৃষ্ণ ইত্যর্থান্তরাপেক্ষয়া মন্তব্যম্। যয়োরেব সমং বীর্য্যমিত্যাদিন্যায়াৎ। তথা বিষ্ণুধর্ম্মে—যস্ত্বাং বেত্তি স মাং বেত্তি যস্ত্বামনু স মামনু। অভেদেনাত্মনো বেদ্মি ত্বামহং পাণ্ডুনন্দনেতি। তং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যাচ্চার্জ্জুনস্যাপি শ্রীকৃষ্ণসখত্বেন নারায়ণসখান্নরাৎ পূর্ণত্বাত্তত্র প্রবেশঃ সমুচিত এব। কুত্রচিচ্চাংশাদিশব্দপ্রয়োগঃ—নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ। ইতি

সিদ্ধ নারায়ণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তিনিই আবার শ্রীকৃষ্ণ—এই অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য "কৃষ্ণোনারায়ণঃ স্বয়ং" এই বাক্যে নারায়ণ-পদের 'স্বয়ং' এই বিশেষণ দিয়াছেন।

দশমস্কন্ধে শ্রীরুক্মিণী-পরিহাস-প্রসঙ্গে উক্ত—

যয়োরেব সমং বীর্য্যং জন্মৈশ্বর্য্যকৃতির্ভবঃ।
তয়োর্বিবাহমৈত্রী চ নোত্তমাধময়োঃ ক্বচিৎ॥

যে দুইজনের সমান প্রভাব, সমান কুলে জন্ম, সমান বৈভব, সমান আকৃতি, সমান অভ্যুদয়, তাঁহাদের পরস্পরের বিবাহ ও মৈত্রী সুখের কারণ; উত্তমাধমের বিবাহ ও মৈত্রী দুঃখের আকর হইয়া থাকে। এই শ্রীকৃষ্ণোক্ত রীতি অনুসারে শ্রীনর-ঋষির আবেশের সহিত স্বয়ং-নারায়ণ-শ্রীকৃষ্ণের সখ্য হইতে পারে না। কারণ, আবেশাবতার কিয়ৎ পরিমাণে আবিষ্ট জীব-বিশেষ, শ্রীমদর্জ্জুন যদি তাহা হয়েন, তবে স্বয়ং-নারায়ণ-শ্রীকৃষ্ণের সখা, অর্থাৎ সমান-আখ্যা প্রাপ্ত হইতে পারেন না। তদ্রূপ (শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের সমরূপতা) বিষ্ণুধর্ম্মে—"হে পাণ্ডুনন্দন! যে তোমাকে জানে, সে আমাকে জানে; যে তোমার অনুগত, সে আমার অনুগত, আমি তোমাকে নিজের সহিত অভিন্ন মনে করি।" অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যানুসারে শ্রীনারায়ণ-সখা নর-ঋষি হইতে অর্জ্জুনের পূর্ণত্ব প্রতীত হইতেছে। অতএব শ্রীঅর্জ্জুন নরঋষির আবেশ নহেন, নরঋষির তাহাতে প্রবেশই সমুচিত, এবিষয়ে কোন সংশয় নাই।

এসকল স্থান ভিন্ন অন্য যে সকল স্থলে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে অংশাদি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, যে সে স্থলে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "আমি স্বীয় যোগমায়া দ্বারা সমাবৃত,

শ্রীগীতোপনিষদ্দিশা পূর্ণস্যাপি সাধারণজনে খণ্ডাংশপ্রকাশাত্তৎ-প্রতীতাবেবাংশ ইবাংশ ইতি জ্ঞেয়ম্। নারায়ণসমো গুণৈরিত্যত্রাপি নারায়ণঃ পরব্যোমাধিপ এব গুণৈঃ সমো যস্যেত্যেব গর্গাভিপ্রায়ঃ। তদেবং মহাকালপুরাখ্যানেঽপি প্রতিজ্ঞাবাক্যমিদমধিকুর্য্যাৎ।

সুতরাং সাধারণ চক্ষুতে আমার স্বরূপ প্রকাশিত হয় না।" এই শ্রীকৃষ্ণোক্তি-অনুসারে পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ-জনে খণ্ডাংশরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়েন বলিয়া, তাহাদের প্রতীতিতে অংশের মত, অংশ—এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। ঐ সকল স্থলে বাস্তবিক 'অংশ' বলা অভিপ্রেত নহে,, সাধারণের প্রতীতি যেমন হইয়াছে, তেমনই (অংশ) বলা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের নাম-করণ-প্রসঙ্গে শ্রীগর্গাচার্য্য মহাশয় "নারায়ণসমো গুণৈঃ" এই বাক্যদ্বারা শ্রীনন্দমহারাজকে শ্রীকৃষ্ণের গুণ বলিয়াছেন। এস্থলে মাধুর্য্যাবগাহী প্রেমবান্ শ্রীব্রজরাজ গুণৈঃ—নারায়ণস্য সমঃ (৬ষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে) গুণে নারায়ণের সমান—এই রূপ অর্থ করিয়া শ্রীনারায়ণকে আশ্রয়-তত্ত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রিত-তত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন; আর, শ্রীগর্গাচার্য্যের অভিপ্রায়—গুণৈঃ নারায়ণঃ সমো যস্য (অন্য-পদার্থ-প্রধান বহুব্রীহি সমাসে) গুণে নারায়ণ সমান যাঁহার—এইরূপ অর্থ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ—আশ্রয়-তত্ত্ব,শ্রীনারায়ণ—আশ্রিত-তত্ত্ব। এস্থলে নারায়ণ বলিতে গর্ভোদশায়ী প্রভৃতি নহেন। পর-ব্যোমাধিপতি শ্রীনারায়ণ বুঝিতে হইবে। কারণ, তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের তুল্য যোগিতা হইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণের ভূমাপুরুষের অংশত্ব খণ্ডন।

এইরূপে, শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতারত্ব সূচকবৎ যে সকল বাক্য আছে, তৎসমুদয় দ্বারা বাস্তবপক্ষে তাঁহার স্বয়ং-ভগবত্তা স্থির হইল বলিয়া, 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' এই প্রতিজ্ঞা-বাক্য মহাকাল-পুরাখ্যানকেও অধিকার করিবে, অর্থাৎ মহাকাল-পুরুষবচনের যথাশ্রুত অর্থানুসারে শ্রীকৃষ্ণ যে অংশ, একথা সঙ্গত নয়; পরন্তু শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার অংশী, এরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে।

দ্বারকাবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইত। শ্রীঅর্জ্জুন তাঁহার কাতরোক্তিতে দয়ার্দ্র হইয়া ভাবি-সন্তান রক্ষায় কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং রক্ষা করিতে না পারিলে জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করিয়া

কিঞ্চশাস্ত্রং হি শাসনাত্মকং শাসনঞ্চোপদেশঃ। স চ দ্বিধা—সাক্ষাদর্থান্তরদ্বারা চ। সাক্ষাদুপদেশস্তু শ্রুতিরিতি পরিভাষ্যতে। সাক্ষাত্ত্বঞ্চাত্র নিরপেক্ষত্বমুচ্যতে। তদুক্তং নিরপেক্ষরবা শ্রুতিরিতি। তথা চ সতি শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্বল্যমর্থ-

---

প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন; কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় শ্রীঅর্জ্জুন রক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করিয়াও রক্ষা করিতে পারিলেন না, দেহের সহিত ব্রাহ্মণের সন্তান অপহৃত হইল। তিনি যমালয় প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া কোথাও ব্রাহ্মণ-সন্তানকে না পাইয়া, অগ্নিপ্রবেশে প্রবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন এবং রথে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া সপ্তসমুদ্র, সপ্তদ্বীপ, লোকালোক পর্ব্বতাদি এবং প্রকৃতির অষ্টম আবরণ ভেদ করিয়া মহাকালপুরে প্রবেশ করেন। মহাকাল-পুরস্থ ভূমাপুরুষ, শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় দ্বিজপুত্রগণকে আনয়ন করিয়াছেন,—এই বলিয়া তাহাদিগকে অর্পণ করেন। (শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৮৯ অধ্যায়ে সবিশেষ দ্রষ্টব্য)। এই ভূমাপুরুষ কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর সাক্ষাৎ অংশ, কারণার্ণবই তাঁহার নিজধাম।

ভূমাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে নিজ অংশ রূপে অভিহিত করিয়াছেন এবং ঐ প্রকরণ-(মহাকালপুর-গমন) দ্বারা শ্রীশুকমুনি শ্রীকৃষ্ণকে মহাকাল-পুরুষের অংশ-রূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন, অবিচারে ঐ সকল বাক্যের অর্থ-পরিগ্রহ-হেতু কাহারও কাহার ও এইরূপ সংশয় হইতে পারে। এই সংশয় নিরসনের জন্য শ্রীপাদ গ্রন্থকার প্রধানতঃ দুইটী বিচার-প্রণালী অবলম্বন করিতেছেন। প্রথমতঃ—বাক্যের বলবত্তা-প্রদর্শন; দ্বিতীয়তঃ—মহাকাল-পুরুষোক্ত শ্লোক-সমূহের বাস্তবার্থ-প্রকাশ। তাহা ক্রমশঃ বিবৃত হইতেছে।

শাস্ত্র—শাসনাত্মক। শাসন (শিক্ষা)—উপদেশ প্রদান করা। সেই উপদেশ দুই প্রকার—সাক্ষাৎ এবং অর্থান্তর-দ্বারা। সাক্ষাদুপদেশকে শ্রুতি বলে। নিরপেক্ষ-ভাবে যে উপদেশ দান, তাহাই শ্রুতি। এইজন্য বলা হইয়াছে—শ্রুতি—নিরপেক্ষরবা; অর্থাৎ শ্রুতিদ্বারা যাহা বলা হয়, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বলবান। শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা—শাস্ত্রার্থ-নির্ণয়ের এই ষড়বিধ উপায়-মধ্যে অর্থবিপ্রকর্ষ (অর্থের ব্যবধান) বশতঃ পূর্ব্বাপেক্ষা পরের দৌর্ব্বল্য বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ, শ্রুতি হইতে লিঙ্গ দুর্ব্বল, লিঙ্গ হইতে বাক্য দুর্ব্বল ইত্যাদি।

বিপ্রকর্ষাদিত্যুক্তানুসারেণ চরমস্য পূর্বাপেক্ষয়া দূরপ্রতীত্যর্থত্বে কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি শ্রীশৌনকং প্রতি শ্রীসূতস্য সাক্ষাদুপদেশেন ইতিহাসদ্বারোপদেশো বাধ্যেত। ন চ মে কলাবতীর্ণাবিতি চ মহাকালপুরাধিপ এব শ্রীকৃষ্ণং সাক্ষাদেবোপদিষ্টবানিতি বাচ্যং; শ্রীকৃষ্ণস্য সার্বজ্ঞাব্যভিচারেণ বক্তৃশ্রোতৃভাবপূর্বকসঙ্গমাপ্রস্তাবেন দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণেতি কার্য্যান্তরতাৎপর্য্যদর্শনেন চ, তস্যৈতন্মহাপুরাণসতত্ত্বোপদেষ্টৃসূতাদিবত্তদুপদেশে তাৎপর্য্যাভাবাদ্ব-

---

পূর্ব্বমীমাংসার উক্তরীতি-অনুসারে, সমাখ্যা দ্বারা অর্থাৎ আখ্যায়িকাদ্বারা উপদেশ (সন্দর্ভোক্ত চরমস্য), শ্রুতি (সন্দর্ভোক্ত পূর্ব্বাপেক্ষয়া) হইতে দূরে অর্থপ্রতীতি করায় বলিয়া, অর্থাৎ অর্থবোধের অপ্রাধান্য-হেতু, শ্রুতিদ্বারা সমাখ্যা নিরস্ত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে মহাকাল-পুরাখ্যান—সমাখ্যা। শ্রীশৌনকের প্রতি শ্রীসূতের সাক্ষাদুপদেশ "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং,"—এই শ্রুতিদ্বারা, ইতিহাস-(সমাখ্যা)-দ্বারা কথিত মহাকালপুর-প্রসঙ্গোক্ত শ্রীকৃষ্ণের অংশত্ব-প্রতিপাদক বাক্য নিরস্ত হইল।

এস্থলে সংশয় হইতে পারে, ভূমাপুরুষও—"আমার অংশ তোমরা পৃথিবীর ভারস্বরূপ-অসুর-বধের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ, তাহা সম্পন্ন করিয়া আমার নিকট আগমন কর।"—শ্রীকৃষ্ণকে এই সাক্ষাদুপদেশ দান করিয়াছেন; ইহাই শ্রুতি হউক? তাহা হইতে পারে না; কারণ,—(১) কখনও শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বজ্ঞতার ব্যভিচার হয় না বলিয়া ভূমা-পুরুষকে বক্তা এবং আপনাকে শ্রোতৃরূপে কল্পনা করিয়া তথায় তাঁহার গমনের প্রস্তাব করা যাইতে পারে না। (২) তোমাদিগকে দর্শন করিবার জন্য ব্রাহ্মণ-কুমারগণকে হরণ করিয়াছি।"—ভূমা-পুরুষের এই উক্তি হইতে কার্য্যান্তরে তাৎপর্য্য দেখা যায়,—শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের স্বরূপ নির্দ্দেশ করা অভিপ্রেত ছিলনা। (৩) শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের রূপ-মাধুর্য্য-শ্রবণে মোহিত হইয়াই তাঁহাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ব্রাহ্মণকুমারগণকে অপহরণ করিয়াছিলেন। (৪) শ্রীমদ্ভাগবতের সতত্ত্বোপদেষ্টা (যাথার্থ্য-নির্দ্ধারণপূর্ব্বক উপদেশকারী) শ্রীসূতাদির ন্যায়, ভূমাপুরুষকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বোপদেশ দান করিবার

ক্ষ্যমাণার্থান্তর এব নৈকট্যেন পদসম্বন্ধাচ্চ। কিঞ্চ ভবতু বা তুষ্যতু ন্যায়েন, শ্রীকৃষ্ণস্য তমপেক্ষ্যাপূর্ণত্বং, তথাপি সর্বেষামপ্যবতারাণাং নিত্যমেব স্বস্থত্বেন দর্শয়িষ্যমাণত্বাৎ, কেষাঞ্চিন্মতে তু স্বয়ং পুরুষত্বেঽপি স্বতন্ত্রস্থিতিত্বাৎ, যুবাং নরনারায়ণাবৃষীতিত্বরয়েতমন্তিম ইতি চ তত্তদর্থত্বে বিরুদ্ধ্যেত। অস্তু তাবদস্মাকমন্যা বার্ত্তা। ন চ কুত্রাপি মহাকালোঽয়মংশেন তত্তদ্রূপেণাবতীর্ণ ইত্যুপাখ্যায়তে বা। ততশ্চাপ্রসিদ্ধকল্পনা প্রসজ্জেত। তত্রৈব চ ত্বরয়েতমন্তিমে ইতি যুবাং নরনারায়ণবৃষী ধর্ম্মমাচরতামিত্যাদেশদ্বয়স্য পারস্পরিকবিরোধঃ স্ফুট এব। কিঞ্চ যদি তস্য তাবংশাবভবিষ্যতাং তর্হি করতলমণিবৎ সদা সর্বমেব পশ্যন্নসৌ তাবপি দূরতোঽপি পশ্যন্নেবাভবিষ্যৎ। তচ্চ

তাৎপর্য্য দেখা যায় না। এবং (৫) বক্ষ্যমাণ অর্থান্তরেই শ্লোকোক্ত পদসকলের নিকট সম্বন্ধ দেখা যায়।

যাহারা এই সকল যুক্তিতে সন্তুষ্ট না হয়, অভ্যুপগম-সিদ্ধান্ত (অস্বীকার্য্য বিষয় স্বীকারপূর্ব্বক যাথার্থ্য-নির্দ্ধারণ)-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ভূমাপুরুষ অপেক্ষা অপূর্ণ স্বীকার করিলেও সমাধান করা যায় না। যেহেতু, সমস্ত অবতারই নিজস্বরূপে নিজধামে নিত্য অবস্থান করেন, কখনও তাঁহারা নিজ অংশীতে মিলিত হয়েন না। ইহা পরে দেখান হইবে। কাহারও (শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ীর) মতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পুরুষ হইলেও স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করেন, অর্থাৎ তাঁহাদের মতে শ্রীনারায়ণ স্বয়ং ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ কারণার্ণবশায়ী মহাপুরুষ। এইজন্য "তোমরা নর-নারায়ণ ঋষি" এবং "সত্বর আমার নিকট আগমন কর" (যুবাং নরনারায়ণাবৃষী ত্বরয়েতমন্তি মে।)—এই বাক্যদ্বয়ের যথাশ্রুত অর্থ অত্যন্ত বিরুদ্ধ হয়। আমাদের অন্য বিচার দূরে থাকুক, মহাকাল-পুরুষ যে অংশে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, কোন গ্রন্থেই একথার উল্লেখ নাই। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনকে ভূমা-পুরুষের অংশ স্বীকারে অপ্রসিদ্ধ-কল্পনা-প্রসক্তি হয়।

একবার বলিতেছেন, "তোমরা সত্বর আমার নিকট আগমন কর", আবার বলিতেছেন" তোমরা নর-নারায়ণ ঋষি, ধর্ম্ম আচরণ কর"। এই বিরুদ্ধ-উপদেশ-

যুবয়োর্দিদৃক্ষুণেতি তদ্বাক্যেন ব্যভিচারিতম্। যদি স্বয়মেব শ্রীকৃষ্ণস্ত-ত্তদ্রূপাবাত্মানৌ দর্শয়তি তদৈব তেন তৌ দৃশ্যেয়াতামিত্যানীতঞ্চ। তথাচ সতি তয়োর্দৃশ্যত্বাভাবাদংশত্বং নোপপদ্যতে। তস্মাদপ্যধিক-শক্তিত্বেন প্রত্যুত পূর্ণত্বমেবোপপদ্যতে। এবমপি যত্ত্বর্জ্জুনস্য তজ্জ্যোতিঃপ্রতাড়িতাক্ষত্বং তদ্দর্শনজাতসাধ্বসত্বং চ জাতং তত্র

দ্বয়ের পারস্পরিক বিরোধ স্পষ্টরূপেই লক্ষিত হয়। বদরিকাশ্রমে শ্রীনরনারায়ণ ঋষির চিরাবস্থিতির প্রসিদ্ধি আছে; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন নর-নারায়ণ ঋষি হইলে ভূমা-পুরুষের নিকট যাইতে পারেন না। আর, ভূমা-পুরুষের অংশ হইলে অপ্রকট-সময়ে তাঁহাতে প্রবেশ করেন বলিয়া, শ্রীনরনারায়ণ-ঋষিরূপে প্রকট থাকিতে পারেন না। বিশেষতঃ, শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন যদি তাঁহার অংশ হইতেন, তবে —যিনি করতলস্থিত-মণিবৎ সর্ব্বদা সকল বস্তু দর্শন করিতেছেন, সেই ভূমাপুরুষ দূর হইতেও শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনকে দর্শন করিতেন, কিন্তু তদীয়—"তোমাদের দর্শনেচ্ছু-আমি ব্রাহ্মণ-সন্তানগণকে হরণ করিয়াছি"—এই বাক্য হইতে সর্ব্বদা-দর্শনের ব্যভিচার দেখা যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ যদি কখনও দর্শন দেন, তবে দেখিতে সমর্থ হয়েন, ইহাই স্থির হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনকে তিনি ইচ্ছামত দর্শন করিতে পারেন না বলিয়া, তাঁহারা তদীয় অংশ প্রতিপন্ন হইতে পারেন না। পরন্তু ভূমাপুরুষ হইতে শ্রীকৃষ্ণের অধিক-শক্তিমত্তা-হেতু পূর্ণত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে।

এই স্থানে অন্যপ্রকার সন্দেহ-উপস্থিতি-আশঙ্কায় বলিতেছেন যে, মহাকাল-পুর-গমন-সময়ে শ্রীঅর্জ্জুন দূর হইতে ভূমাপুরুষের জ্যোতিঃ-দর্শনে উৎপীড়িত-নেত্র হইয়া নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিয়াছিলেন এবং পুরে প্রবেশানন্তর তাঁহাকে দর্শন করিয়া সাধ্বসযুক্ত হইয়াছিলেন। এস্থলে সংশয়—ভূমাপুরুষের অংশী পরি-পূর্ণ-স্বরূপ-শ্রীকৃষ্ণের সহিত যিনি আছেন, সেই শ্রীঅর্জ্জুনের ঈদৃশ অবস্থা ঘটা কিরূপে সম্ভব হয়? আর সম্ভব স্বীকার করিলে শ্রীকৃষ্ণের তেজঃ-মহিমার ন্যূনতা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের তেজঃ-মহিমা ভূমাপুরুষ হইতে অধিক, শ্রীকৃষ্ণসখা অর্জ্জুন পূর্ব্ব হইতে তাহা দর্শন করিতেছেন, সুতরাং সূর্য্য-লোকবাসীর চন্দ্র-দর্শনের ন্যায় তাঁহার ভূমাপুরুষ-দর্শনে তাদৃশ অবস্থা হইবার সম্ভাবনা করা যাইতে পারেনা।

স্বয়মেব ভগবতা তত্তল্লীলারসৌপয়িকমাত্রশক্তেঃ প্রকাশনাদন্যস্যাঃ স্থিতায়া অপি কুণ্ঠনান্ন বিরুদ্ধম্। দৃশ্যতে চ স্বস্যাপি ক্বচিদ্ যুদ্ধে প্রাকৃতাদপি পরাভবাদিকম্। যথাত্রৈব তাবৎ স্বয়মেব বৈকুণ্ঠা-দাগতানামপ্যশ্বানাং প্রাকৃততমসা ভ্রষ্টগতিত্বম্। তদেবমেব শ্রীকৃষ্ণস্য

এই বিরোধ-সমাধানের জন্য প্রকাশ করিতেছেন—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, মহাকালপুর-গমন-লীলা ও তৎসঙ্গে শ্রীঅর্জ্জুনের সহিত কৌতুকবিশেষ সম্পাদন করিবার জন্য যে পরিমাণ শক্তি বিকাশ করা প্রয়োজন, সেই পরিমাণ শক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন; অন্যান্য অনন্ত শক্তির আশ্রয় হইলেও তিনি সে সময় তৎসমুদয় গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণসঙ্গী অর্জ্জুনের পক্ষে—শ্রীকৃষ্ণ হইতেও ভূমা-পুরুষের তেজঃ-মহিমার আধিক্য দর্শন, বিরুদ্ধ নহে। লীলাতে এইরূপ বহু ব্যাপার আছে, যাহাতে স্বীয় পূর্ণ-শক্তির বিকাশাভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, কোন কোন যুদ্ধে প্রাকৃত-জন হইতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও পরাভবাদি দেখা যায়। শাল্ব-যুদ্ধ এবং জরাসন্ধ-ভয়ে পলায়নাদি তাহার দৃষ্টান্ত। এই প্রসঙ্গেই (মহাকালপুর-গমনপ্রসঙ্গে) দেখা যায়—শ্রীকৃষ্ণের রথের অশ্বসকল রথসহ পূর্ব্বে (জরাসন্ধকর্ত্তৃক প্রথম মথুরা-অবরোধ কালে) শ্রীবৈকুণ্ঠ হইতে পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন; তখন অবশ্যই প্রকৃতির আবরণ ভেদ করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু মহাকালপুরে গমন-সময়ে প্রাকৃত তমঃ-বশতঃ তাঁহারা ভ্রষ্ট হইতেছেন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্র ধারণপূর্ব্বক অন্ধকার দূর করিয়া অশ্বসকলকে পথ দেখাইলেন। এস্থলে অপ্রাকৃত-অশ্বগণের প্রাকৃত-অন্ধকারে গতির ভ্রান্তি সর্ব্বথা অসম্ভব হইলেও শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাবশতঃ ন্যূন-শক্তির অভিব্যক্তি-হেতু তদ্রূপ ঘটিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে আর একটী সন্দেহের বিষয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণ যদি পূর্ণশক্তি হইবেন, তবে ন্যূন-শক্তি মহাকাল-পুরাধিপের প্রতি ভক্তিভর প্রদর্শন করিলেন কেন? তাহার উত্তর;—শ্রীকৃষ্ণ, ভূমাপুরুষের প্রতি যে ভক্তিভর প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও নর-লীলার কৌতুক-বিশেষ। তজ্জন্য ভূমাপুরুষকে তাঁহার অংশী মনে করা উচিত নহে। শ্রীরুদ্র প্রভৃতি দেবে, শ্রীনারদাদি ঋষিতে প্রকট লীলায় এইরূপ ভক্তি-প্রদর্শন করেন। এস্থলে কি অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণ কেন এই রূপ করেন, এই প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারেনা।

তস্মিন্ ভক্তিভরদর্শনেনাপ্যন্যথা ন মন্তব্যম্। শ্রীরুদ্রাদৌ শ্রীনারদাদৌ চ তথা দর্শনাৎ। এবমত্র পরত্র বা তদীয়লীলায়ান্তু পূর্ব্বপক্ষো নাস্তি তস্য স্বৈরাচরণত্বাৎ। অতস্তদীয়তাৎপর্য্যশব্দোত্থাবর্থাবেবমেব দৃশ্যেতে। তত্তাৎপর্য্যোত্থো যথাসৌ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বয়ং ভগবানপি যথা গোবর্দ্ধনমখলীলায়াং শ্রীগোপগণবিস্মাপনকৌতুকায় কাঞ্চিন্নিজাং দিব্যমূর্ত্তিং প্রদর্শয়ন্ তৈঃ সমমাত্মনৈবাত্মানং নমশ্চক্রে, তথৈবার্জ্জুনবিস্মাপনকৌতুকায় মহাকালরূপেণৈবাত্মনা দ্বিজবালকান্ হারয়িত্বা পথি চ তং তঞ্চমৎকারমনুভাব্য মহাকালপুরে চ তাং কামপি নিজাং মহাকালাখ্যাং দিব্যমূর্ত্তিং দর্শয়িত্বা তেন সমং তদ্রূপমাত্মানং নমশ্চক্রে, তদ্রূপেণৈব সার্জ্জুনমাত্মানং তথা বভাষে

কারণ, তিনি স্বেচ্ছানুরূপ লীলা করেন, তাঁহার নিয়ন্তা কেহ নাই। এই পর্য্যন্ত মহাকালপুর-গমন-প্রসঙ্গে বাক্যের বলবত্তা প্রদর্শন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা নিশ্চিত হইল।

অতঃপর মহাকাল-পুরুষোক্ত শ্লোকসমূহের বাস্তবার্থ-প্রদর্শনরূপ বিচারের দ্বিতীয় প্রণালী উপস্থিত করা যাইতেছে। সেই অর্থ, তাৎপর্য্যোত্থ ও শব্দোত্থ ভেদে দুই প্রকার। তাৎপর্য্যোত্থ অর্থ, যথা :—

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও গোবর্দ্ধন-যজ্ঞলীলায় গোপগণের বিস্ময়রূপ কৌতুকের জন্য আপনার কোন দিব্যমূর্ত্তি দেখাইয়া, শ্রীব্রজবাসিগণের সহিত যেরূপ আপনাকেই আপনি প্রণাম করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অর্জ্জুন-বিস্মাপন-কৌতুকের জন্য মহাকালরূপী-আপনাদ্বারা দ্বিজ-বালকগণকে অপহরণ করান; তাহাদিগকে আনয়ন করিবার জন্য গমন-সময়ে পথিমধ্যে অর্জ্জুনকে সেই চমৎকার অনুভব করান, তৎপর মহাকালপুরে মহাকালাখ্য আপনার কোন দিব্য মূর্ত্তি দেখাইয়া অর্জ্জুনের সহিত দিব্যমূর্ত্তিরূপ আপনাকে আপনি প্রণাম করেন এবং সেই মূর্ত্তিতে আপনার সহিত অর্জ্জুনকে ঐরূপ কথা বলেন। এইজন্য গোবর্দ্ধনযজ্ঞলীলা-প্রসঙ্গে যেমন "শ্রীগোবর্দ্ধনরূপী আপনাকে ব্রজজনের সহিত আপনি (শ্রীকৃষ্ণ) প্রণাম করিয়াছিলেন"

চ। তদুক্তম্—তস্মৈ নমো ব্রজজনৈঃ সহ চক্রেঽহমনাত্মন ইতিবৎ অত্রাপি ববন্ধ আত্মানমনন্তমচ্যুত ইতি। অতএব হরিবংশে তৎ-সমীপজ্যোতিরুদ্দিশ্য চার্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণেনোক্তম্—মত্তেজস্তৎ সনাতনমিতি। অথ শব্দোত্থোঽপ্যর্থো যথা তত্র শ্রীমহাকালমুদ্দিশ্য পুরুষোত্তমোত্তমমিতি বিশেষণস্যার্থঃ। পুরুষো জীবস্তস্মাদুত্তমস্তদ-ন্তর্য্যামী তস্মাদুত্তমং ভগবৎপ্রভাবরূপমহাকালশক্তিময়ং তমিতি। অথ শ্রীমহাকালবাক্যস্য, দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে, কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্ হত্বেহ ভূয়স্ত্বরয়েত-মন্তি মে ইত্যস্য, যুবয়োর্যুবাং দিদৃক্ষুণা ময়া দ্বিজপুত্রা মে মম ভুবি

(১০।২৪।৩০); তদ্রূপ এস্থলেও "অনন্ত অচ্যুত (আপনি) আপনাকে প্রণাম করিলেন" (১০।৮৯।৩১)—এই কথা বলা হইয়াছে। গোবর্দ্ধনযজ্ঞ-প্রসঙ্গে প্রণাম-সময়ে যেমন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কর্ত্তা, আবার তিনিই কর্ম্ম এবং করণ, এস্থলে তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। এইহেতু হরিবংশে দেখা যায়, ভূমাপুরুষের জ্যোতি উদ্দেশ্য করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—হে অর্জ্জুন! তুমি যে তেজ দেখিতেছ, তাহা অন্য কিছু নহে, আমারই সনাতন তেজ।

অনন্তর শব্দোত্থ-অর্থ প্রকাশ করিতেছেন। মহাকালপুর-গমন-প্রসঙ্গে শ্রীমহাকালপুরুষকে "পুরুষোত্তমোত্তম" এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। তাহার অর্থ —পুরুষ জীব, জীব হইতে উত্তম জীবান্তর্য্যামী (পরমাত্মা), জীবান্তর্য্যামী হইতে উত্তম শ্রীভগবানের প্রভাবরূপ মহাকাল-শক্তিময় ভূমাপুরুষ।

শ্রীমহাকালপুরুষের বাক্য—

দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা
ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে।
কলাবতীর্ণাবনের্ভরাসুরান্
হত্বেহভূয়স্ত্বরয়েতমন্তি মে॥ ১০।৮৯।৩২

"তোমাদের দুইজনকে দেখিবার জন্য আমি ব্রাহ্মণ-পুত্রগণকে আমার ধামে আনয়ন করিয়াছি। তোমরা পৃথিবীর ভারস্বরূপ অসুরগণকে বধ করিয়া ধর্ম্ম রক্ষার জন্য কলাতে অবতীর্ণ হইয়াছ। অবশিষ্ট অসুরগণকে বধ করিয়া শীঘ্র আমার নিকট আগমন কর।"

ধাম্নি উপনীতা আনীতা ইত্যেকং বাক্যং; বাক্যান্তরমাহ—হে ধর্ম্ম-গুপ্তয়ে কলাবতীর্ণৌ কলা অংশাস্তদ্‌যুক্তাববতীর্ণৌ মধ্যমপদলোপী সমাসঃ, কলায়ামংশলক্ষণে মায়িকপ্রপঞ্চে অবতীর্ণৌ বা, পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানীতি শ্রুতেঃ, ভূয়ঃ পুনরপি অবশিষ্টানবনের্ভরাসুরান্ হত্বা মে মম অন্তি সমীপায় সমীপমাগময়িতুং যুবাং ত্বরয়েতং ত্বরয়তম্ অত্র প্রস্থাপ্য তান্ মোচয়তমিত্যর্থঃ, তদ্ধতানাং মুক্তিপ্রসিদ্ধেঃ, মহাকালজ্যোতিরেব মুক্তাঃ প্রবিশন্তীতি, ব্রহ্মতেজোময়ং দিব্যং

এই শ্লোক দুইবাক্যে বিভক্ত—"তোমাদের দুইজনকে দেখিবার জন্য আমি ব্রাহ্মণপুত্রগণকে আমার ধামে আনয়ন করিয়াছি।"—এই এক বাক্য, অবশিষ্টাংশ অপর বাক্য। দ্বিতীয় বাক্যে "কলাবতীর্ণৌ" পদটি সম্বোধনান্ত। তাহার অর্থ—কলাযুক্ত হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছ যে তোমরা দুইজন, হে কৃষ্ণার্জ্জুন! কলা—অংশ, তদ্‌যুক্ত অবতীর্ণ—কলাবতীর্ণ, "যুক্ত"-পদ-লোপ হওয়ায় মধ্যপদ-লোপী-কর্ম্মধারয়-সমাসে কলাবতীর্ণ-পদটী নিষ্পন্ন। কিম্বা, কলাতে অবতীর্ণ কলাবতীর্ণ; সপ্তমী-তৎপুরুষ-সমাস। তাহার অর্থঃ—কলা—মায়িক প্রপঞ্চ, তাহাতে অবতীর্ণ। উভয় প্রকারে পদটী সম্বোধনান্ত। মায়িক প্রপঞ্চ যে ভগবদংশ, তাহার প্রমাণ "নিখিল মায়িকপ্রপঞ্চ ইঁহার (শ্রীভগবানের) এক পাদ বিভূতি।"—এই শ্রুতি।

সম্বোধনের পর বলিতেছেন—তোমরা উভয়ে পুনর্ব্বার অবশিষ্ট অসুরগণকে বধ করিয়া আমার নিকট প্রেরণ করিতে ত্বরান্বিত হও অর্থাৎ এস্থানে পাঠাইয়া তাহাদিগকে মুক্তিদান কর।" শ্রীকৃষ্ণ হতারি-গতি-দায়ক; তাঁহার হস্তে নিহত অসুরগণ মুক্তিলাভ করে; অন্য ভগবৎ-স্বরূপ-কর্ত্তৃক নিহত জন, মুক্তি পায় না, উর্দ্ধগতি-স্বর্গাদি-ভোগ লাভ করে;—এই প্রসিদ্ধিহেতু অসুরগণের মুক্তির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিলেন। তদীয় সমীপে তাহাদিগকে প্রেরণ করিতে বলিবার তাৎপর্য্য—মহাকাল-জ্যোতিমধ্যে মুক্ত সকল প্রবেশ করে, তাঁহার সান্নিধ্যে উহাদের অবস্থিতি। বিশেষতঃ "হে অর্জ্জুন, তুমি যে ব্রহ্মতেজোময় অপ্রাকৃত মহদ্বস্তু দর্শন করিতেছ, তাহা আমারই সনাতন তেজ।"

মহদ্‌যদ্ধ্যষ্টবানসীতি শ্রীহরিবংশোক্তেশ্চ, ত্বরয়েতমিতি প্রার্থনায়াং হেতুণিজন্তস্য লিঙি রূপম্, অন্তীত্যব্যয়াচ্চতুর্থ্যা লুক্, চতুর্থী চ এধোভ্যো ব্রজতীতিবৎ ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্ম্মণি স্থানিন ইতি স্মরণাৎ কটং কৃত্বা প্রস্থাপয়তীতিবদুভয়োরেকেনৈব কর্ম্মণান্বয়ঃ। তস্মাদেষ এবার্থঃ স্পষ্টমকষ্টো ভবতি। অর্থান্তরে তু সম্ভবত্যেকপদত্বে পদচ্ছেদঃ কষ্টায় কল্প্যেত। তথা পূর্ণকামাবপি যুবাং নরনারায়ণাবৃষী ধর্ম্মমাচরতাং স্থিত্যৈ ঋষভৌ লোকসংগ্রহমিত্যস্য। ন কেবল-

---

এই হরিবংশ-বাক্য হইতে প্রতীত হইতেছে, যাঁহারা সাযুজ্য মুক্তিলাভ করেন, তাঁহারা মহাকাল-পুরুষের জ্যোতিতে লীন হন।

'ত্বরয়েতং' লোটের রূপ নহে। প্রার্থনার ণিজন্ত 'ত্বর' ধাতুর উত্তর বিধিলিঙ্ যাতম্-প্রত্যয় হইয়াছে। 'অন্তি' শব্দ চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত। অব্যয় শব্দ বলিয়া বিভক্তির লোপ হইয়াছে। চতুর্থ্যর্থে চতুর্থী বিভক্তি হইয়াছিল। যেমন (এধেভ্যো ব্রজতীতি) কাষ্ঠাহরণ করিতে যাইতেছে। শ্লোকোক্ত 'অসুরান্' (অসুরগণকে) এই কর্ম্মকারক—বধ কর ও সমীপস্থ কর—এই উভয় ক্রিয়ার সহিত অন্বিত। অন্যত্রও এই রূপ প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—কট প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেছে। এ স্থলে 'কট'-পদ প্রস্তুত করা ও পাঠাইয়া দেওয়া (কৃত্বা ও প্রস্থাপয়তি) এই উভয় ক্রিয়ার কর্ম্ম।

এই শ্লোকের অর্থান্তরে, অর্থাৎ "কলাভ্যামবতীর্ণৌ"—তৃতীয়া-তৎপুরুষ-সমাসে—তোমরা আমার কলায় অবতীর্ণ হইয়াছ—এইরূপ অর্থ করা যায়। তাহাতে এক-পদত্বে পদচ্ছেদ সম্ভব হইলেও কষ্টকল্পনা দোষ ঘটে। অর্থাৎ কলা এবং অবতীর্ণৌ—এই উভয়পদের একপদীভাব স্বীকার করিলে, উক্ত রূপে তৃতীয়া তৎপুরুষ-সমাসের ব্যাস-বাক্যদ্বারা পদচ্ছেদ করা যায় বটে; কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনকে ভূমাপুরুষের কলা—অংশ বা বিভূতি-রূপে কল্পনা করিতে গেলে, বহু বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং তাহা কষ্টকল্পনা। শাস্ত্রে কষ্টকল্পনা নিষিদ্ধ বলিয়া, অর্থান্তর স্বীকার করা উচিত নহে, সহজ-প্রতীত-অর্থ স্বীকার করাই কর্ত্তব্য।

পূর্ণকামাবপি যুবাং নরনারায়ণাবৃষী।
ধর্ম্মমাচরতাং স্থিত্যৈ ঋষভৌ লোকসংগ্রহং ॥১০॥৮৯।৩৩

মেতদ্রূপেণৈব যুবাং লোকহিতায় প্রবৃত্তৌ অপি তু বৈভবান্তরেণাপীতি স্তৌতি পূর্ণেতি। স্বয়ং ভগবত্ত্বেন তৎসখত্বেন চ ঋষভৌ সর্বাবতারাবতারিশ্রেষ্ঠাবপি পূর্ণকামাবপি স্থিত্যৈ লোকরক্ষণায় লোকসংগ্রহং লোকেষু তত্তদ্ধর্ম্মপ্রচারহেতুকং ধর্ম্মমাচরতাং কুর্বতাং মধ্যে যুবাং নরনারায়ণাবৃষী ইত্যনয়োরল্পাংশত্বেন বিভূতিবন্নির্দেশঃ। উক্তঞ্চৈকাদশে শ্রীভগবতা বিভূতিকথন এব—নারায়ণো মুনীনা-

---

'দ্বিজাত্মজা' ইত্যাদি শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোকে মহাকাল-পুরুষ বলিয়াছেন—"তোমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পূর্ণকাম নরনারায়ণ ঋষি হইয়াও সৃষ্টি-রক্ষার্থে লোক সংগ্রহ (মহদ্ব্যক্তি যে প্রকার আচরণ করেন, অন্যান্য সকলে তদনুরূপ আচরণ করিয়া থাকে।) করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মাচরণ করিতেছ।" ইহা শ্লোকের যথা-শ্রুতার্থ। ইহার বাস্তবার্থ—তোমরা যে কেবল শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-রূপেই লোকহিত-কর কার্য্য করিতেছ তাহা নহে, বৈভবান্তর-দ্বারাও লোকহিতানুষ্ঠানে রত রহিয়াছ। এই অভিপ্রায়ে ভূমাপুরুষ তাঁহাদের স্তব করিয়া বলিতেছেন,—তোমরা উভয়ে স্বয়ং ভগবান্ এবং স্বয়ং ভগবানের সখারূপে ঋষভ—অর্থাৎ সর্ব্বাবতার-সর্ব্বাবতারিগণ হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়াও এবং পূর্ণকাম হইয়াও লোকসংগ্রহ-জন্য, অর্থাৎ লোকমধ্যে শাস্ত্রানুমোদিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ও ভাগবত-ধর্ম্ম প্রচারের জন্য যাঁহারা ধর্ম্মাচরণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে তোমরা নরনারায়ণ ঋষি। এখানে নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের অল্পাংশ বলিয়া বিভূতির ন্যায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। অর্থাৎ নরনারায়ণ পুরুষের অংশ, পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের অংশ। সুতরাং নারায়ণ-ঋষি যেমন শ্রীকৃষ্ণের অল্পাংশ, নারায়ণ-সখা নর-ঋষিও স্বরূপে সেইরূপ কৃষ্ণ-সখা অর্জ্জুনের অল্পাংশ।

কিঞ্চিৎ ভগবচ্ছক্তি-বিশিষ্ট জীবকে বিভূতিবলে—একথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। বিভূতি-স্বরূপ ঋষ্যাদি, লোকসংগ্রহের জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন। শ্রীনর-নারায়ণ ঈশ্বর-কোটির অন্তর্ভুক্ত হইলে লোকসংগ্রহের জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছেন বলায়, তাঁহারাও বিভূতির ন্যায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। কেবল যে মহাকাল-পুরুষের উক্তিতে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন তাহা নহে, একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবান্, বিভূতি-বর্ণন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"মুনিগণ মধ্যে আমি নারায়ণ।"

ঞ্চেতি। ধার্মিকমৌলিত্বাদ্দ্বিজপুত্রার্থমবশ্যমেষ্যথ ইত্যত এব ময়া তথা ব্যবসিতমিতি ভাবঃ। তথাচ হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—মদ্দর্শনার্থং তে বালা হৃতাস্তেন মহাত্মনা। বিপ্রার্থমেষ্যতে কৃষ্ণো নাগচ্ছেদন্যথা ত্বিহেতি। অত্রাচরতমিত্যর্থে আচরতামিতি প্রসিদ্ধমিত্যতশ্চ তথা ন ব্যাখ্যাতম্। তস্মান্মহাকালতোঽপি শ্রীকৃষ্ণস্যৈবাধিক্যং সিদ্ধম্। তদেতন্মহিমানুরূপমেবোক্তম্—নিশাম্য বৈষ্ণবং

শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনাভিলাষী মহাকাল-পুরুষকর্ত্তৃক দ্বিজপুত্র-হরণের তাৎপর্য্য এই,—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ধার্ম্মিকগণের শিরোমণি, তিনি দ্বিজ-পুত্রগণের জন্য অবশ্য এখানে আসিবেন; তদুপলক্ষে তাঁহার দর্শনলাভ করিব; সুতরাং দ্বিজপুত্রগণকে এখানে আনয়ন করাই আমার অভীষ্ট-সিদ্ধির উপায়। অর্থাৎ তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণের কোন প্রয়োজন নাই এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রচুর-শক্তিশালী বলিয়া তিনি ইচ্ছামাত্র তাঁহাকে নিজধামে লইয়া যাইতেও পারেন না, শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া গেলেই দর্শন করিতে পারেন। এই বিচার করিয়া, ব্রাহ্মণ-প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে তদীয় ধামে যাইতে অভিলাষী করিবার জন্য ভূমাপুরুষ ব্রাহ্মণ-সন্তানগণকে হরণ করিয়াছেন। হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণবাক্যে ইহা স্পষ্টভাবে বিবৃত হইয়াছে। যথা—"আমার দর্শনের জন্য সেই মহাত্মাকর্ত্তৃক সেই বালকগণ নিহত হইয়াছে।" (মহাকাল পুরুষের অভিপ্রায়) ব্রাহ্মণের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ এখানে আসিবেন, অন্য কোন কারণে নহে।

দ্বিজাত্মজা মে ইত্যাদি শ্লোকের 'আচরতাং' পদ আঙ—চর+শতৃ-প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হইয়া ষষ্ঠী বিভক্তির বহুবচনান্ত। নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে, সুতরাং নিয়োগার্থে লোট্ প্রয়োগে 'আচরতং' এই অর্থ করা অত্যন্ত অসঙ্গত।

এই পর্য্যন্ত যাহা বিচার করা গেল, তদ্দ্বারা মহাকাল-পুরুষ হইতেও শ্রীকৃষ্ণের আধিক্য সিদ্ধ হইল। তজ্জন্য এই মহিমার অনুরূপ (ভূমা-পুরুষের যাহা কিছু বৈভব, তাহা শ্রীকৃষ্ণ-সম্পাদিত) শ্রীশুকদেবের উক্তি দেখা যায়—"অর্জ্জুন বৈষ্ণবধাম (মহাকাল-পুরুষ) দর্শন করিয়া পুরুষগণের (নিখিল ভগবৎ-স্বরূপের) যে পুরুষত্ব বৈভব, তাহা শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহে সম্পাদিত-ইহা মনে করিয়াছিলেন।" এই শ্লোকে

ধাম পার্থঃ পরমবিস্মিতঃ। যৎকিঞ্চিৎ পৌরুষং পুংসাং মেনে কৃষ্ণানুভাবিতমিতি। অত্র মহাকালানুভাবিতমিতি তু নোক্তম্। এবমেব স চেতি লক্ষণো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবেতি দর্শয়িতুমাখ্যানা-

---

মহাকালের অনুগ্রহ-সম্পাদিত না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহে সম্পাদিত বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যদি মহাকাল-পুরুষের অংশ হইতেন, তবে এই শ্লোকের কোন অর্থ-সঙ্গতি হইতে পারেনা। শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে উপক্রম ও উপসংহারের সঙ্গতিই প্রধান সহায়। নিখিল ভগবৎ-স্বরূপের বৈভব শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে সম্পাদিত, —এইরূপ ব্যাখ্যাত হইলেই ১০।৮৯।১০ শ্লোকের শ্রীধরস্বামি-লিখিত "স চ উক্তলক্ষণ-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণএব ইতি দর্শয়িতুমাখ্যানান্তরমাহ, একদেতি"—এই চূর্ণিকা সুসঙ্গতা হয়। উক্ত চূর্ণিকার মর্ম্ম—ত্রিদেবী ১)-পরীক্ষা-প্রসঙ্গে মুনিগণ ভৃগুমুখে শ্রীবিষ্ণুর ক্ষমাশীলতা প্রভৃতি গুণের কথা শুনিয়া বলিলেন,—"যিনি অকিঞ্চন, সাধু, সমচিত্ত, ন্যস্ত-দণ্ড, শান্ত মুনিদিগের পরম গতি, সত্ত্ব যাঁহার প্রিয় মূর্ত্তি, ব্রাহ্মণ যাঁহার ইষ্টদেবতাতুল্য আরাধনীয়, নিপুণবুদ্ধি শান্ত ব্যক্তিগণ নিরন্তর যাঁহাকে ভজন করেন, তিনিই পুরুষোত্তম।" ১০।৮৯।১—৭

ঋষিগণ-কথিত উক্ত-লক্ষণবিশিষ্ট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই হয়েন, তাহা জানাইবার জন্য একদা ইত্যাদি শ্লোকসমূহ দ্বারা অন্যাখ্যান অর্থাৎ মহাকালপুর-গমন-

---

(১) সরস্বতী-তীরে যজ্ঞ করিতে করিতে ঋষিগণের সংশয় হইয়াছিল, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন দেবের মধ্যে, শ্রেষ্ঠ কে? তাঁহারা কোন মীমাংসা করিতে অসমর্থ হইয়া, পরীক্ষার জন্য ভৃগুকে প্রেরণ করিলেন। ভৃগু প্রথমে ব্রহ্মার নিকট গেলেন। প্রণাম ও স্তব না করায় তিনি কুপিত হইলেন। তার পর শিবলোকে গেলেন, শিবকে উৎপথগামী বলায়, তিনি কুপিত হইয়া শূলদ্বারা বধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপর ভৃগু বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া শ্রীলক্ষ্মীর সহিত শয়ান শ্রীবিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করিলেন। শ্রীবিষ্ণু তাহাতে কুপিত না হইয়া তাঁহার যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিলেন এবং তদীয় সমাগম জানিতে পারেন নাই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; আরও বলিলেন, অদ্য হইতে আপনার পদচিহ্ন আমার বক্ষের ভূষণ হইল। অতঃপর ভৃগু ঋষিগণের নিকট আসিয়া উক্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা শ্রীহরিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিলেন।

স্তরমাহ একদেতীতি। শ্রীস্বামিলিখিতৈতৎপ্রকরণচূর্ণিকাপি সুসঙ্গতা ভবতি।

অথ পরকীয়াণ্যপি বিরুদ্ধায়মানানি বাক্যানি তদনুগতার্থতয়া দৃশ্যন্তে। তত্র শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহামুনে। ইতি। মহাভারতে—স চাপি কেশৌ হরিরুদ্বর্হে শুক্লমেকমপরঞ্চাপি কৃষ্ণম্। তৌ চাপি কেশাবাবিশতাং যদূনাং কুলে স্ত্রিয়ৌ রোহিণীং দেবকীঞ্চ। তয়োরেকো বলভদ্রো বভূব যোঽসৌ শ্বেতস্তস্য দেবস্য কেশঃ। কৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ

প্রসঙ্গ বর্ণন করেন। এই আখ্যান মহাকালপুরুষের অংশিত্ব-প্রতিপাদনের জন্য নহে, শ্রীকৃষ্ণের পরম-পুরুষত্ব দেখাইবার জন্য;—ইহা শ্রীধরস্বামি-চরণের অভিপ্রায়। এপর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবতের যে সকল বাক্য শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তা-বিষয়ে সংশয় উপস্থিত করে, সে সকল বাক্যের সমাধান করিয়া "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" প্রতিপন্ন করা হইল।

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তার অন্য গ্রন্থস্থ বিরোধ সমাধান।

অনন্তর শ্রীমদ্ভাগবত -ভিন্ন অন্য গ্রন্থের যে সকল বচন শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা আবিষ্কারের বিরোধীর মত প্রতীয়মান হয়, তৎসমূহ যে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" —এই বাক্যের অনুগতভাবে ব্যাখ্যাত হইতে পারে, তাহা প্রকাশ করা হইতেছে।

তাদৃশ বাক্য-মধ্যে শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে—"ক্ষীরোদশায়ী পৃথিবীর ভার হরণের জন্য প্রার্থিত হইয়া "আপনার সিত-কৃষ্ণ কেশযুগল উদ্ধার করিয়াছিলেন।" মহাভারতে উক্ত আছে—"সেই হরি (ক্ষীরোদশায়ী) দুইটী কেশ উদ্ধার করিলেন; একটী শুক্ল, অপরটী কৃষ্ণ। সেই কেশদ্বয় যদুকুল-মহিলা দেবকী এবং রোহিণীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তদুভয়ের মধ্যে এক,—যাহা সেই দেবের শুক্লকেশ, তাহা বলভদ্র হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় যে কৃষ্ণবর্ণ কেশ, তাহা কৃষ্ণ কেশব হইয়াছিলেন।"

সংবভূব কেশো যোঽসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্ত ইতি। অত্র তাৎপর্য্যং স্বামিভিরিত্থং বিবৃতং—ভূমেঃ সুরেতরবরূথেত্যাদিপদ্যে। সিতকৃষ্ণ-কেশ ইত্যত্র সিতকৃষ্ণকেশত্বং শোভৈব ন তু বয়ঃপরিণামকৃতম্ অবিকারিত্বাৎ। যচ্চ উজ্জহারাত্মনঃ কেশাবিত্যাদি তত্তু ন কেশমাত্রাবতারাভিপ্রায়ং, কিন্তু ভূভারাবতারণরূপং কার্য্যং কিয়দেতৎ মৎকেশাবেব তৎ কর্ত্তুং শক্তাবিতি দ্যোতনার্থং রামকৃষ্ণয়োর্বর্ণসূচনার্থঞ্চ কেশোদ্ধরণমিতি গম্যতে। কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যেতদ্বিরোধাচ্চেতি। ইদমপ্যত্র তাৎপর্য্যং সম্ভবতি। ননু দেবাঃ কিমর্থং মামেবাবতারয়িতুং ভবদ্ভিরাগৃহ্যতে অনিরুদ্ধাখ্যপুরুষপ্রকাশবিশেষস্য ক্ষীরোদশ্বেতদ্বীপধাম্নো মম যৌ কেশাবিব স্বস্বশিরোধার্য্যভূতৌ

এই দুই গ্রন্থের আখ্যান হইতে দেখা যাইতেছে—শ্রীরামকৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর অংশ; তাহা কখনও হইতে পারে না। এই কেশাবতার-বিষয়ে শ্রীধরস্বামিচরণ ২।৭।২৬ শ্লোকে (১) যাহা বিবৃত করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই—

সিত-কৃষ্ণ-কেশ-পদে শ্বেত এবং কৃষ্ণ-শোভাই (কেশ-শব্দের অর্থ শোভা) বুঝিতে হইবে, শুক্ল-কৃষ্ণ কেশ হইতে পারে না। বার্দ্ধক্যবশতঃই কেশের শুক্লত্ব সম্ভব হয়। শ্রীবিষ্ণু অবিকারী, বয়সাধিক্যহেতু তাঁহার পরিণাম অর্থাৎ বার্দ্ধক্যজনিত শুক্ল-কেশ-বিশিষ্ট হওয়া সম্ভবপর নহে। বিষ্ণুপুরাণে—"আপনার কেশ উদ্ধার করিয়াছিলেন,"—একথা যে উক্ত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য—কেশমাত্রের আবির্ভাব নহে; ভূভার-হরণ-কার্য্য এমন বেশী কি? সে জন্য আমার

---

(১) ভূমেঃ সুরেতরবরূথ-বিমর্দ্দিতায়াঃ
ক্লেশব্যায়ায় কলয়া সিতকৃষ্ণ কেশঃ।
জাতঃ করিষ্যতি জনানুপলক্ষ্য মার্গঃ
কর্ম্মাণি চাত্মমহিমোপনিবন্ধনানি॥ ২।৭।২৬

পৃথিবী অসুর-সৈন্যদ্বারা নিপীড়িতা হইলে ইঁহার ভার-হরণের জন্য অংশসহ সিত-কৃষ্ণ কেশ জন্মগ্রহণ করিয়া, আত্মমহিমা-প্রকাশক ভূরি ভূরি অলৌকিক কর্ম্ম করেন; কিন্তু তাঁহার বর্ত্ম কেহই জানিতে পারে নাই।

তাবেব শ্রীবাসুদেবসঙ্কর্ষণৌ স্বয়মেবাবতরিষ্যতঃ। ততশ্চ ভূভার-হরণং তাভ্যামীষৎকরমেবেতি। অথ উজ্জহারাত্মনঃ কেশাবিত্য-স্যৈব শব্দার্থোঽপি মুক্তাফলটীকায়াং—কেশৌ সুখস্বামিনৌ সিতো রামঃ আত্মনঃ সকাশাদুজ্জহার উদ্ধৃতবান্। হরিবংশে হি কস্যাঞ্চিদ্

(ক্ষীরোদশায়ীর) আবির্ভাব প্রয়োজন ; আমার কেশও তাহা করিতে পারে, ইহা প্রকাশ করিবার জন্য এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম আবির্ভূত হইবেন, তাঁহাদের বর্ণ-সূচনার জন্য কেশোদ্ধার করিয়াছেন ; ঐ কেশদ্বয় শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপে আবির্ভূত হইবেন—এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার জন্য নহে। এস্থলে এই তাৎপর্য্য সম্ভব হয়,—হে দেবগণ ! আমাকে অবতীর্ণ করাইতে কেন আপ-নারা আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন ? পুরুষের প্রকাশ-বিশেষ, ক্ষীরোদ-সমুদ্রস্থিত শ্বেতদ্বীপাখ্য-ধামাধীশ্বর, অনিরুদ্ধাখ্য যে আমি, সেই আমার শিরোধার্য্য (কেশ যেমন সকলে মস্তকে ধারণ করে, তদ্রূপ যাঁহারা আমার নিরতিশয় পূজ্য বলিয়া শিরোধার্য্য) শ্রীবাসুদেব-সঙ্কর্ষণ স্বয়ং আবির্ভূত হইবেন। তাঁহাদিগকর্ত্তৃক ভূভার-হরণ অতি সামান্য কার্য্য-অর্থাৎ তাঁহারা অনায়াসে ভূভার হরণ করিবেন।

অপিচ "উজ্জহার আত্মনঃ কেশৌ"—এই বাক্যের, মুক্তাফল (১) টীকায় শব্দার্থ এই প্রকার :—

(ক+ঈশ) 'ক' শব্দের অর্থ সুখ, 'ঈশ' শব্দের অর্থ স্বামী, (অর্থাৎ সুখই ইহাদিগকে সেবা করে, অথবা ইহারা সুখের প্রভু, ইহারা যাহার নিকট প্রেরণ করেন, সুখ তাহার নিকট যায়, অন্যত্র নহে। ফলকথা ইহাদের কৃপাভিন্ন কেহ কোনরূপ সুখ পাইতে পারে না।) সুখস্বামী শ্রীরামকৃষ্ণকে আপনার নিকট হইতে উদ্ধার (প্রকট) করিয়াছিলেন (২)।

---

(১) শ্রীবোপদেব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের যে যে শ্লোক সংগ্রহ করেন, তাহার হেমাদ্রি-কৃত টীকার নাম মুক্তাফল। এস্থলে ভূমেঃ সুরেতর ইত্যাদি শ্লোকের মুক্তাফল উদ্ধৃত হইয়াছে।

(২) মুক্তাফলের এই ব্যাখ্যায় অর্থাৎ আপনার নিকট হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন বলায়, সংশয় হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ বলরাম শ্বেতদ্বীপ পতির

গিরিগুহায়াং ভগবান্ স্বমূর্ত্তিং নিক্ষিপ্য গরুড়ঞ্চ তত্রাবস্থাপ্য স্বয়মত্রাগত ইত্যুক্তম্। তদুক্তম্—স দেবানভ্যনুজ্ঞায়েত্যাদি। যৈস্তু যথাশ্রুতমেবেদং ব্যাখ্যাতং তে ন সম্যক্ পরামৃষ্টবন্তঃ, যতঃ সুরমাত্রস্যাপি নির্জরত্বপ্রসিদ্ধিঃ। অকালকলিতে ভগবতি জরাস্যুদয়েন কেশশৌক্ল্যানুপপত্তিঃ। ন চাস্য কেশস্য নৈসর্গিকসিতকৃষ্ণতেতি প্রমাণমস্তি। অতএব নৃসিংহপুরাণে কৃষ্ণাবতারপ্রসঙ্গে শক্তিশব্দ এব প্রযুজ্যতে ন তু কেশশব্দঃ। তথাহি, বসুদেবাচ্চ দেবক্যামবতীর্য্য যদোঃ কুলে। সিতকৃষ্ণে চ মচ্ছক্তী কংসাদ্যান্ ঘাতয়িষ্যত

ক্ষীরোদশায়ীর কেশের শ্রীরাম-কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইবার অসম্ভাবনা হরিবংশ-বচন হইতেও প্রমাণিত হয়। হরিবংশে—"তিনি দেবগণকে বিশেষরূপে আজ্ঞা করিয়া" ইত্যাদি প্রকরণে বর্ণিত আছে,—"অনিরুদ্ধ কোন পর্ব্বতগুহায় আপনার মূর্ত্তি নিক্ষেপ পূর্ব্বক, গরুড়কে তথায় রাখিয়া স্বয়ং এস্থানে আসিয়াছিলেন।" ইহাতে বুঝা যায় স্বয়ং অনিরুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ-হেতু তদীয় শ্বেত-কৃষ্ণ কেশের শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইবার কথা নিতান্ত অসঙ্গত।

যাহারা যথাশ্রুত অর্থ (সিতকৃষ্ণ-পদে শুক্ল-কৃষ্ণ কেশ) করেন, তাঁহারা সম্যক বিচার করেন নাই। কারণ, দেবতামাত্রই জরা-বর্জ্জিত, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। শ্রীক্ষীরোদশায়ী তাঁহাদের ঈশ্বর; কালবশে যাঁহার পরিণাম-সম্ভাবনা নাই, সেই শ্রীভগবান্ জরাগ্রস্ত হইতে পারেন না। সুতরাং বার্দ্ধক্যহেতু তাঁহার কেশ শুক্ল হইয়াছে, একথা বিশ্বাস করা যায়না। তাঁহার কেশ যে স্বভাবতঃই শ্বেত-কৃষ্ণ, তাহারও কোনও প্রমাণ নাই। এই জন্য, নৃসিংহপুরাণে কৃষ্ণাবতার-প্রসঙ্গে শক্তি-শব্দই প্রয়োগ করিয়াছেন, কেশ-শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। যথা—যদুবংশীয় বসুদেব হইতে দেবকীতে অবতীর্ণ হইয়া আমার শুক্ল-কৃষ্ণ-শক্তি কংসাদিকে হত্যা করিবেন।

অংশ। শ্রীপাদ জীব-গোস্বামিচরণ পরে এই সংশয় ভঞ্জন করিবেন। শ্বেতদ্বীপপতি, আপনাতে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ বলরামের অংশ স্বরূপ জ্যোতিকে পৃথক করিয়া দেখাইয়াছেন।

ইত্যাদিনা। অস্তু তর্হি অংশোপলক্ষকঃ কেশশব্দঃ। ন। অবিপ্লুতসর্বশক্তিত্বেন সাক্ষাদাদিপুরুষত্বস্যৈব নিশ্চেতুং শক্যত্বাৎ। কৃষ্ণবিষ্ণ্বাদিশব্দানামবিশেষতঃ পর্য্যায়প্রতীতেঃ। নৈবমবতারান্তরস্য কস্য বাস্তস্য জন্মদিনং জয়ন্ত্যাখ্যয়াতিপ্রসিদ্ধম্। অতএব উক্তং ভারতে—ভগবান্ বাসুদেবশ্চ কীর্ত্ত্যতেঽত্র সনাতনঃ। শাশ্বতং ব্রহ্মপরমং যোগিধ্যেয়ং নিরঞ্জনমিতীতি। তস্যাকালকলিতত্বং, যোঽয়ং কালস্তস্য তেঽব্যক্তবন্ধো চেষ্টামাহুরিত্যাদৌ শ্রীদেবকীদেবীবাক্যে, নতাঃ স্ম তে নাথ সদাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং বিরিঞ্চিবৈরিঞ্চ্যসুরেন্দ্রবন্দিতম্, পরায়ণং ক্ষেমমিহেচ্ছতাং পরং ন যত্র কালঃ প্রভবেৎ পরঃ

এ স্থলে কেহ হয় ত বলিতে পারে, অংশ উপলক্ষ করিয়া কেশ-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে; তাহা নহে। কারণ, নিত্য নিখিল শক্তির আশ্রয় হেতু শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ আদিপুরুষ বলিয়া নিশ্চয় করিবার বহুল হেতু বিদ্যমান আছে এবং কৃষ্ণ বিষ্ণু প্রভৃতি শব্দ সকলের যে অর্থ-প্রতীতি হয়, তাহাতে কোন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না, শ্রীভগবানই ঐ সকল শব্দের বাচ্য। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে কাহারও শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। পরন্তু আর কোন ভগবদবতারের জন্মদিন জয়ন্তি-আখ্যায় অভিহিত হয় না, কেবল শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনই এই আখ্যায় অতিশয় প্রসিদ্ধ। এই জন্য মহাভারতে বলা হইয়াছে, "ইহাতে সনাতন, ভগবান বাসুদেব কীর্ত্তিত হয়েন; তিনি যোগিধ্যেয়, নিরঞ্জন, শাশ্বত পরম ব্রহ্ম।"—ইতি মুক্তাফল।

শ্রীভগবৎ-স্বরূপ কালাতীত।

শ্রীভগবান যে কালবশে পরিণাম প্রাপ্ত হয়েন না, তাহা দেখাইতেছেন—শ্রীদেবকীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন, "হে প্রকৃতি প্রবর্ত্তক ভগবন্! নিমেষাদি বৎসর পর্য্যন্ত বিভাগানুসারে দ্বিপরার্দ্ধ-বৎসর-রূপ কাল,—যাহাকর্ত্তৃক এই বিশ্বের পরিবর্ত্তন হইতেছে, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহাকে তোমার লীলামাত্র বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ ঐকালই তোমার লীলাভিব্যক্তি-কারিণী শক্তি। অতএব তুমিই একমাত্র অভয়স্থান; আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম।" ১০।৩।২৩। এস্থলে দেখা যায়, কাল শ্রীভগবানের অধীন, তিনি কালের অধীন নহেন;

প্রভুরিত্যাদৌ শ্রীদ্বারকাবাসিবাক্যে চ, প্রসিদ্ধম্। অতো যৎ প্রভাসখণ্ডে কেশস্য বালত্বমেব তৎসিতিম্নঃ কালকৃতপলিতলক্ষণত্বমেব চ দর্শিতং, তস্য শরীরিণাং শুষ্কবৈরাগ্যপ্রতিপাদনপ্রকরণপতিতত্বেন সুরমাত্রনির্জরতাপ্রসিদ্ধত্বেন চামুখ্যার্থত্বান্ন স্বার্থপ্রামাণ্যম্। ব্রহ্মা যেনেত্যারভ্য বিষ্ণুর্যেন দশাবতারগহনে ক্ষিপ্তো মহাশঙ্কটে রুদ্রো যেন কপালপাণিরভিতো ভিক্ষাটনং কারিত ইত্যাদৌ তস্মৈ নমঃ কর্ম্মণ ইতি গারুড়বচনবৎ। কিন্তু তৎপ্রতিপাদনায় শব্দসাম্যেন

সুতরাং কালকৃত পরিণাম তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। শ্রীদ্বারকাবাসীর উক্তিতেও তাহা প্রসিদ্ধ আছে, "হে নাথ! ব্রহ্মা, ব্রহ্মপুত্রসনকাদি ও ইন্দ্র,—ইঁহারা সর্ব্বদা যে চরণ বন্দনা করেন, যাহা মঙ্গলকামিগণের পরমাশ্রয়, ব্রহ্মাদির প্রভু কাল যাঁহার সন্নিধানে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারেনা, আমরা তোমার সেই শ্রীচরণ-কমলে প্রণাম করি।" ১।১।১৫; শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সান্নিধ্যে কালের প্রভাব থাকেনা বলায়, শ্রীভগবৎ-স্বরূপ যে কালের প্রভাবাতীত, তাহা বলা বাহুল্য।

কেশাবতার ছদ্মোক্তি।

প্রভাসখণ্ডে শ্রীবিষ্ণুর উক্ত কেশকে বাল (চুল) রূপেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এবং সেই কেশের শ্বেতিমা কালকৃত পালিত্যের লক্ষণ, অর্থাৎ বার্দ্ধক্যহেতু ঐ কেশ শুক্লবর্ণ হইয়াছে,—এইরূপ যে বর্ণনা দেখা যায়, শ্রীভগবৎ-স্বরূপ কালের প্রভাবাতীত বলিয়া, তাহা শরীরিগণের শুষ্কবৈরাগ্য-প্রতিপাদন-প্রসঙ্গের অন্তঃপাতী। তাদৃশ বর্ণনার উদ্দেশ্য এই রূপ মনে হয়,—হে ভ্রান্ত জীব! শ্রীবিষ্ণুকে পর্য্যন্ত জরাগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, যৌবনমদে মত্ত তোমরা বিষয়াসক্ত হইয়া রহিয়াছ। অচিরে তোমাদিগকে জরাগ্রস্ত হইয়া লোলিতচর্ম্ম, পলিতকেশ, স্খলিতদন্ত বৃদ্ধ হইতে হইবে; তাহা কি একবার ভাবিয়া দেখনা? নশ্বর জগতের সকলই বিনাশী, অতএব বিষয়াসক্তি পরিহার করিয়া—পরমার্থ চিন্তা কর; এই ভাব ব্যক্ত করিবার জন্যই ঐস্থলে তদ্রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে, শ্রীবিষ্ণুর শুক্ল-কেশবিশিষ্ট রূপ বর্ণন করিবার অভিপ্রায়ে নহে। কারণ, দেবতা

ছলোক্তিরেবেয়ম্। যথা—অহো কনকদৌরাত্ম্যং নির্বক্তুং কেন যুজ্যতে। নামসাম্যাদসৌ যস্য ধুস্তুরোঽপি মদপ্রদ ইতি। শিব-শাস্ত্রীয়ত্বাচ্চ নাত্র বৈষ্ণবসিদ্ধান্তবিরুদ্ধস্য তস্যোপযোগঃ। যত

মাত্রই নির্জর (জরাশূন্য) বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীবিষ্ণু দেবারাধ্য হইয়াও জরাগ্রস্ত হইবেন, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত কথা। অতএব, ঐরূপ বর্ণনায় যথাশ্রুত অর্থের অসম্ভাবনা হেতু, উহা স্বার্থে (শ্রীবিষ্ণুর শুক্ল-কেশ অর্থে) প্রামাণ্য নহে, উক্ত বচন প্রভাসখণ্ডের ছলোক্তি (১)। এইরূপ ছলোক্তির দৃষ্টান্ত অন্যত্রও দেখা যায়। গরুড় পুরাণে :—"যাহা কর্তৃক ব্রহ্মা" এইরূপ বর্ণনা আরম্ভ করিয়া "বিষ্ণু মহা-শঙ্কট-স্বরূপ দশাবতারগ্রহণে, অর্থাৎ কখনও মৎস্য, কখনও কূর্ম্ম, কখনও বরাহ প্রভৃতি রূপ গ্রহণরূপ শঙ্কটে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন; রুদ্রকে কপাল-পাত্র হস্তে ভিক্ষা করিতে হইয়াছে, সেই কর্ম্মকে নমস্কার।" এস্থলে কর্ম্ম-প্রভাবে ইঁহাদের ঈদৃশ অবস্থা ঘটিয়াছে, এইরূপ বর্ণনা করা শাস্ত্রের অভিপ্রায় নহে, কর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করাই অভিমত। কর্ম্ম-মহিমা-(২) প্রতি-পাদনের জন্য শব্দ-সাম্য প্রাপ্ত হইয়া ছলে ঐরূপ বলা হইয়াছে। শব্দ-সাম্যে ছলোক্তির অন্য প্রমাণ—"অহো! কনকের দৌরাত্ম্য বর্ণন করিতে কে সমর্থ হয়? নাম-সাম্য আছে বলিয়া ধুস্তুরও (কনকধুতরা) মত্ততা জন্মায়।" এই স্থলে ধুস্তুরে স্বভাবতঃই মাদকতা আছে; ধনবান জন ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত হয়, ইহা দেখাইবার জন্য বলা হইয়াছে, যাহার সঙ্গে কনক থাকে, তাহাকেই মত্ত হইতে হইতে হয়। দেখ, কনক-ধুতরার নামে 'কনক' শব্দ থাকায় তাহাতেও মত্ততা জন্মায়।

শ্রীবিষ্ণুতত্ত্ব বিচারে কোন শাস্ত্র আদরণীয়।

পরন্তু, প্রভাস খণ্ডের কেশাবতার-প্রসঙ্গ শিব-শাস্ত্রোক্ত বলিয়া বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ; শ্রীবিষ্ণু-তত্ত্ব-বিচারে উপস্থিত করা সঙ্গত নহে। প্রভাস-খণ্ড যে

(১) ছলোক্তির লক্ষণ—অভিপ্রায়ান্তরেণ প্রযুক্তস্যার্থান্তরং প্রকল্প্য দূষণং ছলম্। অন্য অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত শব্দের অর্থান্তর কল্পনা করিয়া দোষ প্রদর্শন করার নাম ছল।

(২) ব্রহ্মাদি স্বতঃ ঐরূপ অনুষ্ঠান করিতেছেন, কর্ম্ম-পরতন্ত্র হইয়া নহে।

উক্তং স্কান্দ এব ষণ্মুখং প্রতি শ্রীশিবেন—শিবশাস্ত্রেঽপি তদ্‌গ্রাহ্যং ভগবচ্ছাস্ত্রযোগি যৎ ইতি। অন্যতাৎপর্য্যকত্বেন স্বতন্ত্রত্রাপ্রামাণ্যাদ্‌যুক্তঞ্চৈতৎ যথা পঙ্কেন পঙ্কান্ত ইত্যাদিবৎ। পাদ্মোত্তরখণ্ডে চ শিবপ্রতিপাদকানাং পুরাণানামপি তামসত্বমেব দর্শিতম্। মাৎস্যেঽপি তামসকল্পকথাময়ত্বমিতি। যুক্তঞ্চ তস্য বৃদ্ধসূতস্য শ্রীভাগবতমপঠিতবতঃ শ্রীবলদেবাবজ্ঞাতুঃ শ্রীভগবত্তত্ত্বাসম্যক্‌জ্ঞানজং বচনম্

স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত, সেই স্কন্দপুরাণেই কার্ত্তিকেয় প্রতি শ্রীশিব বলিয়াছেন—"শিব-শাস্ত্রের যে সকল বচন ভগবৎশাস্ত্রের অনুকূল, সেই সকল বাক্যই আদরণীয়।" প্রভাসখণ্ড-বাক্যের তাৎপর্য্য অন্যরূপ (শুষ্ক-বৈরাগ্য প্রতিপাদক) এবং নিজ (স্কন্দ পুরাণ) হইতেই শ্রীশিব-বচন দ্বারা অপ্রামাণ্য; অতএব শ্রীবিষ্ণু-তত্ত্ব-বিচারে উহার অনুপযোগিতা স্বীকার সমীচীন বটে। এ কথার সমর্থন জন্য ১৮৫২ শ্লোক দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—"কর্দ্দমাক্ত জল যেমন কর্দ্দম দ্বারা নির্ম্মল হয়না, তদ্রূপ তামস-শাস্ত্রদ্বারা অজ্ঞানান্ধ জীবের সংশয় ঘুচেনা, পরন্তু বৃদ্ধি পাইয়াই থাকে।" পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে শিব-প্রতিপাদক পুরাণ সকলের তামসত্ব দেখান হইয়াছে। মৎস্য-পুরাণেও উক্ত পুরাণসকলকে তমঃ-কল্প-কথাময়" বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে (এস্থলে কল্প-প্রত্যয়টী ঈষৎ ন্যূনার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে)।

শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় অন্যান্য পুরাণের বক্তাও শ্রীসূত, শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্য যেমন প্রামাণ্য, স্কন্দপুরাণের বাক্যও তদ্রূপ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করা যাউক;—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হইতে পারেনা। কারণ, স্কন্দপুরাণের বক্তা রোমহর্ষণ সূত শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেন নাই, যখন শ্রীবলদেবচন্দ্র নৈমিষারণ্যে তাঁহাকে বধ করেন, তখন শ্রীমদ্ভাগবত আবির্ভূত হয়েন নাই। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট লীলায় প্রবেশের পর তদীয় আবির্ভাবের কথা সুস্পষ্ট রূপে বর্ণিত আছে,—

কৃষ্ণে স্বধামোপগতেধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥ ১।৩।৪৫

"ধর্ম্ম-জ্ঞানাদি সহ শ্রীকৃষ্ণ, অপ্রকট লীলায় প্রবেশ করিলে কলিদোষে নষ্টদৃষ্টি মানবের মূল সাধ্য-সাধন এবং সম্বন্ধ-তত্ত্ব প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত-

এবং বদন্তি রাজর্ষে ঋষয়ঃ কেচনান্বিতা ইতিবৎ। এতাদৃশ শ্রীভাগবতবাক্যেন স্ববিরুদ্ধপুরাণান্তরবচনবাধনঞ্চ। যথেহ কর্ম্মজিতো

সূর্য্য আবির্ভূত হইয়াছেন।" সুতরাং বুদ্ধ সূতের পক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন সম্ভবপর নহে। শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন বিনা সম্যক্ শ্রীভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞানোদয় অসম্ভব। তৎপুত্র উগ্রশ্রবাসূতই শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অতএব স্কন্দপুরাণও শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা বিভিন্ন ব্যক্তি। রোমহর্ষণ সূত যে ভগবত্তত্ত্ব সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন না, তাহার নিদর্শন—তিনি সম্মুখে উপস্থিত শ্রীবলরামকে পর্য্যন্ত অবজ্ঞা (১) করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। সুতরাং তাদৃশ রোমহর্ষণের সিদ্ধান্ত, তদীয় ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার পরিচয় দিতেছে, শ্রীমদ্ভাগবতীয় প্রসঙ্গ হইতে ইহা পরিষ্কাররূপে জানা যায়। ১০।৭৭ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, শাল্ব, নিজ মায়াদ্বারা বসুদেব-মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সমক্ষে তাহাকে হত্যা করে; তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) তজ্জন্য শোকাতুর হইয়াছিলেন;—এই প্রসঙ্গ বর্ণন করিয়া শ্রীশুকদেব শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছেন, "হে রাজর্ষে! পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান-রহিত কোন কোন ঋষি এইরূপ বলিয়া থাকেন। (২) ১০।৭৭।২০॥ শোক-মোহাতীত শ্রীকৃষ্ণ, আসুরী-মায়ামুগ্ধ হইয়া শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত কথা। এমন অসঙ্গত কথাও যেমন কোন কোন ঋষি বলিয়া থাকেন, সেইরূপ বুদ্ধ সূতও বলিয়াছেন, শ্রীবিষ্ণুর মস্তকে বিদ্যমান্ শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ কেশ সমূহ মধ্যে দুইটী বর্ণের দুইটী কেশ তিনি উৎপাটন করিয়াছেন, সেই কেশদ্বয় শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "কোন কোন ঋষি পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান-রহিত হইয়া এইরূপ বলেন,"—এই বাক্য-প্রমাণদ্বারা, শ্রীমদ্ভাগবত-বাক্য-বিরোধি পুরাণান্তর-বাক্য বাধা প্রাপ্ত হইবে। কারণ, ঋষিবাক্য হইলেও অনবধানতা প্রযুক্ত বলিয়া ঐ সকল বাক্যের সারস্য নাই। এইভাবে ঋষিবাক্যের বাধাপ্রাপ্তি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, শ্রুতিবিশেষ দ্বারা শ্রুত্যন্তরের বাধা প্রাপ্তিও দেখা যায়। যথা—"ইহলোকে

---

(১) শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধে ৭৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(২) ইহা ১০।৭৭।২০ শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ। পরের পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

লোকঃ ক্ষীয়ত ইত্যাদিবাক্যেন অপাম সোমমমৃতা অভূমেত্যাদি-নবাধনবজ্জ্ঞেয়ম্। অত্রাপি যৎ স্ববাচো বিরুধ্যেত নূনং তে ন স্ম্যমুমিতি যুক্তিসম্ভাবো দৃশ্যতে। তত্রৈবাত্মনঃ সন্দিগ্ধত্বমেব তেন সূতেন ব্যঞ্জিতম্। অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েদিত্যাদিনা।

কর্ম্মোৎপন্ন শস্যাদির যেমন বিনাশ ঘটে, তেমন পরলোকে পুণ্যলব্ধ স্বর্গ ও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়," (যাহা জন্য, তাহা বিনাশী ইহা ন্যায়সিদ্ধ।)—এই শ্রুতিদ্বারা "আমরা স্বর্গে যাইয়া অমৃত পান করিব, অমর হইব, এই অমরত্ব-প্রাপ্তি-শ্রুতি বাধিত হইয়াছে।

এখন ঋষিবাক্য-নিরসনের যুক্তি দেখাইতেছেন,—শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন, "পুরাণের বক্তা ঋষিগণের বাক্য যে নিজোক্তির বিরোধী, তাহা তাঁহারা স্মরণ করেন না।" অর্থাৎ বক্তার নিজোক্তির বিরুদ্ধ বাক্য স্বতঃই খণ্ডিত। শ্রীভগবৎ-তত্ত্ববিষয়ে যে নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই, তাহা বৃদ্ধসূত নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন;—"যে সকল ভাব-বাক্য মনের অগোচর, সে সকল ভাব সম্বন্ধে তর্ক করা উচিত নহে।"(১)

সম্পূর্ণ শ্লোক,—

"এবং বদন্তি রাজর্ষেঃ ঋষয়ঃ কেচনান্বিতাঃ।
যৎ স্ববাচো বিরুধ্যেত ন নূনং তে স্মরন্ত্যমু॥"

হে রাজর্ষে! পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান-রহিত কোন কোন ঋষি এইরূপ বর্ণন করিয়া থাকেন। স্বীয় বাক্যের বিরুদ্ধতা তাঁহারা স্মরণ করেন না।

(১) যে তত্ত্ব প্রকৃতির অতীত, সেই তত্ত্বই বাক্য-মনের অগোচর। কারণ, মন প্রাকৃত সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন, অহঙ্কার-তত্ত্বের পর মহৎতত্ত্ব, মহৎ-তত্ত্বের পর প্রকৃতি, প্রকৃতির পর সেই জ্ঞেয় তত্ত্ব অবস্থান করিতেছে। অহমিকা রজ্জুতে বদ্ধ মন ও ইন্দ্রিয়গণ কি প্রকারে সেই তত্ত্বের সমালোচনায় সমর্থ হইবে? যেমন দশহাত রজ্জুতে বদ্ধ গরু বিশহাত দূরের ঘাস খাইতে পারে না, এস্থলেও সেরূপ বুঝিতে হইবে।

কিঞ্চ তত্রৈবোত্তরগ্রন্থে চন্দ্রস্য কলঙ্কাপত্তিকারণকথনে শ্রীকৃষ্ণাবতারপ্রসঙ্গে স্বয়ং বিষ্ণুরেবেত্যুক্তত্বাৎ স্বেনৈব বিরোধশ্চ। তস্মান্ন কেশাবতারত্বেঽপি তাৎপর্য্যং কেশশব্দস্য বালত্ববাচনঞ্চ। ছলতো ভগবত্তত্ত্বাজ্ঞানতো বেতি। অতো বৈষ্ণবাদিপদ্যানাং শব্দোত্থমর্থমেবং পশ্যামঃ। অংশবো যে প্রকাশন্তে মম তে কেশসংজ্ঞিতাঃ। সর্বজ্ঞাঃ কেশবং তস্মান্মামাহুর্মুনিসত্তম॥ ইতি

কেশাবতারের রহস্য ভেদ।

অপিচ সেই প্রভাসখণ্ডের উত্তর-গ্রন্থে কেশাবতার-কথনের পর চন্দ্রের কলঙ্কপ্রাপ্তির কারণ কথিত হইয়াছে। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণাবতার-প্রসঙ্গে উক্ত আছে,"শ্রীবিষ্ণু স্বয়ংই শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।" পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—শ্রীবিষ্ণুর কেশাবতার শ্রীকৃষ্ণ; আবার (সেই প্রভাসখণ্ডেই) বলিলেন শ্রীবিষ্ণুই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, এইরূপে নিজ বাক্যেরই পূর্ব্বাপর বিরোধ দেখা যায়। অতএব কেশাবতার-বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীবিষ্ণুর কেশাবতার-রূপে নির্দ্দেশ করা নহে, আর ঐ কেশের শুভ্রত্ব-কৃষ্ণত্ব-উৎপাটনত্ব প্রভৃতি বাল (চুল)-ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করাও নহে; তাহা বক্তার ছলোক্তি, কিম্বা শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহত্ব কাল-পরিণাম-রাহিত্য প্রভৃতি তত্ত্ববিষয়ে অজ্ঞতা-নিবন্ধন ঐরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

অতঃপর উক্ত ছলোক্তির অর্থ-সঙ্গতি দেখান যাইতেছে। কেশ-শব্দের চুল এবং জ্যোতিঃ এই উভয় অর্থই আছে। শ্রীকৃষ্ণাবতার-প্রসঙ্গে যে যে স্থানে কেশ-শব্দের প্রয়োগ আছে, সে সব স্থলে তাহার জ্যোতিঃ অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং শুক্ল-কৃষ্ণ-অঙ্গদ্যুতি-বিশিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন, ইহা সূচনা করিবার জন্য ক্ষীরোদশায়ী শুক্ল-কৃষ্ণ জ্যোতিঃ প্রদর্শন করিয়াছিলেন —প্রভাসখণ্ড-বচনের এই অর্থই সঙ্গত হইতেছে।

অতএব—কেশাবতার শাস্ত্রের ছলোক্তি হেতু, বিষ্ণুপুরাণাদির পদ্য সমূহে প্রযুক্ত কেশ-শব্দ যে জ্যোতিঃ-বাচক, তাহা নিম্নলিখিত শব্দোত্থ অর্থ হইতে দেখা

সহস্রনামভাষ্যোত্থাপিতভারতবচনাৎ কেশশব্দেনাংশুরুচ্যতে। তত্র চ সর্বত্র কেশেতরশব্দাপ্রয়োগাৎ নানাবর্ণাংশূনাং শ্রীনারদদৃষ্টতয়া মোক্ষধর্ম্মপ্রসিদ্ধেশ্চ। তথা চাংশুত্বে লব্ধে তৌ চাংশূ বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাবতারসূচকতয়া নির্দিষ্টাবিতি তয়োরেব স্যাতামিতি গম্যতে। তদীয়য়োরপি তয়োরনিরুদ্ধেঽভিব্যক্তিশ্চ যুজ্যত এব। অবতারিতেজোঽন্তর্ভূতত্বাদবতারস্য। এবমেব সত্ত্বং রজস্তম ইত্যাদি-প্রথমস্কন্ধপদ্যপ্রাপ্তমনিরুদ্ধাখ্যপুরুষাবতারত্বং ভবানীনাথৈরিত্যাদি-

---

যায়। সহস্রনাম-ভাষ্যধৃত মহাভারত-বচন—"আমাতে বিদ্যমান জ্যোতিঃ-সমূহের নাম কেশ। অতএব সর্ব্বজ্ঞ মুনিসত্তমগণ আমাকে কেশব বলেন।"(১)

বিষ্ণুপুরাণের বিরোধ সমাধান।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও অন্যান্য যে যে গ্রন্থে শ্বেতদ্বীপপতি শ্রীবিষ্ণু হইতে শ্রীরাম-কৃষ্ণের আবির্ভাব বর্ণিত আছে, সর্ব্বত্রই কেশভিন্ন অন্য শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। কেশ-বাচক বাল, কচ প্রভৃতি শব্দ যদি প্রয়োগ করিতেন, তবে "চুল" অর্থ করা উচিত হইত; কিন্তু, সর্ব্বত্রই কেবল কেশ-শব্দ প্রয়োগ করায়, উহা শাস্ত্রের ছলোক্তি বলিয়া স্পষ্টপ্রতীত হইতেছে এবং মোক্ষ-ধর্ম্মে বর্ণিত আছে, শ্রীনারদ শ্রীবিষ্ণুতে নানাবর্ণ কিরণসমূহ দর্শন করিয়াছিলেন। এই সকল প্রমাণে দেখা যাইতেছে, জ্যোতিঃ-অর্থেই কেশ-শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

কেশ-শব্দের অংশু (তেজঃ) অর্থ সুসিদ্ধ হইলে, উক্ত শুক্ল-কৃষ্ণ জ্যোতিঃ, শ্রীবাসুদেব-সঙ্কর্ষণের অবতার-সূচনার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহা যেমন বুঝিতে পারা যায়, ঐ জ্যোতির্দ্বয় তদুভয়ের নিজস্ব, শ্রীঅনিরুদ্ধের নহে, তাহাও তেমন বুঝাযায়। শ্রীবাসুদেব-সঙ্কর্ষণের তেজঃ শ্রীঅনিরুদ্ধে থাকা অসঙ্গত নহে। কারণ অবতার, অবতারীর তেজের অন্তর্ভূত থাকেন। শ্রীরাম-কৃষ্ণের অংশা-

---

(১) (কেশ+ব) কেশ ইহার আছে—এই অস্ত্যর্থে কেশ-শব্দের উত্তর ব প্রত্যয় যোগে কেশব শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

পঞ্চমস্কন্ধগত্যপ্রাপ্তং সঙ্কর্ষণাবতারত্বং চ ভবস্য সঙ্গচ্ছতে। ততশ্চোজ্জহারেত্যস্যায়মর্থঃ ঃ— আত্মনঃ সকাশাৎ শ্রীবাসুদেবসঙ্কর্ষণাংশভূতৌ কেশাবংশূ উজ্জহার উদ্ধৃতবান্ প্রকটীকৃত্য দর্শিতবান্ ইত্যর্থঃ। অত্রায়ং সুমেরুরিত্যেকদেশদর্শনেনৈবাখণ্ডমেরুনির্দেশবৎ তদ্দর্শনে-

---

বতার অনিরুদ্ধে (শ্বেতদ্বীপপতিতে) তাঁহাদের তেজ বিদ্যমান আছে।(১) এই সিদ্ধান্তের সঙ্গতি-জন্য শ্রীমদ্ভাগবতীয় অন্য একটী প্রসঙ্গও উপস্থিত করিতেছেন।১।২।২৩ শ্লোকে উক্ত আছে—"রজঃ, সত্ত্ব, তমঃ—এই গুণত্রয়-যোগে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার জন্য একই পুরুষ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—এই তিন নাম ধারণ করেন। সান্নিধ্যমাত্রে সত্ত্বগুণের উপকারক শ্রীবিষ্ণু হইতেই মানবগণের কল্যাণ হয়।" এই শ্লোকে শিবকে অনিরুদ্ধের অবতার বলা হইল (এই শ্লোকে পুরুষ শব্দে অনিরুদ্ধ বুঝিতে হইবে)। আবার, ৫।১৭।১৬ সংখ্যক গদ্যে "ভবানী প্রভৃতি অর্ব্বুদ সহস্র রমণীসহ শিব আপনার প্রকৃতি (কারণ) শ্রীসঙ্কর্ষণের উপাসনা করেন।" এস্থলে শিবকে শ্রীসঙ্কর্ষণের অবতার বলা হইয়াছে। এই বিরোধের সমাধান এই যে—নিজ অংশ অনিরুদ্ধে শ্রীসঙ্কর্ষণের তেজঃ বিদ্যমান আছে, সুতরাং শ্রীশিবকে উভয়ের অবতাররূপে নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত হইয়াছে।

"উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহামুনে।"

এইরূপে বিষ্ণুপুরাণীয় "সিতকৃষ্ণৌ" ও "কেশৌ" পদের ব্যাখ্যা করিয়া অধুনা "উজ্জহার" পদের ব্যাখ্যা করিতেছেন। 'আত্মনঃ"—আপন সমীপ হইতে শ্রীবাসুদেব-সঙ্কর্ষণের অংশভূত কেশ (তেজঃ) 'উজ্জহার" উদ্ধার করিয়াছেন, অর্থাৎ প্রকট করিয়া দেখাইয়াছেন। সুতরাং সমগ্র পদ্যার্দ্ধের অর্থ—হে মহামুনে! শ্বেতদ্বীপ-পতি আপনার অবতারী শ্রীরাম-কৃষ্ণের শুক্ল-কৃষ্ণ তেজঃ, নিজ হইতে প্রকটন করিয়া দেখাইয়াছেন। অখণ্ড-সুমেরু-পর্ব্বত বুঝাইবার জন্য যেমন অঙ্গুলি দ্বারা তাহার একদেশ নির্দ্দেশ করিয়া বলা হয়—'এই সুমেরু', তেমনই শ্রীরামকৃষ্ণের কিঞ্চিন্মাত্র শুক্ল-কৃষ্ণ তেজঃ দেখাইয়া পরিপূর্ণ-স্বরূপ তদুভয়ের আবির্ভাব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

---

(১) ধর্ম্মীর অন্তর্ভূত ধর্ম্ম, ইহা ন্যায়সিদ্ধ। যেমন মহাসাগরের অন্তর্ভূত সাগর, তেমন অবতারীর তেজের অন্তর্ভূত অবতার।

নাপি পূর্ণস্যৈবাবির্ভাবনির্দেশো জ্ঞেয়ঃ। অথ স চাপি কেশাবিত্যাদিকব্যাখ্যা। উদ্ধবর্হে যোগবলেনাত্মনঃ সকাশাদ্বিচ্ছিদ্য দর্শয়ামাস। স চাপীতি চশব্দঃ পূর্ব্বমুক্তং দেবকর্ত্তৃকং নিবেদনরূপমর্থং সমুচ্চিনোতি। অপিশব্দস্তদুদ্ধর্হণে শ্রীভগবৎসঙ্কর্ষণয়োরপি হেতু-

---

শ্রীবিষ্ণুপুরাণোক্ত কেশাবতার-প্রসঙ্গের সিদ্ধান্ত করিয়া, অধুনা মহাভারতোক্ত কেশাবতার-প্রসঙ্গের সঙ্গতি করিতেছেন।

মহাভারতের বিরোধ-সমাধান।

মহাভারতীয় শ্লোক—

স চাপি কেশৌ হরিরুদ্ধরর্হে শুক্লমেকমপরঞ্চাপি কৃষ্ণং।
তৌ চাপি কেশাবাবিশতাং যদূনাং কুলে স্ত্রিয়ৌ রোহিণীং দেবকীঞ্চ॥
তয়োরেকো বলভদ্রো বভূব যোঽসৌ শ্বেতস্তস্য দেবস্য কেশঃ।
কৃষ্ণো দ্বিতীয়কেশবঃ সংবভূব কেশো যোঽসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্তঃ॥ ইতি

শ্লোকার্থ—"দেবগণকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া শ্রীহরি কেশদ্বয় উৎপাটন করেন; তাহার একটী শুক্ল, অপরটী কৃষ্ণবর্ণ। সেই কেশদ্বয় যদুকুল-মহিলা রোহিণী এবং দেবকীতে আবিষ্ট হইয়াছিলেন।"

"ভগবান্ ক্ষীরোদশায়ীর সেই কেশদ্বয়ের মধ্যে শ্বেতবর্ণ কেশ বলভদ্র হইয়াছিলেন, দ্বিতীয় কৃষ্ণবর্ণ কেশ কেশবাখ্য কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।"

উক্ত শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যা—"উদ্ধরর্হে"—যোগবলে নিজ সন্নিধান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 'স চাপি'—পদের 'চ' শব্দ সমুচ্চয়ার্থ, তাহাদ্বারা পূর্ব্বোক্ত (মহাভারতে এই প্রসঙ্গে পূর্ব্বে বর্ণিত) দেবগণের ভূ-ভার-হরণ-প্রার্থনা এবং তজ্জন্য কেশ-প্রদর্শন করিয়া আবির্ভাব-সূচনা বুঝাইতেছে। 'অপি' শব্দদ্বারা কেশ-উদ্ধরণে শ্রীরাম-কৃষ্ণেরও হেতু-কর্ত্তৃত্ব সূচিত হইতেছে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণবলরামের জ্যোতিঃ দেখাইতে শ্বেতদ্বীপ-পতি স্বতঃ সমর্থ নহেন। তিনি তাঁহাদের অংশ; অংশে অংশীর তেজ বিদ্যমান্ থাকে, সুতরাং শ্রীরাম-

কর্ত্তৃত্বং সূচয়তি। তৌ চাপীতি চশব্দোঽনুক্তসমুচ্চয়ার্থত্বেন ভগবৎ-সঙ্কর্ষণৌ স্বয়মাবিবিশতুঃ পশ্চাত্তৌ চ তত্তাদাত্ম্যেনাবিবিশতুরিতি বোধয়তি। অপিশব্দো যত্রানুস্যূতাবমূ সোঽপি তদংশা অপীতি গময়তি। তয়োরেকো বলভদ্রো বভূবেত্যাদিকন্তু নরো নারায়ণো ভবেৎ হরিরেব ভবেন্নর ইত্যাদিবত্তদৈক্যাবাপ্ত্যপেক্ষয়া।

কেশবঃ শ্রীমথুরায়াং কেশবস্থানাখ্যমহাযোগপীঠাধিপত্বেন প্রসিদ্ধঃ

কৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে শ্বেতদ্বীপ-পতি শুক্ল-কৃষ্ণ জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়া দেবগণকে দেখাইয়াছিলেন। 'তৌ চাপি' পদের 'চ' শব্দ অনুক্ত-সমুচ্চয়ার্থে প্রযুক্ত বলিয়া এইঅর্থ প্রকাশ করিতেছে,—শ্রীরোহিণী-দেবকীতে শ্রীরাম-কৃষ্ণ স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। পশ্চাৎ শ্রীবিষ্ণুতে প্রকাশিত শুক্ল-কৃষ্ণ জ্যোতিঃ তাঁহাদিগে (শ্রীরাম-কৃষ্ণে) তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া আবিষ্ট হয়েন। 'অপি' শব্দদ্বারা—যে শ্রীবিষ্ণুতে সিত-কৃষ্ণ কেশ প্রকাশিত হইয়াছিলেন, সেই বিষ্ণু এবং তাঁহার (শ্রীবিষ্ণুর) অংশ-সকলও যে শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝাইতেছে। তদুভয়ের (সিত-কৃষ্ণ কেশের) এক বলরাম হইয়াছেন; ইহার তাৎপর্য্য—নর নারায়ণ হয়েন, নারায়ণই নর হয়েন; এস্থলে যেমন নরনারায়ণের তাদাত্ম্য স্বীকারে অর্থ-সঙ্গতি হয়, তদ্রূপ সিতকেশ (বিষ্ণুতে প্রকাশিত শুক্লকেশ) শ্রীবলরামে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বুঝিতে হইবে।

শ্রীকেশব কে?

মহাভারতোক্ত "কেশব"-শব্দে শ্রীমথুরার 'কেশবস্থান'-নামক মহাযোগ-পীঠের অধিপতি শ্রীকেশব বুঝিতে হইবে। তিনিই শ্রীকৃষ্ণ, অর্থাৎ লীলা অপ্রকট সময়ে শ্রীমথুরায় যে শ্রীকেশব-বিগ্রহ বিরাজ করেন, প্রকট-লীলায় তিনিই শ্রীকৃষ্ণরূপে শ্রীদেবকী হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহাই মহাভারতের অভিপ্রায়।

ভূ-ভারহরণ শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য নহে।

জগত-পালন শ্রীবিষ্ণুর কার্য্য। তদীয় স্বরূপে প্রকাশিত শুক্ল-কৃষ্ণ জ্যোতিঃ শ্রীরাম-কৃষ্ণে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া ২।৭।২৬ শ্লোকে "পৃথিবী অসুর-সৈন্য দ্বারা

স এব কৃষ্ণ ইতি। অতএবোদাহরিষ্যতে, ভূমেঃ সুরেতরেত্যাদি। শ্রী-নৃসিংহপুরাণে সিতাসিতে চ মচ্ছক্তী ইতি তচ্ছক্তিদ্বারৈব শ্রীকৃষ্ণেন তদ্‌ঘাতনাপেক্ষয়া। অর্জ্জুনে তু নরাবেশঃ কৃষ্ণো নারায়ণঃ স্বয়মিত্যা-গমবাক্যন্তু শ্রীমদর্জ্জুনে নরপ্রবেশাপেক্ষয়া। যত্তু স্বয়মনন্যসিদ্ধো নারায়ণঃ, নারায়ণস্ত্বং নহি সর্বদেহিনামিত্যাদৌ দর্শিতঃ, স পুনঃ কৃষ্ণ ইত্যর্থান্তরাপেক্ষয়া চ মন্তব্যম্। অতএব পুরুষনারায়ণস্য

নিপীড়িতা হইলে তাহার ভার হরণ করিবার জন্য সিতকৃষ্ণকেশ বিষ্ণু কলায় অবতীর্ণ হইয়াছেন,"—ইত্যাদি বলা হইয়াছে। ভার-হরণ শ্রীরাম-কৃষ্ণের কার্য্য না হইলেও তদুভয়ে প্রবিষ্ট শ্রীবিষ্ণুদ্বারাই ঐ কার্য্য সম্পন্ন হয়। তজ্জন্য তাঁহারাই পৃথিবীর ভার-হরণ-নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন—একথা বলা হইয়াছে।

নৃসিংহপুরাণের বিরোধ-সমাধান।

মহাভারতোক্ত কেশাবতার-প্রসঙ্গের সিদ্ধান্ত-সঙ্গতি করিয়া নৃসিংহপুরা-ণোক্ত সিত-কৃষ্ণ শক্তি প্রসঙ্গের সঙ্গতি করিতেছেন। নৃসিংহপুরাণে শ্রীনৃসিংহ দেব বলিয়াছেন, "আমার শুক্ল-কৃষ্ণ শক্তি কংসাদিকে হত্যা করিবে।" ইহা দ্বারা শ্রীরাম-কৃষ্ণকে শ্রীনৃসিংহদেবের অংশরূপে নির্দ্দেশ করা হয় নাই। শ্রীনৃসিংহ-দেবের অসুর-ঘাতন-শক্তি শ্রীরাম-কৃষ্ণ হইতে প্রকাশিত হইয়া কংসা-দিকে হত্যা করিবে, ইহাই বলা হইয়াছে।

আগমের বিরোধ-সমাধান।

"অর্জ্জুনে কিন্তু নরাবেশ, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নারায়ণ"—এই আগমবাক্যে অর্জ্জুনে নরপ্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া অর্জ্জুনকে নরাবেশ বলা হইয়াছে।

যিনি স্বয়ং অর্থাৎ অনন্যসিদ্ধ নারায়ণ, ব্রহ্মস্তবের "নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্ব-দেহিনাং" ইত্যাদি শ্লোকে যাঁহাকে মূল নারায়ণ রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, পুনঃ তিনিই শ্রীকৃষ্ণ—এই অর্থান্তর-প্রকাশের জন্য বলা হইয়াছে—"শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নারায়ণ।" স্বয়ং-পদের অর্থ অন্যনিরপেক্ষ।

তথাগমনপ্রতিপাদক-শ্রীহরিবংশবাক্যমপি তত্তেজসামাকর্ষণবিবক্ষয়ৈবোক্তম্। সর্বেষাং প্রবেশশ্চ তস্মিন্ সযুক্তিকমেবোদাহরণীয়ঃ। অতঃ পাদ্মোত্তরখণ্ডে নৃসিংহরামকৃষ্ণেষু ষাড়্গুণ্যং পরিপূরণমিত্য-

হরিবংশের বিরোধ-সমাধান।

হরিবংশে উক্ত হইয়াছে "পুরুষ-নারায়ণ অর্থাৎ ক্ষীরোদশায়ী কোন পর্ব্বত-গুহায় নিজ মূর্ত্তি নিক্ষেপ পূর্ব্বক গরুড়কে তথায় রাখিয়া স্বয়ং শ্রীদেবকীগর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন।" ইহার তাৎপর্য্য—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভাব-সময়ে ক্ষীরোদশায়ীর তেজঃ আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য ঐরূপ বর্ণন করা হইয়াছে। পরে নিখিল ভগবৎ-স্বরূপের শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ যুক্তির সহিত উদাহৃত হইবে।

প্রকট-সময়ে শ্রীকৃষ্ণে নিখিল-স্বরূপের প্রবেশ বলায় সংশয় হইতে পারে, তখন সর্ব্বস্বরূপের প্রবেশ-হেতু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ বা পরিপূর্ণ স্বরূপ। অপ্রকট লীলায় ঐ সকল স্বরূপ স্বতন্ত্র ভাবে বিরাজ করেন বলিয়া তখন শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতার হানি ঘটে, তাহা নহে। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়, নিখিল-ভগবৎ-স্বরূপ; জীব, জগৎ-প্রপঞ্চ সকলই তাঁহা হইতে আবির্ভূত হইয়াছে, সকল তাঁহাতেই অবস্থান করিতেছে; কেহই কখনও শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থান করিতে পারে না। তবে আবির্ভাব-সময়ে শ্রীকৃষ্ণে অন্যান্য স্বরূপ-প্রবেশের কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই—অপ্রকট-কালে বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ দ্বারা জগৎ-সম্বন্ধীয় বিভিন্ন কার্য্য সম্পন্ন হয়। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পরিজনবৃন্দ সহ বিবিধ লীলারস-আস্বাদনে রত থাকেন। লীলা-প্রকট-কালে সকল স্বরূপের কার্য্য শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই সম্পন্ন করেন বলিয়া তাঁহাতে ঐ সকল স্বরূপের প্রবেশ বলা হইয়াছে। তখন (প্রকট সময়ে) যে ঐ সকল স্বরূপ স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থান করেন না তাহা নহে। তখনও তাঁহারা স্ব স্ব ধামে স্ব-স্বরূপস্থ হইয়াই বিরাজ করেন, তবে যুগপৎ অবতার-গণের শক্তি এবং নিজ স্বয়ং-ভগবত্তা শ্রীকৃষ্ণ দ্বারাই অভিব্যক্ত হয় বলিয়া সর্ব্বাবতার শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

এইজন্য পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে বলা হইয়াছে "নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণে ষড়ৈশ্বর্য্যের পরিপূর্ণতা।" এই ষড়ৈশ্বর্য্যের পূর্ণতা-হেতু শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ অবতার

বতারান্তরসাধারণ্যমপি ন মন্তব্যম্। কিন্ত্ববতারাণাং প্রসঙ্গে তেষু শ্রেষ্ঠে বিবিদিষিতে সামান্যতস্তাবৎ সর্বশ্রেষ্ঠাস্ত্রয় উক্তাস্তেষ্বপ্যুত্তরোত্তরত্রাধিক্যক্রমাভিপ্রায়েণ শ্রীকৃষ্ণশ্রৈষ্ঠ্যং বিবক্ষিতম্। অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে মৈত্রেয়েণ হিরণ্যকশিপুত্বাদিষু তয়োরমুক্তিমুক্তিকারণে পৃষ্টে শ্রীপরাশরোঽপি শ্রীকৃষ্ণস্যৈবাত্যদ্ভুতৈশ্বর্য্যমাহ। কিঞ্চ শ্রীকৃষ্ণমপ্রাপ্যান্যত্র ত্বসুরাণাং মুক্তির্ন সম্ভবতি। এবকারদ্বয়েন স্বয়মেব শ্রীগীতাসু তথা সূচনাৎ। তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু। আসুরীং যোনি-

---

মনে করা যাইতে পারে না, অর্থাৎ নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণ—এই তিনেরই যখন ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যে পূর্ণতা দেখান হইল, তখন নৃসিংহ ও রাম হইতে শ্রীকৃষ্ণের কোন পার্থক্য রহিলনা। অবতার-প্রসঙ্গে তাঁহাদের নিখিল-ভগবৎ-স্বরূপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে—এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইল ঃ—এই তিন (নৃসিংহ, রাম, কৃষ্ণ) শ্রেষ্ঠ। কিন্তু পদ্মপুরাণীয় উক্তবাক্যে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা প্রকাশের ইচ্ছায় প্রথমে শ্রীনৃসিংহ, তৎপর শ্রীরাম, তৎপর শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব। এই জন্য বিষ্ণুপুরাণে "জয়-বিজয়, হিরণ্যকশিপু-হিরণ্যাক্ষ-প্রভৃতিরূপে শ্রীবিষ্ণুহস্তে নিহত হইয়াও কেন মুক্তি পাইলেন না, অথচ শিশুপাল-দন্তবক্রাদিরূপে শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত হইয়া মুক্তি পাইলেন কেন? ইহার রহস্য-বিজ্ঞানে আমি মূঢ়, আপনি কৃপা করিয়া ইহার কারণ-বর্ণন করিয়া আমার সন্দেহ বিমোচন করুন।" শ্রীমৈত্রেয়-ঋষি এই প্রার্থনা করিলে, শ্রীপরাশরও শ্রীকৃষ্ণেরই অসমোর্দ্ধ অদ্ভুত অনন্ত ঐশ্বর্য্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ হতারিগতি-দায়কত্ব গুণ অন্য ভগবৎস্বরূপে থাকিলেও তাঁহারা নিহত শত্রুকে স্বর্গাদিরূপ সদ্গতিই দান করিতে পারেন, কিন্তু সর্ব্বপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ আপনার অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে নিহত শত্রুমাত্রকে মুক্তিই দিয়া থাকেন, কোথাও বা প্রেম পর্য্যন্ত দান দেখা যায়। যথা—পূতনাকে ধাত্রী-গতি পর্য্যন্ত দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণভিন্ন অন্য কোন ভগবৎস্বরূপ হইতে অসুরগণের মুক্তি হয় না, ইহাও বিষ্ণুপুরাণের অভিপ্রায়। শ্রীগীতারও নিম্নলিখিত শ্লোকে "এব"কার দ্বারা

আপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি। মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিমিতি। কুত্রচিদ্ভগবদ্দ্বেষিণাং তৎস্মরণাদিপ্রভাবেন শ্রূয়তাং বা মুক্তিঃ, সর্বেষামপি তদ্দ্বেষিণান্তু মুক্তিপ্রদত্বমন্যত্রাবতারেঽবতারিণি বা ন ক্বচিৎ শ্রূয়তে। তস্মাত্তেষামপি মুক্তিদাতৃত্বায় শ্রীকৃষ্ণ এবৈশ্বর্য্যাধিক্যং যুক্তমেব বর্ণয়ামাস শ্রীপরাশরঃ। অতএব পূর্বমৈশ্বর্য্যসাক্ষাৎকারস্য মুক্তিহেতুত্বমুক্ত্বা পুনঃ পূতনাদিমোক্ষং বিচিন্ত্য কালনেম্যাদীনাঞ্চ তদভাবমাশঙ্ক্য তদপ্যসহমানস্তস্য তু

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও সেই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ১৬ অধ্যায়ে ১৯শ ২০শ শ্লোকঃ—"আমি সেই সকল দ্বেষ-পরায়ণ ক্রূর অশুভ নরাধম ব্যক্তিগণকে সংসারে অজস্র আসুরী-যোনিতেই নিক্ষেপ করিয়া থাকি। হে কৌন্তেয়! ঐ সকল আসুরী-যোনিপ্রাপ্ত ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণরূপী আমাকে প্রাপ্ত হয় না বলিয়াই জন্মে জন্মে ক্রমশঃ অধোগতি লাভ করে।" এখানে দেখান হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণকে না পাইলে অসুরগণের মুক্তি হয় না। তবে কোথায়ও অন্য স্বরূপকর্ত্তৃক যে ভগবদ্দ্বেষীর মুক্তিদান শ্রবণ করা যায়, সে স্থলে ভগদ্দ্বেষীকর্ত্তৃক বিদ্বেষপূর্ব্বক নিরন্তর শ্রীভগবচ্চিন্তনই তাহার কারণ। নিখিল ভগবদ্দ্বেষীর মুক্তিদানের কথা কোন অবতারে বা অবতারীতে কখনও শুনা যায় না। অতএব অন্যান্য অবতারকর্ত্তৃক যাঁহারা মুক্তি লাভ করেন নাই, সেই শাপগ্রস্ত জয়-বিজয় শিশুপাল-দন্তবক্ররূপে শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত হইয়া মুক্তিলাভ করিয়াছেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রাচুর্য্যরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হইয়াছে।

এই জন্য বিষ্ণুপুরাণে প্রথমে ঐশ্বর্য্য-সাক্ষাৎকারকে মুক্তির হেতু বলিয়া, পুনর্ব্বার পূতনাদির ঐশ্বর্য্য-দর্শনবিনাও মোক্ষ এবং কালনেমি প্রভৃতির প্রচুর ঐশ্বর্য্য-সাক্ষাৎকারের পরও মুক্তির অভাব মনে করিয়া পূর্ব্বসিদ্ধান্ত (ঐশ্বর্য্য-দর্শনে মুক্তি-সিদ্ধান্ত) অসহমান শ্রীপরাশর-ঋষি ঐ প্রকরণের সর্ব্বান্তিম গদ্যে বলিলেন—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইহা পরমাদ্ভুত স্বভাব। শ্রীকৃষ্ণ আপনার অচিন্ত্য-স্বভাব-বশতঃ ভগবদ্দ্বেষী অসুরগণকেও মুক্তি দান করেন, তাহার অন্য কোন কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্য-সাক্ষাৎকার বিনাও মুক্তি

শ্রীকৃষ্ণাখ্যস্য ভগবতঃ পরমাদ্ভুতস্বভাব এবায়মিত্যুবাচ সর্বান্তিম-গদ্যেন। অয়ং হি ভগবান্ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতশ্চ দ্বেষানুবন্ধেনাপ্যখিলসুরাসুরাদিদুর্লভং ফলং প্রযচ্ছতি কিমুত সম্যক্ ভক্তিমতামিত্যনেন। অতঃ শ্রীভাগবতমতে তয়োর্জন্মত্রয়নিয়মশ্চ শ্রীকৃষ্ণাদেব মোক্ষঃ সম্ভবেদিত্যপেক্ষয়ৈবেতি জ্ঞেয়ম্। অতএব শ্রীনারদেনাপি তমুদ্দিশ্যৈবোক্তম্ঃ—বৈরেণ যং নৃপতয় ইত্যাদি। সর্বেষাং মুক্তিদত্বঞ্চ তস্য কৃষ্ণস্য নিজপ্রভাবাতিশয়েন যথা কথঞ্চিৎ স্মর্তৃচিত্তাকর্ষ-

---

দান করেন। সেইজন্য তাঁহার নিকট ঐশ্বর্য্য-সাক্ষাৎকারাদির অপেক্ষা নাই। শ্রীবিষ্ণুপুরাণীয় গদ্য যথা—"ভগবদ্দ্বেষে স্থিরসঙ্কল্প হইয়াও দ্বেষার্থই যদি শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন বা স্মরণ করা হয়, তাহা হইলেও এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সুরাসুরাদির দুর্ল্লভ ফল মুক্তি দান করিয়া থাকেন, সম্যক্ ভক্তিমান্ জনগণকে যে তাহা হইতেও কোন বিশিষ্ট ফল দান করেন, তাহা কি বলিতে হইবে?"

অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে যে জয়-বিজয়ের তিনজন্মে মোক্ষের নিয়ম করা হইয়াছিল, তাহাও, শ্রীকৃষ্ণ হইতেই উহাদের মোক্ষ সম্ভব, এই অপেক্ষায় বুঝিতে হইবে। এইজন্য শ্রীনারদ ১১।৫।৪৮ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন,—"বৈরভাব-বদ্ধ হইয়া শিশুপাল, পৌণ্ড্র, শাল্ব প্রভৃতি রাজগণ শয়ন-উপবেশন-ইত্যাদিতে শ্রীকৃষ্ণের গতি-বিলাস ও আলোকনাদি চিন্তা করিতে করিতে তদ্গতচিত্ত হইয়া তাঁহার সাম্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" সুতরাং যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে অনুরক্ত-চিত্ত, তাঁহাদের তৎপ্রাপ্তি-পক্ষে কি সন্দেহ আছে? শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবই এই—তাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ স্মরণ করিলেও আপনার নিরতিশয় প্রভাব দ্বারা স্মরণকারীর চিত্তকে সর্ব্বতোভাবে আকর্ষণ করেন; এইজন্য তিনি সকলের মুক্তিদাতা। কিন্তু, অন্যত্র (অন্য ভগবৎ-স্বরূপে) কিঞ্চিৎ স্মরণমাত্রে স্মরণকারীর চিত্ত আকর্ষণ করিবার সামর্থ্য নাই বলিয়া মুক্তিদাতৃত্বও নাই। বেণ রাজা বিষ্ণুদ্বেষী হইলেও শ্রীকৃষ্ণদ্বেষিগণের মত তাঁহার বিষ্ণুতে আবেশ ছিলনা, এবং শ্রীকৃষ্ণের মত শ্রীবিষ্ণুর সর্ব্বাকর্ষকত্ব-ধর্ম্ম না থাকাতে, বেণ রাজার শ্রীভগবানে আবেশের অভাব-জন্য মুক্তি হয় নাই।

পাতিশয়স্বভাবাৎ। অন্যত্র তু তথা স্বভাবো নাস্তীতি নাস্তি মুক্তি-দত্বম্। অতএব বেণস্যাপি বিষ্ণুদ্বেষিণস্তদ্বদাবেশাভাবান্মুক্ত্যভাব ইতি। অতএবোক্তম্ঃ—তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েদিতি। তস্মাদস্ত্যেব সর্বতোঽপ্যাশ্চর্য্যতমা শক্তিঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ইতি সিদ্ধম্। তদেবং বিরোধপরিহারেণ বিরুদ্ধার্থানামপ্যর্থানুকূল্যেন শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ং ভগবত্তমেব দৃঢ়ীকৃতম্। তত্র চ বেদান্তসূত্রাদাবপ্যেকস্য মহাবাক্যস্য নানাবাক্যবিরোধপরিহারেণৈব স্থাপনায়া দর্শনান্নাপ্যত্রৈবেদৃশমিত্যশ্রদ্ধেয়ম্। বাক্যানাং দুর্বলবলিত্বমেব বিচারণীয়ম্। ন তু বহ্বল্পতা। দৃশ্যতে চ লোকে একেনাপি যুদ্ধে

অতএব ৭।২।৩১ শ্লোকে শ্রীনারদ বলিয়াছেন "কাম, দ্বেষ, ভয়, স্নেহ ও ভক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করিবে।"

দ্বেষাদি দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ ঘটিলে মুক্তি লাভ হয়। অতএব, নিখিল শ্রীভগবৎস্বরূপ হইতে শ্রীকৃষ্ণে আশ্চর্য্যতমা শক্তি আছেই। আশ্চর্য্য-পদের অর্থ—যাহা অন্য শ্রীভগবৎ-স্বরূপে কখনও দৃষ্ট হয় না। তম-প্রত্যয়ের দ্বারা আরও তাহার বৈশিষ্ট্য সূচনা করিয়াছেন। তাঁহার স্বয়ং-ভগবত্তা সম্বন্ধে যে সকল বিরোধ ছিল, তৎসমুদয় পরিহৃত হইল এবং বিরুদ্ধবাক্য সকলেরও অর্থ-সঙ্গতি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তা দৃঢ়ীকৃত হইল।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তা-প্রতিপাদন-সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে যে, এক বাক্য দ্বারা বহুবিরোধিবাক্যের পরিহার-রীতি অন্যত্র আছে কি? সেই সংশয়-ছেদনের জন্য বলিতেছেন, বেদান্ত-সূত্রাদিতেও দেখা যায়, একমহাবাক্য দ্বারা নানাবাক্য-বিরোধ পরিহার করিয়া মহাবাক্যের অর্থ স্থাপন করা হইয়াছে। সুতরাং কেবল শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-বিচার-সম্বন্ধেই এই গ্রন্থে উক্ত রীতি অবলম্বন করা হইয়াছে বলিয়া কেহ অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে পারেনা। বাক্য সকলের দুর্ব্বলতা আর বলবত্তাই বিচারণীয়। বহুতা কিম্বা অল্পতা বিচার-যোগ্য নহে। জগতে যেমন দেখা যায়, পরাক্রমশালী এক ব্যক্তি যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সহস্র ব্যক্তিকেও পরাভব করে, শাস্ত্রবাক্য সম্বন্ধে তদ্রূপ বুঝিতে হইবে।

সহস্রপরাজয় ইতি। এবঞ্চ বহুবিরোধপরিহারেণৈব স্বস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণাখ্যে পরব্রহ্মণি সর্ববেদাভিধেয়ত্বমাহ—

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ। ইত্যস্য হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন। মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহমিতি ॥২৯॥

বিকল্প্য বিবিধং কল্পয়িত্বা অপোহ্যতে তত্তন্নিষেধেন সিদ্ধান্ত্যতে যত্তদহং শ্রীকৃষ্ণলক্ষণং বস্ত্বিতি ॥১১॥২১॥ শ্রীভগবান্ ॥২৯॥

তদেবং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যেতৎ প্রতিজ্ঞাবাক্যায় মহাবীর-

---

বিশেষতঃ আরও দেখা যায়, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বহুবিরোধ-নিরসন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্ম আপনাতেই, নিখিল বেদের বাচ্যত্বরূপ তাৎপর্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ সকল বেদের মুখ্য প্রতিপাদ্য যে শ্রীকৃষ্ণই, তাহা নিজ শ্রীমুখেই বলিয়াছেন।

১১।২১।৪২-৪৩ শ্লোকে শ্রীউদ্ধব-প্রতি,—"শ্রুতি, কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্য-সমূহ দ্বারা কি বিধান করিতেছে, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্য-সমূহ দ্বারা কি প্রকাশ করিতেছে, জ্ঞানকাণ্ডে বিকল্পদ্বারা কাহাকে স্থাপন করিতেছে, ইহা আমি ভিন্ন কেহই জানে না, কেবল আমি শ্রুতির অভিপ্রায় জানি। শ্রুতি আমাকেই বিধান করিতেছে, আমাকেই প্রকাশ করিতেছে, বিকল্প ও তৎপরিহার দ্বারা আমিই নিশ্চিত হইয়াছি।" বিকল্প অর্থাৎ নানারূপে কল্পনা করিয়া কল্পিত বস্তু সকলকে—ইহা ব্রহ্ম নয়, ইহা ব্রহ্ম নয়, এইরূপ—নিষেধ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-লক্ষণ আমিই পরব্রহ্ম, এই সিদ্ধান্ত করিতেছেন (১) ॥২৯॥

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই প্রতিজ্ঞা-বাক্য শ্রীমদ্ভাগবতে মহাবীর-রাজার

---

(১) এই শ্লোকের মর্ম্ম এই যে, বস্তু দুই প্রকারে মহৎ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হয়, স্বরূপে এবং গুণে। তন্মধ্যে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম স্বরূপে মহৎ বটে, কিন্তু, গুণাভাব আছে। শ্রীকৃষ্ণ, স্বরূপেও বিভু, গুণেও বিভু। দামবন্ধন-লীলা বিচার করিলেই ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। বেদ পরমব্রহ্ম-তত্ত্বই পরিচয় করাইতে প্রবৃত্ত। অতএব, সর্ব্বথা পরমব্রহ্ম-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণেই পর্য্যবসিত।

রাজায়েবাত্মনৈব নির্জিত্যাত্মসাৎকৃতবিরোধিশতার্থায়াপি শোভা-বিশেষেণ প্রেক্ষাবতামানন্দনার্থং চতুরঙ্গিনীং সেনামিবান্যামপি বচন-শ্রেণীমুপহরামি। তত্র তস্য লীলাবতারকর্ত্তৃত্বমাহ—

মৎস্যাশ্বকচ্ছপনৃসিংহবরাহহংসরাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতঃ ত্বং পাসীত্যাদি ॥৩০॥ স্পষ্টম্ ॥১০॥২॥ দেবাঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥৩০॥

তথা, সুরেষ্বিষ্বীশ তথৈবেত্যাদি ॥৩১॥ স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ১৪ ॥ ব্রহ্মা তম্ ॥৩১॥

ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। মহাবীর-রাজা যেমন বহুবিরোধীকে একাকী পরাভব করিয়া আত্মসাৎ করেন, তখন তাঁহার বিরোধী কেহ না থাকিলেও শোভাবিশেষ-দ্বারা দর্শকের আনন্দ-বর্দ্ধনার্থ, পদাতিক, অশ্বারোহী, রথারোহী গজারোহী—এই চতুরঙ্গিনী সেনা-পরিবৃত হইয়া দর্শন দান করেন, তদ্রূপ এই প্রতিজ্ঞা-বাক্য পরিভাষাহেতু বিরোধী বিবিধ বাক্যকে পরাভব করিয়া, তৎ-সমূহ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী কোন প্রমাণ না থাকিলেও যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বালোচনা করিবেন, তাঁহাদিগের আনন্দের জন্য উক্ত প্রতিজ্ঞা-বাক্য-রূপ মহারাজের চতুরঙ্গিনী-সেনাস্বরূপ অন্য বাক্য-শ্রেণীও উপহার দিতেছি।

চতুরঙ্গিনী-সেনারূপে কল্পিত বাক্যসমূহকে লীলাবতার-কর্ত্তৃত্ব, গুণাবতার-কর্ত্তৃত্ব, পুরুষাবতার-কর্ত্তৃত্ব এবং মহা বক্তা ও শ্রোতার শ্রীকৃষ্ণে তাৎপর্য্যরূপ চারিভাগে বিভক্ত করিয়া স্বীয় বাক্যের যাথার্থ্য দেখান যাইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের লীলাবতার-কর্ত্তৃত্ব।

তন্মধ্যে (চতুরঙ্গিনী-সেনারূপে কল্পিত বাক্যমধ্যে) শ্রীকৃষ্ণের লীলাবতার কর্ত্তৃত্ব, যথা—দেবগণ শ্রীদেবকী-গর্ভগত শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতেছেন :—

"আপনিই মৎস্য, অশ্ব (হয়গ্রীব) কচ্ছপ, বরাহ, নৃসিংহ, হংস, রাম, পরশুরাম, বামন প্রভৃতিরূপে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে পালন করেন।" এস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে মৎস্যাদি-অবতারের মূলরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।১॥২॥ ৩৪॥৩০॥

শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন, "হে প্রভো! হে বিধাতঃ! জন্মরহিত

তথা, বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে ইত্যাদি ॥৩২॥ স্পষ্টম্ ॥১০॥৮॥ গর্গঃ শ্রীব্রজেশ্বরম্ ॥৩২॥

এবং, যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিষ্বশরীরিণঃ ইত্যাদি ॥৩৩॥

হইয়াও আপনি দেব (বামন), ঋষি (পরশুরাম), মনুষ্য (শ্রীরাম), তির্য্যক (বরাহ, কচ্ছপ, নৃসিংহ),মৎস্য প্রভৃতিতে যে জন্ম গ্রহণ করেন ; তাহা কেবল অসাধু-দুর্জ্জনের নিগ্রহ এবং সাধুগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত।১০। ১৪।১৯॥৩১॥

শ্রীগর্গাচার্য্য শ্রীব্রজরাজকে বলিয়াছেন, "হে ব্রজরাজ ! তোমার পুত্রের গুণ-কর্ম্মানুরূপ বহু নাম ও রূপ আছে, যে সকল আমি জানিনা, অন্য ব্যক্তিও জানে না। এই স্থলে বহু নাম-রূপ আছে বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণই নানা অবতারের কারণ, তাহা ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন।১০।৮।১১॥৩২॥

"নল-কুবের মণিগ্রীব শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন,—তোমার অবতার সকল শরীরিদিগের মধ্যে আবির্ভূত হইলেও তাঁহারা অশরীরী এবং অনির্ব্বচনীয়, অতুলনীয় প্রভাব দ্বারা জগতে শ্রীভগবান্ বলিয়া বিদিত হয়েন।

শরীরিগণ-মধ্যে অবতীর্ণ শ্রীভগবান্ তোমাকে জানিবার পক্ষে ভবদীয় অনির্ব্বচনীয়-অসম্ভব অসমোর্দ্ধ প্রভাবই যেমন একটী হেতু, তেমন পরিচয়ের আর একটী হেতু এই যে, তুমি শরীরিদিগের মধ্যে আবির্ভূত হইলেও স্বয়ং অশরীরী। ভগবৎসন্দর্ভে শ্রীবিগ্রহের (শ্রীভগবদ্রূপের) স্বরূপত্ব-প্রদর্শন-প্রকরণের সঙ্গতি-জন্য উদ্ধৃত "নাতঃ পরং পরম যদ্ ভবতঃ স্বরূপং" ইত্যাদি ৩।৯।৩ শ্লোকে ব্রহ্মা শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছেন, "হে পরম ! আপনার রূপ হইতে স্বরূপ ভিন্ন নয়," ইত্যাদি দ্বারা দেখান হইয়াছে, জীবের ন্যায় শ্রীভগবানে দেহ-দেহী-ভেদ নাই, রূপই তাঁহার স্বরূপ। এবং এইটীই স্বরূপ-শক্তির মুখ্য বৈচিত্র্য—যে বৈচিত্র্য-হেতুক কেবল অনুভব ও কেবল আনন্দ স্বরূপ অদ্বয়-তত্ত্ব-বস্তু মূর্ত্ত রূপে অভিব্যক্ত হয়েন। 'শরীর ইহার আছে' এই অর্থে ইন্ প্রত্যয় হইয়া শরীরী-শব্দ নিষ্পন্ন হয়। শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে ইন্ প্রত্যয়ের মুখ্যার্থ-(ইহার আছে) নিষেধের জন্য শরীরিশব্দের উত্তর নঞ (অ) যোগ করা হইয়াছে। ইন্ প্রত্যয় ও মতুপ প্রত্যয়ের এক প্রকার অর্থ বলিয়া মূলে (সন্দর্ভে) মত্বর্থীয়

শরীরিদ্বশরীরিণ ইত্যপি জ্ঞানে হেতুগর্ভবিশেষণম্। শরীরিষু মধ্যেঽপ্যবতীর্ণস্য সতঃ স্বয়মশরীরিণঃ। নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপমিত্যাদিদ্বিতীয়সন্দর্ভোদাহরণপ্রঘট্টকদৃষ্ট্যা জীববদ্দেহদেহিপার্থক্যাভাবেন মুখ্যমত্বর্থাভাবাৎ ॥১০॥১০॥ যমলার্জুনৌ শ্রীভগবন্তম্ ॥৩৩॥

অপরঞ্চ, যৎপাদপঙ্কজরজঃ শিরসা বিভর্ত্তি শ্রীরব্জজঃ সগিরিশঃ সহ লোকপালৈঃ। লীলাতনূঃ স্বকৃতসেতুপরীপ্সয়া যঃ কালে দধৎ স ভগবান্ মম কেন তুষ্যেৎ ॥৩৪॥ স্পষ্টম্ ॥১০॥৫৮॥ নগ্নজিচ্ছ্রীভগবন্তম্ ॥৩৪॥

পরঞ্চ, নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে। যো ধত্তে সর্ব্বভূতানামভবায়োশতীঃ কলাঃ ॥৩৫॥

টীকা চ—নম ইতি শ্রীকৃষ্ণাবতারতয়া নারায়ণং স্তৌতি। এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যুক্তেরিত্যেষা। অতএব

এই কথা লিখিত আছে। মতুর মুখ্যার্থ নিষেধ বলায়, অর্থের সম্যক্ নিষেধ হইল না। মুখ্যার্থ স্বীকার করিলে স্বরূপ এবং শরীর—দুইএর পৃথক অস্তিত্ব স্বীকৃত হইত। মুখ্যার্থ-নিষেধে স্বরূপ হইতে স্বতন্ত্র শরীর নিষিদ্ধ হইয়া স্বরূপভূত শ্রীবিগ্রহ স্বীকৃত হইল ॥৩৩॥

নগ্নজিৎ-মহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন "লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, মহেশ্বর—ইহারা লোকপালগণের সহিত যাঁহার শ্রীচরণ-রেণু মস্তকে ধারণ করেন, এবং যিনি স্বীয়কৃত জগৎ-সেতু, অর্থাৎ ধর্ম্মমর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত যথাকালে লীলাবিগ্রহ প্রকট করেন, সেই ভগবান্ আমার প্রতি কিসে পরিতুষ্ট হইবেন? অর্থাৎ আমার এমন কিছু নাই, যাহা দ্বারা তাঁহাকে তুষ্ট করিতে পারি।" ১০।৫৮।২৪ এই শ্লোকেও দেখান হইয়াছে, সমুদয় লীলাবতার শ্রীকৃষ্ণ হইতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন।৩৪

দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন, "সেই অমলকীর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি; যিনি সর্ব্বভূতের সংসার-মোচনের জন্য কমনীয় কলাবতার-সকলকে প্রকট করেন।"১০।৮৭।৪০

তচ্ছ্রবণানন্তরং তস্মা এব নমস্কারাৎ শ্রুতিস্তু তাবপি শ্রীকৃষ্ণ এব স্তুত্য ইত্যায়াতম্। তথৈব শ্রুতিভিরপি নিভৃতমরুন্মনোজ্ঞেত্যাদি-পদ্যে নিজারিমোক্ষপ্রদত্বাদ্যসাধারণলিঙ্গেন স এব ব্যঞ্জিতঃ ॥১০॥৮৭॥ স্পষ্টম্। শ্রীনারদঃ ॥৩৫॥

তথা গুণাবতারকর্ত্তৃত্বমাহ—

ইত্যুদ্ধবেনাভ্যনুরক্তচেতসা পৃষ্টো জগৎক্রীড়নকঃ স্বশক্তিভিঃ।
গৃহীতমূর্ত্তিত্রয় ঈশ্বরেশ্বরো জগাদ সপ্রেমমনোহরস্মিতঃ ॥৩৬॥

শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা, "শ্রীকৃষ্ণেরই অবতাররূপে নারায়ণকে স্তব করিয়াছেন, কারণ "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" নিখিল-অবতার পুরুষের অংশ এবং কলা, শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ ইতি। শ্রীস্বামিচরণের এইপ্রকার ব্যাখ্যা হইতে প্রতীত হইতেছে, নারদ শ্রীনারায়ণের নিকট হইতে শ্রুতি-স্তব শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিলেন বলিয়া শ্রুতি স্তুতিতেও শ্রীকৃষ্ণই মুখ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। তদ্রূপ শ্রুতিগণও ১০।৮৭।১৯ "নিভৃত মরুন্মনঃ" ইত্যাদি পদ্যে (১) নিজ শত্রুগণের মোক্ষদাতা-রূপে স্তুত্যকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই নিজারিমোক্ষ-দাতৃত্বরূপ অসাধারণ চিহ্ন শ্রীকৃষ্ণেই বর্ত্তমান আছে, অতএব শ্রীকৃষ্ণই সেই শ্রুতিগণের স্তবের বিষয় ॥৩৫॥

শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতার-কর্ত্তৃত্ব।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতার-কর্ত্তৃত্ব দেখান হইতেছে। "জগৎ যাঁহার ক্রীড়নক, যিনি নিজ শক্তি অর্থাৎ অংশাবেশ এবং বিভূতি দ্বারা বিষ্ণু, শিব ব্রহ্মা—এই মূর্ত্তিত্রয় প্রকাশ করেন, সেই ঈশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে অনুরক্ত চিত্ত উদ্ধব

---

(১) "নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষ দৃঢ়যোগ-যুজো হৃদি।
যন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ ॥

প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়-সংযম পূর্ব্বক দৃঢ় যোগযুক্ত মুনিগণ আপনার যে তত্ত্ব-হৃদয়ে উপাসনা করেন, শত্রুগণ অনিষ্ট-চেষ্টায় আপনার স্বরূপ স্মরণ করিয়া সেই স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

স্পষ্টম্। অত্র অজানতাং ত্বৎপদবীমিত্যুদাহৃতং বচনমপ্যনুসন্ধেয়ম্। ১১।২৯।। শ্রীশুকঃ ।।৩৬।।

অথ পুরুষাবতারকর্ত্তৃত্বমপ্যাহ—

ইতি মতিরূপকল্পিতা বিতৃষ্ণা ভগবতি সাত্বতপুঙ্গবে বিভূম্নি।
স্বসুখমুপগতে ক্বচিদ্বিহর্ত্তুং প্রকৃতিমুপেয়ুষি যদ্ভবপ্রবাহঃ ।।৩৭।।

কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রীতির সহিত মনোহর হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন" ১১।২৯।৭।। এই শ্লোকে দেখান হইল, ব্রহ্মা বিষ্ণু, শিব—এই গুণাবতার-ত্রয়ের আবির্ভাব শ্রীকৃষ্ণেরই কর্ত্তৃত্ব। ব্রহ্ম-স্তবেও ইহা উক্ত হইয়াছে,—ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন "যাহারা আপনার স্বরূপ জানে না, তাহাদের নিকট আপনি স্বতন্ত্র রূপে মায়া বিস্তার করিয়া প্রকাশ পাইয়াছেন। যেমন সৃষ্টিতে ব্রহ্মা, পালনে বিষ্ণু এবং সংহারে ত্রিলোচন রূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়েন। ১০।১৪।১৯ এই শ্লোকেও গুণাবতারের মূল কর্ত্তৃত্ব শ্রীকৃষ্ণেই প্রদর্শিত হইয়াছে ।।৩৬।।

শ্রীকৃষ্ণের পুরুষাবতার-কর্ত্তৃত্ব।

শ্রীকৃষ্ণের পুরুষাবতার-কর্ত্তৃত্ব,—শ্রীভীষ্মদেব শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছেন,—"বিবিধ-ধর্ম্মাদি-উপায় দ্বারা মনোধারণ-রূপা বিষয়রাগ-রহিতা যেমতি, অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা-বুদ্ধিকে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা সাত্বত-শ্রেষ্ঠ পরম-মহত্ত্ব-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করিলাম, ইনি সর্ব্বদা স্বরূপভূত পরমানন্দে পূর্ণ হইয়াও কদাচিৎ ক্রীড়া-নিমিত্ত প্রকৃতিকেও অঙ্গীকার করেন (১)। তখন প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি-পরম্পরা প্রকাশ পাইয়া থাকে। ১।৯।২৯।। এই শ্লোকের শ্রীধর-স্বামিপাদের টীকার মর্ম্ম,—পরম-ফলরূপা শ্রীকৃষ্ণে রতি প্রার্থনা করিবার জন্য প্রথমতঃ শ্রীভীষ্ম নিজ কৃত সমুদয় অর্পণ করিতেছেন ইহা শ্লোকোক্ত "ইতি" শব্দের তাৎপর্য্য। শ্লোকোক্ত "বিভূম্নি"-শব্দার্থ, বিগত

---

(১) যেমন ক্রীড়া-মাত্র-স্বভাব বালক,জড় কলা-গাছের ডাঁটাকেও ঘোড়ার মত করিয়া খেলা করে; তেমনি লীলাবিগ্রহ শ্রীভগবান্, জড়া প্রকৃতিকেও নিজ ঈক্ষণ প্রভাবে চিদ্ধর্ম্মান্বিত করিয়া থাকেন।

টীকা চ—পরমফলরূপাং শ্রীকৃষ্ণরতিং প্রার্থয়িতুং প্রথমং স্বকৃত-মর্পয়তি ইতীতি। বিগতো ভূমা যস্মাত্তস্মিন্ যমপেক্ষ্যান্যস্য মহত্ত্বং নাস্তীত্যর্থঃ। তদেব পারমৈশ্বর্য্যমাহ, স্বসুখং স্বরূপভূতং পরমানন্দ-মুপগতে প্রাপ্তবত্যেব। ক্বচিৎ কদাচিদ্বিহর্ত্তুং ক্রীড়িতুং প্রকৃতি-মুপেয়ুষি স্বীকৃতবতি ন তু স্বরূপতিরোধানেন জীববৎ পারতন্ত্র্য-মিত্যর্থঃ। বিহর্ত্তুমিত্যুক্তং প্রপঞ্চয়তি যদ্যতো ভবপ্রবাহঃ সৃষ্টি-পরম্পরা ভবতীত্যেষা ॥১॥৯॥ভীষ্মঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥৩৭॥

অতএব, ভবভয়মপহর্ত্তুমিত্যাদৌ তস্যাদিপুরুষত্বং শ্রেষ্ঠত্বমপ্যাহ —পুরুষমৃষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোঽস্মীতি ॥৩৮॥

কৃষ্ণেতি সংজ্ঞা যস্যেতি মূর্ত্ত্যন্তরং নিষিধ্যতে। তন্মূর্ত্তের্নমস্ক্রিয়-

---

হইয়াছে ভূমা যাহা হইতে, অর্থাৎ যাহা হইতে অন্য কেহ মহৎ নাই। যে পরমৈশ্বর্য্য দ্বারা তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহাতে সেই পরমৈশ্বর্য্যের স্থিতি জ্ঞাপন জন্য বলিলেন, "স্বসুখং" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপভূত-পরমানন্দ-প্রাপ্ত। কখনও ক্রীড়া করিবার জন্য প্রকৃতিকে স্বীকার করেন,—জীবের ন্যায় স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া মায়া-পরতন্ত্র রূপে নহে। তাঁহার সেই ক্রীড়া বিবৃত করিতেছেন—যাহা হইতে ভবপ্রবাহ অর্থাৎ সৃষ্টি-পরম্পরা হইয়া থাকে।

শ্রীভগবান্ প্রকৃতিতে অবতীর্ণ হইয়া মহাবিষ্ণু, গর্ভোদশায়ী (পদ্মনাভ), ক্ষীরোদশায়ী (বিষ্ণু) এই তিন পুরুষাবতার-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। "প্রকৃতি-মুপেয়ুষি" প্রকৃতিকে অঙ্গীকার করেন, এই কথা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ উক্ত পুরুষাবতার-ত্রয়ের আবির্ভাব-কর্ত্তা, তাহা স্থির হইল ॥৩৭॥

অতএব———শ্রীকৃষ্ণ হইতেই পুরুষাবতারের আবির্ভাব হয়। এই জন্য শ্রীশুকদেব শ্রীকৃষ্ণের আদি-পুরুষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন--"যিনি পুরুষ-শ্রেষ্ঠ, যিনি আদ্য এবং যিনি কৃষ্ণসংজ্ঞ, তাঁহাকে নমস্কার করি (১)। ১১।২৯।৪৮। কৃষ্ণ এই সংজ্ঞা (নাম) যাঁহার, তিনি কৃষ্ণ-সংজ্ঞ।

---

(১) ভবভয়মপহর্ত্তুং জ্ঞানবিজ্ঞানসারং নিগমকৃদুপজহ্রে ভৃঙ্গবদ্বেদসারং। অমৃতমুদধিতশ্চাপায়য়দ্ভৃত্যবর্গান্ পুরুষমৃষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোঽস্মি" ॥

অর্থ,—নিখিল বেদাবির্ভাব-কর্ত্তা যে শ্রীভগবান্, ভ্রমর যেরূপ নিখিল

ণাণত্বেন চ নিত্যসিদ্ধত্বং দর্শ্যতে। অত্রৈব টীকাকৃদ্ভিরপি তং বন্দে পরমানন্দং নন্দনন্দনরূপিণমিত্যুক্তম্ ॥১১॥২৯॥ শ্রীশুকঃ ॥৩৮॥

তদেবং, জগৃহে ইত্যাদিপ্রকরণে যং স্বয়মুৎপ্রেক্ষিতং তচ্ছ্রীস্বামিসম্মত্যা দৃঢ়ীকৃতম্। পুনরপি তৎসম্মতিরভ্যস্যতে যথা—

শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যত্ব।

লীলা অপ্রকট হইলেও তিনি কৃষ্ণ সংজ্ঞ হইয়া বিহার করেন, এজন্য তখন তাঁহার অন্যমূর্ত্তি-গ্রহণ নিষিদ্ধ হইল। যখন শ্রীশুকদেব নমস্কার করেন, তখন লীলা অপ্রকট হইয়াছেন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিকে নমস্কার করিয়া শ্রীশুকদেব শ্রীকৃষ্ণরূপে নিত্যস্থিতি দেখাইয়াছেন। শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ প্রকাশ করিয়াছেন,—

যেনানুকম্পিতবিশ্বমুদ্ধব-প্রশ্ননির্ণয়ৈঃ।
তং বন্দে পরমানন্দং নন্দনন্দনরূপিণং ॥

"উদ্ধবের প্রশ্ন-নির্ণয় করিয়া (প্রশ্নের উত্তর দান করিয়া) যিনি জগৎকে অনুগৃহীত করিয়াছেন, সেই নন্দনন্দনরূপী পরমানন্দ শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি" এই বাক্যে শ্রীস্বামিপাদ যে সময় টীকা প্রণয়ন করেন, তৎকালে নন্দনন্দনরূপে বর্ত্তমান না থাকিলে সেই রূপকে প্রণাম করা বৃথা, সুতরাং তদীয় বাক্যেও শ্রীনন্দনন্দনরূপে নিত্যস্থিতি নিশ্চিত হইল ॥৩৮॥

এইরূপে 'জগৃহে' ইত্যাদি-প্রকরণে অর্থাৎ পরমাত্মার স্বরূপ-নির্ণয় প্রসঙ্গে বিচারিত বিষয় (শ্রীভগবান্ হইতে পুরুষাবতারের প্রকটন-সিদ্ধান্ত) শ্রীস্বামি-

---

কুসুম-সার মধু সংগ্রহ করে, সেইরূপ সংসার হইতে নিবৃত্তি লাভের উপায়-রূপ নিখিল বেদের সার যে জ্ঞান-বিজ্ঞান, তাহার সার-রূপ শ্রীভগবদ্ভক্তি-সুধা উদ্ধার করতঃ নিবৃত্তি-মার্গে বর্ত্তমান ভক্তগণকে পান করাইয়াছিলেন, এবং জরা-রোগাদি নিমিত্ত ভয়াতুর ভোগমাত্রৈকলক্ষ্য প্রবৃত্তিমার্গে বর্ত্তমান দেবগণকে যিনি সমুদ্র মন্থন করিয়া সুধা উদ্ধার করতঃ মোহিনী-রূপে আস্বাদন করাইয়াছিলেন, সেই আদ্য অর্থাৎ সর্ব্ব-কারণ পুরুষ-শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণসংজ্ঞ শ্রীভগবানকে নমস্কার করি।

শ্রুত্বাজিতং জরাসন্ধং নৃপতের্ধ্যায়তো হরিঃ।
আহোপায়ং তমেবাদ্য উদ্ধবো যমুবাচ হ ॥৩৯।

টীকা চ—আদ্যো হরিঃ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যেষা ॥১০॥৭২॥ শ্রীশুকঃ ॥৩৯॥

কিঞ্চ, অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে প্রাপ্স্যামীত্যাদি ॥৪০॥

অংশভাগেনেত্যত্র পূর্ণতোচিতমেবার্থং বহুধা যোজয়দ্ভির্মধ্যে অংশেন পুরুষরূপেণ মায়য়া ভাগো ভজনমীক্ষণং যস্য তেনেতি চ

পাদের সম্মতি দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হইল। পুনর্ব্বার তদীয় (শ্রীস্বামিপাদের) সম্মতির অভ্যাস (১) দ্বারা দেখান যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাবতারী, সর্ব্বাশ্রয়, পুরুষোত্তম, স্বয়ং ভগবান্। যথা—

"সমস্ত রাজগণ পরাজিত হইয়াছে, কেবল জরাসন্ধ হয় নাই, ইহা শুনিয়া রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত চিন্তিত হইলে, পূর্ব্বে উদ্ধব যে উপায় বলিয়াছিলেন, আদ্য হরি সেই উপায় উপদেশ প্রদান করিলেন।" ১০।৭২।১৪। এই শ্লোকের শ্রীস্বামিটীকা—আদ্য হরি—শ্রীকৃষ্ণ ইতি ॥৩৯॥

আরও শ্রীভগবান্ যোগমায়াকে বলিয়াছেন, "হে শুভে! অনন্তর আমি

---

(১) অভ্যাস তাৎপর্য্য-নির্ণয়ের ষড়্বিধ-উপায়মধ্যে অন্যতম উপায়। তৎসমুদয় যথা—

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতাফলম্।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে ॥

উপক্রমোপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্ব ফল, অর্থবাদ, উপপত্তি-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ের ছয়টী লিঙ্গ।

প্রকরণপ্রতিপাদ্যস্য বস্তুনঃ তন্মধ্যে পৌনঃপুন্যেন প্রতিপাদনমভ্যাসঃ।

প্রকরণ-প্রতিপাদ্য বস্তুর প্রকরণ-মধ্যে পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদনের নাম অভ্যাস।
—বেদান্তসার।

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তা-প্রতিপাদন শ্রীস্বামিপাদের অভিমত, এই জন্য তিনি তদনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ব্যাচক্ষাণৈরন্তে সর্বথা পরিপূর্ণরূপেণেতি বিবিক্ষিতং, কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যুক্তত্বাৎ, ইত্যেবং হি তৈর্ব্যাখ্যাতম্ ॥১০॥২॥ শ্রীভগবান্ যোগমায়াম্ ॥৪০॥

এবং—যস্যাংশাংশাংশভাগেন বিশ্বোৎপত্তিলয়োদয়াঃ। ভবন্তি কিল বিশ্বাত্মংস্তং ত্বাদ্যাহং গতিং গতা ॥৪১॥

টীকা চ—যস্যাংশঃ পুরুষস্তস্যাংশো মায়া তস্যা অংশা গুণাস্তেষাং ভাগেন পরমাণুমাত্রলেশেন বিশ্বোৎপত্ত্যাদয়ো ভবন্তি তং

অংশ-ভাগদ্বারা দেবকীর পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইব, এবং তুমি নন্দ-পত্নী যশোদাতে হইবে।" (১) ১০।২।২৬

শ্লোকোক্ত "অংশভাগেন" এই পদে শ্রীকৃষ্ণাবতারের পূর্ণতা-প্রকাশক বহুপ্রকার অর্থ শ্রীস্বামিপাদ যোজনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটী অর্থ,—"অংশ পুরুষরূপদ্বারা মায়ার প্রতি ভাগ—ভজন—ঈক্ষণ যাঁহার, সেই স্বরূপে আবির্ভূত হইব। এইরূপ ছয় প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া পরে বলিয়াছেন "সর্ব্বথা পরিপূর্ণ রূপে আবির্ভূত হইব।" এই কথা বলিবার অভিপ্রায়ে শ্রীভগবান্ "অংশ-ভাগেন" এই পদ প্রয়োগ করিয়াছেন; কারণ "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এস্থলে তিনি (স্বামিপাদ) শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাবতারকর্ত্তৃত্ব-সূচক ব্যাখ্যা করিলেন ॥৪০॥

আর শ্রীদেবকী-দেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন,—"হে বিশ্বাত্মন্! হে আদ্য! যাঁহার অশাংশ-ভাগদ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি বিলয় ঘটে, আমি সেই তোমার শরণ লইলাম।" ১০।৮৫।২৬

শ্রীস্বামিটীকা,—যাঁহার অংশ পুরুষ, পুরুষের অংশ মায়া, মায়ার অংশ ত্রিগুণ, (সত্ত্ব রজঃ তমঃ)। ত্রিগুণের ভাগে পরমাণুমাত্র-লেশ দ্বারা বিশ্বের উৎপত্তি প্রভৃতি হইয়া থাকে, আমি সেই তোমার শরণ লইলাম। দেবকী দেবী

---

(১) অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে।
প্রপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি ॥

ত্বা ত্বাং গতিং শরণং গতাস্মীত্যেষা ॥১০॥৮৫॥ শ্রীদেবকী ভগবন্তম্ ॥৪১॥

যথা চ—নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্বদেহিনামিত্যাদৌ নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাদিতি ॥৪২॥

টীকা চ—নরাদুদ্ভূতা যেঽর্থাঃ তথা নরাজ্জাতং যজ্জলং তদয়নাদ্ যো নারায়ণঃ প্রসিদ্ধঃ সোঽপি তবাঙ্গং মূর্ত্তিরিত্যেষা। অত্র স তবাঙ্গং ত্বং পুনরঙ্গীত্যসৌ তু বিশদোঽর্থঃ। ন তু স্তুতিমাত্রমিদম্। দৃষ্ট্বাঘাসুরমোক্ষণং প্রভবতঃ প্রাপ্তঃ পরং বিস্ময়মিত্যুক্তরীত্যা ক্বচিদপ্যবতার্য্যবতারান্তরেষু তাদৃশস্যাপি মোক্ষমদৃষ্টচরং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং

এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বাংশী বলিয়াছেন—এই অর্থ প্রকাশ করা টীকাকারের অভিমত ॥৪১॥

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন,—"হে অধীশ! আপনি কি নারায়ণ নহেন? আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, আপনিই নারায়ণ, কারণ আপনি সর্ব্বদেহীর আত্মা (তৃতীয় পুরুষ), অখিল-লোক-সাক্ষী (দ্বিতীয় পুরুষ), এবং নরসম্ভূত যে চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব ও জল (কারণার্ণব) তৎসমুদয়ের আশ্রয় (প্রথম পুরুষ); কিন্তু এই প্রথম পুরুষরূপ নারায়ণ আপনি নহেন। ইনি আপনার অঙ্গ অর্থাৎ অংশ, আপনি তাঁহার অংশী। অতএব সেই রূপ মায়া অর্থাৎ মায়িক নহে।" ১০।১৪।১৪

শ্রীস্বামিটীকা—"নর হইতে উৎপন্ন যে সকল অর্থ (চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব) তদ্রূপ নর হইতে উৎপন্ন জল তৎসমুদয় আশ্রয় করিয়া আছেন বলিয়া নারায়ণ নামে যিনি প্রসিদ্ধ, তিনি (প্রথম পুরুষ) আপনার অঙ্গ অর্থাৎ মূর্ত্তি" ইতি। টীকায় তিনি "(নারায়ণ) আপনার অঙ্গ" "এই কথা বলায়, "আপনি (শ্রীকৃষ্ণ) তাঁহার (নারায়ণের প্রথম পুরুষের) অঙ্গী" এই বিশদ অর্থ প্রতীত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণকে মূল নারায়ণরূপে নির্দ্দেশ করা, স্তুতিমাত্র নহে, যথার্থ। তাহার হেতু নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

ব্রহ্মা অঘাসুর-মোক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব প্রভাব দেখিয়া বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কোন অবতার বা অবতারী কর্ত্তৃক অঘাসুরের মত জনের মোক্ষ-

প্রাপ্তবান্ ব্রহ্মা। দ্রষ্টুং মঞ্জুমহিত্বমন্যদপি তদ্বৎসানিতো বৎসপান্ নীত্বান্যত্র কুরুদ্বহান্তরদধাদিত্যুক্তরীত্যা তস্যাপরমপি মাহাত্ম্যং দিদৃক্ষুস্তথা মাহাত্ম্যং দদর্শেতি প্রকরণসারস্যেনাপি লব্ধম্। ন চাপরমাহাত্ম্যদর্শনং সম্ভাবনামাত্রম্। তাবৎ সর্বে বৎসপালাঃ পশ্যতোঽজস্য তৎক্ষণাৎ। ব্যদৃশ্যন্ত ঘনশ্যামাঃ পীতকৌষেয়বাসসঃ॥ ইত্যাদিনা শক্তিভিরজাদ্যাভিরৈশ্বর্য্যৈরণিমাদ্যৈশ্চতুর্বিংশতিসংখ্যতত্ত্বৈর্ম-

---

প্রাপ্তি ঘটে নাই, ইহাই বিস্ময়ের কারণ। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের অপর মনোহর মহিমা দর্শনের জন্য বৎস ও শ্রীকৃষ্ণের সখা বৎসপালগণকে অপহরণ করিয়া মায়া-শয়নে শায়িত রাখেন। ব্রহ্মমোহন লীলার এই সংবাদ হইতে প্রতীত হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের অপর মহিমা দর্শনেচ্ছু ব্রহ্মা মনোহর মহিমা দর্শন করিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিয়াছেন। প্রকরণ-সঙ্গতি হইতে ইহা পাওয়া যাইতেছে।

অঘাসুর-মোক্ষণ-দর্শনে বিস্ময়-প্রাপ্তির কারণ দুইটী। এক মূর্ত্তিমান অঘও মুক্তিলাভ করিল; দ্বিতীয় কারণ, যত যত সিদ্ধ মহাত্মাগণ মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কে কোথায় মুক্তি পাইল না পাইল, তাহার সাক্ষী কেহই নাই; অঘাসুর যে মুক্তি পাইল, ইহা সাড়ে তেত্রিশকোটী দেবতা সাক্ষাৎ দর্শন করিলেন। পরমাণু-তত্ত্ব হইতেও জীবতত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম। সেই জীবস্বরূপ সকলের নয়ন-গোচর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রবেশ করিল। ইহা শ্রীব্রহ্মা সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া চমকিত হইয়া, নিজ প্রভুর অন্য-মাধুর্য্য-সংবলিত পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য দর্শনে লালসাযুক্ত হইয়াছিলেন; এবং সেই লালসায় বিবেকশূন্য হইয়া নিখিল মায়াবীগণের পরমারাধ্য নিজ প্রভুর প্রতিও মায়া বিস্তার করতঃ, সখা ও বৎসগণকে হরণ করেন। ঐ পূর্ব্বোক্ত মহিমা-দর্শনের লালসা কেবলমাত্র সঙ্কল্পরূপে হৃদয়ে ছিল, তাহা নহে, ভক্তবৎসল শ্রীগোবিন্দ নিজ দাসের দৌরাত্ম্য খণ্ডন করতঃ অভিলষিত অসমোর্দ্ধ্ব মাধুর্য্য-পূর্ণ ঐশ্বর্য্য রাশি সাক্ষাৎ দেখাইয়াছিলেন। সেই ঐশ্বর্য্য কি, তাহাই বিবৃত হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।১৩ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, ব্রহ্মার সমক্ষেই তৎক্ষণাৎ সমস্ত বৎস-পালক, পীত-কৌষেয় বসন পরি-

হৃদাদিভিঃ তৎসহকারিভিঃ কালস্বভাবাদ্যৈস্তৎসম্ভূতৈর্ব্রহ্মাণ্ডৈস্তদন্তর্ভূতস্রষ্টৃভির্ব্রহ্মাদিভির্জীবৈশ্চ স্তম্বপর্য্যন্তৈঃ পৃথক্ পৃথগুপাসিতাস্তাদৃশব্রহ্মাণ্ডেশ্বরকোটয়ঃ শ্রীকৃষ্ণেনৈব তত্তদংশাংশেনাবির্ভাব্য ব্রহ্মাণং প্রতি সাক্ষাদেব দর্শিতা ইতি হ্যুক্তং তদীদৃশমেব কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যত্রাবিষ্কৃতসর্বশক্তিত্বাদিত্যেতৎ স্বামিব্যাখ্যানস্যাসাধারণং বীজং ভবেৎ বিশ্বরূপদর্শনাদীনাং তত্তদ্ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামিপুরুষাণামেকতরেণাপি শক্যত্বাৎ। তস্মাৎ বিরাট্পুরুষয়োরিব পুরুষভগবতোরপি জগৃহে পৌরুষং রূপমিত্যাদাবুপাসনার্থমেব তৈরভেদব্যাখ্যা

ধান করিয়া চতুর্ভুজ ঘনশ্যাম মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইলেন; শুধু তাহা নহে, সকলেই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অজাদি (প্রকৃতি) শক্তি, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, মহদাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, তৎসমুদয় দ্বারা উৎপন্ন ব্রহ্মাণ্ডঃ, ব্রহ্মাণ্ডান্তর্ভূত সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাদি, তাহাদের (সৃষ্টি) সহকারী কাল-স্বভাব প্রভৃতি, জীব এবং স্তম্ব পর্য্যন্ত সকল দ্বারা উপাসিত হইতেছেন। এইরূপ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তদীয় বৎসপালরূপ অংশে আবির্ভূত হইয়া, ব্রহ্মার নয়ন-গোচর হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে আপনা হইতে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডাধিপতিকে দেখাইয়াছিলেন, তাহাই শ্রীধরস্বামিপাদের "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই ব্যাখ্যার কারণ হইয়াছিল, অর্থাৎ ব্রহ্মমোহনে প্রকটিত উক্ত ঐশ্বর্য্য দ্বারা শ্রীস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বশক্তির আবিষ্কার অনুভব করিয়াছেন। বিশ্বরূপ-প্রদর্শন শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তার পরিচায়ক নহে, তাহা শ্রীকৃষ্ণ হইতেই প্রকাশিত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামীর যে কেহই দেখাইতে পারেন। এইজন্য শ্রীস্বামিপাদ "জগৃহে পৌরুষং রূপং" ইত্যাদি শ্লোকের টীকায়, উপাসনার জন্য বিরাট এবং পুরুষের ন্যায়, পুরুষ ও ভগবানের অভেদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ নবীন উপাসকের প্রতি পাতাল-পাদাদিরূপে বিরাটকে (বিশ্বকে) পুরুষরূপে কল্পনা করিয়া উপাসনা করার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। তদ্রূপ উপাসনার জন্য মহদাদি-তত্ত্ব সমন্বিত পুরুষ (প্রথম পুরুষ)-রূপের সহিত শ্রীভগবদ্রূপকে অভিন্নরূপে বর্ণন করা হইয়াছে।

কৃতেতি গম্যতে। বস্তুতস্তু পরমাশ্রয়ত্বেন শ্রীকৃষ্ণ এব তৈরঙ্গীকৃতোঽস্তি। যথা, বিশ্বসর্গবিসর্গাদিনবলক্ষণলক্ষিতম্। শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ। দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্। ক্রীড়দ্ যদুকুলাম্ভোধৌ পরানন্দমুদীর্য্যতে ইতি। যদ্যন্যেষামপি পরমাশ্রয়ত্বং তন্মতং তদা দশম ইত্যনর্থকং স্যাৎ। তস্মান্নারায়ণোঽঙ্গমিতি যুক্তমুক্তম্ ॥১০॥১৪॥ ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণম্ ॥৪২॥

কিন্তু ভগবদ্রূপ মহদাদি-সমন্বিত পুরুষ হইতে অন্যবিধ কোটি কোটি রূপ ব্রহ্মা যখন দর্শন করিতেছিলেন, তখনও তাহাদিগ হইতে স্বতন্ত্ররূপে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছিলেন (১)। শ্রীস্বামিপাদের অভিপ্রায় বিচার করিলে বুঝা যায়, বাস্তবিক পক্ষে শ্রীকৃষ্ণকেই তিনি পরমাশ্রয়রূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন। যথা,—বিশ্ব, সর্গ, বিসর্গ প্রভৃতি নব-লক্ষণ দ্বারা যিনি লক্ষিত হইতেছেন, সেই পরধাম শ্রীকৃষ্ণাখ্য জগদ্ধামকে নমস্কার করি। ২)

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে সেই মুখ্য আশ্রয়তত্ত্ব সর্ব্বাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। তিনি যদুকুলরূপ সাগরের চন্দ্রস্বরূপে পরমানন্দ বিস্তার করিতেছেন। যদি অন্য কোন ভগবৎ-স্বরূপের পরমাশ্রয়ত্ব শ্রীস্বামিপাদের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে, "দশমস্কন্ধে আশ্রয়তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছেন" এই বাক্য বৃথা হইত। অতএব, নারায়ণ অঙ্গ অর্থাৎ অংশ, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অংশী—এই ব্যাখ্যা সঙ্গত হইয়াছে ॥৪২॥

---

(১) ১।৩।১ শ্লোকের শ্রীস্বামিটীকা—মহদাদিভির্মহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রৈঃ সম্ভৃতং সুনিষ্পন্নং ।একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চমহাভূতানি ইতি ষোড়শকলা অংশা যস্মিন্ তৎ। যদ্যপি ভগবদ্বিগ্রহো নৈবম্ভূতঃ তথাপি বিরাড়্জীবান্তর্য্যামিনো ভগবতো—বিরাড় উপাসনার্থমেবমুক্তমিতি।

(২) "অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥"

সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি, আশ্রয়—এই দশ লক্ষণ। যিনি সর্ব্বথা-নিরপেক্ষ-সত্তাক—তিনি মুখ্য আশ্রয় তত্ত্ব।

অবতারপ্রসঙ্গেঽপি তথৈব স্পষ্টম্—

গিরং সমাধৌ গগনে সমীরিতাং নিশম্য বেধাস্ত্রিদশানুবাচ হ।
গাং পৌরুষীং মে শৃণুতামরাঃ পুনর্বিধীয়তামাশু তথৈব মাচিরম্॥
পুরৈব পুংসাবধৃতো ধরাজ্বরো ভবদ্ভিরংশৈর্যদুষূপজন্যতাম্। স যাবদুর্ব্যা ভরমীশ্বরেশ্বরঃ স্বকালশক্ত্যা ক্ষপয়ংশ্চরেদ্ভুবি॥ বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ। জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ॥৪৩॥

পৌরুষীং পুরুষেণ স্বয়মেবোক্তাং গাং বাচম্। পুরুষস্যৈব বাচমনুবদতি পুরৈবেতি। পুংসা আদিপুরুষেণ স্বয়ং ভগবতেত্যর্থঃ।

অবতার-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাবতারিত্ব স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। পৃথিবীর দুঃখ-বিজ্ঞাপনের জন্য দেবগণ ক্ষীরোদসমুদ্র-তীরে উপনীত হইলে, ব্রহ্মা সমাধিতে আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া দেবগণকে বলিলেন, "হে অমরগণ! আমি পুরুষের বাক্য শ্রবণ করিলাম। আপনারা কোলাহল পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকটে তাহা শ্রবণ করুন এবং অবিলম্বে তদ্রূপ বিধান করুন।" পুরুষের (ক্ষীরোদশায়ীর) বাক্য অনুবাদ করিতেছেন, অর্থাৎ পুরুষ যাহা বলিয়াছেন, অবিকল তাহাই বলিতেছেন। "আপনাদের নিবেদনের পূর্ব্বেই পৃথিবীর সন্তাপের বিষয় পুরুষ (ক্ষীরোদশায়ীর উক্তিতে পুরুষ-শব্দে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ) অবগত হইয়াছেন। আপনারা অংশসহ যদুগণ-মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া—যতদিন সেই ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কাল-শক্তির দ্বারা পৃথিবীর ভার হরণ করতঃ প্রকট বিহার করেন, ততদিন পর্য্যন্ত আপনারাও (এখানে আপনারা বলিতে বুঝিতে হইবে, ক্ষীরোদশায়ী প্রভৃতি ভগবৎ-স্বরূপ।) যদুকুলে অবস্থান করুন। বসুদেব-গৃহে পরমপুরুষ সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রাদুর্ভূত হইবেন, তাঁহার প্রীতি-সম্পাদনের জন্য (প্রিয়ার্থং) দেববধূগণ জন্মগ্রহণ করুন।" ১০।১।১৬।৪৩

শ্লোকোক্ত 'পৌরুষীং' অর্থ—পুরুষকর্ত্তৃক স্বয়ং কথিত, "গাং" বাক্য। ব্রহ্মা পুরুষের বাক্য অবিকল বলিয়াছেন; অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ের ভাব নিজ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তাহা শ্রীকৃষ্ণ যে

অংশৈঃ শ্রীকৃষ্ণাংশভূতৈস্তৎপার্ষদৈঃ শ্রীমদুদ্ধবাদিভিঃ সহ। ইত্যা-মেব প্রাচুর্য্যেণোক্তম্। নন্দাদ্যা যে ব্রজে গোপা যাশ্চামীষাঞ্চ যোষিতঃ। বৃষ্ণয়ো বসুদেবাদ্যা দেবক্যাদ্যা যদুস্ত্রিয়ঃ। সর্বে বৈ দেবতাপ্রায়া উভয়োরপি ভারত। জ্ঞাতয়ো বন্ধুসুহৃদো যে চ কংস-মনুব্রতা ইতি। তস্যাদিপুরুষত্বমেব ব্যনক্তি স ইতি। সর্বান্তর্য্যা-মিত্বাৎ পুরুষস্তাবদীশ্বরঃ। তস্যাপ্যংশিত্বাৎ স আদিপুরুষঃ শ্রীকৃষ্ণঃ

ভাষায় বলিয়াছিলেন, সেই ভাষাতেই তাহার ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। পৃথিবীর সন্তাপ ব্রহ্মাদির নিবেদনের পূর্ব্বে আদি পুরুষ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবগত হইয়াছেন। শ্লোকের "অংশৈঃ" (অংশ সহ) পদের অর্থ—শ্রীকৃষ্ণের অংশ স্বরূপ তাঁহার পার্ষদ শ্রীউদ্ধবাদি সহিত অবতীর্ণ হউন, অর্থাৎ হে দেবগণ! আপনারা যাদবদিগের মধ্যে পুত্র-পৌত্রাদিরূপে জন্মগ্রহণ করুন। যাদবদিগের মধ্যে অধিকাংশই যে দেবতা ছিলেন, তাহা ১০।১।৪৪-৪৬ শ্লোকে বিবৃত আছে।

শ্রীশুক বলিয়াছেন,—"হে ভারত-বংশীয় পরীক্ষিৎ! শ্রীনন্দ প্রভৃতি যে সকল ব্রজবাসী গোপ এবং তাঁহাদের সমস্ত যোষিৎ, বসুদেব প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয় ব্যক্তিগণ, দেবকী প্রভৃতি যদুমহিলা এবং নন্দ ও বসুদেবের যে সকল জ্ঞাতি, সুহৃদ, বন্ধু, কংসের অনুগত ছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশ (প্রায়) দেবতা ছিলেন। এখানে দেবতা-পদের অর্থ, ইন্দ্রাদি নহে,—শ্রীভগবানের নিত্যপার্ষদ, এবং তন্মধ্যে প্রকটলীলায় মিলিত শ্রীক্ষীরোদশায়ী প্রভৃতি ভগবৎ-স্বরূপ, ও তাঁহাদের পার্ষদরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে।

যিনি দেবগণের নিবেদনের পূর্ব্বে পৃথিবীর দুঃখ অবগত হইয়াছেন, এবং যিনি অবতীর্ণ হইবেন, তিনি যে আদিপুরুষ, তাহা পুরুষের (ক্ষীরোদশায়ীর) উক্তিতে "ঈশ্বরেশ্বর" শব্দ দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ব্বান্তর্য্যামিতা হেতু পুরুষ (মহাবিষ্ণু) ঈশ্বর,—সেই পুরুষের অংশী বলিয়া তিনি (শ্লোকোক্ত "সঃ") আদিপুরুষ, শ্রীকৃষ্ণ। আবার সেই শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরেশ্বর, অর্থাৎ,—৩।২।২১ শ্লোকে (১) যেমন শ্রীকৃষ্ণকে তিন পুরুষাবতার, তিনলোক এবং ত্রিগুণের অধী-

---

(১) স্বয়ন্তু সাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ কিরীটকোটীড়িত-পাদপীঠঃ॥

পুনরীশ্বরেশ্বরঃ ত্র্যধীশশব্দবৎ। তথাচ দশমস্য পঞ্চাশীতিতমে শ্রীমদানকদুন্দুভিনোক্তম্। যুবাং ন নঃ সুতৌ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরাবিতি। স্বকালশক্ত্যা স্বশক্ত্যা কালশক্ত্যা চ। ঈশ্বরেশ্বরত্বে হেতুঃ সাক্ষাৎ স্বয়মেব ভগবানিতি। তদলং ময়ি তৎপ্রার্থনয়েতি ভাবঃ। তৎপ্রিয়ার্থং তৎপ্রীত্যৈ। অমরস্ত্রিয়ঃ শ্রীমদুপেন্দ্রপ্রেয়স্যাদিরূপাঃ কাশ্চিৎ সম্ভবন্তু মিলিতা ভবন্তু। সাক্ষাদবতরতঃ শ্রীভগ-

---

শ্বর বলিয়া ত্র্যধীশ বলা হইয়াছে, এস্থলেও তদ্রূপ ঈশ্বরের অংশী বলিয়া তিনি ঈশ্বরেশ্বর। দশমস্কন্দের পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়ে শ্রীবাসুদেবও শ্রীরামকৃষ্ণকে তদ্রূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—"তোমরা উভয়ে আমার পুত্র নহ, সাক্ষাৎ প্রধান পুরুষেশ্বর।" ১০।৮৫।১৭

স্বকাল-শক্তি—শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপশক্তি ও কালশক্তি দ্বারা পৃথিবীর ভার হরণ করিবেন, অর্থাৎ স্বরূপে স্থিত বিষ্ণু প্রভৃতি দ্বারা লীলার ক্রমানুসারে যখন যে অসুর-বধাদি কার্য্য করা উচিত, তখন তাহা করিবেন।

তাঁহার ঈশ্বরেশ্বরত্বে হেতু,—তিনি সাক্ষাৎ অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্। "পুরৈব পুংসা" ইত্যাদি শ্লোকে ক্ষীরোদশায়ী যেন এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন—স্বয়ং ভগবানই অবতীর্ণ হইবেন, তিনিই পৃথিবীর ভার হরণ করিবেন, সুতরাং আমার নিকট প্রার্থনা বাহুল্যমাত্র।

শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য দেববধূগণের আবির্ভাব আদেশ হইয়াছে বলিয়া হয়ত কেহ মনে করিতে পারেন, দেবীমাত্রেরই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-সম্পাদনের যোগ্যতা আছে, তজ্জন্য উহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলায় প্রবেশ করিতে পারিবেন। তাহা নহে। স্বর্গে শ্রীমদুপেন্দ্র প্রভৃতি যে সকল ভগবৎ-স্বরূপ আছেন, তাঁহাদিগেরই প্রেয়সী-প্রভৃতিকে সম্ভূত অর্থাৎ মিলিত হইতে আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ সকল ভগবৎস্বরূপ যেমন শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করিবেন, তদ্রূপ তাঁহাদের প্রেয়সী প্রভৃতিও শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী প্রভৃতিতে প্রবেশ করুন, ইহাই উক্ত আদেশের তাৎপর্য্য।

বতো নিত্যানপায়িমহাশক্তিরূপাসু তৎপ্রেয়সীষ্ববতরন্তীষু শ্রীভগবতি তদংশান্তরবৎ তা অপি প্রবিশন্ত্বিত্যর্থঃ। তৎপ্রিয়াণাং তাসামেব

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণ তাঁহার অনপায়িনী-মহাশক্তিস্বরূপা, অর্থাৎ তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কখনও ব্যবধান ঘটে না (১)। শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলে যেমন তাঁহাতে অন্য অংশাবতার সকল মিলিত হন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিরূপা নিত্য-প্রেয়সীগণে অন্য স্বরূপের কান্তাগণ প্রবেশ করুন। অথবা, উক্ত দেব-বধূগণ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের দাস্যাদির জন্য আবির্ভূত হউন, উক্ত বাক্যে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইয়াছে।

(১) প্রেয়সীগণ যে অনপায়িনী-মহাশক্তিস্বরূপা, তাহা বেদান্তসূত্রে উক্ত আছে—

কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ ।৩।৩।৪০॥

শ্রীভগবৎ-প্রেয়সীরূপা পরাশক্তি প্রকৃতির অতীত ভগবদ্ধামে অবস্থান করেন। শ্রীভগবান্ যখন প্রাপঞ্চিক জগতে নিজধাম প্রকট করেন, তখন তিনিও নিজ নাথের কামাদি বিস্তারের নিমিত্ত তদীয় অনুগামিনী হন শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও একথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে—

নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী।
যথা সর্ব্বগতোবিষ্ণু স্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম ॥১।৮।১৫
দেবত্বে দেবদেহেয়ং মানুষত্বেচ মানুষী।
বিষ্ণোর্দেহানুরূপাংবৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুম্ ॥১।৯।১৪৩

বিষ্ণুর শ্রী (প্রেয়সী), তদীয় অনপায়িনী—স্বরূপানুবন্ধিনী শক্তিস্বরূপা ও নিত্যা; তিনি জগন্মাতা। বিষ্ণু যেমন সর্ব্বগত, শ্রীও তদ্রূপ সর্ব্বগতা।

শ্রীবিষ্ণু যেখানে যেরূপে লীলা করেন, তদীয় প্রেয়সী শ্রীও তদনুরূপ শ্রীবিগ্রহে তাঁহার লীলার সহায়কারিণী হয়েন, দেবরূপে লীলাকারী শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে ইনি দেবী, মানুষরূপে লীলাকারীর সহিত ইনি মানুষী।

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণ শ্রী, পরাশক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিতা হয়েন। ব্রহ্মসংহিতার "শ্রিয়ঃ কান্তাঃ" ইত্যাদি পদ্যে ইঁহাদিগকেই শ্রী-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।

দাস্যাদিপ্রয়োজনায় জায়ন্তামিতি বা। অনেন তৈরপ্রার্থিতস্যাপ্যস্যার্থস্যাদেশেন পরমভক্তাভিস্তাভির্লীলাবিশেষ এব ভগবতঃ স্বয়মবতিতীর্ষায়াং কারণং ভারাবতরণঞ্চানুষঙ্গিকমেব ভবতীতি ব্যঞ্জিতম্। তদেবং শ্রুতীনাঞ্চ দণ্ডকারণ্যবাসিনাং মুনীনাঞ্চাগ্নিপুত্রানাঞ্চ শ্রীগোপিকাদিত্বপ্রাপ্তির্যৎ শ্রূয়তে তদপি পূর্ব্ববদেব মন্তব্যম্। অত্র প্রসিদ্ধার্থে নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যা ইতি বিরুধ্যেত। ন চ সুরস্ত্রীণাং সম্ভব-

---

শ্রীকৃষ্ণকে প্রেয়সীগণসহ আবির্ভূত হইবার জন্য দেবগণ প্রার্থনা করেন নাই, তথাপি তিনি দেববধূগণকে তদীয় প্রেয়সীগণে প্রবিষ্ট হইবার আদেশ দিয়া তাঁহাদের আবির্ভাব সূচনা করিলেন, ইহার হেতু কি? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, প্রেয়সীগণের সহিত লীলা-বিশেষের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, পৃথিবীর ভারহরণটী আনুষঙ্গিক কার্য্য।

অতএব শ্রীমদুপেন্দ্রাদির প্রেয়সীগণও যখন সাক্ষাৎসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীপদবী লাভ করিতে পারেন না, তখন শ্রুতিগণ, দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ এবং অগ্নিপুত্রগণের গোপিকাদিত্ব প্রাপ্তির কথা যাহা শুনা যায়, তাহা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী-গোপিকাগণে প্রবেশ, কিম্বা তাঁহাদের দাস্যাদিত্ব প্রাপ্তি দ্বারা সম্ভব হইতে পারে; সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীত্ব প্রাপ্তি দ্বারা নহে।

যদি, দেববধূগণই শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী হইয়াছিলেন—শ্লোকের যথাশ্রুত এই প্রসিদ্ধ অর্থ স্বীকার করা যায়, তবে শ্রীমান্ উদ্ধবমহাশয়ের বাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। যথা,—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ—
লব্ধাশিষাং স উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাং ॥১০।৪৭।৫৩

"সম্প্রতি আমার নিকট প্রত্যক্ষবৎ অনুভূয়মান এই শ্রীকৃষ্ণের ভুজরূপদণ্ডযুগল,—যাহা স্বল্পপরিমাণ বিশ্লেষ[illegible] শক্রও দণ্ডবিধানে সমর্থ, তদ্দ্বারা রাসোৎ-

বাক্যং শ্রীমহিষীবৃন্দপরম্। তাসামপি তন্নিজশক্তিরূপত্বেন দর্শয়িষ্যমাণত্বাৎ ॥১০॥১॥ শ্রীশুকঃ ॥৪৩॥

তদেবমবতারপ্রসঙ্গেঽপি শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ং ভগবত্ত্বমেবায়াতম্। যস্মাদেবং তস্মাদেব শ্রীভাগবতে মহাশ্রোতৃবক্তৃণামপি শ্রীকৃষ্ণ এব

সব-সময়ে কণ্ঠে আলিঙ্গিত হইয়া যাঁহারা মনোরথ-বিশেষকে লাভ করিয়াছিলেন, সেই ব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গ-সুখোল্লাসরূপ যে প্রসাদ (অনুগ্রহ) প্রকাশ পাইয়াছে, সেই অনুগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিবিশেষে (শ্রীকৃষ্ণের অংশ পরব্যোমনাথের সঙ্গে) সংসক্তা লক্ষ্মীর প্রতিও হয় নাই। এই অনুগ্রহে বঞ্চিতা লক্ষ্মীর স্বরূপ বিচার করিলে দেখা যায় যে,—শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি—এই শক্তিত্রয়ের মধ্যে স্বরূপশক্তি সর্ব্বপ্রধানা। সেই স্বরূপশক্তির নানাপ্রকারে অভিব্যক্তি হইলেও তন্মধ্যে শ্রী, ভূ, লীলা, তুষ্টি, পুষ্টি প্রভৃতি ষোড়শ শক্তি প্রধানা। সেই ষোড়শের মধ্যেও শ্রী, ভূ, লীলা—এই তিন শক্তি শ্রেষ্ঠা। সেই তিন শক্তির মধ্যেও শ্রী-শক্তি অর্থাৎ লক্ষ্মী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। ইহা বিচার করিয়াই বলিতেছেন,—দিব্য স্বর্ণ কমলের মত যাঁহাদের অঙ্গগন্ধ ও অঙ্গকান্তি, তাদৃশী সুখভোগাস্পদ-লোকসমূহ (১) শিরোমণি বৈকুণ্ঠস্থিত ভূ-লীলাদি যোষিদ্‌গণের মধ্যেও পরমপ্রেমবতী যে লক্ষ্মী, তিনিই যখন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গাদিরূপ অনুগ্রহলাভ করিতে পারেননা, তখন শচীপ্রভৃতি অন্য সুরস্ত্রীগণ যে সে অনুগ্রহ (শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সঙ্গাদিরূপ)লাভের নিতান্ত অযোগ্যা, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? যদি বল, দেববধূগণের সম্ভব (আবির্ভাব)-বাক্য শ্রীগোপীগণ সম্বন্ধে অসঙ্গত হইলে, দ্বারকার শ্রীমহিষীবৃন্দ সম্বন্ধে সঙ্গত হউক। তাহাও হইতে পারে না। তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের নিজশক্তিরূপা—ইহা পরে দেখান হইবে। নিজ অন্তরঙ্গা-শক্তিগণের সহিতই শ্রীকৃষ্ণের সতত বিহার, অন্যের সঙ্গে নহে ।৪৩॥

মহাবক্তৃ-শ্রোতৃর শ্রীকৃষ্ণে তাৎপর্য্য।

এইরূপে অবতার-প্রসঙ্গেও (ঈশ্বরেশ্বর ইত্যাদি বাক্যদ্বারা) শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা স্থির হইল। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে মহাবক্তৃ-শ্রোতৃগণেরও শ্রীকৃষ্ণেই তাৎপর্য্য দেখা যায়।

---

(১) লোক—স্থান।

তাৎপর্য্যং লক্ষ্যতে। তত্র শ্রীবিদুরস্য—যচ্চান্যদপি কৃষ্ণস্য ভবেদ্ভগবতঃ প্রভোঃ। শ্রবঃ সুশ্রবসঃ পুণ্যং পূর্ব্বদেহকথাশ্রয়ম্॥ ভক্তায় মেঽনুরক্তায় তব চাধোক্ষজস্য চ। বক্তুমর্হসি যো দুহ্যদ্বৈণ্যরূপেণ গামিমাম্ ॥৪৪॥

পূর্ব্বদেহঃ পৃথ্ববতারঃ। লোকদৃষ্টাবভিব্যক্তিরীত্যা পূর্ব্বত্বম্। তৎকথৈবাশ্রয়ো যস্য তৎ ॥৪॥১৭॥ বিদুরঃ ॥৪৪॥

অথ শ্রীমৈত্রেয়স্য তদনন্তরমেব—চোদিতো বিদুরেণৈবং বাসুদেবকথাং প্রতি। প্রশস্য তং প্রীতমনা মৈত্রেয়ঃ প্রত্যভাষত ॥৪৫॥

শ্রীবিদুরের শ্রীকৃষ্ণে তাৎপর্য্য।

শ্রীবিদুর-মহাশয় মৈত্রেয়-ঋষিকে বলিয়াছেন,—"স্বয়ং ভগবান্ স্বয়ংশ্রী শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বদেহ-কথার আশ্রয়ে অন্য যে পবিত্র যশঃ বিস্তৃত হইয়াছেন, তাহা আপনার এবং অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ও অনুরক্ত আমাকে বলিতে আজ্ঞা হয়। যে পূর্ব্ব-দেহে তিনি বেণ-পুত্ররূপে এই পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন, সেই স্বরূপের কথা শুনিতে আমার অভিলাষ" ।৪।১৭।৬।৪৪॥

পূর্ব্বদেহ—পৃথু-অবতার। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাদিপুরুষোত্তম। এস্থলে লোকদৃষ্টিতে অভিব্যক্তির রীতি অনুসারে শ্রীপৃথু-অবতারকে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের কথাই আশ্রয় যাঁহার, ক্রমশঃ যশঃ-শ্রবণে শ্রীবিদুরের অভিলাষ। তাঁহার প্রাণের দেবতা শ্রীকৃষ্ণ, পূর্ব্বে শ্রীপৃথুরূপে ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাঁহার লীলা শ্রবণ করিলে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিশেষ শুনা হইবে বলিয়া শুনিতে অভিলাষী হইয়াছেন। স্বতন্ত্রভাবে শ্রীপৃথু-মহারাজের চরিত্র শ্রবণ তাঁহার অভীপ্সিত নহে। ৪।১৭।৬॥৪৪॥

শ্রীমৈত্রেয় ঋষির শ্রীকৃষ্ণে তাৎপর্য্য।

"বিদুরকর্ত্তৃক শ্রীবাসুদেব-কথা-কীর্ত্তনে প্রবর্ত্তিত হইয়া প্রীতমনা মৈত্রেয়-ঋষি, তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া শ্রীপৃথুমহারাজের লীলা বলিয়াছিলেন" ।৪।১৭।৭ ॥৪৫॥

তৎপ্রশংসয়া প্রীতমনস্ত্বেন চাস্যাপি তথৈব তাৎপর্য্যং লভ্যতে। অতএবাত্র বসুদেবনন্দনত্বেনৈব বাসুদেবশব্দঃ প্রযুক্তঃ ॥৪॥১৭॥ শ্রীসূতঃ ॥৪৫॥

অথ শ্রীপরীক্ষিতঃ—অথো বিহায়েমমমুঞ্চ লোকং বিমর্শিতৌ হেয়তয়া পুরস্তাৎ। কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসেবামধিমন্যমানঃ উপাবিশৎ প্রায়মমর্ত্যনদ্যাম্ ॥৪৬॥

টীকা চ—শ্রীকৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসেবামধিমন্যমানঃ সর্বপুরুষার্থাধিকাং জানন্নিত্যেষা ॥১॥১৯॥ শ্রীসূতঃ ॥৪৬॥

শ্রীবিদুর-বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিয়াছেন এবং প্রীতমনা হইয়াছেন বলায়, শ্রীমৈত্রেয়েরও শ্রীকৃষ্ণেই তাৎপর্য্য বুঝা যাইতেছে। নিজের অভীষ্ট কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইলে সকলেই সুখী হয় এবং প্রবর্ত্তককে প্রশংসা করে। শ্রীকৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনে মৈত্রেয়েরও অভিলাষ ছিল। শ্রীবিদুর শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ স্মরণ করিয়া শ্রীপৃথুমহারাজের কথা শুনিতে চাহিলেন বলিয়া প্রসন্ন হইলেন। শ্লোকে শ্রীবসুদেবের নন্দন এইরূপ নির্দ্দেশ করিবার জন্য বাসুদেবশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী বলিয়া, কিম্বা পরব্যোমে চতুর্ব্যূহের শ্রীবাসুদেব-ব্যূহরূপে নির্দ্দেশ করিবার জন্য নহে ॥৪৫॥

শ্রীপরীক্ষিতের শ্রীকৃষ্ণে তাৎপর্য্য।

"শ্রীপরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপের পূর্ব্বেই ইহলোক পরলোক যে হেয়, তাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। শাপ-প্রাপ্তির পর ঐ উভয়কে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণপদসেবা নিখিল পুরুষার্থের সার মনে করিয়া গঙ্গাতীরে অনশন ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন।১।১৯।৫॥৪৬॥

শ্রীস্বামিপাদ,—ঐ শ্লোকের টীকায় "কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসেবামধিমন্যমানঃ" ইহার অর্থ করিয়াছেন "সকল পুরুষার্থ হইতে শ্রীকৃষ্ণচরণ-সেবা অধিক জানিয়া," এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহানুভব শ্রীস্বামিপাদের এই ব্যাখ্যায় শ্রীপরীক্ষিতের শ্রীকৃষ্ণে একমাত্র তাৎপর্য্যের কথা স্ফুটরূপে ব্যক্ত আছে ॥৪৬॥

ন বা ইদং রাজর্ষিবর্য্য চিত্রং ভবৎসু কৃষ্ণং সমনুব্রতেষু। যেঽধ্যাসনং রাজকিরীটজুষ্টং সদ্যো জহুর্ভগবৎপার্শ্বকামাঃ ॥৪৭॥

ভবৎসু পাণ্ডোর্বংশ্যেষু যে জহুরিতি শ্রীযুধিষ্ঠিরাদ্যভিপ্রায়েণ। অতএব তত্র স্থিতানাং সর্বশ্রোতৃণামপি শ্রীকৃষ্ণ এব তাৎপর্য্যমায়াতি ১॥৯॥ শ্রীমহর্ষয়ঃ পরীক্ষিতম্ ॥৪৭॥

অপি মে ভগবান্ প্রীতঃ কৃষ্ণঃ পাণ্ডুসুতপ্রিয়ঃ। পৈতৃষ্বসেয়প্রীত্যর্থং তদ্গোত্রস্যাত্তবান্ধবঃ॥ অন্যথা তেঽব্যক্তগতের্দর্শনং নো

কেবল যে পরীক্ষিৎ মহারাজের শ্রীকৃষ্ণে তাৎপর্য্য ছিল, তাহা নহে, তদীয় সভায় সমবেত শ্রোতৃগণেরও সেই তাৎপর্য্য দেখা যায়। শ্রীঋষিগণ শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছেন,—"হে রাজর্ষে! যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বগমনের জন্য রাজকিরীট-সেবিত সিংহাসন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণানুগত আপনাদিগেতে ইহা আশ্চর্য্য নহে।" ১।১৯।১১॥৪৭॥

শ্রীপরীক্ষিৎ-মহারাজের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণপার্শ্ব--গমনাভিলাষে শ্রীযুধিষ্ঠির প্রভৃতি উক্ত রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া ঋষিগণ বলিলেন,—"পাণ্ডুবংশীয় আপনাদিগের এইরূপ শ্রীকৃষ্ণানুরাগ স্বাভাবিক; সুতরাং আপনার সিংহাসন ত্যাগ বিস্ময়কর নহে।" শ্রীপরীক্ষিৎ-মহারাজের সভাস্থিত মহর্ষিগণ তদীয় কার্য্য প্রশংসার সহিত অনুমোদন করিলেন বলিয়া, তত্রত্য সকল শ্রোতার শ্রীকৃষ্ণেই তাৎপর্য্য ছিল, ইহা স্থির হইতেছে ॥৪৭॥

শ্রীপরীক্ষিত-মহারাজ শ্রীশুকদেবকে বলিয়াছিলেন "পাণ্ডুসুত--প্রিয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি প্রীত হইয়াছেন, তজ্জন্য পিতৃস্বসার সন্তানের (শ্রীযুধিষ্ঠির প্রভৃতির) বংশোদ্ভব জানিয়া, আমার প্রতি বন্ধুকৃত্য স্বীকার করিয়াছেন, নচেৎ আপনার গতি অব্যক্তা। মনুষ্য-আমাদিগকর্ত্তৃক আপনার দর্শন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? বিশেষতঃ ম্রিয়মান আমার পক্ষে পরিপূর্ণ-সর্ব্বমনোরথ-বলীয়ান্ (শ্রীকৃষ্ণ-কথা-বক্তা হইবার প্রার্থী) আপনার দর্শন নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণ-কৃপা-প্রভাবে সম্ভব হইয়াছে।" ১।১৯।৩২–৩৩।৪৮॥

শ্রীকৃষ্ণের পিতৃস্বসার পুত্র পাণ্ডবগণের বংশোৎপন্ন আমার প্রতি তিনি বান্ধব কৃত্য, আপনার দ্বারে স্বীকার করিয়াছেন। যেহেতু আপনি শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন রসিক

কথং নৃণাম্। নিতরাং ম্রিয়মাণানাং সংসিদ্ধস্য বনীয়সঃ ॥৪৮॥

তেষাং পৈতৃষ্বস্রীয়াণাং পাণ্ডুসুতানাং গোত্রস্য মে আত্তং স্বীকৃতং বান্ধবং বন্ধুকৃত্যং যেন তে তব শ্রীকৃষ্ণস্যৈকরসিকস্য বনীয়সঃ অত্যুদারতয়া মাং যাচেথা ইতি প্রবর্ত্তকস্যেত্যর্থঃ ॥১॥১৯॥ রাজা শ্রীশুকম্ ॥৪৮॥

স বৈ ভাগবতো রাজা পাণ্ডবেয়ো মহারথঃ।

বালঃ ক্রীড়নকৈঃ ক্রীড়ন্ কৃষ্ণক্রীড়াং য আদদে ॥৪৯॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে যখন যে ভাবের আবির্ভাব হয় আপনার হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ তাহার স্ফুরণ হয়। (সাধবো হৃদয়ং মহ্যং, সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং), আমার অন্তিম সময়ে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার স্মৃতি প্রদীপ্ত করিতে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হইয়াছিল, তজ্জন্য আপনি আসিয়া স্বীয় অতিশয় উদারতা বশতঃ শ্রীকৃষ্ণকথার বক্তা হইবার (শ্রীকৃষ্ণের উক্ত কার্য্য নিমিত্ত) জন্য আমার নিকট যাচ্ঞা করিতেছেন, অর্থাৎ আমাকে শ্রীকৃষ্ণকথা-শ্রবণে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য এই, শ্রীকৃষ্ণ যে পাণ্ডবগণকে অত্যন্ত প্রীতি করিতেন, এবং পাণ্ডবগণ, যে শ্রীকৃষ্ণকে অত্যন্ত প্রীতি করিতেন, আমার অন্তিম সময়ে আপনার এই সভায় শুভাগমন সেই প্রীতির অনুভাব (কার্য্য) স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ আমাকে নিজ চরণে আকর্ষণ করিবার জন্য, লীলাকথামৃত আস্বাদন করাইতে আপনাকে পাঠাইয়াছেন। ইহা শ্রীকৃষ্ণের বান্ধবোচিতকৃত্যই মনে করিতেছি। আমার নিজের এমন কোন গুণ নাই, যাহাতে এই প্রাণপ্রয়াণ-সময়ে আমার কথা শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে স্মরণ হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ভিন্ন আপনার দর্শন সর্ব্বথা অসম্ভব। কারণ আপনার দর্শনই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকৃপা-প্রাপ্তি বলিয়া জানি; মূলে যে "বনীয়সঃ" পদটী দেওয়া হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য ইহাই বুঝিতে হইবে ॥৪৮॥

শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ যে আশৈশব কৃষ্ণানুরক্ত তাহা দেখাইতেছেন,—পাণ্ডুগণের বংশধর মহারথ, ভাগবত, রাজা পরীক্ষিৎ বাল্যকালে ক্রীড়নক সমূহ দ্বারা ক্রীড়া করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণক্রীড়ার অনুষ্ঠান করিতেন।"২।৩।১৫॥৪৯॥

যা যা শ্রীকৃষ্ণস্য বৃন্দাবনাদৌ বালক্রীড়া শ্রুতাস্তি তৎপ্রেমাবেশেন তৎসখ্যাদিভাববান্ তাং তামেব ক্রীড়াং যঃ কৃতবানিত্যর্থঃ ॥২॥ ৩॥ শ্রীশৌনকঃ ॥৪৯॥

এবংজাতীয়ানি বহুন্যেব বচনানি বিরাজন্তে। তথা কথিতো বংশবিস্তার ইত্যারভ্য নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মামিত্যন্তং দশমস্কন্ধপ্রকরণমপ্যনুসন্ধেয়ম্। কিঞ্চ ইত্থং দ্বিজা যাদবদেবদত্ত ইত্যাদি ॥৫০॥

যেন শ্রবণেন, নিতরাং গৃহীতং বশীকৃতং চেতো যস্য সঃ ॥১০॥ ১২॥ শ্রীসূতঃ ॥৫০॥

তথা, যেন যেনাবতারেণ ইত্যাদি যং শৃণ্বতোঽপৈতীত্যাদি চ ॥৫১॥

শ্রীবৃন্দাবনাদিতে শ্রীকৃষ্ণের যে সকল বাল্যক্রীড়ার কথা, মাতা শ্রীউত্তরার নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমাবেশে আপনি তাঁহার সখ্যাদি-ভাব-বিশিষ্ট হইয়া সেই সকল ক্রীড়া করিতেন ॥৪৯॥

শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের শ্রীকৃষ্ণানুরাগ-সূচক বহুবাক্য শ্রীমদ্ভাগবতে বিরাজ করিতেছেন; ১০ স্কন্ধের ১ম অধ্যায়ের "কথিতো বংশবিস্তার" হইতে "নৈষাতি দুঃসহাক্ষুন্মাং" ইত্যাদি পর্য্যন্ত প্রকরণে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকথা-শ্রবণের গাঢ়াসক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। আরও শ্রীসূত বলিয়াছেন—"হে দ্বিজগণ! শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ব্রহ্মাস্ত্র হইতে রক্ষিত হইয়া শ্রীযুধিষ্ঠির প্রভৃতির নিকট প্রদত্ত মহারাজ পরীক্ষিৎ আপনার রক্ষকের এই প্রকার বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণচরিত্র শ্রবণ করিয়া তাঁহার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণলীলা-মাধুর্য্যে বশীকৃত হইয়াছিল" ১০।১২।১৯ ॥৫০॥

যন্নিগৃহীতচেতাঃ— শ্রীপরীক্ষিতের বিশেষণ, তাহার অর্থ, যাহা দ্বারা অর্থাৎ যে শ্রবণ দ্বারা নিরতিশয়রূপে গৃহীত—বশীকৃত হইয়াছে চিত্ত যাঁহার,—সেই পরীক্ষিৎ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচরিত্র শ্রবণে তাঁহার ঔৎসুক্য স্বাভাবিক ॥৫০॥

দশমস্কন্ধ সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম দ্বিতীয় শ্লোকেও মহারাজ পরীক্ষিতের শ্রীকৃষ্ণচরিত্র শ্রবণে ঔৎসুক্য বিশেষের প্রকাশ দেখা যায়। শ্লোকদ্বয় যথা—

যেন যেনাবতারেণ ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
করোতি কর্ণরম্যাণি মনোজ্ঞানিচ নঃ প্রভো॥

টীকা চ—কৃষ্ণার্ভকসুধাসিন্ধুসংপ্লবানন্দনির্ভরঃ। ভূয়স্তদেব সংপ্রষ্টুং রাজান্যদভিনন্দতি। যেন যেন মৎস্যাদ্যবতারেণাপি যানি কর্ম্মাণি করোতি তানি নঃ কর্ণসুখাবহানি মনঃপ্রীতিকরাণি চ ভবন্ত্যেব। তথাপি যচ্ছৃণ্বতঃ পুংসঃ পুংমাত্রস্যারতির্মনোগ্লানিস্তন্মূলভূতা বিবিধা তৃষ্ণা চ অপগচ্ছতি তথা সত্ত্বশুদ্ধিহরিভক্তিহরিদাস্য-

---

যচ্ছৃণ্বতোঽপৈত্যরতিবিতৃষ্ণা
সত্ত্বঞ্চ শুধ্যত্যচিরেণ পুংসঃ।
ভক্তির্হরৌ তৎপুরুষেচ সখ্যং
তদেব হারং বদমন্যমে চেৎ ॥১০।৭।১—২॥৫১॥

শ্রীধর স্বামীর টীকা—শ্রীকৃষ্ণের বাল্যক্রীড়ারূপ অমৃত-সাগরে পরিপ্লুত পরমানন্দযুক্ত রাজা পরীক্ষিৎ, পুনর্ব্বার তাহা সবিশেষ জানিবার জন্য অন্যান্য ভগবচ্চরিত্র অভিনন্দন করিতেছেন—"যেন যেন"—মৎস্যাদি অবতার, "যানি"—যে সকল কর্ম্ম করেন, তাহা আমাদের কর্ণসুখাবহ এবং মনঃপ্রীতিকর, তাহাতে সন্দেহ নাই; তথাপি যাহা শ্রবণ করিলে পুরুষ মাত্রেরই অরতি, মনোগ্লানি, বিতৃষ্ণা, মনোগ্লানির মূলীভূত বিবিধ বাসনা দূরীভূত হয়। আর সত্ত্ব—মনঃশুদ্ধি, হরিভক্তি, হরির দাস্য, সখ্য প্রভৃতি অবিলম্বে হইয়া থাকে, সেই "হরেঃ"—হরির চরিত্র বা মনোহর চরিত্র, যদি আমাদিগকে অনুগ্রহ করেন, তবে বলিতে আজ্ঞা হয়। শ্রবণকীর্ত্তনাদি অশেষ সাধনের শ্রেষ্ঠ ফল শ্রীভগবদ্রতি, শ্রীকৃষ্ণের পূতনামোক্ষণ লীলা শ্রবণ করিলে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি অশেষ সাধনের ফল শ্রীভগবানে রতি আবির্ভূত হইয়া থাকে, ইহা শ্রীশুক মুনির মুখে শুনিয়া আপনার সেই রত্যাবির্ভাব অনুভব করিয়া পরমানন্দিত হইলেন এবং পরমৌৎসুক্য সহকারে শ্রীকৃষ্ণের অন্য চরিত্র শ্রবণের অভিলাষী হইয়া ভাবিলেন, হয়তঃ অতঃপর শ্রীশুকদেব অবতারান্তরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে পারেন, তজ্জন্য একটী শ্লোক দ্বারা নিখিল অবতারের চরিত্র অভিনন্দন করিলেন অর্থাৎ অন্যান্য ভগবচ্চরিত্র শ্রবণে মনের সুখোদয় হয় বটে কিন্তু, যে কৃষ্ণচরিত্র শ্রবণে অরতি নিবৃত্তি প্রভৃতি উক্ত বহু ফলোদয় হইয়া থাকে, সেই শ্রীকৃষ্ণচরিত্র—যাহা

সখ্যানি চ ভবন্ত্যচিরেণৈব তদেবং হারং হরেশ্চরিতং মনোহরং বা বদ অনুগ্রহং যদি করোষীত্যেবা ॥১০॥৭॥ রাজা ॥৫১॥

অথ শ্রীশুকদেবস্য—অপি মে ভগবান্ প্রীতঃ কৃষ্ণঃ পাণ্ডুসুত-প্রিয় ইত্যাদিনা শ্রীকৃষ্ণ এব স্বরতিং ব্যজ্য ম্রিয়মাণানাং শ্রোতব্যাদিপ্রশ্নেনৈবান্তকালে শ্রীকৃষ্ণ এব ময্যুপদিশ্যতামিতি রাজাভিপ্রায়ানন্তরং বরীয়ানেষ তে প্রশ্নঃ কৃতো লোকহিতং নৃপ। আত্মবিৎ সম্মতঃ পুংসাং শ্রোতব্যাদিষু যঃ পরঃ ॥৫২॥

তে ত্বয়া পুংসাং শ্রোতব্যাদিষু মধ্যে যঃ পরঃ শ্রীকৃষ্ণশ্রবণাভিপ্রায়েণ পরমঃ প্রশ্নঃ কৃত এষ বরীয়ান্ সর্বাবতারাবতারিপ্রশ্নেভ্যঃ

মনোহর হারের ন্যায় হৃদয়ে ধারণযোগ্য তাহাই কৃপা করিয়া বলিতে আজ্ঞা হয়, এই প্রার্থনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণে আপনার একমাত্র তাৎপর্য্য প্রকাশ করিলন।৫১॥

শ্রীশুকদেবের শ্রীকৃষ্ণে তাৎপর্য্য।

অতঃপর শ্রীশুকদেবের শ্রীকৃষ্ণে তাৎপর্য্য বিবৃত হইতেছে—পূর্ব্বোক্ত" পাণ্ডুসুত-প্রিয়ভগবান শ্রীকৃষ্ণ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে আপনার রতি প্রকাশ পূর্ব্বক ম্রিয়মাণ জনদিগের কি শ্রবণ করা উচিত, এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া অন্তিম সময় আমাকে শ্রীকৃষ্ণ উপদেশই করুন, মহারাজ পরীক্ষিত এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে পর শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন" হে নৃপ! তোমার এই প্রশ্ন সর্ব্বোত্তম; ইহা হইতে লোকের পরমোপকার সাধিত হইল। এই প্রশ্ন মুক্তদিগের অনুমোদিত, ইহা পুরুষদিগের শ্রোতব্যাদির মধ্যে সর্ব্বোত্তম।২।১।২॥৫২॥

পুরুষের শ্রোতব্যাদি মধ্যে যাহা পর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ শ্রবণাভিপ্রায় হেতু শ্রেষ্ঠ, তোমা কর্ত্তৃক সেই প্রশ্ন করা হইয়াছে। ইহা বরীয়ান্ অর্থাৎ সর্ব্ব অবতার অবতারী সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছ, তৎসমুদয় হইতে শ্রেষ্ঠ। যাহাতে লোকের মঙ্গল হয়, সেই ভাবে তুমি প্রশ্নটী করিয়াছ, তুমি এই প্রশ্ন করিয়া মঙ্গল ভাজন হইলে, এ কথা বলিতে পারি না; কারণ, যাঁহার শ্রবণাদিতে সর্ব্ব

পরমবরঃ। লোকহিতং যথা স্যাত্তথৈব কৃতঃ। ত্বন্তু তথাভূত-শ্রীকৃষ্ণৈকনিবদ্ধপ্রেমত্বাৎ কৃতার্থ এবেতি ভাবঃ। তদুক্তম্। বৈয়াসকেরিতি বচস্তত্ত্বনিশ্চয়মাত্মনঃ। উপধার্য্য মতিং কৃষ্ণে ঔত্তরেয়ঃ সতীং ব্যধাদিতি। সতী বিদ্যমানা কৃষ্ণে যা মতিস্তামেব বিশেষেণ ধৃতবানিত্যর্থঃ। এতদেব ব্যক্তীকরিষ্যতে রাজ্ঞা, হরেরদ্ভুতবীর্য্যস্য কথা লোকসুমঙ্গলা। কথয়স্ব মহাভাগ যথাহমখিলাত্মনি। কৃষ্ণে নিবেশ্য নিঃসঙ্গং মনস্ত্যেক্ষ্যে কলেবরমিতি ॥২॥১॥ শ্রীশুকঃ ॥৫২॥

এবমেব, কথিতো বংশবিস্তার ইত্যাদ্যনন্তরং সম্যগ্ব্যবসিতা বুদ্ধিরিত্যাদি ॥৫৩॥

শুভোদয় হইয়া থাকে তুমি একমাত্র সেই কৃষ্ণে পরম প্রেম যুক্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছ ;— ইহাই শ্রীশুক দেবোক্ত শ্লোকের মর্ম্ম।

শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ পূর্ব্ব হইতেই যে শ্রীকৃষ্ণে প্রগাঢ় প্রেমবান্ তাহা শ্রীসূত, শৌনকাদির নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, যথা "ব্যাসনন্দনের আত্মতত্ত্ব-নিশ্চায়ক বাক্যাবলি শ্রবণ করিয়া উত্তরানন্দন পরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণে আপনার সতী মতি বিশেষরূপে ধারণ করিয়াছিলেন"। ২।৩।১

সতী—শ্রীকৃষ্ণে পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমানা যে মতি তাহাকে বিশেষরূপে ধারণা করিয়াছিলেন, ইহাই মর্ম্ম। শ্রীপরীক্ষিৎ-বাক্যেও তাহা (বিশেষরূপে ধারণ) ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীশুকদেব প্রতি "হে মহাভাগ! আপনি অদ্ভুতবীর্য্য হরির লোক-সুমঙ্গলা কথা বলুন, সেই কথা দ্বারা অখিলাত্মা শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্ববাসনা শূন্য মনের অভিনিবেশ ঘটাইয়া দেহ ত্যাগ করিব।"২।৮।২॥৫২॥

এই প্রকার "কথিতো বংশবিস্তার" ইত্যাদি শ্রীপরীক্ষিৎ-বচনের পর, শ্রীশুকবাক্যে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণেই যে তাৎপর্য্য তাহা প্রকাশিত হইয়াছে, যথা— হে রাজর্ষিসত্তম! তোমার বুদ্ধি সম্যক প্রকারে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে, এইজন্য বাসুদেবের কথায় নৈষ্ঠিকীরতি জন্মিয়াছে।" ১০।১।১৬॥৫৩॥

পূর্বং ময়া নানাবতারাদিকথাভিরভিনন্দিতস্যাপি যৎ শ্রীবসুদেবনন্দনস্যৈব কথায়াং নৈষ্ঠিকী স্থায়িরূপা রতির্জাতা এষা বুদ্ধিস্তু সম্যগ্ব্যবসিতা পরমবিদগ্ধেত্যর্থঃ ॥১০॥১॥শ্রীশুকঃ ॥৫৩॥

তথা, ইত্থম্ দ্বিজা যাদবদেবদত্তঃ শ্রুত্বা স্বরাতুশ্চরিতং বিচিত্রম্ ইত্যনন্তরম্ ইত্থং স্ম পৃষ্টঃ স চ বাদরায়ণিস্তৎস্মারিতানন্তকৃতাখিলেন্দ্রিয়ঃ। কৃচ্ছ্রাৎ পুনর্লব্ধবহির্দৃশিঃ শনৈঃ প্রত্যাহ তং ভাগবতোত্তমোত্তমম্ ॥৫৪॥

অনন্তঃ প্রকটিতপূর্ণৈশ্বর্য্যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, সর্বদা তেন স্মর্য্যমাণেঽপি

পূর্ব্বে আমাকর্তৃক নানা অবতারাদির কথাসমূহদ্বারা তুমি অভিনন্দিত হইয়াছ। তথাপি বসুদেবনন্দনের কথায় যে তোমার নৈষ্ঠিকী অর্থাৎ স্থায়িরূপা রতির আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাতে প্রতীত হইতেছে, তোমার বুদ্ধি পরমবিদগ্ধা ;—ইহাই শ্রীশুকবাক্যের মর্ম্ম ॥৫৩॥

উত্তম কার্য্যানুষ্ঠাতাই প্রশংসার পাত্র হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করা সর্ব্বোত্তম বিবেচনা করিয়াছেন বলিয়াই তিনি পরীক্ষিতের বুদ্ধির প্রশংসা করিয়াছেন। বিশেষতঃ নানা অবতার-গহন মধ্যে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণরূপ সর্ব্বোত্তম বস্তুকে চিনিয়া লওয়ার জন্য উহার বুদ্ধি-বৈদগ্ধী (পাণ্ডিত্য) স্বীকার করিয়াছেন ॥৫৩॥

তদ্রূপ অন্য বাক্য যথা—"হে দ্বিজগণ! এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণপ্রদত্ত পরীক্ষিৎ আপনার রক্ষকের বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া," ইত্যাদি বাক্যের পর শ্রীসূত বাক্য—"হে ভাগবতোত্তমোত্তম শৌনক! এই প্রকারে রাজা পরীক্ষিৎ অনন্তের (শ্রীকৃষ্ণের) কথা স্মরণ করাইয়াছিলেন। তৎকর্তৃক শ্রীশুকের অখিল ইন্দ্রিয় অপহৃত হইয়াছিল, অর্থাৎ প্রেমভরে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হওয়ায় সমুদয় ইন্দ্রিয়বৃত্তি লীন হইয়াছিল। তারপর অতি কষ্টে বহির্দৃষ্টি লাভ করিয়া ধীরে ধীরে মহারাজকে বলিতে লাগিলেন।" ১০।১২।৪১॥৫৪॥

পূর্ণ ঐশ্বর্য্য প্রকটন করিয়াছেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত। "পরীক্ষিৎ স্মরণ করাইয়াছিলেন" বলায় পূর্ব্বে যে শ্রীশুকদেব শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিতেন না, তাহা

তস্মিন্ প্রতিক্ষণং নব্যত্বেনৈব তৎস্মারিতেত্যুক্তম্ ॥ ১০ ॥ ১২ ॥ শ্রীসূতঃ ॥৫৪॥

অতএব, স বৈ ভাগবতো রাজেত্যাদ্যনন্তরং রাজ্ঞা সমানবাসনত্বেনৈব তমাহ—বৈয়াসকিশ্চ ভগবান্ বাসুদেবপরায়ণঃ। উরুগায়-গুণোদারাঃ সতাং স্যুহি সমাগমে ॥৫৫॥

চশব্দঃ প্রাগ্বর্ণিতেন সমানবাসনত্বং বোধয়তি। তস্মাৎ শ্রীবসুদেবনন্দনত্বেনৈবাত্রাপি বাসুদেবশব্দো ব্যাখ্যেয়ঃ। অন্যেষামপি সতাং সমাগমে তাবদুরুগায়স্য গুণোদারাঃ কথা ভবন্তি। তয়োস্তু শ্রীকৃষ্ণ-চরিতপ্রধানা এব তা ভবেয়ুরিতি ভাবঃ ॥২॥৩॥ শ্রীশৌনকঃ ॥৫৫॥

কিং বহুনা শ্রীশুকদেবস্য শ্রীকৃষ্ণ এব তাৎপর্য্যে তদেকচরিত-ময়ৌ গ্রন্থার্দ্ধায়মানৌ দশমৈকাদশস্কন্ধাবেব প্রমাণম্। স্কন্ধান্তরেষ্ব-

---

নহে, তিনি নিরন্তর স্মরণ করিতেন, তবে তাঁহার প্রশ্নে ঐ স্মৃতি নূতন হইতে নূতনতর রূপে অনুভূত হইত বলিয়া শ্রীপরীক্ষিৎ স্মরণ করাইয়াছেন বলা হইয়াছে ॥৫৪॥

অতএব পাণ্ডবগণের বংশধর মহারথ ভাগবত রাজা—ইত্যাদি ২।৩।১৫ শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোকে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের সমান বাসনা-বিশিষ্টরূপে শ্রীশুকদেব বর্ণনা করিয়াছেন; যথা—"ভগবান্ ব্যাসনন্দনও বাসুদেব-পরায়ণ। উরুগায় শ্রীকৃষ্ণের গুণবর্ণন দ্বারা যে সকল কথা মহতী, সাধুসমাগমে সেই সকল কথাই হইয়া থাকে। ২।৩।১৬।৫৫।

শ্লোকোক্ত চ শব্দ (বৈয়াসকিশ্চ) দ্বারা পূর্ব্ববর্ণিত রাজার সমান বাসনাবিশিষ্টত্ব প্রকাশিত হইতেছে, অর্থাৎ শ্রীপরীক্ষিতের মত শ্রীশুক ও বাসুদেবপরায়ণ। অন্যান্য সাধুর সমাগমে কোন ভগবৎ স্বরূপের প্রসঙ্গ হইয়া থাকে, কিন্তু তদুভয়ের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণচরিত-প্রধানা কথাই হইয়া থাকিবে, কারণ শ্রীবসুদেব-সুত তাঁহাদের পরমাশ্রয়, তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য স্বরূপের কথাতে তাঁহাদের সম্পূর্ণ উল্লাস সম্ভাবনা করা যায়না। ৫৫।

শ্রীশুকদেবের শ্রীকৃষ্ণতাৎপর্য্য দেখাইবার জন্য বহু বাক্য প্রমাণে প্রয়োজন

ন্যেষাং চরিতং সংক্ষেপেণৈব সমাপ্য তাভ্যাং তচ্চরিতস্যৈব বিস্তারিতত্বাৎ। অত আরভ্য এব তৎপ্রসাদং প্রার্থয়তে শ্রিয়ঃ পতিরিত্যাদৌ পতির্গতিশ্চান্ধকবৃষ্ণিসাত্বতাং প্রসীদতাং মে ভগবান্ সতাং পতিঃ ॥৫৬॥

স্পষ্টম্ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৫৬ ॥

অথ শ্রীব্যাস দেবস্য—

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো ব্যাসশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্ ॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মানায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা ॥১।৭।৬-৭॥৫৭॥

কি? শ্রীমদ্ভাগবতের অর্দ্ধ পরিমিত এক মাত্র শ্রীকৃষ্ণচরিত প্রধান দশম ও একাদশ স্কন্ধই তাহার প্রমাণ।

অন্যান্য ভগবৎস্বরূপের কথা সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া ঐ দুই স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ চরিত সবিস্তার বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার তাৎপর্য্য বলিয়াই শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়া তদীয় প্রসাদ প্রার্থনা করিতেছেন। যথা—"লক্ষ্মীর পতি, যজ্ঞপতি, বুদ্ধির পতি, লোকের পতি, পৃথিবীর পতি, এবং অন্ধক, বৃষ্ণি ও ভক্তগণের একমাত্র গতি ও পতি, অপর সাধু সকলের পতি, ভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ২।৪।১৯॥৫৬॥

এস্থলে যে শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা প্রার্থনা করিয়াছেন তাহার প্রমাণ কি? উত্তর—শ্রীকৃষ্ণই অন্ধক ও বৃষ্ণিগণের পালক ও নিত্যাশ্রয়। সুতরাং অন্ধক ও বৃষ্ণিগণের পতি ও গতি বলায় তাঁহাকেই বুঝাইতেছে। ৫৬॥

শ্রীব্যাসের শ্রীকৃষ্ণে তাৎপর্য্য।

অনন্তর শ্রীব্যাসদেবের শ্রীকৃষ্ণে তাৎপর্য্য দেখান হইতেছে—

"অধোক্ষজে ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইলে জীবের অনর্থ নিবৃত্তি ঘটে, ইহা সমাধিতে অবগত হইয়া ব্যাসদেব অজ্ঞান লোকদিগের হিতার্থ শ্রীমদ্ভাগবতরূপ সাত্বত-সংহিতা গ্রন্থন করিলেন। এই সংহিতা শ্রবণ করিলে জীবের পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণে শোক-মোহ-ভয়নাশিনী ভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে।১।৭।৬-৭॥৫৭॥

অধোক্ষজে শ্রীকৃষ্ণে। অধোঽনেন শয়ানেন শকটান্তরচারিণা। রাক্ষসী নিহতা রৌদ্রা শকুনীবেশধারিণী। পূতনা নাম ঘোরা সা মহাকায়া মহাবলা। বিষদিগ্ধস্তনং ক্ষুদ্রা প্রযচ্ছন্তী জনার্দ্দনে। দদৃশুর্নিহতাং তত্র রাক্ষসীং বনগোচরাঃ। পুনর্জাতোঽয়মিত্যাহুরুক্ত-স্তস্মাদধোক্ষজঃ॥ ইতি হরিবংশে শ্রীবাসুদেবমাহাত্ম্যে তন্নাম্নঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়তয়া প্রসিদ্ধেঃ। অতএবোত্তরত্র পদ্যে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ইত্যেবোক্তম্। শ্রীভগবন্নামকৌমুদীকারাশ্চ কৃষ্ণশব্দস্য তমাল-শ্যামলত্বিষি যশোদাস্তনন্ধয়ে পরব্রহ্মণি রূঢ়িরিতি প্রয়োগপ্রাচুর্য্যাত্ত-ত্রৈব প্রথমতরপ্রতীতেরুদয় ইতি চোক্তবন্তঃ। সামোপনিষদি চ— কৃষ্ণায় দেবকীনন্দনায়েতি। অত্র গ্রন্থফলত্বং তস্যৈব ব্যক্তমিতি

অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ। যেহেতু হরিবংশে শ্রীবাসুদেব-মাহাত্ম্যে অধোক্ষজ নাম শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে প্রসিদ্ধ বলিয়া উক্ত আছে যথা— "শকটের নিম্নভাগে শায়িত শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক রাক্ষসী নিহতা হইয়াছিল। সেই রাক্ষসী বিকটাকৃতি, শকুনী-বেশ-ধারিণী, তাহার নাম পূতনা। সেই মহাকায় মহাবলবিশিষ্টা ঘোর রূপিণী ক্ষুদ্রাশয়া শ্রীকৃষ্ণকে বিষদিগ্ধ স্তন দান করিতেছিল। তখন তিনি তাহাকে বিনাশ করেন। গোপগোপী সকল রাক্ষসীকে নিহতা দেখিয়া বলিলেন, এই বালক পুনর্ব্বার জন্মিয়াছে। অতএব তিনি অধোক্ষজ।"

পরবর্ত্তী শ্লোকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণশব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলে কোন্ ভগবৎস্বরূপ বুঝায়, তাহা স্পষ্ট প্রতীতির জন্য বলিতেছেন- শ্রীভগবন্নামকৌমুদীকার বলিয়াছেন "তমালশ্যামলকান্তি যশোদাস্তন্যপায়ী পরমব্রহ্মে শ্রীকৃষ্ণ-শব্দের রূঢ়ি বৃত্তি"। যেহেতু যশোদানন্দনেই শ্রীকৃষ্ণ-শব্দের প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায় এবং শ্রীকৃষ্ণশব্দ শ্রবণমাত্র প্রথমেই যশোদানন্দনের প্রতীতি হইয়া থাকে। সামোপনিষদেও (১) শ্রীকৃষ্ণকে দেবকীনন্দন বলা হইয়াছে;

---

(১) সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদে লিখিত আছে:—

তদ্ধৈতদ্ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্ত্বোবাচাপিপাস এব স

চৈকেনৈবানেন বচনেন তৎপরিপূর্ণতা সিধ্যতি ॥১॥৭॥ শ্রীসূতঃঃ ॥৫৭॥

অথ শ্রীনারদস্য—

তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রাগায়তামনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ।
তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিঃ ॥৫৮॥

যেন যেনাবতারেণেত্যেতচ্ছ্রীপরীক্ষিদ্বচনপদ্যদ্বয়মপ্যত্র শ্রীযশোদা-

---

যশোদার অপর নাম দেবকী, তাহা পরে দেখান হইবে; সুতরাং পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বলিতে শ্রীযশোদানন্দনই বুঝিতে হইবে—অন্য স্বরূপ নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে তাহা যস্যাং বৈ শ্রূয়মানায়াং কৃষ্ণে পুরুষে ইত্যাদি একটী বাক্য দ্বারাই সম্যক্‌রূপে প্রতীতি হইতেছে; কারণ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের ফল শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তির উদয়, ইহাই ঐ শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥৫৭॥

শ্রীনারদের শ্রীকৃষ্ণে তাৎপর্য্য।

তারপর শ্রীনারদের শ্রীকৃষ্ণে তাৎপর্য্য দেখান হইতেছে। শ্রীনারদ শ্রীব্যাসদেবকে বলিয়াছেন "হে প্রিয়! ব্রাহ্মণগণের উচ্ছিষ্ট-ভোজনের ফলে আমার ভগবদ্ভজনে রুচি জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণের মনোহর কথা-কীর্ত্তনকারী তাঁহাদের অনুগ্রহে আমি তাহা নিরন্তর শ্রবণ করিতাম। প্রত্যেক পদ শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রবণ করিতে করিতে নিজ-যশঃ-প্রিয় শ্রীকৃষ্ণে আমার রতি জন্মিয়াছিল। ১।৫।২৬॥৫৮॥

শ্রীপরীক্ষিৎ-উক্ত "যেন যেনাবতারেণ" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়-বর্ণিত ফল-প্রমাণানুসারে শ্রীনারদোক্ত শ্রীকৃষ্ণ, যশোদানন্দন বলিয়া প্রমাণিত হইতেছেন।

বভূব সোঽন্তবেলায়ামেতৎ ত্রয়ং প্রতিপদ্যোত্তাক্ষিতমস্যচ্যুতমসি প্রাণশংসিতমসীতি তত্রৈতে দ্বে ঋচৌ ভবতঃ॥ ৩।১৭।৬

আঙ্গিরস ঘোরনামক ঋষি "দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার" বলিয়া, শিষ্যকে বলিয়াছেন—যথোক্ত যজ্ঞবিৎ পুরুষ মরণসময়ে 'অক্ষিতমসি' তুমি অক্ষয়; 'অচ্যুতমসি'—তুমি অচ্যুত, 'প্রাণশংসিতমসি'—তুমি প্রাণহইতেও প্রিয়তম, এই মন্ত্র ত্রয় স্মরণ করিবেন। উপাসনা হইতে শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার এবং সাক্ষাৎকার হইতে তৎপ্রাপ্তি বিষয়ে দুইটী ঋঙ মন্ত্র আছে।

স্তনন্ধয়ত্বে সাধকং শ্রুতিসামান্যন্যায়েন ॥১॥৫॥ শ্রীনারদঃ শ্রীবেদ-ব্যাসম্ ॥৫৮॥

তচ্ছব্দস্যৈবাভ্যাসো দৃশ্যতে—এবং কৃষ্ণমতেরিত্যাদৌ। অন্যত্র চ। যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা লোকং পুনানা মুনয়োঽভিযন্তি। যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাদ্ গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্॥ স বা অয়ং ব্রহ্ম মহদ্বিমৃগ্যং কৈবল্যনির্বাণসুখানুভূতিঃ। প্রিয়ঃ সুহৃদ্বঃ খলু মাতুলেয় আত্মার্হণীয়ো বিধিকৃদ্গুরুশ্চ॥ ন যস্য সাক্ষাদ্ভবপদ্ম-

---

কারণ, উভয়স্থলে এক প্রকারের ফল শুনা যাইতেছে; অর্থাৎ শ্রীপরীক্ষিৎ-মহারাজ শ্রীযশোদানন্দনের পূতনামোক্ষণলীলা শুনিয়া যেমন আপনার শ্রীকৃষ্ণ-রতির আবির্ভাব অনুভব করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীনারদেরও শ্রীকৃষ্ণ-কথা শ্রবণে রতি আবির্ভাব হইয়াছে বলায় এই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীযশোদানন্দন বলিয়া প্রমাণিত হইতেছেন ॥৫৮॥

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীনারদোক্তি-সমূহে শ্রীকৃষ্ণশব্দের বারংবার প্রয়োগ দেখা যায়। যথা শ্রীব্যাস প্রতি—হে ব্রহ্মন্! এইরূপে কৃষ্ণভক্ত তদ্গতচিত্ত অমলাত্মা আমার, যথাসময়ে বিদ্যুন্মালার ন্যায় ভগবৎকৃপা প্রাপ্তির অবসর উপস্থিত হইল।১।৬।২৭

শ্রীযুধিষ্ঠির প্রতি—"এই মনুষ্য-লোকে তোমরাই যথার্থ ভাগ্যবান্! অহো, যে মুনিগণ চরণ-রেণু প্রদান করিয়া জগৎ পবিত্র করিতেছেন, তাঁহারা সর্ব্বদা নিজ ইচ্ছায় তোমাদের গৃহে আসিতেছেন; কারণ, মনুষ্যবিগ্রহধারী পরমব্রহ্ম তোমাদের গৃহে বাস করিতেছেন।

বিবেকিগণ যে কৈবল্যস্বরূপ নির্ব্বাণ-সুখকে সতত অনুসন্ধান করেন, সেই নিরুপাধি পরমানন্দের অনুভূতিস্বরূপ পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের প্রীতি-সম্পাদক, হিতকারী, মাতুলেয়, স্ব স্ব শরীরের ন্যায় নিতান্ত আপনার, কৃপা-হেতু প্রতিপালক, কিঙ্কর এবং হিতোপদেষ্টা।

যাঁহার রূপ (তত্ত্ব) ব্রহ্মারুদ্রাদি যথার্থভাবে বর্ণন করিতে পারেন নাই—কারণ, তাহাতে কাহারও বুদ্ধি প্রবেশ করিতে পারেনা—মৌনব্রত ভক্তি ও

জাদিভীরূপং ধিয়া বস্তুতয়োপবর্ণিতম্। মৌনেন ভক্ত্যোপশমেন পূজিতঃ প্রসীদতামেষ স সাত্বতাং পতিঃ ॥৫৯॥

টীকা চ—অহো প্রহ্লাদস্য ভাগ্যং যেন দেবো দৃষ্টঃ। বয়ন্তু মন্দ-ভাগ্যা ইতি বিষীদন্তং রাজানং প্রত্যাহ—যূয়ম্ ইতি ত্রিভিরিত্যেষা। মনুষ্যস্য দৃশ্যমানমনুষ্যস্যেব লিঙ্গং করচরণাদিসন্নিবেশো যস্য তং রূপং শ্রীবিগ্রহং বস্তুতয়া নোপবর্ণিতং তদ্রূপস্যৈব পরব্রহ্মত্বেন কিমিদং বস্ত্বিতি নির্দেষ্টুমশক্যত্বাৎ। যথোক্তং সহস্রনামস্তোত্রে—অনির্দ্দেশ্যবপুরিতি। এষামেব পদ্যানাং সপ্তমান্তেঽপি পরমামোদক-ত্বাৎ পুনরাবৃত্তির্দৃশ্যতে ॥৭॥১০॥ স শ্রীযুধিষ্ঠিরম্ ।৫৯॥

অত্র চ স্পষ্টম্। দেবদত্তামিমাং বীণাং স্বরব্রহ্মবিভূষিতাম্।

বৈরাগ্য দ্বারা আরাধিত সেই যাদবগণের অধিপতি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।" ৭।১০।৪৭-৫০॥৫৯॥

শ্রীস্বামিটীকা—অহো যে প্রহ্লাদ, ভগবান্‌কে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার ভাগ্যের সীমা নাই; কিন্তু আমরা মন্দভাগ্য,—ইত্যাদি প্রকারে বিষণ্ণতা প্রকাশক রাজা যুধিষ্ঠিরকে শ্রীনারদ উক্ত শ্লোকত্রয় দ্বারা সান্ত্বনা দান করিয়াছেন। শ্লোকস্থ "পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গং"—দৃশ্যমান্ মনুষ্যের ন্যায় যাঁহার করচরণাদির সন্নিবেশ, তাঁহার রূপ অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহকে যথার্থরূপে (শ্রীশিবাদি) বর্ণন করিতে পারেন নাই; কারণ, সেই রূপই পরম ব্রহ্ম; অতএব ইহা কি বস্তু—কেহই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। এই জন্য সহস্রনাম-স্তোত্রে শ্রীভগবান্‌কে অনির্দ্দেশ্য-বপুঃ বলা হইয়াছে। উক্ত শ্লোকত্রয় অত্যন্ত আনন্দজনক বলিয়া সপ্তমস্কন্ধের সমাপ্তির সময়ে পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। ৫৯॥

এইস্থলে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ে স্পষ্টরূপে শ্রীনারদের শ্রীকৃষ্ণে তাৎপর্য্য ব্যক্ত হইয়াছে—"স্বরব্রহ্ম (১)—বিভূষিতা এই দেবদত্ত-বীণার মূর্চ্ছনাপূর্ব্বক হরিকথা

---

(১) সপ্তস্বর—ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, বৈধত, নিষাধ, এই সপ্তস্বর ব্রহ্ম-অভিব্যঞ্জক বলিয়া ব্রহ্ম। স্বর-ব্রহ্ম বিভূষিতা —স্বতঃসিদ্ধ সপ্ত স্বরবিশিষ্টা।

মূর্চ্ছয়িত্বা হরিকথাং গায়মানশ্চরাম্যহম্॥ প্রগায়তঃ স্ববীর্য্যাণি তীর্থপাদঃ প্রিয়শ্রবাঃ। আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি॥৬০॥

দেবঃ শ্রীকৃষ্ণ এব। লিঙ্গপুরাণে উপরিভাগে তেনৈব স্বয়ং তস্য বীণাগ্রহণং হি প্রসিদ্ধম্। অত্র যদ্রূপেণ বীণা গ্রাহিতা তদ্রূপেণৈব চেতসি দর্শনং স্বারস্যলব্ধং দেবদত্তামিতি কৃতোপকারতায়াঃ স্মর্য্যমাণত্বেন তমনুসন্ধায়ৈব তদুক্তেঃ॥১॥৬॥ শ্রীনারদঃ শ্রীবেদব্যাসম্॥৬০॥

অত্র এতদেবমেব ব্যাখ্যেয়ম্। ত্বমাত্মনাত্মানমবেহ্যমোঘদৃক্ পরস্য পুংসঃ পরমাত্মনঃ কলাম্। অজং প্রজাতং জগতঃ শিবায় তন্ মহানুভাবাভ্যুদয়োঽধিগণ্যতাম্॥৬১॥

হে অমোঘদৃক্ ত্বমাত্মনা স্বয়ম্ আত্মানং স্বং পরস্য পুংসঃ কলামংশভূতমবেহি অনুসন্ধেহি পুনশ্চ জগতঃ শিবায়াধুনৈব শ্রীকৃষ্ণরূপেণ

গান করিতে করিতে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া থাকি। যাঁহার শ্রীচরণের আবির্ভাবস্থান তীর্থ হইয়া থাকে এবং যিনি স্বীয় যশঃ শ্রবণ করিতে ভালবাসেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার যশঃকীর্ত্তন-সময়ে আহুতের ন্যায় আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া থাকেন।"৬০॥

দেব—শ্রীকৃষ্ণ। লিঙ্গ পুরাণের প্রথমভাগের বর্ণনায় তিনিই (শ্রীকৃষ্ণই) শ্রীনারদকে বীণা গ্রহণ করাইয়াছিলেন, এই কথা প্রসিদ্ধ আছে। উক্ত নারদবাক্যে—যে রূপে বীণা গ্রহণ করাইয়াছিলেন, সেই রূপেই হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা সহজে প্রতীত হয়। বিশেষতঃ "দেবদত্তাবীণা" বলাতে বুঝাইতেছে দেবর্ষিকে যে শ্রীকৃষ্ণ বীণা দান করিয়াছিলেন, সেই উপকার স্মরণ করিয়া ঐ বিশেষণ দিয়াছেন।৬০॥

শ্রীব্যাসের প্রতি শ্রীনারদের অপরোক্তি "হে অব্যর্থদর্শিন্! তুমি আপনাকে স্বয়ং পরপুরুষের (পরমাত্মার) অংশ বলিয়া জান। পুনঃ জগতের মঙ্গলের জন্য জন্ম-রহিত হইয়াও যিনি প্রকৃষ্টরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই মহানুভবের লীলা অধিক রূপে নিরূপণ কর।১।৫।২১॥৬১॥

শ্রীকৃষ্ণে নারদের তাৎপর্য্য-হেতু উক্ত শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করা উচিত

যশ্চাজোঽপি প্রজাতস্তমবেহি। তদেতদ্দ্বয়ং জ্ঞাত্বা মহানুভাবস্য সর্ব্বাবতারাবতারিবৃন্দেভ্যোঽপি দর্শিতপ্রভাবস্য তস্য শ্রীকৃষ্ণস্যৈব অভ্যুদয়ো লীলা অধি অধিকং গণ্যতাং নিরূপ্যতাম্। স্বয়মীশ্বরোঽপি ভবান্ নিজাজ্ঞানরূপাং মায়াং ন প্রকটয়স্বিতি ভাবঃ ॥১॥৫॥ স তম্ ॥৬১॥

—হে অমোঘদৃক্! তুমি আপনাকে পরম পুরুষের কলা—অংশভূত বলিয়া অনুসন্ধান কর। পুনশ্চ জগতের মঙ্গলের জন্য অধুনা জন্মরহিত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণরূপে যিনি আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাকে অবগত হও। এইরূপে তোমাকে ও তাঁহাকে জানিয়া মহানুভবের অর্থাৎ সর্ব্বাবতার-অবতারী হইতে যিনি প্রচুর প্রভাব প্রদর্শন করাইয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের অভ্যুদয়—লীলা, অধি—অধিকরূপে নিরূপণ কর। তুমি নিজেও ঈশ্বর। অতএব স্বীয় অজ্ঞানরূপা মায়া প্রকাশ করিও না ॥৬১॥

এইভাবে এইস্থানে মহানুভব-শব্দে শ্রীকৃষ্ণ অর্থ করিলেন। শ্রীবেদব্যাস ঈশ্বরের আবেশ অবতার, এইজন্য তাঁহাকে ঈশ্বর বলা হইয়াছে শ্রীভগবান্ আপনার বহিরঙ্গা মায়া দ্বারা বিমোহিত জীবের অগোচরে অবস্থান করিতেছেন। তিনি কৃপা করিয়া না জানাইলে কেহ তাঁহাকে জানিতে পারে না। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই কৃপা করিয়া যখন জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন, তখন তাঁহাকে, জীব যাহাতে জানিতে চাহে তাহা হওয়া বাঞ্ছনীয়। তুমি (শ্রীব্যাস) তাঁহার অবতার বিশেষ। শাস্ত্রপ্রচার তোমার কার্য্য। শাস্ত্রানুশীলনে জীব পরতত্ত্ব-বস্তু অবগত হইতে পারে। বিদ্যা অবিদ্যা—দুই ঈশ্বরের শক্তি। তদুভয় তোমার অধীন। তুমি যদি শাস্ত্র প্রকাশ উপলক্ষে অবিদ্যাশক্তির প্রকাশ কর অর্থাৎ মায়া করিয়া শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব জীবের নিকট গোপন কর, তবে কেহই তাহা জানিতে পারিবে না। স্বয়ং ভগবান্ যখন জীবের মঙ্গলের জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, তখন তুমিও কৃপা-পরবশ হইয়া, জীব যাহাতে সর্ব্বাবতার-অবতারী হইতে ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-লীলা-গুণে সমধিক বলিয়া তাঁহাকে জানিতে চাহে, তদ্রূপ বর্ণন কর। মহাভারতাদিতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাদি নানা প্রসঙ্গ বর্ণন করিয়া জীবকে ভ্রমাবর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়াছ। পুনশ্চ সে রূপ বর্ণন করিও না। শ্রীকৃষ্ণ-যশঃ বর্ণন কর—যাহার শ্রবণে কীর্ত্তনে অজ্ঞান-তমঃ দূর হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রমার প্রকাশ হয়।৬১॥

অতএব পুরাণপ্রাদুর্ভাবায় শ্রীব্যাসং শ্রীনারদেন চতুর্ব্যূহাত্মক-শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র এবোপদিষ্টস্তদুপাসকস্য সর্বোত্তমত্বঞ্চ। যথা নমো ভগবত ইত্যাদি স সম্যগ্দর্শনঃ পুমানিত্যন্তম্ ॥৬২॥

স্পষ্টম্ ॥১॥৫॥ স তম্ ॥৬২॥

অথ শ্রীব্রহ্মণঃ—ভূমেঃ সুরেতরবরূথবিমর্দিতায়াঃ ক্লেশব্যয়ায়

জগতে নিজাভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরিত বিস্তৃত হউক, এই অভিলাষে শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব-নিমিত্ত শ্রীব্যাসকে নারদ চতুর্ব্যূহাত্মক শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র উপদেশ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তকে সর্ব্বোপাসক-শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

যথা—

ওঁ নমোভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় ধীমহি।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ॥
ইতি মূর্ত্ত্যভিধানেন মন্ত্রমূর্ত্তিমমূর্ত্তিকং।
যজতে যজ্ঞপুরুষং স সম্যগ্দর্শনঃ পুমান্ ॥১।৫।৩৬-৩৭॥৬২॥

বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, সঙ্কর্ষণ—এই চতুর্ব্যূহ ভগবান্‌কে মনে মনে নমস্কার করি (নমো ধীমহি-নমস্কারং ধ্যায়েমঃ) এইরূপ স্মরণ করিয়া প্রাকৃত-মূর্ত্তি-রহিত মন্ত্রোক্ত চতুর্মূর্ত্তিকে, সেই সেই মূর্ত্তির বাসুদেবাদি নামে যিনি পূজা করেন তিনিই যথার্থ জ্ঞানবান্।

চতুর্ব্যূহকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—এই ক্রমে বর্ণন করিবার রীতি দেখা যায়। উক্ত শ্লোকে তাহার ব্যতিক্রম হেতু, দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের বর্ণনা বুঝিতে হইবে। শ্রীপ্রদ্যুম্ন পুত্র এবং অনিরুদ্ধ পৌত্র বলিয়া শ্রীবাসুদেবের নিকট অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণে বামে অনিরুদ্ধ ও প্রদ্যুম্ন। অনিরুদ্ধের দক্ষিণে শ্রীসঙ্কর্ষণ ॥৬২॥

শ্রীব্রহ্মার শ্রীকৃষ্ণে তাৎপর্য্য।

অতঃপর শ্রীব্রহ্মার শ্রীকৃষ্ণে তাৎপর্য্য দেখাইতেছেন। শ্রীব্রহ্মা নারদকে বলিয়াছেন "অসুর-সেনা-নিপীড়িতা পৃথিবীর ভার-হরণের জন্য অংশে যিনি সিত-কৃষ্ণ-কেশ (ক্ষীরোদে শায়ী), জনগণ যাঁহার পদবী কিঞ্চিন্মাত্রও অবগত

কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ। জাতঃ করিষ্যতি জনানুপলক্ষ্যমার্গঃ কর্ম্মাণি চাত্মমহিমোপনিবন্ধনানি ॥৬৩॥

অসুরসেনানিপীড়িতায়া ভূমেঃ ক্লেশমপহর্ত্তুং পরমাত্মনোঽপি পরত্বাজ্জনৈরস্মাভিরনুপলক্ষ্যমার্গোঽপি প্রাদুর্ভূতঃ সন্ কর্ম্মাণি চ করিষ্যতি। কোঽসৌ কলয়া অংশেন সিতকৃষ্ণকেশো যঃ। যত্র সিতকৃষ্ণকেশো দেবৈর্দৃষ্টাবিতি শাস্ত্রান্তরপ্রসিদ্ধিঃ। সোঽপি যস্যাংশেন স এব ভগবান্ স্বয়মিত্যর্থঃ। তদবিনাভাবিত্বাচ্ছ্রীবলদেবস্যাপি গ্রহণং দ্যোতিতম্। ননু পুরুষাদপি পরোঽসৌ ভগবান্ কথং ভূভারাবতারণমাত্রার্থং স্বয়ম্ অবতরিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ। আত্মনো মহিমানঃ পরমমাধুরীসম্পদ উপনিবধ্যন্তে নিজভক্তৈরধিকং বর্ণ্যন্তে যেষু তানি কর্ম্মাণি চ করিষ্যতি। যদ্যপি নিজাংশেনৈব বা নিজেচ্ছাভাসেনৈব বা ভূভারহরণমীষৎকরং তথাপি নিজচরণারবিন্দজীবাতুবৃন্দমানন্দ-

---

হইতে পারে না, তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়া, যে সকল কর্ম্ম দ্বারা স্বীয় মহিমা প্রকাশিত হয়, সেই সকল কর্ম্ম করিবেন।" ৬৩॥

অসুর-সেনা-নিপীড়িতা পৃথিবীর ক্লেশ দূর করিবার জন্য পরমাত্মা হইতেও পরতত্ত্ব বলিয়া আমরা (ব্রহ্মাদি) যাঁহার বর্ত্মও অবগত হইতে পারি নাই অর্থাৎ যাঁহার তত্ত্ব কিছুই জানিনা, তিনিই প্রাদুর্ভূত হইয়া কর্ম্ম সকল করিবেন, তিনি কে? কলা অংশ দ্বারা যিনি সিত-কৃষ্ণ-কেশ, সেই ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুতে দেবগণ সিত-কৃষ্ণ-কেশ দর্শন করিয়াছেন বলিয়া বিষ্ণুপুরাণে ও মহাভারতে প্রসিদ্ধ আছে। তিনি যাঁহার অংশ, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িয়া কখনও থাকেন না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-উক্তিতে শ্রীবলদেবের আবির্ভাব-সংবাদও প্রকাশিত হইল। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য—পুরুষ হইতে পরাবস্থ যে ভগবান্—তিনি কেন কেবল ভূভার-হরণের জন্য স্বয়ং অবতীর্ণ হইবেন। উত্তর:—অপ্রকট প্রকাশে যিনি (শ্রীকৃষ্ণ) সতত লীলা ও মাধুর্য্যামৃত বিতরণ করিতেছেন, যদ্যপি নিজ অংশ দ্বারা, কিম্বা নিজ ইচ্ছাভাস দ্বারা ভূভার-হরণ অতি সহজে সম্পন্ন হয়, তথাপি সেই শ্রীকৃষ্ণ, নিজ চরণকমল

য়ন্নেব লীলাকাদম্বিনীনিজমাধুরীবর্ষণায় বিতরিষ্যমাণোঽবতরিষ্যতীত্যর্থঃ। এতদেব ব্যক্তীকৃতং তোকেন জীবহরণমিত্যাদৌ। ইতরথা স্বমাধুরীসম্পৎপ্রকাশনেচ্ছামন্তরেণ মধুরতরং তোকাদিভাবং দধতা তেন পূতনাদীনাং জীবনহরণাদিকং কর্ম্ম ন ভাব্যং ন সম্ভাবনীয়ম্। তদংশতদিচ্ছাভাসাদিমাত্রেণৈব তৎসিদ্ধেরিতি বাক্যার্থঃ। তথা চ তথায়ঞ্চাবতারস্তে ইত্যাদৌ তৈরেব ব্যাখ্যাতম্। কিং ভূভারহরণং

যাঁহাদের জীবন-সম্বল, তাঁহাদিগকে আনন্দিত করিবার জন্য লীলা-কাদম্বিনী (মেঘ) দ্বারা নিজ মাধুরী-ধারা-বর্ষণার্থ অবতীর্ণ হইবেন। লীলা ও মাধুর্য্য-বর্ষণের জন্য যে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা "তোকেন জীব-হরণং" ইত্যাদি উদ্ধব-বাক্যে ব্যক্ত হইয়াছে। ২।৭।২৭

নিজ ভক্তগণ মাধুর্য্য ও সম্পদ প্রচুর রূপে বর্ণন করিতে পারে, ভূভার-হরণের ন্যায় সেই সকল কর্ম্মও করিবেন।

তোকেন জীবহরণং যদূলুলীকায়া
স্ত্রৈমাসিকস্য চ পদা শকটোপবৃত্তঃ।
যদ্রিঙ্গান্তরগতেন দিবি স্পৃশোর্ব্বা
উন্মূলনং ত্বিতরথার্জ্জুনয়োর্ন ভাব্যং॥

শ্রীকৃষ্ণের স্বমাধুরীসম্পদ্-প্রকাশেচ্ছা ব্যতিরিক্ত, বাল্যাদি-ভাব-প্রকাশক শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক পূতনা প্রভৃতির জীবন-নাশাদি কার্য্য হইতে পারে না—হওয়ার সম্ভাবনাও করা যায় না; কারণ, শ্রীকৃষ্ণের অংশ দ্বারা, বা তাঁহার ইচ্ছাভাস মাত্রেই ঐ সকল কার্য্য হইতে পারে। তাঁহাকে স্বয়ং প্রয়াস পাইতে হয় না, ইহাই উক্ত শ্রীব্রহ্ম-বাক্যের অর্থ।

লীলামাধুরী-বর্ষণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন, একথা কেবল শ্রীপাদ গ্রন্থকার ব্যাখ্যা করিতেছেন তাহা নহে, শ্রীধরস্বামিচরণও তদ্রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা:—

অয়ঞ্চাবতারস্তে ভূবোর্ভার-জিহীর্ষয়া
স্বানাঞ্চানন্যভাবানামনুধ্যানায় চাসকৃৎ॥ ১।৭।২৬

শ্রীঅর্জ্জুন বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ! ভূভার-হরণেচ্ছায় আবির্ভূত তোমার এই অবতার ভবদীয় জ্ঞাতি ও একান্ত ভক্তগণের নিরন্তর ধ্যানের জন্য প্রকটিত হইয়াছে।

মদিচ্ছামাত্রেণ ন ভবতি তত্রাহ স্বানামিতীতি। জয়তি জননিবাস ইত্যত্র চ ইচ্ছামাত্রেণ নিরসনসমর্থোঽপি ক্রীড়ার্থং দোর্ভিরধর্ম্মমস্যন্নিতি তদেবমাদিভিঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব সর্বাদ্ভুততাবর্ণনাভিনিবেশপ্রপঞ্চো ব্রহ্মণি স্পষ্ট এব। অস্তু তাবৎ তদ্ভূরি ভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যামিত্যাদি ॥২॥৭॥ শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদম্ ॥৬৩॥

এবং চতুঃশ্লোকীবক্তুঃ শ্রীভগবতোঽপি শ্রীকৃষ্ণস্যৈনৈব দর্শিত-

শ্রীস্বামি-ব্যাখ্যা—(শ্রীকৃষ্ণ বলিতে পারেন) ভূভার-হরণ কি আমার ইচ্ছা মাত্রে হয় না—এই আশঙ্কায় বলিয়াছেন—স্বানামিত্যাদি অর্থাৎ জ্ঞাতি ও একান্ত ভক্তগণের নিরন্তর ধ্যানের জন্য প্রকটিত হইয়াছ। জয়তি জননিবাস ইত্যাদি শ্লোকে ইচ্ছামাত্র অধর্ম্ম নিরসন করিতে সমর্থ হইলেও ক্রীড়াহেতু বাহুসকলদ্বারা অসুরহত্যা করিয়া অধর্ম্ম নিরসন করিয়াছেন বলা হইয়াছে। এই সকল শ্লোকদ্বারা স্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাশ্চর্য্য চরিত্র বর্ণনাতেই শ্রীব্রহ্মার অভিনিবেশ। এসম্বন্ধে অধিক বিচার নিষ্প্রয়োজন। যেহেতু ব্রহ্মা প্রার্থনা করিতেছেন—

তদ্ভূরি ভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং
যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোভিষেকম্।
যজ্জীবিতং তু নিখিলং ভগবান্
মুকুন্দস্তুদ্যাপি যৎ পদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব ॥

এই গোকুলে কোন গভীর অরণ্যমধ্যে যে কোন (তৃণাদি) জন্ম যদি লাভ হয়, তবে মহাভাগ্য মনে করি। কারণ, তাহাতে যে কোন গোকুলবাসীর পদধূলি দ্বারা অভিষিক্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। তাঁহাদের পদধূলি প্রাপ্ত হইলে ধন্য হইব বলিতেছি কেন, তাহাও নিবেদন করিতেছি। যাঁহার চরণরেণু অদ্যাপি শ্রুতিগণ অন্বেষণ করিতেছেন, সেই ভগবান্ মুকুন্দ আপনি নিখিল গোকুলবাসীর জীবাতু। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে শ্রীব্রহ্মার কত ব্যাকুলতা, এই শ্লোকে তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে।৬৩॥২।৭।২৬

শ্রীব্রহ্মা প্রভৃতি মহাবক্তা এবং শ্রোতার তাৎপর্য্য যেই শ্রীকৃষ্ণে, সেই শ্রীকৃষ্ণই

ত্বাত্তস্য চাহমেবাসমেবাগ্রে ইত্যাদ্যুক্তেস্তস্মিন্নেব তাৎপর্য্যং স্পষ্টম্। কিং বহুনা নানাবতারাবতারিষ্বপি সৎসু মহাপুরাণপ্রারম্ভ এব

যে শ্রীমদ্ভাগবতের (১) বক্তা তাহা দ্বিতীয় সন্দর্ভে দেখান হইয়াছে। অতএব চতুঃ-শ্লোকীতে শ্রীভগবান্ শ্রীব্রহ্মাকে বলিয়াছেন :—সৃষ্টির পূর্ব্বে আমিই ছিলাম, অন্যকিছু ছিলনা, স্থূল, সূক্ষ্ম জগতের কারণ যে প্রকৃতি তাহাও ছিলনা। (প্রকৃতি তখন অন্তর্মুখী বৃত্তিদ্বারা আমাতে লীনা ছিল)। সৃষ্টির পশ্চাৎ আমিই অবশিষ্ট থাকিব। এই তৃতীয় শ্লোকের তাৎপর্য্যও যে শ্রীকৃষ্ণে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অর্থাৎ সৃষ্টির আদি, মধ্য, অবসানে ও সৃষ্টবস্তুর কারণ রূপে শ্রীকৃষ্ণই বিরাজ করিতেছেন।

শ্রীশৌনকাদির শ্রীকৃষ্ণে তাৎপর্য্য।

এ সম্বন্ধে বহুবাক্যের প্রয়োজন কি? নানাবিধ অবতার ও অবতারী থাকিলেও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভেই শ্রীশৌনকাদি ঋষির শ্রীকৃষ্ণে তাৎপর্য্য দেখা যায়। তাঁহাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন। —শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ প্রসঙ্গে পূর্ব্বে

(১) চতুঃশ্লোকী—ভাগবত।

শ্রীভগবান্ উবাচ :—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্‌বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥
যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥
অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥
ঋতেঽর্থং যৎপ্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্‌বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহম্॥

শ্রীশৌনকাদীনাং শ্রীকৃষ্ণে তাৎপর্য্যম্। অত্র পূর্বং সামান্যতোঽস্মাভিরেকান্তশ্রেয়স্ত্বেন সর্বশাস্ত্রসারত্বেন আত্মসুপ্রসাদহেতুত্বেন চ যৎ পৃষ্টং তদেতদেবাস্মাকং ভাতি যৎ শ্রীকৃষ্ণস্য লীলাবর্ণনমিত্যভিপ্রেত্যাহুঃ।

সূত জানাসি ভদ্রং তে ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
দেবক্যাং বসুদেবস্য জাতো যস্য চিকীর্ষয়া ॥৬৪॥

ভদ্রং ত ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলাপ্রশ্নসহোদরৌৎসুক্যেনাশীর্বাদঃ। ভগবান্ স্বয়মেবাবতারী। সাত্বতাং যাদবানাম্।

তন্নঃ শুশ্রূষমাণানামর্হস্যঙ্গানুবর্ণিতুম্।
যস্যাবতারো ভূতানাং ক্ষেমায় চ ভবায় চ ॥৬৫॥

সাধারণ ভাবে আমরা একান্ত শ্রেয়ঃ, সর্ব্বশাস্ত্র-সার এবং আত্মপ্রসাদ-হেতু স্বরূপ যাহা জানিতে চাহিয়াছিলাম, আমাদের মনে হয়, তাহা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লীলা বর্ণনেই ঘটিয়া থাকে ; সেই জন্যই বলিয়াছেন—"হে সূত ! তোমার মঙ্গল হউক সাত্বতগণের প্রতিপালক ভগবান্, শ্রীবাসুদেবের পত্নী দেবকীর গর্ভে কি জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা তুমি অবগত আছ।১।১।১২॥৬৪

শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রশ্নের সঙ্গে যে ঔৎসুক্য, সেই ঔৎসুক্যহেতু আশীর্ব্বাদ :— "হে সূত ! তোমার মঙ্গল হউক।" ভগবান্ স্বয়ং—অবতারী। সাত্বত—যাদবগণ ॥৬৪॥

"হে প্রিয় সূত ! ভূতগণের রক্ষা ও সমৃদ্ধি সাধন যাঁহার অবতারের সাধারণ হেতু—আমরা শ্রবণাভিলাষী, আমাদের নিকট সবিশেষ তাঁহার কথা বর্ণন কর।১।১।১৩॥৬৫॥

শ্রীকৃষ্ণের অংশাদিরূপে যে সকল অবতার আবির্ভূত হয়েন, সাধারণতঃ

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥
এতন্মতং সমাতিষ্ঠ পরমেণ সমাধিনা।
ভবান্ কল্পবিকল্পেষু ন বিমুহ্যতি কর্হিচিৎ ॥

অঙ্গ হে সূত সামান্যতস্তাবদ্‌যস্যাবতারমাত্রং ক্ষেমায় পালনায় ভবায় সমৃদ্ধয়ে চ।

তৎপ্রভাবমনুবর্ণয়ন্তস্তদ্‌যশঃশ্রবণৌৎসুক্যমাবিষ্কুর্বন্তি।

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্।

ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্ ॥৬৬॥

বিবশোঽপি যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য নাম তস্যাবতারিত্বাদবতারনাম্নামপি তত্রৈব পর্য্যবসানাৎ। অতএব সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণাদপি তত্তন্নামপ্রবৃত্তিঃ প্রকারান্তরেণ শ্রূয়তে শ্রীবিষ্ণুপুরাণে। তত্র ত্বখিলানামেব

তাঁহাদের কার্য্যই ভূতগণের রক্ষা ও সমৃদ্ধি সাধন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবে এই কার্য্য প্রচুররূপে সাধিত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥৬৫॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব বর্ণন করিয়া তাঁহার যশঃ-শ্রবণে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন ঃ—ভবঘোরে পতিত ব্যক্তি বিবশ ভাবেও যাঁহার নাম গ্রহণ করিলে তৎক্ষণাৎ সংসার হইতে মুক্তিলাভ করে, এমন কি স্বয়ং ভয়ও যাঁহাকে ভয় করে, সেই শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র বর্ণন কর। ১।১।১৪॥৬৬॥

বিবশ—বিশেষরূপে পরাধীন হইয়া অর্থাৎ অজামিলাদির ন্যায় "শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তন করিতেছি" এই অনুসন্ধান না রাখিয়া অন্য তাৎপর্য্যে নাম কীর্ত্তন করিলেও সংসার ক্ষয় হয়।

শ্রীকৃষ্ণের নাম বলায়—শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাবতারী-হেতু অবতার সকলের নামও তাঁহার নামের অন্তর্ভূত। এইজন্য, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ হইতে যে অবতার সকলের নাম আবির্ভূত হইয়াছে, তাহা শ্রীবিষ্ণুপুরাণ হইতে প্রকারান্তরে শুনা যায় :—

যথা—"তাঁহাতে (শ্রীকৃষ্ণে) অখিল ভগবন্নামের কারণ সমূহ বিদ্যমান ছিল" ইহা শ্রীবিষ্ণুপুরাণের গদ্য। সেই জন্যই শিশুপাল-দন্তবক্র শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনে অভীষ্টা গতি লাভ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ হইতেই যেমন সকল অবতারগণের আবির্ভাব হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই সকল অবতারের কারণ, তেমনি শ্রীকৃষ্ণনাম হইতে সকল নামের আবির্ভাব হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-নাম, সকল শ্রীভগবন্নামের কারণ বা

ভগবন্নাম্নাং কারণান্যভবন্নিতি হি তদীয়ং গদ্যম্। ততঃ সংসৃতেঃ। যদ্ যতো ভয়মপি স্বয়ং বিভেতি। কিঞ্চ।

যৎপাদসংশ্রয়াঃ সূত মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ।
সদ্যঃ পুনন্ত্যুপস্পৃষ্টাঃ স্বর্ধুন্যাপোঽনুসেবয়া ॥৬৭॥

যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাদৌ সংশ্রয়ো যেষাম্, অতএব প্রশমায়নাঃ, শমো ভগবন্নিষ্ঠবুদ্ধিতা, শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি স্বয়ং শ্রীভগবৎ-বাক্যাৎ, স এব প্রকৃষ্টঃ শমঃ প্রশমঃ, সাক্ষাৎপূর্ণভগবৎশ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি-ত্বাৎ, প্রশম এবায়নং বর্ত্ম আশ্রয়ো বা যেষাং তে শ্রীকৃষ্ণলীলারসা-কৃষ্টচিত্তা মুনয়ঃ শ্রীশুকদেবাদয়ঃ, উপস্পৃষ্টাঃ সন্নিধিমাত্রেণ সেবিতাঃ,

---

অবতারী। শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বয়ং ভয়ও ভয় পায় বলিয়া বিবশভাবে তাঁহার নাম গ্রহণ করিলেও সংসার হইতে বিমুক্তি লাভ হয় ॥৬৬॥

আরও—"যে শ্রীকৃষ্ণের পদাশ্রিত প্রশমায়ন-পরম শান্ত মুনিগণ দর্শন-দানদ্বারা সদ্যঃ পবিত্র করেন। আর গঙ্গা-সলিল বারবার সেবার পর পবিত্র করেন (সেই শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র বর্ণন কর)।১।১।১০॥৬৭॥

যাঁহার—শ্রীকৃষ্ণের, পদদ্বয় সম্যক্ আশ্রয় যাঁহাদের, তাঁহারা ঐ আশ্রয় হেতু প্রশমায়ন। প্র—প্রকৃষ্টরূপে শম অয়ন—আশ্রয় যাঁহাদের। শম—বুদ্ধির ভগ-বন্নিষ্ঠা; যেহেতু একাদশ স্কন্ধে শ্রীউদ্ধব প্রতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছেন, আমাতে—(শ্রীভগবৎ স্বরূপ মাত্রে) বুদ্ধির নিষ্ঠাকে শম বলে, সেই শম সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে প্রযুক্ত হেতু প্রকৃষ্ট—শম—প্রশম, অয়ন অর্থাৎ বর্ত্ম বা আশ্রয় যাঁহা-দের তাঁহারা প্রশমায়ন। প্রশমায়ন মুনি শ্রীশুকদেব গোস্বামিপ্রভৃতি সন্নিধিমাত্রে সেবিত (অর্থাৎ দৃষ্টিগোচর) হইয়া তৎক্ষণাৎ বাসনা-বিশিষ্ট পাপ(১) হইতে শোধন

---

(১) বাসনাবিশিষ্ট পাপ বলায় এই বুঝা যাইতেছে, যে ব্যক্তি পাপ করি-তেছে, আরও পাপ করিবার বাসনা যাহার হৃদয়ে আছে, তাহাকে পর্য্যন্ত শুদ্ধ করে। পাপ করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছে এবং বাসনা ত্যাগ করিয়াছে এমন ব্যক্তির শোধনের কথা বলা বাহুল্য।

সদ্যঃ পুনন্তি সবাসনপাপেভ্যঃ শোধয়ন্তি। স্বর্ধুনী গঙ্গা তস্যা আপস্তু, যোঽসৌ নিরঞ্জনো দেবশ্চিৎস্বরূপী জনার্দ্দনঃ স এব দ্রবরূপেণ গঙ্গাম্ভো নাত্র সংশয়ঃ, ইতি স্বয়ং তথাবিধরূপা অপি, সাক্ষাচ্ছ্রীবামনদেবচরণাম্নিঃসৃতা অপি, অনুসেবয়া সাক্ষাৎ সেবাভ্যাসেনৈব তথা শোধয়ন্তি, ন সন্নিধিমাত্রেণ সেবয়া। সাক্ষাৎ সেবয়াপি ন সদ্য ইতি তস্যা অপি শ্রীকৃষ্ণাশ্রিতানামুৎকর্ষাত্তস্যোৎকর্ষঃ। এবমেব ততস্তদ্‌যশসোঽপ্যাধিক্যং বর্ণ্যতে। তীর্থং চক্রে নৃপোনং যদজনি যদুষু স্বঃসরিৎপাদশৌচমিতি। টীকা চ—ইতঃ পূর্বং স্বঃসরিদেব সর্বতোঽধিকং তীর্থমিত্যাসীৎ ইদানীং যদুষু যদজনি জাতং তীর্থং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তিরূপম্ এতৎ স্বঃসরিদ্‌রূপং পাদশৌচং তীর্থম্ ঊনম্

করেন। যিনি "সেই নিরঞ্জন চিৎস্বরূপ দেব জনার্দ্দন, তিনি দ্রবরূপে এই গঙ্গা বারি, তাহাতে সন্দেহ নাই।" এই হেতু স্বয়ং চিৎস্বরূপা হয়েন এবং বলি মহারাজের দান গ্রহণ সময়ে বামনদেবের ঊর্দ্ধ-প্রসারিত চরণদ্বারা ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ ভিন্ন হইলে কারণার্ণব হইতে নিঃসৃত হইয়া পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই গঙ্গা অনু সেবা অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্নান-পান-পূজনাদি দ্বারা বারম্বার সেবা করিলে তদ্রূপ শোধন করেন। উক্ত ভাগবতদিগের মত কেবল দর্শনরূপ সেবা দ্বারা শোধন করেন না। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গঙ্গার সেবা করিলেও সদ্য শোধন করেন না। অতএব গঙ্গা হইতেও শ্রীকৃষ্ণাশ্রিতগণের উৎকর্ষ দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের পরমোৎকর্ষ জানা যাইতেছে। এইরূপ উৎকর্ষ-বর্ণনাভিপ্রায়ে শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—হে রাজন্, শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তিকলাপরূপ যে তীর্থ যদুবংশে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বামন দেবের পাদশৌচরূপ গঙ্গাতীর্থকে অল্প করিয়াছে।১০। ৯০।২৩

শ্রীস্বামি-টীকা :— ইতঃপূর্ব্বে স্বরধুনীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ ছিলেন, অধুনা যদুবংশে শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তিরূপ যে তীর্থ উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহা গঙ্গারূপ শ্রীবামনদেবের পাদশৌচ-তীর্থকে অল্প করিয়াছেন অর্থাৎ গঙ্গার মহিমা হইতেও

অম্বরীষক্রে ইত্যেষা। এতস্য দশমস্কন্ধপদ্যস্যৈব সম্বাদিতাং ব্যনক্তি॥

কো বা ভগবতস্তস্য পুণ্যশ্লোকেড্যকর্ম্মণঃ।
শুদ্ধিকামো ন শৃণুয়াদ্‌যশঃ কলিমলাপহম্‌ ॥৬৮॥

স্পষ্টম্‌। যস্মাদেবং তস্মাৎ।

তস্য কর্ম্মাণ্যুদারাণি পরিগীতানি সূরিভিঃ।
ব্রূহি নঃ শ্রদ্দধানানাং লীলয়া দধতঃ কলাঃ ॥৬৯॥

উদারাণি পরমানন্দদাতৃণি জন্মাদীনি স্বয়ং পরিপূর্ণস্য লীলয়া অন্যা অপি কলাঃ পুরুষাদিলক্ষণা দধতস্তত্তদংশানপ্যাদায় তস্যাবতীর্ণস্য সত ইত্যর্থঃ।

অথাখ্যাহি হরের্ধীমন্নবতারকথাঃ শুভাঃ।
লীলা বিদধতঃ স্বৈরমীশ্বরস্যাত্মমায়য়া ॥৭০॥

শ্রীকৃষ্ণযশের মহিমা প্রচুর। শ্রীশৌনকাদির উক্তিতে দশমস্কন্ধীয় এই (১০।৯০।২৩) পদ্যের সংবাদ ব্যক্ত হইতেছে।১।১।১৫ ॥৬৭॥

"সেই ভগবানের কার্য্যসকল পুণ্যশ্লোক ব্যক্তিগণ স্তব করিয়া থাকেন; নিজ-শুদ্ধি-অভিলাষী কোন্ ব্যক্তি তাঁহার কলি-কলুষ-নাশক যশঃ শ্রবণ করিবে না?" ১।১।১৬॥৬৮॥

তাঁহার যশঃ কলি-কলুষ-নাশ করে, অতএব যিনি লীলাবশতঃ কলা (অংশ) সকল ধারণ করেন, তাঁহার পরম উদার কর্ম্ম সকল নারদাদি ভক্তগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাঁহার লীলা শ্রবণে আমাদের মহতী শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। অতএব আমাদিগকে শ্রবণ করাও।১।১।১৭॥৬৯॥

"শ্রীকৃষ্ণের জন্ম প্রভৃতি লীলা ভক্তগণকে পরমানন্দ দান করে বলিয়া তৎসমুদায় উদার কর্ম্ম; শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরিপূর্ণ হইয়া লীলার্থ অন্য কলা অর্থাৎ পুরুষাদিলক্ষণ অংশ সকল গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব তাঁহার লীলা অতীব বিচিত্র, আমাদিগকে শ্রবণ করাও ॥৬৯॥

হে ধীমন্! হরির অবতারের শুভকথা-সকলও বর্ণন কর। ঈশ্বর স্বেচ্ছাক্রমে আত্ম-মায়া দ্বারা নানা অবতাররূপে লীলা করেন।১।১।১৮॥৭০॥

শ্রীকৃষ্ণস্য তাবন্মুখ্যত্বেন কথয় অথ তদনন্তরমানুষঙ্গিকতয়ৈবেত্যর্থঃ। হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রকরণবলাৎ। অবতারাঃ পুরুষস্য গুণাবতারা লীলাবতারাশ্চ তেষাং কথা লীলাঃ সৃষ্ট্যাদিকর্ম্মরূপাঃ ভূভারহরণাদিরূপাশ্চ। ঔৎসুক্যেন পুনরপি তচ্চরিতান্যেব শ্রোতুমিচ্ছন্তস্তত্রাত্মনস্তৃপ্ত্যভাবমাবেদয়ন্তি।

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমশ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥৭১॥

যোগযাগাদিষু তৃপ্তাঃ স্মঃ ভগবদ্বিক্রমমাত্রে তু ন তৃপ্যাম এব

শ্রীকৃষ্ণের কথা মুখ্যরূপে কীর্ত্তন কর। তারপর আনুষঙ্গিক ভাবে অন্যান্য অবতারের কথা কীর্ত্তন করিও।

মূলশ্লোকে আছে—হরির কথা বল; এস্থলে 'শ্রীকৃষ্ণের কথা বল', এইরূপ ব্যাখ্যা করিবার তাৎপর্য্য কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—হরি-শব্দে শ্রীকৃষ্ণই বুঝিতে হইবে; কারণ, প্রকরণ হইতে তাহাই প্রতীত হইতেছে,—শ্রীশৌনকাদি ঋষি ইতঃপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণচরিত শ্রবণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন; সুতরাং এস্থলে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-অর্থে হরিশব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা সহজেই অনুমিত হয়।

অবতার—পুরুষের গুণাবতার ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, এবং লীলাবতার মৎস্যাদি।

তাঁহাদের কথা—লীলা। সেই লীলা দুই প্রকার—সৃষ্ট্যাদি (সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার)-কর্ম্মরূপা ও ভূভার-হরণাদিরূপা ॥৭০॥

ঔৎসুক্য বশতঃ পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণচরিত্র শ্রবণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাহাতে আপনাদের অতৃপ্তি জ্ঞাপন করিতেছেন,—

"আমরা উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের বিক্রম অর্থাৎ লীলা শ্রবণ করিয়া বিতৃপ্ত হই নাই। যেহেতু, তদীয় চরিত্র-শ্রবণ-সময়ে রসজ্ঞ শ্রোতৃগণের পদে পদে উত্তরোত্তর অধিক আস্বাদন অনুভূত হয় ॥"১।১।১৯॥৭১॥

মহাবক্তা ও শ্রোতার শ্রীকৃষ্ণে তাৎপর্য্য।

শ্রীশৌনকাদি ঋষি বলিলেন, আমরা যোগযাগাদিতে তৃপ্ত হইয়াছি, কিন্তু ভগবদ্বিক্রম-শ্রবণে তৃপ্ত হই নাই। তাহাতে আবার—যাঁহার যশ গঙ্গার মহিমার

তত্রাপি তীর্থং চক্রে নৃপোনমিত্যাদ্যুক্তলক্ষণস্য সর্বতোঽপ্যুত্তম-শ্লোকস্য বিক্রমে বিশেষেণ ন তৃপ্যামঃ অলমিতি ন মন্যামহে। তত্র হেতুঃ। যদ্বিক্রমং শৃণ্বতাম্। যদ্বা অন্যে তৃপ্যন্তু নাম বয়ন্তু নেতি তু শব্দস্যান্বয়ঃ।

কৃতবান্ কিল কর্ম্মাণি সহ রামেণ কেশবঃ।
অতিমর্ত্ত্যানি ভগবান্ গূঢ়ঃ কপটমানুষঃ ॥৭২॥

টীকা চ—অতঃ শ্রীকৃষ্ণচরিতানি কথয়েত্যাশয়েনাহুঃ কৃতবানিতি। অতিমর্ত্ত্যানি মর্ত্ত্যানতিক্রান্তানি গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদীনি মনুষ্যেষ্বসম্ভাবিতানীত্যর্থঃ ইত্যেষা। নতু কথং মানুষঃ সন্নতিমর্ত্ত্যানি

ন্যূনতা সম্পাদন করিয়াছেন, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যশস্বী শ্রীকৃষ্ণের যশে বিশেষ রূপে অতৃপ্ত আছি, অর্থাৎ অনেক শুনা হইয়াছে, আর কত শুনিব? —আমাদের এই অলংবুদ্ধি হইবেনা। তাহার কারণ, রসজ্ঞ শ্রোতৃগণ শ্রীকৃষ্ণচরিত্র শ্রবণ-সময়ে পদে পদে উত্তরোত্তর অধিক হইতে অধিকতর আস্বাদন অনুভব করেন। অর্থান্তরে—শ্রীকৃষ্ণচরিত্র শ্রবণে অন্যে তৃপ্ত হইতে পারে, আমরা কিন্তু তৃপ্তিলাভ করিতে পারিব না।

প্রথম অর্থে 'উত্তমশ্লোক-বিক্রমে' পদের সহিত 'তু' (বয়ন্তু—বয়ম্+তু) শব্দ অন্বিত হইয়াছে; আর দ্বিতীয় অর্থে 'বয়ম্' পদের সহিত অন্বিত হইয়াছে ॥৭১॥

শ্রীশৌনক তারপর বলিলেন—"নিশ্চয়ই গূঢ় এবং কপট মানুষ ভগবান্ কেশব রামের সহিত অলৌকিক কর্ম্ম সকল করিয়াছেন ॥"১।১।২০॥৭২॥

শ্রীস্বামিটীকা—অতএব শ্রীকৃষ্ণচরিত্র রসজ্ঞ শ্রোতৃগণের নিকট পদে পদে উত্তরোত্তর স্বাদাধিক্য প্রকাশ করে এবং আমরা শ্রীকৃষ্ণ-যশে বিশেষরূপে অতৃপ্ত আছি বলিয়া,—শ্রীকৃষ্ণচরিত্র সকল বল,—এই অভিপ্রায়ে শ্রীশৌনক 'কৃতবান্,' ইত্যাদি উক্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। (শ্লোকস্থ) অতিমর্ত্ত্যানি—যে সকল অলৌকিক কর্ম্মদ্বারা মানব-সামর্থ্য অতিক্রম করিয়াছেন, অর্থাৎ গোবর্দ্ধনধারণ প্রভৃতি যে সকল কর্ম্ম মনুষ্যলোকে কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে, সে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন।—ইতিটীকা।

কৃতবান্, তত্রাহ, কপটমানুষঃ, পার্থিবদেহবিশেষ এব মানুষশব্দঃ প্রতীতঃ, তস্মাৎ কপটেনৈবাসৌ তথা ভাতীত্যর্থঃ, বস্তুতস্তু নরাকৃতেরেব পরব্রহ্মত্বেনাসত্যপি প্রসিদ্ধমানুষত্বে নরাকৃতিনরলীলত্বেন লব্ধমপ্রসিদ্ধমানুষত্বমস্ত্যেব। তৎ পুনরৈশ্বর্য্যাব্যাঘাতকত্বান্ন প্রত্যাখ্যায়ত ইতি ভাবঃ। অতএব স্যমন্তকাহরণে প্রাকৃতং পুরুষং মত্বে-

---

এস্থলে জিজ্ঞাস্য, শ্রীকৃষ্ণ মানুষ হইয়া কি প্রকারে অমানুষিক কর্ম্ম সকল করিয়াছেন? তদুত্তরে বলিতেছেন, তিনি "কপট মানুষ।" পার্থিব (পাঞ্চভৌতিক) দেহবিশেষে মানুষ-শব্দ প্রযুক্ত হয়, শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, সুতরাং তিনি উক্ত-লক্ষণবিশিষ্ট মানুষ নহেন; নিজ স্বরূপ গোপন করিয়া নরলীলার অনুকরণ দ্বারা মানুষের ন্যায় প্রতীত হয়েন, এই জন্য তাঁহাকে কপট মানুষ বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ পক্ষে নরাকৃতিতেই তিনি পরম ব্রহ্ম বলিয়া, তাঁহাতে প্রসিদ্ধ মনুষ্যত্ব (পার্থিব-দেহবিশিষ্টত্ব) নাই, তবে তিনি নরাকৃতি, নরলীলার অনুষ্ঠান করেন, তজ্জন্য প্রাপ্ত অপ্রসিদ্ধ-মনুষ্যত্ব তাঁহাতে অবশ্যই আছে। এই অপ্রসিদ্ধ মনুষ্যত্ব স্বীকার করিলে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের ব্যাঘাত অর্থাৎ স্বয়ং ভগবত্তার হানি হয়না, অতএব তাহা (অপ্রসিদ্ধ মনুষ্যত্ব) প্রত্যাখ্যান করিও না, ইহাই শ্রীশৌনক-বাক্যের তাৎপর্য্য।

অতএব—শ্রীকৃষ্ণের এই অপ্রসিদ্ধ মনুষ্যত্ব হেতু, স্যমন্তকাহরণ (১)-প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

স বৈ ভগবতা তেন যুযুধে স্বামিনাত্মনঃ।
পুরুষং প্রাকৃতং মত্বা কুপিতোনানুভাববিৎ ১০।৫৬।১৫

"শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব অনুসন্ধান না করিয়া কুপিত জাম্ববান্ প্রাকৃত পুরুষ মনে করতঃ আপনার প্রভু ভগবানের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।"

---

(১) সূর্য্যদেব নিজ প্রিয় ভক্ত সত্রাজিৎকে স্যমন্তক মণি দান করেন। এই মণি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ছিল, ইহা প্রতিদিন আট ভার (একভার প্রায় সাড়ে আট মণ) স্বর্ণ প্রসব করিত, তাহা অর্চ্চিত হইয়া যেস্থানে স্থাপিত হইত, তথায় দুর্ভিক্ষ মারীভয় প্রভৃতি অমঙ্গল ঘটিত না। শ্রীকৃষ্ণ যদুরাজ উগ্রসেনের

ত্যনেন জাম্ববতোঽন্যথাজ্ঞানব্যঞ্জকেন তস্য প্রাকৃতত্বং নিষিধ্য পুরুষত্বং স্থাপ্যতে। এবং মায়ামনুষ্যস্য বদস্ব বিদ্বন্নিত্যাদিষ্বপি জ্ঞেয়ম্।

জাম্ববানের অন্যথা (প্রাকৃত হইতে অন্যবিধ)-জ্ঞানব্যঞ্জক এই শ্লোকদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রাকৃতত্ব নিষেধ করিয়া পুরুষত্ব স্থাপন করা হইয়াছে; অর্থাৎ "মত্বা" এই পদ হইতে যিনি প্রাকৃত পুরুষ নহেন, তাঁহাকে প্রাকৃত পুরুষ মনে করিয়াছিলেন, ইহাই প্রতীতি হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ যথার্থই প্রাকৃত পুরুষ (পার্থিব দেহবিশিষ্ট) হইলে মত্বা (মনে করিয়া) পদপ্রয়োগের কোন সার্থকতা নাই। তিনি পুরুষাকার হইলে প্রকৃতির অতীত—অপ্রাকৃত নরবিগ্রহ, এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবার জন্য উক্তপদ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ যে কপট মানুষ অর্থাৎ অপ্রাকৃত নরবিগ্রহ, তাহার অপর প্রমাণ :—

বীর্য্যানি তস্যাখিলদেহভাজা
মন্তর্বহিঃ পুরুসকালরূপৈঃ।
প্রযচ্ছতোমৃত্যুমুতামৃতঞ্চ
মায়ামনুষ্যস্য বদস্ব বিদ্বন্॥ ১০।১।৭

জন্য এই মণি প্রার্থনা করেন, কিন্তু সত্রাজিৎ তাঁহাকে মণি দেন নাই। সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেন স্যমন্তকমণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া মৃগয়ায় গমন করিলে, এক সিংহ তাহাকে বধ করিয়া মণি গ্রহণ করে। জাম্ববান সেই সিংহকে বধ করিয়া মণি নিয়া নিজ বালকের ক্রীড়নক করিয়া দিলেন।

সত্রাজিৎ, ভ্রাতাকে অপ্রত্যাগত দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ মণিলোভে প্রসেনকে হত্যা করিয়াছেন বলিয়া অপবাদ তুলিল। শ্রীকৃষ্ণ প্রসেনের অনুসন্ধানে জাম্ববানের গুহায় উপস্থিত হইয়া মণিগ্রহণে কৃতনিশ্চয় হইলে জাম্ববান তাঁহার সহিত যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহাকে নিজ প্রভু বলিয়া অবগত হইলেন। স্যমন্তকসহিত কন্যা জাম্ববতীকে শ্রীকৃষ্ণকরে সম্প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, প্রকাশ্য রাজসভায় সত্রাজিতের নিকট মণি-প্রাপ্তির বিবরণ বলিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন। সত্রাজিৎ অপরাধের শান্তির জন্য কন্যা সত্যভামা ও স্যমন্তক মণি শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করেন।

শ্রীপরীক্ষিৎ, শ্রীশুকদেবকে বলিয়াছেন—"হে বিদ্বন্! যিনি অখিল দেহধারীর অন্তরে ও বাহিরে পুরুষও কাল রূপে অবস্থান করিয়া সংসার ও মোক্ষ দান করিতেছেন, সেই মায়ামনুষ্যের বীর্য্য সকল বর্ণন করিতে আজ্ঞা হয়।" (১)

এই শ্লোকের "মায়ামনুষ্য" পদ, শ্রীকৃষ্ণ নররূপে প্রকট হইলেও তিনি প্রসিদ্ধ মানব নহেন, এই অর্থ প্রকাশ করিতেছে।

---

(১) শ্রীকৃষ্ণচরিত্র সকলের শ্রবণ করা কর্ত্তব্য—এই অভিপ্রায়ে শ্রীপরীক্ষিৎ-মহারাজ বহির্ম্মুখ জনগণকে পর্য্যন্ত তচ্ছ্রবণে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য 'বীর্য্যাণি' ইত্যাদি শ্লোকে তদীয় ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যপূর্ণ তত্ত্ব উল্লেখ করিয়া প্রার্থনা করিলেন—হে মদেকবন্ধো, মদীয় হিতার্থ শ্রীকৃষ্ণবীর্য্য কীর্ত্তন করুন। তিনি জীবগণকে অমৃত—মরণাদ্যশেষ দুঃখরহিত বৈকুণ্ঠ লোক, কিম্বা পরম মধুর শ্রীকৃষ্ণপ্রেম এবং মৃত্যু দান করেন। যাঁহারা তদীয় কথা শ্রবণাদি দ্বারা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হয়, সেই সজ্জনগণকে অন্তর্য্যামিরূপে তিনি অমৃত, আর যাহারা শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণাদির অভাবে বহির্ম্মুখ, তাহাদিগকে কালরূপে মৃত্যু দান করেন; অর্থাৎ অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে শ্রীবিষ্ণ্বাদি রূপে পরমানন্দ, আর বহির্ম্মুখ ভক্তদ্বেষিগণকে যমাদি রূপে নানা দুঃখ প্রদান করেন। কিম্বা, তিনি ভক্তের অন্তরে বাহিরে অমৃত, আর ভক্তদ্রোহীর বাহিরে ভিতরে মৃত্যু প্রদান করেন। সেই শ্রীকৃষ্ণ মায়ামনুষ্য, মায়াতে তিনি প্রাকৃত মনুষ্যের মত প্রতীত হইলেও স্বতঃ—স্বেচ্ছাক্রমে মনুষ্যাচার লীলা করেন, অন্য জীবের মত কর্ম্মপরতন্ত্র হইয়া মনুষ্যাচার গ্রহণ করেন নাই। তিনি মায়াদ্বারা মনুষ্যরূপ প্রকাশ করিলেও মনুষ্য-লোকাতীত; কারণ, নররূপেই শ্রীগরুড়ারোহণ, রুদ্রজয়, ব্রহ্মমোহনাদি লীলায় ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া অপনার লোকাতীতত্ব প্রচার করিয়াছেন। কিম্বা, মায়া-শব্দের অর্থ দয়া, ভক্তগণের প্রতি তাঁহার যে নিত্যসিদ্ধ করুণা, সেই করুণা হেতু সচ্চিদানন্দ নরবিগ্রহে তিনি নিত্য বিরাজমান। অথবা, মায়া—জ্ঞান, জ্ঞানাবস্থায় অর্থাৎ স্বরূপানুভূতি হইলে জ্ঞানীর নিকট ব্রহ্মস্বরূপে, যোগীর নিকট পরমাত্মস্বরূপে, আর নিজ ভক্তগণের নিকট নরাকৃতিপরব্রহ্মরূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়েন, কারণ, নরাকৃতিতেই তিনি পরম ব্রহ্ম।—বৈষ্ণবতোষণী।

যস্মাৎ কপটমানুষস্তস্মাদেব গূঢ়ঃ স্বতস্তু তদ্রূপতয়ৈব ভগবানিতি ১॥১৫॥ শ্রীশৌনকঃ।

অথ শ্রীসূতস্যাপি—ইতি সংপ্রশ্নসংহৃষ্ট ইত্যাদ্যনন্তরং নারায়ণং নমস্কৃত্যেত্যাদ্যন্তে পুরাণমুপক্রম্যৈবাহ—

মুনয়ঃ সাধু পৃষ্টোঽহং ভবদ্ভির্লোকমঙ্গলম্।
যৎ কৃতঃ কৃষ্ণসংপ্রশ্নো যেনাত্মা সুপ্রসীদতি ॥৭৩॥

শ্রীকৃষ্ণ কপটমানুষ বলিয়াই গূঢ়,—তাঁহার স্বরূপ পরিচয় করা দুরূহ ব্যাপার; তদীয় কৃপা ভিন্ন কেহ তাঁহাকে জানিতে পারেন না। পরন্তু, স্বেচ্ছাক্রমে কপট-মানুষ রূপে ক্রীড়া করিলেও ঐ নর বিগ্রহেই তিনি স্বয়ং ভগবান্ ॥৭২॥

অতঃপর শ্রীসূতের শ্রীকৃষ্ণে তাৎপর্য্য দেখান হইতেছে—শ্রীশৌনকাদির উত্তম প্রশ্নে নিরতিশয় আহ্লাদিতচিত্ত(১)শ্রীসূত 'নারায়ণং নমস্কৃত্য'—ইত্যাদি(২) শ্লোকের পর শ্রীমদ্ভাগবতের উপক্রম করিয়া বলিয়াছেন—

"হে মুনিগণ! আপনারা আমাকে উত্তমরূপে প্রশ্ন করিয়াছেন। এই প্রশ্ন জগতের মঙ্গলকর। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছেন। তদ্দ্বারা আত্মপ্রসাদ লাভ হয়।" ১।২।৫

---

(১) ইতি সংপ্রশ্নসংহৃষ্টো বিপ্রাণাং রৌমহর্ষণিঃ।
প্রতিপূজ্য বচস্তেষাং প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥১.২।১

"শ্রীশৌনকাদি বিপ্রগণের এই উত্তম প্রশ্নে পরমানন্দিত রোমহর্ষণ-নন্দন শ্রীসূত, তাঁহাদের বাক্য প্রতিপূজা করিয়া বলিতে উপক্রম করিলেন।"

(২) নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততোজয়মুদীরয়েৎ ॥১।২।৪

"নারায়ণ, নরোত্তম নর, দেবী সরস্বতী এবং ব্যাসকে নমস্কার করিয়া তদন্তর জয় উচ্চারণ করিবে।"

শ্রীমদ্ভাগবতের নর-নারায়ণ অধিষ্ঠাতৃদেবতা, (নরঞ্চ শব্দের চ-কার হইতে) শ্রীকৃষ্ণ দেবতা, সরস্বতী শক্তি, ব্যাস ঋষি, প্রণব বীজ, গায়ত্রীচ্ছন্দ—উক্ত শ্লোকে ইহাও ব্যক্ত হইল।

টীকা চ—তেষাং বচঃ প্রতিপূজ্যেতি যদুক্তং তৎ প্রতিপূজনং করোতি। হে মুনয়ঃ সাধু যথা ভবতি তথাহং পৃষ্টঃ, যতো লোকানাং মঙ্গলমেতৎ, যতঃ কৃষ্ণবিষয়ঃ সংপ্রশ্নঃ কৃতঃ, সর্বশাস্ত্রার্থসারোদ্ধার-প্রশ্নস্যাপি কৃষ্ণে পর্য্যবসানাদেবমুক্তমিত্যেষা। অতএবোত্তরেষ্বপি পদ্যেষু অধোক্ষজবাসুদেবসাত্বতাংপতিকৃষ্ণশব্দাস্তৎপ্রাধান্যবিবক্ষয়ৈব

শ্রীস্বামি-টীকা—তাঁহাদের (শ্রীশৌনকাদির) বাক্য প্রতিপূজা করিয়া ইত্যাদি বাক্যে পূর্ব্বে যে প্রতিপূজার কথা (১।২।১) বলা হইয়াছে, (শ্রীসূত) সেই প্রতিপূজা করিতেছেন। হে মুনিগণ! যাহাতে সাধু হয় তদ্রূপে আমি জিজ্ঞাসিত হইয়াছি; অর্থাৎ আপনাদের প্রশ্ন প্রসংশার্হ। কারণ, ইহা (আপনাদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রশ্ন) জগতের কল্যাণকর। কেন লোকহিতকর—তাহা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত বলিলেন, আপনারা শ্রীকৃষ্ণবিষয়কপ্রশ্ন করিয়াছেন। সর্ব্বশাস্ত্রের সার কি? পূর্ব্বে মুনিগণ এই প্রশ্ন করিয়াছেন। তাহার উত্তরও শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবসিত হয় অর্থাৎ নিখিল-শাস্ত্রের সার বাচ্য শ্রীকৃষ্ণ। এই জন্য উক্ত বাক্যে তাঁহাদের প্রশ্নকে কৃষ্ণ-সংপ্রশ্ন বলিয়া প্রশংসা করিলেন।—ইতি টীকা।

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রের সার এবং আপনারও তাঁহাতেই তাৎপর্য্য বলিয়া পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে অধোক্ষজ (১) বাসুদেব (২) সাত্বতাংপতি (৩) এবং কৃষ্ণ (৪) শব্দ শ্রীকৃষ্ণের প্রাধান্য প্রকাশ করিবার ইচ্ছায় পাঠ করিয়াছেন।

---

(১) স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্ম যতোভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

(২) বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ তদহৈতুকম্॥

(৩) তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাংপতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যশঃ॥

(৪) শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্॥

পঠিতাঃ। অত্র শ্রেয়ঃপ্রশ্নস্যাপ্যুত্তরং লোকমঙ্গলমিত্যনেনৈব দত্তং ভবতি। তথাত্মসুপ্রসাদহেতোশ্চ যেনাত্মা সুপ্রসীদতীত্যনেন ॥১॥ ২॥ শ্রীসূতঃ ॥৬৪—৭৩॥

তদেবং শ্রোতৃবক্তৃণামৈকমত্যেন চ তাৎপর্য্যং সিদ্ধম্। কিঞ্চ এতস্যামষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং শ্রীকৃষ্ণস্যৈবাভ্যাসবাহুল্যং দৃশ্যতে। তত্র প্রথমদশমৈকাদশেষ্বতিবিস্তরেণৈব। দ্বিতীয়ে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে। তৃতীয়ে শ্রীবিদুরোদ্ধবসংবাদে। চতুর্থে তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহাগতাবিত্যাদৌ যচ্চান্যদপি কৃষ্ণস্যেত্যাদৌ চ। পঞ্চমে রাজন্ পতিগুরুরলমিত্যাদৌ। ষষ্ঠে

শ্রীশৌনকাদির 'শ্রেয়ঃ কি ?' এই প্রশ্নের উত্তর 'লোকমঙ্গল' পদ দ্বারা, 'আত্ম-সুপ্রসাদ হেতু কি ?' এই প্রশ্নের উত্তর "যদ্দ্বারা আত্মা সুপ্রসন্ন হয়" এই বাক্যাংশ দ্বারা দিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে, লোকমঙ্গল কি ? সর্ব্ব-শাস্ত্রের সার কি এবং আত্ম-সুপ্রসাদ প্রাপ্তির উপায় কি ? এই তিন প্রশ্নের উত্তর উক্ত শ্লোকে "কৃষ্ণ-সংপ্রশ্ন" এই একটী কথা দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন ; অর্থাৎ মুখ্যবাচ্য শ্রীকৃষ্ণ-সংপ্রশ্ন, নিখিল জগতের মঙ্গলের হেতু শ্রীকৃষ্ণ-সংপ্রশ্ন এবং আত্মপ্রসাদ লাভের উপায়ও শ্রীকৃষ্ণ-সংপ্রশ্ন ॥৭৩॥

শ্রীভাগবতের কোন্ কোন্ স্থানে কৃষ্ণকথা আছেন।

শ্রীবিদুর-মৈত্রেয়, শ্রীপরীক্ষিৎ-শ্রীশুক, শ্রীব্যাসদেব-শ্রীনারদ, শ্রীব্রহ্মা-শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীশৌনকাদি-শ্রীসূত ;—এই সকল শ্রীমদ্ভাগবতের মহাশ্রোতা ও বক্তার একপ্রকার অভিপ্রায় হেতু এক শ্রীকৃষ্ণেই সকলের তাৎপর্য্য সিদ্ধ হইল। আর এই অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক সমন্বিত পারমহংস্য-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণেরই অভ্যাস বাহুল্য দেখা যায়। তন্মধ্যে (শ্রীমদ্ভাগবতে) প্রথম, দশম ও একাদশ স্কন্ধে অতি বিস্তৃত ভাবে ; দ্বিতীয় স্কন্ধে ব্রহ্মনারদ সংবাদে ; তৃতীয় স্কন্ধে বিদুর-উদ্ধব সংবাদে ; চতুর্থ স্কন্ধে " তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহাগতৌ।" ৪।১।৫৮ (১) এবং "যচ্চান্যদপি কৃষ্ণস্য" (২)ইত্যাদি ৪।১৭।৬ শ্লোকে, পঞ্চম স্কন্ধে

---

(১) এই শ্লোকের অনুবাদ ২৯ অনুচ্ছেদে ৪৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(২) এই শ্লোকের অনুবাদ ৪৪ অনুচ্ছেদে ১০২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

মাং কেশবো গদয়া প্রাতরব্যাদ্ গোবিন্দ আসঙ্গব আত্তবেণুরিত্যত্র। সপ্তমে নারদযুধিষ্ঠিরসংবাদে। অষ্টমে তন্মহিমবিশেষবীজারোপরূপে কালনেমিবধে তাদৃশশ্রীমদজিতদ্বারাপি তস্য মুক্তির্নাভবৎ কিন্তু পুনঃ কংসত্বে তদ্দ্বারৈবেতি তন্মহিমবিশেষকথনপ্রথমাঙ্গত্বাৎ। নবমে

রাজন্ পতির্গুরুরলং ইত্যাদি (১) ৫।৬।১৮ শ্লোকে; ষষ্ঠ স্কন্ধে "মাং কেশবো গদয়া প্রাতরব্যাদ্ গোবিন্দ আসঙ্গব আত্তবেণুঃ।" (২) ৬।৮।২০ এই শ্লোকে; সপ্তম স্কন্ধে নারদ-যুধিষ্ঠির সংবাদে; অষ্টম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মহিমাবিশেষের বীজারোপণ স্বরূপে—হতারিগতিদায়ক—(৩) শ্রীঅজিত-হস্তে নিহত কালনেমি মুক্তি লাভ করে নাই, কিন্তু পুনর্ব্বার কংসরূপে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত হইয়া মুক্তিলাভ করে, এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নিজারি-মোক্ষদানরূপ মহিমাবিশে-

---

(১) রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগং॥

শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন, হে রাজন্! ভগবান্ মুকুন্দ আপনাদের এবং যাদবদিগের পালক, উপদেষ্টা, উপাস্য, সুহৃৎ, কুলের নিয়ন্তা, অধিক কি, কদাচিৎ দৌত্যাদিকার্য্যেও পাণ্ডবগণের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন! এ সৌভাগ্যলাভ আর কাহারও ঘটে নাই। এই মুকুন্দ ভজনশীলগণকে মুক্তিদান করেন, কিন্তু কখন প্রেমভক্তি দান করেন না।

(২) প্রাতঃকালে গদাদ্বারা কেশব, এবং আসঙ্গব-সময় বংশীধারী গোবিন্দ আমায় রক্ষা করুন। দিনমানের প্রথম ষষ্ঠাংশ (পাঁচদণ্ড) প্রাতঃকাল, দ্বিতীয় ষষ্ঠাংশ (ছয় দণ্ড হইতে দশ দণ্ড পর্য্যন্ত) আসঙ্গব-সময়।

অন্য ভগবৎস্বরূপ কর্ত্তৃক নিহত অসুরের স্বর্গাদি-ভোগরূপ ঊর্দ্ধগতি লাভ হয়, মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে না; শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিহত অসুর মুক্তিলাভ করে।

সর্ব্বান্তে। দ্বাদশে চ শ্রীকৃষ্ণ-কৃষ্ণসম্ব-বৃষ্ণ্যৃষভাবনীধ্রুগ্‌রাজন্যবংশ-

ষের সূচনা দ্বারা; নবমস্কন্ধে সর্ব্বান্তে; দ্বাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ ইত্যাদি ১২।১১।২৬ শ্লোকে (১) এবং শ্রীমদ্ভাগবতের অনুক্রমণিকায় (২) দেখা যায়।

(১) শ্রীকৃষ্ণকৃষ্ণসখ-বৃষ্ণ্যৃষভাবনীধ্রু
গ্রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য্য।
গোবিন্দগোপবনিতাব্রজভৃত্যগীত
তীর্থশ্রবং শ্রবণমঙ্গল পাহি ভৃত্যান্॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! হে অর্জ্জুন-সখ! হে বৃষ্ণিবংশ-শ্রেষ্ঠ! তুমি পৃথিবীর বিঘ্নকারী রাজন্যবংশের নাশ করিয়াছ। হে অক্ষীণবীর্য্য! হে গোবিন্দ! গোপ, গোপী, অন্য ব্রজজন এবং নারদাদি ভক্তগণ তোমার যশ কীর্ত্তন করেন, তোমার নাম-গুণাদি শ্রবণেই মঙ্গল হয়, তুমি নিজ ভৃত্যবর্গ আমাদিগকে রক্ষা কর।

(২) দ্বাদশ স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুক্রমণিকা, তথায় সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণচরিত্র বর্ণিত হইয়াছেন যথা—

যত্রাবতীর্ণোভগবান্ কৃষ্ণাখ্যোজগদীশ্বরঃ।
বসুদেবগৃহে জন্ম তস্য বৃদ্ধিশ্চ গোকুলে॥
তস্য কর্ম্মাণ্যপারাণি কীর্ত্তিতান্যসুরদ্বিষঃ।
পূতনাসুপয়ঃপানং শকটোচ্চাটনং শিশোঃ॥
তৃণাবর্ত্তস্য নিষ্পেষস্তথৈব বকবৎসয়োঃ॥
অঘাসুরোবধো ধাত্র্যা বৎসপালাবগূহনং।
ধেনুকস্য সহভ্রাতুঃ প্রলম্বস্য চ সংক্ষয়ঃ॥
গোপনাঞ্চ পরিত্রাণং দাবাগ্নেঃ পরিসর্পতঃ।
দমনং কালিয়স্যাহের্মহাহের্নন্দমোক্ষণং॥
ব্রতচর্য্যা তু কন্যানাং যত্র তুষ্টোঽচ্যুতো ব্রতৈঃ।
প্রসাদো যজ্ঞপত্নীভ্যো বিপ্রাণাঞ্চানুতাপনং॥
গোবর্দ্ধনোদ্ধারণঞ্চ শক্রস্য সুরভেরথ।
যজ্ঞাভিষেকং কৃষ্ণস্য স্ত্রীভিঃ ক্রীড়া চ রাত্রিষু॥

দহনানপবর্গবীর্য্যেত্যাদৌ। শ্রীভাগবতানুক্রমণিকায়াঞ্চ। তথা চ যস্যৈবাভ্যাসস্তদেব শাস্ত্রে প্রধানমিত্যানন্দময়োঽভ্যাসাদিত্যত্রাপ-

যদি বলা হয়, এই অভ্যাসবাহুল্য হইতে কি সিদ্ধ হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন—শাস্ত্রে যাহার অভ্যাস অর্থাৎ বারংবার উক্তি দেখা যায়, তাহাই সে

শঙ্খচূড়স্য দুর্বুদ্ধের্বধোঽরিষ্টস্য কেশিনঃ।
অক্রূরাগমনং পশ্চাৎ প্রস্থানং রামকৃষ্ণয়োঃ॥
ব্রজস্ত্রীণাং বিলাপশ্চ মথুরাবলোকনং ততঃ।
গজমুষ্টিকচানূরকংসাদীনাং তথা বধঃ॥
মৃতস্যানয়নং সূনোঃ পুনঃ সান্দীপনে গুরোঃ।
মথুরায়াং নিবসতো যদুচক্রস্য যৎপ্রিয়ং॥
কৃতমুদ্ধবরামাভ্যাং যুতেন হরিণা দ্বিজাঃ।
জরাসন্ধসমানীতসৈন্যস্য বহুশো বধঃ॥
ঘাতনং জবনেন্দ্রস্য কুশস্থল্যানিবেশনং।
আদানং পারিজাতস্য সুধর্ম্মায়াঃ সুরালয়াৎ॥
রুক্মিণ্যাহরণং যুদ্ধে প্রমথ্য দ্বিষতো হরেঃ।
হরস্য জৃম্ভণং যুদ্ধে বাণস্য ভুজকৃন্তনং॥
প্রাগ্‌জ্যোতিষপতিং হত্বা কন্যানাং হরণঞ্চ যৎ
চৈদ্যপৌণ্ড্রকশাল্বানাং দন্তবক্রস্য দুর্ম্মতেঃ।
শম্বরো দ্বিবিদঃ পীঠো মুরঃ পঞ্চজনাদয়ঃ॥
মাহাত্ম্যঞ্চ বধস্তেষাং বারাণস্যাশ্চ দাহনং।
ভারাবতরণং ভূমের্নিমিত্তীকৃত্য পাণ্ডবান্॥
বিপ্রশাপাপদেশেন সংহারঃ স্বকুলস্যচ।
উদ্ধবস্য চ সম্বাদো বাসুদেবস্য চাদ্ভুতঃ॥
যত্রাত্মবিদ্যাহ্যখিলা প্রোক্তা কর্ম্মবিনির্ণয়ঃ।
ততোমর্ত্ত্যপরিত্যাগ আত্মযোগানুভাবতঃ॥

১২।১২।২২—২৯

রৈরপি সমর্থিতত্বাদিহাপি শ্রীকৃষ্ণ এব প্রধানং ভবেদিতীতি তস্যৈব মূলভগবত্ত্বং সিধ্যতি। যৎপ্রতিপাদকত্বেনাস্য শাস্ত্রস্য ভাগবত-মিত্যাখ্যা। অপি চ ন কেবলং বহুত্র সূচনমাত্রমত্রাভ্যসনম্ অপি

শাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য বুঝিতে হইবে। কেবল যে শ্রীমদ্ভাগবতীয় সিদ্ধান্ত নির্ণয়েই এই রীতি অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা নহে, বেদান্তদর্শনের "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ।" (১) ১।১।১২—এই সূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রভৃতিও, শাস্ত্রে যাহার অভ্যাস দেখা যায় তাহাই শাস্ত্রের মুখ্য বাচ্য বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় প্রসঙ্গের বাহুল্য হেতু তিনিই মুখ্য বাচ্য, অতএব তাঁহারই স্বয়ং ভগবত্তা সিদ্ধ হইতেছে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিপাদন করিয়াছেন বলিয়া এই গ্রন্থের ভাগবত-আখ্যা হইয়াছে। বিশেষতঃ, শ্রীমদ্ভাগবতের বহুস্থলে শ্রীকৃষ্ণ-প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া কেবল যে অভ্যাস প্রদর্শন করা হইয়াছে তাহা নহে, সমগ্র গ্রন্থের শ্লোক-সংখ্যার অর্দ্ধ হইতেও অধিক সংখ্যক শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। তাহাতেও আবার এই প্রসঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। অতএব যথার্থই বলা হইয়াছে "এতে চাংশ-

---

(১) "আনন্দময়ঃ" ইত্যাদি সূত্রের মর্ম্মঃ—শ্রুতিতে যে আনন্দময় পুরুষের কথা উক্ত হইয়াছে তিনি জীব কি ব্রহ্ম? আনন্দময় ব্রহ্ম, জীব নহে। কারণ, ব্রহ্মকেই আনন্দময় বলিয়া বারংবার উল্লেখ করা হইয়াছে। নিম্নে শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্য উদ্ধৃত হইল :—

পরমাত্মানন্দময়ো ভবিতুমর্হতি। কুতোঽভ্যাসাৎ। পরস্মিন্নেব হ্যাত্মন্যানন্দশব্দো বহুকৃত্বোঽভ্যস্যতে। আনন্দময়ং প্রস্তুত্য "রসো বৈ সঃ" ইতি তস্যৈব রসত্বমুচ্যতে। "রসোহ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতীতি, "কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্যদেষ" "আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" "এষ হ্যেবানন্দয়াতি," "সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি," "এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি"। "আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" ইতি "আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" ইতি চ। শ্রুত্যন্তরে চ "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইতি ব্রহ্মণ্যেব আনন্দশব্দো দৃষ্টঃ। এবমানন্দশব্দস্য বহুকৃত্বো ব্রহ্মণ্যভ্যাসাৎ আনন্দময় আত্মা ব্রহ্মেতি গম্যতে।

স্বর্দ্ধাদপ্যধিকো গ্রন্থস্তৎপ্রস্তাবকো দৃশ্যতে। তত্রাপি সর্বাশ্চর্য্যতয়া। তস্মাৎ সাধূক্তম্ এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি। তদেবমস্য বচনরাজস্য সেনাসংগ্রহো নিরূপিতঃ। তথা তস্য প্রতিনিধিরূপাণি বাক্যান্তরাণি অপি দৃশ্যন্তে। যথা—

অষ্টমস্তু তয়োরাসীৎ স্বয়মেব হরিঃ কিলেতি ॥৭৪॥

কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"। এই পর্য্যন্ত উক্ত বচন-রাজের সেনা-সংগ্রহ নিরূপিত হইল। অধুনা তদীয় প্রতিনিধিরূপ বাক্য সকল প্রদর্শন করা যাইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই বাক্যের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা-প্রতিপাদক আরও কতিপয় বাক্য দেখা যায়। সেইবাক্য-সমূহ উক্ত বাক্যের প্রতিনিধিরূপে উৎপ্রেক্ষা করিতেছেন। রাজা যেমন রাজধানীতে অবস্থান করিয়া স্বীয় অধিকৃত বিভিন্ন প্রদেশ শাসন করিবার জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন, তদ্রূপ জন্মাগুহ্যাধ্যায়ে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই পরিভাষা-বাক্য, মহারাজের ন্যায় অবস্থান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা প্রতিপাদন করিতেছেন। অন্যত্র (শ্রীমদ্ভাগবতের জন্মগুহ্যাধ্যায় ভিন্ন অন্য অধ্যায়ে) যে সকল বাক্য এই বাক্যের প্রতিপাদ্য অর্থ প্রকাশ করিতেছে, তৎসমুদয় এই বাক্যের প্রতিনিধি স্থানীয়।

প্রতিনিধি বাক্য।

সেই প্রতিনিধি-বাক্যসমূহ যথা—শ্রীদেবকী-বসুদেবের অষ্টম পুত্র স্বয়ং হরি—এই প্রসিদ্ধি (১) আছে। ৯।২৪।৫৫ ॥৭৪॥

---

(১) যিনি সকলকে বশীভূত করেন, তিনি হরি স্বয়ং ভগবান্। তিনি স্বয়ংই অবতীর্ণ হইয়াছেন, আবির্ভাবান্তর দ্বারা নহে। কিল-শব্দ এতেচাংশ ইত্যাদি বাক্যের অর্থনিশ্চয় করিতেছে অর্থাৎ "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" — এই শ্রীসূতোক্তি যেমন শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা নির্দ্দেশ করিয়াছে, এই শ্লোকেও তেমন শ্রীদেবকীসুতের স্বয়ং ভগবত্তা নিশ্চিত হইয়াছে। —ক্রমসন্দর্ভ।

কিলশব্দেন কৃষ্ণস্ত্বিতি প্রসিদ্ধিঃ সূচ্যতে। ততো হরিরত্র ভগবানেব। যথোক্তম্। বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ভগবান্ পুরুষ এব ইতি চ। ৯॥২৪॥ শ্রীশুকঃ ॥৭৪॥

যথা বা—অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যমিত্যাদি ॥৭৫॥

ব্রহ্মত্বেনৈব বৃহত্তমত্বে লব্ধেঽপি পূর্ণমিত্যধিকং বিশেষণমত্রোপজীব্যতে ॥১০॥১৪॥ শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবন্তম্ ॥৭৫॥

অতএব, স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ। বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ ॥৭৬॥

শ্লোকস্থিত "কিল" শব্দ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণই আবির্ভূত হইয়াছেন, অন্য নহে—এই প্রসিদ্ধি সূচিত হইতেছে। সুতরাং এস্থলে স্বয়ং-হরি-শব্দের অর্থ স্বয়ং ভগবান্। এই শ্লোকে যেমন শ্রীবসুদেবনন্দনকে স্বয়ং-হরি-শব্দে অভিহিত করিয়াছেন, তদ্রূপ ১০।১।২৩ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, "বসুদেব-গৃহে পরম পুরুষ সাক্ষাদ্ভগবান্ আবির্ভূত হইবেন।" এই শ্লোকদ্বয়স্থিত "স্বয়ং হরি" ও "সাক্ষাদ্ভগবান্" পদদ্বয় দ্বারা একই শ্রীবসুদেব-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ॥ ॥৭৪॥

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তা-সূচক অপর বাক্য যথা—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাং।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনং ॥১০।১৪।৩০

পরমানন্দ পূর্ণব্রহ্ম যাঁহাদের সনাতন মিত্র, সেই নন্দগোপের ব্রজবাসিগণের অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্য ॥৭৫॥

ব্রহ্মশব্দদ্বারা বৃহত্তমত্ব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বিভুতা প্রাপ্তি ঘটিলেও "পূর্ণং" এই বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা সূচনা করিলেন ॥৭৫॥

অতএব—শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণব্রহ্মত্ব হেতু, শ্রীউদ্ধব বলিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সাম্য ও অতিশয় রহিত, তিনি ত্র্যধীশ এবং স্বরূপস্থিত ভগবত্তাদ্বারা সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অসংখ্য চিরলোকপাল তাঁহার পূজোপহার লইয়া আপনাদের কোটি কিরীট দ্বারা তদীয় পাদপীঠকে স্তব করেন" ॥৩।২।২০॥৭৬॥

ন সাম্যাতিশয়ৌ যস্য যমপেক্ষ্যান্যস্য সাম্যমতিশয়শ্চ নাস্তী-ত্যর্থঃ। তত্র হেতবস্ত্র্যধীশস্ত্রিষু সংকর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধেষ্বপ্যধীশঃ, সর্বাংশিত্বাদত এব স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যা সর্বাধিকপরমানন্দস্বরূপসংপত্ত্যৈব প্রাপ্তসমস্তভোগঃ, বলিং তদিচ্ছানুসরণরূপমর্হণং হরদ্ভিশ্চিরৈর্লোক-পালৈর্ভগবদ্দৃষ্ট্যপেক্ষয়া ব্রহ্মাদয়স্তাবদচিরলোকপালাঃ অনিত্যত্বাৎ, ততশ্চ চিরকালীনৈর্লোকপালৈরনন্তব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামিপুরুষৈঃ কিরী-

যাঁহার সাম্য এবং অতিশয় নাই অর্থাৎ কেহ যাঁহার সমান নহে, যাঁহা হইতে কোন বিষয়ে অধিক নহে, তিনি অসাম্যাতিশয়। তাহার (অসাম্যাতি-শয়ের) কারণ, তিনি ত্র্যধীশ,—সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—এ তিনের অধীশ্বর; যেহেতু তিনি সকলের অংশী। এই জন্য স্বারাজ্যলক্ষ্মী অর্থাৎ সর্ব্বাধিক পরমানন্দ-সম্পত্তিদ্বারা সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন (মুখ্য ভোগ আনন্দ; স্বরূপেই তিনি পরমানন্দ)। বলি—শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার অনুসরণরূপ অর্চ্চনা। এই বলি-আহরণকারী চিরলোকপালগণ ব্রহ্মাদি নহেন; লোকদৃষ্টিতে ইহাঁরা চিরলোকপাল হইলেও শ্রীভগবানের দৃষ্টিতে অচির-লোকপাল; কারণ, তাঁহারা অনিত্য,—মহাপ্রলয়ে বিনষ্ট হইবেন, শ্রীভগবানের নিমেষ-পরিমিত কাল তাঁহাদের পরমায়ু। সুতরাং চিরলোকপাল-শব্দে অনন্ত ব্রহ্মা-ণ্ডান্তর্য্যামী পুরুষাবতার(১)সকল বুঝিতে হইবে। তাঁহারাই কোটি কিরীট দ্বারা যাঁহার পাদপীঠের স্তব করেন, তাদৃশ প্রভাবশালী শ্রীকৃষ্ণ। কারণার্ণবশায়ী ও গর্ভোদকশায়ী সহস্রশীর্ষা পুরুষ অর্থাৎ ইঁহাদের অসংখ্য মস্তক।

তাঁহারা যখন মস্তকসমূহদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করেন, তখন অসংখ্য মস্তকস্থিত অসংখ্য কিরীটের পাদপীঠের সহিত সংঘট্টে যে ধ্বনি উত্থিত হয়, তাহাকে পাদপীঠের স্তব বলিয়া উৎপ্রেক্ষা করিয়াছেন। কিরীটদ্বারা পাদ-

(১) কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী—ইহাঁরা পুরুষবেতার। কারণার্ণবশায়ীর প্রতি লোপকূপে ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে, এই জন্য তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়। গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী প্রতিব্রহ্মাণ্ডে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে অবস্থিত।

টকোটিদ্বারা ঈড়িতং স্তুতং পাদপীঠং যস্য সঃ। অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্য-

---

পীঠের স্তবের কথা বলায়, শ্রীকৃষ্ণের মহিমার নিকট পুরুষাবতারগণের মহিমা তুচ্ছ, অত্যন্ত-তিরস্কৃত-বাচ্যধ্বনি দ্বারা (১) এইঅর্থ প্রকাশ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের পরম শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিলেন। সমস্ত শ্লোকেরও ঐ অর্থ (শ্রীকৃষ্ণের পরম শ্রেষ্ঠত্ব)।

---

(১) অত্যন্ত-তিরস্কৃত-বাচ্যধ্বনি—ধ্বনির এক প্রকারের ভেদ। "ব্যঙ্গং—ব্যঞ্জনাবৃত্তিভির্বোধ্যং বস্তু ধ্বনিঃ।" অলঙ্কারকৌস্তুভ ১।১০ টীকা। ব্যঞ্জনা দ্বারা বোধ্যবস্তুকে ধ্বনি বলে।

অলঙ্কারশাস্ত্রমতে অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা ভেদে শব্দের ত্রিবিধা বৃত্তি।

যে শব্দের উচ্চারণমাত্র সহজে যাহা প্রতীত হয়, সেই বস্তু সম্বন্ধে ঐ শব্দের যে বৃত্তি, তাহাকে অভিধা বলে। যথা,—গো-শব্দের গল-কম্বলাদি-বিশিষ্ট-প্রাণি-বিশেষে বৃত্তি।

মুখ্যার্থের বাধ হইলে যদ্দ্বারা বাচ্যসম্বন্ধবিশিষ্ট অন্যপদার্থ-বিষয়িণী প্রতীতি জন্মে, তাহাকে লক্ষণা বলে। যথা—গঙ্গায় ঘোষ বাস করে, এস্থলে লক্ষণাবৃত্তিতে গঙ্গাতীরে বাস বুঝাইতেছে।

অবিধা, লক্ষণা, আক্ষেপ ও তাৎপর্য্য জন্য বোধসমাপ্তির পর ধ্বন্যর্থ বোধের কারণীভূত যে বৃত্তিবিশেষ তাহাকে ব্যঞ্জনা বলে। যথা,—গঙ্গায় ঘোষ বাস করে, এস্থলে ব্যঞ্জনাবৃত্তিদ্বারা গঙ্গার শৈত্য পাবনত্ব ব্যক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ব্যঞ্জনাবৃত্তিদ্বারা যে অর্থ প্রকাশ পায়, তাহা ধ্বনি। অভিধামূলক ও ব্যঞ্জনামূলক ভেদে ধ্বনি দ্বিবিধ। তন্মধ্যে লক্ষণামূলক ধ্বনি অবিবক্ষিত বাচ্য হইয়া থাকে। তাঁহাতে (অবিবক্ষিত বাচ্যধ্বনিতে) বাচ্য দুই প্রকারের হইয়া থাকে,—অর্থান্তরোপসংক্রান্ত বাচ্য ও অত্যন্ত তিরস্কৃত বাচ্য। প্রথমটী অজহৎ স্বার্থলক্ষণাহেতু অপরার্থে উপক্রান্ত, দ্বিতীয়—অত্যন্ত তিরস্কৃত বাচ্যধ্বনি জহৎ স্বার্থলক্ষণাহেতু স্ববিপরীতার্থে আক্রান্ত হয় যথা—

সৌভাগ্যমেতদধিকং মম নাথ কৃষ্ণ প্রাণৈর্মমাতনি সুখং প্রণয়েন কীর্ত্তিঃ।
দৃষ্টশ্চিরাদসি কৃপাপি তবেয়মুচ্চৈ র্ন স্মর্য্যতে ন ভবতাত্মগৃহস্য মার্গঃ॥

ধ্বনিনা পরমশ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। সমস্তপাঠেঽপি স এবার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ ইতি প্রকরণলব্ধং বিশেষ্যপদম্। অত্র স্বয়ম্ভুঃ স্বয়মেব তথা তথাবিধ ইতি কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতিবৎ স্বয়ম্ভগবত্তামেব ব্যনক্তি ॥৩॥২॥ শ্রীমদুদ্ধবো বিদুরম্ ॥৭৬॥

এস্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এই শ্লোকে ত শ্রীকৃষ্ণের নামোল্লেখ নাই, ইহাদ্বারা তাঁহার স্বয়ং ভগবত্তা কিরূপে নিশ্চিত হইতে পারে? তাহার উত্তর,—যদিও শ্লোকে উক্ত অসাম্যাতিশয় পুরুষকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় নাই, তথাপি শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের কথা কীর্ত্তন করিতেছেন বলিয়া, প্রকরণ হইতে শ্রীকৃষ্ণ শ্লোকের বিশেষ্যপদরূপে প্রতীত হইতেছেন। অসাম্যাতিশয় প্রভৃতি পদ শ্রীকৃষ্ণেরই মহিমা প্রকাশ করিতেছে। শ্লোকে "স্বয়ম্ভু" পদ বিন্যাস করিয়া প্রকাশ করিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপেই তাদৃশ অসাম্যাতিশয় প্রভৃতি মহিমাসমূহ বিরাজ করিতেছে, অন্য কোন স্বরূপ হইতে তাঁহাতে সঞ্চারিত হয় নাই। অতএব "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই বাক্যের ন্যায় এই শ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা বর্ণিত আছে ॥৭৬॥

কোন খণ্ডিতা নায়িকা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সোল্লুণ্ঠবচন (স্তুতিচ্ছলে নিন্দা—সোল্লুণ্ঠবচন রীতি, মান গর্ব্ব ব্যাজ স্তুতি, কভু নিন্দা কভু বা সম্মান।) প্রয়োগ করিতেছেন—হে নাথ শ্রীকৃষ্ণ! তুমি যে এস্থানে আসিয়াছ, ইহাই পরম সৌভাগ্যের বিষয়। বিচ্ছেদ-সময়ে আমার প্রাণ কত সুখ বিস্তার করিয়াছে, আর তোমার প্রণয়ও কত কীর্ত্তি বিস্তার করিয়াছে! যাহা হউক, দীর্ঘকাল পরে যে দৃষ্টি পথে পতিত হইয়াছ, ইহাও তোমার অতিরিক্ত কৃপার কথা। অতএব তুমি যে—(আমার গৃহ ত তোমারই নিজ গৃহ, এই) নিজ গৃহের পথ ভুলিয়া গিয়াছ তাহা বলা যায় না। এস্থলে সৌভাগ্য—অসৌভাগ্য, সুখ—দুঃখ, কীর্ত্তি—অকীর্ত্তি, কৃপা—অকৃপা, নিজগৃহ—পরগৃহ;—এই রূপে যাবতীয় বাচ্যার্থ, স্ববিপরীতঅর্থে আক্রান্ত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতীয় উক্ত পদ্যে স্তবের বিষয় বর্ণিত হইলেও ধ্বনিতে (স্তবের বিপরীত) চির-লোকপালগণের-মহিমার তুচ্ছতা প্রকাশ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের পরম শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। ইহাই অত্যন্ত-তিরস্কৃত-বাচ্যধ্বনির তাৎপর্য্য।

তদেতৎ পূর্ণত্বং দৃষ্টান্তদ্বারাপি দর্শিতমস্তি। যথা—

দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ।
আবিরাসীদ্‌যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ ॥৭৭॥

যথা যথাবৎ স্বস্বরূপেণৈবেত্যর্থঃ ॥১০॥৩॥ শ্রীশুকঃ ॥৭৭॥

শ্রীকৃষ্ণের এই পূর্ণত্ব দৃষ্টান্তদ্বারাও প্রদর্শন করা হইয়াছে। যথা শ্রীকৃষ্ণের জন্মপ্রসঙ্গে শ্রীশুকোক্তি—

"পূর্ব্বদিকে সমুদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বান্তর্য্যামী বিষ্ণু দেবরূপিণী দেবকীতে আবির্ভূত হইলেন" ॥১০।৩।৭॥৭৭॥ (.)

শ্লোকোক্ত যথা-শব্দের অর্থ যথাবৎ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে যেমন পূর্ণ আছেন, ঠিক তেমনই স্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। প্রপঞ্চে অবতরণ হেতু তাঁহার স্বরূপের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই ॥৭৭॥

---

(১) দেবকী দেবরূপিণী। দেব—ভগবান, তাঁহার রূপের মত যাঁহার রূপ—সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, তিনি দেবরূপিণী। তাদৃশ শ্রীদেবকীতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবে কোন দোষ হয় না। মূল শ্লোকে যে 'সর্ব্বগুহাশয়' বলা হইয়াছে তাহার অর্থ—দুর্গম ও দুর্বিতর্ক্য হেতু শ্রীভগবৎস্থান গুহার ন্যায় নিগূঢ়। এই জন্য তাঁহার স্থানকে গুহা বলা হইয়াছে। সর্ব্ব-শব্দে নিখিল জীবাদির অন্তর এবং শ্রীবৈকুণ্ঠ প্রভৃতি ভগবদ্ধাম, এই উভয় বিধ গুহায় (নিগূঢ়স্থানে) তিনি শয়ন করেন—অক্ষুব্ধ ভাবে বিহার করেন বলিয়া তিনি সর্ব্বগুহাশয়।

"পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়" বলায় দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিক উভয়ের সমকালীন আবির্ভাব বুঝিতে হইবে। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইলেও "আমার প্রভু নিজ জন্ম দ্বারা মদীয় বংশ অলঙ্কৃত করিতেছেন" এই মনে করিয়া আনন্দে চন্দ্র অষ্টমীর মধ্য-রাত্রিতে ষোল কলায় পূর্ণ হইয়া উদিত হইয়াছিলেন। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, সার্ব্বকালিক নৈসর্গিক শোভা সেইরাত্রিতে প্রকাশ পাইয়াছিল, ১০।৩ অধ্যায়ে তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও গুণাবতার-লীলাবতার-পুরুষাবতারাদি সর্ব্বাংশযুক্ত হইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন—ইহাই শ্লোকের মর্ম্ম।

যথা চ—

অখণ্ডমণ্ডলো ব্যোম্নি ররাজোড়ুগণৈঃ শশীঃ।
যথা যদুপতিঃ কৃষ্ণো বৃষ্ণিচক্রাবৃতো ভুবি ॥৭৮॥

স্পষ্টম্ ॥১০॥২০॥ শ্রীশুকঃ ॥৭৮॥

তথা শ্রীকৃষ্ণপ্রতিনিধিরূপত্বাদস্য মহাপুরাণস্য শ্রীকৃষ্ণ এব মুখ্যোঽভিধেয় ইত্যপ্যাহ।

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥৭৯॥

স্পষ্টম্ ॥১॥২॥ শ্রীসূতঃ॥৭৯॥

তদেবং শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ং ভগবত্ত্বং দর্শিতম্। তত্তু গতিসাম্যেনাপি লভ্যতে। যথা মহাভারতে—সর্বে বেদাঃ সর্ববিদ্যাঃ সর্বশাস্ত্রাঃ সর্বে যজ্ঞাঃ সর্ব ইজ্যশ্চ কৃষ্ণঃ। বিদুঃ কৃষ্ণং ব্রাহ্মণাস্তত্ত্বতো যে

অপর দৃষ্টান্ত যথা, শরদ্বর্ণনে শ্রীশুকোক্তি—"যাদবমণ্ডলী-বেষ্টিত হইয়া পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যেমন শোভা পাইয়াছিলেন, শ্রীবৃন্দাবনে শরৎ ঋতু প্রবেশ করিলে তারকাগণ-বেষ্টিত পূর্ণ শশধরও আকাশে সেই রূপে শোভা পাইয়াছিল।" ১০।২০।৩৬॥৭৮॥

শ্রীমদ্ভাগবত যে কেবল বিবিধ বাক্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহা নহে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই এই মহা পুরাণের [শ্রীমদ্ভাগবতের] মুখ্যবাচ্য। তজ্জন্য শ্রীসূত বলিয়াছেন—

ধর্ম্মজ্ঞানাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণের স্বধামগমনের পর কলিপ্রভাবে মানবগণের তত্ত্বদৃষ্টি নষ্ট হইলে, অধুনা এই পুরাণরূপ সূর্য্য উদিত হইয়াছেন।"১।২।৭৯॥

গতিসাম্যে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা।

এই পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা দেখান হইল; তাহা গতিসাম্য দ্বারাও লাভ করা যায়। গতি—অবগতি, তাহার সাম্য—সমতা,—এক বস্তুতে সকলের গতি। যথা—মহাভারতে "সর্ব্ববেদ, সর্ব্ববিদ্যা, সর্ব্বশাস্ত্র, সর্ব্বযজ্ঞ, সর্ব্ব ইজ্য শ্রীকৃষ্ণ। হে রাজন্! যে সকল ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণকে যথার্থরূপে জানেন, তাঁহাদের সমস্ত

তেষাং রাজন্ সর্বযজ্ঞাঃ সমাপ্তা ইতি। অত্র সর্বসমন্বয়সিদ্ধেঃ পূর্ণত্ব-মেব লভ্যতে। এবং শ্রীভগবদুপনিষৎসু চ—বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব

যজ্ঞ সমাপ্ত হইয়াছে।" এস্থলে শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বসমন্বয় অর্থাৎ সকলের পর্য্যবসান-ফল শ্রীকৃষ্ণ, ইহা স্থির হইল বলিয়া তাঁহার পূর্ণত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতেও শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বসমন্বয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—শ্রীকৃষ্ণোক্তি—"নিখিল বেদে আমিই বেদ্য, আমিই বেদান্তকর্ত্তা এবং আমিই বেদবেত্তা।"* ১৫।১৫॥

* নিখিল বেদে আমি—সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ কৃষ্ণ বেদ্য। গোপালতাপনী শ্রুতিতেও তাহা উক্ত হইয়াছে—

যোঽসৌ সর্ব্বৈর্বেদৈর্গীয়তে যোঽসৌ সর্ব্বেষু ভূতেষ্বাবিশ্য ভূতানি বিদধাতি স বোহি স্বামী ভবতি॥ উত্তরবিভাগঃ ২৩॥

দুর্ব্বসা গান্ধর্ব্বা (শ্রীরাধা) কে বলিয়াছেন, "বেদসকল যাঁহাকে গান করেন, যিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে প্রবেশ করিয়া ভূতসকলকে বিধান করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের স্বামী হয়েন।

বেদের কর্ম্মকাণ্ডে পরম্পরাক্রমে, আর জ্ঞানকাণ্ডে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমি বেদ্য। একথা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, আমিই বেদান্তকর্ত্তা অর্থাৎ আমিই বেদব্যাসরূপে বেদসমূহের অন্ত—অর্থ নির্ণয় করিয়াছি; সুতরাং বেদের অভিপ্রায় কি তাহা আমিই জানি। যদি কেহ বলে যে, কেহ কেহত অন্যরূপে বেদের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহাতে বলিতেছেন, আমিই বেদজ্ঞ;—আমি বাদরায়ণরূপে যে অর্থ নির্ণয় করিয়াছি, তাহাই বেদের যথার্থ মর্ম্ম, বেদব্যাসের অতিক্রম করিয়া কেহ ব্যাখ্যা করিলে তাহা ভ্রমাদি দোষে পূর্ণ থাকিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। অপিচ

তত্তু সমন্বয়াৎ ॥১।১।৪॥

এই বেদান্তসূত্রে বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব নির্ণয় করিয়াছেন॥ শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকৃত গীতাভূষণভাষ্য।

বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ইতি ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিত্যাদি

"আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা।"১৪।২৭॥ (১)

(১) ব্রহ্মণোহিপ্রতিষ্ঠাহং। এই শ্লোকাংশের শ্রীস্বামিকৃত টীকা—

হি যস্মাদ্ব্রহ্মণোহহং প্রতিষ্ঠা প্রতিমা। ঘনীভূতং ব্রহ্মৈবাহম্। যথা ঘনীভূত-প্রকাশ এব সূর্য্যমণ্ডলং তদ্বদিত্যর্থঃ।

পূর্ব্ববর্ত্তি-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—যিনি একান্ত-ভক্তিযোগ সহকারে আমাকে সেবা করেন, তিনি গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া মোক্ষলাভে সমর্থ হয়েন। (এই শ্লোকে হেতু নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন) "কারণ আমি, ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা-প্রতিমা,—ঘনীভূত ব্রহ্মই আমি। (বিশেষ্যের সহিত অন্বিত 'এব'-কারের অর্থ—অন্যযোগ-ব্যবচ্ছেদ। সুতরাং 'ঘনীভূত ব্রহ্মৈবাহম্'—অত্রত্য 'এব'-কারের অর্থ—শ্রীকৃষ্ণ যেমন ঘনীভূত ব্রহ্ম—ব্রহ্মের প্রচুর প্রকাশ—অন্য কেহ তেমন নহেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই পরম ব্রহ্ম)। সূর্য্যরশ্মির ঘনীভূত প্রকাশ যেমন সূর্য্যমণ্ডল, ঘনীভূত ব্রহ্ম শব্দেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে।"

ব্রহ্মণোহীতি যস্মাৎ পরমপ্রতিষ্ঠাত্বেন প্রসিদ্ধং যদ্ব্রহ্ম তস্যাপ্যহং প্রতিষ্ঠা—আশ্রয়ঃ। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কারণ, "পরমাশ্রয় বলিয়া প্রসিদ্ধ যে ব্রহ্ম, আমি তাহারও আশ্রয়।"

হি নিশ্চয়ে। ব্রহ্মণস্তৎপূর্ব্বকয়া তয়া সত্ত্বাদ্যাবরণাত্যয়াদাবির্ভাবিত-স্বগুণাষ্টকস্য * * * অহমেব—বিজ্ঞানানন্দমূর্ত্তিরনন্তগুণো নিরবদ্যঃ সুহৃত্তমঃ সর্ব্বেশ্বরঃ প্রতিষ্ঠা—প্রতিষ্ঠীয়তেহত্রেতি নিরুক্তেঃ পরমাশ্রয়োঽতিপ্রিয়ো ভবামীতি।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ।

"নিশ্চয়ার্থে হি অব্যয়। জ্ঞানপূর্ব্বিকা ভক্তিদ্বারা সত্ত্বাদিগুণের আবরণ অতিক্রান্ত হইলে "এষ আত্মাপহতপাপ্মাবিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প" ইতি (ছান্দোগ্য)—এই আত্মা পাপরহিত (১) জরারহিত (২) মৃত্যুরহিত (৩) শোকরহিত (৪) বুভুক্ষারহিত (৫) পিপাসারহিত (৬) সত্যকাম (৭) ও সত্যসঙ্কল্প,—এইশ্রুতি অষ্টগুণ-বিশিষ্ট যে ব্রহ্মের উল্লেখ করিয়াছেন, বিজ্ঞানানন্দমূর্ত্তি-অনন্তগুণ-নিরবদ্য (অনিন্দ্য)-সুহৃত্তম-সর্ব্বেশ্বর আমি, সেইব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা—পরমাশ্রয়-অতি প্রিয় হই।"

চ। ব্রহ্মসংহিতায়াম্ — চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তমিত্যাদিকমুপক্রম্য যস্যৈকনিঃশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ। বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলা-বিশেষো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামীতি। ননু পাদ্মোত্তর-খণ্ডাদৌ সর্বাবতারী পরমব্যোমাধিপতির্নারায়ণ এবেতি শ্রূয়তে,

ব্রহ্মসংহিতায় শ্রীব্রহ্মবচন— 'চিন্তামণিসমূহ-রচিত গৃহ-সমূহ এবং লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষাবৃত শ্রীবৃন্দাবনে যিনি সর্ব্বতোভাবে সুরভি সকল পালন করেন, লক্ষ্মী-সহস্র-শত সম্ভ্রম সহকারে যাঁহার সেবা করিতেছেন, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজন করি।"—এই উপক্রমের পর—

"মহাবিষ্ণুর এক নিশ্বাস-পরিমিত কাল অবলম্বন করিয়া তদীয় লোম-বিবর-স্থিত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডপতি জীবিত থাকেন, সেই মহাবিষ্ণু যাঁহার কলাবিশেষ, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।"

মহাভারত, শ্রীগীতা ও ব্রহ্মসংহিতার উক্ত বচন-সমূহ হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বস্বরূপ, সকলেরই এক মাত্র গতি—পর্য্যবসান-ফল। অতএব গতিসামান্যেও শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা সিদ্ধ হইল।

এস্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, সকল শাস্ত্রের মুখ্য বাচ্য যদি শ্রীকৃষ্ণ হইতেন, তবে গতিসামান্যে তাঁহার স্বয়ং ভগবত্তা স্বীকার করিবার কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু পাদ্মোত্তরখণ্ড প্রভৃতিতে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ, আর পঞ্চরাত্র প্রভৃতিতে বাসুদেব, সর্ব্বাবতারী বলিয়া শুনা যায়। শ্রীকৃষ্ণই এই নারায়ণ ও শ্রীবাসুদেব, তাহাও বলা যায় না; কারণ, শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের

ফলকথা, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সাধন-যোগ্যতা-বিশেষে নির্ব্বিশেষ সচ্চিদানন্দসত্ত্বারূপ যে প্রকাশ তাহাই ব্রহ্ম। সুতরাং ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-লীলা-সমন্বিত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা—পরমাশ্রয়; তিনি ব্রহ্মের প্রচুর প্রকাশ।

ব্রহ্মসূত্রে ভগবান্ বেদব্যাস শ্রুতি সকলের ব্রহ্মে সমন্বয় প্রদর্শন করিয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণ পরম ব্রহ্ম, সুতরাং তাঁহাতেই সর্ব্বসমন্বয় সিদ্ধ হইতেছে।

পঞ্চরাত্রাদৌ তু বাসুদেবঃ। ন চ স স কৃষ্ণ এবেতি বক্তব্যম্। তত্তু স্থানপরিকরনামরূপাণাং ভেদাৎ। তর্হি কথং শ্রীকৃষ্ণস্যৈব সর্ব্বাবতারিত্বং স্বয়ম্ভগবত্ত্বং বা। অত্রোচ্যতে। শ্রীভাগবতস্য সর্বশাস্ত্রচক্রবর্ত্তিত্বং প্রথমসন্দর্ভে প্রঘট্টকেনৈব দর্শিতম্। পূর্ণজ্ঞানপ্রাদুর্ভাবানন্তরমেব শ্রীবেদব্যাসেন তৎ প্রকাশিতমিতি চ তত্রৈব প্রসিদ্ধম্। স্ফুটমেব দৃশ্যতে চাস্মিন্নপরশাস্ত্রোপমর্দ্দকত্বম্—ইত্যঙ্গোপদিশন্ত্যেকে বিস্মৃত্য প্রাগুদাহৃতং মুনিবাসনিবাসে কিং ঘটেতারিষ্টদর্শনমিত্যাদৌ

স্থান, পরিকর, নাম ও রূপের পার্থক্য বিদ্যমান আছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা বা সর্ব্বাবতারিত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে?

শ্রীভাগবতীয় প্রতিপাদ্যের শ্রেষ্ঠত্ব।

উক্ত প্রশ্নের উত্তর এই :—

শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্র-চক্রবর্ত্তী—ইহা প্রথম সন্দর্ভে বিশেষ বিচার সহকারে দেখান হইয়াছে। পূর্ণজ্ঞান প্রাদুর্ভাবের পর শ্রীব্যাস শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিয়াছেন, একথা শ্রীমদ্ভাগবতেই প্রসিদ্ধ আছে। শ্রীমদ্ভাগবত যে অন্য শাস্ত্রের উপমর্দ্দক, তাহা স্পষ্ট রূপে দশম স্কন্ধের নিম্নোদ্ধৃত পদ্যদ্বয়ে দেখা যায়,—

ইত্যঙ্গোপদিশন্ত্যেকে বিস্মৃত্য প্রাগুদাহৃতং।
মুনিবাসনিবাসে কিং ঘটেতারিষ্টদর্শনং ॥১০।৫৭।২০

অক্রূর দ্বারকা হইতে অন্যত্র গমন করিলে দ্বারকাবাসিগণের আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক তাপরূপ অরিষ্ট সকল মুহুর্মুহুঃ উপস্থিত হইতে লাগিল—কোন কোন ঋষির অভিমতানুসারে এই কথা বলিয়া শ্রীশুকদেব শ্রীপরীক্ষিৎকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে রাজন্! কেহ কেহ পূর্ব্বোদাহৃত শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বিস্মৃত হইয়া অক্রূরের স্থানান্তর গমন-হেতু দ্বারকায় অরিষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ করেন। তাহা কিরূপে সম্ভব হয়? নিখিল মুনিগণের আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ যে স্থানে বাস করিতেছেন, তথায় অরিষ্ট-দর্শন কখনও সম্ভব হইতে পারে না।

এবং বদন্তি রাজর্ষে ইত্যাদৌ চ। অতএব নবমেঽপ্যুক্তম্—হিত্বা স্বশিষ্যান্ পৈলাদীন্ ভগবান্ বাদরায়ণঃ। মহ্যং পুত্রায় শান্তায় পরং

এবং বদন্তি রাজর্ষে ঋষয়ঃ কে চ নান্বিতাঃ।
যৎ স্ববাচো বিরুধ্যেত ন নূনং তে স্মরন্ত্যমূ॥

শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে রাজর্ষে! শাল্ব, মায়া-রচিত-বসুদেবকে হত্যা করিলে শ্রীকৃষ্ণ শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন;—কোন কোন ঋষি এ কথা বলিয়া থাকেন। তাহাতে মনে হয়, তাঁহারা পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান করিয়া কথা বলেন না, স্বীয় বাক্যের বিরুদ্ধতা তাঁহারা স্মরণ করেন না। (১)

শ্রীশুকদেব অন্য পুরাণোক্ত প্রসঙ্গের অনুবাদ (পুনরুল্লেখ) করিয়া উক্ত শ্লোক-দ্বয়ে তাহার অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে দ্বারকায় অরিষ্ট দর্শন এবং অসুর-মায়ায় শ্রীকৃষ্ণের মোহ, শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনীয় বিষয় নহে। সুতরাং যে সকল পুরাণবচনের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের বিরোধ দেখা যায়, সেই সকল বচন প্রমাণরূপে অঙ্গীকার করা যায় না। অতএব—শ্রীমদ্ভাগ-বতের সিদ্ধান্ত পরম নিগূঢ় এবং তাহাতেই শ্রীবেদব্যাসের মুখ্য অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া, নবম স্কন্ধের শ্রীশুকোক্তিতে দেখা যায়,—"ভগবান্ বেদব্যাস পৈল প্রভৃতি নিজ শিষ্যগণকে পরিহার করিয়া শান্ত পুত্র আমার নিকট পরম গুহ্য শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করেন।"

---

(১) শ্রীকৃষ্ণ শোক-মোহাতীত—ইহা পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়া পরে তাঁহাকে শোকার্ত্ত ও মোহগ্রস্তরূপে বর্ণন করা পূর্ব্বাপর-বিরোধ। যিনি আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত নিখিল বস্তুকে নিজ মায়ায় মুগ্ধ রাখিয়াছেন, তিনি কি সামান্য অসুর-মায়ায় মুগ্ধ হইতে পারেন? যিনি অখণ্ড-জ্ঞান-তত্ত্ববস্তু, তিনি আসুরী মায়া ভেদ করিতে পারেন না? সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহে কি শোকাদি স্পর্শ-লেশের সম্ভাবনা হইতে পারে? তবে ভক্তসঙ্গে তাঁহার কখন কখন যে মোহাদি সম্ভাবনা দেখা যায়, তাহার হেতু তদীয় প্রেমপারবশ্যতা; স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী-পরিপাকরূপ প্রেমের পারতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া, স্বরূপধর্ম্মের কোন ব্যভিচার ঘটাইলে তাহা দোষের বিষয় হয়না। পরন্তু, তাহার ঐ গুণের জন্যই ভক্তগণ তাঁহাকে ভজন করেন। অসুরের নিকট তিনি কখনও ঐ গুণ প্রকাশ করেন না।

গুহ্যমিদং জগাবিতি। তদেবং সর্বশাস্ত্রোপরিচরত্বং সিদ্ধম্। তত্র শ্রীকৃষ্ণস্যৈব স্বয়ং ভগবত্ত্বং নিরূপিতম্। দৃশ্যতে চ প্রশংসিতুর্বৈশিষ্ট্যেন প্রশস্যস্যাপি বৈশিষ্ট্যম্। যথা গ্রামাধ্যক্ষরাজসভয়োঃ সর্বোত্তমত্বেন প্রশস্যমানৌ বস্তুবিশেষৌ তারতম্যমাপদ্যেতে। তদেবং সৎস্বপ্যন্যেষু তেষ্বন্যত্র প্রশস্তেষু শ্রীভাগবতপ্রশস্যমানস্য শ্রীকৃষ্ণস্যৈব পরমাধিক্যং সিদ্ধ্যতি। অতএব কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি সাবধারণা শ্রুতির্বাধিকেতি যুক্তমেব ব্যাখ্যাতং পূর্বমপি। ততশ্চ তে তু পরমব্যোমাধিপনারায়ণবাসুদেবাদয়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব মূর্ত্তিবিশেষা ভবেয়ুঃ। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণস্তু নারায়ণস্ত্বমিত্যাদ্যুক্তো মহানারায়ণো

শ্রীমদ্ভাগবত যে সর্ব্বশাস্ত্রোপরি বিরাজ করিতেছেন, তাহা এই সকল বাক্য হইতে সিদ্ধ হইল। সেই শ্রীমদ্ভাগবতেই শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা নিরূপিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই প্রশংসা-কর্ত্তার বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রশংসিত বস্তুর বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যথা,—গ্রামাধ্যক্ষের সভায় প্রশংসিত বস্তু হইতে রাজসভায় প্রশংসিত বস্তু শ্রেষ্ঠ। অতএব পদ্মোত্তরখণ্ড, পঞ্চরাত্রাদিতে শ্রীনারায়ণ ও শ্রীবাসুদেব স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া প্রশংসিত হইলেও, শ্রীমদ্ভাগবতে প্রশংসিত শ্রীকৃষ্ণেরই পরমাধিক্য সিদ্ধ হইতেছে। এই জন্য পূর্ব্বে যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই সাবধারণা শ্রুতি, শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তার বিরোধী যাবতীয় বাক্যকে বাধা প্রদান করিতেছে—একথা যুক্তিসঙ্গত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কাহারও স্বয়ং ভগবত্তা স্বীকার না করিলে, পাদ্মোত্তরখণ্ডাদি বচনের কি সঙ্গতি হইবে? ইহার সমাধান জন্য বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা স্বীকার করিয়াও ঐ সকল বাক্যের অর্থসঙ্গতি করা যায়। পরব্যোম-নারায়ণ ও বাসুদেবাদি শ্রীকৃষ্ণেরই মূর্ত্তিবিশেষ,—এই সিদ্ধান্ত করিলে কোন বিরোধ থাকেনা। শ্রীকৃষ্ণ, নারায়ণস্ত্বং (১) ইত্যাদি ব্রহ্মস্তবোক্ত মহানারায়ণ এবং দ্বারকাদিতে প্রসিদ্ধ শ্রীবসুদেবনন্দন শ্রীবাসুদেব হয়েন।

---

(১) অনুবাদ ৪২ অনুচ্ছেদে ৯২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দ্বারকাদিপ্রসিদ্ধো মহাবাসুদেবশ্চ ভবেৎ। ততশ্চ নারায়ণবাসুদেবোপনিষদোঃ স এব ব্যক্তঃ। ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্র ইতি, দেবকীনন্দনো নিখিলমানন্দয়াদিতি চ। তদিত্থমেব তং বাসুদেবমপি বিভূতিনির্বিশেষতয়া স্বয়মেব স্পষ্টমাহ—বাসুদেবো ভগবতামিতি ॥ ৮০॥১১॥১৯॥ স্পষ্টম্ ॥

তথা সাত্বতাং নবমূর্ত্তীনামাদিমূর্ত্তিরহং পরেতি ॥৮১॥

টীকা চ—সাত্বতাং ভাগবতানাং নবব্যূহার্চ্চনে বাসুদেবসঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধনারায়ণহয়গ্রীববরাহনৃসিংহব্রহ্মাণ ইতি যা নবমূর্ত্তয়স্তাসাং মধ্যে বাসুদেবাখ্যেত্যেষা। অতএব দৃশ্যতে চাদ্বৈতবাদিনামপি সন্ন্যাসিনাং "ব্যাসপূজাপদ্ধতৌ" শ্রীকৃষ্ণস্য মধ্যসিংহাসনস্থত্বং বাসুদেবাদীনাং ব্যাসাদীনাঞ্চাবরণদেবতাত্বমিতি। অতএব চ ক্রমদীপিকায়ামষ্টাক্ষরপটলে শ্রীবাসুদেবাদয়স্তদাবরণত্বেন শ্রূয়ন্তে। যত্তু

নারায়ণ এবং বাসুদেবোপনিষদে সেই সেই উপনিষদের বাচ্য নারায়ণ ও বাসুদেব রূপে দেবকীনন্দনই ব্যক্ত হইয়াছেন। যথা,—"দেবকী-পুত্র ব্রাহ্মণপরায়ণ," "দেবকীনন্দন সকলকে আনন্দিত করুন।" সেই বাসুদেবকে বিভূতিনির্ব্বিশেষ রূপে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই স্পষ্ট ভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—"ভগবান্‌দিগের মধ্যে আমি বাসুদেব।" ১১।১৬।২৭॥৮০॥

তদ্রূপ ঐ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের অপর উক্তি—সাত্বতদিগের নবমূর্ত্তিমধ্যে আমি পরামূর্ত্তি।১১।১৬।৩০॥৮১॥

শ্রীস্বামিটীকা—সাত্বত—ভাগবতদিগের নবব্যূহার্চ্চনে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, হয়গ্রীব, বরাহ নৃসিংহ ও ব্রহ্মা—এই যে নবমূর্ত্তি, তন্মধ্যে বাসুদেবাখ্যামূর্ত্তি আমি। ইতি।

এইজন্য অদ্বৈতাবাদি-সন্ন্যাসীদিগের ব্যাসপূজা-পদ্ধতিতে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যসিংহাসনে এবং বাসুদেবাদি নবমূর্ত্তির আবরণ-দেবতারূপে স্থিতি দেখা যায়। অতএব ক্রমদীপিকার অষ্টাক্ষর-পটলে শ্রীবাসুদেবাদিকে শ্রীকৃষ্ণের আবরণদেবতারূপে শ্রবণ করা যায়।

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি ইতি ভগবদুপনিষদঃ, তত্র বাসুদেবশব্দেন বসুদেবাপত্যার্থেন শ্রীবলদেব এবোচ্যতে। বক্তা হি তত্র শ্রীকৃষ্ণ এব। ততশ্চ স্ববিভূতিং কথয়তি তস্মিন্নপি বিভূতিত্বারোপো ন যুজ্যতে, বক্তুরন্যত্রৈব শ্রোতৃভিস্তৎপ্রতীতেঃ। ততো মুখ্যার্থবাধে তথৈব ব্যাখ্যা সমুচিতা। তস্মাৎ সাধু ব্যাখ্যাতং বাসুদেবো ভগবতা-মিত্যাদি ॥১১॥১৯॥ শ্রীভগবান্ ॥৮০—৮১॥

যস্মাদেবং সর্বতোঽপি তস্যোৎকর্ষস্তস্মাদেবান্যতস্তদীয়নামাদী-নামপি মহিমাধিক্যমিতি গতিসামান্যান্তরঞ্চ লভ্যতে। তত্র নাম্নো যথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীকৃষ্ণাষ্টোত্তরশতনামামৃতস্তোত্রে—সহস্রনাম্নাং

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ে "বৃষ্ণিদিগের মধ্যে আমি বাসুদেব" এই বাক্যে যে বাসুদেবের কথা বলা হইয়াছে, তিনি বসুদেবনন্দন-অর্থে প্রতিপন্ন বাসুদেব—শ্রীবলরাম। সে স্থলে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং নিজ বিভূতি বর্ণন করিতেছেন; তাঁহার পক্ষে আপনাকে নিজবিভূতিরূপে নির্দ্দেশ করা সমীচীন হয় না, যেহেতু, শ্রোতৃবৃন্দ বক্তা হইতে ভিন্ন বস্তুতে তদীয় বিভূতি প্রতীতি করে। এই যুক্তি অনুসারে শ্রীগীতার বিভূতিযোগোক্ত বাসুদেব-শব্দের "শ্রীকৃষ্ণ"—অর্থ নিরস্ত হয় বলিয়া, "শ্রীবলরাম"—অর্থ করা সমুচিত। শ্রীগীতোক্ত বাসুদেব-শব্দের এই প্রকার ব্যাখ্যায় অর্থসঙ্গতি দেখা যায় বলিয়া, "ভগবানদিগের মধ্যে আমি বাসুদেব,"—এই বাক্যে বাসুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিবিশেষ রূপে নির্দ্ধারণ করিয়া যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা উত্তম হইয়াছে ॥৮১॥

গতিসামান্যে শ্রীকৃষ্ণ-পারতম্য।

যে সকল কারণে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোৎকর্ষ প্রতিপন্ন হইল, সে সকল কারণে তাঁহার নাম, গুণ, রূপ, লীলা প্রভৃতির অন্য স্বরূপের নামাদি হইতে মহিমা-ধিক্য এবং সেই মহিমাধিক্য-হেতু গতিসামান্যান্তর অর্থাৎ নিখিল ভগবৎ-স্বরূপের নাম, গুণ, রূপাদি শ্রীকৃষ্ণ-নামাদির অন্তর্ভূত বলিয়া জানা যায়। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-নামের মহিমা, যথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীকৃষ্ণাষ্টোত্তর-শতনামামৃতস্তোত্রে—

পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্। একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতীতি। ব্যক্তীক্রিয়তে চাধিকফলত্বং কৃষ্ণনাম্নঃ পাদ্মে পাতালখণ্ডে শ্রীমথুরামাহাত্ম্যে শ্রীমহাদেবস্যৈব বাক্যে—তারকাজ্জায়তে মুক্তিঃ প্রেমভক্তিস্তু পারকাদিতি। পূর্বমত্র মোচকত্বপ্রেমদত্বাভ্যাং তারকপারকসংজ্ঞে রামকৃষ্ণনাম্নোর্হি বিহিতে। তত্র চ রামনাম্নি মোচকত্বশক্তিরেবাধিকা শ্রীকৃষ্ণনাম্নি তু মোক্ষসুখতিরস্কারিপ্রেমানন্দদাতৃত্বশক্তিঃ সমধিকেতি ভাবঃ। ইত্থমেবোক্তং বিষ্ণুধর্মোত্তরে—যচ্ছক্তি নাম যৎ তস্য তস্মিন্নেব চ বস্তুনি সাধকং পুরুষব্যাঘ্র সৌমাক্রূরেষু বস্তুষিতি। কিঞ্চ শ্রীকৃষ্ণনাম্নো মাহাত্ম্যং

"পবিত্র সহস্র নামসকল তিনবার আবৃত্তি করিলে যে ফল হয়, শ্রীকৃষ্ণের কোন এক নাম একবার আবৃত্তি করিলে সেই ফললাভ করা যায়।"

শ্রীকৃষ্ণ-নামের ফলাধিক্যের কথা পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে মথুরামাহাত্ম্যে শ্রীমহাদেবের বাক্যে মুক্তিদাতৃত্ব-হেতু রামনামের তারকসংজ্ঞা এবং প্রেমদত্ব-হেতু কৃষ্ণনামের পারকস-ংজ্ঞা বিধান করিয়া পরে উক্ত হইয়াছে, "তারক হইতে মুক্তি এবং পারক হইতে প্রেমভক্তি লাভ হয়।" এই শিব-বাক্যের তাৎপর্য্য—রাম-নামে মোচকত্ব-শক্তি অধিক, আর কৃষ্ণনামে মোক্ষ-সুখ-তিরস্কারি-প্রেমানন্দ-দানশক্তি সমধিক।

বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের নাম যে বিভিন্ন ফল প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উক্ত হইয়াছে। যথা,—"হে পুরুষব্যাঘ্র! তাঁহার (শ্রীভগবানের) যে নামের যে শক্তি, নামাশ্রিত জন "শান্ত হউন আর খলই হউন" (নাম) নিজশক্ত্যনুরূপ প্রেমাদি দান করিয়া থাকেন।" যে নামে প্রেমদানশক্তি প্রচুর, সেই নাম, আশ্রিত ব্যক্তি যেমন প্রকৃতিরই হউক না কেন, প্রেম দান করিবেন; আর, যে নামে মোচকতা-শক্তি প্রচুর, সেই নাম মুক্তি প্রদান করিবেন। শান্ত খল উভয় অধিকারী সম্পূর্ণ ফল লাভ করেন বলিলেও সমকালে উভয়ের ফল প্রাপ্তি সম্ভাবনা করা যায় না। নিরপরাধে নামাশ্রয় মাত্রই প্রেম লাভ করা যায়। সাপরাধ জনের নামাশ্রয়ে যখন অপরাধ ক্ষয় প্রাপ্ত

নিগদেনৈব শ্রূয়তে প্রভাসপুরাণে শ্রীনারদকুশধ্বজসংবাদে শ্রীভগবদুক্তৌ —নাম্নাং মুখ্যতমং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপেতি। তদেবং গতিসামান্যেন নামমহিমদ্বারা তন্মহিমাতিশয়ঃ সাধিতঃ। তথা তদীয়গুণরূপলীলামথুরাদিস্থানানামপি তত্তচ্ছাস্ত্রপ্রতিপদ্যমানৈঃ সর্বাধিকমহিমভিরপ্যাসাবনুসন্ধেয়ঃ। বিস্তরভিয়া তু নোদাহ্রিয়তে। ইত্থমেব শ্রীকৃষ্ণস্যৈবাসমোর্দ্ধমহিমত্বাৎ স্বয়মেব তেনাপি সকলভক্তবৃন্দবন্দিতভগবৎপ্রণয়ং শ্রীমদর্জুনং প্রতি সর্বশাস্ত্রার্থসারভূতশ্রীগীতোপসংহারবাক্যে নিজাখিলপ্রাদুর্ভাবান্তরভজনমতিক্রম্য স্বভজনমেব সর্বগুহ্যতমত্বেনোপদিষ্টম্। যথাহ—কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তদিত্যনন্তরম্ ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন

হইবে, তখন প্রেম-ভক্তি আবির্ভূত হইবেন, এই বিশেষ বুঝিতে হইবে। আর শ্রীকৃষ্ণ-নামের মহিমাধিক্যের কথা নিগদে (১) শুনা যায়। প্রভাসপুরাণে শ্রীনারদকুশধ্বজ-সংবাদে শ্রীভগবদুক্তি—হে পরন্তপ! নাম সকলের মধ্যে "কৃষ্ণ" এই নাম আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম।

অতএব শ্রীকৃষ্ণ-নামের মহিমাধিক্য হইতে গতিসামান্য (সমানগতি অর্থাৎ নামের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপত্তির ন্যায় স্বরূপের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপত্তি)-হেতু শ্রীকৃষ্ণের মহিমাধিক্য সাধিত হইল। নাম ও স্বরূপের শ্রেষ্ঠতার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের গুণ, রূপ, লীলাস্থলের সেই শাস্ত্রপ্রতিপাদিত সর্ব্বাধিক মহিমা দ্বারা তদীয় শ্রেষ্ঠত্ব জানা যায়; বাহুল্যভয়ে এস্থলে সে সকল বিচার উপস্থিত করা হইল না।

শ্রীগীতার প্রতিপাদ্য কি ?

এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধমহিমা-হেতু তিনি নিজেই—সকল ভক্তবৃন্দ যাঁহার শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বন্দনা করিয়া থাকেন, সেই শ্রীমান্ অর্জ্জুনের প্রতি সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীগীতার উপসংহার-বাক্যে, আপনার সকল প্রাদুর্ভাবের ভজন অতিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের ভজনকেই সর্ব্বগুহ্যতমরূপে উপদেশ করিয়াছেন। যথা—"মোহবশতঃ যাহা করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ কর, আবার অবশভাবে তাহাই

---

(১) নিগদ—সুস্পষ্ট উক্তি। নিগদস্তু জনৈর্বেদ্য ইত্যাগমঃ।

তিষ্ঠতি, ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া। তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্। ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং ময়া। বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু। সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ। ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্। মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্য তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে। সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ। ইতি॥ এষামর্থঃ। অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বমিত্যাদিগ্রন্থো ন যুদ্ধাভিধায়কঃ। যতঃ কর্ত্তুমিত্যাদি। ততঃ পরমার্থাভিধায়ক এবায়ং তত্রাপি গুহ্যতরং সর্ব-

---

করিবে" ইত্যাদি বাক্যের পর,—"হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া যন্ত্রারূঢ় কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় মায়াদ্বারা তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন। হে ভারত! সর্ব্বপ্রকারে সেই ঈশ্বরকে আশ্রয় কর, তাঁহার অনুগ্রহে পরমা শান্তি এবং নিত্য স্থান প্রাপ্ত হইবে। এই প্রকারে আমি তোমাকে গুহ্য হইতে গুহ্যতর জ্ঞান বলিলাম, তুমি সবিশেষ বিবেচনা করিয়া যাহা নিশ্চয় করিতে পার, তদনুরূপ কার্য্য কর। পুনর্ব্বার আমার সর্ব্বগুহ্যতম শ্রেষ্ঠ বাক্য শ্রবণ কর। নিশ্চয় জানিও যে তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এইজন্য তোমার হিতকর বাক্য বলিতেছি। তুমি মদ্গত চিত্ত হও, আমার ভক্ত হও, আমার অর্চ্চনশীল হও, আমাকে নমস্কার কর; তাহা হইলে তুমি আমাকে নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে;—তুমি আমার প্রিয় হও, তোমার শপথ করিয়া একথা বলিতেছি। সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণ লও, আমি সমস্ত পাপ হইতে তোমাকে মুক্ত করিব।" শ্রীগীতা ১৮।৬০-৬৬

এই সকল শ্লোকের অর্থ—

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥ শ্রীগীতা ২।১১

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন,—"যাহাদের সম্বন্ধে শোক প্রকাশ করা উচিত

গুহ্যতমঞ্চ শৃণু ইত্যাহ। ঈশ্বর ইত্যাদি। য একঃ সর্বান্তর্য্যামী ঈশ্বরঃ স এব সর্বাণি সংসারযন্ত্রারূঢ়াণি ভূতানি মায়য়া ভ্রাময়ন্ তেষামেব হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি সর্বভাবেন পুরুষ এবেদং সর্বমিতি ভাবনায়াঃ সর্বেন্দ্রিয়প্রবণতয়া বা পরাং শান্তিং তদীয়াং পরমাং

নহে, তুমি তাহাদের জন্য শোক প্রকাশ করিতেছ ; আবার পণ্ডিতের ন্যায় কথা বলিতেছ। পণ্ডিত ব্যক্তি মৃত বা জীবিত কাহারও জন্য শোক প্রকাশ করেন না।" এই শ্লোক হইতে আরব্ধ শ্রীগীতাগ্রন্থ, শ্রীঅর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য কথিত হয়েন নাই। কারণ, ১৮শ অধ্যায়ের ৬০ শ্লোকের "মোহবশতঃ যাহা করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ কর, আবার অবশ হইয়া তাহাই অবশ্য করিবে," —এই বাক্য দ্বারা দেখান হইল, অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য এত উপদেশ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন ; অন্তর্য্যামি-পুরুষ-প্রেরিত হইয়াই তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ করা অনিবার্য্য। সুতরাং এই শ্রীগীতাগ্রন্থ যুদ্ধাভিধায়ক নহে, পরমার্থাভিধায়ক। তাহাতেও (পরমার্থাভিধায়ক গ্রন্থে) আবার গুহ্যতর এবং সর্ব্বগুহ্যতম শ্রবণ কর (বলায় বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ পূর্ব্বক ঐ সকল শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য বক্তব্য ব্যক্ত হইয়াছে, ইহাই বুঝা যাইতেছে।)

এইরূপে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এবং অষ্টাদশাধ্যায়ের উক্ত শ্লোকসমূহের গুরুত্ব প্রকাশ করিয়া (শ্লোক সমূহের) ব্যাখ্যা করিতেছেন—যিনি এক (১) অথচ সকলের অন্তর্য্যামী—ঈশ্বর। তিনিই সংসার-যন্ত্রারূঢ় সর্ব্বভূতকে মায়াদ্বারা ভ্রমণ করাইবার জন্য তাহাদের হৃদয়-প্রদেশে অবস্থান করেন। সর্ব্বভাবে অর্থাৎ এই পুরুষই সকল রূপে বিহার করিতেছেন, এই ভাবনা কিংবা সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা তাঁহার আনুকূল্য-সমন্বিত অনুশীলন করিয়া তদীয় শরণ গ্রহণ কর। তাহা হইলে পরমাশান্তি—সেই ঈশ্বরসম্বন্ধে পরমাভক্তি লাভ করিবে। শান্তি-শব্দের ভক্তি-অর্থ করিবার হেতু—একাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, আমাতে যে বুদ্ধির নিশ্চলতা, তাহাকে শম বলে। তাহাই (শ্রীভগবানে বুদ্ধি-স্থৈর্য্যই)

---

(১) এক হইয়াও বহু ব্যক্তির অন্তর্য্যামিতা দ্বারা তাঁহার "অচিন্ত্য-শক্তি-"মত্তা নির্দ্দিষ্ট হইল। শ্রুতি যথা—একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। ধর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলনির্গুণশ্চ ॥ শ্বেতাশ্বতর ৬।১১

ভক্তিং শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধেরিত্যুক্তেঃ। স্থানং তদীয়ং ধাম, গুহ্যাদ্ ব্রহ্মজ্ঞানাদপি গুহ্যতরং, দ্বয়োঃ প্রকর্ষে তরপ্। অথেদমপি নিজৈকান্তভক্তবরায় তস্মৈ ন পর্য্যাপ্তমিতি অবধ্যায় স্বয়মেব মহাকৃপাভরেণোদ্ঘাটিতপরমরহস্যঃ শ্রীভগবানন্যামপি প্রদ্যুম্নসঙ্কর্ষণবাসুদেবপরমব্যোমাধিপলক্ষণভজনীয়তারতম্যগম্যাং ভজনক্রমভূমিকামতিক্রম্যৈব সর্বতোঽপ্যুপাদেয়মেব সহসোপদিশতি। সর্বগুহ্যতমং ভূয় ইতি। যদ্যপি গুহ্যতমত্বোক্তেরেব গুহ্যগুহ্যতরাভ্যামপি প্রকৃষ্টমিদমিত্যায়াতি তথাপি সর্বশব্দপ্রয়োগো গুহ্যতমমপি পরমব্যোমাধিপাদিভজনার্থশাস্ত্রান্তরবাক্যমত্যেতি। তস্য যাবদর্থবৃত্তিকত্বাৎ।

ভক্তির স্বরূপ। স্থান—ঈশ্বরের ধাম। ব্রহ্মজ্ঞান গুহ্য, অন্তর্যামী ঈশ্বরের (পরমাত্মার) জ্ঞান তাহা হইতে গুহ্যতর। দুইএর মধ্যে একের উৎকর্ষ-হেতু তরপ্ (গুহ্য + তরপ = গুহ্যতর) প্রত্যয় প্রযুক্ত হইয়াছে।

অনন্তর এই ঈশ্বরোপাসনাও আপনার একান্ত-ভক্ত-শ্রেষ্ঠ-শ্রীঅর্জ্জুনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে মনে করিয়া স্বয়ং শ্রীভগবান্ মহাকৃপাভরে পরম রহস্য উদ্ঘাটন পূর্ব্বক প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব ও পরব্যোমাধিপ নারায়ণের ভজনোপদেশ অতঃপর প্রদান করা সমীচীন হইলেও সেই ক্রম অতিক্রম করিয়া উপদেশ করিলেন,—সর্ব্বগুহ্যতম আমার পরমবাক্য শ্রবণ কর ইত্যাদি।

যদিও গুহ্যতম শব্দ প্রয়োগ করিলে, গুহ্য ও গুহ্যতর হইতে নিগূঢ় বাক্য বুঝায়, তথাপি সর্ব্ব-শব্দ প্রয়োগ করিয়া গুহ্যতম শ্রীনারায়ণ-ভজন-প্রতিপাদক বাক্য হইতে নিজ (শ্রীকৃষ্ণ) ভজন-প্রতিপাদক বাক্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিলেন। শব্দের বৃত্তি যতদূর যাইতে পারে, ততদূর পর্য্যন্ত তাহা স্বীকার করিতে হয়, এই হেতু সর্ব্বশব্দ প্রয়োগ করিয়া নিজ ভজনকে যাবতীয় গুহ্য ভজন হইতেও নিগূঢ় রূপে নির্দ্দেশ করিলেন। বহুর মধ্যে যাহার উৎকর্ষ নির্দ্দেশ করা যায়, তাহার বাচক শব্দের উত্তর তমপ্ প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের সর্ব্বোৎকর্ষতা-হেতু সর্ব্বগুহ্য-শব্দের উত্তর তমপ্ প্রত্যয় প্রয়োগ করিয়া, তাহা প্রকাশ করিলেন। সর্ব্বগুহ্যতম বিষয় ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া এই বাক্য পরম—সর্ব্ব-

বহূনাং প্রকর্ষে তমপ্। অতএব পরমম্। স্বকৃততাদৃশহিতোপদেশ-শ্রবণে হেতুমাহ—ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতীতি। পরমাপ্তস্য মমৈতাদৃশং বাক্যং ত্বয়াবশ্যং শ্রোতব্যমিতি ভাব ইত্যর্থঃ। স্বস্য চ তাদৃশরহস্য-প্রকাশনে হেতুমাহ—তত ইতি। ততস্তাদৃশেষ্টত্বাদেব হেতোঃ। তদেবমৌৎসুক্যমুচ্ছলয্য কিং তদিত্যপেক্ষায়াং সপ্রণয়াশ্রুকৃতাঞ্জলি-মেতং প্রত্যাহ—মন্মনা ইতি। ময়ি ত্বন্মিত্রতয়া সাক্ষাদস্মিন্ স্থিতে শ্রীকৃষ্ণে মনো যস্য তথাবিধো ভব। এবং মদ্ভক্তো মদেকতাৎপর্য্যকো ভবেত্যাদি। সর্বত্র মচ্ছব্দাবৃত্ত্যা মদ্ভজনস্যৈব নানাপ্রকারতয়া আবৃত্তিঃ কর্ত্তব্যা নত্বীশ্বরতত্ত্বমাত্রভজনস্যেতি বোধ্যতে। সাধনানু-

---

শ্রেষ্ঠ। স্বকৃত তাদৃশ উপদেশ-শ্রবণে শ্রীঅর্জ্জুনকে প্রবর্ত্তিত করিবার হেতু বলিতেছেন—"দৃঢ়তা সহকারে বলিতেছি, তুমি আমার প্রিয় হও। পরম বিশ্বস্ত আমার বাক্য শ্রবণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।" ইহাই শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের তাৎপর্য্য। নিজে কেন তাদৃশ রহস্য প্রকাশ করিতেছেন, তাহার হেতু নির্দ্দেশ করিলেন—ততঃ ইত্যাদি। তুমি আমার তাদৃশ প্রিয় হও অর্থাৎ তুমি আমার এমনই প্রিয় হও যে, তোমার নিকট কিছু গোপন করা যায় না,—তোমার প্রীতির প্রভাবে হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া সকল রহস্য ব্যক্ত হয়।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের এই প্রীতিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের ঔৎসুক্য উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। সেই গুহ্যতম বাক্য কি, জানিবার জন্য প্রেমাশ্রুপ্লাবিত নয়নে করজোড়ে অবস্থিত তাঁহাকে বলিলেন—মন্মনা ভব ইত্যাদি। মন্মনা হও—তোমার মিত্ররূপে তোমার সম্মুখে বিরাজমান যে আমি, সেই শ্রীকৃষ্ণে মন যাহার তথাবিধ হও। মদ্ভক্ত—মদেকতাৎপর্য্য-বিশিষ্ট হও অর্থাৎ আমার প্রীত্যর্থ আমার ভজন কর, নিজ সুখ লাভের জন্য নহে। মন্মনা, মদ্ভক্ত, মদযাজী ও মাংনমস্কুরু—সর্ব্বত্র মচ্ছব্দের আবৃত্তি দ্বারা নানা প্রকারে আমারই ভজন বারংবার অনুষ্ঠান করা তোমার কর্ত্তব্য, ঈশ্বরতত্ত্বমাত্রের ভজন অন্যের পক্ষে কর্ত্তব্য হইলেও আমার সখা তোমার পক্ষে কর্ত্তব্য নহে, ইহা বুঝাইতেছে।

রূপমেব ফলমাহ—মামেবৈষ্যসীতি। অনেনৈবকারেণাপ্যাত্মনঃ সর্ব-শ্রেষ্ঠত্বং সূচিতম্। অন্যস্য কা বার্ত্তা মামেবেতি। এবদেব ফলং শ্রীপরীক্ষিতাপি ব্যক্তীকরিষ্যতে কলিং প্রতি। যস্ত্বং কৃষ্ণে গতে দূরং সহ গাণ্ডীবধন্বনা। শোচ্যোঽস্যশোচ্যান্ রহসি প্রহরন্ বধমর্হ-সীতি। সত্যং ত ইত্যনেনাত্রার্থে তুভ্যমেব শপেঽহমিতি প্রণয়-বিশেষো দর্শিতঃ। পুনরপ্যতিকৃপয়া সর্বগুহ্যতমমিত্যাদিবাক্যার্থানাং পুষ্ট্যর্থমাহ—প্রতিজানে ইতি। ননু নানাপ্রতিবন্ধবিক্ষিপ্তস্য মম

সাধনানুরূপ ফল বলিলেন—"আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।" মামেব—এস্থলে 'এব' কার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হইল অর্থাৎ অন্যের কথা আর কি বলিব, সাক্ষাৎ আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। শ্রীকৃষ্ণকেই প্রাপ্ত হইবে বলিয়া যে সাধন-ফল নির্দ্দেশ করিলেন (তাহার যাথার্থ্য-প্রদর্শনের জন্য শ্রীপাদজীব গোস্বামি-চরণ প্রমাণ দেখাইতেছেন) কলির প্রতি শ্রীপরীক্ষিতের বাক্যে এই ফল-প্রাপ্তির কথা ব্যক্ত হইয়াছে। শূদ্ররূপী কলি কর্ত্তৃক বৃষরূপি ধর্ম্ম এবং গাভী-রূপা পৃথিবী প্রহৃত হইতেছেন দেখিয়া পরীক্ষিৎ কলিকে তিরস্কার সহকারে বলিয়াছেন, "গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনের সহিত শ্রীকৃষ্ণ দূরে গমন করিয়াছেন জানিয়াই কি তুই নির্জ্জন স্থানে নিরপরাধদিগকে এইরূপ প্রহার করিতেছিস্? তুই বড় অপরাধী, তোর প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত।" ১।১৭।৬। এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের এক সঙ্গে গতি নির্দ্দেশ করিলেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীঅর্জ্জুনের অবস্থিতি স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইল।

সত্যং তে—এই উক্তি দ্বারা উক্ত সাধনানুরূপ ফল (শ্রীকৃষ্ণ)-প্রাপ্তি-বিষয়ে শপথ সূচিত হইল, অর্থাৎ আমি তোমার শপথ করিয়া বলিতেছি, মন্মনা ইত্যাদি শ্লোকোক্ত সাধনদ্বারা নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হইবে। এস্থলে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-বিশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে (সচরাচর দেখাযায়, শপথের সুদৃঢ়তা প্রকাশের জন্য নিতান্ত প্রিয়জনের শপথ করা হয়। যেমন "আমার পুত্রের শপথ করিয়া বলিতেছি")। পুনর্ব্বার অতিশয় কৃপাভরে সর্ব্বগুহ্যতম ইত্যাদি বাক্য সকলের পুষ্টির জন্য বলিলেন—"আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি (প্রতিজানে)"।

কথং ত্বন্মনস্ত্বাদিকমেব সিধ্যেত্তত্রাহ—সর্বেতি। সর্বশব্দেন নিত্য-পর্য্যন্তা ধর্ম্মা বিবক্ষিতাঃ। পরিশব্দেন তেষাং স্বরূপতোঽপি ত্যাগঃ সমর্থিতঃ। পাপানি প্রতিবন্ধাস্তদাজ্ঞয়া পরিত্যাগে পাপানুৎপত্তেঃ। তদেব ব্যতিরেকেণ দ্রঢ়য়তি—মা শুচ ইতি। অত্রাশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে। গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতা

নানা প্রতিবন্ধে বিক্ষিপ্তচিত্ত আমি কি প্রকারে তদ্‌গত চিত্ত ইত্যাদি রূপে তোমার ভজনে সমর্থ হইব ?—অর্জ্জুনের এই প্রশ্ন অশঙ্কা করিয়া বলিলেন—সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ইত্যাদি। নিত্য ধর্ম্ম (১) পর্য্যন্ত পরিত্যাগের বিধি-প্রদান জন্য সর্ব্ব-শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। পরি—শব্দদ্বারা ধর্ম্ম সকলের স্বরূপতঃ ত্যাগ সমর্থন করিলেন। ধর্ম্মত্যাগ দুই প্রকারে সম্ভব হয় ;—স্বরূপতঃ ত্যাগ ও ফলতঃ ত্যাগ। অনুষ্ঠান-পরিত্যাগ স্বরূপতঃ ত্যাগ, আর ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে ফলতঃ ত্যাগ হয়। সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণশরণাপত্তির বিঘ্নজনক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও শরণাপন্ন হওয়া উচিত। পাপ—ত্যাগপ্রতিবন্ধ। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মশাস্ত্রবিহিত, তাহা পরিত্যাগ করিলে প্রত্যবায় ঘটে, সুতরাং কিরূপে তাহা পরিত্যাগ করা যাইতে পারে ? এই আশঙ্কা নিরসনের জন্য বলিলেন, "আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব।" শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাপালনই ধর্ম্ম, আর তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘনই অধর্ম্ম। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করিবার আজ্ঞা আছে বলিয়া, কেহ তজ্জন্য উহা পরিত্যাগ করিলে প্রত্যবায়-ভাগী হইবেনা (অন্য কারণে ত্যাগ করিলে প্রত্যবায়-ভাগী হইতে হয়)। শ্রীকৃষ্ণভজন-জন্য বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিলে পাপ হইবেনা—একবার দৃঢ়তা সম্পাদন জন্য ব্যতিরেক-মুখে (নিষেধ বাক্য দ্বারা) বলিলেন, "তুমি শোক করিওনা,"—তোমার চিন্তা কি ? আমিই তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিব ; তুমি নিশ্চিন্ত মনে আমার ভজন কর, বাক্যের ভঙ্গিতে ইহা ব্যক্ত হইয়াছে।

এস্থলে—"যে সকল বিষয়ে শোক প্রকাশ করা উচিত নহে, তুমি সে সকল

---

(১) ধর্ম্ম দুইপ্রকার—নিত্য ও নৈমিত্তিক। নিত্য—সন্ধ্যা বন্দনাদি ; নৈমিত্তিক—প্রায়শ্চিত্তাদি।

ইত্যুপক্রমবাক্যে তস্যাপণ্ডিতত্বং ব্যজ্য শোকপরিত্যাগেন মৎকৃতোপদেশমেব গৃহাণেতি বিবক্ষিতম্। ততশ্চ তারতম্যজ্ঞানার্থমেব বহুধোপদিশ্যাপি মহোপসংহারবাক্যস্থস্য ত্বস্যোপদেশস্য পরমত্বং নির্দিশ্য শোকপরিত্যাগেন তমেতমেবোপদেশং ত্বং গৃহাণেতি দ্বয়োর্বাক্যয়োরেকার্থপ্রবৃত্তত্বমপি স্পষ্টম্। অতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৈবাধিক্যং সিদ্ধম্। অতএবাসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাদিতি ন্যায়াদুপ-

---

বিষয়ে শোক প্রকাশ করিতেছ, আবার বুদ্ধিমানের মত কথাও বলিতেছ, পণ্ডিতব্যক্তি মৃত কি জীবিত কাহারও সম্বন্ধে কোনরূপ শোক প্রকাশ করেননা,"—শ্রীগীতার এই উপক্রম-বাক্যে অর্জ্জুনের অপাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া, 'শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার উপদেশ শ্রবণ কর,'—ইহাই শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্য।

কাহারও সংশয় হইতে পারে, যদি শ্রীকৃষ্ণ-ভজনোপদেশই অভিপ্রেত হয়, তবে শ্রীগীতার বহুবিধ যোগোপদেশ-দানের প্রয়োজন কি? তাহার উত্তর—তারতম্য-জ্ঞানের জন্য বহুবিধ যোগোপদেশ করা হইয়াছে অর্থাৎ বহুবিধ সাধন ও তৎফল উল্লেখ না করিলে শ্রীকৃষ্ণভজনের সর্ব্বোত্তমত্ব দেখান যায়না। যেমন বহুব্যক্তির মধ্যে একজনের উৎকর্ষ দেখান যায়, কেবল একব্যক্তির তুলনায় উৎকর্ষ প্রকাশ করা যায়না—এস্থলেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে।

বহুবিধ উপদেশের পর এই মহোপসংহার-বাক্যের (সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ইত্যাদি) শ্রেষ্ঠত্ব নির্দ্দেশ করিয়া—তুমি সেই উপদেশ গ্রহণ কর,—এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। অশোচ্যান্ ইত্যাদি শ্রীগীতার উপক্রম এবং সর্ব্বধর্ম্মান্ ইত্যাদি উপসংহার-বাক্য। এই উভয় বাক্যেরই এক অর্থ অর্থাৎ মন্মনা ইত্যাদি রীতি-অনুসারে শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্তিদানেই তাৎপর্য্য,—ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণভজনের শ্রেষ্ঠত্ব-নির্দ্দেশ-হেতু, শ্রীগীতানুসারে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাধিকত্ব সিদ্ধ হইল।

পরমব্রহ্ম নরাকৃতি।

শ্রীগীতাশাস্ত্র-মতে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপরমত্ব সিদ্ধ হইলেও তদীয় কোন্ স্বরূপের শ্রেষ্ঠত্ব, তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজন। কাহারও মতে শ্রীগীতার একাদশাধ্যায়োক্ত

সংহারস্যৈবোপক্রমার্থনির্ণায়কত্বাদুপক্রমোপসংহারার্থস্য চ সর্বশাস্ত্রার্থত্বাত্তত্রোক্তং বিশ্বরূপমপি তদধীনমেব। তচ্চ যুক্তম্। তেনৈব দর্শিতত্বাৎ। তত্র চ—ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ। ইতি নরাকারচতুর্ভুজরূপস্যৈব সকত্বনির্দ্দেশাৎ। তদ্বিশ্বরূপং ন তস্য সাক্ষাৎ স্বরূপমিতি স্পষ্টম্। অতএব পরমভক্ত-

---

বিশ্বরূপই পরম স্বরূপ। তাহা ভ্রম। কারণ, "অসদ্ব্যপদেশাৎ" ইত্যাদি ২।১।১৭ (১) বেদান্ত-সূত্রানুসারে শাস্ত্রের উপসংহার-বাক্যই উপক্রম বাক্যের অর্থ নির্ণয় করে বলিয়া এবং উপক্রম-উপসংহার-বাক্য দ্বারা নির্ণীত অর্থ সমগ্র শাস্ত্রের তাৎপর্য্যহেতু, মন্মনা ইত্যাদি শ্লোকের বক্তা, অর্জ্জুনের সখারূপে বিরাজমান, নরাকৃতি পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই পরমস্বরূপ। বিশ্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণরূপের অধীন। তাহা সঙ্গতও বটে, কারণ শ্রীকৃষ্ণই বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছেন। বিশ্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণরূপের অধীন বলিয়াই তিনি ইচ্ছামাত্র ঐরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন; শ্রীকৃষ্ণরূপ যদি বিশ্বরূপের অধীন হইত, তবে তিনি ইচ্ছামাত্র ঐরূপ দেখাইতে পারিতেননা। বিশেষতঃ শ্রীগীতার ঐ অধ্যায়েই বলা হইয়াছে, "অর্জ্জুনকে এইরূপ বলিয়া পুনর্ব্বার স্বীয়রূপ দর্শন করাইলেন।" এস্থলে

---

(১) অসদ্ব্যপদেশাৎ ইত্যাদি সূত্রের মর্ম্ম এই—শ্রুতি—"আদিতে একমাত্র অসৎ ছিল"—এতদনুসারে (জগতের) উপাদান-কারণ ব্রহ্মে উপাদেয় জগতের সত্ত্বা ছিল না, কেহ কেহ এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন, তাহার অসঙ্গতি দেখাইয়া মীমাংসা করিতেছেন। অসৎ ছিল শুনিয়া জগতের অসত্ত্বা মনে করিও না। ধর্ম্মান্তরে বাক্যের অর্থ-সঙ্গতি হইয়া থাকে। স্থূল-জগতের সূক্ষ্মাবস্থায়ই ধর্ম্মান্তর, বর্ত্তমান স্থূলজগৎ অগ্রে সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান ছিল, সেই সূক্ষ্মরূপকেই অসৎ বলা হইয়াছে। যদি বল, এ অর্থ কিরূপে সঙ্গত হয়? তাহার উত্তর এই—"আত্মানং স্বয়মকুরুত"—আপনাকে স্বয়ং বিধান করিলেন—এই শেষ বাক্য হইতে অসদেব ইত্যাদি বাক্যের উক্তরূপ অর্থ করিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য—উপক্রম-বাক্যদ্বারা শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে না পারিলে, উপসংহার-বাক্য দ্বারা তাহার অর্থ নির্ণয় করিবে।

স্যার্জুনস্যাপি ন তদভীষ্টম্। কিন্তু তদীয়ং স্বকং রূপমেবাভীষ্টম্। অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে ইত্যাদ্যুক্তেঃ। তদ্দর্শনার্থমর্জুনং প্রতি দিব্যদৃষ্টিদানলিঙ্গেন তস্যৈব মাহাত্ম্যমিতি তু বালকোলাহলঃ। নরাকৃতি পরং ব্রহ্মেতি তদমিতং

নরাকার চতুর্ভুজ রূপেরই স্বকীয়ত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এইহেতু, উক্ত বিশ্বরূপ যে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ স্বরূপ নহে, তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। সুতরাং পরমভক্ত অর্জ্জুনের সেইরূপ অভীষ্ট নহে, তদীয় স্বকীয় স্বরূপই তাঁহার অভীষ্ট। বিশ্বরূপ-দর্শনপূর্ব্বক অর্জ্জুন বলিয়াছেন, "যাহা কখনও দেখি নাই, তোমার এমন রূপ দেখিয়া, ভয়ে বিস্ময়ে আমার মন অভিভূত হইয়াছে।" এই বাক্যে বিশ্বরূপ-দর্শনে অর্জ্জুনের অনভিরুচি প্রকাশ পাইয়াছে।

বিশ্বরূপ দর্শন করিবার জন্য অর্জ্জুনকে দিব্য-দৃষ্টি দান করিয়াছেন বলিয়া যাহারা বিশ্বরূপের মাহাত্ম্য অধিক বলে, তাহাদের সেই বাক্য বালকোলাহলের ন্যায় অশ্রদ্ধেয়। শ্রীকৃষ্ণের নরাকার-বিগ্রহই প্রাকৃত দৃষ্টির অগোচর এবং ভগবচ্ছক্তি-বিশেষ-সমন্বিত দৃষ্টিবিশেষদ্বারা প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকেন, তাহা বক্ষ্যমাণ শাস্ত্রবচন সমূহ হইতে জানা যায়ঃ—

পদ্মপুরাণে উক্ত আছে—নরাকৃতি পরব্রহ্ম। (১)

শ্রীমদ্ভাগবতে—শ্রীব্রহ্মা, নরাকৃতি-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন(২)—"আপনি অপরিমিত অদ্বয় ব্রহ্ম মাত্র অবশিষ্ট আছেন।" ১০।১৪।১৮।

---

(১) সম্পূর্ণ-শ্লোক অতঃপর জন্মাদ্যস্য-শ্লোক ব্যাখ্যায় দেওয়া হইবে॥

(২) সম্পূর্ণ শ্লোক ঃ—

অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্য কিং মম ন তে মায়াত্বমাদর্শিত
মেকোঽসি প্রথমং ততোব্রজসুহৃদ্বৎসাঃ সমস্তা অপি।
তাবন্তোঽপি চতুর্ভুজাস্তদখিলৈঃ সাকং ময়োপাসিতা
স্তাবন্ত্যেব জগন্ত্যভূস্তদমিতং ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে॥ ১০।১৪।১৮।

শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মা বলিলেন, আপনি কেবল জননীকে উদরমধ্যে বিশ্ব দেখাইয়া স্বীয় যোগমায়া-বৈভব প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা নহে, অদ্য আমার

ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যত ইতি, যন্মিত্রং পরমানন্দমিতি, স এব নিত্যাত্ম-সুখানুভূত্যা ব্যুদস্তমায় ইতি, স ত্বং বিভো কথমিহাক্ষপথপ্রতীত

"পরমানন্দ পূর্ণব্রহ্ম আপনি গোকুলবাসিগণের সনাতন মিত্র।" ১০।১৪।৩০।

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে শ্রীশুকোক্তি—"এই শ্রীকৃষ্ণ নিত্য আত্মসুখানুভূতি দ্বারা মায়াকে সর্ব্বতোভাবে দূরে অপসারিত করিয়াছেন।" ১০।১২।৩৮ (১)

নৃগমহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—"হে বিভো! সেই পরমাত্মা তুমি, যাঁহাকে পরম ভক্তগণ উপনিষচ্চক্ষু-সহযোগে হৃদয়ে চিন্তা করিয়া থাকেন; বড় আশ্চর্য্যের বিষয়—সেই তুমি আমার নয়নগোচর হইলে!" ১০।৬৪।১৮ (২)

নিকটও সেই বৈভব প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথমে একাকী ছিলেন, পরে আপনি সমস্ত ব্রজ-সুহৃৎ—বয়স্য ও সমস্ত বৎস হইলেন। তারপর সকলকে অখিলতত্ত্ব অর্থাৎ আত্মাদি স্তম্ভ পর্য্যন্ত মূর্ত্তিমান চরাচর এবং মাদৃশ ব্রহ্মাসমূহ কর্ত্তৃক উপাসিত চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে দর্শন করিলাম। তাঁহাদের প্রত্যেকেই পৃথক্ পৃথক্ অখিলতত্ত্ব কর্ত্তৃক পরিসেবিত ছিলেন। এখন দেখিতেছি, আবার অদ্বয় ব্রহ্মমাত্র (আপনি) অবশিষ্ট আছেন।

এই শ্লোকে দেখা যাইতেছে, শ্রীমন্নরাকার-কৃষ্ণ হইতে বিশ্বরূপ স্রষ্টা বহু চতুর্ভুজ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং সকলেই পরে তাঁহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

(১) ১০৩ অনুচ্ছেদে সম্পূর্ণ শ্লোক ব্যাখাত হইবেন।

(২) সম্পূর্ণ শ্লোক :—

স ত্বং কথং মম বিভোঽক্ষপথঃ পরাত্মা
যোগেশ্বরৈঃ শ্রুতিদৃশাঽমলহৃদ্বিভাব্যঃ।
সাক্ষাদধোক্ষজ উরুব্যসনান্ধবুদ্ধেঃ
স্যান্মেঽনুদৃশ্য ইহ যস্য ভবাপবর্গঃ॥

শ্রীদ্বারকায় সচ্চিদানন্দ নরকার-বিগ্রহে প্রকট-লীলাকারী শ্রীকৃষ্ণদর্শনে বিস্মিত হইয়া নৃগমহারাজ তাঁহাকে বলিলেন,—পরম দুর্লভ অনির্ব্বচনীয় মহিমান্বিত তুমি বিভু—সর্ব্বব্যাপক, অতএব ইন্দ্রিয়ের অগোচর, পরমাত্মা

ইতি চ, তথা ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিতি, নাহং প্রকাশঃ সর্বস্যেতি

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়—আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। ১৪।২৭
যোগমায়া-সমাবৃত আমি সকলের নিকট প্রকাশিত হই না। (১)

—আত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং আত্মসাক্ষাৎকার হইতে তোমার সাক্ষাৎকার দুর্ঘট। যোগ—ভক্তিযোগ, সেই ভক্তিযোগে ঈশ্বর—সমর্থ অর্থাৎ পরম ভক্ত, ঈদৃশ যোগেশ্বরগণকর্ত্তৃক ঔপনিষদ্-চক্ষুদ্বারা তুমি নির্ম্মলহৃদয়ে চিন্তনীয়। তুমি সাক্ষাদধোক্ষজ ;—অক্ষজ-ইন্দ্রিয় জ্ঞান, যাঁহার অধঃ এবম্ভূত তুমি অর্থাৎ তুমি ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত। যাহার সংসার ক্ষয় হয়, সে ই তোমাকে দেখিয়া থাকে, মহাদুঃখে হতবুদ্ধি আমি যে তোমার দর্শন পাইলাম, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়!

নৃগ, ইক্ষ্বাকু-পুত্র। তিনি অতিশয় দাতা ছিলেন। তিনি সালঙ্কৃতা দুগ্ধবতী অসংখ্য কপিলা গাভী দান করেন। একদা তৎকর্ত্তৃক কোন ব্রাহ্মণকে প্রদত্তা একটী গাভী, দানার্থে রক্ষিতা রাজার গাভীসমূহের সহিত মিলিত হয়। নৃগ-মহারাজ ভ্রমবশতঃ অপর ব্রাহ্মণকে সেই গাভী দান করেন। উভয় ব্রাহ্মণের মধ্যে সেই গাভী লইয়া তুমুল বিবাদ উপস্থিত হয়। রাজা অনুনয়ের সহিত একটী গাভীর পরিবর্ত্তে লক্ষ গাভী দান করিতে স্বীকার করিয়াও কোন ব্রাহ্মণকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। "আমি রাজার গাভী চাই না" বলিয়া উভয় ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন। এই কর্ম্মফলে মৃত্যুর পর নৃগ-নৃপতি কৃকলাস-দেহ প্রাপ্ত হইয়া দ্বারকায় এক নিরুদক কূপে অবস্থান করিতেছিলেন। যদুকুমারেরা সেই বৃহদাকার কৃকলাশ দেখিয়া কূপ হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করেন, অসমর্থ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিবেদন করিলে, তিনি আসিয়া উদ্ধার করেন। শ্রীকৃষ্ণ-স্পর্শে কৃকলাশ-দেহ পরিত্যাগ করিয়া তিনি দিব্য দেহ লাভ করেন এবং দেবলোকে গমন করেন। শ্রীকৃষ্ণ ঐ প্রসঙ্গে ব্রহ্মস্ব-হরণের বিষময় ফলের কথা উল্লেখ করিয়া নিজগণকে সতর্ক করেন।

(১) সম্পূর্ণ শ্লোক —

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ ৭।২৫

চ শ্রবণেন প্রাকৃতদৃষ্টেস্তত্রাপ্যকরণত্বাদ্ভগবচ্ছক্তিবিশেষসংবলিতদৃষ্টে-রেব তত্র করণত্বাৎ। ততস্তস্যা দৃষ্টের্দিব্যত্বং দানঞ্চ নরাকারপরব্রহ্ম-দর্শনহেতুলক্ষণায়াস্তৎস্বাভাবিকদৃষ্টেরন্যাসৌ দেববপুর্দর্শনহেতুরিত্য-পেক্ষয়ৈব। তচ্চ নরাকৃতিপরব্রহ্ম দিব্যদৃষ্টিভিরপি দুর্দর্শমিত্যুক্তম্। সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম। দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং

এই সকল বাক্য-প্রমাণে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, নরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপই পরব্রহ্ম-সর্ব্বপরতত্ত্ব। ব্রহ্মবস্তু কখনও প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে কেহই প্রাকৃত-নয়নদ্বারা দর্শন করিতে পারে না। যে অর্জ্জুন নিজ সখারূপে সেই সর্ব্বপরতত্ত্ব-বস্তুকে নিত্য দর্শন করেন, নিশ্চয়ই তিনি অপ্রাকৃত দৃষ্টিসম্পন্ন, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। তবে বিশ্বরূপ-দর্শন-সময় তাঁহার দিব্য চক্ষু এবং শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সেই চক্ষু প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া যাহা শুনা যায়, তাহার তাৎপর্য্য এই—নরাকৃতি পরব্রহ্ম দর্শনের উপযোগী অর্জ্জুনের যে স্বাভাবিকী দৃষ্টি, তাহা হইতে দেববপু অর্থাৎ বিশ্বরূপ দর্শনের উপযোগিনী দৃষ্টি ভিন্না; শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনের স্বাভাবিকী দৃষ্টি আবরণ করিয়া শেষোক্ত দৃষ্টি দান করিয়াছেন, এই জন্য দিব্যদৃষ্টি দানের কথা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু, দিব্য-দৃষ্টি-বিশিষ্টগণ যে নরাকৃতি-পরমব্রহ্ম-দর্শনে

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রকট-বিহার-সময় ভক্ত অভক্ত সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিলেও ভক্তগণেই তাঁহার অভিব্যক্তি—একথা ব্যক্ত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, —ভক্তগণের সম্বন্ধেই নিত্যবিজ্ঞান সুখঘন, অনন্ত-কল্যাণ-গুণকর্ম্মা আমি অভি-ব্যক্ত হই, সকলের অর্থাৎ অভক্তগণের সম্বন্ধে নহে। কারণ, আমি যোগমায়া-দ্বারা সমাবৃত অর্থাৎ মদ্বিমুখজনের বিমোহ-কারিণী যোগ (যোগোযুক্তির্মদীয়ঃ কোঽপ্যচিন্ত্যঃ প্রজ্ঞাবিলাসঃ—শ্রীকৃষ্ণের কোন অচিন্ত্য প্রজ্ঞাবিলাসের নাম যোগ।—শ্রী স্বামী)-যুক্ত মায়াদ্বারা সমাচ্ছন্ন পরিসর। মায়া-বিমোহিত লোক অচিন্ত্য-প্রভাবশালী ব্রহ্মারুদ্রাদি-বন্দিত আমাকে জানে না। আমি জন্মরহিত। আমার স্বরূপস্থিত সার্ব্বজ্ঞ্যাদির কখনও কোন ব্যভিচার ঘটেনা। শ্রীগীতাভূষণ ভাষ্য।

দর্শনকাঙ্ক্ষিণ ইত্যাদিনা। কিন্তু ভক্ত্যৈব সুদর্শনমিত্যপ্যুক্তম্। ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবম্বিধোঽর্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপেত্যাদিনা। ন চ সুদুর্দ্দর্শমিত্যাদিকং বিশ্বরূপপরম্। দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপমিত্যাদেরেবাব্যবহিতপূর্ব্বোক্তত্বাৎ বিশ্বরূপপ্রকরণস্য তদ্ব্যবধানাচ্চ। তথা চৈকাদশে সর্ব্বেষাং দেবাদীনামাগমনে—ব্যচক্ষতাবিতৃপ্তাক্ষাঃ কৃষ্ণমদ্ভুতদর্শনমিতি। তত্রৈবান্যত্র—গোবিন্দভুজগুপ্তায়ামিত্যাদি। সপ্তমে—যূয়ং নৃলোকে ইত্যাদি চ। অত

সমর্থ নহেন, তাহা বিশ্বরূপ-দর্শনাধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণোক্তিতে ব্যক্ত আছে,—"তুমি যে রূপ দর্শন করিলে, তাহার দর্শন অতি দুর্ঘট, দেবগণও এই রূপ দর্শন করিবার জন্য সতত আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন।" আবার পরে বলিয়াছেন যে, সে রূপ (নরাকৃতি পরব্রহ্ম) ভক্তিদ্বারা সহজে দর্শন করা যায়। যথা,—"হে অর্জ্জুন! হে পরন্তপ! অনন্যা-ভক্তিদ্বারা এবম্বিধ আমাকে যথার্থরূপে জানিতে, দর্শন করিতে এবং আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায়।"

কাহারও সন্দেহ হইতে পারে "সুদুর্দ্দর্শমিদংরূপং" ইত্যাদি (আমার এই রূপের দর্শন প্রাপ্তি দুর্ঘট ইত্যাদি) বাক্য, বিশ্বরূপ-দর্শনসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। তাহা নহে। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অর্জ্জুনের বাক্য—"হে সৌম্য! হে জনার্দ্দন! অধুনা তোমার এই মনুষ্যরূপ দর্শন করিয়া সংবৃত্ত, সুস্থচিত্ত ও স্বভাবস্থ হইয়াছি।" বিশ্বরূপ-দর্শন-প্রকরণ হইতে সুদুর্দ্দর্শ-ইত্যাদি বাক্য, অর্জ্জুনের উক্ত উক্তিদ্বারা ব্যবহিত আছে। সুতরাং নরাকৃতি পরব্রহ্ম সম্বন্ধেই সুদুর্দ্দর্শ-ইত্যাদি বাক্য, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের দর্শন যে দেবাদিরও দুর্ঘট, তাহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতীয় পদ্য; যথা,—একাদশে দেবাদির আগমন-প্রসঙ্গে উক্ত আছে, "ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ, মহৈশ্বর্য্য দ্বারা সমৃদ্ধিশালিনী শোভাময়ী দ্বারকায় যাইয়া অদ্ভুত-দর্শন শ্রীকৃষ্ণকে অতৃপ্তনয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন।" ১১।৬।৩

"হে কুরুবংশধর! নারদ, শ্রীকৃষ্ণদর্শন-লালসায় গোবিন্দভুজদ্বারা রক্ষিত দ্বারকায় বারংবার বাস করিতেন।" ১১।২।১.

উপসংহারানুরোধেন স্ববাক্যতাৎপর্য্যেণ চাস্যাপি প্রকরণস্য শ্রীকৃষ্ণ-পরত্বমেব। তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণগীতাসু চ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব স্বয়ং ভগবত্ত্বং সিদ্ধম্। তদুক্তম্—একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতমেকো দেবো দেবকী-পুত্র এব। কর্ম্মাপ্যেকং দেবকীপুত্রসেবা মন্ত্রোঽপ্যেকো দেবকীপুত্র-নামেতি। তথা শ্রীগোপালপূর্বতাপনীশ্রুতাবপি। মুনয়ো হ বৈ ব্রহ্মাণমূচুঃ। কঃ পরমো দেব ইত্যাদ্যনন্তরং, তদুহোবাচ ব্রাহ্মণঃ কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতমিত্যাদি। উপসংহারে চ। তস্মাৎ কৃষ্ণ এব

শ্রীযুধিষ্ঠির-প্রতি শ্রীনারদোক্তি—"মনুষ্যলোকে তোমরা অতিশয় ভাগ্যবান! ভুবন-পবিত্রকারী মুনিগণ তোমাদের গৃহে আগমন করিতেছেন। কারণ, তোমাদের গৃহে মনুষ্য-চিহ্নধারী সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম অবস্থান করিতেছেন।" ৭।১৫।৬১

অতএব—শ্রীকৃষ্ণের নরাকৃতির সর্ব্বপরমত্বহেতু, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় "সর্ব্বধর্ম্মান্" ইত্যাদি উপসংহার-বাক্যের অনুরোধে এবং "সুদুর্দ্দর্শ" ইত্যাদি নিজ বচন-প্রমাণে বিশ্বরূপ-দর্শন-প্রকরণও শ্রীকৃষ্ণপর বুঝিতে হইবে অর্থাৎ ঐ প্রকরণেও শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপরমত্ব সূচিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণগীতাতেও শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্ত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। এই জন্য বলা হইয়াছে "দেবকীপুত্র-গীতই একমাত্র শাস্ত্র, দেবকীপুত্রই একমাত্র দেবতা, দেবকীপুত্রসেবাই একমাত্র কর্ম্ম, দেবকীপুত্র-নামই একমাত্র মন্ত্র।" বলা বাহুল্য, এ স্থলে দেবকীপুত্র-শব্দ নরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে।

স্বয়ং ভগবানের লক্ষণ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-প্রভৃতির ন্যায় গোপালতাপনী শ্রুতিও শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব-পরমত্ব ঘোষণা করিতেছেন। যথা—পূর্ব্বতাপনীতে সনকাদি ঋষিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—পরম দেব কে? ।২।

ব্রহ্মা কহিলেন,—শ্রীকৃষ্ণই পরম দেবতা।৩। পূর্ব্বতাপনীর উপসংহারেও উক্ত হইয়াছে, অতএব—সর্ব্বোৎকৃষ্টতা-হেতু, শ্রীকৃষ্ণই পরম দেবতা। তাঁহার

পরো দেবস্তং ধ্যায়েত্তং রসেৎ তং যজেদিত্যোং তৎ সদিতি। কিং বহুনা সর্বাবতারাবতারিবিলক্ষণা মহাভগবত্তামুদ্রাং সাক্ষাদেব তত্র বর্ত্তন্ত ইতি শ্রূয়তে পাদ্মাধ্যায়ত্রয়েণ। যথা তদীয়াঃ কিয়ন্তঃ শ্লোকাঃ। ব্রহ্মোবাচ। শৃণু নারদ বক্ষ্যামি পাদয়োশ্চিহ্নলক্ষণম্। ভগবৎকৃষ্ণরূপস্য হ্যানন্দৈকঘনস্য চ। অবতারাঃ হ্যসংখ্যাতাঃ কথিতা মে তবানঘ। পরং সম্যক্ প্রবক্ষ্যামি কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমৃষীণাঞ্চ তথৈব চ। আবির্ভূতস্তু ভগবান্ স্বানাং প্রিয়চিকীর্ষয়া। যৈরেব জ্ঞায়তে দেবো ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ। তান্যহং বেদ নান্যোঽস্তি সত্যমেতন্ময়োদিতম্। ষোড়শৈব তু চিহ্নানি ময়া দৃষ্টানি তৎপদে। দক্ষিণেনাষ্টচিহ্নানি ইতরে সপ্ত এব

ধ্যান, তাঁহার রসন, তাঁহার অর্চ্চন এবং প্রেমপূর্ব্বক তাঁহার ভজন করিবে। তিনিই 'ওঁ তৎসৎ' এইশব্দত্রয়ের প্রতিপাদ্য।

বহু বিচারে প্রয়োজন কি? নিখিল অবতার এবং অবতারী হইতে বিলক্ষণ-ভগবত্তা-চিহ্ন-সমূহ শ্রীকৃষ্ণেই বিদ্যমান আছে, এই কথা পদ্মপুরাণের অধ্যায়ত্রয়ে শ্রবণ করা যায়। তাহার কতিপয় শ্লোক যথা,—ব্রহ্মা কহিলেন "হে নারদ! কেবল আনন্দঘন ভগবান্ কৃষ্ণরূপের চরণ-যুগলে বিরাজমান যে সকল চিহ্নদ্বারা ভগবত্তা-লক্ষণ পরিস্ফুট আছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে অনঘ (নিষ্পাপ)! আমি তোমার নিকট অসংখ্য অবতারের কথা বলিয়াছি; অতঃপর সম্যক্‌রূপে বলিতেছি,—শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। দেবতা ও ঋষিগণের কার্য্যসিদ্ধি-নিমিত্ত এবং স্বীয় লীলা-বৈচিত্রী দ্বারা নিজ পরিজনবৃন্দের প্রীতিসাধন-অভিপ্রায়ে ভগবান্ আবির্ভূত হইয়াছেন। যে সকল লক্ষণ দ্বারা ভক্তবৎসল ভগবান্‌কে জানা যায়, সে সকল লক্ষণ আমিই অবগত আছি, অন্য কেহ নহে;—আমার এই বাক্য সত্য বলিয়া জানিবে। শ্রীকৃষ্ণ-চরণযুগলে আমি ষোড়শ-সংখ্যক চিহ্ন দর্শন করিয়াছি; দক্ষিণ চরণে অষ্ট চিহ্ন, বাম চরণে সপ্ত চিহ্ন বিদ্যমান আছে। অষ্ট চিহ্ন যথা,—ধ্বজা, পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ, যব, স্বস্তিক, ঊর্দ্ধরেখা ও অষ্টকোণ। হে বৈষ্ণবোত্তম! অধুনা অপর

চ। ধ্বজাঃ পদ্মং তথা বজ্রমঙ্কুশো যব এব চ। স্বস্তিকঞ্চোর্দ্ধরেখা চ অষ্টকোণস্তথৈব চ। সপ্তান্যানি প্রবক্ষ্যামি সাম্প্রতং বৈষ্ণবোত্তম। ইন্দ্রচাপং ত্রিকোণঞ্চ কলসঞ্চার্দ্ধচন্দ্রকম্। অম্বরং মৎস্যচিহ্নঞ্চ গোষ্পদং সপ্তমং স্মৃতম্। অঙ্কান্যেতানি ভো বিদ্বন্ দৃশ্যন্তে তু যদা কদা। কৃষ্ণাখ্যস্তু পরং ব্রহ্ম ভুবি জাতং ন সংশয়ঃ। দ্বয়ং বাথ ত্রয়ং বাথ চত্বারঃ পঞ্চ এব বা। দৃশ্যন্তে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ অবতারে কথঞ্চন ইত্যাদি। ষোড়শস্তু তথা চিহ্নং শৃণু দেবর্ষিসত্তম। জম্বূফলসমাকারং দৃশ্যতে যত্র কুত্রচিৎ॥ ইত্যন্তম্। তস্মাদস্ত্যেব স্বয়ং ভগবত্ত্বং শ্রীকৃষ্ণ-

---

সপ্ত লক্ষণ বলিতেছি,—ইন্দ্রচাপ, ত্রিকোণ কলস, অর্দ্ধচন্দ্র, আকাশ, মৎস্য ও গোষ্পদ। হে বিদ্বন্! এই পঞ্চশ্রেষ্ঠ চিহ্ন যখন তখন দেখা যায়। কৃষ্ণাখ্য পরমব্রহ্ম যে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাহাতে কোন সংশয় নাই। হে বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ! অবতারসমূহের কোন অবতার দুই, কোন অবতার তিন, কোন অবতার চারি, কোন অবতারে বা পাঁচ চিহ্ন দেখা যায় ইত্যাদি। হে দেবর্ষি-সত্তম! অধুনা ষোড়শ-সংখ্যক চিহ্ন বলিতেছি, শ্রীকৃষ্ণের চরণে কখনও জম্বূফল-সমাকৃতি চিহ্ন দেখা যায়;" এই পর্য্যন্ত। অতএব স্বয়ং ভগবত্তা কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই আছে।

শ্রীকৃষ্ণে ভাগবতের তাৎপর্য্য-নির্ণয়।

এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তা প্রদর্শনের জন্য যে সকল বিচার উপস্থিত করা হইয়াছে, মহোপক্রম-শ্লোকে তৎসমুদয়ের নিষ্কর্ষ বিদ্যমান আছে। বিষ্ণুপুরাণীয় ভগবচ্ছব্দের নিরুক্তি (১) যেমন পর্য্যবসিত হইয়াছে,

---

(১) বিষ্ণুপুরাণীয় ভগবচ্ছব্দের নিরুক্তিঃ—

সংভর্ত্তেতি তথা ভর্ত্তা ভকারোঽর্থদ্বয়ান্বিতঃ।
নেতা গময়িতা স্রষ্টা গকারার্থস্তথা মুনে॥
ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥

স্যৈব। তদিত্থং সর্বমভিপ্রেত্য মহোপক্রমং শ্লোকমেব শ্রীবিষ্ণু-

সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে মুখ্যবাচ্যরূপে প্রকাশ করিবার জন্য উক্ত শ্লোক যোজনা করা যাইতেছে।

বসন্তি তত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি।
স চ ভূতেষ্বশেষেষু বকারার্থস্ততোঽব্যয়ঃ॥
* * * * * * * * *
জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ॥

ভগ-শব্দের উত্তর মতুপ্ (বতুপ্)-প্রত্যয়যোগে ভগবান্ শব্দ নিষ্পন্ন। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণীয় এই নিরুক্তি-অনুসারে দেখা যায় "ভগবান্"-শব্দ 'ভগবান'-শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। তাহাতে ভগব-শব্দের উত্তর মতুপ্-যোগে উক্ত শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, ছন্দানুরোধে 'ব' লুপ্ত হইয়া "ভগবান্"-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভগব বা ভগ যাহার আছে—এই অস্ত্যর্থে মতুপ্-প্রত্যয় হইয়াছে।

ভ—গ—ব, এই অক্ষরত্রয়ের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ করিতেছেন। ভ-কারের অর্থ—ভর্ত্তা ও সংভর্ত্তা; গ-কারের অর্থ—নেতা, গময়িতা ও স্রষ্টা;—ভগ-শব্দের এই এক অর্থ। অপর অর্থ—সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান এবং সমগ্র বৈরাগ্যের সমষ্টিকে ভগ বলে। এই উভয় প্রকারের অর্থ বিশিষ্ট ভ—গ-বর্ণদ্বয়ের অর্থের সহিত 'ব' কারের অর্থ যোগ করিলে 'ভগব' শব্দের অর্থ পাওয়া যাইবে। ব-কারের অর্থ যথা,—সেই সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী-অখিল আত্মাতে ভূত সকল বাস করে এবং তিনিও অশেষ ভূতে বাস করেন; সুতরাং তিনি অব্যয়,—ইহা 'ব'-কারের অর্থ।

সংভর্ত্তা-নিজভক্তগণের পোষক। ভর্ত্তা—ধারক, স্থাপক। নেতা—নিজ-ভক্তিফল যে প্রেম, তাহার প্রাপক। গময়িতা—নিজলোক-প্রাপক। স্রষ্টা—নিজভক্তে স্বীয় রুচিকর গুণসকলের (যে সকল গুণ ভক্তে আছে বলিয়া তিনি তাঁহাদের সংভর্তৃত্বাদি অঙ্গীকার করেন) উদ্গম-কর্ত্তা।

নিজ ভক্তের পোষণাদি কার্য্য শ্রীভগবান্ নিজেই (সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই)

পুরাণীয়ভগবচ্ছব্দনিরুক্তিবৎ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণাভিধেয়ত্বেনাপি যোজয়তি। জন্মাদ্যস্যেতি ॥৮২॥

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥১।১।১

এই শ্লোক শ্রীব্যাসদেবের সমাধিলব্ধ বেদান্ত-ভাষ্যভূত নিগম-কল্পতরুর ফল-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভ-শ্লোক। ইহাতে সমগ্র গ্রন্থের তাৎপর্য্য নিহিত আছে। এই শ্লোক বিচার করিলেই দেখাযায়, শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব-পরমত্ব কীর্ত্তনই ইহার অভিপ্রায়। ৮২।

করিয়া থাকেন, জগৎপোষণাদি কার্য্য তদ্রূপে করেন না; পুরুষাবতার, গুণাবতার ও লীলাবতার দ্বারা করিয়া থাকেন, এই জন্য উক্ত কার্য্যে পরম্পরাক্রমে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব।

ঐশ্বর্য্য—সর্ব্ববশীকারিতা। বীর্য্য—মণিমন্ত্রাদির ন্যায় অচিন্ত্যপ্রভাব। যশ—বাক্য, মন ও শরীরের সদ্‌গুণসমূহের খ্যাতি। শ্রী—সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি। জ্ঞান—সর্ব্বজ্ঞতা, বৈরাগ্য—প্রপঞ্চবস্তুতে অনাসক্তি। শ্লোকোক্ত ইঙ্গনা-শব্দের অর্থ—সংজ্ঞা অর্থাৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যাদি-সমষ্টির ভগ-সংজ্ঞা।

সংভর্ত্তা-প্রভৃতি শব্দদ্বারা যাহা নির্দ্দেশ করা হইযাছে, তাহা শ্রীভগবানের স্বরূপ নহে; তাঁহাতে সংভর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্ম, স্বরূপ-সিদ্ধরূপে নিত্য বিরাজ করিতেছে। "তিনি অব্যক্ত (স্ব-প্রকাশ), অজর (চিরকিশোর), অচিন্ত্য (বাক্যমনের অতীত), অজ (প্রাকৃত-জন্মরহিত, কিন্তু ভক্ত-বিনোদনার্থ স্বরূপ-শক্তিদ্বারা জন্মাদিলীলা প্রকাশ করেন), অক্ষয় (সর্ব্বকারণ), অনির্দ্দেশ্য (তাঁহাতে সকল সম্ভবে, তিনি সর্ব্বস্বরূপ,—এইজন্য বিশেষ ভাবে তাঁহাকে নির্দ্দেশ করা যায়না), অরূপ (প্রাকৃতরূপরহিত, কিন্তু সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ), কর-চরণাদি অবয়ব-সংযুক্ত (এই সকল অবয়ব তাঁহার স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে), বিভু (সর্ব্বব্যাপক), সর্ব্বগত (সর্ব্বানুপ্রবিষ্ট), নিত্য (ধ্বংস-প্রাগ্‌ভাবরহিত'—অবিকারী), ভূতযোনি (বস্তুমাত্রের প্রকাশকর্ত্তা),

নরাকৃতি পরং ব্রহ্মেতি স্মরণাৎ পরং শ্রীকৃষ্ণং ধীমহি। অস্য

পরং ধীমহি—পর-শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাকে আমরা ধ্যান করি। পর-শব্দের অর্থ শ্রীকৃষ্ণ, তাহা কিরূপে সম্ভব হয়? তাহার উত্তর—'নরাকৃতি পরংব্রহ্ম"—পরম ব্রহ্ম নরাকৃতি—এই কথা স্মরণ করিয়া, নরাকৃতি পরম-ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে নির্দ্দেশ

কিন্তু নিজে অকারণ—তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তা কেহ নাই। সর্ব্বব্যাপক যে পরমধাম (জ্যোতিঃ) ভক্তগণ দর্শন করেন, তাহা মোক্ষাকাঙ্ক্ষীর ধ্যেয় ব্রহ্ম। শ্রুতি-বাক্যে তাহা সূক্ষ্মরূপে বর্ণিত বিষ্ণুর পরম পদ। ইহা ভগবচ্ছব্দবাচ্য, ইহা পরমাত্মা শ্রীভগবানের স্বরূপ।" শ্রীবিষ্ণুপুরাণ।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণের যত্তদ-ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীভগবানের স্বরূপ, সংভর্ত্তা-ইত্যাদি শ্লোকে তাঁহার গুণ, এবং জ্ঞানশক্তি-ইত্যাদি শ্লোকে গুণসকলের স্বরূপাভিন্নতা উক্ত হইয়াছে।

হেয়-গুণ-বর্জ্জিত সমগ্র-জ্ঞানশক্তি-বল-ঐশ্বর্য্য-বীর্য্য-তেজ, ভগবচ্ছব্দ-বাচ্য অর্থাৎ ভগবচ্ছব্দে কথিত হইয়া থাকে। জ্ঞান—অন্তঃকরণের গুণ, শক্তি—ইন্দ্রিয়গণের গুণ, বল—শরীরের গুণ; ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য—পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তেজ—কান্তি।

শ্রীভগবানের স্বরূপ ও গুণ অভিন্ন হইলেও এক নহে অর্থাৎ যাহা স্বরূপ তাহা গুণ নহে, যাহা গুণ তাহা স্বরূপ নহে। উভয়ের মধ্যে "বিশেষ" আছে। এই বিশেষ, ভেদ প্রতিনিধি; ভেদের অভাবস্থলে ভেদের কার্য্য ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী ব্যবহার-বিশেষ দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। স্বরূপ—ধর্ম্মী; গুণসকল—ধর্ম্ম।

এস্থলে ভগবচ্ছব্দের নিরুক্তিদ্বারা ভগবানের যেমন স্বরূপ ও স্বরূপ-ধর্ম্ম অর্থাৎ গুণের পরিচয় পাওয়া গেল, তাহা সম্যক্‌রূপে শ্রীকৃষ্ণে বিদ্যমান আছে বলিয়া, তিনিই ভগবচ্ছব্দের মুখ্যবাচ্য। তাঁহার ভগবত্তা হইতে অন্যস্বরূপ-সকলের ভগবত্তা সিদ্ধ হয় বলিয়া তাঁহারাও ভগবচ্ছব্দে অভিহিত হয়েন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণের ভগবচ্ছব্দের অর্থ যেমন শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবসিত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতের জন্মাদ্যস্য-ইত্যাদি শ্লোকের অর্থও তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবসিত হইবে।

স্বরূপলক্ষণমাহ সত্যমিতি। সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যমিত্যাদৌ তথা শ্রুতত্বাৎ এতেন তদাকারস্যাব্যভিচারিত্বং দর্শিতম্। তটস্থ-

---

করিবার জন্য 'পরং'-শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। অথবা, স্মৃতি অর্থাৎ পদ্মপুরাণে উক্ত আছে "নরাকৃতি পরং ব্রহ্ম"(১)—সেই পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। এই শ্লোকে "পরং ব্রহ্ম" স্থলে "পরং"-পদ যোজনা করিয়াছেন।

"সত্যং" এই পদ দ্বারা পরম ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলেন। এই সত্য-শব্দের বাচ্যও শ্রীকৃষ্ণ। যেহেতু, গর্ভস্তবে শ্রীকৃষ্ণপ্রতি দেবাদির উক্তি—"আপনি সত্যব্রত, সত্যপর, ত্রিসত্য, সত্যের যোনি, সত্যে নিহিত, সত্যের সত্য, সত্যবাক্য ও সমদর্শনের প্রবর্ত্তক।" ১০।২।১০॥ শ্রীকৃষ্ণকে সত্য-পদদ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া তদীয় রূপের নিত্যত্ব প্রদর্শন করিলেন। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—এই কালত্রয়ে যাঁহার কোন ব্যভিচার ঘটেনা, তাঁহাকে সত্য বলে। শ্রীকৃষ্ণের তমাল-শ্যামল-কান্তি যশোদাস্তনন্ধয়-স্বরূপের কখনও ব্যভিচার অর্থাৎ রূপান্তর ঘটেনা—তিনি ঐরূপে নিত্য বিরাজমান আছেন। (ইহা দ্বারা সত্ত্বগুণোপহিত ব্রহ্ম, শ্রীকৃষ্ণাদিরূপে প্রকটিত হয়েন বলিয়া মায়াবাদি গণের যে ভ্রান্ত মত প্রচলিত আছে, তাহা খণ্ডিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের রূপই স্বরূপ। ঐ রূপেই তিনি পরমব্রহ্ম—আনন্দমাত্র-কর-পাদ-মুখোদরাদি এবং সর্ব্বত্র স্বগত-ভেদ-বিবর্জ্জিত স্বরূপ; তাঁহার অবয়বে অবয়বীতে এবং অবয়বে অবয়বে কোন ভেদ নাই—ইন্দ্রিয়াণি অখিলবৃত্তিমন্তি—তাঁহার প্রতি ইন্দ্রিয় যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিবিশিষ্ট।)

---

(১) পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে শ্রীশ্রীবৃহদ্‌বিষ্ণু-সহস্রনাম-স্তোত্রে—

বার্ষ্ণেয়ঃ সাত্বতাং শ্রেষ্ঠঃ শৌরির্যদুকুলেশ্বরঃ।
নরাকৃতি পরং ব্রহ্ম সব্যসাচি বরপ্রদঃ॥

বৃষ্ণিবংশোদ্ভব, যাদবশ্রেষ্ঠ, শূরের বংশধর, যদুকুলের ঈশ্বর, অর্জ্জুনের বর-প্রদাতা নরাকৃতি পর ব্রহ্ম। এইশ্লোকে স্পষ্টই শ্রীকৃষ্ণকে নরাকৃতি পরব্রহ্মরূপে কীর্ত্তন করা হইয়াছে। কারণ, তিনিই বৃষ্ণি-বংশে আবির্ভূত হইয়াছেন, তিনিই যাদব-শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি।

লক্ষণমাহ—ধাম্না স্বেনেত্যাদি। স্বেন স্বস্বরূপেণ ধাম্না শ্রীমথুরাখ্যেন সদা নিরস্তং কুহকং মায়াকার্য্যলক্ষণং যেন তম্। মথ্যতে তু জগৎ সর্বং ব্রহ্মজ্ঞানেন যেন বা। তৎসারভূতং যদ্‌যস্যাং মথুরা সা নিগদ্যত ইতি শ্রীগোপালোত্তরতাপনীপ্রসিদ্ধেঃ। লীলামাহ—আদ্যস্য নিত্য-

---

ধাম্না স্বেন ইত্যাদি বাক্যে সেই পরম ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ বর্ণন করিলেন ;—যিনি নিজস্বরূপ হইতে অভিন্ন শ্রীমথুরা (১) নামক ধাম দ্বারা কুহক অর্থাৎ মায়াকার্য্য-লক্ষণ কাপট্য নিরস্ত করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করি। ভগবৎ-সন্দর্ভে দেখান হইয়াছে—শ্রীভগবৎ-স্বরূপ হইতে তদীয় ধাম অভিন্ন, তদনু-সারে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ হইতে তদীয় ধাম শ্রীমথুরা অভিন্ন। এই ধাম স্বরূপ-শক্তি হইতে প্রকটিত বলিয়া তাহাতে মায়ার লেশমাত্রও নাই। সুতরাং তদ্দ্বারা সতত মায়াকুহক নিরস্ত হইতেছে। মথুরা-শব্দের ব্যুৎপত্তিদ্বারা তথায় শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতি প্রদর্শনপূর্ব্বক মায়াকুহক নিবারণের সামর্থ্য দেখাইতেছেন—

(কৃষ্ণ সূর্য্যসম মায়া হয় অন্ধকার।
যাহাঁ কৃষ্ণ তাহাঁ নাই মায়ার অধিকার॥)

"দধি-মথনে নবনীত উৎপাদনের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞান বা ভক্তিযোগ দ্বারা সমগ্র জগৎ (সাধক জগৎ) মথিত হয় অর্থাৎ পরম-ব্রহ্মাখ্য ভগবৎ-তত্ত্ব ব্যক্ত হয়। তাহার (জ্ঞান ও ভক্তিযোগের) সারভূত যাহা অর্থাৎ জ্ঞানের সারভূত স্বরূপ-সাক্ষাৎকার এবং ভক্তির সারভূত প্রেম,—এতদুভয় যে স্থানে বিদ্যমান আছে, তাহার নাম মথুরা।"—গোপালতাপনী শ্রুতি। স্বরূপ-সাক্ষাৎ-কার ও প্রেম, ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের হেতু। তদুভয় মথুরাবাসিগণে স্বরূপ-সিদ্ধরূপে নিত্য বিদ্যমান আছে; তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সান্নিধ্যে সতত বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং তথায় মায়ার সত্তা নাই বলিয়া মথুরাদ্বারা মায়ার কুহক নিরস্ত হইতেছে।

---

(১) এস্থলে মথুরা উপলক্ষণ। বৃন্দাবন এবং দ্বারকায়ও সপরিকর শ্রীকৃষ্ণ সতত বিহার করেন; বিচার ও প্রমাণ সহ পরে তাহা দেখান হইবে।

মেব শ্রীমদানকদুন্দুভিব্রজেশ্বরনন্দনতয়া শ্রীমথুরাদ্বারকাগোকুলেষু বিরাজমানস্য ব তস্য কস্মৈচিদর্থায় লোকে প্রাদুর্ভাবাপেক্ষয়া। যতঃ শ্রীমদানকদুন্দুভিগৃহাজ্জন্ম তস্মাদ্ য ইতরতশ্চ ইতরত্র শ্রীব্রজেশ্বর-গৃহেঽপি অন্বয়াৎ পুত্রভাবতস্তদনুগতত্বেনাগচ্ছৎ। উত্তরেণৈব য ইতি-পদেনান্বয়ঃ। যত ইত্যনেন তস্মাদিতি স্বয়মেব লভ্যতে। কথমন্বয়াৎ তত্রাহ—অর্থেষু কংসবঞ্চনাদিষু তাদৃশভাববদ্ভিঃ শ্রীগোকুলবাসিভি-রেব সর্বানন্দকদম্বকাদম্বিনীরূপা সা সা কাপি লীলা সিধ্যতীতি

অতঃপর জন্মাদ্যস্য-শ্লোকোক্ত পরব্রহ্মের লীলা বলিতেছেন—"জন্মাদ্যস্য যতঃ অন্বয়াদিতরতশ্চ।" 'আদ্যস্য'— শ্রীবসুদেব ও শ্রীব্রজরাজের নন্দনরূপে শ্রীমথুরা-দ্বারকা-গোকুলে যিনি নিরন্তর বিরাজমান এইরূপে নিত্য স্থিতি হেতু তিনি আদ্য) তাঁহার, কোন বিশেষ প্রয়োজনে লোকে প্রাদুর্ভাবা-পেক্ষায় 'জন্ম'। 'অন্বয়াদিতরতশ্চ'—যে কারণে (১) শ্রীবসুদেবের গৃহে জন্ম, সেই কারণে অন্যত্র—শ্রীব্রজরাজ-গৃহে পুত্রভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক তদীয় (শ্রীব্রজ-রাজের) আনুগত্য স্বীকার করিয়া যিনি আগমন করিয়াছেন (সেই পরমব্রহ্মকে ধ্যান করি)। এস্থলে 'যঃ' (যিনি) পদটী অন্বয়ের সঙ্গতি জন্য পরের চরণ হইতে অধ্যাহার করা হইয়াছে। 'যদ্' 'তদ্' শব্দের নিত্য সম্বন্ধ আছে—যদ্ শব্দের প্রয়োগের পর 'তদ্' শব্দ আপনিই আসে, এইজন্য শ্লোকে 'যতঃ' (যে কারণে)-পদের প্রয়োগ-হেতু 'তস্মাৎ'-পদ অধ্যাহার করা হইয়াছে।

কি জন্য ব্রজরাজ-গৃহে তাদৃশরূপে আগমন করিয়াছেন, তাহা বলিতেছেন—"অর্থেষু অভিজ্ঞঃ।" অর্থেষু কংসবঞ্চনাদি কার্য্যসমূহে অভিজ্ঞ, কিংবা নন্দ-নন্দনরূপে অবগত—দাস-সখা-মাতাপিতা-প্রেয়সী-ভাববিশিষ্ট ব্রজবাসিগণের সহিত সর্ব্বজনের আনন্দরাশি-বর্ষণকারিণী দামবন্ধন প্রভৃতি কোন কোন অপূর্ব্ব লীলা যাহাতে সিদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ। অপূর্ব্ব-লীলারসে অভিজ্ঞতা-

(১) স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার হেতু ইতঃপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে,-তিনি নিজ পরিজনবৃন্দের আনন্দ-বিশেষের চমৎকারিতা সম্পাদনের জন্য জন্মাদিলীলা আবিষ্কার করেন।

তল্লক্ষণেষু বা অর্থেষু অভিজ্ঞঃ। ততশ্চ স্বরাট্ স্বৈ র্গোকুলবাসিভি-রেব রাজতে ইতি তত্র তেষাং প্রেমবশতামাপন্নস্যাপ্যব্যাহতৈশ্বর্য্য-মাহ—তেন ইতি। য আদিকবয়ে ব্রহ্মণে ব্রহ্মাণং বিস্মাপয়িতুং হৃদা সংকল্পমাত্রেণৈব ব্রহ্মসত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তিময়ং বৈভবং তেনে বিস্তারিতবান্। যদ্যতস্তথাবিধলৌকিকালৌকিকতা-

---

হেতু তিনি স্বরাট্—নিজজন বলিয়া যাঁহাদের সম্বন্ধে অভিমান, সেই গোকুল-বাসিগণের সহিত সতত বিরাজমান।

গোকুলে ব্রজবাসিগণের প্রেমপরবশ হইয়া যে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিতে ছেন, তাঁহারই অব্যাহত ঐশ্বর্য্য বর্ণন করিতেছেন (১)—"তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে।" যিনি আদি-কবি ব্রহ্মাকে বিস্মাপিত করিবার জন্য হৃদয়ে সঙ্কল্পমাত্র অনায়াসে ব্রহ্ম অর্থাৎ সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈক-রসমূর্ত্তিময় বৈভব (২) বিস্তার করিয়াছিলেন, তিনিই সেই পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ।

"মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ" ও "তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা" এই বাক্যদ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণলীলার চমৎকারিত্ব বর্ণিত হইয়াছে। যৎ—যতঃ—যেহেতু,—তাদৃশ লৌকিকত্ব-অলৌকিকত্ব-সমুচিত (৩) লীলার

---

(১) নিরতিশয় প্রেমপারবশ্যেও অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

(২) ব্রহ্মার এই বৈভব-দর্শনের কথা শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কঃ ১৩শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। ৪২ অনুচ্ছেদের অনুবাদে ৯২—৯৪ পৃষ্ঠায় সংক্ষেপে তাহা বিবৃত হইয়াছে।

(৩) লৌকিকত্ব-অলৌকিকত্ব সমুচিত লীলা বলিবার তাৎপর্য্য—ব্রহ্মমোহনলীলা-প্রসঙ্গে যে শ্রীকৃষ্ণ দইমাখা অন্নের গ্রাস হাতে লইয়া বৎস ও বয়স্যগণের অনুসন্ধান করিতে করিতে লৌকিক লীলার মুগ্ধতা প্রকাশ করিলেন, তিনিই নিজ অংশে আবির্ভূত বয়স্যগণকে সত্যজ্ঞানানন্তানন্দ-মাত্রৈক-রসমূর্ত্তি-বৈভবরূপে প্রকাশ করিয়া অলৌকিক লীলা প্রকাশ করিয়াছেন।

সমুচিতলীলাহেতোঃ স্বরয়স্তদ্ভক্তা মুহ্যন্তি প্রেমাতিশয়োদয়েন বৈবশ্যমাপ্নুবন্তি। যদিত্যুত্তরেণাপ্যন্বয়তে। যদ্যত এব তাদৃশলীলা-তস্তেজোবারিমৃদামপি যথা যথাবদ্বিনিময়ো ভবতি। তত্র তেজ-সশ্চান্দ্রাদের্বিনিময়ো নিস্তেজোবস্তুভিঃ সহ ধর্ম্মপরিবর্ত্তঃ তৎশ্রীমুখা-দিরুচা চন্দ্রাদের্নিস্তেজস্ত্ববিধানাৎ নিকটস্থনিস্তেজোবস্তুনঃ স্বভাসা তেজস্বিতাপাদনাচ্চ। তথা বারি দ্রবশ্চ কঠিনং ভবতি বেণুবাদ্যেন মৃৎপাষাণাদিঃ দ্রবতীতি। যতঃ শ্রীকৃষ্ণে ত্রিসর্গঃ শ্রীগোকুলমথুরা-

নিমিত্ত, তদীয় ভক্তগণমোহ—অতিশয় প্রেমাবির্ভাবহেতু বিবশতা প্রাপ্ত হয়েন। 'যৎ'-পদের পরবাক্যেও অন্বয় করিতে হইবে। যাহা হইতে স্বরূপ-চমৎকার-কারিণী-লীলাহেতু, তেজ, বারি ও মৃত্তিকার যথাবৎ বিনিময় অর্থাৎ পরস্পরের ধর্ম্মপরিবর্ত্ত হইয়া থাকে;—তন্মধ্যে তেজ-পদার্থ চন্দ্র প্রভৃতির নিস্তেজ-বস্তুর সহিত ধর্ম্মপরিবর্ত্ত হয়, কারণ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখাদির কান্তিদ্বারা চন্দ্রাদি নিস্তেজত্ব অর্থাৎ মলিনতা প্রাপ্ত হয়, আবার নিকটস্থিত নিস্তেজ বস্তুকে নিজ কান্তিদ্বারা দ্যুতিমান করেন; বেণুবাদ্যদ্বারা দ্রব পদার্থ জল, কঠিনতা প্রাপ্ত হয়, মৃৎপাষাণ প্রভৃতি কঠিন পদার্থ দ্রবীভূত হয়। যে শ্রীকৃষ্ণে ত্রিসর্গ (ত্রিবিধ সৃষ্টি) অর্থাৎ শ্রীগোকুল, মথুরা ও দ্বারকার বৈভব-প্রকাশ অমৃষা—সত্য, সেই পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করি।

বস্তুর যথাবৎ নিত্য স্থিতিই সত্য। বিশ্ব সত্য (১) হইলেও যথাবৎ অর্থাৎ আমরা যেরূপে দেখিতেছি, এইরূপে সত্য নহে—নিত্য বিদ্যমান থাকেনা, সূক্ষ্ম-কারণরূপে সত্য। কিন্তু শ্রীগোকুল, মথুরা ও দ্বারকার যথাবৎ (প্রেমিকগণ যেরূপে দর্শন করেন তদ্রূপে) নিত্য স্থিতির কোন ব্যভিচার

(১) বিশ্ব সত্য, ইহা শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়ের একটী প্রতিজ্ঞা।

শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণজুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাম্।
মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং তদমলভজনং তস্য হেতুং প্রমাণং
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥—প্রমেয়রত্নাবলী।

দ্বারকাবৈভবপ্রকাশঃ অমৃষা সত্য এবেতি ॥১॥১॥ শ্রীবেদব্যাসঃ ॥৮২॥

এবং সর্বোপসংহারবাক্যমপি তত্রৈব সংগচ্ছতে কস্মৈ যেন বিভাষিত ইত্যাদি ॥৮৩॥

ঘটে না; কত কত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি বিলয় হইয়াছে, হইতেছে, হইবে; কিন্তু উক্ত ধামত্রয়ের একটী তৃণও ধ্বংস বা রূপান্তর (২) (কালবশে অবস্থান্তর) প্রাপ্ত হয় না, এই জন্য ধামত্রয়ের বৈভব-প্রকাশ অমৃষা।

শ্রীমদ্ভাগবতের উপক্রম-শ্লোকের ন্যায়, সমগ্র-প্রতিজ্ঞাত-বিষয়-বর্ণনের পর বিন্যস্ত যে উপসংহার-শ্লোক, তাহার তাৎপর্য্যও শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

শ্লোক যথা,—

কস্মৈ যেন বিভাষিতোঽয়মতুলজ্ঞান-প্রদীপঃ পুরা
তদ্রূপেণ চ নারদায় মুনয়ে কৃষ্ণায় তদ্রূপিণা।

আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমধ্বমুনি নয়টী প্রমেয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা,—(১) শ্রীবিষ্ণু পরতম তত্ত্ব, (২) শ্রীবিষ্ণু নিখিল বেদের প্রতিপাদ্য, (৩) বিশ্ব সত্য, (৪ শ্রীহরি হইতে জীব ভিন্ন, (৫) জীবগণ শ্রীহরির দাস, (৬) ভজনহেতু জীবের তারতম্য আছে, (৭) শ্রীহরিপদ-প্রাপ্তিই মোক্ষ, (৮) নিষ্কাম-ভক্তিই তৎপ্রাপ্তির উপায়, (৯) প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ—এই তিন প্রমাণ; হরি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র এই উপদেশ দান করিয়াছেন।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামিচরণ, পরমাত্মসন্দর্ভে বহু বিচার দ্বারা সূক্ষ্মরূপে বিশ্বের সত্যত্ব নিশ্চয় করিয়াছেন; প্রমেয়রত্নাবলীকার শ্রীপাদ বলদেব-বিদ্যাভূষণও বহু প্রমাণ দেখাইয়াছেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য এস্থলে একটী প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে—

ব্রহ্মসত্যং তপঃ সত্যং সত্যং চৈব প্রজাপতিঃ।
সত্যাদ্-ভূতানি জাতানি সত্যং ভূতময়ং জগৎ॥
—মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব্ব।

(২) কাল-শক্তিদ্বারা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় না বটে, কিন্তু লীলা-শক্তিদ্বারা কখনও কখন রূপান্তরিত হয়, তাহা চিচ্ছক্তি-কার্য্য বলিয়া দোষাবহ নহে।

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং যো বিদ্যাস্তস্মৈ গাপয়তি স্ম কৃষ্ণঃ। তং হ দেবমাত্মপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমমুং ব্রজেদিতি শ্রীগোপালপূর্ব-তাপনীশ্রুতেঃ। ব্যাকৃতঞ্চ দ্বিতীয়সন্দর্ভে তস্যৈব চতুঃশ্লোকীবক্তৃত্ব-মপি ॥১২॥১৩॥ শ্রীসূতঃ ॥৮৩॥

তদেবমভ্যাসাদীন্যপি তস্মিন্ বিস্পষ্টান্যেব পূর্বোদাহৃতবাক্যেষু।

যোগীন্দ্রায় তদাত্মনা চ ভগবদ্রাতায় কারুণ্যত

স্তচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং পরং ধীমহি॥ ১২।১৩।১৪

"যিনি কল্পের প্রারম্ভে অতুল্য জ্ঞানপ্রদীপরূপ শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মার নিকট প্রকাশ করিয়া পরে যথাক্রমে নারদ মুনি, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, যোগীন্দ্র শুকদেব এবং পরীক্ষিৎকে কৃপা করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই শুদ্ধ নির্ম্মল শোকরহিত অমৃত পরমসত্যকে আমরা ধ্যান করি।"

উপক্রম-শ্লোকে "সত্যং পরং"-শব্দদ্বয়ের যেমন শ্রীকৃষ্ণপরব্যাখ্যা করা হইয়াছে, উপসংহার-শ্লোকেও তদ্রূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার উপদেষ্টা, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? ২য় স্কঃ ৯ম অধ্যায়ে দেখা যায়, শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মার উপদেষ্টা। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না,—এই পূর্ব্বপক্ষ শঙ্কা করিয়া তন্নিরসনের জন্য শ্রুতি-প্রমাণদ্বারা দেখাইতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্মার উপদেষ্টা। "যে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টি-সময়ে ব্রহ্মাকে রচনা করিয়াছেন, যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে (গোপাল-বিদ্যাত্মক) বেদসমূহ উপদেশ করিয়াছেন, সেই আত্মবুদ্ধি-প্রকাশক দেবকে মোক্ষার্থিগণ আশ্রয় করিবে।" পূর্ব্বতাপনী। ২৪।

অপিচ, ২য় স্কঃ ৯ম অধ্যায়োক্ত চতুঃশ্লোকীর বক্তা যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহা দ্বিতীয় (ভগবৎ) সন্দর্ভে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সুতরাং শ্রীনারায়ণকে ব্রহ্মার উপদেষ্টা মনে করা সঙ্গত নহে, শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার উপদেষ্টা ॥৮৩॥

উপক্রমোপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি—এই ছয়টী লক্ষণ বিচার করিয়া শাস্ত্রতাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হয়,—এ কথা পূর্ব্বে (১) উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের উপক্রমোপসংহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে

---

(১) ৯০ পৃষ্ঠায়।

তদেতৎ শ্রীমদ্গীতাগোপালতাপন্যাদিশাস্ত্রগণসহায়স্য নিখিলেতর-শাস্ত্রশতপ্রণতচরণস্য শ্রীভাগবতস্যাভিপ্রায়েণ শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ং ভগবত্ত্বং করতল ইব দর্শিতম্। শ্রীভাগবতস্য চ স এব প্রতিপাদ্য ইতি পুরাণান্তরেণৈব চ স্বয়ং ব্যাখ্যাতম্। যথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীকৃষ্ণাষ্টোত্তরশতনামামৃতস্তোত্রে শ্রীকৃষ্ণস্য নামবিশেষ এব শুকবাগমৃতাব্ধীন্দুরিতি। অথ তস্য মহাবাসুদেবত্বে সিদ্ধে শ্রীবলদেবাদীনামপি মহাসঙ্কর্ষণাদিত্বং স্বত এব সিদ্ধম্। যদ্রূপঃ স্বয়ং ভগবান্ তদ্রূপা এব

তাৎপর্য্য দেখান হইল। শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে অভ্যাস-প্রভৃতি পূর্ব্বোদাহৃত বাক্য-সমূহে সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, গোপালতাপনীশ্রুতি প্রভৃতি শাস্ত্রগণ যাঁহার সহায়, অন্য সমুদয় শাস্ত্র যাঁহার চরণে-প্রণতজনের ন্যায় অনুগত, সেই শ্রীমদ্ভাগবতের অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তা করতলগত মণির ন্যায় সুস্পষ্টরূপে দেখান হইল। শ্রীকৃষ্ণই যে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য, তাহা পুরাণান্তর দ্বারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর-শতনামামৃত-স্তোত্রে "শুকবাগমৃতাব্ধীন্দু' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম-বিশেষের উল্লেখ দেখাযায়। শুকবাক্যরূপ অমৃতের সাগর শ্রীমদ্ভাগবত, সেই সাগরের চন্দ্র অর্থাৎ তদীয় প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণপরিকরের তত্ত্ব।

অনন্তর, শ্রীকৃষ্ণের মহাবাসুদেবত্ব সিদ্ধ হইল বলিয়া, শ্রীবলদেব প্রভৃতিরও মহাসঙ্কর্ষণাদিত্ব, স্বতঃসিদ্ধ হইল। কারণ, স্বয়ং ভগবান্ যদ্রূপ, তাঁহার পরিকরগণও তদ্রূপ হইয়া থাকেন, অর্থাৎ শ্রীভগবানের আংশিক স্বরূপের সহিত আংশিক পরিকরগণ, আর, অংশীর সহিত অংশীপরিকরগণ বিরাজ করেন।(১)

---

(১) শ্রীভগবানের স্বরূপ-সদৃশ পরিকরগণের সহিত বিহারের কারণ ২৯ অনুচ্ছেদে 'যয়োরেব সমংবীর্য্যং' ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে; ৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তে ভবিতুমর্হন্তীতি। অতঃ শ্রীবলরামস্য যৎ কশ্চিদাবেশাবতারত্বং মন্যতে তদসৎ। দৃশ্যতে চ শ্রীকৃষ্ণরাময়োর্যুগলতয়া বর্ণনেন সমপ্রকাশত্বম্। তাবঙ্ঘ্রিযুগ্মমনুকৃষ্য সরীসৃপন্তৌ, যদ্বিশ্বেশ্বরয়োর্যাচ্ঞাং,

শ্রীবলদেবের তত্ত্ব।

অতএব—অংশী ভগবৎস্বরূপের পরিকরও অন্য ভগবৎস্বরূপের পরিকরের অংশী বলিয়া, শ্রীবলরামকে কেহ কেহ যে আবেশাবতার (১) বলিয়া মনে করেন, তাহা অসঙ্গত। শ্রীবলরাম যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সমপ্রকাশ, তাহা তদুভয়ের যুগলরূপে বর্ণনা হইতে বুঝা যায়। যথা,—শ্রীরাম-কৃষ্ণের রিঙ্গন (হামাগুড়ি)-লীলাপ্রসঙ্গে শ্রীশুকোক্তি—

তাবঙ্ঘ্রিযুগ্মমনুকৃষ্য সরীসৃপন্তৌ
ঘোষপ্রঘোষরুচিরং ব্রজকর্দ্দমেষু।
তন্নাদহৃষ্টমনসাবনুসৃত্য লোকং
মুগ্ধপ্রভীতবদুপেয় তরন্তি মাত্রোঃ॥ ১০।৮।২৬

"শ্রীরাম-কৃষ্ণ উভয়ে স্ব স্ব চরণযুগল আকর্ষণ করিতে করিতে হামাগুড়ি দিয়া কুটিল গতিতে কটি ও চরণ-ভূষণের কিঙ্কিনী-নিনাদে রুচিররূপে বারংবার গমন করিতেন। সেই কিঙ্কিনী-ধ্বনিতে তাঁহাদের মানস হৃষ্ট হইত। কখন কখন ইতস্ততঃ গমন-কারী লোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তিন চারি পদ গিয়া মুগ্ধ ও প্রভীতের ন্যায় জননীদিগের নিকট প্রত্যাগমন করিতেন।"

যজ্ঞপত্নীগণের উপহার-গ্রহণপ্রসঙ্গে শ্রীশুকোক্তি—

"অথানুসৃত্য তে বিপ্রা অন্বতপ্যন্ কৃতাগসঃ।
যদ্বিশ্বেশ্বরয়োর্যাচ্ঞামহন্ম নৃবিড়ম্বয়োঃ॥ ১০।২৩।৩০

"পত্নীগণের সঙ্গপ্রভাবে দ্বিজগণের সদ্বুদ্ধি জন্মিয়াছিল। তখন তাঁহারা এই রাম-কৃষ্ণের প্রতি উপেক্ষা করাহেতু আপনাদিগকে অপরাধী মনে করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। কারণ তখন তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম

(১) আবেশাবতার শেষ-নাগ শ্রীবলদেবরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন—এ কথা যাহারা বলে, তাহারাই শ্রীবলদেবকে আবেশাবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করে।

দদর্শ রামং কৃষ্ণঞ্চ, তৌ রেজতূ রঙ্গগতৌ মহাভুজাবিত্যাদৌ।

উভয়ে বিশ্বপতি এবং লৌকিক-লীলা-বিস্তারের জন্য অন্ন যাচ্ঞা করিয়াছিলেন।" (১)

অক্রূরের ব্রজাগমন-প্রসঙ্গে তাদৃশোক্তি যথা—

দদর্শ কৃষ্ণং রামঞ্চ ব্রজে গোদোহনং গতৌ।
পীতনীলাম্বরধরৌ শারদম্বুরুহেক্ষণৌ॥ ১০।৩৮।২৭

শ্রীঅক্রূর ব্রজে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, "শ্রীরাম-কৃষ্ণ উভয়ে ব্রজমধ্যে গোদোহন-স্থানে গমন করিয়াছেন। তাঁহাদের পরিধানে পীত ও নীল বসন, নয়ন শারদীয় কমলতুল্য শোভাশালী" ইত্যাদি।

কংসরঙ্গস্থলগত শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ে শ্রীশুকোক্তি—

তৌ রেজতূ রঙ্গগতৌ মহাভুজৌ
বিচিত্রবেশাভরণস্রগম্বরৌ।
যথা নটাবুত্তম-বেশধারিণৌ
মনঃ ক্ষিপন্তৌ প্রভয়া নিরীক্ষতাম্॥ ১০।৪৩।১৬

"হে মহারাজ! বিচিত্র-বেশভূষণ-মালা-বসনভূষিত মহাভুজদ্বয় (শ্রীরামকৃষ্ণ) মনোহর বেশধারী নটের ন্যায় নির্ভয়ে রঙ্গমধ্যগত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শরীরপ্রভায় দর্শকমাত্রের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইল।"

এই সকল শ্লোকে শ্রীরামকৃষ্ণের এক সঙ্গে সমভাবে বিহার বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণের মহাবাসুদেবত্বের ন্যায় শ্রীবলদেবেরও মহা-

(১) একদা গোপবালকগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া শ্রীরাম-কৃষ্ণের নিকট ক্ষুধাশান্তির জন্য অনুরোধ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বালকগণকে বলিলেন, তোমরা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের নিকট আমার এবং ভগবান আর্য্যের (দাদা বলরামের) কথা বলিয়া অন্ন যাচ্ঞা কর। তাঁহারা তদনুরূপ করিলেন। অভিমানী ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। বালকগণ নিরাশ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিবেদন করিলেন। তিনি পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে বিপ্রপত্নীগণের নিকট প্রেরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবতী বিপ্রপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের কথা

লোকেঽপি হি সূর্য্যাচন্দ্রমসাবেব যুগলতয়া বর্ণ্যেতে। ন তু সূর্য্য-শুক্রৌ। অতএব হরিবংশেঽপি বাসুদেবমাহাত্ম্যে রামকৃষ্ণয়োর্দৃষ্টান্তঃ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিবেতি। তথা ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাম্ভোজৈশ্চিহ্নিতৈরঙ্ঘ্রিভির্ব্রজম্। শোভয়ন্তৌ মহাত্মানাবিত্যেবং ভগবল্লক্ষণান্যপি তত্র শ্রূয়ন্তে নত্বেবং পৃথ্বাদিষু। তস্মাদেষ তন্মহিমাপি বর্ণ্যতে।

সঙ্কর্ষণত্ব (১) প্রমাণিত হইতেছে। লৌকিক বর্ণনাতেও চন্দ্র-সূর্য্যই যুগলরূপে বর্ণিত হয়, সূর্য্য-শুক্র নহে। এই জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের সর্ব্বাংশিত্ব নিবন্ধন-সাম্যহেতু হরিবংশেও বাসুদেব-মাহাত্ম্যে শ্রীরামকৃষ্ণের "সূর্য্য-চন্দ্রমা"—এই দৃষ্টান্ত উপন্যস্ত হইয়াছে। তদ্রূপ (শ্রীমদ্ভাগবতেও) উভয়কে সমলক্ষণান্বিত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন—

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাম্ভোজৈশ্চিহ্নিতৈরঙ্ঘ্রিভির্ব্রজং।
শোভয়ন্তৌ মহাত্মানৌ সানুক্রোশস্মিতেক্ষণৌ॥ ১০।৩৮।২৮

"ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ, কমল, চিহ্নিত চরণদ্বারা মহাত্মাযুগল ব্রজভূমি শোভিত করিতেছেন। উভয়ের নয়ন অনুকম্পা-বিলাসিত ও ঈষদ্ধাস্য-শোভিত।"

এই শ্লোকে শ্রীবলদেবে শ্রীকৃষ্ণসদৃশ-ভগবল্লক্ষণ-সমূহের স্থিতি শুনা যায়। পৃথু প্রভৃতি অবতারে সেরূপ বর্ণনা শুনা যায় না।

শুনিয়াই আনন্দে পাত্রসহ বিবিধগুণসম্পন্ন অন্ন লইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের আদেশানুসারে তাঁহারা গৃহে গমন করিলে, ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগের অলৌকিকী ভক্তি দর্শন করিয়া আপনাদের অজ্ঞতা এবং শ্রীকৃষ্ণকে উপেক্ষা জন্য অনুতপ্ত হইলেন।

(১) বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চারি ভগবৎস্বরূপ লইয়া চতুর্ব্যূহ। জগদ্ব্যাপারযুক্ত, বৈকুণ্ঠস্থ ও দ্বারকাগতভেদে ত্রিবিধ চতুর্ব্যূহ। তন্মধ্যে দ্বারকাগত চতুর্ব্যূহ অন্যান্য চতুর্ব্যূহের অংশী। এই জন্য মহাবাসুদেবাদি-শব্দে ইহাঁদের পরিচয় করাইলেন। এই চতুর্ব্যূহে শ্রীকৃষ্ণ-স্বয়ং বাসুদেব, শ্রীবলরাম-সঙ্কর্ষণ, শ্রীরুক্মিণীনন্দন-প্রদ্যুম্ন এবং তদীয় তনয়—অনিরুদ্ধ। এই স্থলে বিশেষ এই "—

দ্বারকা-চতুর্ব্যূহ নরলীলা। অন্যত্র ঈশ্বর-লীলাবিশিষ্ট।

নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে।
ওতং প্রোতমিদং যস্মিংস্তন্তুষ্বঙ্গ যথা পটঃ ॥৮৪॥

স্পষ্টম্ ॥১০॥১৫॥ শ্রীশুকঃ ॥৮৪॥

কিঞ্চ, সপ্তমো বৈষ্ণবং ধাম যমনন্তং প্রচক্ষতে।
গর্ভো বভূব দেবক্যা হর্ষশোকবিবর্দ্ধনঃ ॥৮৫॥

গর্ভো বভূব ন তু গর্ভে বভূবেতি সপ্তম্যন্তানুক্ত্যা সাক্ষাদেবাবতারত্বং সূচিতম্ ॥১০॥২॥ স এব ॥৮৫॥

মহাসঙ্কর্ষণত্ব হেতু শ্রীবলদেবের মহিমা শ্রীমদ্ভাগবতে নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয়ে বর্ণিত আছে। শ্রীবলদেব কর্ত্তৃক ধেনুকাসুর নিহত হওয়ার পর শ্রীশুকোক্তি :— "বস্ত্র যেমন তন্তুসকলে ওতপ্রোত, তদ্রূপ এই জগৎ যেই অনন্ত জগদীশ্বরে সর্ব্বতোভাবে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে—সেই ভগবানে এই কার্য্য বিচিত্র নহে।" ১০।১৫।২৫

এই শ্লোকে শ্রীবলদেবকে বিশ্বের আদি-কারণ পরম পুরুষরূপে নির্দ্দেশ করিলেন ॥৮৪॥

আরও বিশেষতঃ "যাঁহাকে বৈষ্ণবধাম অনন্ত বলা হয়, তিনি দেবকীর হর্ষশোকবিবর্দ্ধন সপ্তম গর্ভ হইলেন।" ১০।২।৩

শ্রীবলদেব, দেবকীর সপ্তম গর্ভ হইয়াছিলেন, গর্ভে হয়েন নাই; এ স্থলে সপ্তমী-বিভক্ত্যন্ত পদ প্রয়োগ না করায় তাঁহার সাক্ষাৎ অবতারত্ব সূচিত হইল। যদি সপ্তমান্ত-পদ প্রয়োগ করা হইত, তাহা হইলে দেবকীর গর্ভে যাঁহার আবির্ভাব হইল, তাঁহা হইতে, স্বতন্ত্র শ্রীবলদেবের সত্তার প্রতীতি করাইত অর্থাৎ যিনি শ্রীবলদেব, তিনি লীলার্থ দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছেন, এই অর্থ বুঝাইত। কিন্তু প্রথমা-বিভক্ত্যন্ত 'গর্ভ'-পদ-প্রয়োগহেতু, যিনি দেবকীর সপ্তম গর্ভ, তিনিই শ্রীবলদেব, অন্য কেহ বলদেব নহেন—এই অর্থ প্রকটিত হইল; অর্থাৎ তমাল-শ্যামলকান্তি যশোদা-নন্দনে যেমন কৃষ্ণ-শব্দের মুখ্যবৃত্তি, তদ্রূপ দেবকীর সপ্তম গর্ভে বলদেব-শব্দের মুখ্যবৃত্তি। যোগমায়া কর্ত্তৃক এই গর্ভ রোহিণীতে স্থাপিত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি রোহিণী-নন্দন ॥৮৫॥

অত ইদমপ্যেবমেব বাখ্যেয়ম্।

বাসুদেবকলানন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্।
অগ্রতো ভবিতা দেবো হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥৮৬॥

শ্রীবসুদেবনন্দনস্য বাসুদেবস্য কলা প্রথমোঽংশঃ শ্রীসঙ্কর্ষণঃ। তস্য সঙ্কর্ষণত্বং স্বয়মেব ন তু সঙ্কর্ষণাবতারত্বেনেত্যাহ—স্বরাট্ স্বেনৈব রাজতে ইতি। অতএবানন্তঃ কালদেশপরিচ্ছেদরহিতঃ। অতএব মায়য়া তস্য গর্ভসময় আকর্ষণঞ্চ যুক্তং পূর্ণস্য বাস্তবাকর্ষণা-

---

অতএব—শ্রীবলদেবের সাক্ষাদবতারত্বহেতু, "বাসুদেবের কলা অনন্ত সহস্র বদন স্বরাট্, হরির প্রীতি-সাধন জন্য অগ্রে আবির্ভূত হইবেন।" ১।১।১৭ —এই বাক্যের নিম্নলিখিত রীতিতে ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য; কারণ, এই শ্লোকের যথাশ্রুত অর্থে শ্রীবলদেব আবেশাবতার-বিশেষ শেষ নাগের আবির্ভাব বলিয়া প্রতীত হয়েন। তাহা অসঙ্গত বিধায় যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করা হইতেছে—শ্রীবসুদেব-নন্দন যে বাসুদেব (১), তাঁহার কলা—প্রথম অংশ শ্রীসঙ্কর্ষণ। তাঁহার সঙ্কর্ষণত্ব স্বয়ং অর্থাৎ অন্য-নিরপেক্ষ। সঙ্কর্ষণের অবতার বলিয়া তিনি সঙ্কর্ষণ নহেন (২); এই জন্য বলিলেন তিনি স্বরাট্;—যিনি নিজ প্রভাবে বিরাজমান তিনিই স্বরাট্। অতএব—স্বরাট্ হেতু, তিনি অনন্ত—কাল-দেশ-নিমিত্ত পরিচ্ছেদ-রহিত। অতএব পূর্ণ স্বরূপের বাস্তবিক আকর্ষণ অসম্ভব বলিয়া, মায়া-কর্ত্তৃক গর্ভ-সময়ে তাঁহার আকর্ষণ সম্ভবপর। অপরিচ্ছিন্ন বস্তুর আকর্ষণ সম্ভব হইতে পারে না; স্বরূপে অপরিচ্ছিন্ন হইলেও অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে পরিচ্ছিন্ন-গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া, পরিচ্ছিন্নের ন্যায় প্রতীত হইয়াছিলেন;

---

(১) মুখ্য বাসুদেবের অংশরূপে নির্দ্দেশ করিবার জন্য এই ব্যাখ্যা করিলেন। বৈকুণ্ঠ-চতুর্ব্যূহও জগদ্ধন্মুখ চতুর্ব্যূহের বাসুদেব ব্যাবৃত হইলেন।

(২) সঙ্কর্ষণের অবতার বলিলে, পরব্যোমনাথ নারায়ণের ব্যূহ সঙ্কর্ষণকে মূল সঙ্কর্ষণ স্বীকার করিতে হয়, শ্রীবলদেব অংশাবতার হইয়া পড়েন। এই দোষ যাহাতে উপস্থিত না হয়, তজ্জন্য বলা হইল—তিনি সঙ্কর্ষণের অবতার বলিয়া সঙ্কর্ষণ নহেন।

সম্ভবাদিতি কেচিৎ। এতদ্বিধকার্য্যে চ তদকুণ্ঠেচ্ছাত্মকচিচ্ছক্ত্যা-বিষ্টৈব সা প্রভবেৎ। উক্তঞ্চ তদানীং তদাবিষ্টত্বং তস্যাঃ। আদিষ্টা প্রভুনাংশেন কার্য্যার্থে সম্ভবিষ্যতি মিলিষ্যতীতি তত্র হ্যর্থঃ॥ অতএব একানংশেতি তস্যা নাম। একোঽনংশো যত্রেতি নিরুক্তিরিতি

এই জন্য গর্ভে অবস্থিতি-কালে (যোগ) মায়া তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া শ্রীরোহিণীর গর্ভে স্থাপন করিয়াছিলেন। মায়ার স্বতঃ এই সামর্থ্য নাই, এবম্বিধ আকর্ষণ-কার্য্যে তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) অকুণ্ঠিত ইচ্ছাবিশিষ্ট চিচ্ছক্তি দ্বারা আবিষ্ট হইয়া তিনি (মায়া) সমর্থা হইয়াছিলেন। মায়া যে সেই ইচ্ছা দ্বারা আবিষ্ট হইয়া-ছিলেন, তাহা দেবগণের প্রতি ব্রহ্মার আদেশে ব্যক্ত আছে;—"যাহা কর্ত্তৃক জগৎ মোহিত হইয়াছে, সেই বিষ্ণুমায়া ভগবতী প্রভু শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক আদিষ্টা হইয়া অংশ সহ দেবকীর গর্ভাকর্ষণ এবং যশোদামোহনের জন্য সম্ভূতা হইবেন।" এস্থলেও (সম্ভূতা শব্দেও) সম্ভূত ষোড়শকলং ইত্যাদি শ্লোকের সম্ভূত-শব্দের ন্যায় মিলন-অর্থ বুঝিতে হইবে; দেবকীর গর্ভাকর্ষণ, যশোদামোহন মায়াশক্তির কার্য্য নহে, যোগমায়ার কার্য্য; শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় এই কার্য্য-সম্পাদনের জন্য চিচ্ছক্তি যোগমায়া, মায়ার সহিত মিলিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে "যোগমায়াং সমাদিশৎ" ইত্যাদি ১০।২।৩ শ্লোকে স্পষ্টরূপে যোগমায়া শব্দের উল্লেখ আছে। "অংশেন" শব্দের প্রয়োগে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছারূপ অংশ সম্বলিত হইবেন, অথবা নিজাংশভূতা যে বহিরঙ্গা মায়া, তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া আবির্ভূত হইবেন --এই অর্থ প্রকটিত হইল। মায়ার সহিত যোগমায়া মিলিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার (মায়ার) নাম একানংশা (১)। কেহ কেহ একানংশা-শব্দের অর্থ করেন,—এক অনংশ—অখণ্ড স্বরূপ যাহাতে, তিনি একানংশা। এই পর্য্যন্ত বাসুদেবকলানন্ত-পদের ব্যাখ্যা করা হইল। অতঃপর সহস্রবদন স্বরাট্ পদের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

---

(১) একানংশা—অখণ্ড-স্বরূপা।

কেচিৎ। য এব শেষাখ্যঃ সহস্রবদনোঽপি ভবতি। যতো দেবঃ নানাকারতয়া দীব্যতীতি। তদুক্তং শ্রীযমুনাদেব্যা। রাম রাম মহাবাহো ন জানে তব বিক্রমম্। যস্যৈকাংশেন বিধৃতা জগতী জগতঃ এতে॥ ইতি। একাংশেন শেষাখ্যেন ইতি টীকা চ। অন্যথা তদেকাবয়বৈকদেশরূপার্থত্বে যেনৈকাংশেনেতি যচ্ছব্দস্য কর্ত্তৃত্বনির্দ্দেশ এব যুক্তঃ স্যাৎ। তদংশাবতারলক্ষণার্থান্তরপ্রতীতিনিরসনায় মহাবিদ্বদ্বাক্যত্বাৎ সম্বন্ধনির্দ্দেশেন তু টীকাব্যাখ্যৈব স্ফুটতরা। একাংশে মুখ্যস্যৈব কর্ত্তৃত্বস্য নির্ব্যাজপ্রতীতির্ন ত্বৌপচারিকস্যেতি। এবং শ্রীলক্ষ্মণ-

---

যিনি শ্রীকৃষ্ণ-গুণ-গানেচ্ছায় শেষ (১)-নামক সহস্রবদন হইয়াছেন, তিনিই সঙ্কর্ষণ। যেহেতু, তিনি দেব—নানারূপে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। শ্রীসঙ্কর্ষণই যে শেষরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা শ্রীযমুনাদেবীর বাক্যে জানা যাইতেছে। যথা, "হে রাম! হে রাম! হে মহাবাহো! হে জগৎপতে! যাঁহার একাংশদ্বারা জগৎ বিধৃত আছে, আমি সেই তোমার বিক্রম জানিনা"।

একাংশ—শেষ নামক অংশ—শ্রীস্বামি-টীকা। অন্যথা—যদি শ্রীবলদেব অবয়ব-বিশেষদ্বারা জগৎ ধারণ করেন, একথা বলিতে হইলে, "যাহার একাংশ" ইত্যাদিস্থলে "যিনি একাংশ" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক যৎশব্দের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ না করিয়া কর্ত্তৃত্ব-নির্দ্দেশে ব্যাখ্যা সঙ্গত হইত। শ্রীবলদেবকে অংশাবতার-রূপে যাহাতে প্রতীতি না হয়, তজ্জন্য সম্বন্ধ-নির্দ্দেশপূর্ব্বক টীকা ব্যাখ্যা করিলে অর্থ স্ফুট হয়। মহাবিজ্ঞ শ্রীধরস্বামীর বাক্যে ভ্রমাদিদোষস্পর্শের আশঙ্কা করা যাইতে পারে না। তিনি সম্বন্ধ-বোধক যস্যপদের অর্থের সঙ্গতি রাখিয়া একাংশেন-পদের অর্থ করিয়াছেন; যস্য-পদের অর্থ সহজে প্রতীত হয় বলিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই। একাংশে—শেষ-নামক অংশে, জগদ্ধারণ-কার্য্যের মুখ্য কর্ত্তৃত্বের প্রতীতি হইতেছে; সুতরাং জগদ্ধারণ-কর্ত্তা বলরাম; শেষে সেই কর্ত্তৃত্বের আরোপ (২) হইয়াছে এরূপ অর্থ হইবেনা।

---

(১) শেষ আবেশাবতার; সহস্র-ফণাবিশিষ্ট নাগরূপে পাতালে অবস্থান করেন। ইহাঁর ফণায় পৃথিবী অবস্থান করিতেছে।

(২) আরোপ—একের ধর্ম্ম অন্যে অর্পণ। ৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্যাপ্যন্তিমদশানুকরণস্যাপ্যন্তিমদশানুকরণলীলায়াং শ্রূয়তে স্কান্দী-য়াযোধ্যামাহাত্ম্যে। ততঃ শেষাত্মতাং যাতং লক্ষ্মণং সত্যসঙ্গরম্। উবাচ মধুরং শক্রঃ সর্বস্য চ স পশ্যতঃ॥ ইন্দ্র উবাচ। লক্ষ্মণোত্তিষ্ঠ শীঘ্রং ত্বমারোহস্ব পদং স্বকম্। দেবকার্য্যং কৃতং বীর ত্বয়া রিপুনি-সূদন॥ বৈষ্ণবং পরমং স্থানং প্রাপ্নুহি স্বং সনাতনম্। ভবন্মূর্ত্তিঃ সমায়াতা শেষোঽপি বিলসৎফণ ইত্যাদি। ততশ্চ, ইত্যুক্ত্বা সুররাজেন্দ্রো লক্ষ্মণং সুরসঙ্গতঃ। শেষং প্রস্থাপ্য পাতালে ভূভার-ধরণক্ষমম্। লক্ষ্মণং যানমারোপ্য প্রতস্থে দিবমাদরাদিতি। অতো নারায়ণবর্ম্মণ্যপি। যজ্ঞশ্চ লোকাদবতাৎ কৃতান্তাদ্বলোগণাৎ ক্রোধ-

---

শ্রীবলদেব যে শেষের অবতার নহেন, তাহার অংশী, অন্য প্রকার বিচার দ্বারা তাহা দেখাইতেছেন। শ্রীলক্ষ্মণের অন্তিম-দশানুকরণ-লীলা-সময়ে তাঁহার অন্তিমদশার এই প্রকার (শ্রীবলদেবের (১) ন্যায় শেষ এবং শ্রীলক্ষ্মণরূপে পৃথক হওয়ার) কথা স্কন্দপুরাণের অযোধ্যা-মাহাত্ম্যে শ্রবণ করা যায়। যথা—"অনন্তর শেষ সহ একাত্মতা প্রাপ্ত সত্যসঙ্গর লক্ষ্মণকে সকলের সমক্ষে দেবরাজ ইন্দ্র কহিলেন,—"হে লক্ষ্মণ! উত্থিত হও। তুমি নিজ পদে সত্বর আরোহণ কর। হে বীর! হে রিপুনিসূদন! তোমা কর্ত্তৃক দেবকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। তোমার বিষ্ণু-সম্বন্ধীয় যে নিত্য সর্ব্বোত্তম স্থান, তাহা প্রাপ্ত হও। তোমার মূর্ত্তিবিশেষ ফণাসমূহে শোভমান যে শেষ, তিনি তোমাতে প্রবেশ করিয়াছেন। ইত্যাদি। দেবগণ সহ বিদ্যমান দেবরাজ, এই বলিয়া ভূভার-ধারণে সমর্থ শেষকে পাতালে প্রেরণ করিয়া আদরপূর্ব্বক লক্ষ্মণকে যানে আরোপণ করতঃ স্বর্গে প্রস্থান করি-

---

(১) শ্রীকৃষ্ণের অংশে শ্রীরামচন্দ্র, এবং শ্রীবলদেবের অংশে শ্রীলক্ষ্মণ আবি-র্ভূত হয়েন। শ্রীলক্ষ্মণের প্রকটলীলা-সময়ে তদীয় অংশ (আবেশরূপ অংশ) শেষ তাঁহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। লীলা অপ্রকটের সময় উভয় পৃথক হইয়া পৃথক ধামে গমন করেন। শ্রীবলদেব ও শ্রীলক্ষ্মণ একতত্ত্ব (দ্বিতীয় ব্যূহ) এইজন্য সেই তত্ত্বের আবেশাবতার-হেতু এস্থলে শেষকে শ্রীলক্ষ্মণের আবেশ, অন্যত্র শ্রীবলদেবের আবেশ বলা হইয়াছে।

বশাদহীন্দ্র ইতি শ্রীবলদেবস্য শেষাদন্যত্বং শক্ত্যতিশয়শ্চ দর্শিতঃ। জনান্তাদিতি পাঠেঽপি জনানাং নাশাদিতি স এবার্থঃ। অতঃ শেষাখ্যং ধাম মামকমিত্যত্রাপি শিষ্যতে শেষসংজ্ঞ ইতিবৎ অব্যভিচার্য্যংশ এবোচ্যতে। শেষস্যাখ্যা খ্যাতির্যস্মাদিতি বা। শ্রীমদানক-

লেন।" অতএব—শ্রীবলদেবের অংশ যে লক্ষ্মণ, তিনিও শেষ হইতে পরমস্বরূপ (১) বলিয়া, নারায়ণবর্ম্মে শ্রীবলদেবের শেষ হইতে অন্যত্ব ও শক্ত্যতিশয়ত্ব দৃষ্ট হইতেছে। যথা—"যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্ লোক হইতে, বলদেব কৃতান্ত হইতে, সর্পরাজ শেষ নিজগণ সর্প হইতে রক্ষা করুন।" মৃত্যুর বহু হেতুর মধ্যে সর্প এক হেতু। বলদেব যম অর্থাৎ সর্ব্ববিধ মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারেন, শেষ কেবল সর্প হইতে রক্ষা করিতে পারেন,—শ্লোকের এই তাৎপর্য্য বোধ হইতেছে বলিয়া শেষ হইতে বলদেবের উক্ত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। শ্লোকের কৃতান্ত-শব্দের স্থানে জনান্ত-শব্দ পাঠেও জনগণের মৃত্যু হইতে রক্ষা করুন—একই অর্থ হইবে। তাহাতেও সর্ব্ববিধ মৃত্যু হইতে রক্ষায় সমর্থ বলিয়া শ্রীবলদেব শেষের অংশী।

অতএব—শ্রীবলদেব শেষ হইতে পরম স্বরূপ বলিয়া, যোগমায়া-প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকং।
তৎসন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সংনিবেশয়॥ ১০।২।৫

"মদীয় শেষ-নামক যে রূপ, দেবকীর সপ্তম গর্ভ, তাহাকে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর উদরে সন্নিবেশিত কর।" এই শ্লোকের শেষাখ্য-পদের সঙ্গতি দেখান হইতেছে; এইস্থলে স্পষ্টরূপে শ্রীবলদেবকে শেষ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার সমাধান কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—ভগবানেকঃ শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ।" ১০।৩।২২

দেবকী দেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন, ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় হইলে "শেষ-সংজ্ঞক

(১) রামাদিমূর্ত্তিষু ইত্যাদি বচন-প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামের অংশী। শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের পরিকর। শ্রীলক্ষ্মণ শ্রীরামের পরিকর। যদ্রূপ ভগবান, তদ্রূপ তদীয় পরিকর। এই ন্যায়ানুসারে শ্রীবলদেব শ্রীলক্ষ্মণের অংশী।

দুন্দুভিনা চ শ্রীকৃষ্ণসাম্যেনৈব নির্দ্দিষ্টম্। যুবাং ন নঃ সুতৌ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরাবিতি। অত্র সাক্ষাদেবেতি ত্বধিকমুপজীব্যম্। অথ যদি প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনীতি তদ্বাক্যা-

---

আপনি অবশিষ্ট থাকেন।" এস্থলে নিত্য সত্তাবান্ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে শেষ বলা হইয়াছে; তদ্রূপ অব্যভিচারী-অংশ অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রথম অংশ বলিয়া শ্রীবলদেবের শেষ সংজ্ঞা (১)। কিংবা শেষের আখ্যা—খ্যাতি যাহা হইতে তিনি শেষাখ্য। এই দ্বিতীয় অর্থে জগদ্ধারণ-কর্ত্তা শেষকে শ্রীবলদেবের অংশরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তিনি শ্রীবলদেবের অংশ বলিয়া "শেষ" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীবসুদেবকর্ত্তৃকও শ্রীবলদেবচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের সমানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। সন্দর্ভোক্ত 'চ'কার (শ্রীমদানকদুন্দুভিনাচ)-দ্বারা এই ভাব ব্যক্ত করিতেছেন যে, ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান প্রেমবান্ শ্রীবসুদেব শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অবগত আছেন, পুত্ররূপে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্‌রূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীবলদেব যদি মূল সঙ্কর্ষণ না হইতেন, তবে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তা-বিষয়ে সুবিজ্ঞ শ্রীবসুদেব তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের সমান রূপে বর্ণন করিতেন না। তদীয় বাক্য হইতেও শ্রীবলদেবের মূল-সঙ্কর্ষণত্ব প্রমিত হইতেছে। সেই বাক্য যথা—

যুবাং ন নঃ সুতৌ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরৌ।
ভূভার-ক্ষত্র-ক্ষপণে ত্ববতীর্ণৌ তথাথচ॥ ১০।৮৫।১৭

"তোমরা উভয়ে আমার পুত্র নহ, সাক্ষাৎ প্রধান-পুরুষেশ্বর। তোমরা পৃথিবীর ভারস্বরূপ ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছ কিনা বল।"

এই শ্লোকের 'সাক্ষাৎ'-পদ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীবলদেবেরও অবতারিত্ব প্রতিপাদনের হেতু স্বরূপ হইয়াছে।

অতঃপর শ্রীবলদেবের মূল সঙ্কর্ষণত্ব-বিষয়ে সংশয়-নিরসনের জন্য আর একটী শ্লোক বিচার করিতেছেন—

---

(১) এস্থলে শেষ-শব্দের অর্থ অংশ। শিষ্যতে ইতি শেষোঽংশঃ স আখ্যা খ্যাতির্যস্য তং শেষাখ্যমিতি। বৈষ্ণবতোষিণী।

নুসারেণাবেশাবতারত্বং মন্তব্যং তদা পূর্ব্বগ্রন্থবলাৎ শ্রীবলদেবে স্বাংশত্বমেবেতি। কিন্তু শেষাখ্যতদাবিষ্টপার্ষদবিশেষস্য তদন্তঃপাতা-

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্য্যুতাসুরী।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী ॥১০।১৩।৩৪

ব্রহ্মমোহন-লীলায় ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের বৎস ও বয়স্যগণকে হরণ করিলে তিনি নিজ স্বরূপ হইতে অবিকল তাবৎ-সংখ্য বৎস ও বয়স্য প্রকাশ করিয়া লীলা করিতে লাগিলেন। তৎসমুদয় শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়া গাভী ও ব্রজবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণে যেমন প্রেম ছিল, বৎস ও শ্রীকৃষ্ণবয়স্য নিজ নিজ বালকগণের প্রতিও তাদৃশ প্রীতির সঞ্চার হইল। যে দিন ব্রহ্মা বৎস ও বালকগণকে হরণ করেন, সেদিন শ্রীবলরাম গোচারণে গমন করেন নাই বলিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের উক্ত লীলা-রহস্য অবগত ছিলেন না; এইজন্য ব্রজবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণে যেমন নিত্য-বৃদ্ধিশীল প্রেম বিদ্যমান ছিল, আপনাদের বালকগণে তদ্রূপ প্রেমের সঞ্চার দেখিয়া তাহা মায়ার কার্য্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। কারণ, ব্রজবাসিগণের একনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের ব্যভিচার হইতে পারেনা। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণভিন্ন অন্যের প্রতি নিত্য-বৃদ্ধিশীল প্রেম ত দূরের কথা, শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ ছাড়িয়া তাঁহারা কাহাকেও প্রীতি করিতে পারেন না; তাঁহারা নিজ পুত্রকে যে স্নেহ করেন, তাহাও 'আমার পুত্র কৃষ্ণের সখা'—এই অনুসন্ধান করিয়া। শ্রীবলদেব বরাবর এই প্রকার ব্রজের রীতি দেখিয়া আসিতেছেন। এখন ব্রজবাসিগণের স্বতন্ত্র ভাবে উক্ত প্রকারের পুত্র-বাৎসল্য দেখিয়া মনে করিলেন—ইহা মায়ার কার্য্য, কোন্ মায়া আমাকে এইরূপ দেখাইতেছে? সেই মায়ার স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য বিতর্ক করিতেছেন—"এ কোন্ মায়া? দেবতাদিগের, বা মনুষ্যদিগের, কিংবা অসুরদিগের? এ মায়া কোথা হইতে আসিল? এ মায়া অন্যত্র সম্ভব হয় না; যেহেতু, ইহা হইতে আমারও মোহ জন্মিয়াছে। বোধ হয়, ইহা আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই মায়া"। বলদেবের এই বাক্যস্থিত 'প্রভু'-পদ দ্বারা তাঁহার ন্যূনতা সূচিত হইতেছে। তদনুসারে যদি তাঁহাকে আবেশাবতার বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত "বাসুদেব-

তদংশেনৈব তদ্ব্যবহার ইত্যপি মন্তব্যম্ ॥১০॥১॥ শ্রীব্রহ্মা দেবান্ ॥৮৬॥

অথ শ্রীপ্রদ্যুম্নস্যাপি শিবনেত্রদগ্ধঃ স্মরো জাতোঽয়মিতি যচ্ছ্রূয়তে তদপ্যেকদেশপ্রস্তাবমাত্রম্। তস্য শ্রীগোপালতাপনীশ্রুত্যাদৌ —যত্রাসৌ সংস্থিতঃ কৃষ্ণস্ত্রিভিঃ শক্ত্যা সমাহিতঃ। রামানিরুদ্ধপ্রদ্যুম্নৈরুক্মিণ্যা সহিতো বিভুরিত্যাদিনা নিত্যশ্রীকৃষ্ণচতুর্ব্যূহান্তঃপাতিতয়া প্রসিদ্ধেস্তথা সম্ভবাভাবাৎ। তস্য স্মরস্যাপি সাধারণ-

---

কলানন্ত" ইত্যাদি শ্লোকানুসারে শ্রীবলদেবের অংশত্ব (১) মনন করিতে হয়; কিন্তু তাহা হইতে পারেনা। শ্রীবলদেব আবেশাবতার নহেন, তিনি অবতারী। শেষ-নামক শ্রীবলদেবাবিষ্ট পার্ষদবিশেষ, অংশীর আবির্ভাব-সময়ে তাঁহাতে (শ্রীবলদেবে) প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেই অংশে (শেষ-নামক অংশে) "মেভর্ত্তুঃ" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাও মনে করিতে হইবে॥ ৮৬॥

শ্রীপ্রদ্যুম্নতত্ত্ব।

অনন্তর তৃতীয় ব্যূহ শ্রীপ্রদ্যুম্নের তত্ত্ব নিরূপণ করিতেছেন। শিব-নেত্রদগ্ধ কামদেব শ্রীপ্রদ্যুম্নরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া যাহা শুনা যায়, তাহা শ্রীপ্রদ্যুম্নের একদেশ প্রস্তাব অর্থাৎ আংশিক বর্ণনা। কারণ, তিনি যে নিত্য শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্যূহান্তঃপাতী, তাহা শ্রীগোপালতাপনীশ্রুতি প্রভৃতিতে প্রসিদ্ধ আছে; যথা,—"রাম, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন—এই তিন এবং শক্তি রুক্মিণী সহিত সাবধান অর্থাৎ সম্যক্ লীলা-সৌষ্ঠব-সম্বলিত হইয়া যেখানে বিভু শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করেন, সেই মথুরাধাম ভক্তগণ প্রাপ্ত হয়েন"। গোপালতাপনী, উত্তর বিভাগ। ৪০। সুতরাং শিব-নেত্রদগ্ধ কামদেবের পক্ষে প্রদ্যুম্ন হওয়া অসম্ভব কথা। সেই কামদেব সাধারণ দেবতা বলিয়াই প্রসিদ্ধ; তিনি চতুর্ব্যূহান্তঃপাতী হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। সুতরাং বক্ষ্যমাণ অভিপ্রায়ে শ্রীপ্রদ্যুম্নের জন্মলীলা-প্রসঙ্গে উক্ত

---

(১) এস্থলে অংশাবিষ্ট অংশ মনন করিতে হয়। অংশাবতারের কথা ২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। শ্রীবলদেব অংশাবিষ্ট অংশ নহেন, সাক্ষাৎ প্রথম অংশ, পূর্ব্বে তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

দেবতাবিশেষমাত্রত্বেন প্রসিদ্ধত্বে চতুর্ব্যূহান্তঃপাতিতায়ামযোগ্যতমত্বাৎ। তস্মাদ্বক্ষ্যমাণাভিপ্রায়েণৈবৈতদাহ—

কামস্তু বাসুদেবাংশো দগ্ধঃ প্রাগ্রুদ্রমন্যুনা।
দেহোপপত্তয়ে ভূয়স্তমেব প্রত্যপদ্যত ॥৮৭॥

অবেদজ্ঞস্যাপি ব্রাহ্মণ্যে সত্যেব ব্রাহ্মণস্তু বেদজ্ঞ ইতিবৎ তুশব্দোঽত্র মুখ্যতাং সূচয়তি। ততঃ কামস্তু বাসুদেবাংশ ইত্যস্য বাসুদেবাংশো যঃ কামঃ স এব মুখ্য ইত্যর্থঃ। তুশব্দোঽয়ং ভিন্নোপক্রমে বা। ততো বাসুদেবাংশস্তু কাম ইত্যন্বয়েঽপি পূর্ব্ববদেবার্থঃ। তদেবং সতি যঃ প্রাগ্রুদ্রস্য মন্যুনা দগ্ধো দেবতাবিশেষঃ কামঃ স

হইয়াছে—(মুখ্য) "কামদেব কিন্তু বাসুদেবের অংশ। পূর্ব্বে রুদ্র-কোপে দগ্ধ কাম পুনর্ব্বার দেহপ্রাপ্তির জন্য তাঁহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।" ১০। ৫১। ১

শ্রীমদ্ভাগবতীয় কামস্ত-ইত্যাদি পদ্যের যথাশ্রুত অর্থ হইতে প্রতীত হয়, "বাসুদেবাংশ কাম রুদ্র-কোপানলে দগ্ধ হইয়াছিলেন, পুনর্ব্বার দেহপ্রাপ্তির জন্য তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন"। এস্থলে বিবেচ্য এই—শ্রুত্যাদি- সিদ্ধি অনুসারে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহ ঈশ্বরাবির্ভাব ও নিত্য। প্রাকৃত কাম, ইন্দ্রভৃত্য দেবতাবিশেষ; জীবতত্ত্ব। সুতরাং তিনি কিরূপে শ্রীকৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ঈশ্বরতত্ত্বে পর্য্যবসিত হইলেন? এই প্রশ্নের সমাধান জন্য যথাশ্রুত অর্থে পরিতৃপ্ত না হইয়া গ্রন্থকৃৎপাদ স্বয়ং ব্যাখ্যা করিতেছেন।

"(ব্রাহ্মণকুল-প্রসূত) অবেদজ্ঞেরও ব্রাহ্মণত্ব আছে, কিন্তু (তু) বেদজ্ঞই ব্রাহ্মণ।" এ স্থলে যেমন কিন্তু (তু)-শব্দ বেদজ্ঞের মুখ্য ব্রাহ্মণত্ব বুঝায়, তদ্রূপ "কামস্তু বাসুদেবাংশঃ" এ স্থলেও বাসুদেবাংশ যে কাম, তিনিই মুখ্য কাম—এই অর্থ প্রকাশ করিতেছে। অথবা, এই তু শব্দ ভিন্নোপক্রমে প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ তু-শব্দ—প্রাকৃত কাম হইতে বাসুদেবাংশ কাম (প্রদ্যুম্ন) কে পৃথক্ করিতেছে। তাহাতে বাসুদেবাংশই কাম—এই অন্বয় করিলেও পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার মুখ্য কামত্ব প্রতীত হয়। তাহাতে মীমাংসা হইতেছে, পূর্ব্বে হরকোপানলে দগ্ধ দেবতাবিশেষ যে কাম, তিনি তজ্জন্য সতত অনঙ্গতাপ্রাপ্ত

দেহোপপত্তয়ে তৎকোপদগ্ধতয়া নিত্যমেবানঙ্গতাং প্রাপ্তস্য স্বতো দেহাপত্ত্যভাবাদ্দেহপ্রাপ্ত্যর্থং তমেব বাসুদেবাংশং প্রদ্যুম্নাখ্যং কামমেব প্রত্যপদ্যত প্রবিষ্টবান্। ভূয়ঃ শব্দেন প্রদ্যুম্নাদেব পূর্বমপ্যুদ্ভূতোঽসাবিতি বোধ্যতে। যদ্বা যস্তু কামঃ প্রাগ্রুদ্রকোপেনাদগ্ধো ন দগ্ধঃ স ভূয়ঃ প্রকটলীলায়াং দেহোপপত্তয়ে স্বমূর্ত্তিপ্রকাশনার্থং তং বাসুদেবমেব প্রবিষ্টবান্। অদগ্ধত্বে হেতুর্বাসুদেবাংশ ইতি। পূর্বোক্তমেব ব্যনক্তি।

স এব জাতো বৈদর্ভ্যাং কৃষ্ণবীর্য্যসমুদ্ভবঃ।
প্রদ্যুম্ন ইতি বিখ্যাতঃ সর্বতোঽনবমঃ পিতুঃ ॥৮৮॥

যঃ কৃষ্ণবীর্য্যসমুদ্ভবো যশ্চ প্রদ্যুম্ন ইতি বিখ্যাতঃ স এব প্রকট-

---

হইয়াছিলেন, নিজ শক্তিতে পুনর্ব্বার তাঁহার দেহপ্রাপ্তির উপায় ছিল না। দেহপ্রাপ্তির নিমিত্ত বাসুদেবাংশ-প্রদ্যুম্নাখ্য মুখ্য কামদেবে প্রবেশ করিয়াছিলেন। শ্লোকোক্ত 'ভূয়'-শব্দদ্বারা—পূর্ব্বেও প্রদ্যুম্ন হইতে কামদেবের উৎপত্তি হইয়াছিল, ইহা বুঝাইতেছে।

কিংবা, (বাসুদেবাংশঃ অদগ্ধঃ) যে কাম পূর্ব্বে রুদ্রকোপে দগ্ধ হয়েন নাই, তিনি পুনর্ব্বার প্রকটলীলায় দেহোৎপত্তি—নিজ মূর্ত্তি প্রকাশের নিমিত্ত সেই বাসুদেবে প্রবেশ করিয়াছিলেন। দগ্ধ না হইবার কারণ—তিনি বাসুদেবের অংশ,—ঈশ্বরতত্ত্ব, হরকোপানল তাঁহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, প্রাকৃত কামকেই দগ্ধ করিয়াছিল ॥৮৭॥

অতঃপর বাসুদেবাংশ কামের বিষয় বিবৃত করিতেছেন—"যিনি প্রতিকল্পে কৃষ্ণবীর্য্যে সমুদ্ভূত হয়েন, যিনি প্রদ্যুম্ন-নামে বিখ্যাত, তিনিই বিদর্ভরাজ-কন্যা রুক্মিণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি সর্ব্বতোভাবে পিতার অন্যূন।" ১০।৫৫।২

যিনি কৃষ্ণবীর্য-সমুদ্ভব—কৃষ্ণাংশে আবির্ভূত, যিনি প্রদ্যুম্ন-নামে বিখ্যাত, তিনি প্রকট লীলাবসরেও রুক্মিণী-গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; অন্য প্রাকৃত কাম নহে। 'প্রাদ্যুম্ন-নামে বিখ্যাত' এই কথা হইতে প্রদ্যুম্নরূপের নিত্যত্ব

লীলাবসরেঽপি বৈদর্ভ্যাং জাত আবির্ভূতঃ নত্বন্যঃ প্রাকৃতকাম এব। তত্র হেতুঃ সর্বতো গুণরূপাদিষশেষেষ্বেব ধর্মেষু পিতুঃ শ্রীকৃষ্ণাদনবমঃ তুল্য এবেতি। অন্যথা তাদৃশানবমত্বং ন কল্পতে ইতি ভাবঃ। তস্মাদ্ যথা মহাভারতে সর্বত্র শ্রীমদর্জুনস্য নরত্বপ্রসিদ্ধাবপি পঞ্চেন্দ্রোপাখ্যান ইন্দ্রত্বপ্রসিদ্ধিঃ ইন্দ্রস্যাপি তত্র প্রবেশবিবক্ষয়া ঘটতে

ধ্বনিত হইল। জীব জন্মগ্রহণের পর নামবিশেষে পরিচিত এবং রূপ-বিশেষে নির্দ্দিষ্ট হয়, কিন্তু শ্রীপ্রদ্যুম্ন শ্রীরুক্মিণী-নন্দনরূপে জন্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেও প্রদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত ছিলেন। তখন তাঁহার রূপও অবশ্যই ছিল। রূপ আশ্রয় করিয়াই নামের প্রকাশ সম্ভব। সুতরাং জন্মহেতু প্রদ্যুম্নের নাম ও রূপ প্রকট হয়েন নাই। নিত্যই তিনি ঐ নামরূপে প্রসিদ্ধ। যে নামরূপে তিনি নিত্য প্রসিদ্ধ, সেই নামরূপে সেই প্রতিকল্পে শ্রীকৃষ্ণ-লীলাপ্রকট-সময়ে শ্রীরুক্মিণীনন্দন হইয়া তিনি আবির্ভূত হয়েন। যখন প্রপঞ্চে প্রকট বিহার করেন না, তখনও শ্রীরুক্মিণীনন্দনরূপে দ্বারকার অপ্রকট-প্রকাশে বিহার করেন। অপ্রকট-প্রকাশে রুক্মিণী প্রভৃতির সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিহার সম্বন্ধে তাপনীশ্রুতি-প্রমাণ পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।

রুক্মিণীনন্দন যে প্রাকৃত কাম নহেন, কৃষ্ণাংশসম্ভূত—তাহার হেতু সর্ব্বতঃ—গুণরূপাদি অশেষ ধর্ম্মে পিতা-শ্রীকৃষ্ণের অনবমতুল্য হয়েন। যদি তিনি প্রাকৃত কাম হইতেন, তাহা হইলে সর্ব্বতোভাবে পিতার তুল্য হইতে পারিতেন না; পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রাকৃত কাম জীবতত্ত্ব, দেবতাবিশেষ। তাঁহার স্বয়ং ভগবানের সাম্য একবারে অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণের ব্যূহবিশেষই তাঁহার সমান হইতে পারেন, ইহাই শ্লোকের তাৎপর্য্য।

প্রাকৃত কামের শ্রীপ্রদ্যুম্নরূপে প্রাকট্যের অসম্ভাবনাহেতু, 'কামস্তু বাসুদেবাংশঃ' ইত্যাদি শ্লোকের সুসঙ্গতি জন্য এইরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত:—সর্ব্বত্র নররূপে প্রসিদ্ধ অর্জ্জুনকে মহাভারতে পঞ্চ ইন্দ্রের উপাখ্যানে ইন্দ্ররূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহা যেমন ইন্দ্রের অর্জ্জুনে-প্রবেশ-বিবক্ষায় উক্ত হইয়াছে, প্রদ্যুম্ন-প্রসঙ্গেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ প্রদ্যুম্নে দগ্ধ-কামের প্রবেশহেতু, তদীয় জন্মলীলা শ্রীমদ্ভাগবতে উক্তরূপে বিবৃত হইয়াছে। অতএব

তদ্বদত্রাপি। অতঃ শ্রীনারদেন রত্যৈ তথোপদেশস্তয়া তৎপ্রাপ্তিশ্চ ন দোষায়। পূর্বপদ্যস্য উত্তরস্মিন্নর্থেঽপি শ্রীনারদোপদেশবলেনৈব দগ্ধকামস্য প্রবেশস্তত্র গম্যঃ। ততঃ সাক্ষাৎ প্রদ্যুম্নসঙ্গমে যোগ্যতা চাস্যাঃ স্পর্শমণিবত্তৎসামীপ্যগুণাদেব মন্তব্যা। শ্রীপ্রদ্যুম্নস্য নিজ-শক্তিস্তু শ্রীমদনিরুদ্ধমাতৈবেতি জ্ঞেয়ম্। অতঃ তাপনীশ্রুতিলব্ধোঽর্থঃ সমঞ্জসঃ ॥১০॥৫৫॥ শ্রীশুকঃ ॥৮৭॥৮৮॥

নারদকর্তৃক রতি, প্রদ্যুম্নকে পতিরূপে বরণ করিবার জন্য উপদিষ্টা হইয়াছিলেন। প্রদ্যুম্নে রতিপতির প্রবেশহেতু, রতি প্রদ্যুম্নকে পতিরূপে বরণ করিয়া দোষের কার্য্য করেন নাই; তাহাতে তিনি নিজ পতি কামকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কামস্তু-ইত্যাদি পদ্যের শেষ অর্থ (যিনি পূর্ব্বে রুদ্রকোপে দগ্ধ হন নাই, তিনি দেহপ্রাকট্যের জন্য বাসুদেবে প্রবেশ করিয়াছিলেন এই অর্থ) স্বীকার করিলেও, দগ্ধকামের প্রদ্যুম্নে প্রবেশের কথা, রতির প্রতি শ্রীনারদের তথাবিধ উপদেশ হইতে অনুমিত হয়;—সর্ব্বজ্ঞ শ্রীনারদ, প্রদ্যুম্নে দগ্ধকামের প্রবেশের কথা অবগত ছিলেন বলিয়া তিনি সেই উপদেশ দান করেন; নচেৎ পরম ভাগবত দেবর্ষি, পতি-বিয়োগবিধুরা রতি-দেবীকে অন্যপুরুষ-সংসর্গে কখনও প্রবর্ত্তিত করিতেন না।

প্রাকৃত নায়িকা রতি কি প্রকারে ঈশ্বরতত্ত্ব শ্রীপ্রদ্যুম্ন-সঙ্গমে সমর্থা হইয়াছিলেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন,—স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহ যেমন স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ প্রদ্যুম্ন-সামীপ্যপ্রভাবে রতি তদীয় সঙ্গমযোগ্যা হইয়াছিলেন, ইহা মনে করিতে হইবে। রতি প্রদ্যুম্নের নিজ শক্তি নহেন, শ্রীঅনিরুদ্ধের মাতাই তাঁহার নিজ শক্তি। অতএব গোপালতাপনী-শ্রুত্যুক্ত "রামানিরুদ্ধ-প্রদ্যুম্ন—এই তিন এবং শক্তি রুক্মিণীর সহিত সমাহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করেন," এই বাক্যের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতীয় বাক্যের সামঞ্জস্য হইল ॥৮৮॥

এবমনিরুদ্ধস্যাপি সাক্ষাচ্চতুর্থব্যূহত্বে লিঙ্গমাহ—

অপি স্বিদাস্তে ভগবান্ সুখং বো যঃ সাত্বতাং কামদুঘোঽনিরুদ্ধঃ।
যমামনন্তি স্ম হি শব্দযোনিং মনোময়ং সত্ত্বতুরীয়তত্ত্বম্ ॥৮৯॥

শব্দযোনিং নিশ্বাসব্যঞ্জিতবেদবৃন্দম্। এবং বা অরে অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদ ইত্যাদি শ্রুতেঃ। মনোময়ং চিত্তে বাসুদেববন্মনস্যুপাস্যং, সত্ত্বং শুদ্ধসত্ত্বাত্মকঃ শ্রীবাসুদেবাদি-রূপো ভগবান্ তত্র তুরীয়ং রূপম্। অতো বাণযুদ্ধাদৌ বন্ধনানু-

---

শ্রীঅনিরুদ্ধ-তত্ত্ব।

অতঃপর চতুর্থব্যূহ অনিরুদ্ধের বিষয় বিবৃত করিতেছেন,—সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নের ন্যায় অনিরুদ্ধের সাক্ষাচ্চতুর্ব্যূহত্বের বিষয় ৩য় স্কঃ ১ম অ ৩৩ শ্লোকে উক্ত আছে ;—শ্রীবিদুর শ্রীউদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ভগবান্ অনিরুদ্ধ কুশল আছেন ত ? তিনি উপাসকগণের সর্ব্বাভীষ্ট পূরণ করেন, বেদ সকল তাঁহাকে শব্দযোনি, মনোময়, সত্ত্ব ও তুরীয় তত্ত্ব বলিয়া থাকেন।"

অনিরুদ্ধের নিশ্বাস হইতে বেদসমূহের অভিব্যক্তিহেতু তিনি শব্দযোনি। পুরুষের নিশ্বাস হইতে যে বেদসমূহের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার প্রমাণ—"অরে মৈত্রিয়ি! এই বিভু পূর্ব্বসিদ্ধ ঈশ্বরের (১) নিশ্বাস-স্বরূপ যজুর্ব্বেদ" প্রভৃতি শ্রুতি। "মনোময়"—চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মন—অন্তঃকরণের এই চতুর্ব্বিধ ভেদ ; যথাক্রমে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—তৎসমূহের অধিষ্ঠাতা ; সুতরাং চিত্তে যেমন বাসুদেব উপাসিত হয়েন, তদ্রূপ অনিরুদ্ধ মনে উপাস্য। "সত্ত্ব"—শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ (২)। "তুরীয় তত্ত্ব"—শ্রীবাসুদেবাদি-রূপ চতুর্ব্যূহবিশিষ্ট যে ভগবান্, তাহাতে অনিরুদ্ধ তুরীয়—চতুর্থ ; অর্থাৎ প্রথম-ব্যূহ বাসুদেব, দ্বিতীয়ব্যূহ সঙ্কর্ষণ, তৃতীয়ব্যূহ প্রদ্যুম্ন ও চতুর্থব্যূহ অনিরুদ্ধ।

---

(১) অরে মৈত্রিয়ি, মহতঃ বিভোঃ পূজ্যস্যবা, ভূতস্য পূর্ব্বসিদ্ধস্য।

(২) মায়ার যে সত্ত্ব, তাহা অবিশুদ্ধ। সন্ধিনীশক্তি শুদ্ধসত্ত্বের নিদানভূতা।

সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধ সত্ত্ব নামে।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥

করণাদিকমাত্মেচ্ছাময়ী লীলৈব শ্রীরামচন্দ্রাদিবৎ। অস্য পাদ্মবৃহৎ-সহস্রনাম্নি মাহাত্ম্যনামানি চৈতানি। অনিরুদ্ধো বৃহদ্ব্রহ্ম প্রাদ্যুম্নি-র্বিশ্বমোহনঃ। চতুরাত্মা চতুর্বর্ণশ্চতুর্যুগবিধায়কম্। চতুর্ভেদৈক-বিশ্বাত্মা সর্বোৎকৃষ্টাংশকোটিসূঃ। আশ্রয়াত্মেতি। অতঃ শ্রীকৃষ্ণব্যূহ-ত্বেন মহানিরুদ্ধত্বাদস্যৈবাবির্ভাববিশেষঃ প্রলয়ার্ণবাদিধামা পুরুষ ইতি জ্ঞেয়ম্। অতএবাভেদেন জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবানিত্যা-

---

শ্রীঅনিরুদ্ধ যদি ভগবান্ হয়েন, তবে তিনি বাণযুদ্ধে বন্দী হইলেন কেন? তাহার উত্তর—তিনি বাস্তবিক বন্দী হয়েন নাই, বন্দ্যানুকরণ-লীলা মাত্র। শ্রীরামচন্দ্র ভগবান্ হইয়াও রাক্ষস মহীরাবণকর্ত্তৃক পাতালে নীত এবং বন্দীকৃত হইয়াছিলেন; তাহা যেমন বাস্তব নহে, নরলীলাবশে তাদৃশ অনুকরণ মাত্র, শ্রীঅনিরুদ্ধ-সম্বন্ধেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে।

পদ্মপুরাণের বৃহৎ-সহস্রনাম-স্তোত্রে শ্রীঅনিরুদ্ধের মহিমাদ্যোতক এই সকল বর্ণিত আছে:—

"অনিরুদ্ধ, বৃহদ্ব্রহ্ম, প্রাদ্যুম্নি, বিশ্বমোহন, শুক্ল-রক্ত-শুকপক্ষ-শ্যামবর্ণ যুগাবতাররূপে চতুরাত্মা হইয়া সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি এই চতুর্যুগবিধায়ক; জীবের জরায়ুজ স্বেদজ-অণ্ডজ-উদ্ভিজ্জ—এই চতুর্ব্বিধভেদ থাকিলেও তিনি নিখিল বিশ্বের একমাত্র আত্মা, সর্ব্বোৎকৃষ্টাংশ-প্রসবকারী (সৃষ্টিকারী) আশ্রয়াত্মা।"

অতএব নরলীল প্রদ্যুম্নকুমার অনিরুদ্ধ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণব্যূহ বলিয়া মহা-অনিরুদ্ধ। সুতরাং প্রলয়ার্ণবধামা (বটপত্রশায়ী) পুরুষ ইঁহারই আবির্ভাব-বিশেষ বুঝিতে হইবে।

যদি নরলীল শ্রীকৃষ্ণ-চতুর্ব্যূহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন, তবে জগৃহে পৌরুষংরূপং ইত্যাদি শ্লোকে জগদুন্মুখ-চতুর্ব্যূহের বিষয় প্রধানরূপে বর্ণনের হেতু কি?—এই সংশয়ের আশঙ্কা করিয়া সমাধান জন্য বলিতেছেন, অতএব—শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ব্যূহের শ্রেষ্ঠত্ব সুবিচারিতভাবে স্থির হইল বলিয়া, উভয় (নরলীল ও জগদুন্মুখ) চতুর্ব্যূহের অভেদ স্বীকার করিয়া, জগৃহে পৌরুষং ইত্যাদি শ্লোক উক্ত হইয়াছে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মূল-সঙ্কর্ষণাদি (নরলীল বলদেব, প্রদ্যুম্ন

ত্যুক্তং মূলসঙ্কর্ষণাদ্যংশৈরেব হীতরসঙ্কর্ষণাদ্যবস্থাত্রয়ং পুরুষং প্রকাশয়তীতি। তথৈবাভেদেন বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেঽপীদম্। তত্র বজ্রপ্রশ্নঃ—কস্ত্বসৌ বালরূপেণ কল্পান্তেষু পুনঃপুনঃ। দৃষ্টো যো ন ত্বয়া জ্ঞাতস্তত্র কৌতূহলং মম। শ্রীমার্কণ্ডেয়োত্তরঞ্চ—ভূয়োভূয়স্ত্বসৌ দৃষ্টো ময়া দেবো জগৎপতিঃ। কল্পক্ষয়েণ বিজ্ঞাতঃ স মায়ামোহিতেন বৈ। কল্পক্ষয়ে ব্যতীতে তু তং দেবং প্রপিতামহাৎ। অনিরুদ্ধং বিজানামি পিতরং তে জগৎপতিমিতি। অতএব চ পূর্ব্বমপি জগৃহে পৌরুষং রূপমিত্যত্র শ্রীকৃষ্ণস্যানিরুদ্ধাবতারান্তঃপাতিত্বং ন ব্যাখ্যাতম্ ॥৩॥১॥ বিদুরঃ শ্রীমদুদ্ধবম্ ॥৮৯॥

ও অনিরুদ্ধ) অংশসমূহ দ্বারা অন্য (বৈকুণ্ঠ-চতুর্ব্যূহের সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এবং জগদুন্মুখ চতুর্ব্যূহের কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী) সঙ্কর্ষণাদি অবস্থা-ত্রয়াত্মক পুরুষ প্রকাশ করেন।

জগৃহে পৌরুষংরূপং ইত্যাদি শ্লোকে মূল সংকর্ষণের সহিত কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর অভেদ কীর্ত্তনের ন্যায় মূল অনিরুদ্ধের সহিত ক্ষীরোদশায়ীর অভেদ বর্ণন বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে দেখা যায়; তাহাতে বজ্রনাভের প্রশ্ন—কল্পক্ষয় হইলে বালকরূপ ধারণ করিয়া কে আপনার দৃষ্টিগোচর হইতেন—যাঁহাকে আপনি অবগত হইতে পারেন নাই? এই বিষয় আমার কৌতুহল জন্মিয়াছে।"

শ্রীমার্কণ্ডেয়ের উত্তর—সেই জগৎপতি বারংবার আমা কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিলেন, মায়ামোহিত আমি তাঁহাকে কল্পক্ষয়ে অবগত হইয়াছিলাম। কল্প অতিক্রান্ত হইলে সেই দেব কে, তাহা তোমার প্রপিতামহ শ্রীকৃষ্ণের নিকট অবগত হইয়াছি। সেই পুরুষ তোমার পিতা অনিরুদ্ধ। তিনি জগৎস্বামী। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাংশী বলিয়া মূল বাসুদেব। এই জন্য জগৃহে পৌরুষংরূপং ইত্যাদি শ্লোক-ব্যাখ্যা-সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে অনিরুদ্ধের অবতার বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণ-পৌত্র অনিরুদ্ধের প্রকাশ-বিশেষ ক্ষীরোদশায়ী হইতে যুগাবতার সকল আবির্ভূত হয়েন। দ্বাপরের যুগাবতার শুক-পক্ষবর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ

তদেতত্তস্য চতুর্ব্যূহাত্মকস্যৈব পূর্ণত্বং ব্যাখ্যাতম্। শ্রীগোপালোত্তরতাপন্যামপি তথৈবায়ং প্রণবার্থত্বেন দর্শিতঃ। রোহিণীতনয়োরাম অকারাক্ষরসম্ভবঃ। তৈজসাত্মকঃ প্রদ্যুম্ন উকারাক্ষরসম্ভবঃ। প্রাজ্ঞা-

---

মেঘাভ(১) তমাল-শ্যামলদ্যুতি(২)। এইরূপে তিনি প্রতিকল্পে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া সত্তরাশত বৎসর প্রকট বিহার করেন। যে দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, সে যুগের শুকপক্ষাভ যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করিয়া থাকেন। ৮৯॥

নরলীল চতুর্ব্যূহের শ্রেষ্ঠত্ব।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিজ্ঞানুসারে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তা অর্থাৎ নিরপেক্ষ সত্তা ও পরিপূর্ণতা প্রদর্শনের জন্য যে বিচার উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহা সুবিচারিতভাবে মীমাংসিত হইল; শ্রীকৃষ্ণ যেমন মূল বাসুদেব, তেমন তদীয় পরিকর মূল-সঙ্কর্ষণ, মূল প্রদ্যুম্ন ও মূল অনিরুদ্ধ; সুতরাং চতুর্ব্যূহাত্মক শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণত্ব ব্যাখ্যাত হইল। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে ইহা প্রণবার্থরূপে দেখান হইয়াছে। যথা,—"রোহিণী-তনয় রাম অ-কারাক্ষর-সম্ভব, তৈজসাত্মক প্রদ্যুম্ন উ-কারাক্ষর-সম্ভব, প্রাজ্ঞাত্মক অনিরুদ্ধ ম-কারাক্ষর-সম্ভব। যাহাতে বিশ্ব অধিষ্ঠিত আছে, সেই শ্রীকৃষ্ণ অর্দ্ধমাত্রাত্মক।" (৩)—উত্তরবিভাগ ৫৫-৫৬॥

---

(১) সৎপুণ্ডরীক-নয়নং মেঘাভং ইত্যাদি তাপনী।

(২) তমাল শ্যামলত্বিষি ইত্যাদি নামকৌমুদীকার-বচন।

(৩) এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, মায়া অর্থাৎ নিজ উপাসকের প্রতি কৃপাবশতঃ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ধা আবির্ভূত হইয়া থাকেন। সেই বিভাগচতুষ্টয় বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া পরমব্রহ্ম-বাচক ওঁকারের বিভাগ দেখাইয়াছেন। অ+উ+ম্=ওঁ,—ইহা প্রণবের বিশ্লেষণ। রোহিণী-তনয় রাম (বলরাম) অ-কারাক্ষর-সম্ভব অর্থাৎ প্রণবের আদ্যক্ষর-জপদ্বারা তাঁহার প্রাদুর্ভাব হয়। রোহিণী-তনয়-বিশেষণ দ্বারা অন্য চতুর্ব্যূহ ব্যাবৃত্ত হইয়া নরলীল-চতুর্ব্যূহ নিশ্চিত হইল। তৎসঙ্গে উক্ত হইল বলিয়া প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধও [illegible] তাহাতে সংশয় নাই। (বিভিন্ন চতুর্ব্যূহের বিবরণ-১৮৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

অকোঽনিরুদ্ধো বৈ মকারাক্ষরসম্ভবঃ। অর্দ্ধমাত্রাত্মকঃ কৃষ্ণো যস্মিন্ বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতমিতি। অথ শ্রীকৃষ্ণেঽবতরতি তত্তদংশাবতারাণামপি প্রবেশ ইতি যদুদ্দিষ্টং তদ্ যথা অত্র কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যাদিকং

শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যত্ব।

শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলে, নিখিল অংশাবতার তাঁহাতে প্রবেশ করেন বলিয়া যাহা উদ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা যেমন "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"—শ্রীভাগবতের এই পরিভাষা-বাক্যের ব্যাখ্যায় (শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা প্রতিপাদন করায়) সিদ্ধ হইয়াছে, তদ্রূপ সেই শ্রীকৃষ্ণরূপেই শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতিতে তাঁহার নিত্যস্থিতি অতঃপর প্রতিপাদন করি। এই নিত্যস্থিতি অপ্রকট লীলায় বুঝিতে হইবে। লোকলোচনের গোচরীভূতা লীলা প্রকটলীলা; আর কেবল পরিকরগণের দর্শনযোগ্যা লীলা অপ্রকট লীলা। লীলা-প্রকটসময়ে অংশাবতারসকল শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করেন, তাঁহাদিগকে নিজ নিজ ধামে প্রস্থাপিত করিয়া সপরিকরে শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট লীলায় বিরাজ করেন। তখনও তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপেই বিহার করেন, অতঃপর এই সকল সিদ্ধান্ত করা যাইবে।

পূর্ব্বরীতিতে উ-কারাক্ষর জপে প্রদ্যুম্নের এবং ম-কারাক্ষর জপে অনিরুদ্ধের আবির্ভাব হইয়া থাকে,—এই অর্থ বুঝিতে হইবে। জীবের জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যবস্থা-ভেদে বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ—এই আখ্যাত্রয় হইয়া থাকে। তাহাতে জীবের নিজৈশ্বর্য্যানুভূতির উত্তরোত্তর ন্যূনতা উপলব্ধি হয়। দৃষ্টান্তদ্বারা শ্রীভগবদাবির্ভাবত্রয়ের ঐশ্বর্য্যের উত্তরোত্তর ন্যূনতা দেখাইবার জন্য প্রদ্যুম্নকে তৈজসাত্মক এবং অনিরুদ্ধকে প্রাজ্ঞাত্মক বলিয়াছেন। শ্রীবলরাম সম্বন্ধে শ্রুত্যক্ষরে কিছু উক্ত না হইলেও তাঁহাকে বিশ্বাত্মক বুঝিতে হইবে। তৈজস ও প্রাজ্ঞ শব্দ দ্বারা তাহা হইতে উত্তরোত্তর ঐশ্বর্য্যের ন্যূনতা জ্ঞাপিত হইল। শাঙ্কর-বেদান্তমতে জীবের ন্যায় ঈশ্বরের মায়ারচিত বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ এই অবস্থাত্রয়ের ভেদ দেখাইবার উদ্দেশ্যে ইহা বলা হয় নাই।

অর্দ্ধমাত্রা অর্থ—নাদ। কিন্তু কেবল নাদের জপ সম্ভবপর নয় বলিয়া অর্দ্ধমাত্রা শব্দে সমগ্র প্রণব বুঝিতে হইবে। পূর্ণ প্রণবের বাচ্যহেতু শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণত্ব দর্শিত হইল।

সিদ্ধমেব তথা তস্য তদ্রূপেণৈব শ্রীবৃন্দাবনাদৌ সর্বদাবস্থায়িত্বং প্রতিপাদয়িষ্যামঃ। অথচ শ্রীহরিবংশমতে উপেন্দ্র এবাবততারেতি। জয়বিজয়শাপপ্রস্তাবে চ যাস্যামি ভবনং ব্রহ্মন্নেতদন্তে তবানঘেত্যত্র চ পাহি বৈকুণ্ঠকিঙ্করানিত্যত্র চ স্বামিব্যাখ্যানুসারেণ বিকুণ্ঠাসুত এবেতি ক্বচিৎ ক্ষীরোদশায্যেবেতি ক্বচিৎ পুরুষ এবেতি ক্বচিন্নারা-

---

নিঃসংশয়িতরূপে শ্রীকৃষ্ণরূপে নিত্যস্থিতি প্রতিপাদন করিবার জন্য সংশয় উত্থাপন করিতেছেন :—

শ্রীকৃষ্ণরূপে শ্রীবৃন্দাবনাদিতে নিত্যস্থিতি সম্বন্ধে সন্দেহ আছে; কারণ হরিবংশমতে দেখা যায়, উপেন্দ্রই শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; শ্রীমদ্ভাগবতের জয়-বিজয়-শাপ প্রস্তাবে,—

ইদানীং নাশ আরব্ধঃ কুলস্য দ্বিজশাপজঃ।
যাস্যামি ভবনং ব্রহ্মন্ এতদন্তে তবানঘ॥ ১৪,৬।২৩

শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বলিলেন—"হে অনঘ! হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে বিপ্রশাপদ্বারা যদুকুল ধ্বংস হইতে আরম্ভ হইয়াছে, ইহার পর আমি তোমার ভবন হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিব।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"বৈকুণ্ঠং যাস্যন্ তব ভবনং যাস্যামি"—বৈকুণ্ঠ-গমনসময়ে তোমার ভবনে যাইব, এই ব্যাখ্যানুসারে এবং—

ততঃ স্বধাম পরমং বিশস্ব যদি মন্যসে।
স লোকান্ লোকপালান্নঃ পাহি বৈকুণ্ঠকিঙ্করান্॥ ১১।৬।২০

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন,—"যদি ইচ্ছা হয়, তবে এখন নিজ পরমধাম বৈকুণ্ঠে গমন করুন এবং লোকসহ লোকপাল আমাদিগকে ও বৈকুণ্ঠকিঙ্করগণকে প্রতিপালন করুন"—এই শ্লোকোক্ত বৈকুণ্ঠ-গমনের প্রার্থনানুসারে দেখা যায়, বিকুণ্ঠাসুত শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; কাহারও মতে ক্ষীরোদশায়ী, কাহারও মতে পুরুষ অর্থাৎ মহাবিষ্ণু, কাহারও মতে নারায়ণ ঋষি; আবার বৃহৎ-সহস্রনামস্তোত্রে লক্ষ্মণের বলরামত্ব-কথন-হেতু তন্মতে শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন; কাহারও মতে বা শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের কেশের অব-

য়ণষিরেবেতি বৃহৎসহস্রনাম্নি লক্ষ্মণস্যৈব বলরামত্বকথনেন শ্রীরাঘব এবেতি ক্বচিন্নারায়ণকেশ এবেত্যাদিকং নানাবিধত্বং শ্রূয়তে। এবঞ্চৈকং সন্ধিৎসতোঽন্যৎ প্রচ্যবতোঽত্র সত্যঞ্চ সর্বং বাক্যং তস্মাদ্বিদ্বদ্ভিরেবং বিচার্য্যতাম্। স্বয়ং ভগবতি তস্মিন্ প্রবেশং বিনা কথং তৎসম্ভবেদিতি। দৃশ্যতে চ তস্মাৎ কেষাঞ্চিদংশানাং পুনরাবির্ভাবঃ। যথা প্রদ্যুম্নাদীনাম্। অতএব বিকুণ্ঠাসুতস্য প্রবেশাভিপ্রায়েণৈব শিশুপালদন্তবক্রয়োঃ শ্রীকৃষ্ণসাযুজ্যমেব তদানীং জাতম্। পুনরব-

---

তার। এই সকল বাক্যের বিরোধ-হেতু শ্রীকৃষ্ণরূপে নিত্যস্থিতি স্বীকার করা যায় না, প্রকট-লীলাবসানে উপেন্দ্রাদি কোনরূপে তাঁহার অবস্থিতি সম্ভাবনা করা যায়;—এই পূর্ব্ব পক্ষের নিরসন জন্য বলিতেছেন যে, এই সকল শাস্ত্র-বাক্যের একটী গ্রহণ করিলে অন্য বাক্যসমূহ স্খলিত হয়; যেমন হরিবংশমতে শ্রীকৃষ্ণকে উপেন্দ্রের অবতার স্বীকার করিলে অন্যান্য শাস্ত্র-বাক্য ব্যর্থ হয় ইত্যাদি। তাহা কখন হইতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণাবতার সম্বন্ধে প্রাগুক্ত সমস্ত বাক্যই সত্য। এইজন্য বিদ্বজ্জন এবংবিধ মীমাংসা করিয়া থাকেন:—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলা-সময়ে উপেন্দ্রাদি তাঁহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে উপেন্দ্রাদির অবতাররূপে উক্ত গ্রন্থসমূহে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, বাস্তবিক পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ উপেন্দ্রাদির অবতার নহেন, তিনি সর্ব্বাবতারী—স্বয়ং ভগবান্, পূর্ব্বে তাহা সুবিচারিতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে; এইজন্য তাঁহাতে সকলের প্রবেশই সম্ভব হইতে পারে। এইরূপ সিদ্ধান্ত ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে উক্ত বাক্যসমূহের অর্থ-সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না, এক শাস্ত্রের আদর করিতে গেলে অন্য শাস্ত্র উপেক্ষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণে যে অংশাবতার-সমূহ প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা প্রকটলীলার রীতি দেখিয়াও বুঝা যায়,—তাহাতে প্রবিষ্ট কোন কোন অংশাবতার প্রকট লীলাবসরেই তাঁহা হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যথা,—শ্রীপ্রদ্যুম্ন প্রভৃতি।

অতএব শ্রীকৃষ্ণে বিকুণ্ঠাসুত প্রবেশ করিয়াছেন, ইহা দেখাইবার জন্য নিহত

তারলীলাসমাপ্তৌ শ্রীবিকুণ্ঠাসুতে স্বধামগতে পার্ষদত্বপ্রাপ্তিঃ। যথোক্তং শ্রীনারদেন। বৈরানুবন্ধতীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুতসাত্মতাম্। নীতৌ পুনর্হরেঃ পার্শ্বং জগ্মতুর্বিষ্ণুপার্ষদাবিতি। তথা হরিবংশে চ। ক্ষীরোদশায়িনো মুকুটে দৈত্যাপহৃতে দৈত্যমারণায় গরুড়ো যাবৎ কৃতবিলম্বস্তাবৎ শ্রীকৃষ্ণোঽবততার ততশ্চাসৌ মুকুটমাহৃত্য তত্র

শিশুপাল-দন্তবক্রের শ্রীকৃষ্ণে সাযুজ্য প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। অবতার লীলা সমাপ্তির পর শ্রীবিকুণ্ঠাসুত স্বধামে গমন করিলে, পুনর্ব্বার তাঁহারা তদীয় পার্ষদত্ব লাভ করেন। তাঁহার প্রমাণ শ্রীনারদবাক্য। যথা,—"যে জয়-বিজয় তীব্র বৈরানুবন্ধ হেতু ধ্যান দ্বারা অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পুনর্ব্বার শ্রীহরির পার্শ্বে নীত হইয়া বিষ্ণু-পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হয়েন।" (১) ৭।১।৪৬

ক্ষীরোদশায়ীর শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ-বিষয়ে হরিবংশই প্রমাণ। যথা—ক্ষীরোদশায়ীর মুকুট দৈত্যকর্ত্তৃক অপহৃত হইলে, দৈত্য-সংহার করিয়া মুকুট আহরণের জন্য গরুড় প্রস্থান করেন। একার্য্যে তাঁহার যে বিলম্ব হয়, সেই অবকাশে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন। মুকুট আহরণ করিয়া গরুড় ঊর্দ্ধলোকে কোথাও ভগ-

---

(১) জয়-বিজয় বিকুণ্ঠাসুতের পার্ষদ—দ্বারপাল। ইহাঁর ধাম বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডমধ্যেই অবস্থিত। সনকাদি জয়বিজয়কর্ত্তৃক বৈকুণ্ঠদেবের দর্শনে বাধা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে শাপ প্রদান করেন। সেই শাপে অসুর-দেহ প্রাপ্ত হইয়া প্রথম-জন্মে হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু, দ্বিতীয়-জন্মে রাবণ-কুম্ভকর্ণ এবং তৃতীয়-জন্মে শিশুপাল-দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন; এই জন্মে শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত হইয়া শাপমুক্ত হয়েন। তাঁহারা বিকুণ্ঠাসুতের পার্ষদ বলিয়া তিনিই তাঁহাদের প্রাপ্তব্য। যদিও এক স্বরূপে তিনি তখনও স্বধামে বিহার করিতেছিলেন, তথাপি প্রকাশান্তরে শ্রীকৃষ্ণে প্রবিষ্ট স্বরূপে তাঁহারা সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিকুণ্ঠাসুতের শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ ভাবে কোন বর্ণনা না থাকিলেও এই ব্যাপার হইতে তাহা অনুমিত হইতেছে।

চোর্দ্ধলোকে কুত্রাপি ভগবন্তমদৃষ্ট্বা গোমন্তশিরসি শ্রীকৃষ্ণায়ৈব সমর্পিতবানিতি প্রসিদ্ধেঃ। অতো যথা ক্রমমুক্তিমার্গেঽর্চ্চিরাদিক্রম

বান্ ক্ষীরোদশায়ীকে না দেখিয়া (১) গোমন্ত-মস্তকে (২) শ্রীকৃষ্ণকে সেই মুকুট সমর্পণ করেন, এই প্রসিদ্ধি আছে। এই প্রসঙ্গ হইতে ক্ষীরোদশায়ীর শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ প্রমাণিত হইল।

অতএব উপেন্দ্রাদির অবতরণ শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ দ্বারাই সিদ্ধ হইয়াছে। তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার জন্য বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়-তৃতীয়পাদের ক্রমমুক্তি-প্রসঙ্গ উপস্থিত করিতেছেন। জীবের মুক্তিধাম-গমনের রীতি ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে বর্ণিত আছে; তাহা এইরূপঃ—হৃদয়ে একশত একটী নাড়ী সংযুক্ত। তন্মধ্যে একটী মস্তক হইতে অভিনিঃসৃত; ইহার নাম সুষুম্না; এই নাড়ীদ্বারা উৎক্রমণে (দেহত্যাগে) মোক্ষ এবং অন্যান্য নাড়ীদ্বারা সংসার-গতি লাভকরা যায়। বিদ্বান্‌ব্যক্তি (ব্রহ্মবিৎ) এই নাড়ীদ্বারা উৎক্রান্ত হইয়া রবিরশ্মি দ্বারা উর্দ্ধলোকে গমন করেন। ঐ উপনিষদের অন্যত্র আবার বর্ণিত আছে,—ব্রহ্মোপাসকগণের মৃত্যু হইলে, পুত্র-শিষ্যাদি শবসম্বন্ধে সংস্কার-কার্য্য না করিলেও তিনি অর্চ্চিরাদি পথে হরির সহিত মিলিত হয়েন। কোষী-তকী ব্রাহ্মণে আছে—সেই মৃতব্যক্তি দেবযান-পথে আসিয়া প্রথমে অগ্নিলোকে গমন করেন। তিনি বায়ুলোকে, বরুণলোকে, ইন্দ্রলোকে, প্রজাপতিলোকে

---

(১) ক্ষীরোদশায়ী যে তখন স্বধামে ছিলেন না তাহা নহে, প্রকাশ-ভেদে শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করিলেও নিজধামে নিজপরিকর-গণসহ তখনও বিহার করিতে ছিলেন। নিখিল ভগবৎস্বরূপ যুগপৎ বহুধা প্রকাশিত হইতে পারেন। লীলাশক্তি শ্রীকৃষ্ণে তদীয় প্রবেশ-বিজ্ঞাপনজন্য গরুড়ের নিকট ধামস্থ স্বরূপ আবরণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণে প্রবিষ্ট স্বরূপ প্রকাশ করেন।

(২) হরিবংশের বিষ্ণুপর্ব্বে ৪১ অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে। জরাসন্ধ-ভয়ানুকরণ-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম পরশুরামের পরামর্শানুসারে গোমন্ত-পর্ব্বতে আরোহণ করেন। এই পর্ব্বত দক্ষিণাপথের সহ্যাদ্রির নিকটে অবস্থিত।

এবাস্তো নাড়ীরশ্ম্যাদিবিবিধক্রমস্তু তদঙ্গত্বেনৈব প্রস্তূয়তে তদ্বদিহাপীতি। অর্চ্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেরিত্যেষ ন্যায়োঽত্র দৃষ্টান্তয়িতব্যঃ। তদেতদেবাহ—

ত্বং ব্রহ্ম পরমং ব্যোম পুরুষঃ প্রকৃতে পরঃ।
অবতীর্ণোঽসি ভগবান্ স্বেচ্ছোপাত্তপৃথগ্বপুঃ ॥৯০॥

(পরিশেষে) ব্রহ্মলোকে গমন করেন। বৃহদারণ্যকে আছে, হরিধ্যায়ী পুরুষ যখন ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন, তখন প্রথমে বায়ুলোকে গমন করেন, তারপর রথচক্রের ছিদ্রের মত অবকাশ দিয়া ঊর্দ্ধলোকে গমন করেন। কোন কোন স্থলে সূর্য্যদ্বারে বিরজাধামে গমনের কথা শুনাযায়। এইরূপে সুষুম্না, দেবযান, বায়ু, সূর্য্যরশ্মি প্রভৃতি বহুপথের কথা শুনাযায়। এস্থলে সংশয়, উক্ত পথগুলি বিভিন্ন, কি এক? তদুত্তরে বলিতেছেন—

অর্চ্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ ॥ ৪।৩।১ বেদান্ত

সকল বিদ্বান্ ব্যক্তিই অর্চ্চিরাদি-মার্গে ব্রহ্মলোকে-গমন করেন। তাহা কি প্রকারে বিশ্বাস করা যায়? "তদ্ য ইত্থং বিদুর্য্যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ ইত্যুপাসতে তে অর্চ্চিষমিতি"—যে সকল গৃহস্থ এই পঞ্চাগ্নির স্বরূপ উক্ত প্রকারে বিদিত হয়েন এবং যে সকল অরণ্যবাসী শ্রদ্ধাসহকারে তপোনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা উভয়ই মৃত্যুর পর অর্চ্চিরভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন —ছান্দোগ্যোপনিষৎ। ৫।১০।১—এইবাক্যে তাহা (অর্চ্চিরাদিমার্গে গমনের কথা) প্রসিদ্ধ আছে।

এস্থলে যেমন ক্রমমুক্তি-পক্ষে অর্চ্চিরাদিমার্গ অঙ্গী,—ব্রহ্মলোক-গমনের মুখ্য পথ, নাড়ী-রশ্মি-প্রভৃতি অঙ্গ অর্থাৎ এ সকলের সাহায্যে অর্চ্চিরাদি-মার্গে প্রবেশ সম্ভব হয়, তদ্রূপ এস্থলে (শ্রীকৃষ্ণাবতার-প্রসঙ্গে) শ্রীকৃষ্ণাবতরণ মুখ্য, আর তাঁহাতে প্রবেশ করিয়া উপেন্দ্রাদি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; অতএব তাঁহাদের অবতরণ গৌণ। লীলা অপ্রকট সময়ে তাঁহাদিগকে নিজ নিজ ধামে প্রেরণ করিয়া বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকায় অপ্রকট ভাবে বিহার করিতেছেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

অংশাবতার-সমূহের শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশের বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ-স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণপ্রতি শ্রীউদ্ধবের উক্তিতে ব্যক্ত আছে—

সাক্ষাদ্ভগবানেব ত্বমবতীর্ণোঽসি। ভগবত এব বৈভবমাহ। ব্রহ্মাহং পরমব্যোমাখ্যো বৈকুণ্ঠস্ত্বং প্রকৃতেঃ পরঃ পুরুষোঽপি ত্বমিতি। ভগবানপি কথম্ভূতঃ সন্নবতীর্ণঃ স্বেচ্ছয়োপাত্তানি ততস্তত আকৃষ্টানি পৃথগ্বপূংষি নিজতত্তদাবির্ভাবা যেন তথাভূতঃ সন্নিতি ॥১১॥১১॥ শ্রীউদ্ধবঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥৯০॥

তথা—স্বশান্তরূপেষ্বিতরৈঃ স্বরূপৈরভ্যর্দ্দ্যমানেষ্বনুকম্পিতাত্মা। পরাবরেশো মহদংশযুক্তো হ্যজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ ॥৯১॥

তচ্চ জন্ম নিজতত্তদংশাদ্যাদায়ৈবেত্যাহ—মহদংশযুক্তঃ মহতঃ স্বস্যৈবাংশৈর্যুক্তঃ। মহান্তং বিভুমাত্মানমিত্যাদিশ্রুতেঃ। মহদ্বচ্চেতি ন্যায়প্রসিদ্ধেশ্চ। মহান্তো যে পুরুষাদয়োঽংশাস্তৈর্যুক্ত ইতি বা।

"তুমি ব্রহ্ম, পরম ব্যোম, প্রকৃতির অতীত ভগবান্। নিজেচ্ছানুসারে পৃথক্ পৃথক্ বপু-সকল আত্মসাৎ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছ।" ১১।১১।২৮॥৯০॥

সাক্ষাদ্ভগবান্ই তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ। সেই ভগবানের বৈভব বলিতেছেন—ব্রহ্ম তুমি,—পরম-ব্যোম-নামক বৈকুণ্ঠ তুমি। সাক্ষাদ্ভগবান্ আবার কি প্রকারে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহা বলিতেছেন,—স্বেচ্ছাক্রমে নিজ নিজ ধাম হইতে পৃথক বপু অর্থাৎ নিজাবির্ভাব উপেন্দ্র-প্রভৃতিকে আকর্ষণ করিয়া তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ ॥৯০॥

তদ্রূপ তৃতীয় স্কন্ধের শ্লোক—শ্রীবিদুরের প্রতি শ্রীউদ্ধবের উক্তি—"স্বীয় শান্তরূপ ভক্তসকল, অশান্ত মূঢ় ব্যক্তিসকলদ্বারা উপদ্রুত হইলে, ভক্তানুগ্রাহক পরাবরেশ ভগবান্ অজ মহদংশযুক্ত হইয়া কাষ্ঠস্থিত অগ্নির ন্যায় জন্ম গ্রহণ করেন।" ৩।২।১৫॥৯১॥

নিজ অংশ সকল গ্রহণ করিয়া জন্মলীলা প্রকট করেন, এইজন্য বলিলেন মহদংশযুক্ত। মহৎ-আপনার অংশ ভগবৎস্বরূপ-সমূহ, তৎসহিতযুক্ত। মহৎ-শব্দের "ভগবৎ" অর্থ শুনিয়া হয়তঃ কেহ বিস্ময় প্রকাশ করিবেন, তজ্জন্য তাদৃশ অর্থে অন্যত্র ব্যবহার প্রমাণ দিতেছেন,—"মহান্ বিভু আপনাকে" —শ্রুতি। এস্থলে শ্রীহরিকে মহান্ বলা হইয়াছে; বেদান্তের "মহদ্বচ্চ"১।৪।৭ সূত্রে

লোকনাথং মহদ্ভূতমিতিবদাত্মত্বাব্যভিচারঃ। মহদ্ভিরংশিভিরংশৈশ্চ যুক্ত ইতি বা ॥৩॥১॥ বিদুরং শ্রীমদুদ্ধবঃ ॥৯১॥

তথৈবমথাহমংশভাগেনেত্যাদাবপ্যেবং ব্যাখ্যেয়ম্। অংশানাং

পরমাত্মাই মহৎ-শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। কিংবা, মহান্ত যে পুরুষাদি অংশ, তৎসমুদয়যুক্ত হইয়া অবির্ভূত, এই জন্য তিনি মহদংশযুক্ত। বিষ্ণু-সহস্রনাম-স্তোত্রের "লোকনাথং মহদ্ভূতং" এস্থলে যেমন আপনার মহৎ-স্বরূপের অব্যভিচার প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্রূপ মহদংশযুক্ত-শব্দদ্বারা শ্রীকৃষ্ণে নিজ অংশ-সমূহ সম্মিলিত হইলে নিজ স্বরূপের কোন ব্যতিক্রম ঘটেনা, তাহা দেখান হইল। (১) অথবা মহৎ-অংশি-সকলের সহিত এবং অংশসকলের সহিত মিলিত—মহদংশযুক্ত, এই অর্থও করা যায়। ॥৯১॥

উক্ত শ্লোকের "মহদংশযুক্ত"-পদের যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, বক্ষ্যমাণ শ্লোকেরও তদ্রূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে তর্থাৎ মহদংশযুক্ত-পদে যেমন শ্রীকৃষ্ণে নিখিল অংশাবতারের প্রবেশ বুঝায়, তদ্রূপ "অংশভাগেন"-শব্দদ্বারাও তাঁহাতে তৎসমুদয়ের প্রবেশ বুঝিতে হইবে। সেই শ্লোক যথা—

অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে।
প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি ॥১০।২।৬॥

---

(১) মহদ্ভূত-শব্দের অর্থ পরম-কারণ। শ্রীহরি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও বৈকুণ্ঠাদি ধামের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ; আপনাদ্বারা আপনাতে আপনি তৎসমুদয়ের (ব্রহ্মাণ্ডসমূহের) সৃষ্টি, স্থিতি, বিলয় এবং (ধামসমুদয়ের) আবির্ভাব তিরোভাব ঘটাইতেছেন। তথাপি তদীয় স্বরূপের যেমন হ্রাস, বৃদ্ধি বা বিকৃতি ঘটে না, শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে অর্থাৎ পাঁচের সঙ্গে তিন যোগ করিলে আট হয়, আট হইতে তিন বাদ দিলে যেমন পাঁচ থাকে—তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণে অন্য অংশাবতার সকল মিলিত হইলে তাঁহার বৃদ্ধি, আর তাঁহারা চলিয়া গেলে হ্রাস হইবে, এইরূপ বলা যায় না। তিনি সতত নিরতিশয়-পূর্ণ। তিনি পরিমিত নরাকার-বিগ্রহে বিভু সর্ব্বাশ্রয়। সুতরাং কখনও কোন প্রকারেই তাঁহার হ্রাস, বৃদ্ধি বা বিকৃতির সম্ভাবনা নাই।

ভাগো ভজনং প্রবেশো যত্র তেন পরিপূর্ণরূপেণ। অংশানাং ভজনেন লক্ষিতো বা প্রাপ্স্যামীতি প্রকটলীলাভিপ্রায়েণ ভবিষ্যন্নির্দেশঃ। অতএব তদবতারসময়ে যুগাবতারশ্চ স এবেত্যভিপ্রেত্যাহ—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥৯২॥

অস্য তব পুত্রস্য প্রতিযুগং তনূঃ প্রকটয়তো যদ্যপি শুক্লাদয়স্ত্রয়োঽপ্যন্যে বর্ণা আসন্ তথাপি ইদানীমস্য প্রাদুর্ভাববতি অস্মিন্

যোগমায়ার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আদেশ—"আমি অংশভাগে পূর্ণরূপে দেবকীর পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইব, তুমি নন্দ-পত্নী যশোদার গর্ভে আবির্ভূত হইও।"

উক্ত শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করা উচিত:—অংশসমূহের ভাগ—ভজন—প্রবেশ যাহাতে, তাদৃশ পরিপূর্ণরূপে। কিংবা, অংশসমূহের ভজনদ্বারা যিনি লক্ষিত হয়েন, তিনি অংশভাগ অর্থাৎ অংশাবতারসমূহের ভজন হইতে অংশী শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় লাভ হয়। যেমন, অংশ শ্রীনৃসিংহদেবকে একান্তভাবে ভজন করিয়া শ্রীধরস্বামিচরণ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বে সুবিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন।

উক্ত শ্লোকে "প্রাপ্স্যামি" ক্রিয়া-প্রয়োগ হইতে বোধ হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে দেবকীর পুত্র ছিলেন না, এবার দেবকীর পুত্র হইবেন, তাহা নহে; তিনি নিত্যই দেবকীনন্দন (কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় ইত্যাদি শ্রুতি-প্রমাণদ্বারা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে)। এ স্থলে প্রকট-লীলাভিপ্রায়ে ক্রিয়ার ভবিষ্যৎ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণে নিখিল অবতারের প্রবেশহেতু, তাঁহার অবতার-সময়ে তিনিই যুগাবতার হইয়া থাকেন। এই জন্য নামকরণ-প্রসঙ্গে শ্রীব্রজরাজের প্রতি শ্রীগর্গাচার্য্যের উক্তি—

"তোমার এই পুত্র প্রতিযুগে শরীর পরিগ্রহ করেন। ইঁহার শুক্ল, রক্ত, এবং পীত এই তিন বর্ণ হইয়াছিল, অধুনা কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন; অতএব 'শ্রীকৃষ্ণ' ইঁহার এক নাম।" ॥৯২॥

প্রতি যুগে তনুপ্রকটনকারী তোমার পুত্রের যদিও অন্য শুক্লাদি বর্ণ

দ্বাপরে তু স শুক্লো যুগাবতারস্তথা রক্তঃ পীতোঽপি এতদপ্যুপলক্ষণম্ অন্য দ্বাপরযুগাবতারঃ শুক্লপক্ষবর্ণোঽপি কৃষ্ণতামেব গত এতস্মিন্নন্তর্ভূত ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ কৃষ্ণীকর্ত্তৃত্বাৎ স্বয়ং কৃষ্ণত্বাৎ সর্ব্বাকর্ষকত্বাচ্চ কৃষ্ণ ইত্যেকমস্য নামেতি প্রাকরণিকোঽপ্যর্থঃ শ্রেয়ান্। তথাচ শ্রীকরভাজনেন যুগাবতারোপাসনায়ামুক্তম্। দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ। শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ। তং তদা পুরুষং মর্ত্ত্যা মহারাজোপলক্ষণম্। যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ। নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ। প্রদ্যুম্নায়া-

---

রহিয়াছে, তথাপি ইদানীং ইঁহার প্রদুর্ভাববিশিষ্ট দ্বাপরে (১) কিন্তু সেই শুক্ল যুগাবতার (সত্য), তথা রক্তবর্ণ (ত্রেতা) ও পীতবর্ণ (কলি) এবং ইঁহাদের উপলক্ষণে অন্য (২) দ্বাপর যুগের শুকপক্ষবর্ণ অবতারও কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ ইঁহার অন্তর্ভূত হইয়াছেন। যাঁহারা স্বরূপতঃ কৃষ্ণবর্ণ নহেন, তাঁহাদিগকেও কৃষ্ণবর্ণ করিয়াছেন এবং স্বয়ং কৃষ্ণও সর্ব্বাকর্ষকহেতু "কৃষ্ণ" ইঁহার এক নাম, ইহা প্রকরণের নির্গলিতার্থ।

শ্রীগর্গাচার্য্যের ন্যায় শ্রীকরভাজন-যোগীন্দ্রও কৃষ্ণকে দ্বাপর-যুগাবতাররূপে নির্দ্দেশ করিয়া ইহা বলিয়াছেন—"দ্বাপর যুগে ভগবান্ অতসীকুসুমবৎ শ্যামবর্ণ, পীতবর্ণ-বসন-পরিহিত, চক্রাদি-আয়ুধধারী, শ্রীবৎস ও করচরণাদিগত পদ্মাদি চিহ্নে চিহ্নিত এবং কৌস্তুভ-প্রভৃতি বিভূষিত হইয়া অবতীর্ণ হয়েন।"

"হে নৃপ! তখন ঈশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞানেচ্ছু মাননবগণ বেদ ও তন্ত্রোক্ত পদ্ধতি-অনুসারে ছত্রচামরাদিদ্বারা মহারাজোপলক্ষণ পুরুষকে পূজা করিয়া থাকেন।"

---

(১) সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি—চারি যুগে এক দিব্যযুগ। ৭১ দিব্যযুগে এক মন্বন্তর, ১৪ মন্বন্তরে ব্রহ্মার দিবা এবং তৎপরিমিত রাত্রি। সপ্তম মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন। ব্রহ্মার অহোরাত্র মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ একবার আবির্ভূত হয়েন।

(২) যে যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েন না, সেই সেই দ্বাপরে শুকপক্ষবর্ণ যুগাবতার আবির্ভূত হয়েন।

নিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ॥ ইতি॥ অত্র শ্রীকৃষ্ণত্বে লিঙ্গং মহারাজোপলক্ষণমিতি বাসুদেবেত্যাদি চ শ্রীহরিবংশোক্তরাজরাজাভিষেকাৎ দ্বারকায়াং চতুর্ব্যূহত্বপ্রসিদ্ধেঃ॥১০॥৮॥ গর্গঃ শ্রীনন্দম্॥৯২॥

তদেবং শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ং ভগবত্ত্বে সুষ্ঠু নির্দ্ধারিতে নিত্যমেব তদ্রূপত্বেনাবস্থিতিরপি স্বয়মেব সিদ্ধা। তথাপি মন্দধিয়াং ভ্রান্তিহানার্থমিদং বিব্রিয়তে। তত্র তাবদারাধনাবাক্যেনৈব সা সিদ্ধ্যতি।

"বাসুদেবকে নমস্কার, সঙ্কর্ষণকে নমস্কার, ভগবান প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে নমস্কার ইত্যাদি বলিয়া দ্বাপর-যুগের লোকেরা জগদীশ্বরকে স্তব করেন। ১১।৫।২৫—২৬।

শ্রীকরভাজনোক্ত শ্লোকসমূহে শ্রীকৃষ্ণই যে দ্বাপরের উপাস্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন, তাহার প্রমাণ "মহারাজোপলক্ষণ" এই পদ এবং বাসুদেব ইত্যাদি পদ্য। শ্রীকৃষ্ণের মহারাজোচিত অভিষেকের কথা হরিবংশে (১) বর্ণিত আছে, আর ১১।৫।২৬ শ্লোকোক্ত-বাসুদেবাদি দ্বারকা-চতুর্ব্যূহ, ইহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ॥৯২॥

শ্রীকৃষ্ণরূপে নিত্যস্থিতি।

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তা সুচারুরূপে নির্ণীত হইল বলিয়া সতত তদ্রূপে (শ্রীকৃষ্ণরূপে) অবস্থান, স্বয়ং—বিনাবিচারেই নিষ্পন্ন হইতেছে; তথাপি মন্দবুদ্ধিগণের ভ্রান্তিনিরসনের জন্য এ বিষয়ে বিচার উপস্থিত করা যাইতেছে। এ সম্বন্ধে অধিক প্রমাণ উত্থাপন করা নিষ্প্রয়োজন, আরাধনা-বাক্যসমূহদ্বারাই তাহা (শ্রীকৃষ্ণরূপে নিত্যস্থিতি) সিদ্ধ হইতেছে। যদি শ্রীকৃষ্ণরূপে নিত্যস্থিতি-সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিত, তবে শাস্ত্র তদীয় আরাধনার উপদেশ দান করিতেন না।

---

(১) হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বের ৫০ অধ্যায়ে এই অভিষেকের বিষয় বর্ণিত আছে। শ্রীরুক্মিণীর স্বয়ংবরোপলক্ষে কুণ্ডিন-নগরে গমনসময়ে শ্রীকৃষ্ণ বিদর্ভ-নগরে উপস্থিত হইলে, সেই নগরের অধিপতি ক্রথ-কৈষিক-নামক ভ্রাতৃযুগল, বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিত দেবরাজ-প্রেরিত সিংহাসনে তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া মহারাজোচিত অভিষেক করেন।

আরাধ্যস্যাভাবে আরাধনানোদনায়া বিপ্রলিপ্সাজন্যত্বাপত্তেঃ। তচ্চ পরমাপ্তে শাস্ত্রে ন সম্ভবতি। সম্ভবে চ পুরুষার্থাভাবাৎ শাস্ত্রানর্থক্যম্। আরোপশ্চ পরিচ্ছিন্নগুণরূপ এব বস্তুনি কল্প্যতে নানন্তগুণ-

---

আরাধ্যের অভাবে আরাধনার প্রবৃত্তি দান করিলে বিপ্রলিপ্সা (১)-দোষ উপস্থিত হয়। শাস্ত্র পরম বিশ্বস্ত, তাহাতে এই দোষের সম্ভাবনা হইতে পারে না। আর যদি তাহা সম্ভবও হয়, তবে পুরুষার্থ-বস্তুর অভাবে শাস্ত্রের আনর্থক্য উপস্থিত হয়। লোকের অগোচর যথার্থ পুরুষার্থ-বস্তুর নির্দ্দেশ ও তৎপ্রাপ্তির উপায়-কীর্ত্তনে শাস্ত্রের সার্থকতা আছে। যে বস্তু নাই, তাহার প্রাপ্তির উপায় কীর্ত্তন করিলে কি ফল হইবে?

অতঃপর মায়াবাদিগণের মত খণ্ডন করিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যত্ব দেখান হইতেছে। কাহারও কাহারও মতে "শ্রীকৃষ্ণ" বলিয়া পরমার্থভূত কোন বস্তু নাই। সগুণ-উপাসকের জন্য ব্রহ্মে ঐ রূপের আরোপ করা হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম। পরিচ্ছিন্ন-সীমাবদ্ধ গুণরূপবিশিষ্ট বস্তুতে আরোপ কল্পিত হইতে পারে, অনন্তগুণরূপ-বিশিষ্ট বস্তুতে তাহা অসম্ভব। 'বালকটী যেন সিংহ' এ স্থলে বালকটী সাকার-সসীম বলিয়া তাহাতে সিংহত্বের আরোপ করা হইতেছে, নিরাকার-অসীম হইলে তাহা কখনও সম্ভবপর হইত না। যাহার গুণকর্ম্মাদি বোধগম্য হয়, তাহার গুণ-কর্ম্মের অন্যত্র সাদৃশ্য-সম্ভাবনা আছে বলিয়া তাহাতে আরোপ করা যাইতে পারে। অসীম নিরবয়ব বস্তু বুদ্ধির অগম্য, তাহার তুল্য অপর বস্তু থাকিতেও পারে না, এই জন্য তাহাতে আরোপ অসম্ভব। সিংহের পরাক্রমের সহিত বালকের পরাক্রমের সাদৃশ্য

---

(১) ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই চারিটী জ্ঞাতৃগত দোষ তাহাদের বাক্যে সঞ্চারিত হয়। অবস্তুতে বস্তুবুদ্ধি—ভ্রম। যথা—শুক্তিতে রজত-জ্ঞান। অন্যমনস্কতা—প্রমাদ, যদ্দ্বারা নিকটে গীয়মান গান শুনা হয় না। বঞ্চনেচ্ছার নাম বিপ্রলিপ্সা। যথা—নিজ জ্ঞাত অর্থ শিষ্যের নিকট প্রকাশ না করা। ইন্দ্রিয়মান্দ্য—করণাপাটব, যে কারণে মনোভিনিবেশ দ্বারাও বস্তু-পরিচয় লাভ হয় না।

রূপে। শ্রীস্বামিচরণৈরপীদমেব পুষ্টমেকাদশসমাপ্তৌ ধারণাধ্যান-মঙ্গলমিত্যত্র ধারণায়া ধ্যানস্য চ মঙ্গলং শোভনং বিষয়ম্ ইতরথা তয়োর্নির্বিষয়ত্বং, দৃশ্যতে চান্যাপ্যুপাসকানাং সাক্ষাৎকারস্তৎফল-

---

আছে বলিয়াই "বালকটী যেমন সিংহ" এইরূপ বলা হইয়াছে। বালক-সদৃশ কোন বস্তু যদি না থাকিত, তবে তাহাতে আরোপ সম্ভবপর হইত না। তদ্রূপ ব্রহ্ম নিরবয়ব ও অসীম বলিয়া তাহাতে আরোপ অসম্ভব।

কেবল শাস্ত্র-বচন অবলম্বন করিয়া পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করা যায়, তাহা সমধিক আদরণীয় হয় না; কারণ, তাহাতে নানা মত-ভেদের সম্ভাবনা আছে; মহদনুভব প্রমাণদ্বারা সমর্থিত হইলে তাহা পরমাদরে গৃহীত হয়। এই জন্য শ্রীধরস্বামিচরণ প্রভৃতি মহানুভব-গণের অনুভব-প্রমাণদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-রূপে নিত্যস্থিতি-সিদ্ধান্ত দৃঢ়মূল করিতেছেন।

লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলং।
যোগধারণয়াগ্নেয্যাহদগ্ধ্বাধাম বিশৎ স্বকম্॥ ১১।৩১।৫

শ্রীশুকদেব বলিলেন—"যোগিগণ আগ্নেয়ী-যোগধারণায় নিজ দেহ দগ্ধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ, লোকাভিরাম ধারণা-ধ্যানের মঙ্গল-স্বরূপ নিজ তনু, দগ্ধ না করিয়া নিজ ধামে প্রবেশ করিয়াছিলেন"।

এই শ্লোকের শ্রীধরস্বামিচরণ কৃত ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই:—যোগিগণের মত শ্রীকৃষ্ণের স্বচ্ছন্দ-মৃত্যু নিষেধ করিতেছেন। ইহার অর্থ—যোগিগণের মৃত্যু ইচ্ছাধীন, তাঁহারা আগ্নেয়ী-যোগ-ধারণাদ্বারা নিজ তনু দগ্ধ করিয়া লোকান্তরে প্রবেশ করেন, কিন্তু শ্রীভগবান তাহা করেন না; তিনি দগ্ধ না করিয়া নিজ তনু-সহিত বৈকুণ্ঠ-নামক নিজ ধামে প্রবেশ করেন। তাহার কারণ, লোক-সকলের অভিরাম অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে সেই তনুতে লোক-সকলের স্থিতি। সুতরাং তাহা জগতের আশ্রয়; তাহা দগ্ধ হইলে জগদ্দাহ-প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ-রূপই ধারণাধ্যানের মঙ্গল অর্থাৎ শোভন—সুন্দর বিষয়। এই রূপের নিত্যত্ব অস্বীকার করিলে, ধারণা ও ধ্যান—উভয়ের নির্ব্বিষয়তা-আপত্তি হয়। সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথ নিজ পর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সর্ব্বকারণের কারণ সেই শ্রীকৃষ্ণরূপ যদি না থাকে, তবে কোন বস্তুতে চিন্তা ধারণা করিবে? অধিক

প্রাপ্তিশ্চেতি ভাবঃ। শ্রূয়তে চৈবং পঞ্চমে নবসু বর্ষেষু তত্তদবতারোপাসনাদি। যথোক্তম্—নবস্বপি বর্ষেষু ভগবান্নারায়ণো মহা-

বিচারে প্রয়োজন কি? অদ্যাপি দেখা যায়, উপাসকগণ শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করেন এবং দর্শনের যে ফল (১) তাহা প্রাপ্ত হয়েন। ধারণা ও ধ্যানের অবলম্বন স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণরূপ, উপাসকের প্রত্যক্ষ গোচর হয়েন বলিয়া তাহা ধারণা ও ধ্যানের সুন্দর বিষয়, ইহাই এস্থলের তাৎপর্য্য। (২)

(১) ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের ফল—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥

হৃদয়ে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হইলে হৃদয়-গ্রন্থির ভেদ, সর্ব্বসংশয়ের ছেদ এবং নিখিল কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

(২) মনোহর-রূপ-গুণবিশিষ্ট বস্তুতে মন স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণে রূপ-গুণের উৎকর্ষের পরাবধি। কেবল তাহা নহে, শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের অসাধারণ-ধর্ম্মবিশেষ-রূপে (অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায়) সর্ব্বাকর্ষণ-সামর্থ্য বিদ্যমান আছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণ-নামের ব্যুৎপত্তিদ্বারাই বুঝা যায়ঃ—

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥

আকর্ষণ আনন্দ-সত্তা—শ্রীকৃষ্ণ। একে শ্রীকৃষ্ণ রূপে গুণে অতুলন, তাহাতে আকর্ষণ করাই হইল তাঁহার স্বভাব; সেই আকর্ষণ আবার আনন্দদ্বারা। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-রূপে যদি একবার কাহারও চিত্ত ধৃত হয়, তবে চিত্ত তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিতে পারে না, পরমানন্দে তাহাতে আবিষ্ট হইয়া পড়ে। তখন ধ্যান—তৈল-ধারাবৎ অনবচ্ছিন্ন চিত্ত-সংযোগ আপনা হইতে সিদ্ধ হয়। ধ্যানের ফল অনুভব—অন্তর্বহিঃ শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার। তাহাতে ভিতরে বাহিরে আনন্দের প্রবল প্লাবন-কেবল মধুরং মধুরং। ব্রহ্ম-পরমাত্ম-স্বরূপের কথা ত দূরে, অন্য কোন ভগবৎ-স্বরূপেও এতাদৃশ চিত্তাকর্ষণ করিবার সামর্থ্য নাই, তাহা বেণ রাজার অমুক্তির কারণ-কথন উপলক্ষে পূর্ব্বে (৮০ পৃষ্ঠায়) বিবৃত হইয়াছে। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ-রূপকে ধারণাধ্যানের শোভন—পরম সুন্দর বিষয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

পুরুষঃ পুরুষাণাং তদনুগ্রহায়াত্মতত্ত্বব্যূহেনাত্মনাদ্যাপি সন্নিধীয়তে ইতি। সন্নিধানঞ্চেদং সাক্ষাদ্রূপেণ শ্রীপ্রদ্যুম্নাদৌ গতিবিলাসাদে-র্বর্ণিতত্বাৎ। তত্র চাত্মনা স্বয়মেবেত্যুক্তম্। তথা নিত্যত্বে এব শাল-গ্রামশিলাদিষু নরসিংহত্বাদিভেদশ্চ সংগচ্ছতে। তত্তদবতারসান্নিধ্যা-দেব হি তত্তদ্ভেদঃ। তথা শ্রীকৃষ্ণমধিকৃত্যাপি গীতং শ্রীকৃষ্ণসহস্রনাম-প্রারম্ভে শ্রীবিষ্ণুধর্মোত্তরে—তস্য হৃষ্টাশয়ঃ স্তুত্যা বিষ্ণুর্গোপাঙ্গনা-

অতঃপর কৈমুত্যন্যায়ে শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যত্ব-প্রদর্শন জন্য অপর শ্রীভগবৎ-স্বরূপ-সমূহের নিত্যস্থিতি ও উপাসকের সাক্ষাৎ-প্রাপ্তির প্রসঙ্গ উপস্থিত করিতেছেন।

সমস্ত অবতারের নিত্য প্রাকট্য-প্রদর্শন জন্য ৫ম স্কন্ধ ১৭শ অধ্যায় ১৫শ শ্লোকে উক্ত আছে—"অগ্নীধ্র-পুত্র নাভি, কিংপুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক্, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমালের নামানুসারে জম্বুদ্বীপ নয়টী বর্ষে বিভক্ত। এই নয় বর্ষে মহাপুরুষ ভগবান্ নারায়ণ পুরুষদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত আত্ম-তত্ত্ব-ব্যূহে সাক্ষাৎ নিজ মূর্ত্তিসমূহ দ্বারা তাঁহাদের সন্নিহিত হইয়া থাকেন।"

এই সন্নিধান সাক্ষাৎরূপে,—প্রতিমাদিরূপে নহে; কারণ, ঐ সকল বর্ষে বিরাজমান শ্রীপ্রদ্যুম্ন-প্রভৃতির যে গতি-বিলাসাদি বর্ণিত হইয়াছে, সাক্ষাৎ-রূপেই তাহা সম্ভব, প্রতিমারূপে নহে। ঐ শ্লোকোক্ত "আত্মনা"-পদের বিন্যাস করিয়া স্বয়ংই যে সন্নিহিত হয়েন, তাহা উক্ত হইল।

শ্রীভগবদাবির্ভাব-সমূহের নিত্যত্ব স্বীকার করিলেই শালগ্রাম-শিলাদিতে নরসিংহত্ব-প্রভৃতি ভেদের সঙ্গতি হইতে পারে; নরসিংহ-প্রভৃতি বিভিন্ন অবতারের সান্নিধ্যবশতঃ শালগ্রাম-শিলার নরসিংহাদি-সংজ্ঞা ভেদ হয় অর্থাৎ যে শিলাতে নরসিংহদেবের সন্নিধান, তাঁহার নাম নরসিংহচক্র, যাহাতে শ্রীমধুসূদনের সন্নিধান, তাঁহার নাম মধুসূদন ইত্যাদি।

উক্ত পঞ্চম-স্কন্ধ-বচনে যেমন ভগবদাবির্ভাব-সমূহের নিত্যত্ব বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীকৃষ্ণ-সহস্রনাম-প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে তদ্রূপ বর্ণনা দেখা যায়—"তাহার স্তুতিতে আনন্দিত হইয়া গোপাঙ্গনাবৃত বিষ্ণু,

বৃতঃ। তাপিঞ্ছশ্যামলং রূপং পিঞ্ছোত্তংসমদর্শয়দিতি। অগ্রে চ তদ্বাক্যম্—মামবেহি মহাভাগ কৃষ্ণং কৃত্যবিদাম্বর। পুরুস্কৃতোঽস্মি ত্বদ্ভক্ত্যা পূর্ণাঃ সন্তু মনোরথা ইতি। তথা পাদ্মে নির্ম্মাণখণ্ডে পশ্য ত্বং দর্শয়িষ্যামি স্বরূপং বেদগোপিতমিতি শ্রীভগবদ্বাক্যানন্তরং, ব্রহ্মবাক্যম্—ততোঽপশ্যমহং ভূপ বালং কালাম্বুদপ্রভম্। গোপকন্যাবৃতং গোপং হসন্তং গোপবালকৈঃ। কদম্বমূল আসীনং পীতবাসসমদ্ভুতম্। বনং বৃন্দাবনং নাম নবপল্লবমণ্ডিতমিত্যাদি। ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরজপ-প্রসঙ্গে—অহর্নিশং জপেদ্যস্তু মন্ত্রী নিয়তমানসঃ। স পশ্যতি ন সন্দেহো গোপবেশধরং হরিম্। ইতি। গৌতমীয়ে চ সদাচারপ্রসঙ্গে—অহর্নিশং জপেন্মন্ত্রং মন্ত্রী নিয়তমানসঃ। স পশ্যতি ন সন্দেহো গোপবেশধরং হরিমিতি।

শিখিপুচ্ছ-চূড়ালঙ্কৃত তমাল-শ্যামলরূপ সম্যক্ দর্শন করাইয়াছিলেন।" এই শ্লোকের অগ্রে শ্রীকৃষ্ণোক্তি—"হে মহাভাগ! কর্ত্তব্যাভিজ্ঞশ্রেষ্ঠ! আমি কৃষ্ণ, আমাকে অবগত হও। তোমার ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া অগ্রে উপস্থিত হইয়াছি। তোমার মনোরথসকল পূর্ণ হউক।" পদ্মপুরাণের নির্ম্মাণখণ্ডে সেইরূপ বর্ণনা দেখা যায়—"তোমাকে বেদ-গোপ্যস্বরূপ দেখাইতেছি।" এই ভগবদ্-বাক্যের পর ব্রহ্মার বাক্য—"হে ভূপ! তদনন্তর কাল-মেঘের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট অদ্ভুত বালককে দেখিলাম। তিনি পীতবসন-পরিহিত, গোপবেশ, কদম্বমূলে উপবিষ্ট, গোপকন্যাবৃত, গোপবালকগণ-সহ হাস্যপরায়ণ। আর, নবপল্লব-মণ্ডিত বৃন্দাবন-নামক বন দেখিলাম।" ইত্যাদি। ত্রৈলোক্য-সম্মোহনতন্ত্রে শ্রীমদষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র জপ-প্রসঙ্গে—"মন্ত্রে দীক্ষিত যে ব্যক্তি সংযতচিত্ত হইয়া অহর্নিশ জপ করেন, তিনি গোপবেশধর হরিকে দর্শন করেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

গৌতমীয়-তন্ত্রে সদাচার-প্রসঙ্গে—"মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি সংযতচিত্ত হইয়া অহর্নিশ মন্ত্র জপ করিবে; যিনি এইরূপ জপ করেন, তিনি গোপবেশধর হরিকে দর্শন করেন, তাহাতে কোন সংশয় নাই।"

শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিশ্চৈবম্—তদুহোবাচ ব্রহ্মণোঽসাবনবরতং মে ধ্যাতঃ স্তুতঃ পরার্দ্ধান্তে সোঽবুধ্যত গোপবেশো মে পুরস্তাদাবির্ব্বভূবেতি। সিদ্ধনির্দ্দেশোঽপি শ্রূয়তে যথা—বন্দে বৃন্দাবনাসীনমিন্দিরানন্দমন্দিরমিতি বৃহন্নারদীয়ারম্ভে মঙ্গলাচরণম্। দ্বারকায়াঃ সমুদ্ভূতং সান্নিধ্যং কেশবস্য চ। রুক্মিণীসহিতঃ কৃষ্ণো নিত্যং নিবসতে গৃহে॥ ইতি স্কান্দে দ্বারকামাহাত্ম্যে বলিং প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদ-

---

শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে—সনকাদি মুনিগণ পঞ্চপদাত্মক (শ্রীমদষ্টাদশাক্ষর) মন্ত্রের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মা কহিলেন—'পুত্রগণ, তোমাদের সম্মুখে যে আমাকে দেখিতেছ, এই আমি পূর্ব্বে পরার্দ্ধকাল ধ্যান ও স্তব করিলে সেই শ্রীগোপাল আমার বিষয় অবধান করিয়াছিলেন; পরার্দ্ধান্তে, গোপবেশধর পুরুষ আমার অগ্রে আবির্ভূত হয়েন।" তাপনী, পূর্ব্ববিভাগ ২৭শ শ্রুতি।

এই সকল বচন হইতে সাধনফলে সকল সময়ে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের কথা জানা গেল। অতঃপর সিদ্ধ-নির্দ্দেশ (১) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপে নিত্যস্থিতি বিষয়ে যে সকল শাস্ত্রীয় বচন শ্রবণ করা যায়, তৎসমুদয় দেখান যাইতেছে। যথা,—বৃহন্নারদীয়ারম্ভে মঙ্গলাচরণ "বৃন্দাবনে স্থিত ইন্দিরার আনন্দমন্দির শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি।"

স্কন্দ পুরাণের দ্বারকা-মাহাত্ম্যে বলির প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের বাক্য—"দ্বারকায় কেশবের সান্নিধ্য সমুৎপন্ন হয়। তথায় কৃষ্ণ রুক্মিণীর সহিত সর্ব্বদা গৃহে অবস্থান করেন।"

---

(১) সাধনফলে আবির্ভাবের কথা বলিয়া পুনঃ সিদ্ধ-নির্দ্দেশ করিবার তাৎপর্য্য এই:—যদি সিদ্ধ-নির্দ্দেশ করা না হয়, তবে মায়াবাদিগণ শ্রীকৃষ্ণরূপের অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিবার অবকাশপ্রাপ্ত হইবেন;—তাঁহারা বলিবেন, ইহা আর বেশী কি? এক নির্ব্বিশেষ তুরীয় ব্রহ্ম সগুণ-উপাসকের নিমিত্ত সত্ত্বগুণোপহিত হইয়া রাম-কৃষ্ণাদিরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, ঈদৃশ আবির্ভাব সর্ব্বকালেই সম্ভব। যদি শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্য-সিদ্ধরূপে স্থিতি প্রমাণ করা না যায়, তবে তাঁহাকে নির্গুণ ব্রহ্মের গুণোপহিত সাময়িক আবির্ভাব বলিয়া মায়াবাদিগণ তর্ক তুলিবার অবকাশপ্রাপ্ত হইবে।

বাক্যম্। ব্রতিনঃ কার্ত্তিকে মাসি স্নাতস্য বিধিবন্মম। গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং রাধয়া সহিতো হরে॥ ইতি পাদ্মকার্ত্তিকমাহাত্ম্যে তৎ-প্রাতঃস্নানার্ঘ্যমন্ত্রঃ। এবঞ্চ শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরাদয়ো মন্ত্রাস্তত্তৎপরি-করাদিবিশিষ্টতয়ৈবারাধ্যত্বেন সিদ্ধনির্দ্দেশমেব কুর্ব্বন্তি। তদাবরণা-দিপূজামন্ত্রাশ্চ। কিং বহুনা কর্ম্মবিপাকপ্রায়শ্চিত্তশাস্ত্রেঽপি তথা শ্রূয়তে। যদাহ বৌধায়নঃ—হোমস্তু পূর্ব্ববৎ কার্য্যো গোবিন্দপ্রীতয়ে ততঃ। ইত্যাদ্যনন্তরং, গোবিন্দ গোপীজনবল্লভেশ কংসাসুরঘ্ন ত্রিদশেন্দ্রবন্দ্য। গোদানতৃপ্তঃ কুরু মে দয়ালো অর্শোবিনাশং ক্ষপি-

---

পদ্মপুরাণের কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে কার্ত্তিকীয় প্রাতঃস্নানার্ঘ্য মন্ত্র—"হে হরে! আমি নিয়মপূর্ব্বক যথাবিধি স্নান করিতেছি। রাধা-সহিত তুমি আমার প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ কর।"

এই প্রকার শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরাদি-মন্ত্রসমূহ সেই সেই মন্ত্রের ধ্যান নির্দ্দিষ্ট-পরিকরগণের সহিত আরাধ্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের সিদ্ধ নির্দ্দেশ করেন। তদীয় আবরণ দেবগণের পূজামন্ত্রও তদ্রূপ সিদ্ধ নির্দ্দেশ করিতেছে; (১) শ্রীকৃষ্ণো-পাসনা-শাস্ত্রে এইরূপ বহু বাক্য দেখা যায়। অধিক বিচারে প্রয়োজন কি? কর্ম্মবিপাক-প্রায়শ্চিত্ত-শাস্ত্রেও শ্রীকৃষ্ণরূপে নিত্যস্থিতির বিবরণ পাওয়া যায়। যেহেতু বৌধায়নের উক্তিতে দেখা যায়—"তদনন্তর গোবিন্দ-প্রীতি-নিমিত্ত পূর্ব্ববৎ হোমানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য," ইত্যাদি বাক্যের পর—হে গোবিন্দ! হে গোপীজন-বল্লভ! হে ঈশ! হে কংসাসুরঘ্ন! হে ত্রিদশেন্দ্রবন্দ্য! হে দয়ালো! তুমি গো-দানদ্বারা তৃপ্ত হও এবং অরিবর্গ-বিনাশকারী তুমি অর্শ-রোগ বিনাশ কর।"

---

(১) ধ্যানসমূহে গোপ, গোপী, গো, গবী, বৎসাদি সহিত শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের স্থিতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তদীয় পরিকরগণকেও পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রে পূজা করিবার শাস্ত্রবিধি দৃষ্ট হয়। যদি পরিকরগণের সহিত তিনি বর্ত্তমান না থাকেন, তবে উক্তবিধ পূজার ব্যবস্থা কোনরূপেই সমীচীন হয় না। এই জন্যও পূজাবিধি হইতে সপরিকরে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতি প্রমাণিত হইতেছে।

তারিবর্গ ইতি। অন্যত্র চ যথা—গোবিন্দ গোপীজনবল্লভেশ বিধ্বস্ত-কংস ত্রিদশেন্দ্রবন্দ্য। গোবর্দ্ধনাদিপ্রবরৈকহস্তসংরক্ষিতাশেষগব-প্রবীণ। গোনেত্রবেণুক্ষপণ প্রভূতমান্ধ্যং তথোগ্রং তিমিরং ক্ষিপা-শ্বিতি। স্পষ্টঞ্চ তথাত্বং শ্রীগোলতাপন্যাম্—গোবিন্দং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহং বৃন্দাবনসুরভূরুহতলাসীনং সততং সমরুদ্গণোঽহং তোষয়া-মীতি। অতএব পুরস্কৃতোঽস্মি ত্বদ্ভক্ত্যেত্যেবোক্তমিতি। অলঞ্চৈব-ম্বিধপ্রমাণসংগ্রহপ্রপঞ্চেন। যতশ্চিচ্ছক্ত্যেকব্যঞ্জিতানাং তৎপরিচ্ছদা-দীনামপি তথা নিত্যাবস্থিতিত্বেনাবির্ভাবতিরোভাবাবেব দ্বিতীয়-

---

বৌধায়ন-স্মৃতির অন্যত্রও এরূপ বচন দেখা যায়। যথা,—"হে গোবিন্দ! হে গোপীজন-বল্লভ! হে ঈশ! হে বিধ্বস্ত-কংস! (১) হে ত্রিদশেন্দ্রবন্দ্য! হে গোবর্দ্ধনাদ্রিপ্রবরৈকহস্ত! হে সংরক্ষিতাশেষ-গব-প্রবীণ! হে গোনেত্রবেণুক্ষপণ! প্রচুর অন্ধতা ও উগ্রতিমির-রোগ সত্বর বিনাশ কর।"

শ্রীকৃষ্ণরূপে নিত্যস্থিতির কথা গোপাল-তাপনী শ্রুতিতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। যথা,—ব্রহ্মার উক্তি—সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দ বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষমূলে বিরাজমান। তিনি পঞ্চপদাত্মক শ্রীমদষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রময়। আমি মরুদ্গণের সহিত উৎকৃষ্ট স্তুতিদ্বারা তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করি।" পূর্ব্বতাপনী ৩৫ শ্রুতি।

অতএব—ব্রহ্মার এইরূপ উপাসনাহেতু, শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য—"তোমার ভক্তিতে পরিতুষ্ট আমি তোমার অগ্রে উপস্থিত হইলাম।"

এই প্রকার প্রমাণ-সংগ্রহে আর প্রয়োজন কি? যে হেতু, একমাত্র চিচ্ছক্তিদ্বারা অভিব্যক্ত শ্রীভগবৎ-পরিচ্ছদাদিরও শ্রীভগবৎস্বরূপের ন্যায় নিত্য-স্থিতি এবং তজ্জন্য তৎসমূহের আবির্ভাব-তিরোভাব মাত্র ঘটে, সে সকল

---

(১) গোপীজন-বল্লভকে কংসাসুরান্তকরূপে উল্লেখ করায়, কংসবধের পর যে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। শ্রীপাদ গ্রন্থ-কার স্বয়ং পরে বিশেষ বিচার করিবেন।

সন্দর্ভে সাধিতৌ স্তঃ, সর্বথোৎপত্তিনাশৌ তু নিষিদ্ধৌ, ততস্তদবতারাণাং কিমুত স্বয়ং ভগবতো বা তস্য কিমুততরামিতি। যথা চ ব্যাখ্যাতং, জগৃহে পৌরুষং রূপমিত্যত্র তত্ত্ববাদগুরুভিঃ; ব্যক্ত্যপেক্ষয়া জগৃহে। তথা হি তন্ত্রভাগবতে—অহেয়মনুপাদেয়ং যদ্রূপং নিত্যমব্যয়ম্। স এবাপেক্ষ্যরূপাণাং ব্যক্তিমেব জনার্দ্দনঃ। অগৃহ্ণাদ্ব্যসৃজচ্চেতি রামকৃষ্ণাদিকাং তনুম্। পঠ্যতে ভগবানীশো মূঢ়বুদ্ধিব্যপেক্ষয়া। তমসা হ্যপগূঢ়স্য যত্তমঃপানমীশিতুঃ। এতৎ পুরুষরূপস্য গ্রহণং সমুদীর্য্যতে। কৃষ্ণরামাদিরূপাণাং লোকে ব্যক্তিব্যপেক্ষয়েতি। এবমেব প্রথমে দ্বাদশাধ্যায়ে বিধূয়েত্যাদি পদ্যে স্বামিভি-

---

সর্ব্বথা উৎপত্তি-বিনাশ-রহিত—দ্বিতীয় সন্দর্ভে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। সুতরাং ভগবদবতার-সমূহের নিত্য-স্থিতি-বিষয়ে যখন কিছু বিচার নিষ্প্রয়োজন, তখন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতি-বিষয়ে কি কোন সংশয় থাকিতে পারে?

শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যস্থিতি যদি নিশ্চিত হয়, তবে জন্মলীলা-বিস্তারের হেতু কি? শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া নিজ সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা সম্পাদন করিতেছেন। "জগৃহে পৌরুষং রূপং" ইত্যাদি শ্লোকের জগৃহে-পদের ব্যাখ্যায় তিনি (শ্রীমধ্বাচার্য্য) যে রূপ অর্থ করিয়াছেন-"লোকে অভিব্যক্তির অপেক্ষায় রূপ-গ্রহণ বলা হইয়াছে"; তদ্রূপ অর্থ নিজকৃত তন্ত্রভাগবতেও প্রকাশ করিয়াছেন; যথা—যে রূপ অহেয়, অনুপাদেয়, যাহা নিত্য এবং অব্যয়, তাহাই সমস্তরূপের অপেক্ষা অর্থাৎ আশ্রয়। অপেক্ষ্যরূপ-সমূহের অভিব্যক্তিই সেই জনার্দ্দন। ভগবান ঈশ্বর, রামকৃষ্ণ-প্রভৃতি তনু গ্রহণ ও বিসর্জ্জন করেন বলিয়া শাস্ত্রে যাহা পাঠকরা যায়, তাহা কেবল মূঢ়বুদ্ধি জনগণের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। তমোদ্বারা গুপ্ত অর্থাৎ যোগমায়ার আবরণ-প্রভাবে গুপ্তভাবে স্থিত ভগবানের যখন যেই আবরণ উন্মোচন করিবার ইচ্ছা হয়, তখন তাঁহার রামকৃষ্ণাদিরূপ লোকের নিকট প্রকটিত হয়েন; রূপের এই প্রাকট্যকে 'গ্রহণ' বলে। সেই গ্রহণ, লোকলোচনের অন্তরালে স্থিত রূপের লোকমধ্যে প্রকাশমাত্র; সৃষ্টি নহে।"

রপি ব্যাখ্যাতম্—যত্র দৃষ্টস্তত্রৈবান্তর্হিতঃ নত্বন্যত্র গতঃ। যতো বিভুঃ সর্বগত ইতি। তথা মধ্বভাষ্যপ্রমাণিতা শ্রুতিশ্চ—বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নোঽনিরুদ্ধোঽহং মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহো নরসিংহো বামনো রামো রামো রামঃ কৃষ্ণো বুদ্ধঃ কল্কিরহং শতধাহং সহস্রধাহমমিতোঽহমনন্তোঽহং নৈবৈতে জায়ন্তে নৈতে ম্রিয়ন্তে নৈষামজ্ঞানবন্ধো ন মুক্তিঃ সর্ব এব হ্যেতে পূর্ণা অজরা অমৃতাঃ পরমাঃ পরমানন্দা ইতি চতুর্বেদশিখায়াম্। তথাচ শ্রীনৃসিংহপুরাণে—যুগে যুগে

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণরূপের বিভুতা—সর্ব্বব্যাপকতা প্রদর্শন করিয়া সিদ্ধান্ত (শ্রীকৃষ্ণরূপে নিত্যস্থিতি) দৃঢ় করিতেছেন (১)। প্রথম স্কন্ধের দ্বাদশাধ্যায়ের বক্ষ্যমাণ শ্লোকের টীকায় শ্রীস্বামিপাদ তাহা (বিভুতা) প্রকাশ করিয়াছেন॥ শ্লোক যথা—

বিধূয় তদমেয়াত্মা ভগবান্ ধর্ম্মগুব্বিভুঃ।
মিষতোদশমাসস্য তত্রৈবান্তর্দ্দধে হরিঃ॥ ১।১২।১৫

উত্তরার গর্ভে ব্রহ্মাস্ত্র-তেজ হইতে পরীক্ষিৎকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া, "ভক্তবাৎসল্যরূপ ধর্ম্মের রক্ষক এবং সর্ব্বগত সেই ভগবান্ হরি পরিদর্শক-পরীক্ষিতের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন।"

এই শ্লোকের শ্রীস্বামি-টীকার মর্ম্ম—যে স্থানে পরীক্ষিৎকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিলেন, তথাই অন্তর্হিত হইলেন; অন্যত্র গমন করিয়া যে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, তাহা নহে। যেহেতু, তিনি বিভু অর্থাৎ সর্ব্বগত। সুতরাং আবির্ভাব জন্য তাঁহাকে অন্যস্থান হইতে আসিতে, আর তিরোধানের নিমিত্ত অন্যত্র গমন করিতে হয় না।

নিখিল ভগবৎ-স্বরূপের নিত্যত্ব-সম্বন্ধে আরও প্রমাণ পাওয়া যায়; মাধ্বভাষ্য-প্রমাণিত শ্রুতি যথা—"আমি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ,—আমি মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, বামন, নরসিংহ, পরশুরাম, রাম, বলরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কি,—আমি শত প্রকারে—সহস্র প্রকারে আবির্ভূত হই; এই সকল রূপের বৃদ্ধি নাই,

---

(১) সর্ব্বব্যাপক বস্তুর উৎপত্তি-বিনাশ অসম্ভব।

বিষ্ণুরনাদিমূর্ত্তিমাস্থায় বিশ্বং পরিপাতি দুষ্টহেতি। তথা চ নৃসিংহ-তাপন্যাং তদ্ভাষ্যকৃদ্ভির্ব্যাখ্যাতম্—এতন্নৃসিংহবিগ্রহং নিত্যমিতি। শ্রুতিশ্চ সেয়ম্—ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং নৃকেশরিবিগ্রহমিতি। এবঞ্চ ব্রাহ্ম্যপাদ্মোত্তরখণ্ডাদাবপি শ্রীমৎস্যদেবাদীনাঞ্চ পৃথক্ পৃথগ্ বৈকুণ্ঠাদিলোকাঃ শ্রূয়ন্তে। এবমেব জলেষু মাং রক্ষতু মৎস্যমূর্ত্তি-রিতি নারায়ণবর্ম্মাদ্যুক্তমপি সংগচ্ছতে। তস্মাৎ স্বয়ং ভগবতি শ্রীকৃষ্ণেঽপ্যন্যথা সম্ভাবনমনাদিপাপবিক্ষেপ এব হেতুঃ। তদেব-মভিপ্রেত্য তান্ দুর্বুদ্ধীনপি বোধয়িতুং তস্য স্বোপাস্যত্বং প্রতি-

---

জন্ম নাই, মরণ নাই; ইহাঁদের অজ্ঞান-বন্ধ নাই, মুক্তি নাই; ইহাঁরা সকলে পূর্ণ, অজর, অমৃত, পরম-পরমানন্দ-স্বরূপ"।—চতুর্ব্বেদ-শিখা।

শ্রীনৃসিংহ-পুরাণে—"দুষ্ট-বিনাশী বিষ্ণু, যুগে যুগে অনাদি-মূর্ত্তি প্রকট করিয়া বিশ্ব পরিপালন করেন।"

এইরূপ ব্যাখ্যা নৃসিংহ-তাপনীর ভাষ্যকারও করিয়াছেন—"এই নৃসিংহ-বিগ্রহ নিত্য।" যে শ্রুতির এই ব্যাখ্যা, সেই শ্রুতি এই—"নৃসিংহ-বিগ্রহ ঋত (সত্য,) সত্য (সমদর্শী,) পর (সর্ব্বোত্তম,) ব্রহ্ম (বিভু,) পুরুষ (পুরুষ-রত্ন)।"

এই প্রকার ব্রহ্মপুরাণে, পাদ্মোত্তরখণ্ড প্রভৃতিতে শ্রীমৎস্যদেব প্রভৃতির পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠাদি-লোকের কথা শুনা যায়।

মৎস্যাদি মূর্ত্তির নিত্যত্ব স্বীকারেই "জলমধ্যে মৎস্য-মূর্ত্তি আমায় রক্ষা করুন"—নারায়ণ-বর্ম্মাদির এই সকল উক্তির অর্থ-সঙ্গতি হয়। যদি মৎস্যদেব না থাকেন, তবে তিনি কি রূপে রক্ষা করিবেন?

যখন ভগবৎ-স্বরূপ মাত্রেরই নিত্যত্ব জানা যাইতেছে, তখন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যত্ব-বিষয়ে কোন সংশয়ই হইতে পারে না। তিনি সর্ব্বমূল—তাহার সত্তাতেই সকলের সত্তা। যদি কাহারও এ সম্বন্ধে অন্যরূপ (শ্রীকৃষ্ণ-রূপের অনিত্যতা) সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহার অনাদি-পাপবিক্ষেপই তাহার হেতু মনে করিতে হইবে। সেই অভিপ্রায়ে (অনাদিকাল-সঞ্চিত—

পাদয়ন্নাহ—পতির্গতিশ্চান্ধকবৃষ্ণিসাত্বতাং প্রসীদতাং মে ভগবান্ সতাং পতিরিতি ॥৯৩॥

স্পষ্টম্ ॥১০॥২৬॥ শ্রীশুকঃ ॥৯৩॥

তথা। দেবে বর্ষতি যজ্ঞবিপ্লবরুষেত্যাদৌ প্রীয়ান্ন ইন্দ্রো গবামিতি ॥৯৪॥

স্পষ্টম্ ॥১১॥২॥ শ্রীশুকঃ ॥৯৪॥

তথা। শ্রীকৃষ্ণকৃষ্ণসখবৃষ্ণ্যৃষভাবনীধ্রুগ্‌রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য্য গোবিন্দ গোদ্বিজসুরার্ত্তিহরাবতার যোগেশ্বরাখিলগুরো ভগবন্নমস্তে। গোবিন্দ গোপবনিতাব্রজভৃত্যগীত তীর্থশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গল পাহি ভৃত্যান্ ॥৯৫॥ স্পষ্টম্ ॥১১॥২॥ শ্রীসূতঃ ॥৯৫॥

পাপ-মলিন-চিত্ততা ঐরূপ সংশয়ের কারণ মনে করিয়া) তাদৃশ দুর্বুদ্ধিজনগণকেও বুঝাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে নিজ উপাস্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—"অন্ধক-বৃষ্ণি-সাত্বতগণের পতি এবং সদ্‌গণের পতি ভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।" ॥৯৩॥

তদ্রূপ অন্য শ্লোক—

ইন্দ্রযাগ হইতে ব্রজবাসিগণ নিবৃত্ত হইলেন, কুপিত ইন্দ্র ব্রজে প্রচুর বর্ষণ করেন ইত্যাদি বর্ণন করিয়া, শ্রীশুকদেব প্রার্থনা করিলেন—"গো-গণের ইন্দ্র (গোবিন্দ) আমাদিগের প্রতি প্রীত হইন।" ১০।২৬।১৫ ॥৯৪॥

"শ্রীকৃষ্ণ! হে অর্জ্জুন-সখ! হে বৃষ্ণি-বংশ-শ্রেষ্ঠ! হে পৃথিবীর বিঘ্নকারি-রাজন্য বংশের নাশক! হে অক্ষীণ-বীর্য্য! হে গোবিন্দ! গোপবনিতা-সমূহ এবং নারদাদি ঋষিগণ তোমার পবিত্র যশ গান করেন; তোমার নাম-শ্রবণে মঙ্গল হয়; তুমি নিজ ভৃত্যগণকে রক্ষা কর।" ১২।১১।২২

যে সময় শ্রীশুকদেব এই সকল প্রার্থনা করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ-লীলা অপ্রকট হইয়াছেন, অন্ধকাদির পতিরূপে শ্রীকৃষ্ণ তখন বিদ্যমান না থাকিলে তিনি এইরূপ প্রার্থনা করিতেন না। তিনি ত্রিকালদর্শী। তাঁহাতে ভ্রমাদি দোষের আশঙ্কা করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ-লীলা বর্ণন করিতে করিতে প্রেম-যোগে তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন বলিয়া ঐরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন ॥৯৫॥

অপি চ স্বয়মেব স্ববিগ্রহমেব লক্ষ্যীকৃত্যাহ। তদা বাং পরিতুষ্টোঽহমমুনা বপুষানঘে। তপসা শ্রদ্ধয়া নিত্যং ভক্ত্যা চ হৃদি ভাবিতঃ। প্রাদুরাসং বরদরাড্ যুবয়োঃ কামদিৎসয়া। ব্রিয়তাং বর ইত্যুক্তে মাদৃশো বাং বৃতঃ সুত ইত্যুপক্রম্য অদৃষ্ট্বান্যতমং লোকে শীলৌদার্য্যগুণৈঃ সমম্। অহং সুতো বামভবং পৃশ্নিগর্ভ ইতি শ্রুতঃ। তয়োর্বাং পুনরেবাহমদিত্যামাস কশ্যপাৎ। উপেন্দ্র ইতি বিখ্যাতো বামনত্বাচ্চ বামনঃ। তৃতীয়েঽস্মিন্ ভবেঽহং বৈ তেনৈব বপুষাথ বাম্। জাতো ভূয়স্তয়োরেব সত্যং মে ব্যাহৃতং সতি ॥৯৬॥

শ্রীকৃষ্ণরূপে নিত্যস্থিতি।

অপিচ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নিজ বিগ্রহ লক্ষ্য করিয়া শ্রীবসুদেব-দেবকীর প্রতি বলিয়াছেন,—"তখন তোমাদের তপস্যায় আমার পরিতোষ জন্মে। হে অনঘে! তপস্যা, শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে নিত্য তোমাদের হৃদয়ে চিন্তিত হইয়া অভীষ্ট বরদানার্থ বর-দাতাদিগের রাজা (১) আমি তোমাদের নিকট সেই মুহূর্ত্তেই প্রাদুর্ভূত হইয়া, 'বর প্রার্থনা কর'—এই বলিলে, তোমরা আমার সদৃশ পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলে।" এই উপক্রম করিয়া "শীল-ঔদার্য্য গুণে জগতে অন্য কাহাকেও তুল্য না দেখিয়া আমিই তোমাদের পুত্র হইয়াছিলাম। ঐ জন্মে আমি পৃশ্নি-গর্ভ-নামে বিখ্যাত ছিলাম। পুনর্ব্বার আমি তোমাদের পুত্র হই। সেই জন্মে কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে আমার জন্ম হইয়াছিল, তখন আমি উপেন্দ্র-নামে বিখ্যাত হই, কিন্তু খর্ব্বাকৃতি-হেতু লোকে আমাকে বামন বলিত। এই তৃতীয় জন্মে সেই স্বরূপেই পুনর্ব্বার তোমাদের পুত্র হইলাম। হে সতি! আমার বাক্য সত্য বলিয়া জানিও।" ১০।৩।৩১—৩৪ ॥৯৬॥

(১) শ্রীকৃষ্ণ একবার বর দান করিয়া শ্রীদেবকী-বাসুদেবের পুত্ররূপে যে বারংবার আবির্ভূত হইলেন, তাহার হেতু-নির্দ্দেশ করিতেছেন—আমি বর-দাতাদিগের রাজা অর্থাৎ যাহাকে একবার বরদান করি, তাহাকে প্রতিযুগেই বর দিয়া থাকি।

অমুনা শ্রীকৃষ্ণস্য মম প্রাদুর্ভাবসময়েঽত্র প্রকাশমানেনৈতেন শ্রীকৃষ্ণাখ্যেনৈব। তৃতীয় ইতি তেনৈব পূর্বং বরার্থং প্রাদুর্ভাবিতেনৈব। অতএব পৃশ্নিগর্ভাদিত্বে তেনৈব বপুষেত্যুক্তত্বান্নতু তদানীমধুনেব স্বয়মেব বভূব কিন্ত্বংশেনৈবেতি গম্যতে। পৃশ্নিগর্ভস্তু তে বুদ্ধিমাত্মানং ভগবান্ পর ইত্যত্রাপ্যেতদেব গীর্দেব্যা সূচিতমস্তি। অতএব তৃতীয় এব ভবে তৎসদৃশসুতপ্রাপ্তিলক্ষণবরস্য পরমপূর্ণত্বাপেক্ষয়া তত্রৈব সত্যং মে ব্যাহৃতমিত্যুক্তং চতুর্ভুজঞ্চেদং রূপং শ্রীকৃষ্ণ

"অমুনা বপুষা—এই দেহদ্বারা" একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই—শ্রীকৃষ্ণ-আমার প্রাদুর্ভাব-সময়ে এস্থলে প্রকাশমান যে দেহ, সেই কৃষ্ণাখ্য-দেহেই সুতপা ও পৃশ্নির প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদের নিকট আবির্ভূত হই। আমার তৃতীয় জন্মে, পূর্ব্বে বরদানার্থ যে দেহে আবির্ভূত হইয়াছিলাম, সেই দেহেই তোমাদের পুত্র হইলাম। অতএব পৃশ্নিগর্ভ এবং উপেন্দ্রাবতার প্রসঙ্গে "তেনৈব বপুষা—সেই দেহেই" একথা না বলায় এবারই স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন, পূর্ব্ব দুই জন্মে (স্বয়ং) নহে,—কিন্তু সেই দুই জন্মে অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা বুঝা যাইতেছে।

পৃশ্নি-গর্ভ ভগবান্ যে অংশাবতার, তদ্বিষয়ে প্রমাণ দেখাইতেছেন—পূতনার বক্ষঃ হইতে আনীত শ্রীকৃষ্ণের রক্ষার্থ গোপীগণ যে মন্ত্র পাঠ করেন, তাহাতে উক্ত আছে—"পৃশ্নিগর্ভ তোমার বুদ্ধি এবং পর-ভগবান্ তোমার আত্মা রক্ষা করুন।" ১০।৬।১২

এস্থলেও বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী পৃশ্নিগর্ভের অংশত্ব এবং কৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তা সূচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মন্ত্রে অংশ-পৃশ্নি-গর্ভদ্বারা অংশ-বুদ্ধির এবং পূর্ণ ভগবান্ দ্বারা পূর্ণ-সত্তা আত্মার রক্ষার কথা উক্ত হইয়াছে। অতএব তৃতীয় জন্মেই তাঁহার (বরদানার্থাবির্ভূত শ্রীভগবানের) সদৃশ পুত্র-প্রাপ্তি-লক্ষণ বরের পরম পূর্ণতা হেতু, তৎপ্রসঙ্গে বলিলেন "আমার বাক্য সত্য।"

এস্থলে সংশয়—শ্রীদেবকী-বসুদেবের প্রতি যিনি উক্ত কথা বলিয়াছেন, তিনি ত চতুর্ভুজ ভগবান্; কৃষ্ণরূপের নিত্যত্ব প্রদর্শন করিতে যাইয়া তাঁহার কথা উত্থাপিত হইল কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—এই চতুর্ভুজরূপ শ্রীকৃষ্ণই

এব। কৃষ্ণাবতারোৎসবেত্যাদিভিস্তস্যাতান্তপ্রসিদ্ধেঃ ॥১০॥৩॥ শ্রীভগবান্ দেবকীদেবীম্ ॥৯৬॥

এবঞ্চ দেবক্যাং দেবরূপিণ্যামিত্যাদি ॥৯০॥

হয়েন, অন্য কেহ নহেন। কারণ, এইরূপকে শ্রীশুকদেব "কৃষ্ণাবতার" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

স বিস্ময়োৎফুল্লবিলোচনোহরিং সুতং
বিলোক্যানকদুন্দুভিস্তদা।
কৃষ্ণাবতারোৎসবসংভ্রমোহস্পৃশ
ন্মুদা দ্বিজেভ্যোহযুতাপ্লুতোগবাম্॥ ১০।৩।৯

"ভগবান শ্রীহরিকে অলৌকিকরূপে আবির্ভূত হইতে দেখিয়া সেই বসুদেবের নয়নদ্বয় বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়াছিল। কৃষ্ণাবতারোৎসবহেতু সম্ভ্রমে আনন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া তিনি ব্রাহ্মণগণকে অযুতগোদান-মানসে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।" (১) ॥৯৬॥

এইরূপ শ্লোকান্তরেও পূর্ণ-ভগবানের দেবকী হইতে প্রাকট্যের বিষয় বর্ণিত আছে—

দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্ব-গুহাশয়ঃ।
আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ॥

---

(১) এই শ্লোকে 'কৃষ্ণাবতার' বলিয়া যাহাকে উল্লেখ করিলেন, তিনি শঙ্খচক্র-গদা-পদ্মধারি চতুর্ভুজরূপে স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্তি পরম-সৌভাগ্যের কথা, তাহা সূচনা করিবার জন্য শ্লোকে 'সঃ' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

স আনক-দুন্দুভিঃ—পরম ভাগ্যবান্ বসুদেব। হরি—শ্রীকৃষ্ণ,—কংসাদি-অসুরগণের সর্ব্বজ্ঞান-হরণ-কর্ত্তা।

স্নান বিনা দান-সঙ্কল্প সঙ্গত নহে, শ্রীবসুদেব অস্নাত অবস্থায় কিরূপে দান সঙ্কল্প করিলেন? তজ্জন্য বলিলেন—"মুদা,"—তিনি আনন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া দান সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। পরন্তু শ্রীবসুদেব-মহাশয় যে দান-সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কংসবধের পর তদনুরূপ দানও করিয়াছিলেন।

স্পষ্টম্ ॥১০॥৩॥ শ্রীশুকঃ ॥৯৭॥

নন্থ সত্যং তস্য চতুর্ভুজাকাররূপস্য তাদৃশত্বং, কিন্তু রূপঞ্চেদং পৌরুষং ধ্যানধিষ্ণ্যং মা প্রত্যক্ষং মাংসদৃশাং ভো কৃষীষ্ঠা ইতি মাতৃ-বিজ্ঞাপনানুসারেণ, এতদ্বাং দর্শিতং রূপং প্রাগ্‌জন্মস্মরণায় মে। নান্যথা মদ্ভবং জ্ঞানং মর্ত্ত্যলিঙ্গেন জায়ত ইতি প্রত্যুত্তরয্য, ইত্যুক্ত্বা-সীদ্ধরিস্তূষ্ণীং ভগবানাত্মমায়য়া। পিত্রোঃ সংপশ্যতোঃ সদ্যো বভূব

তখন পূর্ব্বদিকে যেমন পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়াছিল, তদ্রূপ, দেবরূপিণী দেব-কীতে পূর্ণ-ভগবান্ সর্ব্ব-গুহাশয় বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়াছিলেন। (২)

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-সময়ে (কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীর মধ্য-রাত্রিতেও) ষোল কলায় পরিপূর্ণ চন্দ্র উদিত হইয়াছিল, একথা প্রকাশ করিবার জন্য চন্দ্রে "পুষ্কল"—'পূর্ণ' বিশেষণ যোজনা করিয়াছেন। উপমেয় ও উপমানে সর্ব্বত্রই সাদৃশ্য আছে। এস্থলে সেই সাদৃশ্য রক্ষার জন্য চন্দ্রের ন্যায় বিষ্ণুতেও সেই 'পুষ্কল' বিশেষণ যোগ করিতে হইবে। তাহাতে দৃষ্টান্ত-স্থানীয় চন্দ্র যেমন ষোল কলায় পূর্ণ বলিয়া প্রতীত হইতেছে, তদ্রূপ দার্ষ্টান্তিক শ্রীকৃষ্ণও সর্ব্বাংশ-সমন্বিত পরিপূর্ণ-স্বরূপ বলিয়া প্রতীত হয়েন ॥৯৭॥

দ্বিভুজ-শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে সংশয়।

এস্থলে সংশয়—তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) চতুর্ভুজ-রূপের নিত্যত্ব সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, কিন্তু তোমার এই (চতুর্ভুজ) রূপ ঐশ্বরিক এবং ধ্যানের বিষয়, ইহাকে চর্ম্মচক্ষুর গোচর করিও না।" ১০।৩।২৫॥ শ্রীকৃষ্ণ-প্রতি জননী শ্রীদেবকীদেবীর বিজ্ঞাপনানুসারে "আমার পূর্ব্বজন্মের কথা তোমাদিগকে স্মরণ করাইবার জন্য এইরূপ দেখাইলাম ; এইরূপ না দেখাইয়া নরশিশুরূপে আবির্ভূত আমাকে ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান হইত না।" ১০।৩।৩৫—এই প্রত্যুত্তর প্রদান করতঃ "ভগবান্ হরি মৌনাবলম্বন করিলেন। পরে দর্শনশীল মাতাপিতার সম্মুখে নিজকৃপা-প্রভাবে প্রাকৃত শিশু হইলেন।" ১০।৩।৩৬

---

(২) এই শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ১৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

প্রাকৃতঃ শিশুরিত্যুক্তদিশা, যন্মানুষাকাররূপং স্বীকৃতবান্, তত্র সন্দিগ্ধমিব ভাতি। অত্র চ ভবতু বা হরিরপি তত্যজ আকৃতিং ত্র্যধীশ ইতি ত্যক্ষন্ দেহমিতি চ তন্ত্রভাগবতানুসারেণান্তর্দ্ধাপনার্থ-

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রাকৃত-শিশু অর্থাৎ মনুষ্যরূপ হওয়ার কথা উক্ত হইল, তাহার সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ হয়; এই রূপটী একে নরাকৃতি, তাহাতে আবার ঐ রূপ প্রাকৃত বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতেই উক্ত হইয়াছে। প্রাকৃত বস্তু মাত্রই নশ্বর; প্রাকৃত বলিয়া উক্ত শ্রীকৃষ্ণের নরাকৃতিরূপ কেন অনিত্য হইবে না? কেবল তাহা নহে—

নিধনমুপগতেষু বৃষ্ণি-ভোজেষ্বধিরথ যূথপ যূথপেষু মুখ্যঃ।
স তু কথমবশিষ্ট উদ্ধবোযদ্ধরিরপি তত্যাজ আকৃতিং ত্র্যধীশঃ।
৩।৪।২৮

"অধিরথ যূথপের যূথ-পতি বৃষ্ণি এবং ভোজবংশীয়েরা ব্রহ্মশাপে নিহত হইলে, ত্র্যধীশ (ব্রহ্মাদি-দেবত্রয় বা মহঃস্রষ্টাদিত্রয়ের অধীশ্বর) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও দেহত্যাগ করিলে উদ্ধব কি প্রকারে জীবিত রহিলেন?"—এই পরীক্ষিৎ-প্রশ্নের "শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করিলেন" এবং

ব্রহ্মশাপাপদেশেন কালেনামোঘবাঞ্ছিতঃ।
সংহৃত্য স্বকুলং স্ফীতং ত্যক্ষন্ দেহমচিন্তয়ৎ॥ ৩।৪।২৯

"ব্রহ্ম-শাপচ্ছলে অব্যর্থ-ইচ্ছাবিশিষ্ট শ্রীভগবান্ কালরূপা নিজশক্তি দ্বারা প্রবৃদ্ধ নিজকুল ধ্বংস করিয়া, আত্মদেহ-পরিত্যাগের উপায় চিন্তা করেন।" এই শ্রীশুকোক্তির "আত্মদেহ-পরিত্যাগের উপায় চিন্তা করেন"—এই বাক্যদ্বয় তন্ত্র-ভাগবতানুসারে (১) অন্তর্দ্ধাপনার্থ-প্রকাশক বলিয়া অসহায় হইতে পারে, অর্থাৎ শ্রীভগবান্ দেহত্যাগ করেন না,—তাঁহার রূপই স্বরূপ; সূর্য্যের উদয়-সময় নূতন সূর্য্য সৃষ্ট হয় না, আর অস্ত-সময়েও সেই সূর্য্য বিনষ্ট হয় না, এক সূর্য্য কখনও প্রকাশ্য ভাবে, কখনও বা অপ্রকাশ্য ভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ শ্রীভগবান্ও অবিকৃত-নিজস্বরূপে কখনও লোক-লোচনের গোচরে, কখনও অগোচরে অবস্থান করেন। লোকলোচনের গোচরে লীলা করিবার জন্য তিনি যেরূপে আবির্ভূত হয়েন, সেইরূপেই অন্তর্হিত হয়েন,—প্রাকৃত জনের মত

(১) তন্ত্র-ভাগবতের বচন ৯৩ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

দ্বাদসহায়ম্। যয়াহরদ্ভুবো ভারং তাং তনুং বিজহাবজঃ। কণ্টকং কণ্টকেনেব দ্বয়ঞ্চাপীশিতুঃ সমম্। যথা মৎস্যাদিরূপাণি ধত্তে জহ্যাদ্ যথা নটঃ। ভূভারঃ ক্ষপিতো যেন জহৌ তচ্চ কলেবরমিতি তু পরিপোষকম্। এতদেব শ্রীবসুদেববচনেনাপি লভ্যতে—সূতীগৃহে ননু জগাদ ভবানজো নৌ সংজজ্ঞ ইত্যনুযুগং নিজধর্ম্মগুপ্ত্যৈ। নানা-তনূ গগনবদ্বিদধজ্জহাসি কো বেদ ভূম্ন উরুগায়বিভূতিমায়ামিত্যত্র।

লোকান্তর গমনের জন্য তাঁহাকে দেহ-ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ গ্রহণ করিতে হয় না, সুতরাং উক্ত শ্লোকদ্বয়ে (৩।৪।২৮—২৯) শ্রীকৃষ্ণের যে দেহ-ত্যাগের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ অন্তর্দ্ধান,—এইরূপ মনে করিলে শ্রীকৃষ্ণ-রূপের নিত্যত্ব সম্বন্ধে যে সংশয় উত্থাপন করা হইয়াছে, তাহা পোষণ করা যায় না; কিন্তু :—

"জন্মরহিত শ্রীকৃষ্ণ যে তনুদ্বারা পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছেন, কণ্টকোদ্ধারের পর কণ্টকদ্বয় (বিদ্ধ-কণ্টক ও মোচক-কণ্টক) ত্যাগের ন্যায় তাহাও ত্যাগ করিলেন। কারণ, ভূভার এবং তনু—দুইই সর্ব্বসংহারী ঈশ্বরের পক্ষে সমান। তিনি নটের ন্যায় মৎস্যাদিরূপ ধারণও ত্যাগ করেন। শ্রীকৃষ্ণ যে শরীরদ্বারা ভূভার হরণ করিলেন, শেষে তাহাও ত্যাগ করিলেন।"

১।১৫।৩৩—৩৪

নৈমিষারণ্যবাসি-ঋষিগণের প্রতি শ্রীসূতের এই বাক্যদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ-রূপের নিত্যত্ব-বিষয়ক সন্দেহের পরিপোষক। কেবল তাহা নহে, শ্রীবসুদেব-বচনও এই সন্দেহের পরিপোষণ করিতেছে। যথা,—"সূতিকা-গৃহে আমাদিগকে বলিয়াছ যে, অজ (জন্ম-রহিত) ভগবান্ তুমি নিজ ধর্ম্ম রক্ষার্থ প্রতিযুগে জন্ম গ্রহণ কর। হে উরুগায় (হে মহাকীর্ত্তে!) তুমি গগনের ন্যায় অসঙ্গ হইয়া নানা তনু গ্রহণ ও ত্যাগ কর। পরমেশ্বর-তোমার বিভূতিরূপা মায়াকে কে জানিতে পারে?" ১০।৮৫।১৯

এই তিন শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের দেহ-ত্যাগের কথা দৃষ্টান্তের সহিত স্পষ্টভাবে উক্ত আছে; কি রূপে তাঁহার দ্বিভুজ-রূপের নিত্যত্ব স্বীকার করা যায়?

অত্রোচ্যতে। তত্তদ্বচনমন্যার্থত্বেন দৃশ্যমিতি। একস্মিন্নেব তস্মিন্ শ্রীবিগ্রহে কদাচিৎ চতুর্ভুজত্বস্য কদাচিদ্দ্বিভুজত্বস্য চ প্রকাশশ্রবণেনা-বিশেষাপাতাদ্ভূভারক্ষপণে দ্বয়োরপি সামান্যাৎ সূতীগৃহ ইত্যাদি-বাক্যস্য চতুর্ভুজবিষয়ত্বাচ্চ। কিঞ্চ যৈর্বিদ্বদনুভবসেবিতশব্দসিদ্ধৈর্নি-

---

ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে—যে সকল বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ-রূপের অনিত্যত্ব আপাততঃ প্রতীত হয়, সে সকল বাক্যের অন্যার্থ দেখা উচিত। কারণ, একমাত্র সেই শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহেই কখনও দ্বিভুজ, কখনও বা চতুর্ভুজ-রূপের প্রকাশের কথা শ্রবণ করা যায় বলিয়া, উভয়রূপে কোনও বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। পরন্তু, ভূভার-হরণে উভয়ের সমান সামর্থ্য দেখা যায়, এবং "সূতিকা-গৃহে" ইত্যাদি বাক্য চতুর্ভুজরূপ-বিষয়ক, (যদি উক্ত বাক্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণ-রূপের অনিত্যত্ব স্বীকার করা যায়, তবে চতুর্ভুজ-রূপেরও অনিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়, সেই রূপের নিত্যত্বে পূর্ব্বপক্ষেরও যে আপত্তি নাই, তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে।) বিশেষতঃ, প্রমাণের মধ্যে বিদ্বদনুভব-সেবিত শব্দ-প্রমাণই (১) শ্রেষ্ঠ। সেই প্রমাণ-সিদ্ধ-নিত্যত্ব প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্মদ্বারা

---

(১) প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, সম্ভব ও ঐতিহ্য—এই অষ্টবিধ প্রমাণ। প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যগণ-কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এই ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে; উপমানাদি প্রমাণ-সমূহ এই ত্রিবিধ প্রমাণের অন্তর্ভূত বলিয়া তৎসমূহের পৃথক্-প্রমাণতা স্বীকৃত হয় নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণবাচার্য্যগণ, প্রত্যক্ষ এবং অনুমান প্রমাণকেও স্থল বিশেষে ব্যভিচারগ্রস্ত হয় বলিয়া পরিহার করিয়াছেন; আপ্তবাক্য-লক্ষণ শব্দকে নির্দ্দোষ প্রমাণরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

সেই শব্দ—আর্ষ ও শ্রৌতভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে শ্রৌত শব্দ অর্থাৎ বেদ-বচনই তত্ত্ব-নির্ণয়ের পরম সহায়। পরতত্ত্ব-বস্তু উপনিষদ-বেদ্য, এবং ঋষিগণের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ দেখা যায়, এই জন্য আর্ষ-শব্দ অর্থাৎ ঋষি-বাক্যদ্বারা পরতত্ত্ব নিরূপণ করা অসম্ভব। তবে ভগবান্ বেদব্যাস পুরাণ-সমূহে বেদার্থ প্রকাশ করিয়াছেন-বলিয়া, পুরাণ-বাক্যও সমাদরণীয়। শ্রুতি-

ত্যত্বাদিভির্ধর্মৈঃ শ্রীবিগ্রহস্য পরমতত্ত্বাকারত্বং সাধিতং তে প্রায়শো নরাকারমধিকৃত্যৈব হ্যুদাহ্রিয়ন্তে স্ম দ্বিতীয়সন্দর্ভে। তথাত্রৈব চোপাসকেষু সাক্ষাৎকারাদিলিঙ্গেন সিদ্ধনির্দেশেন চ তদাকারস্যাপি নিত্যসিদ্ধত্বং দৃঢ়ীকৃতম্। উদাহরিষ্যতে চ নিত্যসিদ্ধমেব। মাং

দ্বিতীয় সন্দর্ভে শ্রীবিগ্রহকে পরম-তত্ত্ব-বস্তু (২) বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে, সে সকল প্রায় শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়েই উদাহৃত হইয়াছে। আর, এই সন্দর্ভে উপাসকগণের সাক্ষাৎকারাদি-চিহ্ন এবং সিদ্ধ-নির্দ্দেশ (৩) দ্বারা দ্বিভুজ-রূপের নিত্যসিদ্ধত্ব দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। সিদ্ধ-নির্দ্দেশ বিষয়ে "কেশব আমায়

শব্দ নিত্য, প্রলয়েও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না; সৃষ্টি-সময়ে উৎপন্ন হয় না,—আবির্ভূত হয়। এই শ্রুতি-শব্দে ভ্রমাদি-দোষ-বিশিষ্ট জীবের কর্ত্তৃত্ব নাই বলিয়া শ্রুতি-শব্দই অভ্রান্ত প্রমাণ।

যে সকল শ্রুতি-বাক্যের প্রতিপাদ্য বস্তুকে বিদ্বান্ অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ অনুভব করিয়াছেন, সে সকল শব্দ পরম-সমাদরণীয়।

(২) পরম-তত্ত্ব-বস্তু—যে বস্তু পরম স্বরূপ অর্থাৎ সর্ব্বমূল বা অন্য নিরপেক্ষ-সত্ত্বাক।

(৩) যে কোন শ্রীভগবদ্রূপের নিত্যত্ব প্রতিপাদনের জন্য দ্বিবিধ বিচার-পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন:— (১) উপাসকগণ উপাসনাদ্বারা সেই স্বরূপের দর্শন পাইয়াছেন কি না? আর, (২) সিদ্ধরূপে সেই স্বরূপ কোন ধামে বিরাজমান আছেন কি না? কেবল প্রথম প্রকারের বিচারদ্বারা সিদ্ধান্ত নিরূপণ করিলে মায়াবাদিগণ সেই সিদ্ধান্ত খণ্ডনের অবকাশপ্রাপ্ত হইবেন—তাঁহারা বলিবেন—'নির্গুণ ব্রহ্ম-সত্ত্ব গুণোপহিত হইয়া, সাধকের উপাস্যরূপে আবির্ভূত হয়েন; বস্তুতঃ সেইরূপ নিত্য নহেন, সাধকের নিকট আবির্ভূত হইবার কালে রূপ প্রকটন করেন, অন্য সময় তুরীয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-স্বরূপে অবস্থান করেন।' সিদ্ধ-নির্দ্দেশদ্বারা যদি উপাস্য রূপের নিত্য-স্থিতি প্রমাণ করা যায়, তবে মায়াবাদিগণের মত খণ্ডিত হয়, সেই রূপের নিত্যত্ব স্বীকার করা যায়। এ স্থলে উভয়-বিচারদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-রূপের নিত্য-স্থিতি প্রতিপন্ন করা হইল।

কেশবো গদয়া প্রাতরব্যাদ্গোবিন্দ আসঙ্গব আত্তবেণুরিতি। সংপ্রত্যন্যদপি তত্রোদাহ্রিয়তে।

কংসো বতাদ্যাকৃত মেহত্যনুগ্রহং দ্রক্ষ্যেঽঙ্ঘ্রিপদ্মং প্রহিতোঽমুনা হরেঃ। কৃতাবতারস্য দুরত্যয়ং তমঃ পূর্ব্বেঽতরন্ যন্নখমণ্ডলত্বিষা। যদর্চিতং ব্রহ্মভবাদিভিঃ সুরৈঃ শ্রিয়া চ দেব্যা মুনিভিঃ সসাত্বতৈঃ। গোচারণায়ানুচরৈশ্চরদ্বনে যদ্গোপিকানাং কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতম্ ॥১৮॥

গদাদ্বারা প্রাতঃকালে রক্ষা করুন, বংশীধারী গোবিন্দ আমায় আসঙ্গব-সময়ে অর্থাৎ প্রাতঃকালের পর ছয়দণ্ডে রক্ষা করুন" ইত্যাদি বাক্য উদাহৃত হইয়াছে। সম্প্রতি অন্য বাক্য উদ্ধার করা যাইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ন করিবার জন্য কংসকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, অক্রূর চিন্তা করিতেছেন—"কি আশ্চর্য্য! কংস অতিশয় খল হইয়াও আজ আমার প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ প্রকাশ করিল। কারণ, তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই আমি অবনীতে অবতীর্ণ হরির সেই চরণকমল দর্শন করিতে পারিব। পূর্ব্বে অম্বরীষাদি মহাভাগবতগণ (১) যাঁহার চরণ-নখমণ্ডলের প্রভাদ্বারা সংসার উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ব্রহ্মাদি দেবগণ যে চরণকমল অর্চ্চনা করেন, শ্রীলক্ষ্মীদেবী যে চরণ সেবা করেন, ভক্তগণের সহিত মুনিগণ যাহা ধ্যান করেন, অনুচরগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া গোচারণার্থ যাহা বনে বিচরণ করে, যাহা গোপীগণের কুচ-কুঙ্কুমযুক্ত, আমি সেই চরণকমল দর্শন করিব।" ১০।৩৮।৬—৭

---

(১) শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে শ্রীঅম্বরীষ, শ্রীপ্রহ্লাদ যে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিয়াছিলেন, তাহা বক্ষমাণ শ্লোক-সমূহে স্পষ্ট ব্যক্ত আছে।

শ্রীঅম্বরীষ সম্বন্ধে—

১। স বৈ মনঃ কৃষ্ণ-পদারবিন্দয়োঃ ইত্যাদি। ৯।৪।১৫

২। আরিরাধয়িষুঃ কৃষ্ণং মহিষ্যা তুল্যশীলয়া। ৯।৪।২৫

শ্রীপ্রহ্লাদ সম্বন্ধে—

১। কৃষ্ণগ্রহগৃহীতাত্মা নবেদ জগদীদৃশং। ৭।৩।২৭

২। নানুসন্ধত্ত এতানি গোবিন্দপরিরম্ভিতঃ। ৭।৩।২৮

৩। মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতোবা। ৭।৫।২৩

অত্র পূর্ব ইত্যাদিদ্যোতিতং গোচারণায়েত্যাদিলব্ধস্য স্ফুটং শ্রীনরাকারস্যৈব নিত্যাবস্থায়িত্বং লভ্যতে ॥১০॥৩৮॥ শ্রীমদক্রূরঃ ॥৯৮॥

এই শ্লোকের 'পূর্ব্ব' ইত্যাদি পদদ্বারা দ্বাপরের পূর্ব্বেও যে শ্রীকৃষ্ণরূপে স্থিতি এবং 'গোচারণায়' ইত্যাদি পদদ্বারা শ্রীনরাকারের নিত্য স্থায়িত্ব সুস্পষ্টরূপে প্রতীত হইতেছে। যেহেতু, নরাকার দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণই বৃন্দাবনে গোচারণ করিয়াছিলেন; চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণ কখনও গোচারণ করেন নাই ॥ ৯৮ ॥*

* এই শ্রীমদক্রূর-বাক্যে কেবল যে, শ্রীমন্নরাকার-বিগ্রহের নিত্যত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা নহে; অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপও যে তদন্তর্ভূত, তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ভক্তগণকে কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের নিকট যে যে রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে সকল বিগ্রহও শ্রীমন্নন্দ-নন্দনের অন্তর্গত আছেন বলিয়া শ্রীঅক্রূর বলিলেন, ইঁহার চরণকমলের নখবিম্বের একটী মাত্র কান্তি দ্বারা তাঁহার স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তিগণ তাঁহার ভক্তি-প্রভাবে সংসার উত্তীর্ণ হইয়াছেন। যদি অন্যান্য ভগবৎস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণরূপের অন্তর্ভুক্ত না থাকিতেন, তবে তাঁহার কৃপায় পূর্ব্ববর্ত্তিগণের পরিত্রাণের কথা সঙ্গত হইত না। অন্যান্য স্বরূপ যে যে কার্য্য (পূর্ব্ববর্ত্তি-ভক্তগণকে দর্শনদানাদি) করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণান্তর্ভুক্ত বলিয়া তাঁহাদের সেই সেই কার্য্য শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য বলিয়া উক্ত হইল।

ব্রহ্মাদির অর্চ্চনার কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের মহিমাধিক্য অনুসন্ধান করিতে করিতে নিরতিশয় মহিমাশালী শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যত্ব-গুণ স্মরণ করিয়া তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াপদ শ্রীগোকুলেরও পরমোৎকর্ষ ব্যাঞ্জিত করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের মহিমাধিক্য প্রকাশের নিমিত্ত প্রথমে প্রপঞ্চাধিকারী ব্রহ্মাদি-কর্ত্তৃক তাঁহার উপাস্যত্বকীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের ঊর্দ্ধ ও অধঃ স্থিত জনগণও যে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন, তাহা প্রকাশ করিলেন। শ্রীলক্ষ্মী-দেবীর উপাসনার কথা বলায় সেই উপলক্ষণে বৈকুণ্ঠ-পরিকরগণের উপাসনার কথাও ব্যক্ত হইল; বৈকুণ্ঠনাথের বক্ষঃ-বিলাসিনী যাঁহার অর্চ্চনা করেন, অন্যান্য পরিকরও যে তাঁহাকে অর্চ্চনা করেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। মুনিগণের উপাসনার কথা বলিয়া, প্রপঞ্চস্থ সকল ভক্তের উপাস্যত্ব নির্ণয় করিলেন। কারণ, প্রপঞ্চবর্ত্তী

তথা—যা বৈ শ্রিয়ার্চ্চিতমজাদিভিরাপ্তকামৈর্যোগেশ্বরৈরপি সদাত্মনি রাসগোষ্ঠ্যাম্। কৃষ্ণস্য তদ্ভগবতঃ প্রপদারবিন্দং ন্যস্তং স্তনেষু বিজহুঃ পরিরভ্য তাপম্ ॥৯৯॥

তদ্রূপ অন্যত্র যথা,—শ্রীউদ্ধবোক্তি—"লক্ষ্মী-দেবী, ব্রহ্মারুদ্রাদি দেবগণ, আত্মারাম ভক্তসকল এবং শুদ্ধভক্ত যোগিগণ মনোমধ্যে সর্ব্বদা যাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, গোপীগণ রাসগোষ্ঠিতে স্তনোপরি সেই শ্রীচরণ-কমল আলিঙ্গন করিয়া তাপ পরিহার করিয়াছেন।" ১০।৪৭।৫৬

ভক্তগণ মুনিগণের অনুসরণ করিয়া থাকেন। এই উপাসকগণ-মধ্যে ব্রহ্মাদি দেবগণ আগমোক্ত বিধিদ্বারা, প্রপঞ্চস্থ মুন্যাদি-ভক্তগণ শ্রুতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রের বিধি-অনুসারে ভজন করেন, আর শ্রীবৈকুণ্ঠস্থ শ্রীলক্ষ্ম্যাদি প্রেমযোগে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

অতঃপর শ্রীগোকুলের পরম-সৌভাগ্যভর বর্ণন করিবার জন্য বলিলেন, ব্রহ্মাদি-দেবগণ মুন্যাদি ভক্তগণ আগমাদি-শাস্ত্রাবলম্বনে (সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে) যে চরণ ধ্যান ও অর্চ্চন করেন, সেই চরণ গোচারণের নিমিত্ত গোকুলের বনে বিচরণ করিতেছে; কেবল তাহাও নহে যে চরণের নির্ম্মাল্য অন্যান্য ভক্তগণ (ব্রহ্মাদি, শ্রীলক্ষ্ম্যাদি ও মুন্যাদি) শ্রদ্ধাভক্তি-সহকারে মস্তকে ধারণ করেন, সেই চরণ গোপীগণের কুচকুঙ্কুম—যে কুঙ্কুম গোপীগণের কুচের নির্ম্মাল্যস্বরূপ, সেই কুঙ্কুমদ্বারা অর্চ্চিত নহে—অঙ্কিত—সুশোভিত, অর্থাৎ যে চরণ অর্চ্চকের সমৃদ্ধিবর্দ্ধক, গোপীর কুচকুঙ্কুম সেই চরণের সমৃদ্ধিসাধক।

শ্রীঅক্রূর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পিতৃব্য। তিনি রহোলীলা-ব্যঞ্জক কুচকুঙ্কুমের প্রসঙ্গ কিরূপে উপস্থিত করিলেন? তাহার উত্তর—শ্রীঅক্রূর দেবর্ষি নারদের মুখে রাস-লীলা শ্রবণ করিয়া তাহা কেবল প্রেমসুলভ, অর্থাৎ সেই লীলা প্রেম-মহিমময় রূপে চিন্তা করিয়াছিলেন, রতিকেলি-বিশেষময় রূপে চিন্তা করেন নাই; তজ্জন্য তাঁহার তাদৃশ উক্তি সম্ভব। কিম্বা, তিনি বাৎসল্যরসের অনুভাব রূপেই তাদৃশ কার্য্য বর্ণন করিয়াছেন,—অতি বালক শ্রীকৃষ্ণকে কোন বয়োজ্যেষ্ঠা গোপী বক্ষে রাখিয়া লালন করিয়াছেন, তাহাতে তদীয় চরণ কুচ-কুঙ্কুমাঙ্কিত হইয়াছে।

সদা ভূতবর্ত্তমানভবিষ্যৎকালেষু শ্র্যাদীনাং সর্বদাবস্থায়িত্বেন প্রসিদ্ধেঃ সদেত্যস্য তথৈব হ্যর্থপ্রতীতিঃ সঙ্কোচবৃত্তৌ কষ্টতাপত্তেঃ শ্রীভগবতি তাদৃশত্বসম্ভবাভাবাচ্চ। তথা চ শ্রুতৌ—গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং বৃন্দাবনসুরভূরুহতলাসীনং সততং সমরুদ্গণোঽহং তোষয়ামিতি ব্রহ্মবাক্যম্ ॥১০॥৪৭॥ শ্রীমদুদ্ধবঃ ॥৯৯॥

এবঞ্চ। যৎপাদপাংশুর্বহুজন্মকৃচ্ছ্রতো ধৃতাত্মভির্যোগিভিরপ্যলভ্যঃ। স এব যদ্দৃগ্বিষয়ঃ স্বয়ং স্থিতঃ কিং বর্ণ্যতে দিষ্টমহো ব্রজৌকসাম্ ॥ ॥১০০॥

শ্লোকোক্ত সদা-শব্দের অর্থ—ভূত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ কাল। লক্ষ্মী প্রভৃতির সর্ব্বদা অবস্থিতির প্রসিদ্ধি হেতু, তাঁহাদের উপাস্যের নিত্যস্থিতি স্বতঃই প্রমাণিত হইতেছে। "সদা" পদ হইতেও নিত্যস্থিতি অর্থই প্রতীত হইতেছে। সঙ্কোচ-বৃত্তিদ্বারা ঐ পদের অন্যার্থ (যেমন, লীলা-প্রকট-সময়ে দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণরূপ উপাস্য, অন্য সময়ে নহে,) করা যাইতে পারেনা ; কারণ, তাহাতে কষ্ট-কল্পনা-দোষ উপস্থিত হয়, এবং শ্রীভগবানে ত্রিকাল-বিদ্যমানতার অভাব কোন মতেই সম্ভাবিত হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতীয় পদ্যের ন্যায় তাপনী-শ্রুতির ব্রহ্মবাক্য শ্রীকৃষ্ণরূপে নিত্য-স্থিতির অন্যতম প্রমাণ। যথা,—"বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষতলে আসীন সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ গোবিন্দকে আমি নিরন্তর মরুদ্গণের সহিত প্রসন্ন করিয়া থাকি ॥"৯৯॥

শ্রীকৃষ্ণের নরাকার-বিগ্রহই যে পরম স্বরূপ, তাহা শ্রীশুকের বচনেও পাওয়া যাইতেছে—"বহুজন্ম পর্য্যন্ত যম-নিয়মাদি-অনুষ্ঠান দ্বারা সংযতচিত্ত যোগিগণ যাঁহার চরণ-রেণু লাভ করিতে পারেনা, সেই ভগবান্ স্বয়ং যে সকল ব্রজবাসীর দৃষ্টিগোচরে অবস্থান করেন, তাঁহাদের অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যের কথা বর্ণন করা যায় না।"১০।১২।১১ *

---

* এই শ্লোকে ব্রজবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণ-সহ নিরন্তর-বিচিত্র-বিহার-সৌভাগ্য-মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। ব্রজবাসিগণ নিরন্তর যাঁহার সহিত বিহার করেন, অন্য মহদ্ব্যক্তিগণ সেই শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-সৌভাগ্যও লাভ করিতে পারেন না,

অত্র স্বয়মিত্যনেন তু বাঢ়মেবান্যথাপ্রতীতির্দুর্ধিয়াং নিরস্তা॥ ১০॥১২॥ শ্রীশুকঃ ॥১০০॥

অতএব স্বভাবসিদ্ধত্বং পূর্ণৈশ্বর্য্যাদ্যাশ্রয়ত্বঞ্চ। গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্। দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপমেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥১০১॥

এস্থলেও দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ই বর্ণন করিয়াছেন। কারণ, ব্রজে দ্বিভুজরূপেই লীলা করেন। "স্বয়ং" পদবিন্যাস-হেতু দুর্বুদ্ধিগণের অন্যথা (দ্বিভুজরূপের অনিত্যত্ব)-প্রতীতি নিরস্ত হইতেছে ॥১০০॥

অতএব ঐ রূপই পরম-স্বরূপ বলিয়া তাহা যে স্বভাবসিদ্ধ এবং পূর্ণ-ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির আশ্রয়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মথুরা-নাগরীগণের পরস্পরোক্তিও ইহার দৃঢ়তা সম্পাদন করিতেছে—"গোপীগণ কি অনির্ব্বচনীয় তপস্যাই করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) নিত্য নবীন মনোহররূপ নিরন্তর নয়ন ভরিয়া দর্শন করিয়া থাকেন; সেই রূপ, লাবণ্যের সার, ইহার সমান বা অধিক লাবণ্যশালী কেহ নাই। এই রূপ অনন্যসিদ্ধ, যশ, ঐশ্বর্য্য ও লক্ষ্মীর একান্ত আশ্রয়, তাহা অতিশয় দুর্ল্লভ।"১০।৪৪।১৩ *

তাহা প্রকাশ করিবার জন্য বলিতেছেন—যৎপাদ-পাংশু—যাঁহার চরণ-সম্বন্ধী কোথাও পতিত রেণুর একটী, বা পদে ভক্তি, কোন প্রকারে সেই ভক্তির অংশু—কিছু সম্বন্ধ, কিংবা পাদপ—শ্রীবৃন্দাবনস্থিত কদম্বাদি বৃক্ষ, সেই বৃক্ষ সমূহের অংশু—কিরণচ্ছটা, অথবা পদযুগল-পান অর্থাৎ সপ্রেম-নিরীক্ষণশীল ভক্তগণের অংশু—কিরণচ্ছটা বহুজন্ম পর্য্যন্ত যমনিয়মাদিদ্বারা সংযতচিত্ত সমাধিযুক্ত যোগীরও অলভ্য। সেই ভগবান্ স্বয়ং—স্বরূপান্তরে নহে, কিম্বা স্বস্বরূপে—শ্রীনন্দনন্দনরূপে, তাঁহাদের (ব্রজবাসিগণের) নিজজন বলিয়া পরিচিত হইয়া স্থিত—নিত্য বিদ্যমান। অহো! তাঁহাদের সৌভাগ্যের কি বিচিত্র উৎসব!!

* নয়নভরিয়া রূপ নিরন্তর পান করিতেছেন বলায়, সেই রূপের অক্ষয়ত্ব এবং সেই রূপ-সুধা-পানে ব্রজসুন্দরীগণের অতৃপ্তি সূচিত হইল। দর্শন-মাত্রের

অনন্যসিদ্ধম্ অন্যেন তৎ সিদ্ধমিতি ন কিন্তু স্বাভাবিকমেবেত্যর্থঃ। অন্যত্রাসিদ্ধমিতি তু ব্যাখ্যা পিষ্টপেষণম্। অসমোর্দ্ধমিতি হি উক্তমেব ॥১০॥৪৪। মথুরাপুরস্ত্রিয়ঃ পরস্পরম্ ॥১০১॥

অথ বিভুত্বম্—ন চান্তর্ন বহির্যস্যেত্যাদৌ। প্রাকৃতবস্তুতিরিক্ত-

---

অনন্যসিদ্ধ—যাহা অন্য কর্ত্তৃক সিদ্ধ (নির্ম্মিত) নহে, কিন্তু স্বাভাবিক। অন্যত্র অসিদ্ধি-এ ব্যাখ্যা পিষ্টপেষণ মাত্র। কারণ, তাহা (অন্যত্র অসিদ্ধি) অসমোর্দ্ধ পদেই প্রকাশ করা হইয়াছে ॥১০১॥

নিত্যত্ব, বিভুত্ব, সর্ব্বাশ্রয়ত্ব, স্থূল-সূক্ষ্ম-প্রাকৃত-বস্তু তিরিক্তত্ব, প্রত্যগ্রূপত্ব, স্বপ্রকাশত্ব, সর্ব্বশ্রুতি-সমন্বয়-সিদ্ধত্ব-নিবন্ধন রূপ পরমস্বরূপ, ইহা ভগবৎ-সন্দর্ভে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যত্ব প্রদর্শিত হইল। অনন্তর বিভুত্বাদি দেখান হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণরূপের বিভুত্বাদি।

বিভুত্ব—সর্ব্বব্যাপকতা, তাহা দামবন্ধন-প্রসঙ্গে শ্রীশুকোক্তিতে ব্যক্ত আছে।—

ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্।
পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চয়ঃ ॥

"যাহার ভিতর নাই, বাহির নাই, পূর্ব্ব নাই, পর নাই, যিনি স্বয়ং জগতের পূর্ব্ব পর, অন্তর বাহির, তথা নিজেই জগতের স্বরূপ।"১০।৯।১১*

যখন এমন প্রভাব, তখন আলিঙ্গনাদির কথা কে বলিতে সমর্থ হইবে? যদি বল—অনন্ত ভগবদাবির্ভাব; শ্রীকৃষ্ণের এত রূপ-লাবণ্যের কথা কেন বর্ণন করিতেছ? তদুত্তরে বলিতেছেন—অসমোর্দ্ধ—অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের কেহই ইহাঁর সমান হইতে পারেন না, অধিক হওয়ার কথাত দূরে। যদি অন্য কোথাও এ রূপ না থাকে, তবে তিনি কিরূপে লাভ করিলেন? তাহাতে বলিতেছেন—এইরূপ স্বাভাবিক, সুতরাং তাহা (রূপ) নিত্য। সুতরাং যে বস্তুর উৎপত্তি নাই, তাহার বিনাশ-সম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে!

* নবনীত চৌর্য্যাপরাধে শ্রীব্রজেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন একথা বলিয়া, বিস্ময় সহকারে শ্রীশুকদেব বলিলেন—অহো শ্রীযশোদার

ত্বম্—ত্বক্‌শ্মশ্রুরোমনখকেশপিনদ্ধমিত্যাদৌ স্পষ্টম্। স্বপ্রকাশলক্ষণত্বম্—অস্যাপি দেববপুষো মদনুগ্রহস্য স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য

প্রাকৃত বস্ত্বতিরিক্তত্ব—প্রাকৃত বস্তু পঞ্চভূত তৎসমূহ হইতে উৎপন্ন শরীরের ত্বক্, শ্মশ্রু প্রভৃতি, এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহে যে প্রাকৃত বস্তুর সমাবেশ নাই, তাহা শ্রীরুক্মিণী-দেবীর বাক্যে ব্যক্ত আছে—

ত্বক্ শ্মশ্রুরোম-নখ-কেশ-পিনদ্ধমন্তর্মাংসাস্থি
রক্ত-কৃমিবিট্‌কফপিত্তবাতং।
জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতি র্বিমূঢ়ায়া তে
পদাব্জমকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী। ১০।৬০।৪৩

"যে স্ত্রী আপনার পাদপদ্মের মকরন্দ আঘ্রাণ করিতে পারে নাই, সেই মূঢ়মতি স্ত্রী বাহিরে ত্বক্, শ্মশ্রু, রোম, নখ ও কেশদ্বারা আচ্ছাদিত এবং ভিতরে মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, বাত, পিত্ত, কফপূরিত জীবিত শব-দেহকে কান্ত জ্ঞানে ভজন করে।" এই বাক্যে প্রাকৃত পুরুষদেহ ও শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের পার্থক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহে ত্বক্ শ্মশ্রু প্রভৃতি প্রাকৃত বস্তু নাই। তাঁহার নিখিল অবয়ব স্বরূপভূত জ্ঞানানন্দঘন।

স্বপ্রকাশ-লক্ষণত্ব শ্রীব্রহ্মবাক্যে প্রকটিত আছে। যথা,—

অস্যাপি দেব-বপুষো মদনুগ্রহস্য
স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কোঽপি।
নেশে মহিত্ববসিতুং মনসান্তরেণ
সাক্ষাত্তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতেঃ॥ ১০।১৪।২

"আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত যে দেব-বপুঃ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঞ্চভৌতিক নহে,—বিশুদ্ধ সত্ত্বাত্মক। ঐ রূপ স্বেচ্ছাময় অর্থাৎ স্ব—স্বীয় ভক্তগণের ইচ্ছানুসারে প্রকাশিত হয়েন। আমি—ব্রহ্মা বা

প্রেমের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব! তিনি সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বকারণ, সর্ব্বস্বরূপ বস্তুকে বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন!! সর্ব্বব্যাপক বলিয়া তাঁহার বাহির নাই, তাঁহার জগচ্ছক্তির অংশাংশভূত যে রজ্জু, তদ্দ্বারা তাঁহার বন্ধন অসম্ভব

কোঽপি। নেশে মহি ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ সাক্ষাত্তবৈব কিমুতাত্ম-সুখানুভূতেঃ ॥১০২॥

অস্য নৌমীড্যত ইত্যাদিনা বর্ণিতলক্ষণস্য শ্রীমন্নরাকারস্য তব সম্প্রতি বালবৎসাদ্যংশৈর্দর্শিতেষু একমপি দেবরূপং চতুর্ভুজাকারং যদ্বপুস্তস্যাপি। এবঞ্চ সতি সাক্ষাদেতদ্রূপস্যাংশিনস্তব কিমুত।

অন্য কেহ যখন এই রূপেরই (শ্রীকৃষ্ণের বয়স্যাদিরূপ অংশ হইতে প্রকটিত নারায়ণ রূপের) মহিমা জানিতে অসমর্থ, তখন কেবল আত্মসুখানুভূতি-স্বরূপ মূলাবতারী আপনার এই (ব্রজেন্দ্র-নন্দন) রূপের মহিমা নিরুদ্ধ মনদ্বারাও কেহ কি জানিতে পারে? কোন মতেই সে সম্ভাবনা করা যায় না।"

অস্য—ইহার—নৌমীড্যতে (১) ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা যাঁহার বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই শ্রীমন্নরাকার-আপনি সম্প্রতি বালক-বৎস-প্রভৃতি অংশ-সমূহদ্বারা যে সকল নারায়ণরূপ দর্শন করাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যে কোন এক দেবরূপ অর্থাৎ চতুর্ভুজাকার যে বপুঃ প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার। সেই রূপের মহিমাই যখন কেহ জানিতে পারে না, তখন তাঁহাদের অংশী সাক্ষাৎ আপনার মহিমা কেহ যে জানিতে পারে না, তাহা কি আর বলিতে হইবে?

---

(১) নৌমীড্যতেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায় গুঞ্জাবতংস
পরিপিচ্ছলসন্মুখায়।
বন্যস্রজে কবল-বেত্র-বিষাণ-বেণু লক্ষ্মশ্রিয়ে
মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায় ॥ ১০।১৪।১

বয়স্য ও বৎস হরণ-অপরাধে ভীত ব্রহ্মা, ভগবন্মহিমার অবধি না পাওয়াতে যথাদৃষ্টরূপ মাত্র কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন—হে ঈড্য (স্তবনীয়) আপনাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত আপনার স্তব করিতেছি। আপনার অঙ্গ নবনীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণ, বসন বিদ্যুৎ-সদৃশ পীত, গুঞ্জার কর্ণভূষণ, ময়ূর-পুচ্ছের চূড়াদ্বারা আপনার শ্রীমুখ অতিশয় শোভমান। বনমালা, কবল (দধিমাখা অন্নের গ্রাস) বেত্র, শৃঙ্গ, বেণু ইত্যাদি চিহ্নদ্বারা আপনার অতিশয় শোভা হইয়াছে। আপনার পাদপদ্মদ্বয় অতিশয় মৃদু। আপনি গোপরাজ-নন্দের অঙ্গজ—পুত্র।

বপুষো বিশেষণং মদনুগ্রহস্যেত্যাদি। মমানুগ্রহো যস্মাত্তস্য তৎ-দর্শনেনৈব ভবন্মহিমজ্ঞানাৎ। কথম্ভূতস্য তব, আত্মসুখানুভূতেঃ, আত্মনা স্বেনৈব নত্বন্যেন সুখস্যানুভূতিরনুভবো যস্য তস্যানন্য-বেদ্যানন্দস্যেত্যর্থঃ। ১০॥১১॥ ব্রহ্মা শ্রীভগবন্তম্ ॥১০২॥

কৈমুত্যেন স্বয়ংরূপত্বনির্দ্দেশশ্চ — সকৃদ্‌যদঙ্গপ্রতিমান্তরাহিতা

এবংবিধ অর্থসঙ্গতি দেখাইবার জন্য ব্যাখ্যা করিতেছেন—"মদনুগ্রহস্য" (আমার অনুগ্রাহক) পদটী "বপুষঃ" পদের বিশেষণ। তাহার অর্থ—আমার প্রতি যাহা হইতে অনুগ্রহ প্রকাশ করা হইয়াছে অর্থাৎ যে রূপ দর্শন করিয়া আপনার মহিমা অবগত হইয়াছি—সেই বপুর। কিরূপ আপনি? আত্ম-সুখানুভূতি স্বরূপ;—আপনাকর্ত্তৃক যাঁহার সুখানুভূতি হইয়া থাকে, এবং যাঁহার আনন্দ তিনি ছাড়া আর কেহ অনুভব করিতে পারে না, এমন পরমানন্দময় আপনি। সুতরাং তিনি স্বপ্র-কাশ অর্থাৎ তাঁহার তত্ত্ব তিনি ছাড়া আর কেহ জানেন না বলিয়া তাঁহাকে কেহ প্রকাশ করিতে পারে না, নিজ সামর্থ্যেই তিনি প্রকাশিত হয়েন।

কৈমুত্য (১) দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-রূপত্ব (২) নির্দ্দেশ, শ্রীশুকবাক্যে যথা—

"হে অঙ্গ! —হে প্রিয় পরীক্ষিৎ! যাঁহার শ্রীমূর্ত্তির কেবল মনোময়ী প্রতিকৃতি বলপূর্ব্বক একবার মাত্র অন্তরে আহিত হইয়া প্রহ্লাদাদি ভক্তগণকে

---

(১) কৈমুত্য ন্যায়ের শব্দকল্পদ্রুম-ধৃত লক্ষণ—ন্যায়ঃ—যুক্তি-মূলক-দৃষ্টান্ত-বিশেষঃ—যুক্তিমূলক দৃষ্টান্ত-বিশেষকে ন্যায় বলে। কৈমুত্য-ন্যায়ঃ—যদ্ভার-বহনং দুর্ব্বলস্যাপি সাধ্যং তদ্ভার-বহনং সুতরাং সবলস্য সাধ্যম্—যে ভার-বহনে দুর্ব্বল ব্যক্তি সমর্থ, সুতরাং সবল ব্যক্তি সে ভার বহনে সমর্থ, (তাহা কি আর বলিতে হইবে?)

(২) আমাদের রক্ত-মাংসে গড়া দেহ হইতে স্বরূপ—আত্মা ভিন্ন; তাহা চিদ্বস্তু। সুতরাং আমাদের স্বরূপ আর রূপ ভিন্ন বস্তু। শ্রীকৃষ্ণের যাহা রূপ তাহাই তাহার স্বরূপ একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, স্বয়ংরূপ শব্দদ্বারা এস্থলে তাহাই নির্দ্দিষ্ট হইল।

মনোময়ী ভাগবতীং দদৌ গতিম্। স এব নিত্যাত্মসুখানুভূত্যা ব্যুদস্তমায়ঃ পরমোঽঙ্গ কিং পুনঃ ॥১০৩॥

স্পষ্টম্ ॥১০॥১২॥ শ্রীশুকঃ ॥১০৩॥

ভাগবতী গতি দান করিয়াছেন, সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অঘাসুরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে যে ভাগবতী গতি দিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? তিনি নিত্য আত্ম-সুখানুভব-দ্বারা সমস্ত মায়াকে বিতাড়িত করিয়াছেন।"১০।১২।৩৮

বলা বাহুল্য, নিখিল ভগবৎ-স্বরূপের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণেও দেহ-দেহীভেদ নাই। উক্ত শ্লোকে দেখা যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের রূপ সর্ব্বতোভাবে মায়াতীত, এমন কি এই রূপের প্রভাবে অন্যেরও সংসার বন্ধন ঘুচে। সুতরাং ঐ রূপ স্বয়ং সিদ্ধ; কেহ এইরূপ সৃষ্টি করে নাই বা কোন বস্তু রূপান্তরিত হইয়া এইরূপ সৃষ্ট হয় নাই ॥১০৩ *

---

* কংস-প্রেরিত অঘাসুর বৃহৎ অজাগররূপ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ-স্থানের নিকটে অবস্থান করিলে, শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া বৎস সকলের সহিত তদীয় মুখবিবর মধ্যে প্রবেশ করেন। তৎপশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে প্রবেশ পূর্ব্বক, নিজ কলেবর বৃদ্ধি করতঃ শ্বাস রুদ্ধ করিয়া অঘাসুরকে বধ করেন। অঘাসুরের আত্মা মহা জ্যোতির্ম্ময়রূপে প্রকাশিত হইয়া শ্রীচরণে লীন হয়। তাহার এতাদৃশ সদ্গতির হেতু নির্দ্দেশ করিতেছেন—সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপ নহে—তাঁহার প্রতিমার রূপ যাহারা মনদ্বারা চিন্তা করেন, তাঁহারাও ভাগবতী গতি লাভ করেন; আর সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ এই অঘাসুরের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন, সুতরাং তাহার ভাগবতী গতিলাভ আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

শ্রীকৃষ্ণরূপের এতাদৃশ সামর্থ্যের কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য বলিলেন,—তিনি স্বরূপ-সুখানুভূতিদ্বারা মায়াকে দূরে বিতাড়িত করিয়াছেন। সুতরাং তিনি যেখানে আবির্ভূত হয়েন, তথায় মায়া থাকিতে পারেনা। তিনি যেখানে, তথায়ই যদি মায়া থাকিতে না পারে, তবে তদীয় বিগ্রহ যে মায়া-প্রকটিত নহে—সাক্ষাৎ-স্বরূপ, তাহাতে কি সন্দেহ আছে? ইহাই কৈমুত্য-ন্যায়ের তাৎপর্য্য।

অতএব সাক্ষাৎ পরব্রহ্মত্বমেব দর্শিতম্। অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্যে-ত্যাদৌ। অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যমিত্যাদৌ চ। অতএবোক্তং গূঢ়ং

অতএব—স্বপ্রকাশ অর্থাৎ স্বয়ং-সিদ্ধ বলিয়া নরাকার সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণেরই পরম-ব্রহ্মত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—শ্রীমদ্ভাগবতে—

অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্য কিং মম ন তে মায়াত্বমাদর্শিত
মেকোঽসি প্রথমং ততো ব্রজ সুহৃদ্বৎসাঃ সমস্তা অপি।
তাবন্তোঽপি চতুর্ভুজাস্তদখিলৈঃ সাকং ময়োপাসিতা
স্তাবন্ত্যেব জগন্ত্যভূস্তদমিতং ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে॥(১) ১০।১৪।১৮

"ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—আপনি ভিন্ন (২) এই বিশ্বের মায়াময়ত্ব আজ আমাকে কি দেখাইলেন না? বাস্তবিক তাহাই দেখাইলেন। প্রথমে একমাত্র আপনি ছিলেন, তারপর সমুদয় ব্রজ-সুহৃদ (বয়স্য) ও বৎস-সমূহ-রূপে প্রকটিত হইলেন। অনন্তর সকলেই চতুর্ভুজ হইয়া অখিলতত্ত্বের সহিত আমা-কর্ত্তৃক উপাসিত হইলেন এবং প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাণ্ড দৃষ্ট হইল। এক্ষণে অপরিমিত অদ্বয় ব্রহ্ম আপনি অবশিষ্ট আছেন।"

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ রূপকে অদ্বয়ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। অদ্বয় ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ বস্তু। কারণ, তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে, এমন দ্বিতীয় বস্তুত নাই, অথচ তিনি প্রকাশমান; সুতরাং তিনি আপনদ্বারাই প্রকাশিত। আর ব্রহ্মা নরাকৃতি-স্বরূপকেই অদ্বয় ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে নহে।

সেই ব্রহ্মস্তবেই শ্রীব্রহ্মা নরাকৃতি-শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপকেই পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া অন্য-শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

---

(১) এই শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ৮২ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

(২) আপনি ভিন্ন (ত্বদৃতে)—এস্থলের 'আপনি' পদে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এবং তাঁহার বয়স্য, বৎস ও চতুর্ভুজ রূপসকল বুঝিতে হইবে; এই সকল ভিন্ন যাহা—চতুর্বিংশতি-তত্ত্ব-সমূহ ও জগৎ-সমূহ মায়িক। যে স্থানে ব্রহ্মা এই লীলা দর্শন করিলেন, সেই শ্রীবৃন্দাবনও অবশ্য মায়াতীত।

পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গমিতি। বৈষ্ণবে চ। যদোর্বংশং নরঃ শ্রুত্বা সর্ব-পাপৈঃ প্রমুচ্যতে। যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতীতি। নরাকৃতি পরং ব্রহ্মেতি বৃহৎসহস্রনামস্তোত্রে চ। এতেন শ্রীকৃষ্ণস্য নরাকৃতিত্বমেবেতি। দ্বিভুজত্ব এব শ্রীকৃষ্ণত্বং নরাকৃতিকৈবল্যান্মুখ্যং, চতুর্ভুজত্বে তু শ্রীকৃষ্ণত্বং নরাকৃতিভূয়িষ্ঠত্বাত্তদনন্তরমেব। অতএব

অহোভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপ-ব্রজৌকসাং।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্মসনাতনং॥

"অহো! নন্দগোপের ব্রজবাসিগণের কি অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্য!! পরমানন্দ পূর্ণ ব্রহ্ম যাঁহাদের সনাতন মিত্র।"

অতএব—শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ-ব্রহ্মত্ব-হেতু, শ্রীযুধিষ্ঠিরকে দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন—

যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা
লোকং পুনানা মুনয়োঽভিযন্তি।
যেষাং গৃহাণাবসতীতি
গূঢ়ং পরংব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গং॥ ৭।১৫।৬১

"মনুষ্য-লোকে তোমরা অতিশয় ভাগ্যবান্; কারণ, লোক-পবিত্রকারি-মুনিগণ তোমাদের গৃহে আগমন করেন এবং মনুষ্য-চিহ্নধারী সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম গূঢ়রূপে তোমাদের গৃহে অবস্থান করিতেছেন।"

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম বলিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের পরম-ব্রহ্মত্ব বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ দেখাইয়া পুরাণান্তরের প্রমাণ দেখাইতেছেন। বিষ্ণু-পুরাণে—"যাহাতে কৃষ্ণাখ্য নরাকৃতি পরমব্রহ্ম অবতীর্ণ হইয়াছেন, নর সেই যদুর বংশ শ্রবণ করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়।"

বৃহৎ সহস্রনাম-স্তোত্রে উক্ত আছে—"পরমব্রহ্ম নরাকৃতি।"

এই সকল প্রমাণদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ যে নরাকার, তাহা নিশ্চিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ কখন দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ হইলেও দ্বিভুজ-রূপেরই কৃষ্ণত্ব মুখ্য অর্থাৎ দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্বাবতারী। কারণ, কেবল নরাকৃতি-সমাবেশ তাঁহাতেই দেখা যায়। চতুর্ভুজরূপেও অতিরিক্ত দুইটী হস্ত ছাড়া মনুষ্য লক্ষণ

চতুর্ভুজত্বেঽপি মনুষ্যরূপত্বং বর্ণিতং শ্রীমদর্জুনেন—তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ইত্যুক্ত্বা দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন। ইদানীমস্মি সংবৃত্ত ইত্যুক্তত্বাৎ। এবংজাতীয়কানি বহূনি বাক্যানি সন্তি তানি চ দৃষ্টব্যানি। অতএব সা নরাকারা মূর্ত্তিরেব পরমকারণং বস্তুতত্ত্বমিত্যাহ—নারায়ণে কারণমর্ত্ত্যমূর্ত্তাবিতি ॥১০৪॥

সর্বকারণং যত্তত্ত্বং তদেব মর্ত্ত্যাকারা মূর্ত্তির্যস্য। তদুক্তং, তত্ত্বং

প্রকাশ পায় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণত্ব আছে; তবে এ স্থলে গৌণ বুঝিতে হইবে। চতুর্ভুজরূপে নরাকৃতি-বাহুল্য আছে বলিয়া শ্রীঅর্জ্জুন বলিলেন,—"হে সহস্র-বাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! সেই চতুর্ভুজরূপ আবার প্রকাশ কর।" এই বলিয়া "হে জনার্দ্দন! অধুনা তোমার শান্ত মনুষ্যরূপ দর্শন করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলাম।" এই শ্রীঅর্জ্জুন-উক্তি প্রমাণে চতুর্ভুজ-রূপকেও নরাকার বলিয়া স্বীকার করা যায়। এই জাতীয় বহু বাক্য আছে, প্রয়োজন হইলে সে সকল দেখা যাইতে পারে। অতএব সেই নরাকার-মূর্ত্তিই পরম-কারণ বস্তু-তত্ত্ব; এই হেতু শ্রীব্রজরাজের প্রতি উদ্ধব বলিয়াছেন—

তস্মিন্ ভবন্তাবখিলাত্ম-হেতৌ
নারায়ণে কারণ-মর্ত্ত্য-মূর্ত্তৌ।
ভাবং বিধত্তো নিতরাং মহাত্মন্
কিম্বাবশিষ্টং যুবয়োঃ স্বকৃত্যং। ১০।৪৬।১৪॥১০৪॥

"সর্ব্বকারণ, সর্ব্বাত্মা, কারণ মর্ত্ত্যমূর্ত্তি নারায়ণে আপনারা পরমাভক্তি করিতেছেন; অতএব আপনাদের নিজ কর্ত্তব্য কিছু অবশিষ্ট নাই।"

সর্ব্বকারণ যে তত্ত্ব, তাহাই যাঁহার মর্ত্ত্যাকার (নরাকার)-মূর্ত্তি, তিনি কারণ-মর্ত্ত্য-মূর্ত্তি।

এই শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি যে পরম-তত্ত্ব-বস্তু, তাহা বক্ষ্যমাণ শ্লোকেও উক্ত হইয়াছে।

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরোমূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।

পরং যোগিনামিতি। তথাচ পাদ্মনির্ম্মাণখণ্ডে শ্রীবেদব্যাসবাক্যম্—দৃষ্ট্বাতিহৃষ্টো হ্যভবং সর্বভূষণভূষণম্। গোপালমবলাসঙ্গমুদিতং বেণুবাদিতম্। ততো মামাহ ভগবান্ বৃন্দাবনচরঃ স্ময়ন্। যদিদং মে ত্বয়া দৃষ্টং রূপং দিব্যং সনাতনম্। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং সচ্চিদা-

---

মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতোরঙ্গংগতঃ সাগ্রজঃ॥ ১০।৪৩।১৪

শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ-মহারাজকে বলিলেন—"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজের সহিত রঙ্গস্থলে গমন করিয়া, মল্লদিগের অশনি (বজ্রকঠোর), নরদিগের নরবর, যুবতীদিগের মূর্ত্তিমান্ কন্দর্প, গোপদিগের স্বজন, অসৎ নরপতিদিগের শাসন-কর্ত্তা, নিজ মাতাপিতার শিশু, ভোজপতি কংসের সাক্ষাৎ মৃত্যু, অবিদ্বজ্জন-পক্ষে বিরাট-স্বরূপ, যোগীদিগের পরমতত্ত্ব এবং বৃষ্ণিদিগের পরম দেবতা-স্বরূপে প্রকাশ পাইলেন।" (১)

তদ্রূপ পদ্মপুরাণের নির্ম্মাণ-খণ্ডে শ্রীব্যাস-বাক্যে নরাকার-বিগ্রহের পরম-কারণত্ব নিরূপিত হইয়াছে—"অবলা-সঙ্গে আনন্দিত, বেণুবাদন-তৎপর, সর্ব্বভূষণের ভূষণ-স্বরূপ গোপালকে দেখিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলাম। অনন্তর বৃন্দাবনে বিচরণশীল ভগবান্ হাস্য করিয়া আমাকে কহিলেন, তুমি যাহা দেখিলে তাহাই আমার দিব্য সনাতন রূপ, ঐ রূপ নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত,

---

(১) শ্রীকৃষ্ণ যে অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি এ শ্লোকে তাহাও বিবৃত হইয়াছে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, অদ্ভুত ও বীভৎস—এই দ্বাদশ রস। উক্ত শ্লোকে যোগিগণের শান্ত, বৃষ্ণিগণের দাস্য, গোপগণের (শ্রীদামাদি-সখার) সখ্য, মাতাপিতার বাৎসল্য, নারী (মান্যা নারী ভিন্না অন্যা) গণের মধুর, পুনঃ গজ (কুবলয়াপীড় নামক হস্তীকে সংহার করিয়াছেন বলিয়া)-রক্ত মুক্তা-মদ-দন্তাদিদ্বারা বিশেষ শোভাশালী হইয়াছিলেন বলিয়া সখাদিগের হাস্য, মল্লগণের দৌরাত্ম্যাশঙ্কায় মাতা পিতার করুণ, মল্লগণের রৌদ্র, অসৎ-নরপতিগণের শাস্তা বলিয়া বীর, লোকোত্তর বিলাস-দর্শনহেতু নরগণের অদ্ভুত এবং অবিদ্বজ্জনের বিরাট অর্থাৎ প্রাকৃত দেহবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীতিহেতু তাহাদের নিকট বীভৎস-রসের বিষয় হইয়াছিলেন।

নন্দবিগ্রহম্। পূর্ণং পদ্মপলাশাক্ষং নাতঃ পরতরং মম। ইদমেব বদন্ত্যেতে বেদাঃ কারণকারণমিত্যাদি ॥১০॥৪৭॥ উদ্ধবঃ শ্রীব্রজেশ্বরম্ ॥১০৪॥

অতএব বহূংশ্চতুর্ভুজান্ দৃষ্টবানপি শ্রীনরাকারস্যৈব বিশেষতস্তত্ত্বং প্রতিজানীতে। নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়েত্যাদি ॥১০৫॥

ইদমেব তব পরমং তত্ত্বমিত্যজ্ঞাত্বা পূর্বমহং ভ্রান্তবান্। অধুনা তু অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্য কিমিত্যাদিদর্শিতয়া ভবতঃ কৃপয়া জ্ঞাতবানিত্যত্র তত্র তদাকারমেব ত্বাং লব্ধুং স্তৌমীতি তাৎপর্য্যম্ ॥১০॥১৪॥ ব্রহ্মা শ্রীভগবন্তম্ ॥১০৫॥

তদেবং সাধূক্তং তত্তদ্বচনমন্যার্থত্বেন দৃশ্যমিতি। তথা হি পূর্বরীত্যা চতুর্ভুজত্বদ্বিভুজত্বয়োর্দ্বয়োরপি ধ্যানধিষ্ঠ্যত্বে সতি যৎ

সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, পদ্মপলাশ-লোচন ; ইহা হইতে শ্রেষ্ঠতর আমার আর কোন স্বরূপ নাই, ইহাই কারণের কারণ, বেদসকল এ কথা বলিয়া থাকেন ॥"১০৪॥

অতএব—দ্বিভুজ-রূপের শ্রেষ্ঠত্ব-নিবন্ধন, শ্রীব্রহ্মা চতুর্ভুজ দেখিয়াও শ্রীনরাকারের-তত্ত্ব "নৌমীড্য (১) তেঽভ্র-বপুষে" ইত্যাদি শ্লোকে বিশেষভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। সেই শ্লোকের মর্ম্ম—এই রূপই (দ্বিভুজ-নন্দ-নন্দন-স্বরূপই) তোমার পরম-তত্ত্ব—ইহা পূর্ব্বে অবগত ছিলাম না বলিয়া ভ্রান্ত হইয়াছিলাম। অধুনা "অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্য কিং (২)" ইত্যাদি শ্লোকে তোমার যে কৃপার কথা কীর্ত্তন করিয়াছি, তোমার সেই কৃপা-প্রভাবে তাহা অবগত হইলাম। শ্রীবৃন্দাবনে প্রকাশমান শ্রীমন্নরাকার তোমাকে লাভ করিবার জন্যই তোমাকে স্তব করিতেছি ॥১০৫॥

উক্ত প্রমাণসকলদ্বারা দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ-রূপের নিত্যত্ব নিশ্চিত হইল বলিয়া, যে সকল বচন হইতে দ্বিভুজ-রূপের নিত্যত্ব সম্বন্ধে আপাততঃ সন্দেহ উপস্থিত

---

(১) এই শ্লোকের সম্পূর্ণ মূল ও অনুবাদ ১০৩ অনুচ্ছেদের পাদটীকায় দ্রষ্টব্য।

(২) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ১০৪ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বস্য জনন্যা নিগূহনপ্রার্থনং তত্তু তস্য প্রসিদ্ধতয়া সর্ব এব জ্ঞাস্য-তীতি জন্ম তে ময্যসৌ পাপো মা বিদ্যান্মধুসূদন ইত্যাদ্যুক্তলক্ষণয়া কংসভিয়া, বিশ্বং যদেতৎ স্বতনৌ নিশান্ত ইত্যাদ্যুক্তলক্ষণয়া

হয়, সেই সকল বচনের অন্যার্থ দেখা উচিত,—এইরূপ ৯৮ অনুচ্ছেদে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত বটে। অধুনা সেই অন্যার্থ দেখা যাইতেছে :—

পূর্ব্ব-প্রদর্শিত রীতি (১) অনুসারে চতুর্ভুজ দ্বিভুজ উভয়-রূপই ধ্যানের বিষয় হইলেও জননী দেবকীদেবী পূর্ব্ব (অর্থাৎ চতুর্ভুজ) রূপ গোপন করিবার জন্য যে প্রার্থনা করিলেন, তাহার কারণ—শ্রীহরি চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি, ইহা প্রসিদ্ধ আছে; তিনি সেরূপে অবস্থান করিলে সকলেই তাঁহাকে চিনিতে পারিবে; শ্রীহরি কংসের শত্রু, চতুর্ভুজরূপে বিদ্যমান থাকিলে কংস অনায়াসে তাঁহাকে নিজ-শত্রু বলিয়া বুঝিবে এবং অনিষ্ট-সাধনের চেষ্টা করিবে; নর-শিশুরূপে অবস্থান করিলে সে আশঙ্কা নাই, ইহাই তাঁহার প্রার্থনার হেতু। এই জন্যই তিনি বলিলেন,—"হে মধুসূদন! আমাতে তোমার জন্ম হইয়াছে, তাহা যেন পাপ-কংস জানিতে না পারে।" ১।৩।২৬॥ এই বাক্যে যে কংস-ভয়ের আশঙ্কা ব্যক্ত হইয়াছে, সেই আশঙ্কাই চতুর্ভুজরূপ গোপনের প্রার্থনা করিবার এক হেতু। অপর হেতু—

বিশ্বং যদেতৎ স্বতনৌ নিশান্তে
যথাবকাশং পুরুষঃ পরো ভবান্।
বিভর্ত্তি সোঽয়ং মমগর্ভজোঽভু-
দহোনৃলোকস্য বিড়ম্বনং তৎ ॥১০।৩।২৭

"আপনি পরম-পুরুষ। প্রলয়াবসানে স্বীয় শরীরে চরাচর-বিশ্ব অসঙ্কোচে ধারণ করিয়াছিলেন; সেই আপনি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা নরলোকের বিড়ম্বনা-বিশেষ।" অর্থাৎ আপনার মত পুত্রদ্বারা আমার শ্লাঘা হওয়া দূরের কথা, বরং লোক-সমাজে উপহাসের বিষয়ই হইব;—লোকে

(১) দ্বিভুজ চতুর্ভুজ উভয়-রূপই পারমার্থিক। উভয় রূপেই শ্রীকৃষ্ণ, নরাকৃতি পরব্রহ্ম, সুতরাং উভয়-রূপই ধ্যানের বিষয়, পূর্ব্বে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

মাংসদৃক্‌শব্দোক্তভগবৎস্বরূপশক্তিবিলাসতজ্জন্মাদিলীলাতত্ত্বানভিজ্ঞ-

বলিবে "দেখ, দেবকীর কি দুঃসাহস! শ্রীভগবান্‌কে নিজ পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতেছে!! তাঁহার কি আবার মনুষ্যাদির মত জন্ম আছে? জন্মের পূর্ব্বে সকলেই মাতৃ-গর্ভে অবস্থান করে; শ্রীভগবান্‌কে কি কেহ উদরে ধারণ করিতে পারে? তাঁহাতে অসঙ্কোচে অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড অবস্থান করে, সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড-বাসিনী কোন রমণীর উদরে তাঁহার স্থিতি কোন মতে সম্ভাবনা করা যায় না। দেবকী অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডাধার বিভু-বস্তুকে উদরে ধারণ করিয়াছে,—এ কথা বলিয়া বাতুলতা প্রকাশ করিতেছে।"

শ্রীভগবানের জন্মাদি-লীলা স্বরূপ-শক্তির বিলাস (১)। ভক্ত ছাড়া অন্যে এ তত্ত্ব অবগত নহে। ঈদৃশ-লীলা-তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে "মাংস-দৃক্" বলিয়া ১০।৩।২৫ শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহারা মাংসময় প্রাকৃত-নয়নে প্রাকৃত-বস্তু নিরীক্ষণ করে, জড়ের তত্ত্ব জানে, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীভগবানের

(১) শ্রীভগবানের "অনন্তশক্তি মধ্যে তিন শক্তি প্রধান। চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, মায়াশক্তি নাম।" অন্তরঙ্গা-চিচ্ছক্তি, তটস্থা-জীবশক্তি, বহিরঙ্গা-মায়াশক্তি। শ্রীভগবৎ-স্বরূপের নাম, ধাম, রূপ, গুণ, পরিকর, লীলা—সমুদয় চিচ্ছক্তির কার্য্য। চিচ্ছক্তি কেবল তদীয় স্বরূপ অবলম্বন করিয়া অবস্থান করেন বলিয়া, তাঁহাকে স্বরূপশক্তি বলে।

জীব, মায়াশক্তির অধীন হইয়া কখনও জন্মায়, কখনও মরে, কখনও বা কর্ম্মফল ভোগ করে। শ্রীভগবানের জন্মাদি-লীলা, কর্ম্মফল-ভোগ নহে; তিনি নিজেচ্ছানুসারে প্রকট হয়েন, কিছুকাল জগতে ক্রীড়া করিয়া আবার অপ্রকট হয়েন। তাঁহার স্বরূপশক্তি হইতে অভিব্যক্ত যে পরিকর সকল, তাঁহারাই তাহার লীলার সহায়। নরলোকে লোক-সংগ্রহের জন্য তাঁহার লীলা। লীলার প্রারম্ভেই যদি তিনি ঐশী শক্তির অভিব্যক্তি করিতে থাকেন, তবে মানুষ তাঁহাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেনা; ঈশ্বর মনে করিয়া ভয়ে ভয়ে তাহা হইতে দূরে থাকে। তিনি লোক-লীলার মধ্যে অলৌকিকতার সমাবেশ করিয়া লীলার নিরতিশয় চমৎকারিত্ব সাধন করেন, তাহাতেই লোক আকৃষ্ট হয়

প্রাকৃতদৃগ্‌ভ্যো লজ্জয়া চ ; ন পুনরপরস্য গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গ-মিত্যাদৌ গূঢ়ত্বেন কথিতস্য ধ্যানধিষ্ণ্যত্বাভাববিবক্ষয়া। শ্রীগোপাল-

---

লীলার্থ আবির্ভাবের কথা বিশ্বাস করিতে পারিবে না; তজ্জন্য তাহারা শ্রীদেবকী--দেবীকে উক্তরূপে উপহাস করিবে। ঈদৃশ ব্যক্তিগণের নিকট লজ্জিত হইবার আশঙ্কা করিয়া, চতুর্ভুজরূপ গোপন করিবার প্রার্থনা করিয়াছেন; এই চতুর্ভুজ-রূপকে ধ্যানাস্পদরূপে নির্দ্দেশ করিয়া, পুনর্ব্বার অপর দ্বিভুজরূপ—"মনুষ্যরূপে পরমব্রহ্ম গোপনে অবস্থান করিতেছেন" এই শ্রীনারদ-বাক্যে যাহা গূঢ় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সেই রূপের ধ্যানাস্পদত্ব নিষেধ করিবার জন্য নহে। কেবল যদি চতুর্ভুজ-রূপের ধ্যানের কথা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট থাকিত, তবে তাদৃশ নিষেধ সম্ভবপর হইত। কিন্তু উভয়রূপ ধ্যানের উপদেশ পাওয়া যায়। অতঃপর তাহা দেখান হইতেছে।

নরলীলায় জন্মাদিচেষ্টার আবশ্যকতা অপরিহার্য্য। জীব স্বরূপে জন্মায় না, মরেও না; মায়া-প্রভাবে জন্মাদির উপলব্ধি হইয়া থাকে; জন্ম-স্থিতি-বিনাশ—সকল অবস্থাতেই অণুচৈতন্য জীব অবিকৃত ভাবে অবস্থান করে। শ্রীভগবানও এইরূপ নিজ স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়া স্বরূপ-শক্তিদ্বারা নিজ জন্মাদি-লীলা প্রকট করিয়া থাকেন। যে শক্তিদ্বারা জীবের জন্মাদি ঘটে, তাহা জীবস্বরূপ হইতে ভিন্না বলিয়া, যখন জীব মায়ার কবল হইতে মুক্ত হয়, তখন জীবের জন্মাদি-সম্ভাবনা থাকেনা। শ্রীভগবানের যে জন্মাদি-লীলা, তাহা স্বরূপশক্তির কার্য্য; ঐ শক্তি সতত স্বরূপে অবস্থান করেন বলিয়া তাঁহার জন্মাদি-লীলা নিত্য। এস্থলে কেহ মনে করিতে পারেন, 'তোমার এসিদ্ধান্তে জীবের জন্ম মরণের হাত হইতে কখনও অব্যাহতির সম্ভাবনা দেখা যায়, শ্রীভগবানের তাহা নাই। জন্মাদি-জন্য বিড়ম্বনা ভোগ চিরকালই তাঁহাকে করিতে হয়।' একথার উত্তরে বক্তব্য—এক ব্যক্তি নিজে শয়ন করিয়াছেন, প্রভুপ্রিয় ভৃত্য-বর্গের কেহ পাদ-সম্বাহন করিতেছে, কেহ ব্যজন করিতেছে; কেহবা গান করিতেছে; তাহাতে প্রভুর সুখ, ভৃত্যবর্গেরও সুখ। অন্য কোন ব্যক্তি বলবান্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া ভূপতিত হইয়াছে; জেতা তাহার বুকের উপর বসিয়া অবিরাম কিল চড় ঘুসি মারিতেছে, সে যাতনায় ছটফট করি

তাপনীশ্রুতাবপ্যুভয়োরপি ধ্যানধিষ্ণ্যত্বং শ্রূয়তে। মথুরায়াং বিশে-

শ্রীগোপাল তাপনী শ্রুতিতে দ্বিভুজ চতুর্ভুজ উভয়রূপের ধ্যানাস্পদত্ব শ্রবণ করা যায়। যথা,—দ্বিভুজধ্যান—

তেছে। এই দুই ব্যক্তির শয়নের মধ্যে যে ভেদ, শ্রীভগবানের জন্মাদি-লীলার সহিত জীবের জন্মাদি কর্ম্মভোগের সেই ভেদ। শ্রীভগবান স্বেচ্ছায় স্বরূপস্থিতা সচ্চিদানন্দময়ী স্বরূপ শক্তি দ্বারা জন্মাদি-লীলা প্রকটন করেন, তাহাতে তাঁহার পরিকর-বর্গের এবং ভক্তবর্গের বিচিত্রানন্দানুভূত হইয়া থাকে। জীব কর্ম্ম-পরবশ হইয়া ত্রিতাপময়ী মায়াশক্তিদ্বারা জন্মাদিরূপ কর্ম্মফল ভোগ করে, তাহাতে তাহারও দুঃখের অবধি নাই, তাহার কাছে যে থাকে সেও দুঃখ পায়।

এ সম্বন্ধে আর একটি সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে,—শ্রীভগবানের জন্মাদি স্বরূপ-শক্তির বিলাস বলিয়া স্বীকার করিয়া নেওয়া গেল। তদীয় পরিকরগণেরও যে জন্মের কথা শুনা যায়, কেবল তাহা নহে,—তাহাদের দুঃখও অল্প নহে—পুত্রশোকে শ্রীদশরথের প্রাণত্যাগ, শ্রীসীতার নির্ব্বাসন, শ্রীলক্ষ্মণ-বর্জ্জন, শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদে ব্রজবাসীর সুগভীর শোক—এসকল কি মর্ম্মন্তুদ দুঃখের পরিচায়ক নহে? তাহার উত্তর—ভগবৎ-পরিকরগণ স্বরূপশক্তির বিচিত্র পরিণতি ও সেই শক্তির অনুগৃহীত। তাঁহাদের জন্মাদিও স্বরূপশক্তির বিলাস। শ্রীভগবানের ন্যায় তাঁহারা স্বেচ্ছাক্রমেই জন্মাদি লীলা অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা শ্রীহরির অনুচর। তিনি লীলার্থ পৃথক পৃথক ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইলে, বিচিত্র লীলা-রসাস্বাদন জন্য তাঁহারাও তৎসঙ্গে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। সন্তান যেমন মাতৃস্তন্য পান এবং লালন-সুখের জন্য মাতৃশয্যা-শায়ী হয়, প্রিয়া যেমন কান্তসেবা ও সঙ্গসুখের জন্য তদীয় শয্যা-সঙ্গিনী হয়, তদ্রূপ পরিকরগণ বিচিত্র সেবা ও সঙ্গসুখের জন্য শ্রীভগবানের সহিত প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েন। কোন পরিকরের ইহা অনভিপ্রেত হইলে তিনি প্রপঞ্চাতীত ধামে থাকিয়াও সঙ্গ এবং সেবা সুখাস্বাদন করিতে পারেন।

পরিকরগণের যে দুঃখ দেখা যায়, তাহা বাস্তবিক দুঃখ নহে,—লীলা-রসাস্বাদনের পরিপাটী-বিশেষ। বিচ্ছেদ আছে বলিয়াই মিলনের সুখ। পরন্তু, শ্রীভগদনুভব—অন্তরে, বাহিরে, তাঁহার স্ফূর্ত্তি। বিয়োগে অন্তরে, সংযোগে

যেণ মাং ধ্যায়ন্ মোক্ষমশ্নুতে। অষ্টপত্রং বিকসিতং হৃৎপদ্মং তত্র সংস্থিতমিত্যাদিষু মধ্যে চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রেত্যাদিকমুক্ত্বা সর্বান্তে শৃঙ্গবেণুধরং তু বেত্যপ্যুক্তম্। এবমাগমেঽপি দ্বিভুজধ্যানং শ্রূয়তে।

সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরং।
দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরং॥
গোপ-গোপীগবাবীতং সুরদ্রুম-তলাশ্রিতং।
দিব্যালঙ্করণোপেতং রত্ন-পঙ্কজমধ্যগং॥
কালিন্দী-জল-কল্লোল-সঙ্গি-মারুত-সেবিতং।
চিন্তয়ংশ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তোভবতি সংসৃতেরিতি॥

যাঁহার প্রশস্ত পঙ্কজ তুল্য নয়নদ্বয়, মেঘসদৃশ অঙ্গের আভা, বিদ্যুৎতুল্য পরিধেয় বসন, যিনি দ্বিভুজ মৌনমুদ্রা-যুক্ত (১) বনমালী ও ঈশ্বর, যিনি গোপ গোপী গো ইত্যাদি দ্বারা পরিবৃত, কল্পতরু যাঁহার আশ্রয়, যিনি উত্তমাভরণে ভূষিত, রক্তপঙ্কজমধ্যে অবস্থান করিতেছেন, যমুনা-সলিল-তরঙ্গ-সঙ্গিবায়ু নিরন্তর যাঁহাকে সেবা করিতেছে—সেই শ্রীকৃষ্ণকে চিত্তদ্বারা যিনি চিন্তা করেন, তাঁহার সংসার-মুক্তি ঘটে।

চতুর্ভুজ-ধ্যান—

মথুরায়াং বিশেষেণ মাং ধ্যায়ন্ মোক্ষমশ্নুতে॥
অষ্টপত্রং বিকসিতং হৃৎপদ্মং তত্র সংস্থিতং।
দিব্যধ্বজাপতত্রৈস্তু চিহ্নিতং চরণদ্বয়ং॥
শ্রীবৎস-লাঞ্ছনং হৃৎস্থং কৌস্তুভং প্রভয়া যুতং।
চতুর্ভুজং শঙ্খ-চক্র-শার্ঙ্গ-পদ্ম-গদান্বিতং॥
সুকেয়ূরান্বিতং বাহুং কণ্ঠং মালা-সুশোভিতং।
দ্যুমৎ-কিরীট-বলয়ং স্ফুরন্মকর-কুণ্ডলং॥

বহিরিন্দ্রিয়ে তদীয় স্ফূর্ত্তি লাভ হয়। এইজন্য বিয়োগ-দশায়ও অন্তঃসলিলা ফল্গু-প্রবাহবৎ আনন্দ-ধারা বিদ্যমান থাকে। পরিকরগণের ভগবৎ-বিচ্ছেদ ছাড়া সংসার দুঃখের কথা কোথাও শুনা যায় না। সুতরাং তাঁহারা সতত সুখী। এই লীলারহস্য একমাত্র ভক্তগণের বেদ্য।

(১) মৌনমুদ্রা—ওষ্ঠদ্বয় সঙ্কোচাবস্থা; তদ্দ্বারা বেণুবাদন লক্ষিত হইতেছে।

তস্মান্নিগূঢ়ত্ববিবক্ষৈব সমীচীনা। তথৈব তদ্বিবক্ষয়া নান্যথা মদ্ভবং জ্ঞানং মর্ত্ত্যলিঙ্গেন জায়ত ইতি শ্রীভগবতোক্তম্। তথাচ পাদ্ম-

হিরন্ময়ং সৌম্যতনুং স্বভক্তাভয়-প্রদং।
ধ্যায়েন্মনসি মাং নিত্যং বেণু-শৃঙ্গধরং তু বা॥
উত্তর বিভাগ ৫৯—৬৩ শ্রুতি।

"মথুরায় আমাকে ধ্যান করিলে শীঘ্র (১) মোক্ষপ্রাপ্তি হয়—এই বলিয়া ধ্যান বলিতেছেন—'বিকসিত অষ্টদলস্বরূপ হৃৎপদ্মে আমি অবস্থান করি। আমার চরণদ্বয় উৎকৃষ্ট ধ্বজা ছত্র প্রভৃতি চিহ্নে চিহ্নিত, হৃদয়ে শ্রীবৎস-চিহ্ন ও প্রভাযুক্ত কৌস্তুভমণি, চতুর্ব্বাহু শঙ্খ-চক্র-শার্ঙ্গ-পদ্মযুক্ত, সেই বাহুসকল অঙ্গদদ্বারা ভূষিত, কণ্ঠে মালা শোভা পাইতেছে, মস্তকে দীপ্তিশীল মুকুট, কর্ণে মকরাকৃতি কুণ্ডল-যুগল বিরাজ করিতেছে, আমি প্রকাশ-বহুল সৌম্যতনু, নিজ ভক্তগণের অভয়প্রদ; এইরূপ আমাকে, অথবা শৃঙ্গবেণুধর (পূর্ব্ববিভাগোক্ত) দ্বিভুজ আমাকে মনোমধ্যে ধ্যান করিবে।"

তাপনীয় শ্রুতির ন্যায় আগমেও দ্বিভুজ-ধ্যান শ্রবণ করা যায়। অতএব চতুর্ভুজ রূপের নিগূঢ়ত্ব প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীদেবকীদেবী ঐ রূপ-গোপনের প্রার্থনা করিয়াছেন, এইরূপ ব্যাখ্যা করাই সমীচীন। এই অভিপ্রায়ে শ্রীভগবানও শ্রীদেবকীদেবীকে বলিয়াছেন—

এতদ্বাং দর্শিতং রূপং প্রাগ্‌জন্ম-স্মরণায় মে।
নান্যথা মদ্ভবং জ্ঞানং মর্ত্ত্যলিঙ্গেন জায়তে॥ ১০।৩।৩৫

"আমার পূর্ব্বতন জন্ম স্মরণ করাইবার জন্য তোমাদিগকে চতুর্ভুজ রূপ দেখাইলাম, অন্যথা মনুষ্য-চিহ্নদ্বারা আমার আবির্ভাব জ্ঞান হইত না।"

এ স্থলে চতুর্ভুজরূপে আবির্ভাবের কারণ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিলেন,—দ্বিভুজ তাঁহার স্বরূপ, পূর্ব্বতন জন্ম স্মরণ করাইবার জন্যই চতুর্ভুজরূপে প্রকট হইয়াছিলেন। এইরূপ অন্যত্রও প্রয়োজন-বিশেষে চতুর্ভুজ-রূপের প্রকটনের কথা শুনা যায়। যথা,—শ্রীরুক্মিণী-পরিহাস-লীলায়, দেবীকে সান্ত্বনা-দান-সময়ে চতুর্ভুজ প্রকাশ।

(১) বিশেষেণ শীঘ্রমিতি শ্রীবিশ্বেশ্বর-টীকা।

নির্ম্মাণখণ্ডে শ্রীভগবদ্বাক্যব্যাসবাক্যে। পশ্য ত্বং দর্শয়িষ্যামি স্বরূপং বেদগোপিতম্। ততোঽপশ্যমহং ভূপ বালং কালাম্বুদপ্রভম্। গোপকন্যাবৃতং গোপং হসন্তং গোপবালকৈরিতি। এবমিত্যুক্ত্বা-সীদ্ধরিস্তূষ্ণীমিত্যাদৌ চ ব্যাখ্যেয়ম্। আত্মমায়য়া স্বেচ্ছয়া আত্ম-মায়া তদিচ্ছা স্যাদিতি মহাসংহিতোক্তেঃ। প্রকৃত্যা স্বরূপেণৈব ব্যক্তঃ প্রাকৃতঃ। ন ত্বৌপাধিকতয়া শৈষিকোঽণ। তত্র হি ভগ-

---

পদ্মপুরাণের নির্ম্মাণ-খণ্ডে শ্রীভগবদ্বাক্যে ও ব্যাসবাক্যে দ্বিভুজ-রূপের বর্ণনা দেখা যায়। যথা—"তুমি দেখ, তোমাকে বেদ-গোপিত স্বরূপ দেখাইতেছি। হে মহারাজ! তারপর আমি কাল-মেঘের ন্যায় প্রভাশালী গোপবালককে দেখিলাম, তিনি গোপকন্যা-বেষ্টিত এবং গোপবালকগণের সহিত হাস্য করিতেছেন।"

অতঃপর বক্ষ্যমাণ শ্লোকের যথাশ্রুত অর্থ না করিয়া, যে অর্থ করিতে হইবে, তাহা বিবৃত হইতেছে। শ্লোক যথা—

ইত্যুক্ত্বাসীদ্ধরিস্তূষ্ণীং ভগবানাত্মমায়য়া।
পিত্রোঃ সংপশ্যতোঃ সদ্যোবভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ॥ ১০।৩।৩৬

"ভগবান্ হরি এ কথা বলিয়া নীরব হইলেন। দর্শনকারী মাতা-পিতার সমক্ষে আত্মমায়াদ্বারা প্রাকৃত শিশু হইলেন।"

এই শ্লোকের "আত্মমায়া" ও "প্রাকৃত শিশু" পদদ্বয়ে দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণরূপ-সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইলেও সুসঙ্গত অর্থদ্বারা তাহা নিরস্ত হয়। আত্মমায়া—নিজ ইচ্ছা। কারণ, মহাসংহিতায় উক্ত আছে—"আত্মমায়া—তাঁহার ইচ্ছা।" প্রাকৃত—প্রকৃতিদ্বারা ব্যক্ত। প্রকৃতি অর্থ স্বরূপ। স্বরূপে ব্যক্ত হইয়াছেন বলিয়া তিনি প্রাকৃত, অর্থাৎ শ্রীমন্নরাকার বিগ্রহই তাঁহার স্বরূপ; সেই স্বরূপেই আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া তিনি প্রাকৃত, প্রাকৃতিক উপাধি (১)-পরিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রাকৃত নহেন।

---

(১) প্রাকৃতিক উপাধি—প্রকৃতির ধর্ম্ম—মায়ার গুণ। জীব যেমন মায়াগুণ-সম্বলিত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, শ্রীকৃষ্ণ তেমন মায়াগুণ-সম্বলিত হইয়া শিশু হয়েন নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তাঁহার জন্মাদি-লীলা,—স্বরূপ-শক্তির বিলাস।

বদ্বিগ্রহে শিশুত্বাদয়ো বিচিত্রা এব ধর্ম্মাঃ স্বাভাবিকাঃ সন্তীতি কো বেত্তি ভূমন্ ইত্যস্য ব্যাখ্যানে দ্বিতীয়সন্দর্ভে দর্শিতমেব। অত্র শ্রীরামানুজাচার্য্যসম্মতিরপি। শ্রীগীতাসু প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য সম্ভবাম্যাত্মমায়য়েত্যত্র স্বমেব স্বভাবমাস্থায় আত্মমায়য়া স্বসঙ্কল্পরূপেণ

'প্রাকৃত শিশু হইয়াছেন' বলায়, শিশুত্ব-ধর্ম্মের আবিষ্কার হেতু ঐ রূপকে পরিণামশীল অর্থাৎ শৈশবের পর পৌগণ্ড কৈশোর ইত্যাদি ক্রমে বার্দ্ধক্যহেতু ঐ রূপ বিকৃত হইবে—এ কথা বলা যায়না। ভগবদ্বিগ্রহে শিশুত্ব-প্রভৃতি বিচিত্র ধর্ম্ম সকল স্বভাবসিদ্ধরূপে বিদ্যমান আছে। তাহা বক্ষ্যমাণ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্বিতীয় সন্দর্ভে দেখান হইয়াছে।

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্বাহো কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্॥ ১০।১৪।২০

"হে ভূমন্! হে ভগবন্! হে পরাত্মন্! হে যোগেশ্বর! ত্রিলোকী-মধ্যে কোন্ ব্যক্তি, কোথায়, কি প্রকারে, কখনইবা আপনার কি পরিমাণ উতী (লীলা) জানিতে পারে? ফলতঃ আপনার মায়া-বৈভব অচিন্ত্য। আপনি যোগমায়া বিস্তার করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন।" সেই ব্যাখ্যার স্থূল মর্ম্ম :—

এক (মুখ্য) ভগবদ্রূপ, যুগপৎ অনন্তরূপাত্মক হইয়া থাকেন (১)। যখন উপাসকগণের যেমন উপাসনা-ফলোদয় আরম্ভ হয়, তখন তেমনরূপ দর্শন করিয়া থাকেন। বৈদূর্য্য-মণি যেমন নানারূপ দৃষ্ট হয়, তেমন শ্রীভগবান্ এক বপুতে নানা আকারে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। সবিস্তার ভগবৎ-সন্দর্ভের ৩৩—৪১ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

এ বিষয়ে শ্রীরামানুজাচার্য্যের সম্মতি দেখা যায়। তিনি, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রীভগবদুক্তি—

(১) এই সন্দর্ভের ১৫৬ অনুচ্ছেদে দৃষ্টান্ত-সহকারে এই প্রসঙ্গ বিবৃত হইয়াছে।

জ্ঞানেনেত্যর্থঃ। মায়াবয়ুনং জ্ঞানমিতি নৈর্ঘণ্টুকাঃ। মহাভারতে চ অবতাররূপস্যাপ্যপ্রাকৃতত্বমুচ্যতে। ন ভূতসঙ্ঘসংস্থানো দেহোঽস্য পরমাত্মন ইতি। অথ বৃহদ্বৈষ্ণবেঽপি। যো বেত্তি ভৌতিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। স সর্বস্মাদ্বহিঃ কার্য্যঃ শ্রৌতস্মার্ত্তবিধানতঃ। মুখং তস্যাবলোক্যাপি সচেলঃ স্নানমাচরেৎ। পশ্যেৎ সূর্য্যং স্পৃশেদ্ গাঞ্চ ঘৃতং প্রাশ্য বিশুদ্ধ্যতীতি। অথ যয়াহরদ্ভুবো ভারমিত্যাদৌ চৈবং

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৪।৬

"আমি অজ, অব্যয় স্বরূপ এবং ভূতগণের ঈশ্বর হইলেও নিজ প্রকৃতিকে অধিষ্ঠান করিয়া আত্মমায়াদ্বারা জন্ম গ্রহণ করি;"—এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন,—"আপনারই স্বভাবে অবস্থান করিয়া, আত্মমায়া—নিজ সঙ্কল্পরূপ জ্ঞানদ্বারা" (জন্ম গ্রহণ করি)। মায়া-শব্দের জ্ঞান-অর্থ স্ব-কপোল-কল্পিত নহে; নির্ঘণ্টুকার মায়াশব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—মায়া-বয়ুন-জ্ঞান।

মহাভারতেও অবতাররূপের অপ্রাকৃতত্ব কথিত হইয়াছে—"এই পরমাত্মার দেহ ভূতসমষ্টি (অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক) নহে।"

বৃহদ্বিষ্ণু-পুরাণেও উক্ত আছে—"যে ব্যক্তি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের দেহ পাঞ্চভৌতিক মনে করে, শ্রুতি-স্মৃতির বিধানানুসারে সে ব্যক্তি সকল (সৎকর্ম্ম) হইতে বহিষ্কৃত অর্থাৎ মহাপতিত। তাহার মুখ অবলোকন করিয়াও বস্ত্রের সহিত স্নান করিবে, কেবল তাহা নহে,—সূর্য্য-দর্শন, গো-স্পর্শন এবং ঘৃত পান করিবে, তবে শুদ্ধ হইবে।"

এই সকল বাক্য হইতে শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ যে অপ্রাকৃত—তাহা স্বীকার করা গেল। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের তনুত্যাগের যে কথা আছে, তাহার কি গতি হইবে? যে-তনু পরিত্যক্ত হইতে পারে, তাহা স্বরূপ-ভূত হয় কিরূপে? এই পূর্ব্বপক্ষ-নিরসনের জন্য পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ের যথাশ্রুত অর্থে তৃপ্ত না হইয়া অন্যার্থ দেখা যাইতেছে—

যয়া হরদ্ভুবো ভারং তাং তনুং বিজহাবজঃ।
কণ্টকং কণ্টকেনৈব দ্বয়ঞ্চাপীশিতুঃ সমং॥

মন্তব্যম্। তনুরূপকলেবরশব্দৈরত্র শ্রীভগবতো ভূভারজিহীর্ষালক্ষণো দেবাদিপিপালয়িষালক্ষণশ্চ ভাব এবোচ্যতে। যথা তৃতীয়ে বিংশতিতমে তত্তচ্ছব্দৈর্ব্রহ্মণো ভাব এবোক্তঃ। যদি তত্রৈব তথা ব্যাখ্যেয়ং

যথা মৎস্যাদি-রূপাণি ধত্তে জহ্যাদ যথা নটঃ।
ভূভারঃ ক্ষপিতো যেন জহৌ তচ্চ কলেবরম্॥ (১)

উক্ত শ্লোকদ্বয়ের সম্বন্ধে এইরূপ মনে করা উচিতঃ—তনু, রূপ এবং কলেবর—এই শব্দত্রয় দ্বারা শ্রীভগবানের দেহ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তদীয় ভাব উক্ত হইয়াছে। তাহা শ্রীভগবানের ভূভারহরণেচ্ছা-লক্ষণ এবং দেবাদি-প্রতিপালনেচ্ছা রূপ ভাব বুঝিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতেই ভাব-অর্থে তনু শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, তৃতীয় স্কন্ধের বিংশতিতম অধ্যায়ে 'তনু'-প্রভৃতি শব্দে ব্রহ্মার 'ভাব' (২) বলা হইয়াছে—দেহ নহে। যদি ব্রহ্মার বিষয়েই ঐরূপ

(১) এই শ্লোকদ্বয়ের অনুবাদ ৯৮ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

(২) তৃতীয় স্কন্ধের বিংশতিতম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, গর্ভোদশায়ীর নাভি-কমল হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মা প্রথমে পঞ্চপ্রকার অবিদ্যা সৃষ্টি করিলেন। সেই সৃষ্টি তমোময় হওয়াতে ব্রহ্মার মন প্রসন্ন হইলনা; তিনি "বিসসর্জ্জাত্মনঃ কায়ং—আপনার কায় পরিত্যাগ করিলেন।" তাহপর অসুরগণকে সৃষ্টি করিলে তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিলে, শ্রীহরির উপদেশানুসারে "বিমুঞ্চাত্মতনুং ঘোরাং—নিজের কাম-কলুষিত তনু ত্যাগ করিলেন।" অনন্তর ব্রহ্মা নিজ কান্তিদ্বারা গন্ধর্ব্ব অপ্সরোগণকে সৃষ্টি করিয়া, "বিসসর্জ্জ তনুং তাং—সেই তনু ত্যাগ করিলেন।" অনন্তর করচরণাদি প্রসারিত করিয়া শয়ান ব্রহ্মা যখন দেখিলেন, তাঁহার সৃষ্টি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলনা, তখন "ক্রোধাদ্ভুং সসর্জ্জ হ তদ্বপুঃ—ক্রোধ-বশতঃ তিনি সেই বপুঃ ত্যাগ করিলেন।"

"বিমুঞ্চাত্ম-তনুং ঘোরাং" ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—'সর্ব্বত্র তনুত্যাগোনাম তত্তন্মনোভাব-ত্যাগোবিবক্ষিতঃ—এই অধ্যায়ের সর্ব্বত্র তনুত্যাগ-শব্দে সেই সেই মনোভাব ত্যাগ বলা হইয়াছে।" সুতরাং ঐ সকল শ্লোকের তনু, বপু এবং কায়-শব্দে ব্রহ্মার মনোভাব বুঝিতে হইবে

তদা সুতরামেব শ্রীভগবতীতি। ততশ্চ তস্য ভাবস্য ভগবতি তদাভাসরূপত্বাৎ কণ্টকদৃষ্টান্তঃ সুসঙ্গত এব। তথা দ্বয়মেবেশিতুঃ সাম্যমপি। তত্তু তৃতীয়ে সন্দর্ভে এব বিবৃতম্। মৎস্যাদিরূপাণি মৎস্যা-

ব্যাখ্যা করিতে হয়, তবে শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে ঐরূপ ব্যাখ্যা অবশ্যই করিতে হইবে। ভার-হরণাদি স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে, পালন-কর্ত্তা শ্রীবিষ্ণুর কর্ম্ম। তবে যখন স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন, তখন যুগাবতারাদির কর্ম্মও (ভূভার-হরণ ও দেবাদি-প্রতিপালন) তাঁহা হইতে নিষ্পন্ন হয় বলিয়া, তাঁহাতে ঐ ভাবের আভাস মাত্র ছিল, (ঐ সকল যাঁহাদের কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট, তাঁহাদিগেই ঐ ভাবের সম্পূর্ণ স্থিতি সম্ভব।) এই জন্য কণ্টক-দৃষ্টান্ত সুসঙ্গত হইয়াছে, এবং কণ্টক-বিদ্ধাঙ্গ ব্যক্তির বিদ্ধ কণ্টক ও মোচক-কণ্টক দুই যেমন সমান, শ্রীভগবানের পক্ষেও তদ্রূপ ভূভার ও ভূভার-হরণেচ্ছা দুইই সমান, অর্থাৎ ঐ সকল তাঁহার কর্ত্তব্য নহে বলিয়া আবেশের বিষয় হইতে পারেনা।

এ বিষয় তৃতীয় পরমাত্ম-সন্দর্ভে সবিস্তার বলা হইয়াছে; তত্রত্য ৮৫—৮৭ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। (১)

(১) পরমাত্ম-সন্দর্ভের ৮৫-৮৭ অনুচ্ছেদের মর্ম্ম—

চিন্মাত্র স্বরূপ শ্রীভগবান স্বরূপ-শক্তি দ্বারা শ্রীবৈকুণ্ঠাদিগত অনন্ত ঐশ্বর্য্যাদি-যুক্ত। তিনি প্রাকৃত-গুণ-রহিত, অতএব অবিকারী। স্বরূপ-শক্তির বিলাস-ভূত অনন্তক্রিয়া সর্ব্বদা প্রকাশমান আছে; শ্রীভগবানের অনন্ত প্রকাশে সতত সেই সকল ক্রিয়া নিত্য-সিদ্ধরূপে বিদ্যমান অর্থাৎ শ্রীভগবান অনন্ত স্বরূপে, স্বরূপ-শক্তির প্রকাশিত অনন্ত লীলায় নিত্য নিরত আছেন বলিয়া, লীলাবির্ভাব-কর্ত্তা-তাঁহার অবস্থান্তর-প্রাপ্তি সম্ভব নহে; এই জন্য প্রাকৃত-কর্ত্তার ন্যায় তিনি বিকার-প্রাপ্ত হয়েন না। তিনি যদি স্বরূপে নির্ব্বিকার হয়েন, তবে তাঁহার সত্ত্বাদি গুণ, এবং গুণাসক্তি হেতু স্থিত্যাদি ক্রিয়া, কিরূপে সম্ভব হয়? চিন্মাত্র-বস্তু-বিরোধী সেই সকল গুণ ও ক্রিয়া সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ তাঁহাতে কিছুতেই যুক্ত হইতে পারেনা। তিনি ভগবান্ স্বরূপৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ বলিয়া, স্বেচ্ছাক্রমেও সে সকল অঙ্গীকার করেন না। কেবল লীলাবশতঃই গুণাতীত তিনি গুণ ও ক্রিয়াযুক্ত হয়েন।

ত্ববতারেষু তত্তদ্ভাবান্। অথ নটদৃষ্টান্তেঽপি নটঃ শ্রাব্যরূপকাভিনেতা। ব্যাখ্যাতঞ্চ টীকাকৃদ্ভিঃ প্রথমস্যৈকাদশে নটা নবরসাভিনয়-চতুরা ইতি। ততো যথা শ্রাব্যরূপকাভিনেতা নটঃ স্বরূপেণ স্ববেশেন

মৎস্যাদিরূপও নিত্য। তবে ঐসকল রূপের ধারণ ও ত্যাগ সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য মৎস্যাদি-অবতারে পৃথিবীর ভার-স্বরূপ দৈত্য-বধাদি বিষয়ক (ইচ্ছাত্মক) ভাব গ্রহণ ও ত্যাগ বুঝিতে হইবে। "ধত্তে জহ্যাদ্ যথা নটঃ"—এস্থলে দৃষ্টান্ত-স্বরূপে উক্ত নট—শ্রাব্যরূপকাভিনেতা—কথক। নট-শব্দের তাদৃশ অর্থে ব্যবহারও দেখা যায়। যথা—

নট-নর্ত্তক-গন্ধর্ব্বাঃ সূত-মাগধবন্দিনঃ॥
গায়ন্তি চোত্তম-শ্লোক চরিতান্যদ্ভুতানি চ।১।১।১৭

"নট, নর্ত্তক, গন্ধর্ব্ব, সূত, মাগধ, বন্দী—ইহারা উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র সকল গান করিতে লাগিল।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীস্বামিচরণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"নট—নবরসচতুর।" নট-শব্দের এই অর্থ-হেতু, শ্রাব্যরূপকাভিনেতা নট (কথক) নিজরূপে নিজ বেশে থাকিয়াই, পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অভিনয় সহকারে গান করিবার নিমিত্ত নায়ক-নায়িকাদি ভাব ধারণ ও ত্যাগ করেন;

সেই লীলাদ্বারা কিরূপে গুণ-ক্রিয়ান্বিত হয়েন? তাহার উত্তর—লীলা-ক্রীড়া। বালক বস্তুবিশেষ বা অন্য বালক কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়; স্বরূপ-বৈভবে পরিতৃপ্ত শ্রীভগবানের অন্য হইতে তাদৃশ লীলায় প্রবৃত্তি সম্ভাবিত হয় না; তাঁহার আশ্রিতা গুণময়ী-মায়াদ্বারা সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। তিনি মায়ার নিয়ামক বলিয়া (রাজকর্ম্মচারীর কার্য্য রাজকার্য্য-রূপে প্রচারিত হওয়ার মত) মায়ার কার্য্য সৃষ্ট্যাদি তাঁহার লীলা-বিশেষরূপে গণ্য হয়।

শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তিদ্বারা শ্রীবৈকুণ্ঠাদি-লীলা, আর মায়াশক্তি দ্বারা সৃষ্ট্যাদি লীলা নিষ্পন্ন হয়। মায়া বহিরঙ্গা শক্তি বলিয়া তাহার সহিত শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, তিনি একমাত্র স্বরূপ-শক্তিতে বিলাসবান। এইজন্য বলা হইল, ভূভার-হরণাদি কার্য্যে তাঁহার আবেশ থাকিতে পারে না।

চ স্থিত এব পূর্ববৃত্তমভিনয়েন গায়ন্ নায়কনায়িকাদিভাবং ধত্তে জহাতি চ তথেতি। অতএব তৃতীয়ে— প্রদর্শ্যাতপ্ততপসামবিতৃপ্তদৃশাং নৃণাম্। আদায়ান্তরধাদ্‌যস্তু স্ববিম্বং লোকলোচনমিতি। অত্রাপি লোকলোচনরূপং স্ববিম্বং নিজমূর্ত্তিং প্রদর্শ্য পুনরাদায়ৈব চ অন্তরধাৎ ন তু ত্যক্ত্বেত্যুক্তম্। শ্রীসূতেন—যথা মৎস্যাদিরূপাণীত্যনন্তরমপি তথোক্তম্। যদা মুকুন্দো ভগবানিমাং মহীং জহৌ স্বতন্বেতি। ত্যাগোঽত্র স্বতনুকরণক ইতি ন তু স্বতন্বা সহেতি

দার্ষ্টান্তিক শ্রীভগবান সম্বন্ধেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ তিনি স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়াই নানারূপ প্রকটন করেন।

এইজন্য তৃতীয় স্কন্ধে :—

প্রদর্শ্যাতপ্ততপসামবিতৃপ্ত দৃশাং নৃণাং।
আদায়ান্তরধাদ্ যস্তু স্ব-বিম্বং লোকলোচনম্॥ ৩।২।১১

শ্রীউদ্ধব বিদুরকে বলিয়াছেন "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এতাবৎ কাল আপনার মূর্ত্তি দর্শন করাইয়া, এখন লোক-লোচন স্বরূপ সেই মূর্ত্তি তাহাদের নিকট হইতে যেন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। লোক সকল দীর্ঘ কাল সেইরূপ দর্শন করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের তপস্যা না থাকাতে পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিল না।"

এই শ্লোকে বলা হইল—শ্রীকৃষ্ণ লোক-লোচন-স্বরূপ নিজ মূর্ত্তি প্রদর্শন করাইয়া আবার তাহা লইয়াই অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন, ত্যাগ করিয়া নহে। দেহ সহিত শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের কথা "যথা মৎস্যাদি রূপাণি" ইত্যাদি শ্লোকের পর শ্রীসূতোক্তিতে ব্যক্ত আছে—

যদা মুকুন্দো ভগবানিমাং মহীং জহৌ স্বতন্বা শ্রবণীয়-সৎকথঃ।
তদহরেবাপ্রতিবুদ্ধচেতসামভদ্রহেতুঃ কলিরন্বর্ত্তত॥ ১।১৫।৩৫

"যাঁহার সৎকথা সকলে শ্রবণ করিয়া থাকে, সেই ভগবান্ মুকুন্দ যে দিবস নিজ শরীর দ্বারা এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিলেন, সে দিবসই অবিবেকিগণের অমঙ্গলের হেতু কলির অনুবৃত্তি হইল অর্থাৎ কলি প্রবেশ করিল।"

এই শ্লোকের "স্বতন্বা" পদে করণ-কারকে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে, সহার্থে

ব্যাখ্যেয়ম্। অধ্যাহার্য্যাপেক্ষাগৌরবাৎ উপপদবিভক্তেঃ কারক-বিভক্তির্বলীয়সীতিন্যায়াচ্চ। অথ সূতীগৃহ ইত্যস্যার্থঃ। এতৎ-প্রাক্তনবাক্যেষু শ্রীভগন্মহিমজ্ঞানভক্তিপ্রধানোঽসৌ বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রাদু-র্ভাবস্যাপ্যাত্মনো মনুষ্যলীলামেব দৈন্যাতিশয়তঃ প্রাকৃতমানুষত্বেন স্থাপয়িত্বা শ্রীভগবতাপত্যবুদ্ধিমাক্ষিপ্তবান্। ততশ্চ ননু তর্হি কথমপ-ত্যবুদ্ধিং কুরুষে ইতি শ্রীভগবৎপ্রশ্নমাশঙ্ক্য তত্র তদ্বাক্যগৌরবমেব

নহে। সহার্থে তৃতীয়া-বিভক্তি স্বীকার করিলে নিজ তনু সহিত পৃথিবী ত্যাগ অর্থাৎ যেমন পৃথিবী ত্যাগ করিলেন, তদ্রূপ নিজ তনুও ত্যাগ করিলেন —এই অর্থ হয়। মূল শ্লোকে যখন সহ শব্দ নাই, তখন অর্থ-সঙ্গতির জন্য সহ-শব্দ অধ্যাহার করিতে হয়। অধ্যাহার না করিয়া যে বাক্যের সুসঙ্গত অর্থ করা যায়, তথায় অধ্যাহার করিতে গেলে কল্পনা-গৌরব প্রকাশ পায়। আর উপপদ-বিভক্তি হইতে কারক-বিভক্তি বলিয়সী—এই ন্যায় দেখা যায়; সুতরাং এস্থলে করণে তৃতীয়া বিভক্তি স্বীকারই সমীচীন। তাহা হইলে তনুদ্বারা পৃথিবী ত্যাগ করিলেন—তনু ত্যাগ করিলেন না; এই অর্থ স্থির হইবে।

সূতী-গৃহে ননু জগাদ ভবানজো নৌ
সংযজ্ঞ ইত্যনুযুগং নিজধর্ম্মগুপ্ত্যৈ।
নানাতনূ গগনবদ্বিদধজ্জহাসি
কো বেদ ভূম্ন উরুগায় বিভূতি মায়াম্॥ ১০।৮৪।১৯(১)

অতঃপর এই শ্রীবসুদেব-বচনের প্রাগুক্ত অন্যার্থ (২) করা যাইতেছে।

শ্রীবসুদেব মহাশয়ের ভক্তি ভগবন্মহিমজ্ঞান-প্রধান। যাঁহাদের এ জাতীয় ভক্তি, তাঁহাদের দৈন্য প্রচুর। তিনি বিশুদ্ধসত্ত্বের প্রাদুর্ভাব-স্বরূপ আপনার মানুষ-লীলাকে দৈন্যাতিশয়-হেতু প্রাকৃত-মনুষ্য-চেষ্টা অনুমান করিয়া উক্ত শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তি-শ্লোক-সমূহে শ্রীভগবানে পুত্র-বুদ্ধির প্রতি আক্ষেপ করেন। সেই প্রসঙ্গে শ্রীবসুদেব মনে মনে শ্রীভগবদুক্তি জল্পনা করিয়া আপনার অভিপ্রায়

---

(১) এই শ্লোকের অনুবাদ ৯৮ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

(২) ৯৮ অনুচ্ছেদোক্ত।

মম প্রমাণং ন তূপপত্তিরিত্যাহ, সূতীগৃহ ইতি। নৌ আবয়োরনু-যুগং অজ এব ভবান্ সংজজ্ঞে অবতীর্ণবানিতি সূতীগৃহে ভগবাননু-জগাদ। ময়া তদপি ভবদাদিতনুপ্রবেশনির্গমাপেক্ষয়ৈব জজ্ঞে ইত্যুক্তম্। ন তু মম প্রবেশনির্গমলিঙ্গেনৈব জন্ম বাচ্যং জীবসখেন ব্যষ্টেঃ সমষ্টের্বান্তর্যামিরূপেণ। তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণমিত্যাদৌ, তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশদিত্যাদৌ চ

প্রকাশ করেন,—'যদি আমি তোমার পুত্র না হই, তবে আমার প্রতি কেন পুত্রবুদ্ধি করিতেছ?" শ্রীভগবানের এইরূপ প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া, 'সে বিষয়ে তোমার বাক্য-গৌরবই আমার প্রমাণ, অন্য কোন প্রমাণ নাই"—ইহা ব্যক্ত করিবার জন্য বলিলেন—"আপনি জন্মরহিত হইয়াও আমাদের পুত্ররূপে জন্ম-গ্রহণ করেন—একথা ভগবান্ নিজেই সূতিকা-গৃহে বলিয়াছেন।"

শ্রীভগবদুক্তি (জল্পনা) "আমি আপনাদের তনু-প্রবেশ-নির্গম অপেক্ষায় 'জন্মগ্রহণ করি' একথা বলিয়াছি। আমার প্রবেশ-নির্গম-চিহ্নদ্বারা জন্ম বলা যাইতে পারেনা; যেহেতু, আমি পরমাত্ম-স্বরূপে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবে (১) প্রবেশ ও নির্গম করি। এ বিষয়ে প্রমাণ—

তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥

কঠোপনিষৎ ১।২।১২

'ধীর পুরুষ সেই দুর্দ্দর্শ (যাহার দর্শন দুর্ল্লভ) গূঢ় (অতি প্রযত্নজ্ঞেয়,) অনুপ্রবিষ্ট (সর্ব্বজগতের অন্তর্য্যামী), গুহাস্থিত (সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়-গুহায় বিদ্যমান), গহ্বরেষ্ঠ (মুক্ত জীবে অবস্থিত), পুরাণ (সর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তী), দেব (স্ব-প্রকাশ বা ক্রীড়াদি-গুণ-বিশিষ্ট) কে ধ্যানযোগে অবগত হইয়া হর্ষ-শোক পরিত্যাগ করেন।'

---

(১) মনুষ্যাদির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জীবত্বকে ব্যষ্টিজীব বলে, আর ব্রহ্মাণ্ড—সমষ্টি জীব।

তত্তদনুপ্রবেশাদিদর্শনসামান্যাৎ। ততস্তদ্বদিদমুপচরিতমেবেতি মন্যতাম্। তত্রাহ নানেতি। স্বকৃতবিচিত্রযোনিষু বিশন্নিব হেতুতয়েত্যাদিশ্রবণাৎ গগনবদসঙ্গ এব ত্বং যজ্জীবানাং নানাতনূর্বিদধৎ প্রবিশন্ জহাসি মুহুঃ প্রবিশসি জহাসি চেত্যর্থঃ, তদ্ভূম্নস্তব বিভূতিমায়াং কো বেদ বহু মন্যতে ন কোঽপীত্যর্থঃ। ইদন্ত্বাবাভ্যাং জন্ম সর্বৈরেব স্তূয়তে ইতি ভাবঃ। ততো বিদ্বদাদরোঽপ্যত্রাস্তু প্রমাণং মম তু তৎ সর্বথা ন বুদ্ধিগোচর ইতি ব্যঞ্জিতম্। অত্র বিদধাতেঃ প্রবেশার্থো নানুপপন্নঃ। যথোক্তং সহস্র-

---

অন্যত্র—'তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবেশ করিলেন।'

সুতরাং সর্ব্বভূতের ন্যায় তোমাদিগেও প্রবেশ করিয়াছি। তাহাই তোমাদের নিকট জন্মরূপে আরোপ (১) হইয়াছে, এইরূপ মনে কর।"

তদুত্তরে শ্রীবসুদেব বলিলেন, "তুমি গগনের ন্যায় অসঙ্গ হইয়া নানা তনু গ্রহণ ও ত্যাগ কর।" ১০।৯৫।১৯

শ্রুতি-স্তবের "আপনি নিজকৃত ব্রহ্মাদি-স্থাবর-পর্য্যন্ত বিচিত্র যোনিতে কারণরূপে অনুপ্রবিষ্টের ন্যায় বিরাজমান আছেন" (১০।৮৭।১৫), এই বাক্যপ্রমাণে বাস্তবিকই তুমি গগনের ন্যায় অসঙ্গ হও। তুমি যে জীবগণের নানাদেহে (অন্তর্য্যামিরূপে) প্রবেশ করিয়া ত্যাগ কর অর্থাৎ বারংবার প্রবেশ ও ত্যাগ কর, সর্ব্বগ তোমার সেই বিভূতিরূপা মায়াকে কে বহু মনে করে? অর্থাৎ কে উহার (প্রবেশ-নির্গমের) স্তব করিয়া থাকে? কেহই না! কিন্তু আমাদিগ হইতে তোমার যে জন্ম, সকলেই তাহার স্তব করিয়া থাকে। সুতরাং তুমি যে আমাদের পুত্র, বিদ্বদ্গণের আদরই তাহাতে প্রমাণ, কিন্তু উহা সর্ব্বথা আমার বুদ্ধির অগোচর, সূতিগৃহে ইত্যাদি বাক্যে শ্রীবসুদেব মহাশয়ের এই অভিপ্রায় ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

এস্থলে "বিদধৎ" পদের "প্রবেশ" অর্থ অনুপন্ন হয় না, অর্থাৎ এইরূপ অর্থ করিবার রীতি অন্য কোথাও নাই, এ কথা বলা যায় না; কারণ, বাক্যের

---

(১) আরোপ কাহাকে বলে তাহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। ৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নামভাষ্যে—শিষ্টান্ করোতি পালয়তীতি সামান্যবচনো ধাতুর্বিশেষ-বচনে দৃষ্টঃ কুরু কাষ্ঠানিত্যাহরণে যথা তদ্বদিতি। তদেবং শ্রীকৃষ্ণস্য-স্বয়ং ভগবত্ত্বং তদ্রূপেণাবস্থায়িত্বঞ্চ দর্শিতম্। তথা প্রথমে পৃথি-ব্যাপি সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিরিত্যাদিনা তদীয়ানাং কান্তিসহ-

---

অর্থ-সঙ্গতি জন্য ধাতুর প্রসিদ্ধ অর্থ অতিক্রম করিয়া অন্যার্থ কল্পনার দৃষ্টান্ত অন্যত্রও দেখা যায়; যথা,—সহস্র-নামভাষ্যে উক্ত হইয়াছে—"কাষ্ঠ-আহরণে কাষ্ঠ কর", এইরূপ প্রয়োগ যেমন ধাতুর বিশেষ-বচনে সামান্য-বচন দেখা যায় অর্থাৎ কর-পদ দ্বারা আহরণ করা বুঝাইতেছে, তদ্রূপ 'শিষ্টগণকে করেন' এই বাক্যের অর্থেও শিষ্টগণকে পালন করেন, এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে।" সুতরাং বিদধৎ-পদের প্রবেশ অর্থ করা অসঙ্গত নহে।

এই সন্দর্ভে যেমন শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা এবং শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যস্থিতি প্রদর্শিত হইল, তদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের ১৬শ অধ্যায়ে "সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিঃ" ইত্যাদি শ্লোকে তদীয় [শ্রীকৃষ্ণের] কান্তি সহ ওজঃ, বল প্রভৃতির স্বাভাবিকত্ব ও নিত্যস্থায়িত্ব দেখান হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণরূপে নিত্যস্থিতি প্রমাণিত হইলেও সময়ে তাঁহার মদনমোহন রূপ-লাবণ্য এবং অতুলনীয় বল প্রভৃতির কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে কিনা, এই সংশয় অপনোদন জন্য পৃথিবীর বাক্য-প্রমাণে দেখাইলেন, শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য স্বাভাবিক,—অন্যের ন্যায় দেশ-কাল-ভোগাদি-দ্বারা সম্পাদিত নহে এবং তৎসমুদয় অব্যভিচারী, দেশ-কালাদিদ্বারা রূপান্তরিত হয় না। তাঁহার সৌন্দর্য্য সামর্থ্য সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সকল অবস্থায় একরূপই থাকে।

পৃথিবীর উক্তি সেই শ্লোক-সমূহ যথা—

সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জ্জবম্।
শমোদমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রুতম্॥
জ্ঞানং বিরক্তিরৈশ্বর্য্যং শৌর্য্যং তেজোবলং স্মৃতিঃ।
স্বাতন্ত্র্যং কৌশলং কান্তির্ধৈর্য্যং মার্দ্দবমেব চ॥
প্রাগল্‌ভ্যং প্রশ্রয়ঃ শীলং সহ ওজোবলং ভগঃ।
গাম্ভীর্য্যং স্থৈর্য্যমাস্তিক্যং কীর্ত্তিমানোঽনহং কৃতিঃ॥

ওজোবলানাং স্বাভাবিকত্বমব্যভিচারিত্বঞ্চ দর্শিতম্। অতএব ব্রহ্মাণ্ডে চাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রে নরাকৃতিত্বং প্রকৃত্যৈবোক্তম্—নন্দব্রজজনানন্দী সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। নবনীতবিলিপ্তাঙ্গো নবনীত-নটোঽনঘ ইতি। শ্রীগোপালপূর্বতাপন্যামপি তথৈব। নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। তং পীঠগং যে তু যজন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষামিতি।

এতে চান্যেচ ভগবন্নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ।
প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ॥
তেনাহংগুণপাত্রেণ শ্রীনিবাসেন সাম্প্রতম্।
শোচামি রহিতং লোকং পাপ্মনা কলিনেক্ষিতম্॥
১।১৬।২৪—২৮

'সত্য, শৌচ, দয়া, ক্ষমা, দান, সন্তোষ, সারল্য, শম, দম, তপস্যা, সাম্য, তিতিক্ষা, উপরতি, শাস্ত্র, বিচার, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, শৌর্য্য, তেজঃ, বল, স্মৃতি, স্বাধীনতা, কৌশল, সৌন্দর্য্য, ধৈর্য্য, মৃদুতা, প্রতিভাতিশয়, বিনয়, সুস্বভাব, সহ ওজঃবল, ভোগাস্পদত্ব, গাম্ভীর্য্য, অচঞ্চলতা, শ্রদ্ধা, কীর্ত্তি, মান ও গর্ব্বাভাব—মহত্ত্বাভিলাষীদিগের প্রার্থনীয় এই একোনচত্বারিংশৎ গুণ এবং অন্যান্য মহাগুণ যাঁহাতে নিত্য বিদ্যমান আছে—কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, সম্প্রতি সেই গুণনিধি শ্রীনিবাস-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত লোক (জগৎ) পাপ হেতু কলির দৃষ্টিতে পতিত হইয়াছে বলিয়া আমি শোক প্রকাশ করিতেছি।"

অতএব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের-নররূপে স্বাভাবিক নিত্য সৌন্দর্য্য ও ওজোবল প্রভৃতি সহ অবস্থিতি হেতু, ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের অষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রে নরাকৃতি অবলম্বন করিয়াই বলা হইয়াছে—"নন্দ-ব্রজানন্দী সচ্চিদানন্দবিগ্রহ নবনীত দ্বারা বিলিপ্তাঙ্গ, নবনীতের জন্য নৃত্যকারী এবং অনঘ (বিশুদ্ধ)।"

শ্রীগোপাল-তাপনী শ্রুতিতেও তদ্রূপ নরাকৃতি অবলম্বন করিয়া উক্ত হইয়াছে—'যিনি নিত্যসমূহের মধ্যে নিত্য, চেতন-বস্তু-সমূহের মধ্যে যিনি চেতন এবং যিনি একাকী বহুজনের কামনা বিধান করিতেছেন, পীঠস্থিত তাঁহাকে যে সকল ধীর ব্যক্তি পূজা করেন, তাঁহাদের যেমন অক্ষয় সুখ লাভ হয়, তদ্ভজনবহির্ম্মুখ জনের তাদৃশ সুখলাভ হয় না।"

তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহমিত্যাদি চ। তস্মাচ্চতুর্ভুজত্বে দ্বিভুজত্বে চ শ্রীকৃষ্ণত্বস্যাভিচারিত্বমেবেতি সিদ্ধম্। অথ কতমত্তৎপদং যত্রাসৌ বিহরতি তত্রোচ্যতে। যা যথা ভুবি বর্ত্তন্তে পুর্য্যো ভগবতঃ প্রিয়াঃ। তাস্তথা সন্তি বৈকুণ্ঠে তত্তল্লীলার্থমাদৃতা ইতি। স্কান্দ-বচনানুসারেণ বৈকুণ্ঠে যদ্ যৎ স্থানং বর্ত্ততে তত্তদেবেতি মন্তব্যম্।

তমেকংগোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্।
পঞ্চপদং বৃন্দাবনসুরভূরুহতলাসীনম্।
সমরুদ্গণোঽহং পরময়া স্তুত্যা তোষয়ামি॥

"সেই এক (সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদরহিত) সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পঞ্চ-পদমন্ত্রাত্মক, বৃন্দাবনস্থিত কল্পতরুমূলে আসীন গোবিন্দকে আমি মরুদ্গণের সহিত উত্তম স্তুতিদ্বারা প্রসন্ন করিয়া থাকি।"

এপর্য্যন্ত যে বিচার করা হইল তাহার সার মর্ম্মঃ—শ্রীকৃষ্ণ-স্বয়ং ভগবান্,—নরাকৃতি পরমব্রহ্ম। তিনি চতুর্ভুজ-রূপে বিহার করুন, আর দ্বিভুজ রূপেই বিহার করুন, তাঁহার—শ্রীকৃষ্ণত্বের অর্থাৎ স্বয়ং-ভগবত্তার কোন ব্যভিচার ঘটে না, ইহা সিদ্ধ হইল।

শ্রীকৃষ্ণের ধাম-নির্ণয়।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের ধাম নিরূপণ করা যাইতেছে। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, যেস্থানে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিহার করেন, সেই স্থান কিরূপ? তাহার উত্তর এই:—

"পৃথিবীতে ভগবৎ-প্রিয়া যে সকল পুরী, যে ভাবে বিরাজমান আছেন, সেই সেই লীলার জন্য আদৃত হইয়া বৈকুণ্ঠেও সেই সকল পুরী অবিকল তদ্রূপে অবস্থান করিতেছেন।" স্কন্দ-পুরাণের এই বচনানুসারে বৈকুণ্ঠে যে যে স্থান বর্ত্তমান আছে, সে সকল স্থান তাহার বিহার-ভূমি।

তচ্চাখিলবৈকুণ্ঠোপরিভাগ এব। যতঃ পাদ্মোত্তরখণ্ডে দশাবতার-

বৈকুণ্ঠ, সমুদয় ভগবৎস্বরূপের বিহার স্থান (১)। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ধাম, নিখিল বৈকুণ্ঠের উপরিভাগে বিরাজ করিতেছেন। কারণ, পদ্ম-পুরাণের

(১) ধাম-তত্ত্বালোচনার সুবিধার জন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে—

প্রকৃতির পরে পরব্যোম নামে ধাম।
শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ যৈছে বিভুত্বাদি গুণবান্॥
সর্ব্বগ অনন্ত বিভু বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ অবতারের তাহাঞি বিশ্রাম॥
তাহার উপর ভাগে কৃষ্ণ লোক খ্যাতি।
দ্বারকা মথুরা গোকুল ত্রিবিধত্বে স্থিতি॥
সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজ লোকধাম।
শ্রীগোকুলে শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম॥
সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনু সম।
উপর্য্যধো-ব্যাপি আছে নাহিক নিয়ম॥
ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ তরে কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তাঁর নাহি দুই কায়॥
চিন্তামণি ভূমি কল্প-বৃক্ষময় বন।
চর্ম্ম চক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম॥
প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ।
গোপ গোপী সঙ্গে যথা কৃষ্ণের বিলাস॥
মথুরায় দ্বারকায় নিজরূপ প্রকাশিয়া।
নানারূপে বিলাসয় চতুর্ব্যূহ হঞা॥
এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময়।
নিজগণ লঞা খেলে অনন্ত সময়॥
পরব্যোম মধ্যে করি স্বরূপ প্রকাশ।
নারায়ণরূপে করে বিবিধ বিলাস॥ আদি ৫ম

গণনে শ্রীকৃষ্ণমেব নবমত্বেন বর্ণয়িত্বা ক্রমেণ পূর্বাদিষু তদ্দশাবতার-স্থানানাং পরমব্যোমাভিধবৈকুণ্ঠস্যাবরণত্বেন গণনয়া শ্রীকৃষ্ণলোকস্য ব্রহ্মদিশি প্রাপ্তে সর্বোপরিস্থায়িত্বমেব পর্য্যবসিতম্। আগমাদৌ

উত্তর খণ্ডে দশাবতার-গণনে শ্রীকৃষ্ণকে নবম-রূপে বর্ণন করা হইয়াছে। তথায় পূর্ব্বাদিক্রমে দশাবতারের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া পরব্যোম-নামক বৈকুণ্ঠের

ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে সপ্তসর্গ-সপ্ত-পাতালাত্মক চতুর্দ্দশ ভুবন। তাহার বাহিরে প্রকৃতির আটটী আবরণ, তাহার পর কারণ-সমুদ্র বা বিরজা। তদূর্দ্ধে সিদ্ধ-লোক—সাযুজ্য-মুক্তি-স্থান ইহাই নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম। সিদ্ধলোকের উর্দ্ধে পরব্যোম। এই পরব্যোমের অধীশ্বর শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি। পরব্যোমে মৎস্য-কূর্ম্মাদি অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ নিজ নিজ পরিকরগণ সহিত বিহার করেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক বৈকুণ্ঠ আছেন। সুতরাং সেই পরব্যোমে অনন্ত বৈকুণ্ঠের স্থিতি। ভগবৎ-স্বরূপ সকল যখন ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট বিহার করিবার ইচ্ছা করেন, তখন ধাম-পরিকরের সহিত তাঁহাদের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই জন্য স্কন্দ-পুরাণে প্রত্যেক ভগবৎপুরীর —বৈকুণ্ঠ পৃথিবী—উভয়ত্র স্থিতির কথা উক্ত হইয়াছে। এক শ্রীকৃষ্ণ যেমন এক সময়ে বহুরূপে প্রকাশ পাইতে পারেন—ভগবদ্ধামেরও সেই সামর্থ্য আছে। এই জন্য উর্দ্ধ ও অধোলোকে যে কোন ভগবদ্ধামের যুগপৎস্থিতি বিরুদ্ধ হইতেছে না, পরন্তু ভগবদ্ধাম বিভু—সর্ব্ব-ব্যাপক বস্তু বলিয়া আবির্ভাব জন্য স্থানান্তর হইতে তদীয় আগমন প্রয়োজন হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান বলিয়া যেমন সর্ব্বপরম-স্বরূপ, তেমন তাঁহার ধামও সর্ব্বোপরি বিরাজমান। সর্ব্বোপরি বিরাজমান সেই ধাম অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে এই পৃথিবীতেও বিদ্যমান আছেন। পৃথিবীস্থিত বৃন্দাবন, আর পর-ব্যোমের উর্দ্ধে বিরাজমান শ্রীবৃন্দাবন পৃথক্ বস্তু নহেন, একই শ্রীবৃন্দাবনের উভয়ত্র স্থিতি।

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে, প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ মথুরা-দ্বারকায় বিহার করেন, তাহা উল্লেখিত পয়ারে সুব্যক্ত আছে। অতঃপর শ্রীসন্দর্ভে যে সকল বিচার উপস্থিত করা যাইবে, তৎসমূহের সারমর্ম্ম এই কয়েকটী পয়ারে ব্যক্ত আছে।

হি দিক্‌ক্রমস্তথৈব দৃশ্যতে। তত্রাস্মাভিস্তু তত্তৎশ্রবণাৎ শ্রীকৃষ্ণ-লোকস্য স্বতন্ত্রেব স্থিতিঃ কিন্তু পরমব্যোমপক্ষপাতিত্বেনৈব পাদ্মোত্তরখণ্ডেন তদাবরণেষু প্রবেশিতোঽসাবিতি মন্তব্যম্। পাদ্মোত্তর-খণ্ডপ্রতিপাদ্যস্য গৌণত্বন্তু শ্রীভাগবতপ্রতিপাদ্যাপেক্ষয়া বর্ণিতমেব। স্বায়ম্ভুবাগমে চ স্বতন্ত্রতয়েব সর্বোপরি তৎস্থানমুক্তম্। যথা ঈশ্বর-দেবীসংবাদে চতুর্দশাক্ষরধ্যানপ্রসঙ্গে পঞ্চাশীতিতমে পটলে। ধ্যায়েত্তত্র বিশুদ্ধাত্মা ইদং সর্বং ক্রমেণ তু। নানাকল্পলতাকীর্ণং

আবরণরূপে বর্ণন করায় শ্রীকৃষ্ণলোকের স্থিতি ঊর্দ্ধদিকেই স্থির হইয়াছে। (১) সুতরাং শ্রীকৃষ্ণলোকের সর্ব্বোপরি-স্থায়িত্ব পর্য্যবসিত হইল। আগমাদিতেও ঐরূপ দিক্‌ক্রম দেখা যায়।

যদিও পদ্মোত্তর খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণলোক পরব্যোমের আবরণরূপে বর্ণিত হইয়াছেন, আমরা (শ্রীমদ্ভাগবতাশ্রিত) কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা, শ্রীকৃষ্ণরূপে নিত্যস্থিতি এবং বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধভাগে শ্রীকৃষ্ণলোকের স্থিতি শ্রবণ করিয়া তাহার (কৃষ্ণ-লোকের) স্বতন্ত্রভাবে (বৈকুণ্ঠের আবরণরূপে নহে) অবস্থিতি মনে করি। পদ্মোত্তর-খণ্ড পরব্যোমের পক্ষপাতী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণলোককে তাহার আবরণরূপে বর্ণন করিয়াছেন, এইরূপ বুঝিতে হইবে। পদ্মপুরাণের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্যাপেক্ষা যে গৌণ তাহা পূর্ব্বেই (২) বর্ণিত হইয়াছে।

কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া শ্রীকৃষ্ণলোকের সর্ব্বোপরি স্বতন্ত্র-ভাবে স্থিতি নিশ্চয় করা যাইতেছেনা; এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট শাস্ত্রবচন প্রমাণ আছে। স্বায়ম্ভুবাগমে স্বতন্ত্ররূপে সর্ব্বোপরি শ্রীকৃষ্ণলোকের স্থিতি-সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা এই—ঈশ্বর দেবী-সংবাদে চতুর্দ্দশাক্ষর ধ্যান-প্রসঙ্গে পঞ্চাশীতি-তম পটলে—"তাহাতে বিশুদ্ধাত্মা ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে এই সকল ধ্যান করিবে,—

---

(১) পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, অগ্নি, নৈঋর্ত, বায়ু, ঈশান, ঊর্দ্ধ, অধঃ—এই ক্রমে দিক্ গণনায় ঊর্দ্ধ দিক্ নবম হয়।

(২) শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বাধিক প্রমাণ তত্ত্বসন্দর্ভে বিবৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপাদ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব এই সন্দর্ভের ৮০ অনুচ্ছেদে ১৫১ পৃষ্ঠায়ও দ্রষ্টব্য।

বৈকুণ্ঠং ব্যাপকং স্মরেৎ। অধঃসাম্যং গুণানাঞ্চ প্রকৃতিং সর্ব্বকারণম্। প্রকৃতেঃ কারণান্যেব গুণাংশ্চ ক্রমশঃ পৃথক্। ততস্তু ব্রহ্মণো লোকং ব্রহ্মচিহ্নং স্মরেৎ সুধীঃ। ঊর্দ্ধে তু সীম্নি বিরজাং নিঃসীমাং বরবর্ণিনি। বেদাঙ্গস্বেদজনিততোয়ৈঃ প্রস্রাবিতাং শুভাম্। ইমাশ্চ দেবতা ধ্যেয়া বিরজায়াং যথাক্রমমিত্যাদ্যনন্তরং, ততো নির্বাণপদবীং মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্। স্মরেত্তু পরমব্যোম যত্র দেবাঃ সনাতনাঃ। ততোঽনিরুদ্ধলোকঞ্চ প্রদ্যুম্নস্য যথাক্রমম্। সঙ্কর্ষণস্য চ তথা বাসুদেবস্য চ স্মরেৎ। লোকাধিপান্ স্মরেদিত্যাদ্যনন্তরঞ্চ, পীযূষলতিকাকীর্ণাং নানাসত্ত্বনিষেবিতাম্। সর্ব্বর্ত্তুসুখদাং স্বচ্ছাং সর্বজন্তুসুখাবহাম্। নীলোৎপলদলশ্যামাং বায়ুনা চালিতাং মৃদু। বৃন্দাবনপরাগৈস্তু বাসিতাং কৃষ্ণবল্লভাম্। সীম্নি কুঞ্জতটাং যোষিৎক্রীড়ামণ্ডপমধ্যমাম্। কালিন্দীং সংস্মরেদ্ধামান্ সুবর্ণতটপঙ্কজাম্। নিত্য-

---

—"নানা-কল্প-লতাকীর্ণ সর্ব্বব্যাপী বৈকুণ্ঠকে স্মরণ করিবে। তাহার অধোভাগে সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণের সাম্যাবস্থা-রূপা সর্ব্বকারণ প্রকৃতিকে এবং প্রকৃতির কারণ ও গুণ-সকলকে পৃথকভাবে ক্রমশঃ স্মরণ করিবে। তারপর ব্রহ্মচিহ্ন-সমন্বিত ব্রহ্মলোক অর্থাৎ সত্যলোক স্মরণ করিবে। হে বরবর্ণিনি! প্রকৃতির ঊর্দ্ধভাগে সীমাশূন্যা বিরজা-নদী, তাহাতে বেদাঙ্গ-স্বেদ-(ঘর্ম্ম)সলিল প্রবাহিত হইতেছে। সেই নদী শুভস্বরূপা। তাহাতে যথাক্রমে এইসকল দেবতাকে ধ্যান করিবে।" ইত্যাদি বর্ণনের পর—"বিরজার উপরিভাগে ঊর্দ্ধরেতা মুনিসকলের মুক্তি-স্থান এবং তদূর্দ্ধে সনাতন দেবগণের বিহার-স্থান পরব্যোম স্মরণ করিবে, তাহার উপরিভাগে যথাক্রমে অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবের স্থান স্মরণ করিবে, এবং লোকপালগণকেও স্মরণ করা কর্ত্তব্য" ইত্যাদি স্মরণের পর **শ্রীযমুনা**—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যমুনাকে সম্যক্‌রূপে স্মরণ করিবে—সেই যমুনা পিযূষ-লতাকীর্ণা (অমৃত-লতাকীর্ণা), নানা প্রাণিদ্বারা নিষেবিতা, সর্ব্বঋতুর সুখ-প্রদায়িনী, স্বচ্ছসলিলা, সর্ব্বজন্তুর সুখাবহা, নীলোৎপল-দলের ন্যায় শ্যামবর্ণা, বায়ুভরে ঈষদান্দোলিতা অর্থাৎ মৃদুতর তরঙ্গযুক্তা

নূতনপুষ্পাদিরঞ্জিতং সুখসঙ্কুলম্। স্বাত্মানন্দসুখোৎকর্ষশব্দাদিবিষয়া-

বৃন্দাবনের পরাগ-সমূহে সুবাসিতা, শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়া, তাঁহার তটভাগে কুঞ্জ, মধ্যভাগে ব্রজসুন্দরীগণের ক্রীড়া-মণ্ডপ, তীরে সুবর্ণ-ভূমি, এবং নীরে সুবর্ণ-কমল সকল শোভা পাইতেছে।

শ্রীবৃন্দাবন—অতঃপর ধীমান্ সাধক বিলাসের একমাত্র নিকেতন কুসুমিত বৃন্দাবন সম্যক্‌রূপে স্মরণ করিবে, সেই বৃন্দাবন নিত্যনূতন পুষ্পাদি-রঞ্জিত, সুখ-সমাকুল, স্বরূপানুভব-জন্য যে আনন্দ (১) তাহা হইতেও অধিক সুখের অভিব্যক্তি-স্বরূপ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ—এই বিষয়-পঞ্চকে পরিপূর্ণ,

(১) স্বরূপ—পরম স্বরূপ,-পরমাত্মা। জ্ঞানিগণ ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিয়া যে আনন্দ লাভ করেন, যোগিগণ সমাধিতে পরমাত্মানুভব দ্বারা তাহা হইতে প্রচুর আনন্দ লাভ করেন। অণুচৈতন্য জীব অষ্টাবরণ (ভূমিরাপ ইত্যাদি) মধ্যে থাকিয়াও সুখের দ্যুতিচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া পরস্পরকে পাগল করিতেছে। যদি আবরণ-মুক্ত জীব-স্বরূপ আমাদের নয়ন-গোচর হইত, তবে উহা কত সুখের সামগ্রী মনে হইত, তাহা সহজেই অনুমেয়। পরমাত্মা যিনি, তিনি অনন্ত জীবের আশ্রয়,—অনন্ত জীব-স্বরূপ তাঁহার সম্বন্ধেই আনন্দ-বস্তু, স্বতন্ত্র ভাবে নহে। সুতরাং সেই পরমাত্মানুভবে যে কি আনন্দ, তাহার বর্ণনাত দূরের কথা, ধারণা করাও অসম্ভব! এই পরমাত্মানুভবানন্দ হইতেও শ্রীবৃন্দা-বনের বিষয়-ভোগে প্রচুর আনন্দ।

এই শব্দাদি বিষয় সাক্ষান্মন্মথ শ্রীকৃষ্ণের শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ নহে, শ্রীবৃন্দাবন-বাসী শ্রীকৃষ্ণ-পরিজন-গণের শব্দ-স্পর্শের এই মাধুরী। তাহা না হইবে কেন? ইঁহাদের শব্দ-স্পর্শ যে শ্রীকৃষ্ণকেও সুখী করিয়া থাকে। যোগিগণ পরমাত্ম-সমাধিতে যে সুখ প্রাপ্ত হয়েন, শ্রীবৃন্দাবন-বাসিগণ পরস্পরের আলাপ-গাত্রস্পর্শাদি দ্বারা তাহা হইতেও প্রচুর আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন। কারণ, তাঁহারা প্রেমময়-কলেবর। স্বরূপ-সুখ হইতে প্রেমসুখের প্রাচুর্য্যের কথা, শ্রীবৈকুণ্ঠ-দেবোক্তিতে "নাহমাত্মনমাশাসে" ইত্যাদি শ্লোকে ব্যক্ত আছে। বাহুল্য-ভয়ে সে বিচার এস্থলে উত্থাপিত হইল না।

অকম্। নানাচিত্রবিহঙ্গাদিধ্বনিভিঃ পরিরঞ্জিতম্। নানারত্নলতা-শোভিমত্তালিধ্বনিমণ্ডিতম্। চিন্তামণিপরিচ্ছন্নং জ্যোৎস্নাজালসমাকুলম্। সর্ব্বর্ত্তুফলপুষ্পাঢ্যং প্রবালৈঃ শোভিতং পরি। কালিন্দী-জলসংসর্গিবায়ুনা কম্পিতং মুহুঃ। বন্দাবনং কুসুমিতং নানাবৃক্ষ-বিহঙ্গমৈঃ। সংস্মরেৎ সাধকো ধীমান্ বিলাসৈকনিকেতনম্। একী-

---

নানাবিধ বিহঙ্গাদির ধ্বনিতে পরিরঞ্জিত, নানা-রত্নলতা-শোভিত, মত্তভ্রমর-গুঞ্জনে মণ্ডিত, চিন্তামণি-পরিশোভিত, জ্যোৎস্না-রাশিতে পরিব্যাপ্ত, সকল-ঋতুজাত ফলফুলে পরিপূর্ণ, প্রবাল-সমূহে সর্ব্বদিক পরিশোভিত, তাহাতে কালিন্দী-জল-সংসর্গি-বায়ু মৃদুল হিল্লোলে বারংবার প্রবাহিত হইতেছে এবং নানা বৃক্ষ ও পক্ষী শোভা পাইতেছে।

এই জগতের বিষয়-সুখ হইতে আত্মানুভব-সুখ অতি প্রচুর। বিবেকি-ব্যক্তিগণ এই সুখের আশায় বিষয়-সুখ বিরক্তির সহিত ত্যাগ করেন। শ্রীবৃন্দা বন-বাসীর কি সে জাতীয় সুখ নাই? আছে। তাঁহাদের আত্মা অন্তর্য্যামী—পরমপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীবৃন্দাবনবাসী সকলেই সেই শ্রীকৃষ্ণানুভব-সুখের অভিলাষী। এ জগতে প্রায় সকলেই বিষয়-সুখের কাঙ্গাল, ক্বচিৎ বিবেকী কেহ আত্মানন্দের অভিলাষী হয়েন। শ্রীবৃন্দাবনের সকলেই—পশুপক্ষী পর্য্যন্ত বিবেক-বিজ্ঞান-সমন্বিত, নির্ম্মল-প্রেমভাস্কর-জ্যোতিতে সে স্থান সতত উদ্ভাসিত। এজগতের জীব অজ্ঞানমোহে বিষয়-সুখাভিলাষী হয়, শ্রীবৃন্দাবন-বাসীর তাদৃশ মোহ-সম্ভাবনা হয় না। এইজন্য তাঁহাদের কখনও বিষয়-সুখ অর্থাৎ পরস্পরের শব্দ-স্পর্শাদির সুখ-ভোগের লালসা হয়না, তাঁহারা সতত শ্রীকৃষ্ণ-সুখানুভবে নিমগ্ন। শ্রীকৃষ্ণানুভব-সুখের কথা ব্যক্ত করিবার ভাষাত দূরে, তাহা চিন্তা করিবার শক্তিও আমাদের নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রলাপচ্ছলে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, পাঠকগণকে তাহাই উপহার দিতেছি।

কৃষ্ণরূপামৃত-সিন্ধু তাহার তরঙ্গ-বিন্দু,
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।
ত্রিজগতে যত নারী, তার চিত্ত উচ্চ গিরি,
তাহে ডুবায় আগে উঠি ধায়॥

ভাবো দ্বয়োর্যত্র বৃক্ষয়োর্মধ্যদেশতঃ। তদধশ্চিন্তয়েদ্দেবি মণিমণ্ডপ-মুত্তমম্। ত্রিলোকীসুখসর্ব্বস্বং সুযন্ত্রং কেলিবল্লভম্। তত্র সিংহাসনে

যোগপীঠ—হে দেবি! বৃন্দাবনের যে স্থানে কল্প-বৃক্ষদ্বয় মধ্য-দেশে একীভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের অধোভাগে উত্তম মণি-মণ্ডপ চিন্তা করিবে। তন্মধ্যে ত্রিলোকীর সর্ব্বসুখাস্পদ কেলিবল্লভ উত্তম যন্ত্র নানারত্ন-খচিত মনোহর সিংহাসন, তাহাতে পুষ্প হইতে অধিক কোমল মাধুর্য্য-পূর্ণ

কৃষ্ণ-বচন-মাধুরী, নানা-রস-নর্ম্মধারী,
তার অন্যায় কথন না যায়।
জগতে নারীর কানে, মাধুরী-গুণে বান্ধি টানে,
টানাটানি কানের প্রাণ যায়॥
কৃষ্ণ-অঙ্গ সুশীতল, কি হইবে তার বল,
ছটায় জিনে কোটীন্দু চন্দন।
সশৈল নারীর বক্ষ, তাহা আকর্ষিতে দক্ষ,
আকর্ষয়ে নারীগণ-মন॥
কৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভ্যভর, মৃগমদ-মদ-হর,
নীলোৎপলের হরে গর্ব্বধন॥
জগৎ-নারীর-নাসা, তার ভিতর করে বাসা,
নারীগণে করে আকর্ষণ।
কৃষ্ণের অধরামৃত, তাহে কর্পূর-মন্দস্মিত,
স্ব-মাধুর্য্যে হরে নারী-মন।
অন্যত্র ছাড়ায় লোভ, না পাইলে মনঃক্ষোভ,
ব্রজ-নারীগণের মূলধন॥

এ স্থলে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর একটী শ্লোক উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না। যথা,—

নেত্রার্ব্বুদস্যৈব ভবন্তু কর্ণনাসা-রসজ্ঞা হৃদয়ার্ব্বুদস্যা।
সৌন্দর্য্য-সৌস্বর্য্য-সুগন্ধপুর-মাধুর্য্য-সংশ্লেষ-রসানুভূত্যৈ॥

শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য সৌস্বর্য্য সুগন্ধরাশি মাধুর্য্য ও আলিঙ্গনরূপ রসানুভবের জন্য অর্ব্বুদ নয়ন, অর্ব্বুদ কর্ণ, অর্ব্বুদ নাসা, অর্ব্বুদ রসনা ও অর্ব্বুদ হৃদয় হউক।

রম্যে নানারত্নময়ে সুখে। সুমনোঽধিকমাধুর্য্যকোমলে সুখসংস্তরে। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যচতুষ্পাদৈর্বিরাজিতে। ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং শিরোভূষণভূষিতে। তত্র প্রেমভরাক্রান্তং কিশোরং পীতবাসসম্। কলায়কুসুমশ্যামং লাবণ্যৈকনিকেতনম্। লীলারসসুখাম্ভোধিসংমগ্নং সুখসাগরম্। নবীননীরদাভাসং চন্দ্রিকাঞ্চিতকুন্তলমিত্যাদি। তস্মাদ্ যা যথা ভুবি বর্ত্তন্ত ইতি ন্যায়াচ্চ স্বতন্ত্র এব দ্বারকামথুরাগোকুলাত্মকঃ শ্রীকৃষ্ণলোকঃ স্বয়ং ভগবতো বিহারাস্পদত্বেন ভবতি সর্বোপরীতি সিদ্ধম্। অতএব বৃন্দাবনং গোকুলমেব সর্বোপরিবিরাজমানং গোলোকত্বেন প্রসিদ্ধম্। ব্রহ্মসংহিতায়াম্। ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ ইত্যুপক্রম্য, সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্। তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্। কর্ণিকারং মহদ্‌যন্ত্রং ষট্‌কোণং

সুখময় আস্তরণ। ঐ সিংহাসন ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষনামক চারিটী খুঁটা দ্বারা বিরাজমান। তাহা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের শিরোভূষণ দ্বারা ভূষিত। ঈদৃশ সিংহাসনে প্রেম-ভরাক্রান্ত কিশোর-পীতবসন, কলায়-কুসুমের ন্যায় শ্যামবর্ণ লাবণ্য-রাশির একমাত্র আশ্রয়, লীলারস-সুখসাগরে মগ্ন সুখের সাগর, নবীননীরদাভাস (নব মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ) ময়ূর-পুচ্ছচূড়া-শোভিত-কুন্তল" শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিবে ইত্যাদি।

পূর্ব্বে স্কন্দপুরাণ-বচন-প্রমাণে দেখা যায়, পৃথিবীতে যে সকল ভগবৎপুরী আছেন, শ্রীবৈকুণ্ঠেও অবিকল সে সকল পুরী অবস্থান করিতেছেন। তারপর উক্ত আগম-বচন দ্বারা দেখা গেল, শ্রীকৃষ্ণলোক নিখিল ভগবল্লোকের উপরিভাগে বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং দ্বারকা-মথুরা-গোকুলাত্মক শ্রীকৃষ্ণলোক স্বয়ং ভগবানের বিহারাস্পদরূপে সর্ব্বোপরি অবস্থান করিতেছেন, ইহা সিদ্ধ হইল। অতএব শ্রীবৃন্দাবন—যাহার অপর নাম শ্রীগোকুল, তাহা সর্ব্বোপরি বিরাজ করিয়া শ্রীগোলোক-নামে প্রসিদ্ধ অর্থাৎ পৃথিবীতে বিরাজমান শ্রীবৃন্দাবনের যে প্রকাশ নিখিল বৈকুণ্ঠের উপরিভাগে অবস্থান করিতেছেন, তাহাই শ্রীগোলোক।

বজ্রকীলকম্। ষড়ঙ্গষট্পদীস্থানং প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ। প্রেমানন্দ-মহানন্দরসেনাবস্থিতন্তু যৎ। জ্যোতীরূপেণ মনুনা কামবীজেন সঙ্গতম্। তৎকিঞ্জল্কং তদংশানাং তৎপত্রাণি শ্রিয়ামপি। চতুরস্র তৎপরিতঃ শ্বেতদ্বীপাখ্যমদ্ভুতম্। চতুরস্রং চতুর্মূর্ত্তৈশ্চতুর্দ্ধাম চতুষ্কৃতম্। চতুর্ভিঃ পুরুষার্থৈশ্চ চতুর্ভির্হেতুভির্বৃতম্। শূলৈর্দশভিরানদ্ধমূর্দ্ধাধো দিগ্বিদিক্ষু চ। অষ্টাভির্নিধিভির্জুষ্টমষ্টভিঃ সিদ্ধিভিস্তথা। মনুরূপৈশ্চ দশভির্দিক্পালৈঃ পরিতো বৃতম্। শ্যামৈর্গৌরৈশ্চ রক্তৈশ্চ শুক্লৈশ্চ পার্ষদর্ষভৈঃ। শোভিতং শক্তিভিস্তাভিরদ্ভু-

---

ব্রহ্ম-সংহিতায় শ্রীকৃষ্ণলোকের যে বিবরণ আছে, অতঃপর তাহা উপস্থিত করিয়া সর্ব্বোর্দ্ধে শ্রীকৃষ্ণলোকের স্থিতির প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে। 'ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ'—এই উপক্রম করিয়া "মহাভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গোকুলনামক স্থান সহস্রদল-কমল-সদৃশ; সেই কমলের কর্ণিকার তাঁহার ধাম। অনন্তের অংশে তাঁহার (সেই গোকুলের) সতত আবির্ভাব। ঐ কর্ণিকার হীরক-কীলক-শোভিত ষট্কোণ মহদ্যন্ত্র স্বরূপ; ষট্কোণে ষট্পদী শ্রীমদষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের স্থান—যাহা (সেই কর্ণিকার) প্রেমানন্দজনিত যে মহানন্দরস, তদাত্মক প্রকৃতি-পুরুষ-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত এবং জ্যোতীরূপ কামবীজের অবস্থিতি-স্থান। তাহার (সহস্রদল কমলের) কিঞ্জল্ক—তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) অংশ (স্বজাতি গোপগণের) এবং পত্র শ্রী(গোপী)-গণের ধাম। গোকুলের চতুর্দ্দিকে শ্বেতদ্বীপ নামক একটী অদ্ভুত-ধাম আছে। চারিভাগে বিভক্ত ঐ চতুষ্কোণ শ্বেতদ্বীপ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারি মূর্ত্তির ধাম। তাহা চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ ও চতুর্ব্বিধ হেতু (পুরুষার্থ-সাধন) দ্বারা পূজিত, ঊর্দ্ধ অধঃ প্রভৃতি দিক্ বিদিক্ (দশদিক্) দশটী শূল-দ্বারা আনদ্ধ—বদ্ধ (১), অষ্টনিধি (২) ও অষ্টসিদ্ধি (৩) দ্বারা সেবিত, মন্ত্র-

---

(১) আনদ্ধম্—বদ্ধ ইতি মেদিনী।

(২) অষ্টনিধি—পদ্ম, মহাপদ্ম, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, নীল, নন্দ ও শঙ্খ।

(৩) অষ্টসিদ্ধি—অণিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রকাম্য, ঈশিতা, বশিত্ব ও যত্রকামাবশায়িতা।

তাভিঃ সমন্তত ইতি। তত্রাগ্রে ব্রহ্মস্তবে—চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসুকল্প-বৃক্ষলক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্। লক্ষ্মীসহস্রমিত্যুপক্রম্য গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য দেবীমহেশহরিধামসু তত্র। তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামীতি। সহস্রাণি পত্রাণি যত্র তৎ কমলং চিন্তামণিময়ং পদ্মং তদ্রূপং তচ্চ মহৎ সর্বোৎকৃষ্টং পদং মহতো মহাভগবতো বা পদং

রূপী ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল কর্ত্তৃক (১) পরিরক্ষিত, শ্যাম গৌর রক্ত শুক্লবর্ণ পার্ষদ শ্রেষ্ঠগণে পরিবৃত এবং সর্ব্বদিকে অত্যাশ্চর্য্য শক্তি-সমূহে সুশোভিত।

সেই ব্রহ্মসংহিতায় অতঃপর ব্রহ্মস্তবে শ্রীকৃষ্ণলোক-সম্বন্ধে "চিন্তামণি নির্ম্মিত গৃহ-সমূহে সুশোভিত, লক্ষ লক্ষ সুশোভন কল্পবৃক্ষে সমাবৃত গোকুলে যিনি সুরভীগণকে পালন করেন, শত শত ব্রজরমা যাঁহাকে সাদরে সেবা করিয়া থাকেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।"৫।২৯

"যাঁহার গোলোক-নামক নিজধাম এবং তাহার তলদেশে যথাক্রমে দেবী, মহেশ, হরিধাম শোভা পাইতেছে; সেই সমস্তধাম ও নিজধামের প্রভাব-সমূহ যাঁহাকর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।" ৫।৪৩

অনন্তর উদ্ধৃত "সহস্রপত্রং কমলং" ইত্যাদি শ্লোক-সমূহের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে—

সহস্রপত্রং কমলং—সহস্র পত্রদল যাহাতে আছে এমন পদ্ম,—চিন্তামণি-ময় (২) পদ্মস্বরূপ। মহৎপদং—সর্ব্বোৎকৃষ্টস্থান, কিংবা মহতের-মহা ভগবানের স্থান,—শ্রীমহাবৈকুণ্ঠ।

---

(১) দশাদিক্‌পাল—ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নির্ঋতি, বরুণ, মরুৎ, কুবের, ঈশ, ব্রহ্মা ও অনন্ত।

(২) চিন্তামণি—সর্ব্বাভীষ্ট-পূরক মণি-বিশেষ। এই মণি আশ্রয় করিয়া যাহা ইচ্ছা করা যায়, তাহাই লাভ করা যায়। শ্রীবৃন্দাবনের ভূমি চিন্তামণি-ময়। ঐ ভূমি আশ্রয় করিয়া যাহা সঙ্কল্প করা যায়, তাহাই সিদ্ধ হয়।

শ্রীমহাবৈকুণ্ঠমিত্যর্থঃ। তত্তু নানাপ্রকারমিত্যাশঙ্ক্য প্রকারবিশেষেণ নিশ্চিনোতি গোকুলাখ্যমিতি। গোকুলমিত্যাখ্যা প্রসিদ্ধির্যস্য তৎ গোগোপাবাসরূপমিত্যর্থঃ। রূঢ়ির্যোগমপহরতীতি ন্যায়েন তস্যৈব প্রতীতেঃ। তত এতদনুগুণত্বেনৈবোত্তরগ্রন্থোঽপি ব্যাখ্যেয়ঃ। তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ধাম নন্দযশোদাদিভিঃ সহ বাসযোগ্যং মহান্তঃ-

---

তাহা ত নানাপ্রকার—এই আশঙ্কায়, ধামের প্রকার-বিশেষ উল্লেখ-পূর্ব্বক নিশ্চয় করিয়া বলিলেন, উহা গোকুলাখ্য—গোকুল এই আখ্যা খ্যাতি যাহার, অর্থাৎ গোকুল-নামে প্রসিদ্ধ গো-গোপাবাস-স্বরূপ। "রূঢ়ি যৌগিক-বৃত্তি অপহরণ করে (১)" এই ন্যায়ানুসারে গোকুল-শব্দে গো-গোপাবাসরূপ স্থান-বিশেষের প্রতীতি হয়। সুতরাং এই ব্যাখ্যার অনুগত-ভাবে ব্রহ্ম-সংহিতার পরবর্ত্তি-শ্লোকসমূহ ব্যাখ্যা করা উচিত অর্থাৎ ঐ সকল শ্লোকের তাৎপর্য্যও গো-গোপাবাসরূপ গোকুলপর হইবে। তদ্ধাম—তাঁহার—শ্রীকৃষ্ণের ধাম,—শ্রীনন্দযশোদার সহিত বাসযোগ্য মহা অন্তঃপুর।

---

(১) মুখ্যালক্ষণাগুণ-ভেদেন ত্রিধা শব্দবৃত্তিঃ। মুখ্যাপি রূঢ়যোগ-ভেদেন দ্বিধা, রূঢ়িস্বরূপেণ জাত্যা গুণেন বা নির্দ্দেশার্হে বস্তুনি সংজ্ঞা-সংজ্ঞিসঙ্কেতেন প্রবর্ত্ততে; যথা,—ডিত্থঃ, গৌঃ, শুক্লঃ। যোগস্তু এতত্ত্রিবিধবৃত্তি-প্রতিপাদিত-পদার্থয়োঃ প্রকৃতি-প্রত্যয়ার্থয়োর্যোগেন; যথা,—পঙ্কজং, ঔপগবঃ, পাচকঃ।

সর্ব্ব-সম্বাদিনী।

মুখ্যা-লক্ষণাগৌণীভেদে শব্দবৃত্তি ত্রিধা। মুখ্যার রূঢ় ও যোগ এই দুই ভেদ। স্বরূপ জাতি গুণ দ্বারা নির্দ্দেশ-যোগ্য বস্তুতে সংজ্ঞা-সংজ্ঞিসঙ্কেতে রূঢ়িবৃত্তির প্রবৃত্তি হয়। যথা—ডিত্থ (কাষ্ঠময় হস্তী) গো, শুক্ল। মুখ্যা লক্ষণা ও গৌণীবৃত্তি-প্রতিপাদিত পদ ও অর্থের প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগে যোগবৃত্তি। যথা,—পঙ্কজ, ঔপগব, পাচক।

মণ্ডপ-শব্দের যোগবৃত্তিতে অর্থ মণ্ডপায়ী কুকুর, রূঢ়িবৃত্তিতে দেবগৃহ। মণ্ডপ-শব্দের রূঢ়িবৃত্তি-প্রতিপাদিত অর্থ প্রবল। গোকুল-শব্দের যোগবৃত্তি-প্রতিপাদিত অর্থ গো-সমূহ। কিন্তু গো-গোপাবাসরূপ স্থান-বিশেষ ঐ নামে জগতে প্রসিদ্ধ বলিয়া রূঢ়িবৃত্তি-প্রতিপাদিত সেই প্রসিদ্ধ অর্থ-গ্রহণই সমীচীন। এস্থলে গোকুল-শব্দের অন্য অর্থ করা উচিত নহে।

পুরম্। তস্য স্বরূপমাহ তদিতি। অনন্তস্য শ্রীবলদেবস্যাংশাৎ সম্ভবো নিত্যাবির্ভাবো যস্য তৎ। তথা তন্ত্রেণৈতদপি বোধ্যতে। অনন্তোঽংশো যস্য তস্য শ্রীবলদেবস্যাপি সম্ভবো নিবাসো যত্র তদিতি। সর্বমন্ত্রগণসেবিতস্য শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরমহামন্ত্ররাজস্য বহু-পীঠস্য মুখ্যং পীঠমিত্যাহ কর্ণিকারমিতি দ্বয়েন। মহদ্ যন্ত্রমিতি। যৎ প্রতিকৃতিরেব সর্বত্র যন্ত্রত্বেন পূজার্থং লিখ্যতে ইত্যর্থঃ। যন্ত্রত্ব-মেব দর্শয়তি। ষট্‌কোণা অভ্যন্তরে যস্য তদ্বজ্রকীলকং হীরক-কীলকশোভিতম্। ষট্‌কোণত্বে প্রয়োজনমাহ। ষট্ অঙ্গানি যস্যাঃ

গোকুলের স্বরূপ বলিতেছেন—'তদনন্তাংশ সম্ভবম্'—তাহা (শ্রীগোকুল) অনন্ত—শ্রীবলদেবের অংশে সম্ভূত অর্থাৎ শ্রীবলদেবের অংশে গোকুলের নিত্যাবির্ভাব। আবার তন্ত্রে (১) এই অর্থও বুঝাইতেছে—অনন্ত অংশ যাঁহার, এমন বলদেবের নিবাস যেখানে, তাহাই গোকুল-নামে খ্যাত। অর্থাৎ সেই গোকুল শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম উভয়ের বিহার-ভূমি।

সর্ব্ব-মন্ত্রগণ-সেবিত শ্রীমদষ্টাদশাক্ষর-মহামন্ত্ররাজের বহু পীঠ আছে। তন্মধ্যে 'কর্ণিকারং মহদ্‌যন্ত্রং' ইত্যাদি দুই শ্লোকে মুখ্য পীঠ (২) বর্ণন করিতেছেন,—সহস্রদল-কমলাকৃতি গোকুলের কর্ণিকার মহদ্ যন্ত্র, অর্থাৎ যাঁহার প্রতিকৃতি সর্ব্বত্র যন্ত্ররূপে লিখিত হইয়া থাকে, তাহার আকৃতি ঐরূপ। তাহার যন্ত্রত্ব দেখাইতেছেন—তাহা ষট্‌কোণ অর্থাৎ যাহার অভ্যন্তরে ষট্‌কোণ আছে তাহা এমন যন্ত্র; সেই ষট্‌কোণ-কর্ণিকার বজ্র-কীলক—হীরক-

---

(১) তন্ত্রম্—উভয়ার্থ-প্রকাশকম্—ইতি মেদিনী। দুই দিকে অর্থ প্রকাশ হইলে তাহাকে তন্ত্র বলে।

(২) পীঠ—উপবেশনাধার—পীড়ি। অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রে উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ নিজ পরিকরগণ-সহ যে স্থানে সতত বিরাজ করেন, তাহা সেই মন্ত্রের পীঠ।

সা যা ষট্‌পদী শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরী তস্যাঃ স্থানং প্রকৃতির্মন্ত্রস্য স্বরূপং স্বয়মেব শ্রীকৃষ্ণঃ কারণস্বরূপত্বাৎ। পুরুষশ্চ স এব তদ্দেবতারূপঃ। তাভ্যামবস্থিতমধিষ্ঠিতম্। দ্বয়োরপি বিশেষণং প্রেমেতি। প্রেমরূপা যে আনন্দমহানন্দরসাস্তৎপরিপাকভেদাস্তদাত্মকেন তথা জ্যোতীরূপেণ স্বপ্রকাশেন মনুনা মন্ত্ররূপেণ চ কামবীজেন অবস্থিতমিতি মূলমন্ত্রান্তর্গতত্বেঽপি পৃথগুক্তিঃ কুত্রচিদ্বৈশিষ্ট্যাপেক্ষয়া। তদেবং তদ্ধামোক্ত্বা তদাবরণান্যাহ। তদিতি। তস্য কর্ণিকারস্য

কীলক (১) দ্বারা শোভিত। উহা ষট্‌কোণ কেন হইল, তাহা প্রকাশ করিতেছেন—"ষড়ঙ্গ ষট্‌পদীস্থানং"—যাহার ষট্ সংখ্যক অঙ্গ (পদ) আছে, এমন ষট্‌পদী শ্রীমদষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রের উহা স্থান। অতঃপর "প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ"—ইহার ব্যাখ্যা করা যাইতেছে;—প্রকৃতি মন্ত্রের স্বরূপ, (সেই মন্ত্রের) কারণ-স্বরূপ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই তাহার (শ্রীমদষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের) প্রকৃতি। সেই মন্ত্রের দেবতা-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই উহার পুরুষ অর্থাৎ যাহা হইতে মন্ত্রের আবির্ভাব হয়, তাঁহাকে মন্ত্রের প্রকৃতি এবং যিনি মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বা মন্ত্রদ্বারা উপাস্য, তিনি সেই মন্ত্রের পুরুষ বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন; শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রের প্রকৃতি এবং পুরুষ। সেই গোকুলাখ্য সহস্রদল-কমল তদুভয়ের অধিষ্ঠান। প্রকৃতি পুরুষ উভয়ের বিশেষণ "প্রেমানন্দ-মহানন্দ-রসেন"—প্রেমরূপ যে আনন্দ-সমূহ, সেই প্রেমানন্দ-সমূহই আবার মহানন্দ-রসরাশি অর্থাৎ প্রেমানন্দের পরিপাক-বিশেষ; সেই মহানন্দ-রস-স্বরূপেও জোতীরূপ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ মন্ত্ররূপে এবং কামবীজে (প্রকৃতিপুরুষ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ) অবস্থিত।

কামবীজ মূল-মন্ত্রের অন্তর্ভূত থাকিলেও কোন কোন স্থলে (যেমন শ্রীমদষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রে) বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া, পৃথক্‌ভাবে তাহার উল্লেখ করিলেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের ধাম বর্ণন করিয়া তৎকিঞ্জল্কং ইত্যাদি শ্লোকে তাঁহার

---

(১) কীলক—খুঁটা। গবাং গাত্র-কণ্ডুয়নার্থং গোষ্ঠে নিখাতঃ স্তম্ভঃ যত্র বদ্ধা গৌর্দুহ্যতে বা। গো-সকলের গাত্র-কণ্ডুয়ন জন্য গোষ্ঠে যে স্তম্ভ প্রোথিত থাকে, তাহাকে এবং যে খুঁটাতে বাঁধিয়া গোদোহন করা হয়, সেই খুঁটাকে কীলক বলে।

কিঞ্জল্কং কিঞ্জল্কাস্তল্লগ্নাভ্যন্তরবলয় ইত্যর্থঃ। তদংশানাং তস্মিন্নংশো দায়ো বিদ্যতে যেষাং তেষাং সজাতীয়ানাং ধামেত্যর্থঃ। গোকুলাখ্য-মিত্যুক্তেরেব। তেষাং তজ্জাতীয়ত্বং শ্রীশুকদেবেন চ উক্তম্। এবং ককুদ্মিনং হত্বা স্তূয়মানং সজাতিভিঃ। বিবেশ গোষ্ঠং সবলো গোপীনাং নয়নোৎসব ইতি। তস্য কমলস্য পত্রাণি শ্রিয়াং তৎ-প্রেয়সীনাং শ্রীরাধাদীনামুপবনরূপাণি ধামানীত্যর্থঃ। অত্র পত্রাণা-মুচ্ছ্রিতপ্রান্তানাং মূলসন্ধিষু বর্ত্মানি অগ্রিমসন্ধিষু গোষ্ঠানি জ্ঞেয়ানি। অখণ্ডকমলস্য গোকুলাখ্যত্বাৎ তথৈব সমাবেশাচ্চ। অথ গোকুলাবরণান্যাহ। চতুরস্রমিতি। তদ্বহিশ্চতুরস্রং তস্য গোকুলস্য বহিঃ সর্বতশ্চতুরস্রং চতুষ্কোণাত্মকং স্থলং শ্বেতদ্বীপাখ্য-মিতি তদংশে গোকুলমিতি নামবিশেষাভাবাৎ। কিন্তু চতুরস্রাভ্য-

---

(শ্রীকৃষ্ণের) আবরণ বর্ণন করিতেছেন—সেই কর্ণিকারের কিঞ্জল্ক অর্থাৎ কর্ণিকার-সংলগ্ন অভ্যন্তর-বলয় তদংশ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে যাঁহাদের অংশ—দায় (দাবী) বিদ্যমান আছে, এমন সজাতীয় গোপগণের ধাম—বাসস্থান। গোপ-গণ যে শ্রীকৃষ্ণের সজাতি, তাহা শ্রীশুকোক্তিতে প্রসিদ্ধ আছে।

"এইরূপে বৃষরূপী অরিষ্টাসুরকে বধ করিয়া সজাতি-কর্ত্তৃক স্তূয়মান, গোপী-গণের নয়নানন্দ শ্রীকৃষ্ণ, বলদেবের সহিত গোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন।"১০।৩৬।১৪

সেই কমলের পত্র সকল শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী শ্রীরাধা-প্রভৃতির উপবন (উদ্যান)-রূপ ধাম। এই প্রসঙ্গে উচ্ছ্রিত-প্রান্ত পত্র-সমূহের মূলসন্ধি-সকলে পথ সমূহের এবং অগ্রিম সন্ধি-সমূহে গোষ্ঠ-সকলের স্থিতি বুঝিতে হইবে। কারণ, অখণ্ড কমলের গোকুলাখ্যা এবং কথিতরূপেই তত্রত্য বিভিন্ন স্থানের সমাবেশ আছে।

অনন্তর চতুরস্রং ইত্যাদি শ্লোকে গোকুলের আবরণ বলিতেছেন—গোকু-লের বাহিরের চতুরস্র—চতুষ্কোণাত্মক স্থলের নাম শ্বেতদ্বীপ; কারণ, সেই অংশে 'গোকুল'—এই নাম-বিশেষের অভাব দেখা যায়। কিন্তু চতুরস্রের অভ্যন্তর-মণ্ডল বৃন্দাবন-নামে খ্যাত, আর বহির্ম্মণ্ডল শ্বেতদ্বীপ-নামে প্রসিদ্ধ—ইহা বুঝিতে হইবে; যাহার অপর নাম গোলোক, গোকুল যাহার অভ্যন্তরেস্থিত,

স্তরমণ্ডলং বৃন্দাবনাখ্যং বহির্মণ্ডলং কেবলং শ্বেতদ্বীপাখ্যং জ্ঞেয়ং গোলোক ইতি যৎপর্য্যায়ঃ। তদিদং ক্রোড়ীকৃতগোকুলং বৃন্দাবনাখ্যয়াতিপ্রসিদ্ধমিতি ন নির্দ্দিষ্টম্। ক্রোড়ীকৃততৎসর্বমস্য তু বহির্ম্মণ্ডলং গোলোকশ্বেতদ্বীপাখ্যং জ্ঞেয়ম্। চতুর্মূর্ত্তেশ্চতুর্ব্যূহস্য শ্রীবাসুদেবাদিচতুষ্টয়স্য চতুষ্কৃতং চতুর্দ্ধা বিভক্তং চতুর্ধাম। কিন্তু দেবলীলত্বাত্তদুপরি ব্যোমযানস্থা এব তে জ্ঞেয়াঃ হেতুভিঃ পুরুষার্থসাধনৈর্মনুরূপৈঃ স্বস্বমন্ত্রাত্মকৈরিন্দ্রাদিভিঃ। শ্যামৈরিত্যাদিভিরিতি চতুর্ভির্বেদৈরিত্যর্থঃ। কৃষ্ণঞ্চ তত্র ছন্দোভিঃ স্তূয়মানং সুবিস্মিতা ইতি শ্রীদশমোক্তেঃ। শক্তিভিরিতি শ্রীবিমলাদিভিরিত্যর্থঃ। ইয়ঞ্চ

এবম্ভূত স্থান শ্রীবৃন্দাবন-নামে অতি প্রসিদ্ধ—এরূপ নির্দ্দেশ করা হয় নাই; ক্রোড়ীকৃত-সকল-বহির্ম্মণ্ডল গোলোক ও শ্বেতদ্বীপ-নামে অভিহিত বুঝিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—গো এবং গোপাবাসরূপ সহস্রদল-কমলের নাম শ্রীগোকুল বা বৃন্দাবন, আর সেই গোকুলের বহির্ম্মণ্ডল (চতুষ্কোণ স্থান) এবং অভ্যন্তরস্থ—গোকুল উভয়ের সমষ্টির নাম গোলোক।

গোলোকের বাহিরে যে চতুষ্কোণ স্থান, তাহা চারিভাগে বিভক্ত হইয়া শ্রীবাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চারি মূর্ত্তির চারিটী ধাম। শ্রীবাসুদেবাদি দেবলীল বলিয়া, ধাম চতুষ্টয়ের উপরিভাগে ব্যোমযানে তাঁহারা অবস্থান করেন।

সেই চতুষ্কোণ স্থান—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই—চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ এবং পুরুষার্থ-বস্তু-সমূহের প্রাপ্তির উপায় সাধন সমূহে ব্যাপ্ত। তাহা সর্ব্বদিকে মন্ত্ররূপী অর্থাৎ নিজ নিজ মন্ত্রাত্মক ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণ দ্বারা পরিবৃত; শ্যাম, গৌর, রক্ত ও শুক্ল—এই চারিবর্ণাত্মক মূর্ত্তিমান্ ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব্ব—এই চারি বেদদ্বারা সুশোভিত। তথায় মূর্ত্তিমান্ বেদগণের অবস্থিতির কথা শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধে শ্রীশুকোক্তিতে আছে—"সেই শ্রীগোলোকে মূর্ত্তিমান্ বেদগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া গোপগণ অতিশয় বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" ১০।২৮।১৪॥ শক্তি—বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা,

বৃহদ্বামনপুরাণপ্রসিদ্ধিঃ। যথা শ্রীভগবতি শ্রুতিপ্রার্থনাপূর্ব্বকাণি পদ্যানি—আনন্দরূপমিতি যদ্বিদন্তি হি পুরাবিদঃ। তদ্রূপং দর্শয়াস্মাকং যদি দেয়ো বরো হি নঃ। শ্রুত্বৈতদ্দর্শয়ামাস স্বলোকং প্রকৃতেঃ পরম্। কেবলানুভবানন্দমাত্রমক্ষরমধ্বগম্। যত্র বৃন্দাবনং নাম বনং কামদুঘৈর্দ্রুমৈঃ। মনোরমনিকুঞ্জাঢ্যং সর্ব্বর্ত্তুসুখসংযুতম্। যত্র গোবর্দ্ধনো নাম সুনির্ঝরদরীযুতঃ। রত্নধাতুময়ঃ শ্রীমান্ সুপক্ষিগণসঙ্কুলঃ। যত্র নির্ম্মলপানীয়া কালিন্দী সরিতাং বরা। রত্নবদ্ধোভয়তটা হংসপদ্মাদিসঙ্কুলা। শশ্বদ্রাসরসোন্মত্তং যত্র গোপীকদম্বকম্। তৎকদম্বকমধ্যস্থঃ কিশোরাকৃতিরচ্যুত ইতি। এতদনুসারেণ শ্রীহরিবংশবচনমপ্যেবং ব্যাখ্যেয়ম্। তদ্ যদাহ শক্রঃ। স্বর্গাদূর্দ্ধং ব্রহ্মলোকো ব্রহ্মর্ষিগণসংবৃতঃ। তত্র সোমগতিশ্চৈব

প্রহ্বী, সত্যা, ঈশানা ও অনুগ্রহ—এই অদ্ভুত শক্তি সমূহ দ্বারা সেই গোলোক সুশোভিত।

শ্রীকৃষ্ণ লোকের ঈদৃশ সংস্থিতির বিষয় বৃহদ্বামন-পুরাণেও উক্ত আছে। যথা—শ্রীভগবানের প্রতি শ্রুতিগণের প্রার্থনাপূর্ব্বক পদ্যসমূহ—"যদি আমাদিগকে বরদানের যোগ্য মনে কর, তবে পূর্ব্বতন তত্ত্ববিদ্‌গণ যাঁহাকে আনন্দরূপ বলিয়া জানেন, আমাদিগকে সেইরূপ দর্শন করাও;" ইহা শ্রবণ করিয়া প্রকৃতির পরস্থিত নিজলোক দর্শন করাইলেন। তাহা কেবল অনুভবানন্দ স্বরূপ, ব্রহ্মজ্যোতির অভ্যন্তরে বিরাজমান। তথায় কল্প-বৃক্ষপূর্ণ নিকুঞ্জশোভিত সর্ব্বঋতুর সুখ-সংযুক্ত বৃন্দাবন-নামক উত্তম নির্ঝর ও গহ্বরযুক্ত রত্নধাতুময় শোভা-সম্পন্ন উত্তম-পক্ষি-সঙ্কুল গোবর্দ্ধনগিরি, নির্ম্মলসলিলা রত্নবদ্ধোভয়-তটা হংস-পদ্ম প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিতা নদী-শ্রেষ্ঠা কালিন্দী, নিরন্তর রাসরসোন্মত্ত গোপীমণ্ডলী এবং গোপীমণ্ডলী মধ্যে কিশোরাকৃতি অচ্যুত বিরাজ করিতেছেন।"

শ্রীকৃষ্ণলোক সর্ব্বোপরি বিরাজ করেন বলিয়া ব্রহ্মসংহিতা ও বামনপুরাণ-বচনানুসারে হরিবংশ-বচন-সমূহের নিম্নলিখিতরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

জ্যোতিষাঞ্চ মহাত্মনাম্। তস্যোপরি গবাং লোকঃ সাধ্যাস্তং পালয়ন্তি হি। স হি সর্বগতঃ কৃষ্ণ মহাকাশগতো মহান্। উপর্য্যুপরি তত্রাপি গতিস্তব তপোময়ী। যাং ন বিদ্মো বয়ং সর্বে পৃচ্ছন্তোঽপি পিতামহম্। গতিঃ শমদমাঢ্যানাং স্বর্গঃ সুকৃতকর্ম্মণাম্। ব্রাহ্ম্যে তপসি যুক্তানাং ব্রহ্মলোকঃ পরা গতিঃ। গবামেব তু যো লোকো দুরারোহা হি সা গতিঃ। স তু লোকস্ত্বয়া কৃষ্ণ সীদমানঃ কৃতাত্মনা। ধৃতো ধৃতিমতা বীর নিঘ্নতোপদ্রবান্ গবামিতি। অস্যার্থঃ। স্বর্গশব্দেন ভূর্লোকঃ কল্পিতঃ পদ্ভ্যাং ভুবর্লোকোঽস্য নাভিতঃ। স্বর্লোকঃ কল্পিতো মূর্দ্ধা ইতি বা লোককল্পনা ইতি দ্বিতীয়োক্তানুসারেণ স্বর্লোকমারভ্য সত্যলোকপর্য্যন্তং লোকপঞ্চকমুচ্যতে।

সেই বচন-সমূহ, যথা ইন্দ্র বলিতেছেন—"ব্রহ্মর্ষিগণ-সংস্কৃত ব্রহ্মলোক স্বর্গের ঊর্দ্ধে অবস্থিত। তথায় মহাত্মা জ্যোতিগণের ও সোমের গতি বিদ্যমান আছে। তাহার উপর গোগণের লোক, সাধ্যগণ তাহা পালন করেন। হে কৃষ্ণ! সেই লোক সর্ব্বগত, মহাকাশ-গত ও মহান্। সর্ব্বোপরি বিরাজমান সেস্থানেও তোমার তপোময়ী গতি। পিতামহ ব্রহ্মার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াও আমরা তাহার বিষয় অবগত হইতে পারি নাই। শমদমাদি সম্পদযুক্ত সুকৃত-কর্ম্মগণ স্বর্গে গমন করেন; ব্রাহ্মতপোযুক্তগণের ব্রহ্মলোকে উত্তমা গতি লাভ হয়। গোগণের যে লোক, তাহার গতি দুরারোহা। হে কৃষ্ণ! হে বীর! গোগণের বিঘ্ন-নাশকর্ত্তা কৃতাত্মা ধৃতিমান্ তোমাকর্ত্তৃক সীদমান সেই লোক রক্ষিত হইয়া থাকে।"

এই সকল শ্লোকের অর্থ:—দ্বিতীয় স্কন্ধের 'ইঁহার চরণ-যুগল দ্বারা ভূলোক, নাভিদ্বারা ভুবর্লোক, মস্তকে স্বর্গলোক, কল্পিত হইয়াছে, এইরূপ লোক-কল্পনা বুঝিতে হইবে।" ২।৫।৩৮॥ এই বচনানুসারে স্বর্গ-শব্দে স্বর্গলোক, আরম্ভ করিয়া সত্যলোক পর্য্যন্ত লোক-পঞ্চক (১) বুঝিতে হইবে। যেই

---

(১) পৃথিবী-লোক, অন্তরীক্ষ-লোক, স্বর্গ-লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক—উপর্য্যুপরি বর্ত্তমান এই সপ্তলোক এবং অধোঽধঃ বিদ্যমান অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল—এই সপ্তলোক লইয়া চতুর্দ্দশ ভুবন। তন্মধ্যে স্বর্গাদি পঞ্চলোক স্বর্গ-শব্দে অভিহিত হয়।

তস্মাদূর্দ্ধমুপরি ব্রহ্মলোকঃ ব্রহ্মাত্মকো বৈকুণ্ঠাখ্যঃ সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ ব্রহ্মণো ভগবতো লোক ইতি বা। দদৃশুর্ব্রহ্মলোকং তে যত্রাক্রূরোঽধ্যগাৎ পুরেতি দশমাৎ। এবং দ্বিতীয়ে মূর্দ্ধভিঃ সত্যলোকস্তু ব্রহ্মলোকঃ সনাতন ইতি। টীকা চ—ব্রহ্মলোকো বৈকুণ্ঠাখ্যঃ। সনাতনো নিত্যঃ। ন তু সৃজ্যান্তর্বর্ত্তীত্যর্থ ইত্যেষা। ব্রহ্মাণি মূর্ত্তিমন্তো বেদাঃ। ঋষয়শ্চ শ্রীনারদাদয়ঃ। গণাশ্চ শ্রীগরুড়বিষ্বক্সেনাদয়ঃ। তৈর্নিষেবিতঃ। এবং নিত্যাশ্রিতানুক্ত্বা তদ্গমনাধিকারিণ আহ। তত্র ব্রহ্মলোকে উময়া সহ বর্ত্তত ইতি। সোমঃ শ্রীশিবস্তস্য গতিঃ। সোমেতি সুপাংসুলুগিত্যাদিনা ষষ্ঠ্যা লুক্ ছান্দসঃ। তত উত্তরত্রাপি গতিপদান্বয়ঃ। জ্যোতির্ব্রহ্মতদৈকাত্ম্যভাবানাং মুক্তানামিত্যর্থঃ। ন তু তাদৃশানামপি সর্বেষামেবেত্যাহ।

স্বর্গের উপরিভাগে ব্রহ্মলোক; ঐ লোক সচ্চিদানন্দরূপ-হেতু ব্রহ্মাত্মক, উহা বৈকুণ্ঠ-নামে খ্যাত। কিংবা ব্রহ্মলোক অর্থ ব্রহ্ম—ভগবান, তাঁহার লোক। ভগবদ্ধাম শ্রীমদ্ভাগবতেও ব্রহ্মলোক-শব্দে অভিহিত হইয়াছেন, যথা—"যে স্থানে পূর্ব্বে অক্রূর স্তব করিয়াছিলেন, তথায় ব্রহ্মবাসিগণ ব্রহ্মলোক দর্শন করিয়াছিলেন।" ১০।২৮।১৪॥ এই শ্লোকের শ্রীস্বামিটীকা—'ব্রহ্মলোক—বৈকুণ্ঠ-নামে প্রসিদ্ধ লোক, সনাতন—নিত্য,—সৃষ্ট-বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত নহে।" ইতি। সেই ব্রহ্মলোক ব্রহ্মর্ষিগণ—ব্রহ্মা + ঋষি + গণদ্বারা সংবৃত। ব্রহ্ম—মূর্ত্তিমান বেদসমূহ, ঋষি—নারদাদি, গণ—গরুড় বিষ্বক্সেন প্রভৃতি; ইহাদিগ-কর্ত্তৃক সংবৃত—নিষেবিত। এইরূপে যাঁহারা সতত বৈকুণ্ঠ আশ্রয় করিয়া আছেন, তাঁহাদের কথা উল্লেখ করিয়া, যাঁহারা তথায় গমন করিতে পারেন, তাঁহাদের কথা উল্লেখ করিতেছেন—সেই ব্রহ্মলোকে সোম—উমাসহিত বর্ত্তমান শ্রীশিব, তিনি গমন করিতে পারেন। "সোম-গতি" পদে 'সুপাংসুলুক্'—এই সূত্রানুসারে ছন্দানুরোধে (সোমস্য গতিঃ) ৬ষ্ঠী বিভক্তির লোপ হইয়াছে। ব্রহ্মলোকে গমনাধিকারিগণের কথা বিবৃত হইতেছে বলিয়া, পরপদেও "গতি"-শব্দের অন্বয় করিতে হইবে। জ্যোতিঃ-

মহাত্মনাং মহাশয়ানাং মোক্ষনিরাদরতয়া ভজতাং শ্রীসনকাদিতুল্যা-নামিত্যর্থঃ। মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ইত্যাদৌ। যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মত ইত্যাদাবপি তেষ্বেব মহত্ত্বপর্য্যবসনাৎ। তস্য চ ব্রহ্মলোকস্যো-পরি সর্ব্বোর্দ্ধ্বপ্রদেশে গবাং লোকঃ শ্রীগোলোক ইত্যর্থঃ। তঞ্চ শ্রীগোলোকং সাধ্যা অস্মাকং প্রাপঞ্চিকদেবানাং প্রসাদনীয়া মূল-রূপা নিত্যতদীয়দেবগণাঃ পালয়ন্তি। তত্র দিক্পালত্বেনাবরণরূপা

—ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মে যাঁহারা একাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই মুক্তগণ তথায় গমন করিতে পারেন; তাদৃশ সকলই যে তথায় গমনাধিকারী তাহা নহে, এই জন্য বলিতেছেন মহাত্মা—মহাশয়—যাঁহারা মোক্ষ নিরাদর করিয়া ভক্ত্যনুষ্ঠান করেন, এমন শ্রীসনকাদি-তুল্য মুক্তগণ তথায় গমনাধিকারী। যেহেতু "হে মহামুনে! কোটি কোটি মুক্ত ও সিদ্ধগণের মধ্যেও নারায়ণ-পরায়ণ প্রাশান্তাত্মা ব্যক্তি অতিশয় দুর্ল্লভ," এবং "সমস্ত যোগিগণ-মধ্যে শ্রদ্ধাসহকারে মদ্গত চিত্ত হইয়া যে জন আমাকে ভজন করে, সে-ই যোগিশ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার অভিমত;"—এই সকল বাক্যানুসারে মোক্ষ নিরাদর করিয়া যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহাদিগেতেই মহত্ত্ব পর্য্যবসিত হইয়াছে।

অতঃপর "সাধ্যাস্তং পালয়ন্তি হি" বাক্যের অর্থ করিতেছেন। সেই ব্রহ্মলোকের সর্ব্বোর্দ্ধ্ব-প্রদেশে গো-সকলের লোক—শ্রীগোলোক। সেই গোলোক আমাদের—ইন্দ্রাদি পাপঞ্চিক দেবগণের প্রসাদনীয় মূলরূপ (১)

(১) ব্রহ্মাণ্ডস্থ দিক্পাল দেবগণ জীব-তত্ত্ব। ইঁহারা সাধনদ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীগোলোকে যাঁহারা দিক্পালরূপে অবস্থান করেন, তাঁহারা নিত্য-সিদ্ধ এবং শ্রীভগবৎ-পরিকর-মধ্যে গণ্য। প্রপঞ্চস্থ দিক্পালগণ ইঁহাদের অনুগৃহীত অর্থাৎ সাধন-শক্তি-সমন্বিত জীব-বিশেষ যখন দেব-দেহ লাভ-পূর্ব্বক দিক্পালত্ব-লাভের যোগ্য হয়েন, তখন শ্রীগোলোকের দিক্পাল-গণের শক্তি ইঁহাদিগে সঞ্চারিত হয়, সেই শক্তিসমন্বিত হইয়া তাঁহারা নিজাধিকারানুরূপ কার্য্য করেন। এইজন্য ইন্দ্র বলিলেন, শ্রীগোলোকের দিক্পালগণ আমাদের প্রসাদনীয়।

বর্ত্তন্তে। তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্তঃ যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবা ইতি শ্রুতেঃ। তত্র পূর্বে যে চ সাধ্যা বিশ্বে দেবাঃ সনাতনাঃ। তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্তঃ শুভদর্শনা ইতি পাদ্মোত্তরখণ্ডাচ্চ। যদ্বা তদ্ভূরি ভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং যদ্গোকুলেঽপীত্যাদ্যুক্ত্যনুসারেণ তদ্বিধপরমভক্তানামপি সাধ্যাস্তাদৃশসিদ্ধিপ্রাপ্তয়ে প্রসাদনীয়াঃ শ্রীগোপগোপীপ্রভৃতয়ঃ। তং পালয়ন্তি অধিকৃত্য ভজন্তি, হি প্রসিদ্ধৌ, স গোলোকঃ সর্বগতঃ শ্রীকৃষ্ণবৎ সর্বপ্রাপঞ্চিকা-

---

নিত্য তদীয় (শ্রীগোলোক-সম্বন্ধীয়) দেবগণ পালন করেন। তাঁহারা তত্রত্য দিক্‌পাল বলিয়া, আবরণরূপে অবস্থান করেন। এ বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ উল্লেখ করিতেছেন যে, "সেই পূর্ব্ব-সিদ্ধ মহিমান্বিত দেবগণ দুঃখাস্পৃষ্ট সুখময় শ্রীকৃষ্ণ-স্থানকে সেবা করিয়া বর্ত্তমান আছে।" পাদ্মোত্তর-খণ্ডেও বর্ণিত আছে যে, "নিত্য-সিদ্ধ, উপাসনাদ্বারা প্রসাদনীয়, সনাতন-বিগ্রহ, শুভ-দর্শন বিশ্বদেবগণ মহিমান্বিত হইয়া শ্রীগোলোকের সেবা করিতেছেন।" অথবা শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধের চতুর্দ্দশাধ্যায়োক্ত ব্রহ্ম-স্তবানুসারে সাধ্যপদে শ্রীগোপ-গোপীগণকেই বুঝাইতেছে। যথা,—শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—"হে ভগবন্! আমার এই পরমেষ্ঠি-জন্মে নিজকে অধন্য মনে করিতেছি; সেই দিনই নিজ জীবন কৃতার্থ মনে করিব, যে দিন তোমার এই গোকুলের গভীর অরণ্য মধ্যে যে কোন (তৃণ-গুল্মাদি) জন্ম লাভ করিয়া, যে কোন ব্রজবাসীর (তোমার দর্জ্জি হড্ডিপাদি পর্য্যন্ত কাহারও) চরণ-রজ অভিষিক্ত হইতে পারিব।" (১) ১০।১৪।৩২॥ এই প্রার্থনানুসারে দেখা যায়, ব্রজের গোপ-গোপী ব্রহ্মাদি-দেবগণের আরাধ্য; তাঁহারাই গোকুলের রক্ষক, সুতরাং গোকুলের পালনকারি-সাধ্যগণ ব্রজবাসী গোপ-গোপী। "তং পালয়ন্তি"—তাহাকে (গোলোককে) পালন করেন,—এ কথার অর্থ—(ব্রজবাসী গোপ-গোপীগণ) শ্রীগোলোক অধিকার করিয়া ভজন করেন, (হি—প্রসিদ্ধিতে) ইহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। "স হি সর্ব্বগতঃ"—সেই গোলোক সর্ব্বগত,—

---

(১) এই শ্লোকের সম্পূর্ণ অনুবাদ ১২২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

প্রাপঞ্চিকবস্তুব্যাপকঃ। অতএব মহান্ ভগবদ্রূপ এব। মহান্তং বিভুমাত্মানম্ ইতি শ্রুতেঃ। তত্র হেতুঃ। মহাকাশঃ পরমব্যোমাখ্যঃ, ব্রহ্মবিশেষণলাভাদাকাশস্তল্লিঙ্গাদিতি ন্যায়প্রসিদ্ধেশ্চ, তদ্গতঃ,

---

শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় নিখিল-প্রাপঞ্চিক-অপ্রাপঞ্চিক বস্তু ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। অতএব—সর্ব্বব্যাপকতা-হেতু, এই শ্রীগোলোক মহান্—ভগবৎ-স্বরূপ হইতে অভিন্ন। মহান্-শব্দ যে ভগবৎ-স্বরূপকে বুঝায়, তাহার প্রমাণ শ্রুতি; যথা—

মহান্তং বিভুমাত্মানং-মত্বা ধীরো ন শোচতি।

কঠ। দ্বিতীয়বল্লী। ২২

"মহান্ বিভু আত্মাকে যিনি জ্ঞাত হয়েন, সেই ধীমান্ ব্যক্তি কখনও শোক প্রাপ্ত হয়েন না।" এস্থলে শ্রীভগবানই মহান্ শব্দে অভিহিত হইয়াছেন।

শ্রীগোলোক যে শ্রীভগবৎ-স্বরূপ হইতে অভিন্ন, তাহার হেতু বলিতেছেন। উহা মহাকাশ—পরব্যোম-নামে খ্যাত। এই লোকের (শ্রীগোলোকের) "ব্রহ্ম" বিশেষণ "স্বর্গাদূর্দ্ধং ব্রহ্মলোকঃ" ইত্যাদি শ্লোকে বিন্যস্ত আছে। তাহার অর্থ—যাহা ব্রহ্ম, তাহা লোক। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ-লোকের ভগবৎ-স্বরূপতা সিদ্ধ হইতেছে। মহাকাশ-শব্দ দ্বারাও শ্রীগোলোকের ভগবৎ-স্বরূপতা ব্যক্ত হইয়াছে; কারণ, এই আকাশ-শব্দে যে শ্রীভগবানকেই বুঝাইতেছে, তাহা বক্ষ্যমাণ ব্রহ্মসূত্রে মীমাংসিত হইয়াছে।

আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ। ১।১।২২

"সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে আকাশং প্রত্যস্তং যান্ত্যাকাশঃ পরায়ণমিতি—এইদৃশ্যমান ভূত-প্রপঞ্চ আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আকাশেই লয় পাইয়া থাকে এবং আকাশেই অবস্থিতি করে।" এই শ্রুত্যুক্ত আকাশ-শব্দে ভূতাকাশ কিংবা ব্রহ্ম বুঝাইতেছে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—এই আকাশ—ব্রহ্ম। কারণ, ব্রহ্মই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি, লয় ও অবস্থিতির স্থান। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-লোককে মহাকাশ বলায়, উহা ভগবৎ-স্বরূপই হইতেছে। তদ্গতঃ—মহাকাশগত। শ্লোকে আছে "মহাকাশ-গতো মহান্"—মহান্—ভগবৎ-স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণ-লোক মহাকাশগত অর্থাৎ মহাকাশ-প্রাপ্ত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মহাকাশ,—ব্রহ্ম। ব্রহ্মাকার

ব্রহ্মাকারোদয়ানন্তরমেব বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তেঃ। যথা গোপানাং বৈকুণ্ঠদর্শনে তৈরেব ব্যাখ্যাতম্। যথা বা শ্রীমদজামিলস্য বৈকুণ্ঠগমনম্। যদ্বা

উদয়ের পর বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-লোককে মহাকাশগত বলা হইয়াছে। ব্রহ্মাকার উদয়ের পর যে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হয়, সে কথা গোপগণের বৈকুণ্ঠ-দর্শন-প্রসঙ্গে শ্রীস্বামিচরণের ব্যাখ্যায় বিবৃত আছে। (১) ইহার অপর দৃষ্টান্ত অজামিলের বৈকুণ্ঠ-গমন। (২) কিংবা মহাকাশ—পরব্যোম-নামক মহাবৈকুণ্ঠ, তদ্গত—সেই বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত।

(১) সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনং ইত্যাদি ১০।২৮।১৩ শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—দেহাদি পিহিতানাং তদ্দর্শনম-শক্যমিতি দেহাদিব্যতিরিক্তং ব্রহ্মস্বরূপং দর্শয়ামাস।—'দেহাদি-আচ্ছন্ন জন শ্রীভগবদ্ধাম দর্শন করিতে অসমর্থ (ইহা জানাইবার জন্য) দেহাদি-ব্যতিরিক্ত ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন করাইলেন।" এ সম্বন্ধীয় আখ্যায়িকা পরে দেওয়া যাইবে।

(২) অজামিলের বৈকুণ্ঠগমন-প্রসঙ্গ :—ততোগুণেভ্য আত্মানং বিযুজ্যাত্ম-সমাধিনা। যুযুজে ভগবদ্ধাম্নি ব্রহ্মণ্যনুভবাত্মনি॥ ৬।২।৩৬

'বিষ্ণুদূতগণের সঙ্গপ্রভাবে অজামিলের নির্ব্বেদ উপস্থিত হইলে, পুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। তথায় এক দেব-মন্দিরে আসন কল্পনা করিয়া যোগ ধারণা করিলেন। তার পর আত্মাকে দেহাদির সঙ্গ হইতে বিমুক্ত করিয়া সমাধি দ্বারা অনুভবাত্মক ভগবৎস্বরূপে (সত্তামাত্র ব্রহ্মে) যোজিত করিলেন।' এই শ্লোকে অজামিলের ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের কথা হইয়াছে। তারপর—

যহ্যুপারতধীস্তস্মিন্নদ্রাক্ষীৎ পুরুষান্ পুরঃ।
উপলভ্যোপলব্ধান্ প্রাগ্ববন্দে শিরসা দ্বিজঃ॥ ৬।২

'যখন সেই ব্রহ্মে বুদ্ধিস্থৈর্য্য লাভ করিল, তখন অজামিল পূর্ব্বদৃষ্ট পুরুষ (বিষ্ণুদূত) গণকে দর্শন করিয়া মস্তক দ্বারা বন্দনা করিলেন। অনন্তর—

হিত্বা কলেবরং তীর্থে গঙ্গায়াং দর্শনাদনু।
সদ্যঃ স্বরূপং জগৃহে ভগবৎ-পার্শ্ববর্ত্তিনাম্॥ ৬।২

মহাকাশঃ পরমব্যোমাখ্যো মহাবৈকুণ্ঠস্তদ্গতস্তদূর্দ্ধভাগস্থিতঃ। এবমুপর্য্যুপরি সর্বোপর্য্যপি বিরাজমানে তত্র শ্রীগোলোকেঽপি তব গতিঃ। নানারূপেণ বৈকুণ্ঠাদৌ ক্রীড়তস্তব তত্রাপি শ্রীগোবিন্দরূপেণ ক্রীড়া বিদ্যত ইত্যর্থঃ। অতএব সা চ গতিঃ সাধারণী ন ভবতি কিন্তু তপোময়ী অনবচ্ছিন্নৈশ্বর্য্যময়ী। পরমং যো মহত্তপ ইত্যত্র সহস্রনামভাষ্যেঽপি তপঃশব্দেন তথৈব ব্যাখ্যাতম্। অতএব

"উপর্য্যুপরি তত্রাপি গতিস্তব তপোময়ী"—এই প্রকার উপর্য্যুপরি-সর্ব্বোপরিভাগে বিদ্যমান থাকিলেও সেই শ্রীগোলোকেই তোমার গতি—অবস্থিতি। হে কৃষ্ণ! যে তুমি নানারূপে বৈকুণ্ঠাদিতে ক্রীড়া করিতেছে, সেই তোমার শ্রীগোলোকেও শ্রীগোবিন্দরূপে ক্রীড়া বিদ্যমান আছে। অতএব সেই গতি সাধারণী নহে, কিন্তু তপোময়ী অনবচ্ছিন্ন ঐশ্বর্য্যময়ী।

তপঃ শব্দের ঐশ্বর্য্য অর্থে—অপ্রসিদ্ধ-কল্পনা-দোষ পরিহার নিমিত্ত তাদৃশ অর্থে অন্যত্র ব্যবহার প্রমাণ দিতেছেন;—শ্রীবিষ্ণু-সহস্র নাম-স্তোত্রে—

পরমং যো মহত্তেজঃ পরমং যো মহত্তপঃ।
পরমং যো মহদ্ব্রহ্ম পরমং যঃ পরায়ণম্॥

শ্রীযুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন—সর্ব্বভূতের পরমা গতি কে? তাহার উত্তরে ভীষ্মদেব বলিতেছেন—"যিনি পরম-মহত্তেজ, যিনি পরম মহত্তপ এবং যিনি সকলের একমাত্র আশ্রয়, সেই দেবই সর্ব্বভূতের পরমা গতি।"—এই শ্লোকের টীকায়

তাহাদের দর্শনের পর অজামিল, সেই তীর্থে গঙ্গায় দেহ ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভগবৎ-পার্ষদগণের স্বরূপ লাভ করিলেন। অতঃপর

সাকং বিহায়সা বিপ্রো মহাপুরুষ-কিঙ্করৈঃ।
হৈমং বিমানমারুহ্য যযৌ যত্র শ্রিয়ঃ পতিঃ॥

মহাপুরুষ শ্রীহরির কিঙ্করগণের সহিত সুবর্ণ-রথে আরোহণ করিয়া, যেখানে ভগবান্ শ্রীপতি বিরাজ করিতেছেন, তথায় গমন করিলেন। ৬।২।৩৬-৩৭।

এই কয় শ্লোকে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের পর শ্রীভগবদ্ধাম প্রাপ্তির কথা স্পষ্ট ব্যক্ত আছে।

ব্রহ্মাদিদুর্বিতর্ক্যত্বমপ্যাহ। যামিতি। অধুনা তস্য শ্রীগোলোকে-ত্যাখ্যাবীজমভিব্যঞ্জয়তি গতিরিতি। ব্রাহ্মো ব্রহ্মণো লোকপ্রাপকে তপসি বিষ্ণুবিষয়কমনঃপ্রণিধানে যুক্তানাং রতচিত্তানাং প্রেমভক্তা-নামিত্যর্থঃ। ব্রহ্মলোকো বৈকুণ্ঠলোকঃ। পরা প্রকৃত্যতীতা। গবাং মোচয়ন্ ব্রজগবাং দিনতাপমিত্যুক্ত্যনুসারেণ অত্রৈব নিম্ন-

---

শ্রীশঙ্করাচার্য্য মহত্তপ-শব্দের ব্যাখ্যায় তপঃ শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"তপত্যস্যৈশ্বর্য্যমনবচ্ছিন্নমিতি মহত্তঃ। এষ সর্ব্বেশ্বর ইত্যাদি শ্রুতেঃ।" এস্থলে তপঃ-শব্দের অনবচ্ছিন্ন ঐশ্বর্য্য অর্থ করা হইয়াছে।

"যাং ন বিদ্মোবয়ং সর্ব্বে পৃচ্ছন্তোঽপি পিতামহম্।" অতঃপর এই বাক্যের অর্থ করিতেছেন। অতএব—সেই গতি অনবচ্ছিন্ন-ঐশ্বর্য্যময়ী বলিয়া, ব্রহ্মাদিরও বোধগম্য হয় না—ইহা ব্যক্ত করিবার জন্য বলিলেন,—পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তোমার সেই তপোময়ী গতি অর্থাৎ ক্রীড়া জানিতে পারি নাই।

অধুনা সেই শ্রীকৃষ্ণ-লোকের শ্রীগোলোক-নামে প্রসিদ্ধির কারণ প্রকাশ করিতেছেন—গতিঃ শমদমাঢ্যানাং ইত্যাদি—শমদমাদিযুক্ত সুকৃতকর্ম্মগণ স্বর্গলোকে গমন করেন, ব্রাহ্ম্য তপস্যাযুক্তগণ ব্রহ্মলোকে পরা গতি লাভ করেন, কিন্তু গো-গণের যে লোক, তাহার গতি দূরারোহা। এই বাক্যের অর্থ—ব্রাহ্ম্য—ব্রহ্মের ধাম-প্রাপক, তপস্যা—বিষ্ণু-বিষয়ক মনোভিনিবেশ-যুক্ত—রতচিত্ত-প্রেমভক্ত ব্যক্তিগণ শ্রীহরিতে অভিনিবিষ্ট-চিত্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে—বৈকুণ্ঠলোকে, পরা—প্রকৃতির অতীতা গতি লাভ করেন। গো-গণের লোক বলিয়া উহার (শ্রীকৃষ্ণ-লোকের) নাম গোলোক। গো-গণের বসতিহেতু সে স্থানের শ্রীগোলোক-খ্যাতি হইলেও তথায় গোপ-গোপী প্রভৃতির অবস্থিতি আছে, তাহা দেখাইবার জন্য শ্রীভাগবতীয় পদ্য প্রমাণ-স্বরূপে উপস্থিত করিতেছেন—

মুদিতবক্ত্র উপযাতি দুরন্তং
মোচয়ন্ ব্রজগবাং দিনতাপম্।

তোপদ্রবান্ গবামিত্যুক্ত্যা চ গোলোকবাসিমাত্রাণাং স্বতস্তদ্ভাব-ভাবিতানাঞ্চ সাধনবশেনেত্যর্থঃ। অতএব তদ্ভাবস্যাসুলভত্বাদ্দুরা-

"প্রফুল্ল-বদন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ গো আমাদের দিবসগত (শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-জনিত) তাপ উপশম করিবার জন্য নিকটে আসিতেছেন।" এই শ্লোকের 'ব্রজ-গবাং' পদের শ্রীস্বামিপাদ 'অস্মাকম্—আমাদের" এই অর্থ করিয়াছেন। এই বাক্য এবং শ্রীহরিবংশের "নিঘ্নতোপদ্রবান্ গবাং"—(১) এই উক্তি অনুসারে নিখিল গোলোকবাসীর সেই সর্ব্বোর্দ্ধলোকে অবস্থিতি বুঝাইতেছে। আর, যাঁহারা স্বতঃ গোলোকবাসিগণের ভাব-ভাবিত (২), তাঁহারা সেই লোকে গমন করেন। অতএব গোলোকবাসী ভগবৎপরিকরগণ এবং তাদৃশ ভাবসম্পন্নগণের তথায় গতিহেতু, আবার সেই ভাবের দুর্লভতা-হেতু, অন্যের—বৈকুণ্ঠগমনাধিকারী

(১) নিঘ্নতোপদ্রবান্ ইত্যাদি বাক্য গোবর্দ্ধন-ধারণ-লীলা স্মরণ করিয়াই উক্ত হইয়াছে। ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিবার জন্যই গোবর্দ্ধন-ধারণ করেন, কেবল গো-গণকে রক্ষা করিবার জন্য নহে—ইহা প্রসিদ্ধ আছে। সুতরাং হরিবংশের 'গবাং' পদে নিখিল গোলোকবাসী বুঝাইতেছে।

(২) স্বতস্তদ্ভাব-ভাবিত বলিবার তাৎপর্য্য—রাগানুগা মার্গে ভজনেই শ্রীব্রজগতি সম্ভব—"বিধিমার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র।" সেই রাগানুগার লক্ষণ বলিতেছেন—"শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি। লোভে ব্রজবাসি-ভাবে করে অনুগতি।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই দুই বাক্যে যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, স্বতস্তদ্ভাব-ভাবিত পদে তাহারই সূচনা করা হইয়াছে। রাগানুগা-মার্গের সাধকগণ ব্রজে যাইবার অধিকারী। ব্রজবাসীর ভাব-মাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া যাঁহাদের সেই ভাব-লাভের লোভ হয়, তাঁহারাই ব্রজ-জনের অনুগত হইয়া ভজন করেন, অর্থাৎ নিজাভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ পরিকর-গণের সহিত যে যে লীলা, সে সকল লীলা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ করিতে করিতে ব্রজপরিকরগণের ভাবে চিত্ত আক্রান্ত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, ব্রজবাসীর ভাবে বিভাবিত-চিত্ত হইবার পক্ষে লোভই একমাত্র হেতু, সেই

রোহা। তদেবং গোলোকং বর্ণয়িত্বা তস্য গোকুলেন সহাভেদমাহ।

প্রেমভক্তগণের পর্য্যন্ত সেই গতি দুরারোহা অর্থাৎ তাঁহারাও তথায় গমন করিতে পারেন না। (১)

লোভ স্বতঃ—আপনা হইতেই উৎপন্ন, লোভোৎপত্তির জন্য কাহারও উপদেশাপেক্ষা নাই, এই জন্য 'স্বতস্তদ্ভাব ভাবিত' বলিয়াছেন।

ভগবৎ-পরিকরগণের ভাব নিত্যসিদ্ধ—

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি-শুদ্ধ-চিত্তে করয়ে উদয়॥

প্রপঞ্চস্থ ভক্তগণে, স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে গঙ্গার অবতরণের মত সেই প্রেমের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে আর একটী কথা বলা নিতান্ত প্রয়োজন; কেহ কেহ মনে করেন, প্রেম আমাদের—আমার মত মায়াপরায়ণ জীবের হৃদয়েও নিত্যসিদ্ধ আছে, তাহা স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি মমতারূপে এখন ব্যক্ত আছে, পরে সাধনবশে কৃষ্ণপ্রেমরূপে পরিণত হইবে। ইহা নিতান্ত ভুল। স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি যে মমতা, তাহা মায়ার রজোগুণের ধর্ম্ম। প্রেম শুদ্ধ (মায়াতীত) সত্ত্বাত্মক—চিন্ময় বস্তু। যেখানে প্রেম, তথায়ই শ্রীভগবানের প্রকাশ; আমাদের হৃদয়ে যদি প্রেম নিত্যসিদ্ধ থাকিত, তবে আমাদের ভগবদ্বৈমুখ্য অসম্ভব হইত।

(১) প্রেমভক্ত—প্রেমকে যাঁহারা পরমপুরুষার্থ মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত বলিতে যেমন যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন—ভজনফলরূপে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি যাঁহাদের সাধনের লক্ষ্য, তাঁহাদিগকে বুঝায়, তেমন প্রেমভক্ত বলিতে প্রেম-প্রাপ্তি যাঁহাদের সাধনের লক্ষ্য, তাঁহাদিগকে বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তিতে প্রেম-প্রাপ্তির নিশ্চয়তা নাই, কিন্তু প্রেম-প্রাপ্তিতে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির নিশ্চয়তা আছে—"ভক্তিবশঃ পুরুষঃ—শ্রীভগবান প্রেম-ভক্তির বশ।" সুতরাং ভগবদ্ভক্ত হইতে প্রেম-ভক্তের অধিকার বেশী। তাদৃশ প্রেমভক্ত ব্যক্তিও 'ব্রজ-প্রেম'-লাভ করিতে না পারিলে ব্রজে যাইতে পারেন না।

বিষয়-আশ্রয়ভেদে প্রেমের দ্বিবিধ আলম্বন, বিষয় শ্রীভগবান্, আশ্রয় ভক্ত। যিনি যে ভগবৎ-স্বরূপের প্রেমকে সাধ্য-বস্তু বলিয়া জানেন, তিনি সেই স্বরূপের

স ত্বিতি। স তু স এব লোকো ধৃতো রক্ষিতঃ। শ্রীগোবর্দ্ধনোদ্ধরণেনেতি। যথাহ মৃত্যুঞ্জয়তন্ত্রে। একদা সান্তরীক্ষাচ্চ বৈকুণ্ঠং স্বেচ্ছয়া ভুবি। গোকুলত্বেন সংস্থাপ্য গোপীময়মহোৎসবা। ভক্তিরূপাং সতাং ভক্তিমুৎপাদিতবতী ভৃশমিতি। অত্র শব্দসাম্যভ্রম-

---

এই প্রকারে শ্রীগোলোকের বর্ণনা করিয়া তাহার শ্রীগোলোকের (পৃথিবীতে প্রকাশমান শ্রীবৃন্দাবনের) সহিত অভেদ বর্ণন করিতেছেন—'স তু লোকঃ'—সেই লোক (এস্থলে 'তু' শব্দের অর্থ 'এব') তোমা কর্ত্তৃক ধৃত—রক্ষিত। পৃথিবীতে প্রকাশমান শ্রীবৃন্দাবনেই কুপিত ইন্দ্র উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিলেন, গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই উপদ্রব হইতে ব্রজ রক্ষা করিয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠোর্দ্ধস্থিত গোলোকে কখনও তাদৃশ উপদ্রবের সম্ভাবনা নাই, তবে যে সেই লোক-রক্ষার কথা বলিলেন, তাহার তাৎপর্য্য বৈকুণ্ঠোর্দ্ধস্থিত শ্রীগোলোক আর পৃথিবীতে প্রকাশমান শ্রীগোকুল অভিন্ন বস্তু। সুতরাং শ্রীগোকুলের উপদ্রব যাহা, তাহা গোলোকের উপদ্রবরূপে বর্ণিত হইলে কোন দোষের বিষয় হয় না।

এ বিষয়ে (শ্রীগোলোকও শ্রীগোকুলের অভিন্নতা সম্বন্ধে) অন্য প্রমাণ উপস্থিত করিতেছেন। মৃত্যুঞ্জয়-তন্ত্রে উক্ত আছে—"একদিন স্বেচ্ছাক্রমে অন্তরীক্ষ হইতে শ্রীবৈকুণ্ঠকে পৃথিবী-মণ্ডলে শ্রীগোকুলরূপে সংস্থাপন করিয়া, গোপীময় মহোৎসবা ভক্তিরূপা যোগমায়া সাধুগণের হৃদয়ে অতিশয় ভক্তি-উৎপাদন করাইয়াছিলেন।"

ধাম প্রাপ্তিতে অধিকারী। শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন যাঁহাদের প্রেমের বিষয়, তাঁহারাই ব্রজবাসের অধিকারী, অন্য নহে। ব্রজ-পরিকর এবং তাঁহাদের অনুগত জন ছাড়া অন্যের পক্ষে ব্রজপ্রাপ্তি সম্ভব নহে। বৈকুণ্ঠনাথের ভক্ত ত দূরের কথা, বৈকুণ্ঠপার্ষদ—এমন কি বৈকুণ্ঠেশ্বরী পর্য্যন্ত যে শ্রীবৃন্দাবনীয় লীলায় প্রবেশ করিতে পারেন না, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রসিদ্ধ আছে। (এই সন্দর্ভের ১০০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) এইজন্য গোলোক-গতি অন্যের দুরারোহা বলা হইয়াছে।

প্রতীতার্থান্তরে স্বর্গাদূর্দ্ধং ব্রহ্মলোক ইত্যযুক্তম্। লোকত্রয়মতিক্রম্যোক্তেঃ। তথা সোমগতিরিত্যাদিকং ন সম্ভবতি। যতো ধ্রুবলোকাদধস্তাদেব চন্দ্রসূর্য্যাদীনাং গতির্মহর্লোকেঽপি ন বর্ত্ততে। তথাবরসাধ্যগণানাং তুচ্ছত্বাৎ সত্যলোকস্যাপি পালনং ন যুজ্যতে

শ্রীহরিবংশোদ্ধৃত শ্লোক-সমূহের যে অর্থ করা হইল, তাহা শুনিয়া কেহ বলিতে পারে—এত জটিল করিয়া ব্যাখ্যা করিবার কি দরকার আছে? যে শব্দের যে অর্থ প্রসিদ্ধ আছে, তদনুরূপ ব্যাখ্যা করিলেও ত হয়। তদুত্তরে, শব্দ-সাম্যের ভ্রমে পতিত কেহ যদি অন্যরূপ অর্থ করে, তবে তাহাতে যে দোষ উপস্থিত হয়, তাহা দেখাইতেছেন;—প্রথমতঃ স্বর্গশব্দে স্বর্লোক হইতে সত্য লোক পর্য্যন্ত লোক-পঞ্চক অর্থ না করিয়া কেবল স্বর্লোক অর্থ করিলে, আর ব্রহ্মলোক-শব্দে বৈকুণ্ঠ অর্থ না করিয়া ব্রহ্মার লোক—সত্যলোক—অর্থ করিলে "স্বর্গাদূর্দ্ধং ব্রহ্মলোকঃ--স্বর্গের উর্দ্ধে ব্রহ্মলোক"—এই বাক্যের সঙ্গতি হয় না; স্বর্গের পর মহর্লোক, তারপর জনলোক,তারপর তপোলোক, তারপর সত্যলোক —স্বর্গের পর তিনলোক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মার লোকের স্থিতি, কিন্তু হরিবংশ-বচনে আছে স্বর্গের উর্দ্ধে ব্রহ্মলোক।

সোমগতি—উমাসহিত বর্ত্তমান যিনি,—সেই শ্রীশিবকে সোম না বলিয়া সোম-শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ চন্দ্র স্বীকার করিলে, বৈকুণ্ঠে চন্দ্রের গতি স্বীকার করিতে হয়। তাহা অসম্ভব। চন্দ্রসূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কগণ ধ্রুবলোকের অধোভাগে অবস্থিত। মহর্লোকে পর্য্যন্ত তাহারা গমন করিতে পারেনা, মহর্লোকের বহু উর্দ্ধে শ্রীবৈকুণ্ঠ অবস্থিত, তথায় কিরূপে চন্দ্রের গতি সম্ভাবনা করা যায়?

সাধ্য-শব্দে শ্রীগোলোকের দিক্‌পাল বা তত্রত্য পরিকর অর্থ না করিয়া, গণদেবতা-বিশেষ সাধ্য (১) অর্থ করিলে বহুদোষ উপস্থিত হয়। ইহারা

---

(১) সাধ্য—গণদেবতা-বিশেষ; ইহারা রুদ্রানুচর। সাধ্য দ্বাদশ-সংখ্যক।
মনোমণ্ডা তথা প্রাণোনরোঽপানশ্চ বীর্য্যবান্।

কৃতস্তদুপরিলোকস্য শ্রীগোলোকাখ্যস্য। তথা সর্বগতত্বঞ্চাসম্ভাব্যং স্যাৎ। অতএব তত্রাপি তব গতিরিত্যপি শব্দো বিস্ময়ে প্রযুক্তঃ। যাং ন বিদ্ম ইত্যাদিকঞ্চ। অন্যথা তথোক্তির্ন সম্ভবতি স্বেষাং ব্রহ্মণশ্চ তদজ্ঞানজ্ঞাপনাৎ। তস্মাৎ প্রাকৃতগোলোকাদন্য এবাসৌ সনাতনো গোলোকো ব্রহ্মসংহিতাবৎ শ্রীহরিবংশেঽপি পরোক্ষ-

---

সামান্য-দেবতা-বিশেষ, ইহাদের পক্ষে সত্যলোক-পালনই অসম্ভব, তদুপরিস্থিত শ্রীগোলোকের পালনের কথাত দূরে। বিশেষতঃ, তাহাতে গোলোকের সর্ব্বব্যাপকতা অসম্ভব হইয়া পড়ে—সামান্য-দেবাধিকৃত স্থান কিরূপে সর্ব্বগত হয়? অতএব শ্রীগোলোকের সর্ব্বোর্দ্ধে স্থিতি নিশ্চয় করিয়া, ইন্দ্র বলিয়াছেন "তাহাতেও (তত্রাপি) তোমার গতি, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়! এস্থলে অপি-শব্দ বিস্ময়ার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

আবার গোগণের লোক বলায় যদি প্রাকৃত গোলোক অর্থাৎ সুরভীলোক অর্থ করা যায়, তবে 'যাং ন বিদ্ম' ইত্যাদি বাক্য বিরুদ্ধ হয়। কারণ, ইন্দ্র বলিলেন,সেই গোলোকের বৃত্তান্ত আমরা ত জানিনা, পিতামহ-ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও কিছু জানিতে পারি নাই। প্রাকৃত গোলোকের বৃত্তান্ত ব্রহ্মা ইন্দ্র উভয়ে জানেন। যদি শ্রীকৃষ্ণ-বিহার-ভূমি গোলোক, প্রাকৃত গোলোক অর্থাৎ সুরভী-লোক হইত, তবে ইন্দ্র, যাং ন বিদ্ম ইত্যাদি বলিতেন না। সুতরাং প্রাকৃত গোলোক হইতে সনাতন গোলোক ভিন্ন স্থান। ব্রহ্মসংহিতা যেরূপ গোলোকের বর্ণনা করিয়াছেন, শ্রীহরিবংশও পরোক্ষ-বাদে তদ্রূপ বর্ণনা করিলেন।

বিনির্ভয়োনয়শ্চৈব দংসোনারায়ণো বৃষঃ।
প্রভুশ্চেতি সমাখ্যাতাঃ সাধ্যদ্বাদশ-পৌর্ব্বিকাঃ॥

অগ্নিপুরাণ।

মন, মন্তা, প্রাণ, নর, অপান, বীর্য্যবান, বিনির্ভয়, নয়, দংস, নারায়ণ, বৃষ ও প্রভু—সাধ্য এই বার জন।

ঝাদেন নিরূপিতঃ। এবঞ্চ নারদপঞ্চরাত্রে বিজয়াখ্যানে—তৎসর্বোপরিগোলোকে শ্রীগোবিন্দঃ সদা স্বয়ম্। বিহরেৎ পরমানন্দী গোপীগোকুলনায়ক ইতি। এবঞ্চোক্তং মোক্ষধর্মে নারায়ণীয়ে স্কান্দে চ—এবং বহুবিধৈরূপৈশ্চরামীহ বসুন্ধরাম্। ব্রহ্মলোকঞ্চ কৌন্তেয় গোলোকঞ্চ সনাতনমিতি। তদেবং সর্বোপরি শ্রীকৃষ্ণলোকোঽস্তীতি সিদ্ধম্। স চ লোকস্তত্তল্লীলাপরিকরভেদেনাংশভেদাৎ দ্বারকামথুরাগোকুলাখ্যস্থানত্রয়াত্মক ইতি নির্ণীতম্। অন্যত্র তু ভুবি প্রসিদ্ধান্যেব তত্তদাখ্যানি স্থানানি তদ্রূপত্বেন শ্রূয়ন্তে তেষামপি বৈকুণ্ঠান্তরবৎ প্রপঞ্চাতীতত্বনিত্যত্বালৌকিকরূপত্বভগবন্নিত্যাস্পদত্বকথনাৎ। তত্র দ্বারকায়াস্তত্তৎ স্কান্দপ্রহ্লাদসংহিতাদাবন্বেষ্টব্যম্।

এই প্রকার নারদ-পঞ্চরাত্রে বিজয়াখ্যানে উক্ত আছে—"সর্ব্বোপরি বিরাজমান গোলোকে গোপীকুল-নায়ক পরমানন্দী শ্রীগোবিন্দ স্বয়ং সর্ব্বদা বিহার করেন।"

মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয়ে এবং স্কন্দপুরাণেও এইরূপ বর্ণনা আছে—"হে কৌন্তেয়! এইপ্রকার বহুবিধ রূপে এই পৃথিবীতে ব্রহ্মলোকে এবং সনাতন গোলোকে বিচরণ করি।"

অতএব শ্রীকৃষ্ণ-লোক সর্ব্বোপরি বিরাজ করেন, ইহা সিদ্ধ হইল। সেই লোক বিভিন্ন লীলা এবং পরিকর ভেদে অংশভেদ-হেতু দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল নামক স্থান-ত্রয়াত্মক ইহা নির্ণীত হইল।

পৃথিবীতে প্রকাশমান ধাম-সমূহের অপ্রাকৃতত্ব।

সর্ব্বোপরি বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণলোক ভিন্ন অন্যত্র—পৃথিবীতে শ্রীগোকুল মথুরা দ্বারকা নামে খ্যাত যে সকল ধামের অবস্থিতি শুনা যায়, সে সকল ধামও স্বরূপে এবং আকারে প্রপঞ্চাতীত ধামের সদৃশ। কারণ, সে সকল ধামও শ্রীবৈকুণ্ঠের মত **প্রপঞ্চাতীত নিত্য, অলৌকিক-**

ইয়ঞ্চ শ্রুতিরুদাহরণীয়া। অন্তঃসমুদ্রে মনসা চরন্তং ব্রাহ্মাম্ববিন্দ-ন্দশহোতোরমর্ণে সমুদ্রেঽন্তঃ কবয়ো বিচক্ষতে মরীচীনাং পদমন্বিচ্ছন্তি বেধস ইত্যাদ্যা। শ্রীমথুরায়াঃ প্রপঞ্চাতীতত্বং যথা বারাহে—অন্যৈব কাচিৎ সা সৃষ্টির্বিধাতুর্ব্যতিরেকিণীতি। নিত্যত্বমপি যথা পাদ্মে পাতালখণ্ডে—ঋষির্মাথুরনামাত্র তপঃ কুর্বতি শাশ্বত ইতি। অত্র মথুরামণ্ডলে শাশ্বতে নিত্যে কুর্বতি করোতি। অলৌকিকরূপত্বং যথা আদিবারাহে—ভূর্ভুবঃস্বস্তলেনাপি ন পাতালতলেঽমলম্। নোর্দ্ধলোকে ময়া দৃষ্টং তাদৃক্ ক্ষেত্রং বসুন্ধরে। ইতি। শ্রীভগব-

---

রূপ এবং শ্রীভগবানের নিত্য বিহার-ভূমি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে শ্রীদ্বারকার প্রপঞ্চাতীতত্বাদি স্কন্দ-পুরাণীয় প্রহ্লাদ-সংহিতাদিতে দ্রষ্টব্য। এ সম্বন্ধে বক্ষ্যমাণ শ্রুতি-উদাহরণ দেওয়া যায়—"যিনি সমুদ্র-সলিলমধ্যে যথেষ্ট বিচরণ করেন, যিনি দশেন্দ্রিয়ের বিষয়-সমূহের হোতৃস্বরূপ, তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। বিধাতৃ-পুরুষগণ সমুদ্র-মধ্যস্থিত জীবগণের পরমাশ্রয় সে স্থান অভিলাষ করেন,—প্রাজ্ঞ-গণ একথা বলিয়া থাকেন।" (১)

শ্রীমথুরার **প্রপঞ্চাতীতত্ব** যথা বারাহে—"ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় বস্তু ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, কিন্তু ব্রহ্মাব্যতিরেকে মথুরার সৃষ্টি, সে সৃষ্টি অন্য বিধা।" **নিত্যত্ব,** যথা—পদ্মপুরাণের পাতাল-খণ্ডে—মাথুরনামা ঋষি এস্থানে (মথুরায়) শাশ্বত তপস্যা করিতেছেন। শাশ্বত—নিত্য। 'কুর্ব্বতি' আর্ষ-প্রয়োগ, ব্যাকরণ-সম্মত প্রয়োগ 'করোতি'। যে স্থানে মাথুর-ঋষি নিত্য তপস্যা করিতেছেন, সে স্থানের নিত্যত্ব-বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারেনা; অনিত্য স্থানে নিত্য তপস্যা সম্ভবপর নহে। **অলৌকিক রূপত্ব,** যথা—আদি বারাহে—হে বসুন্ধরে! ভূর্ভুবঃ স্বঃ—এই তিন লোক মধ্যে এবং পাতালে ও উর্দ্ধলোকে কোথায়ও মথুরার মত নির্ম্মল ক্ষেত্র আর দেখি নাই।' **শ্রীভগবানের নিত্যাস্পদত্ব** অর্থাৎ শ্রীভগবান যে

---

(১) শ্রীমাধ্ব-ভাষ্যধৃত শ্রুতি।

ন্নিত্যাস্পদত্বং যথা—অহোঽতিধন্যা মথুরা যত্র সন্নিহিতো হরিরিতি। ন চ বক্তব্যমুপাসনাস্থানমেবেদম্। যতো মথুরায়াঃ পরং ক্ষেত্রং ত্রৈলোক্যে ন হি বিদ্যতে। তস্যাং বসাম্যহং দেবি মথুরায়াস্তু সর্বদা ইতি। তত্র বাসস্যৈব কণ্ঠোক্তিঃ। অত্রেদৃশং শ্রীবরাহদেববাক্যম্ অংশাংশিনোরৈক্যবিবক্ষয়ৈব ন তু তস্যৈবাসৌ নিবাসঃ

এস্থানে নিত্য বিরাজ করেন, তাহার প্রমাণ—"অহো! কি আশ্চর্য্যের বিষয়! মথুরা অতি ধন্যা—যেস্থানে শ্রীহরি সর্ব্বদা সন্নিহিত আছেন, অর্থাৎ সেই লোকবাসীর নিকট তিনি নিত্য অবস্থিত।"

এই মথুরা কেবল উপাসনা-স্থান—অর্থাৎ ভক্তগণ এস্থানে উপাসনা করিয়া উপাসনা-সিদ্ধির পর অন্য স্থানে যাইয়া নিজেষ্ট শ্রীভগবানকে লাভ করিবেন—তাহা নহে; এই স্থানে (পৃথিবীস্থ মথুরায়) শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিরাজ করিতেছেন, উপাসনা-ফললাভ-কালে উপাসক উপাসনা-ক্ষেত্র মথুরায়ই উপাস্যকে লাভ করিতে পারিবেন। যদি মথুরাকে উপাসনা-ক্ষেত্র মাত্র বলা হয়, তবে এই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে—মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিরাজ করেন না, কেবল প্রকট লীলাকালে আবির্ভূত হইয়া কিছুকাল বিহার করেন, তারপর শ্রীগোলোকেই বিরাজ করেন; বর্ত্তমান সময়, কি আবির্ভাবের পূর্ব্বে তথায় শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করেন না, বা করেন নাই; তবে সে স্থানের মাহাত্ম্য এই যে, তথায় উপাসনা করিলে সত্বর উপাসনা সিদ্ধ হয়। ইহা নিতান্ত বিরুদ্ধ কথা। কারণ,সেই বরাহপুরাণেই শ্রীবরাহ দেব বলিয়াছেন—"হে দেবি! মথুরা হইতে শ্রেষ্ঠ স্থান এই ত্রিলোক-মধ্যে আর নাই, সেই মথুরায় আমি সর্ব্বদা বাস করি।" এই বাক্যে মথুরায় শ্রীভগবানের নিত্য-স্থিতির কথা স্পষ্ট ব্যক্ত হইল। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এই শ্লোক-প্রমাণে শ্রীবরাহ-দেবের নিত্যস্থিতি স্বীকার করা যায়, তুমি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতি সিদ্ধান্ত কিরূপে করিতেছ? তদুত্তরে বলিতেছেন—অংশাংশীর স্বরূপ-গত (১) অভেদ প্রকাশনেচ্ছায় শ্রীবরাহদেব এই

(১) শ্রীভগবান, স্বরূপ ঐশ্বর্য্যও মাধুর্য্য পূর্ণ তত্ত্ব-বিশেষ। স্বরূপ পরমানন্দ। নিখিল ভগবৎস্বরূপ, স্বরূপে পরমানন্দ। কিন্তু স্থান, লীলা, পরিকর, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যভেদে বিভিন্ন ভগবৎস্বরূপের পার্থক্য আছে

শ্রীকৃষ্ণক্ষেত্রত্বেনৈব প্রসিদ্ধেঃ। তথৈব পাতালখণ্ডে—অহো মধুপুরী ধন্যা যত্র তিষ্ঠতি কংসহেতি। বায়ুপুরাণে তু স্বয়ং সাক্ষাদেবেত্যুক্তম্—চত্বারিংশদ্ যোজনানাং ততস্তু মথুরা স্মৃতা। যত্র দেবো হরিঃ সাক্ষাৎ স্বয়ং তিষ্ঠতি কংসহেতি। অত্র সাক্ষাচ্ছব্দেন সূক্ষ্মরূপতা, স্বয়ংশব্দেন শ্রীমৎপ্রতিমারূপতা চ নিষিদ্ধা। তত ইতি পূর্ব্বোক্তাৎ পুষ্করাখ্যতীর্থাৎ ইত্যর্থঃ। মথুরায়াঃ পরং ক্ষেত্রমিত্যনেন বরাহদেব-বচনেন পূর্য্যামেব তিষ্ঠতীতি নিরস্তম্। অত্র শ্রীগোপালতাপনী-শ্রুতিশ্চ—সহোবাচ তং হি নারায়ণো দেবঃ সকাম্যা মেরোঃ শৃঙ্গে যথা সপ্ত পূর্য্যো ভবন্তি তথা সকাম্যা নিষ্কাম্যাশ্চ ভূগোলচক্রে সপ্ত

প্রকার বলিয়াছেন; বাস্তবিক পক্ষে শ্রীমথুরা শ্রীবরাহ-দেবের নিবাস-ভূমি নহে, শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমিরূপেই প্রসিদ্ধ আছে। তাহা যে শ্রীকৃষ্ণলীলা-ভূমি, তদ্বিষয়ে প্রমাণ দিতেছেন—বরাহপুরাণে যেমন শ্রীবরাহ-দেবের নিত্য-স্থিতির কথা উক্ত আছে, তদ্রূপ পদ্ম-পুরাণের পাতাল-খণ্ডে উক্ত আছে—"অহো! যে মথুরায় কংস-বিনাশক শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করেন, সেই মথুরা ধন্যা।" 'স্বয়ং'ই যে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় অবস্থান করেন, তাহা বায়ু-পুরাণে উক্ত আছে; যথা—"পূর্ব্ব বর্ণিত পুষ্কর-তীর্থ হইতে চল্লিশ যোজন দূরে মথুরা-পুরী বিরাজিতা, যে মথুরা-পুরীতে সাক্ষাৎ ক্রীড়াশীল কংসারি স্বয়ং অবস্থান করেন।" শ্লোক-স্থিত 'সাক্ষাৎ' শব্দে সূক্ষ্মরূপে অর্থাৎ অন্তর্হিত ভাবে, আর 'স্বয়ং'-শব্দে শ্রীমৎ প্রতিমারূপে অবস্থিতি নিষেধ করিয়া লীলাময় সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহরূপে অবস্থিতি নির্দ্দেশ করিতেছেন। "মথুরা হইতে শ্রেষ্ঠ স্থান আর ত্রিলোক-মধ্যে নাই" ইত্যাদি শ্রীবরাহদেব-বচন-প্রমাণে শ্রীমথুরায় শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা অবস্থান করেন—ইহা স্থির হইল। সুতরাং উহা কেবল উপাসনা-ক্ষেত্র—এই মত নিরস্ত হইল।

শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাদ্ভাবে মথুরায় নিত্যস্থিতি-সম্বন্ধে গোপাল-তাপনী-শ্রুতি (প্রমাণ) যথা—শ্রীনারায়ণদেব শ্রীব্রহ্মাকে কহিলেন, "হে বিধাতঃ! যেমন সুমেরু-শৃঙ্গে কাম-ফলদা সপ্তপুরী বিদ্যমান আছে, তেমন ভূমণ্ডলে মোক্ষদা ভোগদা অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চি, অবন্তী ও দ্বারকা—এই সপ্তপুরী

পূর্য্যো ভবন্তি তাসাং মধ্যে সাক্ষাদ্‌ব্রহ্ম গোপালপুরী হীতি। সকাম্যা নিষ্কাম্যা দেবানাং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ভবন্তি যথা হি বৈ সরসি পদ্মং তিষ্ঠতি তথা ভূম্যাং তিষ্ঠতীতি চক্রেণ রক্ষিতা হি বৈ মথুরা তস্মাদ্গোপালপুরী হি ভবতি বৃহৎ বৃহদ্বনং মধোর্মধুবনমিত্যা-

---

আছে। তন্মধ্যে গোপালপুরী মথুরা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপা। দেবগণ ও সর্ব্বপ্রাণিগণের পক্ষে এই শ্রীমথুরা—সকাম্যাও বটে, নিষ্কাম্যাও বটে, অর্থাৎ যদি কেহ কামনা করিয়া বাস করেন, তাঁহার বাসনা পূর্ণ হয়, অধিকন্তু তাঁহার অকামিত শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমও লাভ হইয়া থাকে। আর যাঁহারা নিষ্কাম-ভাবে বাস করেন, তাঁহারা সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-সেবা লাভ করিতে পারেন। যে প্রকার সরোবর-মধ্যে পদ্ম থাকে, অথচ জলাদিতে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ এই ভূমিতে সাক্ষাদ্‌ব্রহ্ম-গোপালপুরী শ্রীমথুরা সুদর্শন-চক্র দ্বারা রক্ষিত হইয়া, প্রাপঞ্চিক দোষে দূষিত হয়েন না। অতি বৃহৎ—বৃহদ্বন (১), মধুদৈত্য-সম্বন্ধীয়—মধুবন (২), তালবৃক্ষ থাকা হেতু-তালবন (৩), কামদেব আছেন, এইজন্য কাম্যবন (৪), বহুলানাম্নী শ্রীহরিপ্রিয়ার বসতি-স্থান—বহুলা বন (৫), কুমুদের স্থিতি হেতু—কুমুদবন (৬), খদির থাকা হেতু—খদির বন (৭), ভদ্র—শ্রীবলভদ্রের বিহার-স্থান—ভদ্রবন (৮), ভাণ্ডীর বটের স্থিতি হেতু—ভাণ্ডীর বন (৯), শ্রীলক্ষ্মীর অধিষ্ঠান হেতু—শ্রীবন (১০), লোহ নামক অসুরের সিদ্ধিস্থান হেতু—লোহ বন (১১) লীলাখ্য মহাশক্তির প্রাদুর্ভাব-বিশেষরূপা বৃন্দার বন—বৃন্দাবন (১২),—এই দ্বাদশবনে আবৃতা পুরী মথুরা।

মথুরা-সমীপে এই দ্বাদশ বনে দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, নাগ, কিন্নরগণ নিরন্তর গান ও নৃত্য করেন। এই দ্বাদশবনে দ্বাদশাদিত্য (১), একাদশ রুদ্র (২)

---

(১) দ্বাদশাদিত্য—বরুণ, সূর্য্য, বেদাঙ্গ, ভানু, ইন্দ্র, রবি, গভস্তিমান, যম, হিরণ্যরেতা, দিবাকর, মিত্র ও বিষ্ণু।

(২) একাদশরুদ্র—বীরভদ্র, শম্ভু, গিরিশ, অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, দিক্‌পতি, স্থাণু, ভগ, ভুবনাধীশ্বর ও কপালী।

দিকা। পুনশ্চ এতৈরাবৃতা পুরী ভবতি তত্র তেষ্বেবমিত্যাদিকা তথা দ্বে বনে স্তঃ কৃষ্ণবনং ভদ্রবনং তয়োরন্তর্দ্বাদশ বনানি পুণ্যানি পুণ্যতমানি তেষ্বেব দেবাস্তিষ্ঠন্তি সিদ্ধাঃ সিদ্ধিং প্রাপ্তাস্তত্র রামস্য রামমূর্ত্তিরিত্যাদিকা। তদপ্যেতে শ্লোকাঃ—প্রাপ্য মথুরাং পুরীং রম্যাং সদা ব্রহ্মাদিসেবিতাম্। শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গরক্ষিতাং মূষলাদিভিঃ। যত্রাসৌ সংস্থিতঃ কৃষ্ণস্ত্রিভিঃ শক্ত্যা সমাহিতঃ। রামানিরুদ্ধপ্রদ্যুম্নৈ রুক্মিণ্যা সহিতো বিভুরিতি। কিং তস্য স্থানমিতি শ্রীগান্ধর্ব্যাঃ প্রশ্নস্যোত্তরমিদম্। এবমেব শ্রীরঘুনাথস্যাপ্যযোধ্যায়াং

অষ্টবসু, সপ্তমুনি (৩) ব্রহ্মা, নারদ, পঞ্চবিনায়ক (৪), রুদ্রেশ্বরাদি অষ্টলিঙ্গ (৫) ও অন্য চতুর্ব্বিংশতি লিঙ্গ আছেন।

কৃষ্ণবন ও ভদ্রবন নামে দুইটী বন আছে। ঐ দুই বনের মধ্যেই দ্বাদশবন বিদ্যমান। তন্মধ্যে কতকগুলি পুণ্য, কতকগুলি পুণ্যতম, কিন্তু সমুদয় বনেই দেবগণ, নিত্য শ্রীকৃষ্ণপরিকরগণ এবং সাধন-সিদ্ধগণ অবস্থান করেন।" উত্তর তাপনী ২৮—৩৪।

* * * * * *

"রম্যা ব্রহ্মাদি-নিষেবিতা শঙ্খচক্র-গদা-শার্ঙ্গ-মুষলাদি দ্বারা সুরক্ষিতা মথুরাপুরী প্রাপ্ত হইয়া অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন; সেই মথুরাতে শ্রীরাম, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন—এই তিন এবং শক্তি রুক্মিণীর সহিত বিভু-শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করেন।" উত্তর তাপনী ৩৯। শ্রীকৃষ্ণের স্থান কিরূপ? গান্ধর্ব্বিকা—শ্রীরাধার এই প্রশ্নের উত্তরে দুর্ব্বাসা ঋষি ঐ সকল উত্তর দিয়াছিলেন।

এই প্রকার শ্রীঅযোধ্যায় শ্রীরঘুনাথেরও নিত্যস্থিতি শুনা যায়। যথা—স্কান্দে অযোধ্যা-মাহাত্ম্যে স্বর্গ-দ্বারোদ্দেশ্যে উক্ত আছে—"দেবদেব স্বয়ং শ্রীহরি

---

(৩) সপ্তমুনি—কশ্যপ, অত্রি, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি ও বশিষ্ঠ

(৪) পঞ্চ বিনায়ক—মোদ, প্রমোদ, আমোদ, সুমুখ ও দুর্ম্মুখ।

(৫) অষ্টলিঙ্গ—বীরেশ্বর, রুদ্রেশ্বর, অম্বিকেশ্বর, গণেশ্বর, নীলকণ্ঠেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, গোপেশ্বর ও ভদ্রেশ্বর।

শ্রূয়তে, যথা স্কান্দায়োধ্যামাহাত্ম্যে স্বর্গদ্বারমুদ্দিশ্য—চতুর্দ্ধা চ তনুং কৃত্বা দেবদেবো হরিঃ স্বয়ম্। অত্রৈব রমতে নিত্যং ভ্রাতৃভিঃ সহ রাঘব ইতি। অতএব—যত্র যত্র হরেঃ স্থানং বৈকুণ্ঠং তদ্বিদুর্বুধা ইত্যনুসারেণ মহাভগবতঃ স্থানত্বাৎ মহাবৈকুণ্ঠ এবাসৌ, যতো বৈকুণ্ঠাত্তস্য গরীয়স্ত্বং শ্রূয়তে। যথা পাতালখণ্ডে—এবং সপ্তপুরীণান্তু সর্ব্বোৎকৃষ্টঞ্চমাথুরম্। শ্রূয়তাং মহিমা দেবি বৈকুণ্ঠো ভুবনোত্তম ইতি। অতএব তত্রৈব—অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সীতি। অথ শ্রীবৃন্দাবনস্য তত্ত্বাদিকং মথুরামণ্ডলস্যৈব তত্ত্বেন সিদ্ধম্। যথা চ গোবিন্দবৃন্দাবনাখ্যবৃহদ্গৌতমীয়ে নারদ-প্রশ্নানন্তরং শ্রীকৃষ্ণস্যোত্তরম্। তত্র প্রশ্নঃ-কিমিদং দ্বাদশাভিখ্যং বৃন্দারণ্যং বিশাম্পতে। শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্ যদি যোগ্যোঽস্মি মে বদ। অথোত্তরম্—ইদং

রামচন্দ্র স্বীয় মূর্ত্তিকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন—এই ভ্রাতৃবর্গের সহিত সতত এই অযোধ্যাতে রমণ করিতেছেন।" অতএব 'যেখানে যেখানে শ্রীহরির স্থান, তাহাকেই বিদ্বজ্জন বৈকুণ্ঠ বলিয়া জানেন"—এই প্রমাণানুসারে মহা ভগবানের স্থান বলিয়া, শ্রীমথুরা মহাবৈকুণ্ঠ; কারণ, বৈকুণ্ঠ হইতে মথুরার শ্রেষ্ঠত্ব শুনা যায়। যথা পাতালখণ্ডে—"হে দেবি! সপ্তপুরী-মধ্যে মথুরা-মণ্ডল সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা ভুবনোত্তম বৈকুণ্ঠ; তাহার মহিমা শ্রবণ কর।" এই জন্য সেই পাতালখণ্ডে আরও আছে,—"অহো! বৈকুণ্ঠ হইতে গরিয়সী মধুপুরী ধন্যা।" এই সকল বচনে বৈকুণ্ঠ হইতেও মথুরা-মণ্ডলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাইতেছে।

শ্রীবৃন্দাবনের তত্ত্ব।

শ্রীবৃন্দাবনের তত্ত্বাদি শ্রীমথুরা-মণ্ডলের তত্ত্বাদি দ্বারাই সিদ্ধ হইয়াছে। তদ্ব্যতিরিক্ত স্বতন্ত্রভাবেও শ্রীবৃন্দাবন-তত্ত্ব-বিষয়ক শাস্ত্র-বচন শুনা যায়। যথা—গোবিন্দ-বৃন্দাবনাখ্য বৃহদ্গৌতমীয়ে শ্রীনারদের প্রশ্ন—"হে গোপপতে! দ্বাদশ-বনাত্মক এই বৃন্দাবনের তত্ত্ব কি? তাহা আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। হে ভগবন্! আমি যদি শ্রবণের যোগ্য হই, তবে কৃপা করিয়া বর্ণন

বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈব কেবলম্। অত্র যে পশবঃ পক্ষিবৃক্ষাঃ কীটা নরামরাঃ। যে বসন্তি মমাধিষ্ঠ্যে মৃতা যান্তি মমালয়ম্। অত্র যা গোপকন্যাশ্চ নিবসন্তি মমালয়ে। যোগিন্যস্তা ময়া নিত্যং মম সেবাপরায়ণাঃ। পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকম্। কালিন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা পরমামৃতবাহিনী। অত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ। সর্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং ক্বচিৎ। আবির্ভাবস্তিরোভাবো ভবেদত্র যুগে যুগে। তেজোময়মিদং রম্য-মদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষেতি। বিশেষতস্তাদৃগলৌকিকরূপত্বভগবন্নিত্যধামত্বে তু দিব্যকদম্বাশোকাদিবৃক্ষাদয়োঽপ্যদ্যাপি মহাভাগবতৈঃ সাক্ষাৎ-ক্রিয়ন্ত ইতি প্রসিদ্ধাবগতেঃ। যথা বারাহে কালীয়হ্রদমাহাত্ম্যে অত্রাপি মহদাশ্চর্য্যং পশ্যন্তে পণ্ডিতা নরাঃ। কালীয়হ্রদপূর্ব্বে

করুন।" তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য—"এই রমণীয় বৃন্দাবন কেবল আমারই ধাম। পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, কীট, নর, অমর প্রভৃতি যাহারা আমার ধামে বাস করে, তাহারা মৃত্যুর পর আমার নিত্য ধামে প্রবেশ করে।" আমার নিবাস-ভূমি বৃন্দাবনে যে সকল গোপকন্যা বাস করে, তাহারা সকলেই যোগিনী (আমাতে সংযোগ-প্রাপ্তা) এবং নিত্য আমার সেবা-পরায়ণা। এই পঞ্চ-যোজন-পরিমিত বৃন্দাবন আমার দেহ স্বরূপ। পরমামৃত-বাহিনী এই কালিন্দী সুষুম্না নামে অভিহিতা। এস্থানে দেবগণ ও ভূতগণ সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে। সর্ব্ব-দেবময় আমি কখনও এই বন ত্যাগ করিনা। এই স্থানে (ভূমিতে অবস্থিত এই বৃন্দাবনে) যুগে যুগে আমার আবির্ভাব তিরোভাব হইয়া থাকে। এই রমণীয় বৃন্দাবন তেজোময়, চর্ম্ম-চক্ষুর অদৃশ্য।

বিশেষতঃ পূর্ব্ব-বর্ণিত অলৌকিক-রূপত্ব ভগবন্নিত্য-ধামত্ব বিষয়ের সাক্ষী-স্বরূপ দিব্য-কদম্বাশোকাদি বৃক্ষ প্রভৃতি মহাভাগবতগণ অদ্যাপি সাক্ষাৎ করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি জানা যায়। যথা—বরাহ-পুরাণে কালীয়-হ্রদ-মাহাত্ম্যে শ্রীবরাহ-দেব-বাক্য "হে বিশালাক্ষি! পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এই স্থানে কালীয় হ্রদের পূর্ব্বভাগে সর্ব্বলোক-পূজিত, পবিত্র, সদ্গন্ধযুক্ত, শতশাখ কদম্ব বৃক্ষ

কদম্বো মহিতো দ্রুমঃ। শতশাখং বিশালাক্ষি পুণ্যং সুরভিগন্ধি চ। স চ দ্বাদশমাসানি মনোজ্ঞঃ শুভশীতলঃ। পুষ্পায়তি বিশালাক্ষি প্রভাসন্তো দিশো দশেতি। শতানাং শাখানাং সমাহারঃ শতশাখং যদ্ যত্র প্রবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। প্রভাসন্তঃ প্রভাসয়ন্নিত্যর্থঃ। তত্রৈব তদীয়ব্রহ্মকুণ্ডমাহাত্ম্যে—তত্রাশ্চর্য্যং প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ত্বং বসুন্ধরে। লভন্তে মনুজাঃ সিদ্ধিং মম কর্ম্মপরায়ণাঃ। তস্য তত্রোত্তরে পার্শ্বে-ঽশোকবৃক্ষঃ সিতপ্রভঃ। বৈশাখস্য তু মাসস্য শুক্লপক্ষস্য দ্বাদশী। স পুষ্পতি চ মধ্যাহ্নে মম ভক্তসুখাবহঃ। ন কশ্চিদপি জানাতি বিনা ভাগবতং শুচিমিত্যাদি। দ্বাদশীতি দ্বাদশ্যাং সুপাং সুলুগিত্যা-দিনৈব পূর্বসবর্ণঃ। শুচিত্বমত্র তদনন্যবৃত্তিত্বম্। অনেন পৃথিব্যাপি তস্য তস্য তাদৃশরূপং ন জ্ঞায়তে ইত্যায়াতম্। অতএব তদীয়-

---

মহাশ্চর্য্যের সহিত দেখিয়া থাকেন। হে বিশালাক্ষি! সেই কদম্ব বৃক্ষ দ্বাদশ মাস শুভ-শীতল পুষ্পযুক্ত; এবং উহার জ্যোতিতে দশদিক উদ্ভাসিত হয়।" ঐ বৃক্ষে শত শাখা আছে বলিয়া, শতশাখ বলা হইয়াছে।

সেই বরাহ-পুরাণে ব্রহ্মকুণ্ড-মাহাত্ম্যে—"হে বসুন্ধরে! ব্রহ্ম কুণ্ড-বিষয়ে এক আশ্চর্য্য সংবাদ বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। এস্থান আশ্রয় করিয়া যে সকল মানব সৎকর্ম্মপরায়ণ হয়, অর্থাৎ আমার ভক্তির অনুষ্ঠান করে, সে সকল মানব স্থান-মাহাত্ম্যে সত্বর সিদ্ধিলাভ করে। সেই ব্রহ্মকুণ্ডের উত্তর পার্শ্বে একটী শ্বেতবর্ণ অশোক বৃক্ষ আছে। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে মধ্যাহ্ন-সময়ে ভক্তজনের সুখপ্রদ সেই বৃক্ষ পুষ্পিত হয়। শুচি ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত অন্য কেহ এ তত্ত্ব জানে না।" মূলে যে দ্বাদশী পদ আছে, তাহাতে 'সুপাং সুলুক' ইত্যাদি সূত্রানুসারে সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন লোপ হইয়াছে। এস্থলে শুচি শব্দের অর্থ—শ্রীভগবান ভিন্ন অন্য বিষয়ে অনুসন্ধান-রাহিত্য অর্থাৎ যাহার শ্রীভগবান ভিন্ন অন্য বিষয়ে অনুসন্ধান নাই, তিনিই শুচি; সেই ব্যক্তিই এই অশোক বৃক্ষ দর্শন করিতে পারেন। এই সকল শ্লোকানুসারে দেখা যায়, পৃথিবীও সেই কদম্ব ও অশোক বৃক্ষের তত্ত্ব জানেন না; যদি জানিতেন, তবে শ্রীবরাহদেব তাঁহার নিকট ঐ সকল বৃক্ষের বর্ণনা করি-

তীর্থান্তরমুদ্দিশ্য যথা চাদিবারাহে—কৃষ্ণক্রীড়াসেতুবন্ধং মহাপাতক-নাশনম্। বলভীং তত্র ক্রীড়ার্থং কৃত্বা দেবো গদাধরঃ। গোপকৈঃ সহিতস্তত্র ক্ষণমেকং দিনে দিনে। তত্রৈব রমণার্থং হি নিত্যকালং স গচ্ছতি। ইতি। এবং স্কান্দে—ততো বৃন্দাবনং পুণ্যং বৃন্দাদেবী-সমাশ্রিতম্। হরিণাধিষ্ঠিতং তচ্চ ব্রহ্মরুদ্রাদিসেবিতমিতি। শ্রুতিশ্চ দর্শিতা—গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং বৃন্দাবনসুরভূরুহতলাসীনং সততং সমরুদ্গণোঽহং পরিতোষয়ামীতি। এবং পাতালখণ্ডে—যমুনাজলকল্লোলে সদা ক্রীড়তি মাধব ইতি। যমুনায়া জলকল্লোলে যত্র এবংভূতে বৃন্দাবনে ইতি প্রকরণাল্লব্ধম্। তত্রাজহল্লক্ষণয়া তীর-হ্রদাবেব গৃহ্যেতে। তীরঞ্চ বৃন্দাবনলক্ষণ তত্র প্রস্তুতম্। অতএবাস্য

তেন না; জ্ঞাত বিষয়ের উপদেশ নিষ্ফল। অতএব বৃন্দাবনীয় অন্য তীর্থকে উদ্দেশ্য করিয়া আদি-বারাহে উক্ত আছে—"শ্রীকৃষ্ণক্রীড়া সেতুবন্ধ-মহাপাপ-নাশকারী। তথায় বলভী অর্থাৎ তৃণদ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সকল সময়ে এক ক্ষণ বিহার করিবার জন্য গোগণের সহিত তিনি যাইয়া থাকেন।" এই শ্লোকের নিত্যকালং স গচ্ছতি'—এই বাক্যের 'নিত্যকালং' এবং 'গচ্ছতি'—বর্ত্তমানকালীয় ক্রিয়া হইতে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতি প্রদর্শিত হইল। এই প্রকার স্কন্দ পুরাণে বর্ণিত আছে—"অতএব পুণ্য বৃন্দাবন, বৃন্দাদেবী কর্ত্তৃক সম্যক সেবিত, শ্রীহরি কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, ব্রহ্মারুদ্রাদি কর্ত্তৃক নিষেবিত এবং মথুরা হইতে অধিক মাহাত্ম্যযুক্ত হইয়া বিরাজমান।" শ্রীগোপাল তাপনী শ্রুতিতে উক্ত আছে—"বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষমূলে অবস্থিত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দকে আমি (ব্রহ্মা) মরুদ্গণের সহিত পরিচর্য্যা করিয়া সন্তুষ্ট করিতেছি।" পাতাল-খণ্ডেও এইরূপ বর্ণনা আছে—'যমুনা-জলকল্লোলে মাধব সর্ব্বদা ক্রীড়া করেন।" যমুনার জল-কল্লোল যাহাতে—এবম্ভূত বৃন্দাবনে ক্রীড়া করেন, প্রকরণ হইতে এই অর্থ পাওয়া যাইতেছে। তদ্গুণ-সংবিজ্ঞান বহুব্রীহি সমাসে অজহল্লক্ষণা স্বীকার করিয়া শ্রীযমুনার তীর ও নীর উভয়ই তদীয় ক্রীড়ার স্থান, এরূপ বুঝিতে হইবে। তীর—শ্রীবৃন্দাবন, তাহা প্রসিদ্ধই

শ্রীবৃন্দাবনস্য বৈকুণ্ঠত্বমেব কণ্ঠোক্ত্যা কৃষ্ণতাপন্যাং শ্রুতৌ দর্শিতম্—গোকুলং বনবৈকুণ্ঠমিতি। তস্মাৎ নিত্যধামত্বশ্রবণাৎ শ্রীমথুরাদীনাং তৎস্বরূপবিভূতিত্বমেব। স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নীতি শ্রুতেঃ। অতএব তাপনীশ্রুতিঃ—সাক্ষাদ্ব্রহ্ম গোপালপুরী হীতি। বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রে চ—তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং

আছে। এই সকল প্রমাণদ্বারা ভৌম বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতি প্রদর্শিত হইল। অতএব কণ্ঠোক্তি দ্বারা কৃষ্ণ-তাপনী-শ্রুতিতে গোকুলের বৈকুণ্ঠত্ব দেখান হইয়াছে। যথা—"গোকুলং বন-বৈকুণ্ঠং"—অর্থাৎ গোকুলের অপর নাম বন-বৈকুণ্ঠ (১)। অতএব—শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-ধামত্ব শ্রবণ হেতু, শ্রীমথুরাদ্বারকা প্রভৃতি শ্রীভগবানের স্বরূপ-বিভূতিরূপ বুঝিতে হইবে। এ বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ দেখা যায়—"স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত (?) ইতি। স্বে মহিম্নি ইতি॥ হে ভগবন্! সেই ভূমাখ্য শ্রীহরি কোথায় অবস্থিত আছেন? তিনি নিজ বিভূতিতে প্রতিষ্ঠিত আছেন। (২) ছান্দোগ্য ৭ ২৪।১॥ এই জন্য গোপাল-তাপনী-শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"গোপালপুরী-সাক্ষাদ্ব্রহ্ম।" বৃহদ্গৌতমীয়ে উক্ত আছে—"এই শ্রীকৃষ্ণধাম তেজোময় এবং রমণীয়, ইহা চর্ম্ম-চক্ষুক

---

(১) সম্পূর্ণা শ্রুতি—

বংশস্তু ভগবান্ রুদ্রঃ শৃঙ্গমিন্দ্রঃ সখাসুরঃ।
গোকুলং বন-বৈকুণ্ঠং তাপসাস্তত্র তে দ্রুমাঃ ॥১০॥

(২) স তর্হ্যেবং লক্ষণোভূমা হে ভগবঃ—ভগবন্! কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইত্যুক্তবন্তং নারদং প্রত্যাহ সনৎকুমারঃ। স্বে-মহিম্নীতি, স্বে আত্মীয়ে মহিম্নি-মাহাত্ম্যে—বিভূতৌ প্রতিষ্ঠিতোভূমা। শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্য।

নারদ সনৎকুমারকে বলিলেন, হে ভগবন্! সেই ভূমা কোথায় অবস্থান করেন? উত্তরে সনৎকুমার বলিলেন,—স্বমহিমা অর্থাৎ স্বরূপ-বিভূতিতে॥ শ্রীভগবানের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ সুতরাং ধাম সচ্চিদানন্দ ঐশ্বর্য্য স্বরূপ।

চর্ম্মচক্ষুষেতি। তদীদৃশরূপতা কাশীমুদ্দিশ্য ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ত্বিত্থং সমাধীয়তে। যথা, তত্র শ্রীবিষ্ণুং প্রতি মুনীনাং প্রশ্নঃ—ছত্রাকারস্তু কিং জ্যোতির্জলাদূর্দ্ধং প্রকাশতে। নিমগ্নায়াং ধরায়ান্তু ন বৈ মজ্জতি তৎ কথম্ কিমেতচ্ছাশ্বতং ব্রহ্ম বেদান্তশতরূপিতম্। তাপত্রয়ার্ত্তি-দগ্ধানাং জীবনং ছত্রতাং গতম্। দর্শনাদেব চাস্যাথ কৃতার্থাঃ স্মো জগদ্গুরো। বারং বারং তবাপ্যত্র দৃষ্টির্লগ্না জনার্দ্দন। পরমাশ্চর্য্য-রূপোঽপি সাশ্চর্য্য ইব পশ্যসি। অথ শ্রীবিষ্ণুত্তরম্—ছত্রাকারং পরং জ্যোতির্দৃশ্যতে গগনেচরম্। তৎপরং পরমং জ্যোতিঃ কাশীতি প্রথিতং ক্ষিতৌ॥ রত্নং সুবর্ণে খচিতং যথা ভবেত্তথা পৃথিব্যাং খচিতা হি কাশিকা। ন কাশিকা ভূমিময়ী কদাচিত্তু ততো ন মজ্জেন্মম সদ্গতির্যতঃ। জড়েষু সর্ব্বেষ্বপি মজ্জমানেষ্বিয়ং চিদানন্দময়ী

অদৃশ্য।" ভগবদ্ধাম-সমূহ শ্রীভগবানের নিত্য-বিহার-ভূমি-হেতু, তৎসমূহের চিন্ময়রূপতা কাশী উদ্দেশ্য করিয়া ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে এইরূপ সমাধান করা হইয়াছে—শ্রীবিষ্ণুর প্রতি মুনিগণের প্রশ্ন—হে ভগবন্! জলের উপরিভাগে ছত্রাকার জ্যোতিঃ স্বরূপ ইহা কি প্রকাশ পাইতেছে? সমস্ত পৃথিবী জলমগ্ন হইলেও ঐ ছত্রাকার জ্যোতিটী কেন নিমগ্ন হইতেছেনা? ইহা কি বেদান্ত-শত নিরূপিত শাশ্বত ব্রহ্ম? অথবা তাপত্রয়-দগ্ধ জীবগণের জীবন-ছত্র-স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছে? হে জগদ্গুরো! আমরা জ্যোতিঃস্বরূপ ঐ বস্তুটী দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। হে জনার্দ্দন! তোমার দৃষ্টি বারংবার ঐ জ্যোতী রূপ-ছত্রে সংলগ্ন হইতেছে কেন? তুমি পরমাশ্চার্য্য-স্বরূপ হইয়াও বিস্মিতের ন্যায় উহা দর্শন করিতেছ কেন?" এই প্রশ্নানন্তর শ্রীবিষ্ণুর উত্তর—"ছত্রাকার গগন-বিহারী যে পরম জ্যোতি দেখিতেছ, তাহা পৃথিবীতে কাশী-নামে প্রসিদ্ধ। যেমন সুবর্ণমধ্যে রত্ন খচিত থাকে, তেমনই পৃথিবীতে ঐ কাশী খচিত আছে। সেই কাশী কখনও ভূমিময়ী নহে অর্থাৎ কখনও জড়ধর্ম্মে লিপ্ত হয়না, এইজন্য উহা কখনও জলমগ্ন হয়না। ঐ কাশী ভূমিময়ী না হইবার কারণ, উহা

ন মজ্জেদিত্যাদি। তথাগ্রে চ—চেতনাজড়য়োরৈক্যং যদ্বন্নৈকস্থয়োরপি। তথা কাশী ব্রহ্মরূপা জড়া পৃথ্বী চ সঙ্গতা। নির্ম্মাণন্তু জড়স্যাত্র ক্রিয়তে ন পরাত্মনঃ। উদ্ধরিষ্যামি চ মহীং বারাহং রূপমাস্থিতঃ। তদা পুনঃ পৃথিব্যাং হি কাশী স্থাস্যতি মৎপ্রিয়েতি। চেতনাশব্দেনান্তর্যামী উপলক্ষ্যতে, জড়শব্দেন তু দেহঃ; পরমাত্মন ইত্যুক্তত্বাৎ। ততশ্চ, কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তমিত্যাদিনা চতুর্ভুজেন বর্ণিতোঽন্তর্যামী দেহে

আমার সন্ধাতি অর্থাৎ আমি তথা [illegible] বর্ত্তমান আছি। নিখিল জড়বস্তু নিমজ্জিত হইলেও চিদানন্দময়ী কাশী নিমজ্জিত হয়না।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে ইহার অগ্রভাগেও বর্ণিত আছে-"একদেহ মধ্যে জড়-চেতনের অবস্থিতি হইলেও যেমন চেতন জড়-ধর্ম্মে লিপ্ত হয়না; তদ্রূপ, এই ব্রহ্মরূপা কাশী এবং জড়রূপা পৃথিবী মিলিত আছে বটে, কিন্তু পার্থিব জড়-ধর্ম্মে কাশী অবিলিপ্তা। যেমন জড়ের উৎপত্তি আছে—পরমাত্মার উৎপত্তি নাই, তেমন পৃথিবীর উৎপত্তি আছে—কাশীর উৎপত্তি নাই। আমি বরাহরূপ প্রকটন করিয়া যখন পৃথিবীকে উদ্ধার করিব, তখন পুনর্ব্বার আমার প্রিয়া এই কাশী পৃথিবী-মধ্যে স্থিতিলাভ করিবে।" চেতনাজড়য়োরৈক্যং ইত্যাদি পূর্ব্ব-শ্লোকের জড় ও চেতন শব্দে দেহ ও অন্তর্য্যামী পরমাত্মা বুঝিতে হইবে,—জীবাত্মা নহে। কারণ, পরবর্ত্তিশ্লোকে "জড়ের উৎপত্তি আছে, পরমাত্মার উৎপত্তি নাই"—এ কথা বলিয়া, চেতন-শব্দে যে পরমাত্মা বুঝিতে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অপিচ পরমাত্মাই পরম-কারণ-বস্তু। ঈদৃশ ব্যাখ্যা করিবার তাৎপর্য্য এই যে, কাশী প্রভৃতি ধাম-সমূহ অণু-চৈতন্য জীব-স্বরূপ নহে, বিভু-চৈতন্য-পরমাত্মা-স্বরূপ, জীব-স্বরূপ-সদৃশ চিদ্বস্তু হইলে মায়াদ্বারা ধাম-সমূহের অভিভব সম্ভব হয়, এই জন্য পরমাত্ম-স্বরূপ বলিয়া নিশ্চিত হইল। পরমাত্মাকে দৃষ্টান্তস্থানীয় করিবার তাৎপর্য্য এই—"কেহ (কোন কোন যোগি-পুরুষ) নিজ দেহের হৃদয়-মধ্যে অবস্থিত প্রাদেশমাত্র-আকার পুরুষকে ধ্যান করিয়া থাকেন।"—শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকে চতুর্ভুজ-

স্থিতোঽপি যথা দেহবেদনাদিনা ন স্পৃশ্যতে তদ্বদিতি জ্ঞেয়ম্। তদেবং তদ্ধাম্নামুপর্য্যধঃপ্রকাশমাত্রত্বেনোভয়বিধত্বং প্রসক্তম্। বস্তুতস্তু শ্রীভগবন্নিত্যাধিষ্ঠানত্বেন তচ্ছ্রীবিগ্রহবদুভয়ত্র প্রকাশাবিরোধাৎ সমানগুণনামরূপত্বেনাম্নাতত্ত্বাল্লাঘবাচ্চৈকবিধত্বমেব মন্তব্যম্। একস্যৈব শ্রীবিগ্রহস্য বহুত্র প্রকাশশ্চ দ্বিতীয়সন্দর্ভে দর্শিতঃ—চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্। গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ইত্যাদিনা। এবংবিধত্বং চ তস্যাচিন্ত্যশক্তি-

রূপে বর্ণিত অন্তর্যামী পরমাত্মা দেহ-মধ্যে অবস্থিত হইয়াও দেহ-পীড়াদি দ্বারা ব্যথিত হয়েন না; তদ্রূপ কাশী প্রভৃতি ভগবদ্ধাম-সমূহ পৃথিবীতে অবস্থান করিলেও প্রাপঞ্চিক-ধর্ম্মে অলিপ্ত।

শ্রীবৃন্দাবন ও গোলোকের একত্ব।

শ্রীভগবানের ধাম-সমূহ তদীয় স্বরূপ-বিভূতি। এই জন্য তৎসমূহ উপরিভাগে ও অধোভাগে প্রকাশিত আছেন বলিয়াই কেবল উভয়বিধরূপে প্রসিদ্ধ আছে, বস্তুতঃপক্ষে শ্রীভগবানের নিত্য-অধিষ্ঠান-হেতু উভয়ত্র প্রকাশমান-ধামের এক-বিধত্ব মনে করিতে হইবে; অর্থাৎ একই ধাম উর্দ্ধে পরব্যোমে ও অধোভাগে পৃথিবীতে বিদ্যমান আছেন। একই ধাম উভয় স্থানে কিরূপে বিরাজ করেন? তাহার উত্তর—শ্রীভগবদ্বিগ্রহ যেমন এক সময়ে বহুস্থানে প্রকাশ পাইতে পারেন, তদীয় ধামসম্বন্ধেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। উভয়ত্র প্রকাশমান ধাম এক বলিয়া কিসে বুঝা যায়? তাহার উত্তর—উভয়ত্র প্রকাশমান ধামের গুণ, নাম ও রূপ সমান বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। আর এক-বিধত্ব স্বীকার করিলেই কল্পনার লাঘব হয়, নচেৎ পরব্যোমে ও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশের নিমিত্ত অনন্তধামের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, তাহার কল্পনাও করা যায়না।

এক শ্রীভগবদ্বিগ্রহ এক সময়ে বহুত্র প্রকাশ পাইতে পারেন, তাহা দ্বিতীয় (ভগবৎ)-সন্দর্ভে বক্ষ্যমাণ শ্লোক দ্বারা দেখান হইয়াছে;—"ইহাই আশ্চর্য্যের

স্বীকারেণ সম্ভাবিতমেব। স্বীকৃতঞ্চাচিন্ত্যশক্তিত্বম্—শ্রুতেস্তু শব্দ-মূলত্বাদিত্যাদৌ। তদেবমুভয়াভেদাভিপ্রায়েণৈব শ্রীহরিবংশেঽপি গোলোকমুদ্দিশ্য—স হি সর্বগতো মহানিত্যুক্তম্। ভেদে তু ব্রহ্ম-

বিষয় যে, একদেহ দ্বারা এক সময়ে পৃথক্ ষোড়শ-সহস্র গৃহে ষোড়শ-সহস্র স্ত্রীকে এক শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করিয়াছিলেন।" (১) ১০।৬৯।২

এক বিগ্রহের বহুত্র প্রকাশ, শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তি-স্বীকারেই সম্ভাবিত হইতে পারে। শ্রীভগবানের অচিন্ত্য-শক্তিত্ব বেদান্ত-সূত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। যথা—

শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ॥ ২।১।২৭

শ্রুতির শব্দই মূল অর্থাৎ জীবন-স্বরূপ। শ্রুতি তদনুগত শাস্ত্রসমূহে শ্রীভগবানের যে সকল অলৌকিক লীলার কথা শুনাযায়, সে সকল নরলোকে অসম্ভব হইলেও শ্রীভগবানের অচিন্ত্য-শক্তি প্রভাবে সম্ভব হইতে পারে।

অচিন্ত্য-শক্তি-প্রভাবে শ্রীভগবদ্ধাম উভয়ত্র বিরাজ করিতে পারে বলিয়া উভয়ত্র প্রকাশমান ধামের অভেদ অভিপ্রায়ে শ্রীহরিবংশে বলা হইয়াছে, সেই "গোলোক সর্ব্বগত মহান্" ইত্যাদি, অর্থাৎ উপরি ও অধোভাগে ব্যাপক-

(১) মহিষীগণের বিবাহানন্তর দেবর্ষি নারদ শুনিতে পাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ একই সময়ে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে এক শ্রীবিগ্রহে ষোড়শ-সহস্র মহিষীকে বিবাহ করিয়াছিলেন! এই সংবাদে দেবর্ষি নারদ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া-বৈভব দেখিবার জন্য দ্বারকায় গমন করেন। দেবর্ষির বিস্ময়ের হেতু এই ঃ—যদি সৌভরি-মুনির ন্যায় কায়ব্যূহ-রচনাদ্বারা বিবাহ সম্পাদিত হইত, তাহা হইলে তিনি বিস্মিত হইতেন না;-তিনি বহুমুনির কায়ব্যূহ--রচনা দর্শন করিয়াছেন, নিজেও তাহাতে সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণ, কায়ব্যূহ বিস্তার করেন নাই; আপনার প্রকাশ-মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কায়ব্যূহ এবং প্রকাশের ভেদ এই—কায়ব্যূহে দেহ বহু হইলেও সকল দেহের ক্রিয়া এক থাকে; অর্থাৎ সৌভরিমুনি কায়ব্যূহ দ্বারা যে পঞ্চাশ মূর্ত্তি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার এক মূর্ত্তি হাত নাড়িলে অপর ঊনপঞ্চাশ মূর্ত্তিও হাত নাড়িত। প্রকাশ-মূর্ত্তিতে সেরূপ হয়না, প্রকাশে দেহ এক, ক্রিয়া বহু থাকে—ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।

সংহিতায়ামপি—গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূত ইত্যেবকারোঽত্র স্বকীয়নিত্যবিহারপ্রতিপাদকবারাহাদিবচনৈর্বিরুধ্যেত। অবিরোধস্তূভয়েষামৈক্যেনৈব ভবতীতি তং ন্যায়সিদ্ধমেবার্থং ব্রহ্মসংহিতা তু গৃহ্ণাতি। অতএব শ্রীহরিবংশেঽপি শক্রেণ—স তু লোকস্ত্বয়া কৃষ্ণ সীদমানঃ কৃতাত্মনা। ধৃতো ধৃতিমতা বীর নিঘ্নতোপদ্রবান্ গবামিতি, গোলোকগোকুলয়োরভেদেনৈবোক্তম্। তস্মাদভেদেন চ ভেদেন চোপক্রান্তত্বাদেকবিধান্যেব শ্রীমথুরাদীনি প্রকাশভেদেনৈব তূভয়বিধত্বেনাম্নাতানীতি স্থিতম্। দর্শয়িষ্যতে চাগ্রে। ক্ষৌণিপ্রকাশমান এব শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোলোকদর্শনম্। ততোঽস্যৈবাপরিচ্ছিন্নস্য গোলোকাখ্যবৃন্দাবনীয়প্রকাশবিশেষস্য বৈকুণ্ঠোপর্য্যপি স্থিতির্মাহাত্ম্যাবলম্বেন ভজতাং স্ফুরতীতি জ্ঞেয়ম্। অয়মেব মথুরাদ্বারকা-

---

রূপে বিদ্যমান বলা হইয়াছে। যদি উভয়স্থানস্থ ধামের ভেদাদি স্বীকার করাযায়, তাহাহইলে ব্রহ্মসংহিতা-বচন-"গোলোক এব নিবসতি—শ্রীগোবিন্দ গোলোকেই" অবস্থান করেন,"—এই বাক্যের 'এব' (ই) শব্দ দ্বারা ভৌমবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যবিহার-প্রতিপাদক বরাহ-পুরাণ প্রভৃতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। গোলোক ও গোকুলের অভেদ স্বীকার করিলে ব্রহ্মসংহিতা ও বরাহপুরাণের কোন বিরোধ থাকেনা; সেই যুক্তিযুক্ত অর্থই ব্রহ্মসংহিতা গ্রহণ করিয়াছেন। হরিবংশেও দেবরাজ ইন্দ্র বলিয়াছেন—হে কৃষ্ণ! হে বীর! ধৃতমান গোগোকুলের উপদ্রব বিনাশকারী তোমাকর্ত্তৃক মৎপীড়িত সেই গোকুল রক্ষিত হইয়াছেন।" দেবরাজ, গোলোক-গোকুলের অভেদ স্বীকার করিয়াই একথা বলিয়াছেন! সুতরাং কোথাও পৃথগ্‌ভাবে কোথাও অপৃথগ্‌ভাবে উপক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া শ্রীমথুরা-প্রভৃতি ধাম একবিধই হয়েন, তবে প্রকাশভেদে উভয়-বিধ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে,—ইহা স্থির হইল। এই গ্রন্থের অগ্রেও দেখান হইবে যে, পৃথিবীতে প্রকাশমান বৃন্দাবনেই ব্রজবাসিগণ গোলোক দর্শন করিয়াছিলেন।

অতএব যাঁহারা মাহাত্ম্যাবলম্বনে ভজন করেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণলোক নিখিল বৈকুণ্ঠের উপরিভাগে অবস্থান করেন—এই অনুসন্ধান করিয়া ভজন করেন,

গোকুলপ্রকাশবিশেষাত্মকঃ শ্রীকৃষ্ণলোকস্তদ্বিরহিণা শ্রীমদুদ্ধবেনাপি সমাধাবনুভূত ইত্যাহ—শনকৈর্ভগবল্লোকান্নৃলোকং পুনরাগতঃ। বিমৃজ্য নেত্রে বিদুরং প্রত্যাহোদ্ধব উৎস্ময়ন্ ॥১০৬॥

স্পষ্টম্ ॥৩॥২॥ শ্রীশুকঃ ॥১০৬॥

ইমমেব লোকং দ্যুশব্দেনাপ্যাহ—বিষ্ণোর্ভগবতো ভানুঃ কৃষ্ণাখ্যোঽসৌ দিবং গতঃ। তদাবিশৎ কলিযুগ পাপে যদ্রমতে জনঃ। যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং স্পৃশন্নাস্তে রমাপতিঃ। তাবৎ কলির্বৈ পৃথিবীং পরাক্রান্তুং ন চাশকৎ ॥১০৭॥

তাঁহাদের নিকট এই অপরিচ্ছিন্ন গোলোক-নামক বৃন্দাবনীয় প্রকাশ-বিশেষের বৈকুণ্ঠোপরি-স্থিতি স্ফুরিত হয়,—ইহা বুঝিতে হইবে। মথুরা-দ্বারকা গোকুলের প্রকাশ-বিশেষরূপ শ্রীকৃষ্ণলোক শ্রীকৃষ্ণবিরহী শ্রীমদুদ্ধব কর্ত্তৃক সমাধিতে অনুভূত হইয়াছিলেন। যথা—শ্রীলবিদুর মহাশয় কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণচরিত জিজ্ঞাসিত হইয়া, বিরহ-ব্যাকুল উদ্ধব দুইদণ্ডকাল মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন। তারপর পরমানন্দে পূর্ণ-হৃদয় হইয়া বিদুরাদি-ময় দৃশ্যমান জগতে ধীরে ধীরে পুনরাগমন করিয়াছিলেন। নেত্রদ্বয়ের প্রেমাশ্রু-মার্জ্জন করিয়া উৎফুল্ল অন্তঃকরণে প্রীতি-সহকারে বলিয়াছিলেন।" এই প্রমাণে মৌনাবলম্বন-কালে শ্রীউদ্ধব উক্ত শ্রীকৃষ্ণলোকে তদীয় লীলা দর্শন করিয়াছিলেন, ইহা বুঝাযায়। কারণ, শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদ-ব্যাকুল শ্রীউদ্ধব, তদ্দর্শন ভিন্ন অন্য কিছুতেই প্রফুল্ল হইতে পারেন না। তখন ভৌম-মথুরাদিতে শ্রীকৃষ্ণলীলা অপ্রকট হইয়াছিলেন; সুতরাং শ্রীউদ্ধবমহাশয় উক্ত ধাম-সমূহের অন্য প্রকাশ-বিশেষেই শ্রীকৃষ্ণলীলা দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ১০৬ ॥

শ্রীবৃন্দাবনের প্রপঞ্চাতীতত্ব।

শ্রীমদ্ভাগবতে এই শ্রীকৃষ্ণলোক 'দিব্' শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। যথা—শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"যখন ভগবান বিষ্ণুর শ্রীকৃষ্ণাখ্য ভানু দ্যুলোকে (দিবং) গমন করেন, তখন এই জগতে কলি প্রবেশ করিয়াছে; সেই কলি-হেতু লোকসকল পাপে রত হইয়াছে। যাবৎ পর্য্যন্ত সেই রমাপতি-চরণ-কমল-যুগল দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়াছিলেন, তাবৎকাল কলি পৃথিবীস্থ

যদা গুণাবতারস্য ভগবতো বিষ্ণোস্তদংশত্বাদ্রশ্মিস্থানীয়স্য কৃষ্ণাখ্যো ভানুঃ সূর্য্যমণ্ডলস্থানীয়ো দিবং প্রাপঞ্চিকলোকাগোচরং মথুরাদীনামেব প্রকাশবিশেষরূপং বৈকুণ্ঠলোকং গতঃ তদা কলি-র্লোকমাবিশৎ। এবাং স চ প্রকাশঃ পৃথিবীস্থোঽপ্যন্তর্দ্ধানশক্ত্যা তামস্পৃশন্নেব বিরাজতে। অতস্তয়া ন স্পৃশ্যতে পৃথিব্যাদিভূতময়ৈ-রস্মাভির্বারাহোক্তমহাকদম্বাদিরিব। যস্তু প্রাপঞ্চিকলোকগোচরো মথুরাদিপ্রকাশঃ সোঽয়ং কৃপয়া পৃথিবীং স্পৃশন্নেবাবতীর্ণঃ। অত-

---

বহির্ম্মুখ (বলা বাহুল্য—অন্তর্ম্মুখ জীবের প্রতি কোন কালেই কলি প্রভাব বিস্তার করিতে পারেনা) জীব-সমূহের উপর পরাক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় নাই।" ১২।২।২৩-২৪

উক্ত শ্লোকদ্বয়ের অর্থ ঃ—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্—সর্ব্বাবতারী বলিয়া সূর্য্য-স্থানীয়; আর গুণাবতার শ্রীবিষ্ণু তাঁহার অংশ, রশ্মি-স্থানীয়। এই জন্য শ্লোকে বলা হইয়াছে, "ভগবান্ বিষ্ণুর কৃষ্ণাখ্য ভানু" অর্থাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর অবতারী শ্রীকৃষ্ণ। সেই শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্যুলোক অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক-লোকের অগোচরে স্থিত মথুরাদির প্রকাশ-বিশেষরূপ বৈকুণ্ঠ-লোকে গমন করেন, তখন এই পৃথিবীতে কলি প্রবেশ করিয়াছিল। এ স্থলে মথুরা, দ্বারকা ও বৃন্দাবন-ধামের ত্রিবিধ প্রকাশের বিষয় বর্ণন করিতেছেন;—(১) অপ্রকট-প্রকাশ, (২) আমাদের দৃশ্যমান বর্ত্তমান প্রকাশ ও (৩) প্রকট-প্রকাশ।

(১) অপ্রকট-প্রকাশ—শ্রীকৃষ্ণ যে প্রকাশে গমন করিয়া (এখন) বিহার করিতেছেন। সেই প্রকাশ পৃথিবীস্থ হইলেও অন্তর্দ্ধান-শক্তিদ্বারা পৃথিবী স্পর্শ না করিয়া বিরাজ করিতেছেন। অতএব পাঞ্চভৌতিক দেহধারী আমরা বরাহপুরাণোক্ত বৃন্দাবন-স্থিত মহাকদম্বাদি বৃক্ষ যেমন দেখিতেছি না, ঐ প্রকাশকেও তেমন পৃথিবী স্পর্শ করিতে পারিতেছে না।

(২) দৃশ্যমান প্রকাশ—প্রাপঞ্চিক লোক আমরা মথুরাদির যে প্রকাশ

স্তয়া চ স্পৃশ্যতে তাদৃশৈরস্মাভির্দৃশ্যমানকদম্বাদিরিব। অস্মিংশ্চ প্রকাশে যদাবতীর্ণো ভগবাংস্তদা তৎস্পর্শেনাপি তৎস্পর্শাত্তাং স্পৃশন্নেবাস্তে স্ম। সংপ্রতি তদস্পৃষ্টপ্রকাশে বিহরমাণঃ পুনরস্পৃশন্নেব ভবতি। তদেতদভিপ্রেত্যাহ—যাবদিতি। পরাক্রান্তমিত্যনেন

দর্শন করিতেছি, তাহা কৃপা পূর্ব্বক পৃথিবী স্পর্শ করিয়াই অবতীর্ণ। পাঞ্চভৌতিক দেহধারী আমরা যেমন কদম্বাদি-বৃক্ষ (উক্ত মহাকদম্ব নয়, মথুরাদি-স্থিত যে সকল কদম্বাদি বৃক্ষ এখনকার লোকে দেখিতেছে) দেখিতেছি, তেমন পৃথিবীও এই প্রকাশ স্পর্শ করিতে পারিয়াছে।

(৩) প্রকট-প্রকাশ—এই দৃশ্যমান প্রকাশে যখন শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, তখন তিনি এই প্রকাশে পরিকরবর্গের সহিত বিবিধ লীলা-বিস্তার করিয়া থাকেন, লীলা-স্থান-সমূহও যথাযথভাবে প্রকাশপ্রাপ্ত হয়েন; ইহাই প্রকট-প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রকট বিহার করেন, তখন তিনি এই ধাম (দৃশ্যমান প্রকাশ) স্পর্শ করেন। এই ধাম স্পর্শদ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করা হয় বলিয়া, তিনি 'পৃথিবী স্পর্শ করিয়াছিলেন'—এ কথা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ দৃশ্যমান প্রকাশ পৃথিবী স্পর্শ করিয়া আছেন; শ্রীকৃষ্ণ যদি সেই প্রকাশ স্পর্শ করেন, তবে তাঁহারও স্পর্শ করা হয়। সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর অস্পৃষ্ট (প্রথমোক্ত) প্রকাশে বিহার করিতেছেন বলিয়া, পুনর্ব্বার পৃথিবী স্পর্শ না করিয়াই বিদ্যমান আছেন। এই অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে—"যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং স্পৃশন্নাস্তে রমাপতিঃ—যতদিন রমাপতি শ্রীকৃষ্ণ,

* অনেকের বিশ্বাস, এখন আমরা যে মথুরাদি-ধাম দেখিতেছি, তৎসমুদয় বাস্তবিক ধাম নহে—পৃথিবীস্থ প্রদেশ-বিশেষ; কোন কালে এ সকল স্থানে ধাম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহা নহে, শ্রীকৃষ্ণ মায়াতীত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ হইয়াও যেমন এ জগতে প্রকট বিহার করেন, নরলীলা-হেতু অনেক মানব-ধর্ম্ম অঙ্গীকার করেন, এবং ঈদৃশ লীলাবিস্তার-বিষয়ে তদীয় কৃপাই একমাত্র হেতু; সেইরূপ মথুরাদি-ধামও মায়াতীত এবং চিন্ময়; কৃপাবশতঃ এই পৃথিবীতে প্রকাশমান আছেন। শ্রীকৃষ্ণের নরলীলা অঙ্গীকারের ন্যায় শ্রীধাম-সমূহও লীলাবশতঃই কোন কোন পার্থিব ধর্ম্ম অঙ্গীকার করেন।

তৎপূর্বমপি কঞ্চিৎ কালং প্রাপ্য প্রবিষ্টোঽসাবিতি জ্ঞাপিতম্ ॥১২॥ ২॥ শ্রীশুকঃ ॥১০৭॥

তেন ধীরা অপি যন্তি ব্রহ্মবিদ উৎক্রম্য স্বর্গলোকমিতো বিমুক্তা ইতি শ্রুত্যনুসারেণ স্বর্গশব্দেনাপ্যাহ—

যাতুধান্যপি সা স্বর্গমবাপ জননীগতিমিতি ॥১০৮॥

চরণ-কমল-যুগলদ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়াছিলেন," অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কিছুকাল চরণ-কমল-যুগলদ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়াছিলেন, এখন আর পৃথিবী স্পর্শ করিয়া বিহার করিতেছেন না। যতদিন তিনি পৃথিবী স্পর্শ করিয়াছিলেন, কলি, পরাক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় নাই। এই কথা হইতে বুঝা যাইতেছে শ্রীকৃষ্ণের পৃথিবী-ত্যাগের কিছুকাল পূর্ব্বে কলি প্রবেশ করিয়াছিল ॥ ১০৭ ॥ *

"ধীর ব্রহ্মবিদ্‌গণ ভক্তিযোগ-প্রভাবে এই প্রাপঞ্চিক লোক হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করেন"—এই শ্রুতি মুক্ত-পুরুষের স্থান শ্রীভগবদ্ধামকে স্বর্গশব্দে অভিহিত করিয়াছেন; তদনুসারে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণ-লোককে স্বর্গ শব্দেও উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—"সেই রাক্ষসী, জননীদিগের গম্য স্বর্গ লাভ করিয়াছিল।" ১০।৬।২৭

---

* এস্থলের সার মর্ম্ম এই যে শ্রীকৃষ্ণ নিজধামে সতত বিহার করেন; কখনও নিজধাম পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে বিহার করেন না। তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের পৃথিবী স্পর্শ কিরূপে সম্ভব হয়? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, যখন শ্রীভগবানের প্রকট প্রকাশ, তখন বর্ত্তমানে আমাদের দৃশ্যমান শ্রীবৃন্দাবন, মথুরাও দ্বারকাতে শ্রীভগবান নিজ পরিকরসহ অবতীর্ণ হয়েন। এই দৃশ্যমান ধাম সকল পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়া আছেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের পৃথিবী-স্পর্শ সম্ভব হয়। যেমন কোন ব্যক্তি চণ্ডাল স্পর্শ করিয়া আছে, আমি যদি সে ব্যক্তিকে স্পর্শ করি, তাহা হইলে আমার চণ্ডাল-স্পর্শ ঘটে, সেরূপ শ্রীধাম সকল করিয়াছেন পৃথিবীকে স্পর্শ, শ্রীকৃষ্ণ করিলেন আবার সেই ধামকে স্পর্শ, কাজেই শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলাতে তৎকর্ত্তৃক পৃথিবী স্পর্শ করা হয়। যখন অপ্রকটলীলা করেন, তখন শ্রীধাম সকলের অপ্রকট-প্রকাশ পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবীকে স্পর্শ করেনা বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণেরও পৃথিবী স্পর্শ করা হয় না।

অত্র জননীগতিমিতি বিশেষণেন লোকান্তরং নিরস্তম্। তৎ-প্রকরণ এব তদাদীনাং বহুশো গত্যন্তরনিষেধাৎ। সদ্বেশাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতেঽত্যত্র সাক্ষাত্তৎপ্রাপ্তিনির্দ্ধারণাচ্চ। তথাচ কেনোপনিষদি দৃশ্যতে—কেনেষিতং মনঃ পততি প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তীত্যুপক্রম্য তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধীতি মধ্যে প্রোচ্য অমৃতত্বং হি বিন্দতে সত্যমায়তনং যো বা এতামেবমুপনিষদং বেদাপহত্য পাপ্মানম্ অনন্তে

এস্থলে স্বর্গ-শব্দের 'জননী-গতি' এই বিশেষণ দ্বারা অন্য লোক অর্থাৎ দেবগণের বসতি-স্থানরূপ স্বর্গ—অর্থ নিরস্ত হইল। কারণ পূতনামোক্ষণ-প্রসঙ্গে জননীদিগের শ্রীকৃষ্ণলোক ছাড়া অন্যত্র গতি বহুবার নিষিদ্ধ হইয়াছে; ব্রহ্মস্তবে উক্ত আছে, পূতনা শ্রীকৃষ্ণকেই প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—

সদ্বেশাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা। ১০।১৪ ৩৩

"ভক্তগণের যে বেশ, তাহার অনুকরণ করিয়া পাপিষ্ঠা পূতনাও সবংশে আপনাকেই প্রাপ্ত হইয়াছে।"—এইবাক্যে পূতনার সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি নির্দ্ধারিত হইল। সুতরাং স্বর্গশব্দে শ্রীকৃষ্ণলোকই অভিহিত হইয়াছে; দেবপুরী নহে। শ্রীভগবদ্ধাম যে স্বর্গ-শব্দে অভিহিত হয়, তাহা কেনোপনিষদেও দেখা যায়। যথা—"কাহারও ইচ্ছানুসারে প্রেরিত হইয়া মন স্ববিষয়ে গমন করে?" ইত্যাদি প্রশ্নের পর "যিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়-বর্গের প্রবর্ত্তক পরমাত্মা, ধীর ব্যক্তিগণ তাঁহাকে এইরূপ অনুভব করতঃ ইহলোক হইতে বিমুক্ত হইয়া অমরত্ব লাভ করেন।" (প্রথম ১—২) এই উপক্রমের পর "তুমি তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান" (ঐ ৪—৮), —এই কথা বলিয়া "যখন ব্রহ্ম প্রত্যেক বোধে বিদিত হইয়া থাকেন, তখন অমৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে।" (দ্বিতীয়। ৪) "তপঃ, দম, কর্ম্ম, বেদ ও বেদাঙ্গ—এ সমুদয় ব্রহ্ম-বিদ্যা-প্রাপ্তির উপায় এবং সত্য উহার আশ্রয়। যিনি এই ব্রহ্ম-বিদ্যা অবগত হয়েন, তিনি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্ব-মহত্তর অনন্ত স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়েন।" (চতুর্থ।৯) এই প্রকার উপসংহার করা হইয়াছে।

স্বর্গে লোকে প্রতিষ্ঠতীতি উপসংহৃতম্। ততঃ কো বা স্বর্গঃ কিং তদ্ ব্রহ্মেত্যপেক্ষায়াং পুরুষো হ বৈ নারায়ণ ইত্যুপক্রম্য পুনশ্চাভ্যাসেন নিত্যো দেব একো নারায়ণ ইত্যুক্ত্বা নারায়ণোপাসকস্য চ স্তুতিং কৃত্বা তদ্ ব্রহ্ম নারায়ণ এবেতি ব্যজ্য স্বর্গং প্রতিপাদয়িতুং বৈকুণ্ঠবনলোকং গমিষ্যতি তদিদং পুরমিদং পুণ্ডরীকং বিজ্ঞানঘনং তস্মাত্তদিহাবভাসমিতি বনলোকাকারস্য বৈকুণ্ঠস্যানন্দাত্মকত্বং প্রতিপাদ্য স চ তদধিষ্ঠাতা নারায়ণঃ কৃষ্ণ এবেত্যুপসংহরতি ব্রহ্মণ্যো

এস্থলে ব্রহ্মবিদ্‌গণের লভ্য যে স্বর্গের কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের লোক নহে। দেবগণ কর্ম্ম-পরতন্ত্র, ব্রহ্মবিদ্‌গণ কর্ম্মবন্ধন-বিমুক্ত (১) সুতরাং দেবলোক হইতে ব্রহ্মবিদ্‌গণের গম্যস্থান ভিন্ন। দেবলোক বিনাশশীল, কিন্তু এস্থলে স্বর্গলোকের 'অনন্ত'—বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, যাহা বিনাশশীল, তাহা অনন্ত হইতে পারে না; এই বিশেষণ হইতেও বুঝা যায়, উহা দেবলোক নহে। এই স্বর্গ যে ভগবদ্ধাম, ইহা বুঝাইবার জন্য 'সর্ব্বমহত্তর' (শ্রুতির 'জ্যেয়ে') বিশেষণ যোজনা করিয়াছেন। অতএব কেনোপনিষদ-প্রমাণে দেখা গেল, স্থলবিশেষে ভগবদ্ধাম স্বর্গ শব্দে অভিহিত হয়েন।

উপনিষদে অন্যত্রও এইরূপ দেখা যায়,—"স্বর্গ কি এবং ব্রহ্মই বা কি?" এই প্রশ্নের উত্তরে "পুরুষই শ্রীনারায়ণ" এই উপক্রম করিয়া, পুনর্ব্বার অভ্যাস করতঃ অর্থাৎ বারংবার উল্লেখ করতঃ "নিত্য দেব এক নারায়ণ" এই বাক্যে নারায়ণোপাসকের স্তব করিয়াছেন। সেই ব্রহ্ম নারায়ণ, ইহা ব্যক্ত করিয়া স্বর্গপ্রতিপাদনের জন্য বলিয়াছেন, "বৈকুণ্ঠ বনলোক প্রাপ্ত হইবে। এই পুর কমলাকার, বিজ্ঞান-ঘনস্বরূপ; সুতরাং শ্রীনারায়ণ এস্থানে বিরাজ করেন।" বনলোকাকার বৈকুণ্ঠের আনন্দ-স্বরূপতা প্রতিপাদন করিয়া, বৈকুণ্ঠের অধিষ্ঠাতা নারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণই হয়েন, এই উপসংহারের নিমিত্ত প্রকাশ করিলেন,

---

(১) ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি—ব্রহ্মবিদ্‌ব্যক্তির কর্ম্মসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। শ্রুতি। জ্ঞাত্বাদেবং সর্ব্ব পাশাপহানিঃ— যিনি পরেশকে অবগত হয়েন, তাঁহার সকল বন্ধন ছিন্ন হয়। শ্রুতি।

দেবকীপুত্র ইতি ॥১০॥৬॥ শ্রীশুকঃ ॥১০৮॥

কাষ্ঠাশব্দেনাপি তমেবোদ্দিশতি। ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মণি। স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্ম্মঃ কং শরণং গতঃ ॥১০৯॥

স্বাং কাষ্ঠাং দিশম্। যত্র স্বয়ং নিত্যং তিষ্ঠতি তত্রৈব প্রাপঞ্চিক-লোকসম্বন্ধং ত্যক্ত্বা গতে সতীত্যর্থঃ ॥১।১॥ শ্রীশৌনকঃ ॥১০৯॥

তদেবমভিপ্রেত্য দ্বারকায়াস্তাবন্নিত্যশ্রীকৃষ্ণধামত্বমাহ—সত্যং

"দেবকীপুত্র ব্রহ্মণ্য।" এস্থলেও শ্রুতি শ্রীকৃষ্ণলোককে স্বর্গশব্দে অভিহিত করিয়াছেন।১০৮॥

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ-লোক শ্রীমদ্ভাগবতে দ্যু (স্বর্গ)-শব্দে অভিহিত হইয়াছেন; কেবল তাহা নহে, কাষ্ঠা-শব্দেও সেইলোক উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা—শ্রীশৌনক বলিলেন, "হে সূত! কবচের ন্যায় ধর্ম্মের রক্ষক ব্রহ্মণ্য যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে ধর্ম্ম কাহার শরণাগত হইল?" ১।১।২৩॥১০৯ ॥

কাষ্ঠা—দিক্। স্বীয় কাষ্ঠা অর্থ—যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সতত বিরাজ করেন, তাহাই বুঝাইতেছে; প্রাপঞ্চিক সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া তথায় গমন করার কথাই বলিলেন। এইরূপ ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য:—(১০৭ অনুচ্ছেদে) শ্রীবৃন্দাবনের ত্রিবিধ প্রকাশের কথা বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে অপ্রকট-প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিরাজ করেন। সময়ে অস্মদাদির দৃশ্যমান প্রকাশে আবির্ভূত হইয়া প্রকট বিহার করেন। তখন প্রাপঞ্চিক সম্বন্ধ (১) থাকে। কিয়ৎকাল প্রকট বিহারের পর এই বৃন্দাবনেরই অপ্রকট-প্রকাশে গমন করেন; তখন প্রাপঞ্চিক সম্বন্ধ থাকে না। এই অপ্রকট-প্রকাশই "স্বাং কাষ্ঠাং—স্বীয় দিক্" শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। এই সকল প্রমাণ দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনের প্রপঞ্চাতীতত্ব প্রদর্শিত হইল ॥১০৯॥

শ্রীদ্বারকার নিত্যধামত্ব।

শ্রীভবদ্ধাম-সমূহ প্রপঞ্চাতীত বলিয়া নিশ্চিত হইল। এই অভিপ্রায়ে দ্বারকার নিত্য-শ্রীকৃষ্ণধামত্ব বলিতেছেন "হে উরুক্রম! চৈতন্য-ঘন আত্মা

---

(১) অসুর-মারণাদি জগৎ-কার্য্যই প্রাপঞ্চিক সম্বন্ধ।

ভয়াদিগুণেভ্য উরুক্রমান্তঃ শেতে সমুদ্র উপলম্ভনমাত্র আত্মা। নিত্যং কদিন্দ্রিয়গণৈঃ কৃতবিগ্রহস্ত্বং ত্বৎসেবকৈর্নৃপপদং বিধুতং তমোন্ধম্ ॥১১০॥

অয়মর্থঃ। পূর্বং শ্রীকৃষ্ণদেবেন শ্রীরুক্মিণীদেব্যৈ—রাজভ্যো বিভ্যতঃ সুভ্রু সমুদ্রং শরণং গতান্। বলবদ্ভিঃ কৃতদ্বেষান্ প্রায়স্ত্যক্তনৃপাসনান্। কস্মান্নো ববৃষ ইতি পরিহসিতম্। অত্রোত্তরমাহ —সত্যমিতি। অত্রাত্মা ত্বমিত্যেতয়োঃ পদয়োর্যুগপচ্ছেত ইতি

মায়িক গুণত্রয় হইতে ভয় পাইয়াই যেন অন্তর্হৃদয়ে শয়ন করিয়া আছেন; দুষ্ট-ইন্দ্রিয়-পরায়ণ রাজগণ সতত যে আপনার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করে, সেই আপনিও তদ্রূপ তাহাদের ভয়ে সমুদ্র-মধ্যস্থিত দ্বারকায় লুক্কায়িত ভাবে অবস্থান করিতেছেন; আর আপনি যে নৃপাসন ত্যাগ করিয়াছেন ইহাও সত্য, আপনার সেবকেরাও গাঢ়-তমঃস্বরূপ নৃপাসন ত্যাগ করেন। সুতরাং আপনার উহা ত্যাগ আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?"১০।৬০।৩৩॥১১০॥

এই শ্লোকের অর্থঃ—পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণদেব শ্রীরুক্মিণী-দেবীকে পরিহাস করিয়া বলিয়াছেন,—"হে সুভ্রু! আমরা রাজগণ হইতে ভীত হইয়া সমুদ্রের শরণাগত, বলবান্ রাজেন্দ্রবর্গের সহিত দ্বেষযুক্ত, আমরা রাজাসনে প্রায় বঞ্চিত হইয়াছি। তুমি অসমান আমাকে কেন পতিত্বে বরণ করিলে?" শ্রীরুক্মিণী-দেবী উক্ত শ্লোকে ইহার উত্তর দিয়াছেন। এই শ্লোকের 'আত্মা'ও 'ত্বং'—এই কর্ত্তৃপদদ্বয়ের 'শেতে' ক্রিয়ার সহিত এক সঙ্গে অন্বয় উৎপত্তি হইতে পারেনা বলিয়া, পদদ্বয়ের বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব প্রতিহত হইতেছে; অর্থাৎ 'আত্মা' পদটী 'ত্বং' পদের বিশেষণ হইতে পারেনা। উক্ত পদদ্বয়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে শ্লোকটীকে দুইটী বাক্যে বিভক্ত করাও কষ্টকর হয়। সুতরাং আত্মা-পদটী উপমান, আর ত্বং পদটী উপমেয়রূপে অবস্থান করিতেছে, এই ভাবে অর্থ-সঙ্গতি করা যায়। এস্থলে লুপ্তোপমা নামক (১) অলঙ্কার আছে। আত্মা—সাক্ষী অর্থাৎ

---

(১) যথা—কথঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্যমুপমা। (পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ক্রিয়ান্বয়াযোগাৎ বিশেষণবিশেষ্যভাবঃ প্রতিহন্যেত। বাক্যভেদে তু কষ্টতাপত্তেৎ। ততশ্চোপমানোপমেয়ভাবেনৈব তে উপতিষ্ঠতঃ। ইয়ঞ্চ লুপ্তোপমা। তথা চ আত্মা সাক্ষী যথা গুণেভ্যঃ সত্ত্বাদিবিকারেভ্যস্তদস্পর্শাল্লিঙ্গাদ্ভয়াদিব সমুদ্রে তদ্বদগাধে বিষয়াকারৈরপরিচ্ছিন্নে উপলম্ভনমাত্রে জ্ঞানমাত্রস্বশক্ত্যাকারেঽন্তর্হৃদয়ে নিত্যং শেতে অক্ষুব্ধতয়া প্রকাশতে হে উরুক্রম তথা ত্বমপি তেভ্যঃ সম্প্রতি তদ্বিকারময়েভ্যো রাজভ্যো ভয়াদিব উপলম্ভনমাত্রে বৈকুণ্ঠান্তরবৎ চিদেকবিলাসে অন্তঃসমুদ্রে দ্বারকাখ্যে ধাম্নি নিত্যমেব শেষে স্বরূপানন্দবিলাসৈর্গূঢ়ং বিহরসি। অর্থবশাদ্বিভক্তি-

---

পরমাত্মা যেমন গুণ-সমূহ অর্থাৎ সত্ত্বাদি মায়া-বিকার হইতে, সেই সেই গুণের স্পর্শরূপ যে ভয়, সেই ভয়েই যেন সমুদ্রে অর্থাৎ সমুদ্রের মত অগাধ বিষয়াকারে অপরিচ্ছিন্ন, উপলম্ভন মাত্র—জ্ঞানমাত্র স্বশক্ত্যাকার-অন্তর্হৃদয়ে নিত্য শয়ন করেন অর্থাৎ অক্ষুব্ধ ভাবে প্রকাশিত হয়েন; হে উরুক্রম! তদ্রূপ তুমিও সম্প্রতি গুণ-বিকারময় রাজন্যবর্গ হইতে ভীত হইয়াই যেন উপলম্ভন মাত্র অর্থাৎ বৈকুণ্ঠান্তরবৎ বিশুদ্ধ চিচ্ছক্তির বিভূতিরূপ সমুদ্রাভ্যন্তরে অবস্থিত শ্রীদ্বারকাখ্য নিজধামে নিত্যই শয়ন করিয়া আছ, অর্থাৎ স্বরূপানন্দের বিচিত্র বিলাসে সত্যই নিগূঢ়ভাবে বিহার করিতেছ। 'আত্মা'—এই কর্ত্তৃপদের সহিত শ্লোকোক্ত নাম-পুরুষীয় 'শেতে' (শয়ন করে) ক্রিয়া অন্বিত হইয়াছে, আর 'ত্বং'—এই কর্ত্তৃপদের সহিত উহা মধ্যম পুরুষে রূপান্তরিত করিয়া 'শেষে' [শয়ন কর] ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থবশে বিভক্তি রূপান্তরিত করিয়া ব্যবহারের রীতি প্রসিদ্ধ আছে।

উপমান উপমেয়ের যে কোন প্রকার সমান ধর্ম্ম দ্বারা যে সম্বন্ধ, তাহাকে উপমা কহে। পূর্ণা ও লুপ্তাভেদে উপমা দুই প্রকার।

লুপ্তা তু লোপতঃ।

ধর্ম্ম, ইবাদি উপমাবাচক শব্দ ও উপমান একটী, দুইটী বা তিনটীর লোপে লুপ্তা হইয়া থাকে। অলঙ্কারকৌস্তুভ

বিপরিণামঃ প্রসিদ্ধ এব। উদাহরিষ্যতে চ নিত্যস্থায়িত্বং—নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদন ইতি। অতো বস্তুতস্তস্য ত্বদাশ্রয়কস্য

শ্রীদ্বারকার নিত্য-স্থায়িত্বের কথা অতঃপর শ্রীশুক-বচনেই উদাহৃত হইবে। যথা—

দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং সমুদ্রোঽপ্লাবয়ৎ ক্ষণাৎ।
বর্জ্জয়িত্বা মহারাজ শ্রীমদ্ভগবদালয়ম্॥
নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ।
স্মৃত্যাঽশেষা শুভহরং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্॥ ১১।৩১।১৬

"হে মহারাজ! সমুদ্র ক্ষণকালের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-পরিত্যক্ত দ্বারকাধামকে জলপ্লাবিত করিল, কিন্তু শ্রীভগবদালয় অব্যাহত ছিলেন, তাহা প্লাবিত করিতে পারে নাই। সেই আলয়ে ভগবান্ মধুসূদন নিত্য সন্নিহিত আছেন; তাহা (শ্রীভগবদালয়কে) স্মরণ করিলে সমুদয় অশুভ নাশ হয়, উহা সর্ব্বমঙ্গলের মঙ্গল স্বরূপ।" (১) এই প্রমাণে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতি নিশ্চিত হইল।

---

(১) হরিণাত্যক্তা—ইহার দুই প্রকার অর্থ হয়,—লোক-দৃষ্টিতে হরি-কর্ত্তৃক ত্যক্তা; কিংবা হরি-কর্ত্তৃক অত্যক্তা (হরিণা+অত্যক্তা)। কারণ, পরবর্ত্তি-শ্লোকে বলা হইল—"নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র—তথায় মধুসূদন নিত্য সন্নিহিত আছেন।" উভয় অর্থেই প্লাবন, শ্রীভগবদালয়ের চতুর্দ্দিকে পরিখার ন্যায় আবরণ বুঝিতে হইবে। যে স্থান জলমগ্ন হইয়াছে, তথায় বহিরঙ্গ লোকের (শ্রীভগবৎ-পার্ষদ ভিন্ন সাধারণ-জনের) আবাস ছিল; শ্রীভগবদিচ্ছা-ক্রমে সে সকল লোক পূর্ব্বেই হস্তিনাপুরে প্রস্থাপিত হইয়াছিল। তারপর শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক ত্যক্ত সেই স্থান তাঁহার আজ্ঞায় সমুদ্র-কর্ত্তৃক প্লাবিত হয়। সুধর্ম্মা হইতেও দিব্যতর সভা এবং যাদবগণের ভবন-সমন্বিত শ্রীভগবদালয় প্লাবিত হয়েন নাই। ইদানীন্তন কালেও কখনও কখনও সমুদ্র-মধ্যে দূর হইতে ঐ পুরী কিঞ্চিৎ দেখা যায় বলিয়া সেই প্রদেশবাসিগণের মধ্যে প্রসিদ্ধি আছে।

জীবচৈতন্যস্য যদি তেভ্যো ভয়ং নাস্তি কিন্তূভয়ত্রাপি স্বধামৈক্য-বিলাসিত্বাত্তত্রৌদাসিন্যমেব ভয়ত্বেনোৎপ্রেক্ষত ইতি ভাবঃ। এবং তস্য তব চ সমঞ্জসতা। তেষান্তু দৌরাত্ম্যমেবেত্যাহ। তথাপ্যাত্মা কুৎসিতানামিন্দ্রিয়াণাং গণৈস্তদীয়নানাবৃত্তিরূপৈঃ কৃতো বিগ্রহো যত্র তথাবিধস্ত্বমপি কুৎসিত ইন্দ্রিয়গণো যেষাং তথাভূতৈ রাজভিঃ

শ্রীরুক্মিণীদেবীকে পরিহাস-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ যে বলিয়াছেন, "আমরা রাজগণ হইতে ভীত হইয়া ইত্যাদি" তাহার উত্তরে দেবী বলিলেন, অতএব—(দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতি-হেতু) তুমি যাহাদের আশ্রয়, এমন জীব-চৈতন্যেরই যদি গুণ-বিকার হইতে ভয় না থাকে, তবে বিভু-চৈতন্য—নিখিল জীব চৈতন্যের আশ্রয় তোমার, গুণ-বিকারময় রাজন্যবর্গ হইতে যে ভয় নাই, তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু অণু-চৈতন্য জীব, আর বিভু-চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই নিজ-স্বরূপে একভাবে বিলাসী-হেতু গুণ-বিকার হইতে উদাসীন। সেই ঔদাসীন্যই ভয়রূপে উৎপ্রেক্ষা করা হইয়াছে,—ইহাই মর্ম্ম। (শ্রীরুক্মিণী-দেবীর অভিপ্রায়) এই প্রকারে জীবাত্মা ও তোমার (শ্রীকৃষ্ণের) সামঞ্জস্য আছে। তাহাদের অর্থাৎ গুণ-বিকার এবং জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজন্যবর্গের দৌরাত্ম্য বলিতেছেন:—তথাপি—আত্মা ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে নিজ-স্বরূপে বিলাস করিলেও, আত্মার কুৎসিৎ ইন্দ্রিয়বর্গের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গের বিবিধ বৃত্তির সহিত বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম-হেতু সততই বিবাদ রহিয়াছে, সেই প্রকার তোমার (শ্রীকৃষ্ণের) সহিত কুৎসিতেন্দ্রিয় রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম থাকা হেতু বিরোধ রহিয়াছে। এ স্থলে 'বিদ্রোহ'-শব্দে উভয়ত্র (আত্মা ও শ্রীকৃষ্ণে) স্বরূপ-ধর্ম্ম আবরণের চেষ্টা-রূপ ধৃষ্টতা বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-সমূহ জড় বিষয়-সংসর্গে মলিন হইয়া জ্ঞানাশ্রয়, জ্ঞান-গুণ, চেতন, প্রকৃতির অতীত আত্মার স্বরূপ আবরণ করে—উক্ত স্বরূপ-ধর্ম্ম-বিস্তারে বিঘ্ন উপস্থিত করে—কর্ম্ম-বদ্ধ—জীবরূপে প্রতীত করায়; কুৎসিতেন্দ্রিয় রাজন্যবর্গও স্বরূপানন্দে পরিপূর্ণ, স্বরূপ-শক্তিতে একমাত্র বিলাসী, সর্ব্ব-শক্তিবর্গ-নিষেবিত-চরণ

কৃতবিগ্রহঃ। অত্র বিগ্রহ উভয়ত্রাপ্যাবরণধার্ষ্ট্যম্। যদ্যেবম্ভূতস্ত্বং তর্হি কা তব নৃপাসনপরিত্যাগে হানিঃ। তত্তু ত্বৎসেবকৈঃ প্রাথমিক-ত্বদ্ভজনোন্মুখৈরেব বিধুতং ত্যক্তম্। তচ্চোক্তং তয়ৈব—যদ্বাঞ্ছয়া নৃপশিখামণয় ইত্যাদিনা। যতোঽন্ধং তম এব তৎ প্রাকৃতসুখময়-ত্বাৎ। অতঃ শ্রীদ্বারকায়া নিত্যত্বমপি ধ্বনিতম্ ॥১০॥৬০॥ শ্রীরুক্মিণী শ্রীভগবন্তম্ ॥১১০॥

অথ শ্রীমথুরায়াঃ। মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ ॥১১১॥

তোমাকে সাধারণ জনের মত প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সুদূরপরাহত। তুমি স্বরূপানন্দে পরিপূর্ণ বলিয়া যখন নিশ্চিত হইলে, তখন রাজাসন পরিত্যাগে তোমার হানি কি? তাহা তোমার সেবক—তোমার প্রাথমিক ভজনে উন্মুখ জনগণও পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। শ্রীরুক্মিণীদেবী ঐ অধ্যায়েই বলিয়াছেন—

যদ্বাঞ্ছয়ানৃপশিখামণয়োঽঙ্গবৈণ্য জায়ন্ত নাহুষ গয়াদয়ঐকপত্যম্।
রাজ্যং বিসৃজ্য বিবিশু বনমম্বুজাক্ষ সীদন্তি তে মু পদবীং ত ইহস্থিতাঃ কিম্ ॥
১০।৬০।৩৯

"হে কমল নয়ন! নৃপশিখামণি-স্বরূপ অঙ্গ, পৃথু, ভরত, যযাতি ও গয় প্রভৃতি রাজন্যবর্গ আপনাকে পতিরূপে পাইবার জন্য রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং আপনার পদবী আশ্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহারা কখনও অবসন্ন হয়েন নাই।" এই শ্লোকেও দ্বারকার নিত্য-ধামত্ব ধ্বনিত হইল। অঙ্গ পৃথু প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের বহু পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীদ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ-লীলা বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া, ঐ সকল নরপতি শ্রীকৃষ্ণ পাইবার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ-পূর্ব্বক বনবাসী হইয়াছিলেন। অন্য স্বরূপে অন্য ধামে থাকিলে শ্রীরুক্মিণীদেবী এই প্রকার বলিতেন না ॥ ১১০

শ্রীমথুরায় নিত্যধামত্ব।

রাজধানী ততঃ সাভূৎ সর্ব্ব-যাদব-ভূভুজাম্।
মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ ॥ ১০।১।১৯

অর্থাত্তত্রত্যানাম্ ॥১০॥১॥ শ্রীশুকঃ ॥১১১॥

তত্তাত গচ্ছ ভদ্রং তে যমুনায়াস্তটং শুচি।

পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ ॥১১২॥

স্পষ্টম্ ॥৪॥৮॥ শ্রীনারদো ধ্রুবম্ ॥১১২॥

তস্য হরেঃ শ্রীকৃষ্ণত্বমেব ব্যণক্তি।

ইত্যুক্তস্তং পরিক্রম্য প্রণম্য চ নৃপার্ভকঃ।

যযৌ মধুবনং পুণ্যং হরেশ্চরণচর্চ্চিতম্ ॥১১৩॥

প্রতিকল্পমাবির্ভাবাত্তস্যৈব নিত্যসান্নিধ্যত্বং গম্যতে। অতএব দ্বাদশাক্ষরবিদ্যাদৈবতস্য শ্রীধ্রুবারাধ্যস্য হ্যন্যত এব তত্রাগমনমভিহিতমিতি ॥৪॥৮॥ শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥১১৩॥

"যে স্থানে হরি নিত্য সন্নিহিত, সেই মথুরা সকল-যাদব-ভূপতিগণের রাজধানী হইয়াছিল।" এই সন্নিধি মথুরাবাসিগণের সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। শ্রীহরি যে স্থানে নিত্য সন্নিহিত, সে স্থানের নিত্যত্ব অনায়াসেই প্রতীত হয় ॥ ১১১

মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্থিতির কথা অন্যত্রও প্রসিদ্ধ আছে। যথা—দেবর্ষি নারদ ধ্রুবকে বলিলেন, "হে তাত! যমুনার তটে যে পরম পবিত্র মধুবন আছে, তথায় শ্রীহরির নিত্য সান্নিধ্য আছে; তুমি সেই মথুরায় গমন কর।" ৪।৮।৩৬॥১১২॥

এই শ্লোকে যে 'হরি'র কথা বলা হইয়াছে তিনি যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহা বক্ষ্যমাণ শ্লোকে ব্যক্ত আছে—"দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক এই প্রকার উপদিষ্ট হইয়া রাজ-নন্দন ধ্রুব তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক শ্রীহরির চরণ-মণ্ডিত মথুরায় গমন করিলেন।" ৪।৮।৫৫

প্রতিকল্পে আবির্ভাব-হেতু শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-সান্নিধ্য বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ প্রতিকল্পে তিনি মথুরায় আবির্ভূত হয়েন বলিয়া তিনি দৃশ্যমান মথুরার সন্নিধানেই আছেন। এই জন্য দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের দেবতা ধ্রুবপ্রিয়-হরি অন্য স্থান হইতে তথায় আসিয়াছিলেন, এইরূপ কথিত হইয়াছে ॥ ১১৩

অথ শ্রীবৃন্দাবনস্য।

পুণ্যা বত ব্রজভুবো যদয়ং নৃলিঙ্গগূঢ়ঃ পুরাণপুরুষো বনচিত্র-মাল্যঃ। গাঃ পালয়ন্ সহবলঃ ক্বণয়ংশ্চ বেণুং বিক্রীড়য়াঞ্চতি গিরি-ত্ররমার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিঃ॥১১৪॥

অত্র পূর্বাদাহৃতশ্রুত্যাদ্যবষ্টম্ভেন তিষ্ঠন্তি পর্বতা ইতি বদঞ্চতি সদৈব বিহরতীতি মথুরাস্ত্রীণাং শ্রীভগবৎপ্রসাদজা যথাবদ্ভারতী-নিঃসৃতিরিয়মিতি ব্যাখ্যেয়ম্॥১০॥৪৪॥ পুরস্ত্রিয়ঃ পরস্পরম্॥১১৪॥

শ্রীবৃন্দাবনের নিত্যধামত্ব।

রঙ্গস্থলগত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া মাথুর-রমণীগণ বলিলেন, "অহো! ব্রজভূমি পরম পুণ্যবতী। যেহেতু, মনুষ্যচিহ্নে গূঢ় পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বিচিত্র বনমালা বিভূষিত হইয়া, বলরামের সহিত গো-পালন করতঃ বিবিধ ক্রীড়াদ্বারা তথায় বিহার করেন। গিরিশ রমা ইহাঁর চরণ অর্চ্চনা করেন। ১০।৪৪।১২

শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান সমাখ্যা—এ সমুদয়ের মধ্যে শ্রুতির বলবত্তা পূর্ব্বে (১) দেখান হইয়াছে। "সাক্ষাদুপদেশস্তু শ্রুতিঃ।" এ স্থলে "অঞ্চতি" ক্রিয়াদ্বারা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্য ব্রজ-বিহার উক্ত হইয়াছে। 'পর্ব্বতসকল বর্ত্তমান আছে'—এই বাক্যে যেমন পর্ব্বত সকলের সর্ব্বদা অবস্থিতি বুঝাইতেছে, তেমনই 'অঞ্চতি' ক্রিয়াদ্বারা গোকুল-মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতি বোধ করাইতেছে। শ্রীভগবৎ-কৃপাতেই মাথুরাঙ্গনাগণের যথার্থ বাণী নিঃসৃতা হইয়াছেন। নচেৎ পুরস্ত্রীগণের বর্ণনা-সময়ে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় আসিয়াছেন, তখন তিনি ব্রজে বিহার করিতেছেন—এইরূপ বর্ত্তমান প্রয়োগ হইতে পারে না, কেননা প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণ তখন ব্রজে নাই; অপ্রকট লীলায় যে সতত শ্রীবৃন্দাবনে বিহার করেন, তাহা ব্যক্ত করিবার জন্য শ্রীভগবৎ-কৃপা-শক্তি ঐ প্রকার প্রেরণা দিয়াছেন॥১১৪॥

(১) ৩২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

অথবা ত্রিষ্বপ্যেতদেবোদাহরণীয়ম্।

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো যদুবরপরিষৎস্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্। স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্ ॥১১৫॥

যদুবরাঃ পরিষৎ সভ্যরূপী যস্য সঃ। দেবকীজন্মবাদস্তজ্জন্মত্বেন লব্ধখ্যাতির্দেবক্যাং জন্মেতি বাদস্তত্ত্ববুভুৎসুকথা যস্য স ইতি বা। শ্রীকৃষ্ণো জয়তি পরমোৎকর্ষেণ সদৈব বিরাজতে। লোহিতোষ্ণীষাঃ প্রচরন্তীতিবৎ যদুবরসভ্যবিশিষ্টতয়ৈব জয়াভিধানম্। অত্র যদুবরশব্দেন শ্রীব্রজেশ্বরতদ্ভ্রাতরোঽপি গৃহ্যন্তে তেষামপি যদুবংশোৎপন্নত্বেন প্রসিদ্ধত্বাৎ। তথা চ ভারততাৎপর্য্যে শ্রীমধ্বাচার্য্যৈরেবং

দ্বারকা মথুরা ও গোকুল—এই তিন ধামেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বিহার-সম্বন্ধে শ্রীভাগবতীয় বচন উদাহরণ দেওয়া যায়। যথা—"যিনি নিখিল জীবগণের আশ্রয়, দেবকীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—যাঁহার এই খ্যাতি আছে, যাদবশ্রেষ্ঠগণ যাঁহার পরিষৎ, স্বীয় বাহুসকল দ্বারা যিনি অধর্ম্ম-নিরসন করিয়া স্থাবরজঙ্গমের দুঃখ নাশ করেন, যিনি সুস্মিত শ্রীমুখ-দ্বারা ব্রজপুর-বনিতার কামদেব বর্দ্ধন করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছেন।" ১০।৯০।২৪

শ্লোকের অর্থঃ—যদুবরগণ পরিষৎ—সভ্যরূপী যাঁহার, তিনি যদুবর-পরিষৎ। দেবকী-জন্মবাদ—দেবকী হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া যিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, কিংবা দেবকীতে জন্ম,—একথা তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণ যাঁহার সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন—সেই শ্রীকৃষ্ণ পরমোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন। এস্থলে যদুবরপরিষৎ এই বিশেষণ দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, লোহিত-উষ্ণীষ-ধারিগণ বিচরণ করিতেছে—একথা বলিলে যেমন লোহিত-উষ্ণীষ-বিশিষ্টরূপে বিচরণ বুঝায়, সেইপ্রকার যদুবর-পরিষৎ-বিশিষ্টরূপে শ্রীকৃষ্ণের জয় কীর্ত্তিত হইতেছে। এস্থলে যদুবর-শব্দে শ্রীবসুদেব-প্রভৃতির ন্যায় শ্রীব্রজরাজ ও তদীয় ভ্রাতৃবর্গও গৃহীত হইবেন। যেহেতু তাঁহারাও যদুবংশোৎপন্ন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে; শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ভারত-তাৎপর্য্যে ব্রহ্মার বাক্য বলিয়া তাদৃশ বচনের উল্লেখ

ব্রহ্মবাক্যত্বেন লিখিতম্—তস্মৈ বরঃ ময়া সন্নিসৃষ্টঃ স চাস নন্দাখ্য উতাস্য ভার্য্যা। নাম্না যশোদা স চ শূরতাতসুতস্য বৈশ্যাপ্রভবস্য গোপ ইতি। শূরতাতসুতস্য শূরসপত্নীমাতৃজস্য বৈশ্যায়াং তৃতীয়-বর্ণায়াং জাতস্য সকাশাৎ আস বভূব ইত্যর্থঃ। অতএব শ্রীমদানক-দুন্দুভিনা তস্মিন্ ভ্রাতরিতি মুহুঃ সম্বোধনমক্লিষ্টার্থং ভবতি। ভ্রাতরং নন্দমাগতমিতি শ্রীমন্মুনীন্দ্রবচনঞ্চ। তদেতদপ্যুপলক্ষণং তদ্-ভ্রাতৃণাম্। যথা চ যাদবমধ্যপাতিত্বেনৈব তেষু নির্দ্ধারণময়ং শ্রীরামবচনং শ্রীহরিবংশে—যাদবেষ্বপি সর্বেষু ভবন্তো মম বান্ধবা ইতি। সপ্তম্যা হ্যস্য জাতাবেব নির্দ্ধারণমুচ্যতে পুরুষেষু ক্ষত্রিয়ঃ

করিয়াছেন। যথা—"তাঁহাকে (দ্রোণাখ্য বসুকে) আমি সেই বর প্রদান করিয়াছিলাম। সেই দ্রোণ—নন্দনামে, আর তদীয় পত্নী—যশোদা নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। সেই নন্দ, বৈশ্য-সম্ভূত শূরতাত-পুত্রের পুত্র—(গোপ)।" ইহার মর্ম্ম এই :— যদুবংশীয় দেবমীঢ়ের দুই পত্নী—এক ক্ষত্রিয়া, অপর বৈশ্যা। শূর ক্ষত্রিয়ার গর্ভ-সম্ভূত, আর পর্জ্জন্য বৈশ্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। 'মাতৃবৎ বর্ণসঙ্কর'—এই বিধি অনুসারে তিনি (পর্জ্জন্য) বৈশ্যত্ব লাভ করেন অর্থাৎ গোপজাতি হয়েন। শ্রীনন্দ সেই পর্জ্জন্যের পুত্র, আর শ্রীবসুদেব শূরের পুত্র! এইজন্য শ্রীবসুদেব শ্রীব্রজরাজকে 'ভ্রাতঃ' বলিয়া বারংবার সম্বোধন করিয়াছেন। উক্তরূপে তাঁহাদের বংশ-পর্য্যায় স্বীকার করিলে, সম্বোধনের অর্থ সহজে প্রতীত হয়। আর, শ্রীশুকদেব শ্রীনন্দকে শ্রীবসুদেবের ভ্রাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "বসুদেব উপশ্রুত্য ভ্রাতরং নন্দমাগতম্—বসুদেব শুনিলেন যে, ভ্রাতা নন্দ আসিয়াছেন।" ১০।৫।১৪ এই সকল প্রমাণ হইতে শ্রীনন্দ যে যদুবংশ-সম্ভূত তাহা নিশ্চিত হইল। এই উপলক্ষণে ব্রজরাজের ভ্রাতৃবর্গও যে যদুবংশীয়, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীবলদেবচন্দ্রও ব্রজরাজ প্রভৃতিকে যদুগণের অন্তর্ভুক্ত-রূপে বর্ণন করিয়াছেন। যথা শ্রীহরিবংশে—"সমস্ত যাদবগণ-মধ্যে আপনারা আমার বান্ধব।" মূলে "যাদবেষু" পদে জাতিতে নির্দ্ধারণার্থে সপ্তমী বিভক্তি হইয়াছে; যেমন—পুরুষগণ মধ্যে ক্ষত্রিয় শূর। এই নির্দ্ধারণ যদি বিজাতীয়

শূর ইতিবৎ। বিজাতীয়ত্বে তু শ্রোঘ্নেভ্যো মাথুরা হ্যাঢ্যতমা ইতিবৎ যাদবেভ্যোঽপি সর্বেভ্যো ইত্যেবোচ্যেতেতি জ্ঞেয়ম্। অত্র জয়তীত্যত্র লোড়র্থত্বং ন সংগচ্ছতে সদৈবোৎকর্ষানন্ত্যমিতে তস্মিন্নাশীর্ব্বাদানবকাশাত্তদবকাশো বা আশীর্ব্বাদবিষয়স্য তদানীমাশীর্ব্বাদকৃতানুবাদবিশেষবিশিষ্টতয়েব স্থিতেরবগমাৎ প্রতিপিপাদয়িষিতং তাদৃশত্বেনৈব তাৎকালিকত্বমাগচ্ছত্যেব। যথা ধার্ম্মিকসভ্যো-

---

স্থলে হয়, তবে ৭মী বিভক্তি না হইয়া ৫মী বিভক্তি হইত। যথা—শ্রোঘ্নদেশবাসী হইতে মথুরাবাসিগণ প্রচুর ধনশালী। এস্থলেও "সকল যাদবগণ হইতে আপনারা আমার বান্ধব"—এইরূপই বলিতেন।

উক্ত শ্লোকে যে 'জয়তি' ক্রিয়া আছে, কেহ কেহ মনে করেন, তাহা লোট্ অর্থে লিট্—বর্ত্তকালীয়রূপে প্রযুক্ত আছে, ইহা সঙ্গত নহে। এ স্থলে আশীর্ব্বাদ অর্থে লোটের প্রয়োগ হইতে পারে। যিনি সর্ব্বদা অনন্তোৎকর্ষে বিদ্যমান আছেন, তাঁহাতে আশীর্ব্বাদের অনবকাশ হেতু, লোট্ প্রয়োগের অবকাশ হইতে পারে না। যাহার কোন অভাব থাকে, আশীর্ব্বাদ দ্বারা তাহার সেই অভাব পূরণ করা যায়। যিনি সর্ব্বদা অনন্ত উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া আছেন, তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিবার কোন সার্থকতা দেখা যায় না। পরন্তু, আশীর্ব্বাদ-বিষয় যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার আশীর্ব্বাদ-কৃতানুবাদরূপে অর্থাৎ দেবকীনন্দন, যদুবর-পরিষৎ, সুস্মিত শ্রীমুখাদি স্বরূপে আশীর্ব্বাদ করিবার সময়ে অবস্থিতি জানা যায়; এই জন্য আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণপরিকর এবং তদীয় ধামের তাৎকালিক অর্থাৎ শ্রীশুকোক্তি-সময়ে অবস্থিতি স্বতঃই উপস্থিত হইতেছে। যেমন কেহ যদি আশীর্ব্বাদ করেন যে, 'ধার্ম্মিকগণ যাহার সভ্য, এমন রাজা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউন'—তাহা হইলে আশীর্ব্বাদকালে ধার্ম্মিক সভ্য সহ রাজার অবস্থিতি বুঝায়, তদ্রূপ এ স্থলেও 'জয়তি' ক্রিয়ার আশীর্ব্বাদে প্রয়োগ স্বীকার করিলে তাহা হইতেও দেবকী-নন্দনাদিরূপে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্থিতি সিদ্ধ হয়। যাদববর্গ-সহিত শ্রীকৃষ্ণের স্থিতি নির্দ্দেশ করা যে শ্রীশুকের অভিমত, তাহা "যিনি অন্ধক, বৃষ্ণি এবং সাত্বত-

হয়ং রাজা বর্দ্ধতামিতি। তদেবং পতির্গতিশ্চান্ধকবৃষ্ণিসাত্বতামিত্যত্রাপ্যনুসন্ধেয়ম্। অনেন যদুবরাণামপি তথৈব জয়ো বিবক্ষিতঃ। নন্বেবং তথাবিহরণশীলশ্চেৎ পুনঃ কথমিব দেবকীজন্মবাদোঽভূত্তত্রাহ স্বৈর্দোর্ভির্দোর্ভ্যাং চতুর্ভিশ্চতুর্ভুজৈরধর্ম্মং তদ্বহুলমসুররাজবৃন্দম্ অস্যন্ নিহন্তুং তদর্থমেব লোকেঽপি তথা প্রকটীভূত ইত্যর্থঃ। কিং বা কিং কুর্বন্ জয়তি স্বৈঃ কালত্রয়গতৈরপি ভক্তৈরেব দোর্ভিস্তদ্দ্বারা অধর্ম্মং জগদ্গতপাপ্মানম্ অস্যন্নাশয়ন্নেব। তদুক্তম্—মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতীতি। পুনঃ কিমর্থং দেবকীজন্মবাদস্তত্রাহ স্থিরচর-

---

গণের পতি ও গতি, সেই শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন" (১) এই শ্রীশুকোক্তি শ্লোক হইতেও জানা যায়।

যদুবর-পরিষৎ শ্রীকৃষ্ণের জয় ঘোষণা করায়, শ্রীকৃষ্ণের সহিত যাদববর্গেরও জয় কীর্ত্তন করা শ্রীশুক-মুনির অভিপ্রেত। এ স্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণ যদি পূর্ব্বোক্তরূপে নিত্য-বিদ্যমান থাকেন, তবে দেবকীতে তাঁহার জন্ম—এই প্রসিদ্ধি কিরূপে সম্ভব হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—স্বৈ-র্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্—ভুজযুগলদ্বারা এবং চারি চতুর্ভুজদ্বারা অধর্ম্ম অর্থাৎ অধর্ম্ম-বহুল অসুর-রাজবৃন্দকে হত্যা করিবার নিমিত্ত মনুষ্য-লোকেও দেবকী-নন্দন হইয়া প্রকট হয়েন। এ স্থলে ভুজদ্বয় এবং ভুজ-চতুষ্টয়—এই প্রকার ব্যাখ্যা করিবার তাৎপর্য্য এই :—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ মধ্যে কেবল দ্বিভুজরূপে, আর মথুরা ও দ্বারকায় কখনও দ্বিভুজ, কখনও বা চতুর্ভুজরূপে অসুর সংহার করিয়াছিলেন; দ্বারকা ও মথুরায় চতুর্ব্যূহরূপে প্রকট ছিলেন, এই জন্য চারি চতুর্ভুজ বলা হইয়াছে। অথবা (অর্থান্তর) কি কার্য্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হইয়াছেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—স্বৈর্দোর্ভিঃ—কালত্রয়গত ভক্তগণ তাঁহার বাহু স্বরূপ; তাহাদের দ্বারা জগদ্গত অধর্ম্ম অর্থাৎ পাপরাশি নাশ করিয়া জয় যুক্ত আছেন। ভক্তগণ যে জগদ্গত পাপ নাশ করেন, তদ্বিষয়ে প্রমাণ—শ্রীকৃষ্ণোক্তি। যথা—"হে উদ্ধব! আমাতে প্রেমভক্তি-যুক্ত ভক্ত ভুবনকে পবিত্র করে।" ১০।১৪।২৩

---

(১) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ১১২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

বৃজিনঘ্নঃ নিজাভিব্যক্ত্যা নিখিলজীবানাং সংসারহন্তা তদর্থমেবে-ত্যর্থঃ। তদুক্তম্—যত এতদ্বিমুচ্যত ইতি। কিং বা কথম্ভূতো জয়তি যদুব্রজপুরবাসিনাং স্থাবরজঙ্গমানাং নিজচরণবিয়োগদুঃখহন্তা

পুনঃ কি জন্য তাঁহার দেবকীতে জন্মের বাদ ঘটিয়াছিল? তাহার উত্তর 'স্থির-চর-বৃজিনঘ্ন:—তিনি নিজ অভিব্যক্তি দ্বারা স্থাবর জঙ্গম সকলের সংসার-দুঃখ নাশ করেন; এই জন্য তিনি দেবকীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে স্থাবর জঙ্গম সকলের সংসার-দুঃখ নাশ করেন, তাহার প্রমাণ-শ্রীশুকোক্তি—

ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যোভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে ॥১০।২৯।১৫

"হে রাজন! ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণগতচিত্ত হইয়া সদ্য গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন; যোগেশ্বরগণের ঈশ্বর ভগবান্ অজ শ্রীকৃষ্ণের এই কার্য্যে বিস্ময়ের কিছু নাই, তাহা হইতে স্থাবরাদিও বিমুক্তি লাভ করে।" (১)

অথবা (অর্থান্তর) কি ভাবে তিনি জয়যুক্ত হয়েন?—যদুপুর ও ব্রজবাসী স্থাবর জঙ্গম সকলের নিজ চরণের বিচ্ছেদ-দুঃখ-হন্তা হইয়া তিনি জয়যুক্ত আছেন। তাঁহাদের সহিত নিত্য বিহার ব্যতীত তাঁহাদের সেই দুঃখ নাশ

(১) শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটলীলায় অবস্থানকালে কারুণ্যাদি অশেষ শক্তি সুপ্তপ্রায় অবস্থান করেন। প্রকটলীলায় সে সকল শক্তির কার্য্য সমধিক ব্যক্ত হয়। তখন সিদ্ধ অসিদ্ধ কথঞ্চিৎ সিদ্ধ ভক্তগণকে কারুণ্য-শক্তি দ্বারা নিজ চরণ-সান্নিধ্যে আকর্ষণ করেন। কারুণ্যের প্রচুর অভিব্যক্তি-হেতু প্রকটলীলা-বসরে তাঁহা হইতে স্থাবরাদিরও মুক্তি সম্ভব হয়। এস্থলে সাধনসিদ্ধা গোপী-গণের কাহারও কাহারও গুণময়-দেহ ত্যাগের কথা বলা হইয়াছে। নিত্য সিদ্ধা গোপীগণের গুণময়-দেহ-সম্পর্ক নাই। প্রকটলীলায় প্রাপঞ্চিক ও অপ্রাপঞ্চিকের মিশ্রণ-হেতু, সাধন-সিদ্ধা গোপীগণের গুণময়-দেহ-সম্পর্ক সম্ভব হয়। অথবা পত্যাদির বঞ্চনা জন্য যোগমায়া-প্রভাবে তৎকালীন আগন্তুক যে গুণময়-দেহ, তাহাই তাঁহারা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সবিস্তার ঐ শ্লোকের বৈষ্ণব-তোষণীতে দ্রষ্টব্য।

সন্। নিত্যবিহারে প্রমাণমাহ—জননিবাসঃ। জনশব্দোঽত্র স্বজন-বাচকঃ। সালোক্যেত্যাদিপদ্যে জনা ইতিবৎ। স্বজনহৃদয়তত্ত্বদ্বি-হারত্বেন সর্বদেবাবভাসমান ইত্যর্থঃ। সর্বপ্রমাণচয়চূড়ামণিভূতো বিদ্বদনুভব এবাত্র প্রমাণমিতি ভাবঃ। স্বয়ন্তু কিং কুর্বন্ জয়তি ব্রজবনিতানাং মথুরাদ্বারকাপুরবনিতানাঞ্চ কামলক্ষণো যো দেবঃ স্বয়মেব তদ্রূপস্তং বর্দ্ধয়ন্ সদৈবোদ্দীপয়ন্। অত্র তদীয়হৃদয়স্থকাম-

---

সম্ভব নয়। নিত্য বিহারের প্রমাণ বলিতেছেন—জন-নিবাসঃ। জন-শব্দ এস্থলে স্বজন-বাচক। স্বজন-অর্থে—জন-শব্দের প্রয়োগের প্রমাণ

সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ ৩।২৯।১১

"আমার জনগণকে সালোক্য (আমার সহিত একস্থানে বাস) সার্ষ্টি (আমার তুল্য ঐশ্বর্য্য) সামীপ্য (নিকটবর্ত্তিতা) সারূপ্য (সমানরূপতা) কিংবা একত্ব (সাযুজ্য) মুক্তি দিতে চাহিলেও, তাহারা আমার সেবা ভিন্ন আর কিছু গ্রহণ করে না।" এই শ্লোকের 'জন'-শব্দটীতে যে শ্রীভগবানের নিজ জন অভি-প্রেত হইয়াছে, তাহা অনায়াসে বুঝা যায়; নিজ জন (ভক্ত) ছাড়া অন্য—সাধারণ জনকে মুক্তিদানে তাঁহার আগ্রহ সম্ভব হইতে পারে না। জন-নিবাস-শব্দে নিজ ভক্তের হৃদয়ে সপরিকর দ্বারকা-মথুরা-বৃন্দাবন-বিহারিরূপে প্রকাশ-মান আছেন—এই অর্থ বুঝাইতেছে। যদি বল তাহার প্রমাণ কি? উত্তর—নিখিল প্রমাণসমূহের চূড়ামণি-স্বরূপ বিদ্বদনুভবই এস্থলে প্রমাণ।

যে সকল কার্য্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ করেন, তাহা দেখান হইল। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কিরূপে জয়যুক্ত আছেন? তদুত্তর—ব্রজবনিতা এবং মথুরা দ্বারকাপুর-বনিতাগণের কামলক্ষণ যে দেব, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই তদ্রূপে বিরাজমান। অর্থাৎ অন্যত্র হৃদয়ে কামদেবের উদয় হইলে নায়ক-নায়িকার আনন্দ-লিপ্সা জন্মে। ব্রজপুর-বনিতাগণের (১) হৃদয়ে অন্য (প্রাকৃত) কামদেবের প্রবেশা-

---

(১) ব্রজপুর-বনিতা—ব্রজবনিতা এবং মথুরা ও দ্বারকাপুর বনিতা; অন্যান্য স্থলেও এরূপ বুঝিতে হইবে।

তদধিদেবয়োরভেদবিবক্ষা তাদৃশতদ্ভাবস্য তদ্বদেব পরমার্থতাবো-ধনায় শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তিময়স্য তাদৃশভাবস্যাপ্রাকৃতত্বাৎ পরমানন্দপরা-কাষ্ঠারূপত্বাচ্চ। শ্রীকৃষ্ণস্য কামরূপোপাসনা চাগমে ব্যক্তাস্তি। বর্ণিতা জনিতাত্যর্থানুরাগায়াঞ্চ যোষিতীতি নামলিঙ্গানুশাসনম্। ব্রজেতি শ্রৈষ্ঠ্যেন পূর্বনিপাতঃ। অতএব পূর্বং মেরুদেব্যাং সুদেবীতি সংজ্ঞাবৎ দেবকীশব্দেন শ্রীযশোদা চ ব্যাখ্যেয়া। দ্বে নাম্নী নন্দ-

---

ধিকার নাই, শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের হৃদয়ে কামদেব-স্বরূপ—অন্যত্র কামদেব যে কার্য্য করেন, উহাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণই সেই কার্য্য করেন। কামরূপী শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে সর্ব্বদা উদ্দীপন করিয়া জয়যুক্ত আছেন। এস্থলে ব্রজপুর-বনিতা-গণের হৃদয়স্থ কাম এবং সেই কামের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতার অভেদ বলা হইয়াছে। কারণ, ব্রজপুর-বনিতাগণের বর্দ্ধনশীল যে কামভাব, তাহার শ্রীকৃষ্ণের মত পরমার্থ-বস্তুতা বুঝাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তিময় তাদৃশ ভাবের অপ্রাকৃতত্ব এবং পরমানন্দের পরকাষ্ঠারূপত্ব অভিপ্রেত হইয়াছে। কেবল এস্থলে যে শ্রীকৃষ্ণ কামদেবরূপে বর্ণিত হইয়াছেন তাহা নহে। আগমেও শ্রীকৃষ্ণের কামদেব-রূপে উপাসনা ব্যক্ত আছে।

ব্রজপুর-বনিতা—অত্রত্য 'বনিতা' শব্দে শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগবতী বৃন্দাবন-মথুরা-দ্বারকা-বিলাসিনীগণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। প্রমাণ-লিঙ্গানুশাসনে উক্ত আছে—যে রমণীর অত্যন্ত অনুরাগ জন্মিয়াছে তাহাকে বনিতা' বলে। ব্রজ-সুন্দরীগণের শ্রেষ্ঠত্ব-সূচনার জন্য 'ব্রজপুর-বনিতা'—এস্থলে ব্রজশব্দ পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছে।

অতএব—শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকা-ধামে নিত্য বিহার করেন বলিয়া, উক্ত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে দেবকীনন্দনরূপে নির্দ্দেশ করিলেও, দেবকী শব্দে কেবল শ্রীবসুদেব-পত্নী বুঝাইতেছে না—শ্রীনন্দ-পত্নী যশোদাকেও বুঝাই-তেছে। শ্রীঋষভদেব-জননী 'মেরুদেবীর' যেমন 'সুদেবী' নামান্তর আছে, তদ্রূপ শ্রীযশোদারও অপর নাম দেবকী,—পুরাণান্তরে (আদি পুরাণে) এইরূপ বচন আছে। যথা—"নন্দভার্য্যার যশোদা ও দেবকী দুইটী নাম ছিল। এই হেতু যশোদার, বসুদেব-পত্নী দেবকীর সহিত সখ্যভাব হইয়াছিল।"

ভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চ। অতঃ সখ্যমভূত্তস্যা দেবক্যা শৌরি-জায়য়েতি পুরাণান্তরবচনাৎ। তদেবং ত্রিষ্বপি নিত্যবিহারত্বং সিদ্ধম্ ॥১০॥২০॥ শ্রীশুকঃ ॥১১৫॥

অথ যত্তুক্তং শ্রীবৃন্দাবনস্যৈব প্রকাশবিশেষে গোলোকত্বং তত্র প্রাপঞ্চিকলোকাপ্রকটলীলাবকাশত্বেনাবভাসমানপ্রকাশো গোলোক ইতি সমর্থনীয়ম্। প্রকটলীলায়াং তস্মিংস্তচ্ছব্দপ্রয়োগাদর্শনাৎ ভেদাংশশ্রবণাচ্চ। প্রকটাপ্রকটতয়া লীলাভেদশ্চাগ্রে দর্শয়িতব্যঃ। তদেবং বৃন্দাবন এব তস্য গোলোকাখ্যপ্রকাশস্য দর্শনেনাভিব্যনক্তি—নন্দস্ত্বতীন্দ্রিয়ং দৃষ্ট্বা লোকপালমহোদয়ম্। কৃষ্ণে চ সন্নতিং তেষাং জ্ঞাতিভ্যো বিস্মিতোঽব্রবীত। তত্রোৎসুক্যধিয়ো রাজন্

অতএব "জয়তি জননিবাস" ইত্যাদি শ্লোকের এই প্রকার ব্যাখ্যা হইতে শ্রীবৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকায় নিত্যবিহার নিশ্চিত হইল ॥১১৫॥

শ্রীগোলোকের তত্ত্ব।

পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনেরই প্রকাশ-বিশেষকে গোলোক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অতঃপর সেই গোলোকের তত্ত্ব বিচার করা যাইতেছে। বৃন্দাবনীয় লীলার স্থিতিস্থান দুই—বৃন্দাবন ও গোলোক। বৃন্দাবনে প্রকট অপ্রকট উভয় লীলার স্থিতি, আর গোলোকে কেবল অপ্রকটলীলার স্থিতি। সুতরাং যে লীলা প্রাপঞ্চিক জগতে অভিব্যক্ত হয় না, সেই লীলার অভিব্যক্তি-স্থান গোলোক—এইরূপ সমর্থন করা কর্ত্তব্য। যেহেতু, প্রকটলীলায় শ্রীবৃন্দাবনে গোলোক-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় এবং গোলোক ও গোকুলের ভেদাংশ অর্থাৎ কোন কোন অংশে ভেদ শুনা যায়। প্রকট ও অপ্রকটরূপে লীলার ভেদ অগ্রে দেখান হইবে। বৃন্দাবনের প্রকাশ-বিশেষ গোলোক; তজ্জন্য শ্রীবৃন্দাবনেই সেই গোলোকাখ্য প্রকাশ দৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—

"লোকপাল বরুণের অদৃষ্টপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য এবং বরুণলোকবাসি-সকলের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সম্যক্ প্রণতি দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত নন্দ জ্ঞাতিগণের নিকট আসিয়া সে সকল বলিলেন। "হে রাজন! সেই সকল গোপ শ্রীকৃষ্ণকে

মহা গোপাস্তমীশ্বরম্। অপি নঃ স্বগতিং সূক্ষ্মামুপাধাস্যদধীশ্বরঃ। ইতি স্বানাং স ভগবান্ বিজ্ঞায়াখিলদৃক্ স্বয়ম্। সঙ্কল্পসিদ্ধয়ে তেষাং কৃপয়ৈতদচিন্তয়ৎ। জনো বৈ লোক এতস্মিন্নবিদ্যাকাম-কর্ম্মভিঃ। উচ্চাবচাসু গতিষু ন বেদ স্বাং গতিং ভ্রমন্। ইতি সংচিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো বিভুঃ। দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরম্। সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্। যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ। তে তু ব্রহ্মহ্রদং নীতা মগ্নাঃ কৃষ্ণেন চোদ্ধৃতাঃ। দদৃশুর্ব্রহ্মণো লোকং যত্রাক্রূরোঽধ্যগাৎ পুরা। নন্দাদয়স্তু তং দৃষ্ট্বা পরমানন্দনির্বৃতাঃ। কৃষ্ণঞ্চ তত্র ছন্দোভিঃ স্তূয়মানং সুবিস্মিতাঃ ॥১১৬॥

অতীন্দ্রিয়মদৃষ্টপূর্ব্বম্। লোকপালো বরুণঃ। স্বগতিং স্বধাম। সূক্ষ্মাং দুর্জ্ঞেয়াম্। উপাধাস্যৎ নোঽস্মান্ প্রতি প্রাপয়িষ্যতীতি

ঈশ্বর মনে করিয়া উৎসুক চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন—'ভগবান্ অবশ্য আমাদিগকেও স্বীয় সূক্ষ্মাগতি প্রাপ্ত করাইবেন।' সেই সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ জ্ঞাতি-গণের এই সঙ্কল্প অবগত হইয়া, তাঁহাদের সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য কৃপা পূর্ব্বক স্বয়ং এই চিন্তা করিয়াছিলেন,—জনগণ অবিদ্যা-কাম-কর্ম্ম দ্বারা দেব ও তীর্য্যগাদি নানা যোনিতে ভ্রমণ করে; কিন্তু আপনাদিগের গতি জানিতে পারে না। মহাকারুণিক বিভু ভগবান্ এই প্রকার চিন্তা করিয়া প্রকৃতির পরস্থিত গোপ-গণের নিজ লোক দর্শন করাইলেন। গুণক্ষয়ে সমাহিত মুনিগণ যাহা দর্শন করিয়া থাকেন, যাহা সত্যজ্ঞান অনন্তজ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম, গোপগণ তাহাই দর্শন করিলেন। অক্রূর পূর্ব্বে যেখানে ব্রহ্ম দর্শন করিয়াছিলেন, নন্দাদি গোপগণ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সেই ব্রহ্মহ্রদে নীত, মগ্ন এবং উদ্ধৃত হইয়া ব্রহ্মের রূপ দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ব্ববৎ দর্শন করিলেন, তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) তখন মূর্ত্তিমান বেদসমূহ-কর্ত্তৃক স্তুত হইয়াছিলেন, ইহা দেখিয়া তাঁহারা অতিশয় বিস্মিত এবং পরমানন্দে নির্বৃত হইলেন।" ১০।২৮।৮—১৪॥১১৬॥

উক্ত শ্লোকসমূহের অর্থঃ— অতীন্দ্রিয়—অদৃষ্টপূর্ব্ব। লোকপাল—বরুণ। স্বগতি—নিজধাম। সূক্ষ্মা—দুর্জ্ঞেয়া। উপাধাস্যৎ—আমাদিগকে সেই সূক্ষ্মধাম

সঙ্কল্পিতবন্ত ইত্যর্থঃ। জন ইতি। জনোঽসৌ ব্রজবাসী মম স্বজনঃ। এতস্মিন্ প্রাপঞ্চিকলোকে। অদিত্যাদিভিঃ কৃতা যা উচ্চাবচা গতয়ো দেবতির্য্যগাদয়ঃ। তাসু স্বাং গতিং ভ্রমন্ তাভ্যো নির্বিশেষতয়া জানন্ তামেব স্বাং গতিং ন বেদেত্যর্থঃ। ততোঽয়ং ভ্রমো যদ্যপি তত্তল্লীলাপোষায়ৈব মদীয়লীলাশক্ত্যা কল্পিতস্তথাপি তদিচ্ছানুসারেণ ক্ষণকতিপয়ং তদীয়াং সর্ববিলক্ষণাং স্বাং গতিং দর্শয়ন্ তমপনেষ্যামীতি ভাবঃ। বৈলক্ষণ্যঞ্চাগ্রে ব্যঞ্জনীয়ম্। গোপানাং স্বং লোকং শ্রীগোলোকম্। যঃ খলু, চিন্তামণিপ্রকরসদ্মেত্যাদিভির্বহু-বর্ণিত-ব্যক্ত-বৈভবাতিক্রান্ত-প্রপঞ্চলোক-মহোদয়স্তম্। তমসঃ

প্রাপ্ত করাইবেন। জন—ব্রজবাসী শ্রীকৃষ্ণের নিজজন। এতস্মিন্—প্রাপঞ্চিক লোকে। অবিদ্যা (দেহাদিতে অহং-বুদ্ধি) কাম-কর্ম্মদ্বারা কৃতা উচ্চাবচা গতি—দেবতির্য্যক যোনিতে জন্ম।

শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের সঙ্কল্প অবগত হইয়া বিচার করিতেছেন,—আমার পরিকর এই গোপগণ, এই প্রাপঞ্চিক লোকে অবিদ্যা দ্বারা রচিত দেবাদি তির্য্যক পর্য্যন্ত নানা যোনিতে অবস্থিত জীবগণের সহিত আপনাদিগের বিশেষত্ব নাই এইরূপ ভ্রম প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগের অবস্থা জানিতে পারিতেছেনা। যদ্যপি এই ভ্রম বৃন্দাবনীয় নানা-লীলা-পোষণের জন্য আমার লীলা-শক্তি কর্ত্তৃকই কল্পিত হইয়াছে, তথাপি তাহাদের (ব্রজবাসিগণের) ইচ্ছানুসারে কিছুকালের জন্য তাঁহাদিগের সর্ব্ববিলক্ষণা নিজগতি দর্শন করাইবার জন্য সেই ভ্রম বিদূরিত করিব। গোপগণের সেই সর্ব্ববিলক্ষণ স্থিতি বিষয় অগ্রে ব্যক্ত হইবে।

গোপগণের নিজলোক শ্রীগোলোক। ব্রহ্মসংহিতায় যে গোলোকের "গৃহ-সমূহ চিন্তামণি-রাশিদ্বারা নির্ম্মিত, বনসকল কল্পবৃক্ষময়" ইত্যাদি রূপে বর্ণিত বহু বৈভব দ্বারা বরুণের প্রাপঞ্চিক বৈভব পরাভূত হইয়াছে, সেই গোলোকই তাঁহাদের নিজধাম। তাহা তমঃ অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত—প্রপঞ্চে

প্রকৃতেঃ পরং প্রপঞ্চানভিব্যক্তত্বেন তদীয়েনাপ্যসঙ্করম্। অতএব সচ্চিদানন্দরূপ এবাসৌ লোক ইত্যাহ, সত্যমিতি। সত্যাদিরূপং যদ্ ব্রহ্ম যচ্চ গুণাত্যয়ে পশ্যন্তি তদেব স্বরূপশক্তিবৃত্তিবিশেষপ্রাকট্যেন সত্যাদিরূপাব্যভিচারিণং গোলোকং সন্তং দর্শয়ামাসেতি পূর্বেণান্বয়ঃ। যথান্যত্রাপি বৈকুণ্ঠে ভগবৎসন্দর্ভোদাহৃতং পাদ্মাদিবচনং ব্রহ্মাভিন্নতাবাচিত্বেন দর্শিতং তদ্বৎ। অথ শ্রীবৃন্দাবনে চ তাদৃশদর্শনং কতমদেশস্থিতানাং তেষাং জাতমিত্যপেক্ষায়ামাহ, ব্রহ্মহ্রদম্ অক্রূরতীর্থং কৃষ্ণে ন নীতাঃ পুনশ্চ তদাজ্ঞয়ৈব মগ্নাঃ পুনশ্চ তস্মাত্তীর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেনৈবোদ্ধৃতাঃ সন্তো নরাকৃতিপরব্রহ্মণঃ

অভিব্যক্ত হয়না বলিয়া অস্পৃষ্ট। অতএব এই লোক সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। এইজন্য বলা হইয়াছে—সত্যং, জ্ঞানং ইত্যাদি। সত্যাদিরূপ যে ব্রহ্ম, গুণাতীত অবস্থায় মুনিগণ সমাধিতে যাহা দর্শন অর্থাৎ অনুভব করেন, তাহাই (সেই ব্রহ্মই) স্বরূপশক্তির বৃত্তি-বিশেষের প্রাকট্যদ্বারা সত্যাদি স্বরূপের কোন ব্যতিক্রম না ঘটাইয়া গোলোক-রূপে অভিব্যক্ত (১); শ্রীকৃষ্ণ গোপগণকে তাহা দেখাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। ভগবৎসন্দর্ভে পদ্মপুরাণাদির বচন-প্রমাণে যেমন দেখান হইয়াছে, অন্যান্য বৈকুণ্ঠও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বস্তু, শ্রীগোলোক-সম্বন্ধেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে।

অতঃপর শ্রীবৃন্দাবনের কোন স্থানে স্থিত গোপগণ শ্রীগোলোক দর্শন করিয়াছিলেন তাহা বলিতেছেন,—ব্রহ্মহ্রদ অর্থাৎ অক্রূর-তীর্থে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নীত আবার তাঁহার আজ্ঞায় মগ্ন, শেষে আবার সেই তীর্থ হইতে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়া নরাকৃতি পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের গোলোক-নামক ধাম দর্শন করিয়াছিলেন।

---

(১) সত্যজ্ঞান অনন্ত আনন্দ ব্রহ্মে শক্তির ক্রিয়া নাই বলিয়া অনভিব্যক্ত স্বরূপ—নিরবয়ব। সেই ব্রহ্ম স্বরূপ-শক্তির ক্রিয়া-বিশেষ-যোগে সাবয়ব শ্রীগোলোকধাম। যেমন অধিক শীতসহযোগে জল জমিয়া বরফ হয়।

শ্রীকৃষ্ণস্য লোকং গোলোকাখ্যং দদৃশুঃ। যত্র চ ব্রহ্মহ্রদেঽধ্যগাৎ অস্তৌৎ অধিগতবান্ ইতি বা। সর্বত্রৈব শ্রীবৃন্দাবনে যদ্যপি তৎপ্রকাশবিশেষোঽসৌ গোলোকঃ দর্শয়িতুং শক্যঃ স্যাত্তথাপি তত্তীর্থমাহাত্ম্যজ্ঞাপনার্থমেব বা বিনোদার্থমেব বা তস্মিন্ মজ্জনমিতি জ্ঞেয়ম্। অত্র স্বাং গতিমিতি তদীয়তানির্দেশো গোপানাং স্বং লোকমিতি ষষ্ঠীস্বশব্দয়োর্নির্দেশঃ কৃষ্ণমিতি সাক্ষাৎ তন্নির্দেশশ্চ বৈকুণ্ঠান্তরং ব্যবচ্ছিদ্য শ্রীগোলোকমেব প্রতিপাদয়তি। অতএব

যে ব্রহ্মহ্রদে পূর্ব্বে (১) শ্রীঅক্রূর মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়াছিলেন বা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মহ্রদেই গোপগণ গোলোক দর্শন করিয়াছিলেন।

যদিও শ্রীবৃন্দাবনের সর্ব্বত্রই তদীয় (শ্রীবৃন্দাবনের) প্রকাশ বিশেষ ঐ গোলোক দর্শন করান সম্ভব, তথাপি অক্রূর তীর্থের মাহাত্ম্য-বিশেষ জানাইবার জন্য কিংবা বিনোদ (আমোদ)-বিশেষের জন্য গোপগণকে সেই হ্রদে মগ্ন করাইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ গোপগণকে যে লোক দর্শন করাইয়াছিলেন, তাহা বৈকুণ্ঠান্তর নহে—গোলোক, ইহা "স্বাং গতিং" "গোপানাং স্বং লোকং" এবং "কৃষ্ণঞ্চ"—এই প্রয়োগ-ত্রয় হইতে জানা যায়। 'স্বাং গতিং' বলায় সেই লোকের তদীয়তা নির্দ্দেশ অর্থাৎ ঐ লোক গোপগণের নিজ ধাম, ইহা স্থির হইতেছে; 'গোপানাং' এস্থলে ষষ্ঠী বিভক্তি ঐ লোকের সহিত গোপগণের সম্বন্ধ, আর 'স্বং' শব্দ তথায় গোপগণের অধিকার নির্দ্দেশ করিতেছে; 'কৃষ্ণ' শব্দ হইতে ঐ লোকে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থিতি নিশ্চিত হইতেছে বলিয়া উহা যে বৈকুণ্ঠ-বিশেষ নহে, তাহা প্রতীত হইতেছে;

---

(১) এই কল্পে শ্রীঅক্রূরের ব্রহ্ম-দর্শনের পূর্ব্বে গোপগণ গোলোক-দর্শন করেন। তবে এস্থলে 'পূর্ব্বে' বলিবার তাৎপর্য্য—পূর্ব্ববর্ত্তি-কল্পেও শ্রীঅক্রূর এই ব্রহ্মহ্রদে এবারকার মত ব্রহ্ম দর্শন করিয়াছিলেন। তাহা স্মরণ করিয়া 'পূর্ব্বে' পদ প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

তেষাং তদ্দর্শনাৎ পরমানন্দনির্বৃতত্বং সুবিস্মিতত্বমপি যুক্তমুক্তম্। তস্যৈব পূর্ণত্বাৎ। তথাপি পুত্রাদিরূপেণৈবোদয়াচ্চ। তথা তত্র কৃষ্ণং যথা দদৃশুস্তথা তৎপরিকরাণামন্যেষাং দর্শনানুক্তেস্ত এক এব তত্র পরিকরা ইত্যভিব্যজ্যতে। ততশ্চ লীলাদ্বয়ে কৃষ্ণবত্তেষামেব প্রকাশভেদঃ। যদা চ প্রকাশভেদো ভবতি তদা তত্তল্লীলারসপোষায় তেষু তত্তল্লীলাশক্তিরেবাভিমানভেদং পরস্পরমননুসন্ধানং চ প্রায়ঃ

বৈকুণ্ঠ সম্বন্ধে শ্রীনারায়ণ নানারূপে বিহার করেন, শ্রীকৃষ্ণ নহে; আর, গোপগণ বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন না, তাঁহারা গোলোকও গোকুলেই অবস্থান করেন, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। অতএব তাঁহাদের গোলোক দর্শনে পরমানন্দে পূর্ণতা এবং বিস্ময়াবিষ্টতা সমীচীন হইতেছে। কারণ, পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ধাম বলিয়া শ্রীগোলোক স্বরূপ-ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-পূর্ণ; গোপগণ বুঝিলেন, আমরা এ ধামে অবস্থান করিব, এবং তথায়ও আমাদের প্রাণকোটি-প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ আমাদের পুত্রাদিরূপে অবস্থান করিবেন—ইহাই পরমানন্দের বিষয়; আর, তাঁহাদের পুত্রাদিরূপে বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিমান বেদগণ-কর্ত্তৃক স্তুত হইতেছেন—ইহা বিস্ময়ের বিষয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে, গোপগণ যেই ধামে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন, তদীয় পরিকরগণের দর্শনের উল্লেখ নাই; তাহা হইতে গোলোক গোকুল উভয় স্থানে যে একই পরিকর তাহা অভিব্যক্ত হইতেছে। সুতরাং ব্রজলীলা ও গোলোকলীলায় শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তদীয় পরিকরগণেরও প্রকাশ-ভেদ হইয়া থাকে, ইহা জানা যাইতেছে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যেমন এক প্রকাশে বৃন্দাবনে, অপর প্রকাশে গোলোকে বিহার করেন, তাঁহার পরিকর গোপ-গোপীগণও এক প্রকাশে গোকুলে অপর প্রকাশে বৃন্দাবনে বিহার করেন যখন প্রকাশ-ভেদ হয়, তখন উভয় ধামগত বিবিধ লীলা-রস-পোষণের জন্য সেই সেই লীলা-শক্তি তাঁহাদিগের (পরিকরগণের) অভিমান-ভেদ এবং পরস্পরের অননুসন্ধান প্রায় সম্পাদন করিয়া থাকেন—এইরূপ বুঝিতে হইবে। যেমন—গোলোকে এক শ্রীনন্দ আছেন, গোকুলেও তেমন এক শ্রীনন্দ

সম্পাদয়তীতি গম্যতে। উদাহরিষ্যতে চাগ্রে। অতএবোক্তং ন বেদ স্বাং গতিং ভ্রমন্নিতি। তথা চ সতীদানীং শ্রীব্রজবাসিনাং কথঞ্চিজ্জাতয়া তাদৃশ্যেচ্ছয়া তেভ্যস্তেষামেব তাদৃশং প্রকাশবিশেষাদিকং দর্শিতমিতি গম্যতে। ন চ প্রকাশান্তরমসম্ভাবনীয়ম্। পরমেশ্বরত্বেন তৎশ্রীবিগ্রহপরিকরধামলীলাদীনাং যুগপদেকত্রাপ্যনন্তবিধবৈভবপ্রকাশশীলত্বাৎ। তদেবমুক্তোঽর্থঃ সমঞ্জস এব ॥১০॥১৮॥ শ্রীশুকঃ ॥১১৬॥

এবং দ্বারকাদীনাং তস্য নিত্যধামত্বং সিদ্ধম্। অথ তত্র কে তাবদস্য পরিকরাঃ?—উচ্যতে। পূর্য্যোর্যাদবাদয়ো বনে শ্রীগোপাদয়-

---

আছেন; উভয়স্থান-স্থিত ব্রজরাজই মনে করেন, আমিই নন্দ, অন্য কোন স্থানে আর কোন নন্দ নাই। ইত্যাদি। অগ্রে এ সম্বন্ধে উদাহরণ দেওয়া যাইবে। এই জন্য বলা হইয়াছে—তাঁহারা ভ্রমবশতঃ আপনাদের গতি জানে না। শ্রীকৃষ্ণ-লীলাপরিকরগণ প্রকাশভেদে উভয়স্থানে বিহার করেন বলিয়া, ব্রজবাসিগণের নিজ গতি (স্থান) দর্শনের কথঞ্চিৎ ইচ্ছা সঞ্জাত হইলে, তাঁহাদেরই প্রকাশ-বিশেষাদি দর্শন করাইয়াছিলেন—এইরূপ বুঝিতে হইবে।

এই প্রকার প্রকাশান্তর অসম্ভাবনীয় নহে। শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ, ধাম, পরিকর, লীলা প্রভৃতি একই সময়ে একই স্থানে অনন্তপ্রকার বৈভব-প্রকাশে সমর্থ। সুতরাং উপরে যে অর্থ করা হইয়াছে, তাহা সঙ্গতও বটে॥ ১১৬॥

শ্রীভগবৎ-পরিকরগণের তত্ত্ব।

এই প্রকারে দ্বারকাদি যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম তাহা সিদ্ধ হইল। অনন্তর দ্বারকা মথুরা বৃন্দাবনে কে কে তাঁহার পরিকর—ইহা জিজ্ঞাস্য। সম্প্রতি সেই পরিকরগণের কথা বলা হইতেছে। পুরীতে (দ্বারকা ও মথুরায়) যাদবাদি, বৃন্দাবনে শ্রীগোপ-গোপী প্রভৃতি তাঁহার পরিকর। কারণ, দ্বারকাদি যে তাঁহাদিগের (যাদবাদি ও গোপ-গোপী প্রভৃতির) নিত্যধাম, তাহা

শ্চেতি। দ্বারকাদিনিত্যধামত্বেন তেষাং স্বতঃসিদ্ধেঃ। তদ্রূপত্বে পরিকরান্তরাণামযুক্তত্বাদশ্রবণত্বাচ্চ। তৎপরিকরত্বেনৈবারাধনাদি-বাক্যানি দর্শিতানি দর্শয়িতব্যানি চ। অতএবোক্তং পাদ্মে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে শ্রীকৃষ্ণসত্যাসংবাদে—এতে হি যাদবাঃ সর্বে মদ্গণা এব ভামিনি। সর্বদা মৎপ্রিয়া দেবি মত্তুল্যগুণশালিন ইতি। এবকারান্ন দেবাদয়ঃ। শ্রীহরিবংশেঽপ্যনিরুদ্ধান্বেষণে তাদৃশত্বমেবোক্তমক্রূরেণ —দেবানাঞ্চ হিতার্থায় বয়ং যাতা মনুষ্যতামিতি। শ্রীমথুরায়াস্ত্ব-বতারাবসরেণাভিব্যক্তা অপি নিগূঢ়তয়া কেচিত্তস্যামেব বর্ত্তমানাঃ শ্রূয়ন্তে। যথা শ্রীগোপালোত্তরতাপন্যাম্—যত্রাসৌ সংস্থিতঃ কৃষ্ণ-

---

স্বতঃসিদ্ধ আছে; শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের (যাদবগণ ও গোপ-গোপী ছাড়া) অন্য পরিকর অযুক্ত, এবং অন্যবিধ পরিকরের কথা শাস্ত্রাদিতেও শুনা যায় না। শ্রীকৃষ্ণের পরিকররূপে যাদব ও গোপগণের আরাধনাদির বাক্যসকল দেখান হইয়াছে, পরেও দেখান হইবে। এই জন্য পদ্মপুরাণের কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামার সংবাদে উক্ত হইয়াছে—"হে ভামিনি! এই যাদব সকলই আমার নিজগণ। হে দেবি! ইহারা সর্ব্বদা আমার প্রিয় এবং আমার তুল্য গুণশালী। এই শ্লোকে (মদ্গণা এব—এই) 'এব' পদদ্বারা দেবাদি শ্রীকৃষ্ণের পরিকর নহে, কেবল যাদবগণই তদীয় পরিকর—ইহা নির্দ্দিষ্ট হইল। শ্রীহরিবংশেও অনিরুদ্ধ অন্বেষণ-প্রসঙ্গে যাদবগণের শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরত্ব শ্রীঅক্রূর মহাশয়-কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে—"দেবগণের হিতার্থে আমরা (শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরগণ) মনুষ্যরূপে প্রকট হইয়াছি।" এই যাদবগণ দ্বারকার পরিকর।

শ্রীমথুরায় অবতারাবসরে অর্থাৎ প্রকট-লীলা-কালে যে সকল পরিকর আবির্ভূত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের কেহ কেহ তথায় নিগূঢ়-ভাবে বিরাজ করেন, অর্থাৎ প্রকট-লীলায়ও শ্রীমথুরার কোন কোন পরিকর অপ্রকট ভাবে (মানব-নেত্রের অগোচরে) অবস্থান করেন এইরূপ শুনা যায়। যথা,—শ্রীগোপাল-তাপনীর উত্তর বিভাগে—"যে মথুরায় বিভু শ্রীকৃষ্ণ—রাম, অনিরুদ্ধ

স্ত্রিভিঃ শক্ত্যা সমাহিতঃ। রামানিরুদ্ধপ্রদ্যুম্নৈ রুক্মিণ্যা সহিতো বিভুঃ॥ ইতি। শ্রীবৃন্দাবনে তৈঃ সদা বিহারশ্চ। যথা পাদ্মপাতাল-খণ্ডে শ্রীযমুনামুদ্দিশ্য—অহো অভাগ্যং লোকস্য ন পীতং যমুনা-জলম্। গোবৃন্দগোপিকাসঙ্গে যত্র ক্রীড়তি কংসহেতি। স্কান্দে তু —বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চ সদা ক্রীড়তি মাধবঃ। বৃন্দাবনান্তরগতঃ সরামো বালকৈর্বৃত ইতি। ন তু প্রকটলীলাগতেভ্য এতে ভিন্নাঃ,

---

প্রদ্যুম্ন—এই তিন এবং শক্তি—শ্রীরুক্মিণীর সহিত অবস্থিত আছেন।" এই প্রমাণে দেখা যায়, প্রকট-লীলা-কালে মথুরায় অনিরুদ্ধাদির অবস্থিতির কথা প্রসিদ্ধ না থাকিলেও, মানব-নেত্রের অগোচরে তথায় সর্ব্বদা তাঁহারা অবস্থান করেন। ইহারা (যাদববর্গ) মথুরার পরিকর।

শ্রীবৃন্দাবনে গোপ-প্রভৃতির সহিত নিত্য-বিহার প্রসিদ্ধ আছে। যথা,—পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে শ্রীযমুনাকে উদ্দেশ্য করিয়া—"কংসহা শ্রীকৃষ্ণ গো-সমূহ এবং গোপীকা-সঙ্গে যে স্থানে ক্রীড়া করেন, সেই যমুনার জল যে পান করেন নাই, তাহার বড় দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।" এই প্রমাণানুসারে দেখা গেল, শ্রীবৃন্দাবনীয় যমুনার জলে শ্রীকৃষ্ণ, গো এবং গোপীকা-সঙ্গে সতত বিহার করেন। স্কন্দপুরাণে যথা,—"বলরাম সহ শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণে পরিবৃত হইয়া অন্য (অপ্রকট-প্রকাশস্থিত) শ্রীবৃন্দাবনে বৎস ও বৎসতরীগণের সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতেছেন।" এই শ্লোকের 'ক্রীড়তি'—বর্ত্তমান-কালীয় ক্রিয়াদ্বারা সপরিকরে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-বিহার সূচিত হইল। প্রকট-লীলাগত পরিকরগণ হইতে এই নিত্য-লীলাগত পরিকরগণ ভিন্ন নহেন। যেহেতু, পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামা-সংবাদে "এতে হি যাদবাঃ সর্ব্বে মদ্গণা এব ভামিনি।"—এই বাক্যের "এতৎ"-শব্দ প্রয়োগদ্বারা প্রকট ও অপ্রকট লীলাগত পরিকরগণের অভিন্নতা দেখান হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "ইহারাই আমার নিজ-জন"; যে যাদবগণ সম্বন্ধে এ কথা বলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া অন্য কাহাকেও লইয়া তিনি লীলা করেন, এ কথা কোন মতে সম্ভাবনা করা যায় না। সুতরাং দ্বারকায় প্রকট ও অপ্রকট-লীলাতে

এতে হি যাদবাঃ সর্ব ইত্যনুসারাৎ। তথাহি পাদ্মনির্বাণখণ্ডে চ শ্রীভগবদ্বাক্যম্' নিত্যাং মে মথুরাং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা। যমুনাং গোপকন্যাশ্চ তথা গোপালবালকান্। মমাবতারো নিত্যোঽয়মত্র মা সংশয়ং কৃথা ইতি। অতস্তানেবোদ্দিশ্য শ্রুতৌ চ তত্র ঋক্ষু—তাং বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যে যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরীতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ —তাং তানি বাং যুবয়োঃ কৃষ্ণরামযোর্বাস্তূনি লীলাস্থানানি গমধ্যে গন্তুং প্রাপ্তুম্ উশ্মসি কাময়ামহে। তানি কিং বিশিষ্টানি যত্র যেষু ভূরিশৃঙ্গা মহাশৃঙ্গ্যো গাবো বসন্তি। যথোপনিষদি ভূমবাক্যে ধর্ম্মিপরেণ ভূমশব্দেন মহিষ্ঠমেবোচ্যতে ন তু বহুতরমিতি। যূথদৃষ্ট্যৈব

যাদবগণ যেমন লীলাপরিকর, তেমন শ্রীবৃন্দাবনেরও প্রকট অপ্রকট উভয় লীলাতে গোপাদিই লীলাপরিকর। পদ্মপুরাণের নির্ব্বাণখণ্ডে শ্রীভগবদ্বাক্যও সেই প্রকার দেখা যায়। যথা—"আমার এই মথুরাকে নিত্যা বলিয়া জান। বৃন্দাবন-নামক বন, যমুনা, গোপ-কন্যা, গোপ-বালকগণকেও তদ্রূপ (নিত্য) জানিবে। এই মথুরা ও বৃন্দাবনে আমার নিত্য অবতার—এ বিষয়ে কোন প্রকার সংশয় নাই।" অতএব গোপ প্রভৃতিকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রুতিতে ঐরূপ (তাঁহাদের নিত্যত্ব) বলা হইয়াছে; যথা—ঋগ্বেদে—"তোমাদের (রামকৃষ্ণের) সেই বাস্তু (লীলা-স্থান) সকল পাইবার জন্য কামনা করিতেছি।" সেই লীলা-স্থান-সকল কি প্রকার তাহা বলিতেছেন—তথায় ভূরি-শৃঙ্গী গো-সকল বাস করিতেছে। এস্থলে ভূরিশৃঙ্গী শব্দের অর্থ—মহাশৃঙ্গী। যেমন উপনিষদে ভূম-বাক্যে ধর্ম্মিপর যে ভূম শব্দ, তদ্দ্বারা মহিষ্ঠ (বৃহৎ) অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে, বহুতর অর্থ প্রকাশ করা হয় নাই, এস্থলেও তদ্রূপ ভূরি-শব্দের বহুতর অর্থ হইবে না, মহিষ্ঠ অর্থ হইবে। অথবা 'ভূরি' শব্দের 'বহুতর' অর্থ স্বীকার করিয়াও অন্যরূপ অর্থ করা যায়—গো-যূথের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, বহুতর শৃঙ্গী অর্থ হইতে পারে;—

বরা ভূরিশৃঙ্গা বহুশৃঙ্গ্যঃ বহুশুভলক্ষণা ইতি বা। অয়াসঃ শুভাঃ। অত্র ভূমৌ তল্লোকবেদপ্রসিদ্ধং শ্রীগোলোকাখ্যং উরুগায়স্য স্বয়ং ভগবতো বৃষ্ণঃ সর্বকামদুঘচরণারবিন্দস্য পরমং প্রপঞ্চাতীতং পদং স্থানং ভূরি বহুধা অবভাতীত্যাহ বেদ ইতি। যজুঃসু মাধ্যন্দিনীয়াস্তু যা তে ধামন্যুশ্মসীত্যাদৌ (যাতি ধামন্যুশ্মসীত্যাদৌ ইতি বা পাঠঃ) বিষ্ণোঃ পরমং পদমবভাতি ভূরীতি পঠন্তি। পাদ্মোত্তরখণ্ডে তু যত্ত্বিয়ং শ্রুতিঃ পরমব্যোমপ্রস্তাব উদাহৃতা তৎ পরমব্যোমগোলোকয়োরেকতাপত্ত্যপেক্ষয়েতি মন্তব্যম্। গোশব্দস্য সাস্নাদিমত্ত্যেব প্রচুরপ্রয়োগেণ ঝটিত্যর্থপ্রতীতেঃ। শ্রীগোলোকস্য ব্রহ্মসংহিতা-হরিবংশমোক্ষধর্মাদিষু প্রসিদ্ধত্বাচ্চ। অথর্বণি চ শ্রীগোপালতাপন্যাম্—জন্মজরাভ্যাং ভিন্নঃ স্থাণুরয়মচ্ছেদ্যোঽয়ং যোঽসৌ সৌর্য্যে

যূথে বহু গো থাকে, তাহাদের (সকলের) অনেক শৃঙ্গ। সেই—গো-সকল কেমন ?—"অয়াস"—শুভ-লক্ষণযুক্ত। "অত্র"—এই ভূমিতে সেই লোকবেদ-প্রসিদ্ধ শ্রীগোলোক-নামক "উরুগায়"—স্বয়ং ভগবান, যিনি "বৃষ্ণ" অর্থাৎ যাহার চরণ-কমল সর্ব্বাভিলাষ-পূরক, তাঁহার পরম—প্রপঞ্চাতীত "পদ"—স্থান বহু প্রকারে প্রকাশমান আছে—ঋগ্বেদ এই কথা বলিয়া থাকেন।

যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনীয় শ্রুতিতে উক্ত আছে—"সেই ধামকে কামনা করিতেছি, যাহা বিষ্ণুর পরম-ধাম এবং বহু প্রকারে প্রকাশমান।" যদিও পদ্মপুরাণের উত্তর-খণ্ডে এই শ্রুতি পরব্যোম-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে, তথাপি পরব্যোম এবং শ্রীগোলোকের ঐক্য-অপেক্ষাতেই সেইরূপ অর্থাৎ পরব্যোম-প্রস্তাবে উল্লেখিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। কারণ, গোশব্দের গল-কম্বল-বিশিষ্ট পশুতে প্রচুর প্রয়োগ হেতু তাদৃশ প্রণালীতেই সত্বর অর্থ প্রতীতি হয়; আর শ্রীগোলোকের ব্রহ্মসংহিতা, হরিবংশ, মোক্ষধর্ম্ম প্রভৃতিতে গো-সকলের স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

অথর্ব্ববেদে—শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে—"যিনি জন্ম-জরা-রহিত, ত্রিকাল-স্থায়ী ও অপক্ষয় শূন্য, যিনি সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিত, যিনি গো-সকলে অব-

তিষ্ঠতি যোঽসৌ গোষু তিষ্ঠতি যোঽসৌ গোপান্ পালয়তি যোঽসৌ গোপেষু তিষ্ঠতি ইত্যাদি। তদেবমুভয়েষামপি নিত্যপার্ষদত্বে সিদ্ধে, যত্তু শস্ত্রাঘাতক্ষতবিষপানমূর্চ্ছাতত্ত্ববুভুৎসাসংসারনিস্তারোপদেশাস্পদত্বাদিকং শ্রূয়তে, তদ্ভগবত ইব নরলীলোপয়িকতয়া প্রপঞ্চিতমিতি মন্তব্যম্। যথা, তবেয়ং বিষমা বুদ্ধিরিত্যাদিকং, সাক্ষাৎ শ্রীরুক্মিণীং প্রতি শ্রীবলদেববাক্যে, যচ্চ শ্রীমদুদ্ধবমুদ্দিশ্য,

---

স্থিত, যিনি গোপগণকে পালন করেন, যিনি গোপগণ মধ্যে অবস্থান করেন" ইত্যাদি। উত্তর বিভাগ ২৩। এই শ্রুতি হইতে দেখাযায়, গোপাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণ নিত্যবিহার করেন।

এই সকল প্রমাণ হইতে দেখাগেল, যাদববর্গ ও গোপাদি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্ষদ। তাহাহইলেও যাদবগণ বৈরিকৃত শস্ত্রাঘাতে ক্ষত হইয়াছেন, গোপগণ কালীয়-হ্রদের বিষজল পান করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছেন, শ্রীবসুদেব শ্রীউদ্ধব প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, কুরুক্ষেত্রে বসুদেব মহাশয় সমাগত মুনিদিগের নিকট সংসার-নিস্তারোপায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; —সে সকল কেবল নরলীলার উপযোগি-রূপেই বিস্তার করিয়াছিলেন অর্থাৎ শ্রীভগবান্ যেমন নরলীলার অভিপ্রায়ে নানাবিধ মনুষ্য-চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা তদীয় লীলার সহায় বলিয়া সে সকল মনুষ্য-চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই প্রকার মনুষ্য-চেষ্টা-প্রকাশের একটী দৃষ্টান্ত শ্রীরুক্মিণীদেবীর চরিত্রে যথা—শ্রীবলদেবচন্দ্র দেবীকে বলিলেন, তুমি অজ্ঞের ন্যায় সর্ব্বভূতের অহিতকারী ভ্রাতৃগণের যে সর্ব্বদা মঙ্গল ইচ্ছা করিতেছ, ইহা তোমার অসমীচীনা বুদ্ধি; কারণ, তাহা তোমার সুহৃদ্গণের অশুভকরী।" ১০।৫৪।২৪॥ ভগবদ্দ্রোহী রুক্মী (শ্রীরুক্মিণীর ভ্রাতার) প্রতি শ্রীরুক্মিণীদেবীর সহানুভূতি দেখিয়া শ্রীবলদেব ঐ কথা বলিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীকৃষ্ণদেবীর—তথা সর্ব্বভূতের অনিষ্টকারীর প্রতি কখনও সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেননা; তাদৃশ ব্যক্তিতে ভ্রাতৃত্ব-মনন এবং তজ্জনিত হিতানুসন্ধানের কারণ, কেবল নরলীলার মুগ্ধতা, অজ্ঞতা নহে। আর শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন

স কথং সেবয়া তস্য কালেন জরসং গত ইত্যুক্তং, তদপি চিরকাল-সেবাতাৎপর্য্যকমেব। তত্র প্রবয়সোঽপ্যাসন্ যুবানোঽতিবলৌজস ইতি বিরোধাৎ। ক্বচিচ্চ প্রকটলীলায়াঃ প্রাপঞ্চিকলোকমিশ্রত্বাৎ যথার্থমেব তদাদিকম্। যথা শতধন্ববধাদৌ। অন্তরঙ্গানাং ভগবৎ-

—হে রাজন! শৈশবাবধি শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতে করিতে কালক্রমে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত শ্রীউদ্ধব, শ্রীবিদুরকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রত্যুত্তর-প্রদানে কিরূপে সমর্থ হইয়াছিলেন? যে হেতু, তিনি নিজ প্রভু শ্রীকৃষ্ণের বিরহোৎকণ্ঠায় অতীব অধীর হইয়াছিলেন।" ৩।২।৩—এস্থলে যে শ্রীউদ্ধব-মহাশয়ের বৃদ্ধত্ব প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা কালকৃত বার্দ্ধক্য-সূচনার জন্য নহে,—তিনি যে চিরকাল শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়াছিলেন তাহা বুঝাইবার জন্য। কারণ,

তত্র প্রবয়সোঽপ্যাসন্ যুবানোঽতি বলৌজসঃ।
পিবন্তোঽক্ষৈর্মুকুন্দস্য মুখাম্ভোজ সুধাংমুহুঃ॥ ১০।৪৫।১৫

(হে মহারাজ! কংসভয়ে যদু, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, কুকুর (১) প্রভৃতি যাঁহারা পলায়ন করিয়া বিদেশে বাস করিতেছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে আনাইয়া বিত্তদ্বারা পরিতুষ্ট করতঃ স্ব স্ব গৃহে বাস করাইয়াছিলেন।) "তাঁহাদের মধ্যে বৃদ্ধ ব্যক্তিরাও শ্রীকৃষ্ণের মুখ-কমল-সুধা স্ব স্ব নয়ন-যোগে বারংবার পান করিয়া সাতিশয় বলতেজ সম্পন্ন যুবার ন্যায় হইয়াছিলেন।" শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন করিয়া বয়োবৃদ্ধ যাদবাদি যদি যুবক হইতে পারেন, তবে শৈশবাবধি শ্রীকৃষ্ণ-সেবা-পরায়ণ শ্রীমান উদ্ধবের বৃদ্ধত্ব কিরূপে সম্ভবপর হয়? পক্ষান্তরে প্রকট লীলায় প্রাপঞ্চিক লোকের মিশ্রণ-হেতু কোন কোন স্থলে মনুষ্যের মত যথার্থ অজ্ঞতাও দৃষ্ট হয়। যথা শতধন্বা-বধ প্রভৃতি। (২)

(১) কুকুর—বংশ-বিশেষ।

(২) শ্রীঅক্রূর শতধন্বার সহিত মিলিত হইয়া শ্রীসত্যভামার পিতা সত্রাজিৎকে বধ করিবার জন্য তাহাকে উপদেশ দান করেন। এস্থলে শ্রীঅক্রূরের দুঃসঙ্গ ও দুরভিসন্ধি সম্ভাবনা করা যায়না, প্রাপঞ্চিক-লোক-মিশ্রলীলা-হেতু তাহা সংঘটিত হইয়াছিল।

সাধারণ্যন্তু যাদবানুদ্দিশ্যোক্তম্—মত্তুল্যগুণশালিন ইতি। গোপানুদ্দিশ্য চ—গোপৈঃ সমানগুণশীলবয়োবিলাসবেষৈশ্চেতি। পাদ্মনির্মাণখণ্ডে চ—গোপালা মুনয়ঃ সর্বে বৈকুণ্ঠানন্দমূর্ত্তয় ইতি। যতো যো বৈকুণ্ঠঃ শ্রীভগবান্ স ইবানন্দমূর্ত্তয়স্তে ততস্তৎপরমভক্তত্বাদেব মুনয় ইত্যুচ্যতে। নতু মুন্যবতারত্বাদিতি জ্ঞেয়ম্। নৈতে সুরেশা ঋষয়ো নবৈত ইত্যাদিকং শ্রীবলদেববাক্যঞ্চ ভগবদাবির্ভাবলক্ষণ-

---

অন্তরঙ্গ ভক্তগণের শ্রীভগবানের তুল্য-ধর্ম্মতা যাদবগণকে উদ্দেশ্য করিয়া পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"মত্তুল্যগুণশালিনঃ—ইহারা আমার তুল্য গুণশালী।" আর ভগবত্তুল্য-ধর্ম্মতা সম্বন্ধে গোপগণকে উদ্দেশ্য করিয়া পদ্মপুরাণে "সমান-গুণশীল-বয়স-বেষ-বিশিষ্ট গোপগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বিহার করেন।" পদ্ম-পুরাণের নির্ম্মাণখণ্ডে—গোপসকল মুনি, যেহেতু তাঁহারা বৈকুণ্ঠানন্দ-মূর্ত্তি।" ইহার অর্থ—যিনি বৈকুণ্ঠ শ্রীভগবান, সেই শ্রীভগবান্ যেমন আনন্দ-মূর্ত্তি, তদীয় পরিকর গোপ সকলও সেই রূপ আনন্দ-মূর্ত্তি। যে কারণে—শ্রীভগবানের পরম ভক্ত বলিয়া তাঁহারা (গোপগণ) আনন্দ-মূর্ত্তি, সেই কারণে তাঁহাদিগকে মুনি বলা হইয়াছে, মুনিগণের অবতার বলিয়া গোপগণকে মুনি বলা হয় নাই—ইহা বুঝিতে হইবে। কারণ, শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—

নৈতে সুরেশা ঋষয়ো ন বৈতে
ত্বমেব ভাসীশ ভিদাশ্রয়েঽপি। ১০।১৩।৩৫

"এই গোপগণ ও বৎস সকল দেবতাও নহে ঋষিও নহে, ভেদাশ্রয় হইলেও তুমি ইহাদের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছ (১)।" ১০।১২।৩৫—এই বাক্যে

---

(১) শ্রীবলদেব-বাক্যের তাৎপর্য্য—ব্রহ্মাকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের সখা গোপবালক ও বৎসগণ অপহৃত হইলে তিনি নিজ স্বরূপ হইতে গোপাদি প্রকাশ করিয়া তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। যে জন্য শ্রীবলদেব-চন্দ্র বলিয়াছেন, তুমিই গোপালীরূপে পাইয়াছ।

গোপাদীনাং কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্য্যুতাসুরীত্যাদি-প্রাপ্তমন্যত্বমেব নিষেধতি ন তু পূর্ব্বেষাঞ্চ তদ্বিদধাতি কল্পনাগৌরবাদিতি জ্ঞেয়ম্। যুক্তঞ্চৈষাং তৎসাদৃশ্যং, তস্যাত্মতন্ত্রস্য হরেরধীশিতুঃ পরস্য মায়াধিপতেঃ মহাত্মনঃ প্রায়েণ দূতা ইহ বৈ মনোহরাশ্চরন্তি তদ্রূপগুণস্বভাবাঃ॥ ইতি শ্রীযমবাক্যাদনুগতত্বাৎ। দৃষ্টঞ্চ প্রথমে—প্রাবিশৎ পুরমিত্যারভ্য, মধুভোজদশার্হার্হকুকুরান্ধকবৃষ্ণিভিঃ।

গোপাদি যে শ্রীভগবানের আবির্ভাব-বিশেষ, তাহা স্থির হইল; আর—

কেয়ংবা কুত আয়াতা দৈবী বানার্য্যুতাসুরী।
প্রায়োমায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী।*

এই শ্লোকে গোপাদির অন্যত্ব অর্থাৎ ইহারা শ্রীকৃষ্ণের মায়া-প্রসূত, এরূপ যে সন্দেহ হইয়াছিল, তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু যে সকল বৎস ও গোপ-বালক ব্রহ্মার মায়া-শয়নে শায়িত হইয়াছিলেন, তাঁহারা মুনি ও দেবগণের অংশ-সম্ভূত, আর শ্রীকৃষ্ণ হইতে যে সকল বৎস ও বালক আবির্ভূত, তাঁহারা মুনি ও দেবতার অংশ-সম্ভূত নহে—এইরূপ নির্দ্ধারণ করা হয় নাই। সেরূপ নির্দ্ধারণ করিলে--কল্পনা-গৌরব প্রকাশ পায়—ইহা বুঝিতে হইবে।

গোপগণের শ্রীকৃষ্ণ-সাদৃশ্য সমীচীন বটে; কারণ ধর্ম্মরাজ যম নিজ দূতগণকে বলিয়াছেন—"সেই পরম স্বতন্ত্র অধীশ্বর মায়াধিপতি মহাত্মা সর্ব্বনিয়ামক শ্রীহরির মনোহর দূতগণরূপ, প্রভাবাদিগুণ এবং ভক্তবাৎসল্যাদি-স্বভাব সকলে তাঁহার তুল্য; তাঁহারা (ভক্ত-রক্ষার জন্য) সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া থাকেন।" ৬।৩।১৭—এই বাক্য প্রমাণে ভগবৎ-পার্ষদমাত্রেরই তত্তুল্যরূপ গুণশালিতা দেখান হইয়াছে। প্রথম স্কন্ধেও পার্ষদগণের ভগবৎ-সাদৃশ্য দেখা যায়—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপুর-প্রবেশ-প্রসঙ্গে—

মধুভোজ দাশার্হার্হ কুকুরান্ধক-বৃষ্ণিভিঃ।
আত্মতুল্যৈর্বলৈর্গুপ্তাং নাগৈর্ভোগবতীমিব॥১।১১।১০

(*) এই শ্লোকের বিস্তৃত অনুবাদাদি ১৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আত্মতুল্যবলৈর্গুপ্তামিত্যাদি। অতএব, গোপজাতিপ্রতিচ্ছন্না দেবা গোপালরূপিণম্। ঈড়িরে কৃষ্ণং রামঞ্চ নটা ইব নটং নৃপেত্যত্র সাম্যমেব সূচিতম্। অর্থশ্চ—দেবাঃ শ্রীকৃষ্ণাবরণে মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকেতি ন্যায়েন তদ্বদেবোপাস্যা অপি শ্রীদামাদয়ো গোপজাত্যা প্রতিচ্ছন্না অন্যগোপসামান্যভাবেন প্রায়স্তাদৃশতয়া লক্ষয়িতুমশক্যাঃ। তত্র কৃষ্ণং রামঞ্চ গোপালরূপিণমিতি দৃষ্টান্তগর্ভম্। যথা তাদৃশাবপি তৌ তদ্রূপিণৌ তথা তেঽপীত্যর্থঃ। অত্র দেবা ইত্যনেন মহত্ত্বসাম্যং গোপালরূপিণমিত্যনেন প্রকৃতিবেশলীলাসাম্যং

"নাগগণ- রক্ষিত ভোগবতীপুরীর মত নিজতুল্য বলশালী মধুভোজ যাদব, অর্হ, কুকুর (বংশবিশেষ) ও অন্ধকগণ-কর্ত্তৃক রক্ষিত দ্বারকাপুরীতে শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিলেন।" এই শ্লোকে যাদবগণের শ্রীকৃষ্ণতুল্য বলশালিতা বর্ণিত হইয়াছে। অতএব পরিকরগণের শ্রীভগবৎ-সাদৃশ্য হেতু, বক্ষ্যমাণ শ্লোকে গোপগণের শ্রীকৃষ্ণ-তুল্যতা সূচনা করা হইয়াছে;—হে নৃপ! নট যেমন নটের স্তব করে, গোপজাতি প্রতিচ্ছন্ন দেবগণও তেমন গোপালরূপী রাম কৃষ্ণকে স্তব করিয়াছিলেন। ১০।১৮।৬॥ এই শ্লোকের অর্থ—এস্থলে দেবতা শব্দে শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ অভিহিত হইয়াছেন। শ্রীদামাদি কৃষ্ণ-সখাগণ 'আমার পূজা হইতে আমার ভক্তের পূজা বড়' (১) এই ন্যায়ানুসারে (২) শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় উপাস্য হইলেও, তাঁহারা গোপ-জাতি দ্বারা প্রতিচ্ছন্ন—অন্য সাধারণ গোপের ন্যায় বেশ-ব্যবহার-বিশিষ্ট বলিয়া, তাঁহারা প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণ-তুল্য উপাস্য—ইহা লক্ষ্য করিতে অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বুঝিতে পারা যায় না। "গোপাল রূপী রামকৃষ্ণ"—এই বাক্যটী দৃষ্টান্ত-গর্ভ; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, শ্রীবলরাম মূল সঙ্কর্ষণ হইলেও তাঁহারা উভয়ে যেমন গোপালরূপী, ভগবন্নিত্য-পার্ষদ

(১) সম্পূর্ণ শ্লোক—

আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্ত--পূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ॥ ১১।১৯।১৯

(২) ন্যায়ের লক্ষণ ২৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নটা ইব নটমিত্যনেন গুণসাম্যঞ্চাভিপ্রেতমিতি। তত্র যাদবাদীনাং তৎপার্ষদত্বং যোজয়তি—অহং যূয়মসাবার্য্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ সর্বেঽপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরম্। যূয়ং শ্রীমদানকদুন্দুভ্যাদয়ো বিমৃগ্যাঃ পরমার্থরূপত্বাদন্বেষণীয়াঃ। তথান্যদপি দ্বারকৌকো জঙ্গমস্থাবরসহিতং যৎকিঞ্চিত্তদন্বেষ্যম্। অহং শ্রীকৃষ্ণ ইতি দৃষ্টান্তত্বেনোপন্যস্তম্। ততশ্চ নরাকারব্রহ্মণি স্বস্মিন্নিব তন্নিত্যপরিকরে সর্বত্রৈব পরমপুরুষার্থত্বমিতি ভাবঃ। তস্মাদ্ যথা পূর্বং রজস্তম ইত্যাদিনা সত্ত্বাদিগুণানাং তদ্বৃত্তীনাঞ্চ ব্রহ্মণি ত্রৈকালিক-

---

শ্রীদামাদিও তেমন গোপরূপী। এস্থলে 'দেব' পদদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপগণের মাহাত্ম্য-সাম্য, গোপালরূপী পদদ্বারা প্রকৃতি-বেশ-লীলা-সাম্য, আর নট-দৃষ্টান্ত দ্বারা গুণ-সাম্য প্রদর্শন করা হইয়াছে।

যাদবাদির শ্রীকৃষ্ণ-পার্ষদত্ব।

শ্রীকৃষ্ণ-পরিকর-নিরূপণ-প্রসঙ্গে যাদবাদির শ্রীকৃষ্ণ-পার্ষদত্ব যোজনা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব-মহাশয়কে বলিয়াছেন—হে যদু-শ্রেষ্ঠ! আমি আপনারা, আর্য্য—শ্রীবলদেবচন্দ্র এবং এই দ্বারকাবাসি সচরাচর সকলেই ব্রহ্ম-স্বরূপে (ঈশ্বর তত্ত্বরূপে) অন্বেষণীয়। ১০।৮৫।২১

শ্লোক ব্যাখ্যা :— আপনারা—শ্রীবসুদেব প্রভৃতি পারমার্থিক সত্যবস্তু-হেতু অন্বেষণীয়; অপর—দ্বারকাবাসী স্থাবর-জঙ্গম সহিত যাবতীয় বস্তু তদ্রূপ অন্বেষণীয়। দ্বারকাস্থিত সকলের পারমার্থিক সত্যত্ব নিরূপণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে দৃষ্টান্ত-স্বরূপে উপন্যস্ত করিয়াছেন। তাহা হইতে নরাকৃতি পরমব্রহ্ম আপনার মত তদীয় নিত্য পরিকর সকলের পরম পুরুষার্থত্ব নিশ্চয় করিলেন। সকলেই পুরুষার্থ বস্তুর অন্বেষণ করে। শ্রীকৃষ্ণ পুরুষার্থ-বস্তু বলিয়া তিনি যেমন অন্বেষণীয়, তাঁহার পরিকরবর্গও পুরুষার্থ বস্তু-হেতু তদ্রূপ অন্বেষণীয়; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি যেমন প্রয়োজন, তদীয় পরিকরগণের প্রাপ্তিও তদ্রূপ প্রয়োজন। পরিকরগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তিতেই পরমানন্দ লাভ; কেবল শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তিতে লীলারস আস্বাদনের সম্ভাবনা নাই।

স্পর্শাসম্ভবান্মায়য়ৈব তদধ্যাসো ভবতা বর্ণিতস্তথা দৃষ্টিরত্র তু ন কার্য্যেতি তাৎপর্য্যম্। লৌকিকাধ্যাত্মগোষ্ঠী ত্বেবমেবেত্যাহ দ্বয়েন।

এই জন্য—যাদবগণের নিত্য-পরিকরত্ব হেতু,

সত্ত্বং রজস্তমইতি গুণাস্তদ্বৃত্তয়শ্চ যাঃ।
ত্বয্যদ্ধা ব্রহ্মণি পরে কল্পিতা যোগমায়য়া॥ ১০।৮৫।১৩

শ্রীবসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন "সত্ত্ব, রজ, তম—এই তিন গুণ এবং মহত্তত্ত্বাদি যে সকল গুণবৃত্তি অর্থাৎ গুণ-পরিণাম আছে, তৎসমুদয় যোগমায়া দ্বারা সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম তোমাতে কল্পিত হইয়াছে।" এই শ্লোক দ্বারা সত্ত্বাদি-গুণ এবং গুণবৃত্তি-সমূহের ব্রহ্মে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান—কালত্রয়ে স্পর্শের অসম্ভাবনা-হেতু মায়াদ্বারা তৎসমুদয়ের অধ্যাসের (১) কথা আপনি (শ্রীবসুদেব) যাহা বলিয়াছেন, পরিকরগণে তদ্রূপ গুণবৃত্তির অধ্যাস স্বীকার করা যায় না—ইহাই তাৎপর্য্য।

লৌকিক আধ্যাত্ম গোষ্ঠিতে এই অধ্যাসের কথা স্বীকৃত হয়। এ স্থলে পরিকরগণের তত্ত্বালোচনা হইতেছে; ইহা পারমার্থিক অধ্যাত্ম-গোষ্ঠি। (২)

(১) অসর্পভূতে রজ্জৌ সর্পারোপবৎ বস্তুন্যবস্ত্বারোপ অধ্যারোপঃ।—সর্প নয় যে রজ্জু, সেই রজ্জুতে সর্পের আরোপের মত, বস্তুতে অ-বস্তুর আরোপ—অধ্যারোপ। অধ্যারোপের নামান্তর অধ্যাস। অধ্যাস—ভ্রম। বস্তু—ব্রহ্ম। মায়া ও মায়া-কল্পিত বস্তুসকল অ-বস্তু।

(২) আত্ম-তত্ত্বালোচনার স্থান অধ্যাত্ম-গোষ্ঠি। সাধারণ মানবগণ যে স্থানে আত্ম-তত্ত্বালোচনা করে, তাহা লৌকিক অধ্যাত্ম-গোষ্ঠি। এই গোষ্ঠিতে যাহারা থাকে, তাহারা লীলা-তত্ত্বানভিজ্ঞ বলিয়া মনে করে—এক ব্রহ্ম, মায়াদ্বারা বহুধা অবভাত (প্রকাশিত) হইতেছেন। বাস্তবিক তাহা নহে; তিনি আপনার চিচ্ছক্তি, জীব-শক্তি ও মায়া-শক্তি দ্বারা অনন্ত-বৈকুণ্ঠ ও অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে বিচিত্র-লীলা করিতেছেন। পার্ষদগণ স্বরূপ-শক্তির বিচিত্র পরিণতি; আর, জীব-শক্তি ও মায়া-শক্তির সহযোগিতায় বিশ্ব রচিত হইয়াছে।

যথা—আত্মা হ্যেকঃ স্বয়ং জ্যোতির্নিত্যোঽন্যো নির্গুণো গুণৈঃ। আত্মসৃষ্টৈস্তৎকৃতেষু ভূতেষু বহুধেয়তে ॥১১৭॥

অত্রানুগতার্থান্তরং চ দৃশ্যতে দ্বারকায়ামিতি প্রকরণেন লভ্যতে হি যস্মাদেক এবাত্মা ভগবত্তত্ত্বমাত্মসৃষ্টৈঃ স্বরূপাদেবোল্লসিতৈর্গুণৈঃ স্বরূপশক্তিবৃত্তিবিশেষৈঃ কর্ত্তৃভিস্তৎকৃতেষু তস্মিন্ স্বরূপ এব প্রাদু-

---

তাহাতে তদ্রূপ অধ্যাস স্বীকার করা যায় না। লৌকিক অধ্যাত্ম-গোষ্ঠিতে যে অধ্যাসের কথা স্বীকৃত হয়, তাহা উক্ত অধ্যায়ের দুই শ্লোকে বর্ণিত আছে। "স্বয়ং-জ্যোতি-স্বরূপ নিত্য নির্গুণ আত্মা, নিজ সৃষ্ট গুণদ্বারা রচিত দেহ-সকলে বহু প্রকারে প্রকাশিত হইয়া থাকেন।" ১০।৮৫।২২॥১১৭

স্থূল-দৃষ্টিতে উক্ত শ্লোকের ব্রহ্ম-জ্ঞান-পর-অর্থ-আপাততঃ প্রতীত হইলেও, প্রকরণাধীন অর্থান্তর দেখা যায়। এ স্থলে পরিকরগণের ভগবৎ-সাদৃশ্য নির্ণয় করা যাইতেছে; তদনুসারে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা,—আত্মা কোন স্থানে

ব্যবহারিক বা লৌকিক সত্য বস্তু—যে সকল বস্তু আমরা সত্য বলিয়া দেখিতেছি; যেমন—ঘট, পট ইত্যাদি। এ সকল আপাততঃ সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইলেও সময়ে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং আমরা যেরূপে দেখিতেছি সেরূপে সত্য নহে, কারণ-রূপে সত্য। আর, পারমার্থিক সত্য বস্তু—শ্রীভগবান্‌ও তাঁহার নাম, ধাম, গুণ, পরিকর ও লীলা—এ সকল অবিকল—যাহা যেমন আছে, তাহা ঠিক তেমন ভাবে ত্রিকালে সত্য। ভগবৎ-পরিকরগণ স্বরূপ-শক্তির বিচিত্র পরিণতি এবং পারমার্থিক সত্য বস্তু বলিয়া, তাঁহারা অধ্যাস-হেতু প্রতিভাত অর্থাৎ মায়া-কল্পিত—এ কথা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না।

শ্রীবসুদেব ও শ্রীকৃষ্ণ যেখানে তত্ত্বালোচনা করিতেছেন, তাহা পারমার্থিক অধ্যাত্ম-গোষ্ঠি। তাহা, ভ্রান্তভাবে তত্ত্বালোচনার স্থান নহে। সে স্থানেই যথার্থ তত্ত্ব নির্ণীত হইতে পারে। এই জন্য আত্মাহ্যেকঃ ইত্যাদি শ্লোকের যথাশ্রুত অর্থ লৌকিক অধ্যাত্ম-গোষ্ঠির উপযোগী হইলেও প্রসঙ্গাধীনরূপে পারমার্থ-গোষ্ঠির উপযোগী ব্যাখ্যা করিলেন।

ভাবিতেষু ভূতেষু পরমার্থসত্যেষু দ্বারকান্তর্বর্ত্তিবস্তুষু বহুধা তত্তদ্রূপেণ ঈয়তে প্রকাশতে। সহস্রনামভাষ্যে লোকনাথং মহদ্ভূতমিত্যত্র চ ভূতং পরমার্থসত্যমিতি ব্যাখ্যাতম্। তথা তথা চ প্রকাশঃ স্বরূপগুণাপরিত্যাগেনৈবেত্যাহ—স্বয়ং জ্যোতিঃ স্বপ্রকাশ এব সন্ নিত্য এব সন্ অন্যঃ প্রপঞ্চেঽভিব্যক্তোঽপি তদ্বিলক্ষণ এব সন্ নির্গুণঃ প্রাকৃতগুণরহিত এব চ সন্নিতি। অত্র চার্থান্তরং যথা ; তর্হি কথং ভবত আত্যন্তিকং সমমেবাত্র সর্বমিত্যাশঙ্ক্য তথাপি

নিজ সৃষ্ট গুণসকল দ্বারা দেহ সকলে বহুধা প্রকাশপ্রাপ্ত হয়েন, তাহা শ্লোকে উল্লেখিত না হইলেও দ্বারকাতেই তদ্রূপ প্রকাশিত হইয়া থাকেন, ইহা প্রকরণানুসারে জানা যায়। পরিকরগণ শ্রীভগবানের সদৃশ। যেহেতু, একমাত্র আত্মা—ভগবত্তত্ত্ব, আত্মসৃষ্ট—স্বরূপ হইতে উল্লসিত, গুণ—স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ-রূপ গুণ সমূহ দ্বারা, সেই স্বরূপেই প্রাদুর্ভাবিত ভূত—পারমার্থসত্য দ্বারকাস্থিত বস্তু-সমূহে, সেই সেইরূপে (স্থাবর জঙ্গম বিবিধ বস্তুরূপে) বহুধা প্রকাশ-প্রাপ্ত হয়েন। ভূত-শব্দের 'পরমার্থ সত্য'—ব্যাখ্যা যে স্ব-কপোল-কল্পিত নহে,—তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছেন, সহস্র-নাম-ভাষ্যে "লোকনাথং মহদ্ভূতং" (১) ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় 'ভূত'—পরমার্থ সত্য—এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই শ্রীভগবান্ বহুধা প্রকাশ-প্রাপ্ত হইলেও কোনরূপেই যে স্বরূপ এবং স্বরূপানুবন্ধি-গুণ পরিত্যাগ করেন না, তাহা বলিতেছেন—স্বয়ং জ্যোতিঃ—স্ব-প্রকাশ, নিত্য অন্য অর্থাৎ প্রপঞ্চে অভিব্যক্ত হইয়াও প্রপঞ্চ ধর্ম্মাতীত, নির্গুণ—প্রাকৃতগুণ-রহিত, কিন্তু স্বরূপানুবন্ধী অনন্ত-গুণে পূর্ণ হইয়া বিদ্যমান আছেন।

এ স্থলে অন্য প্রকার অর্থ যথা,—তাহা হইলে কি দ্বারকান্তবর্ত্তী সমস্ত বস্তুই আপনার সহিত সর্ব্বতোভাবে সমান ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—যদিও দ্বারকাস্থিত সমস্ত বস্তু আমার স্বরূপ শক্তির বৃত্তিরূপ, তথাপি সে সকল

---

(১) সম্পূর্ণ শ্লোকের অনুবাদ ২১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ময্যস্তি বৈশিষ্ট্যমিত্যাহ—খং বায়ুর্জ্যোতিরাপো ভূস্তৎকৃতেষু যথাশয়ম্। আবিস্তিরোঽল্পভূর্য্যেক নানাত্বং যাত্যসাবপি ॥১১৮॥

সৎকার্য্যবাদাভ্যুপগমাত্তস্য কারণানন্যত্বাভ্যুপগমাচ্চ যথা খাদীনি ভূতানি তৎকৃতেষু তৎস্বরূপেণৈব বিকশিতেষু বায়্বাদিঘটান্তেষু যথাশয়ং বায়্বাদ্যাবির্ভাবাদ্যনুরূপমেবাবির্ভাবাদিকং যান্তি ন তু তেষ্বধিকম্। অত্র যাবান্ বায়ুর্গৃহ্যতে তাবান্ এব তত্রাকাশধর্ম্মঃ শব্দোঽপি গৃহ্যতে, যাবজ্জ্যোতিস্তাবানেব বায়ুধর্ম্মঃ স্পর্শোঽপীত্যাদিকং জ্ঞেয়ম্। তথা স্বরূপেণৈব বিকসিতেষু দ্বারকাবস্তুষু অসৌ ভগবদাখ্য আত্মাপি। তস্মাদহন্তু তৎসর্বময়ঃ সর্বস্মাৎ পৃথক্ পরিপূর্ণশ্চেত্যস্তি বৈশিষ্ট্যমিতি ভাবঃ। অনেন দৃষ্টান্তেন মত্ত এবোল্লসিতা

বস্তু হইতে আমাতে বৈশিষ্ট্য আছে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—"আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী যেমন তৎসমুদয়ে রচিত পদার্থ-সমূহে যথাযোগ্যরূপে অল্প—বহু, এক—অনেক,—বিবিধরূপে আবির্ভূত ও তিরোহিত হয়, ঐ আত্মাও তদ্রূপ বহুধা প্রকাশিত হয়েন। ১০।৮৫।২২॥১১৮

সৎকার্য্যবাদ (১) এবং কার্য্য হইতে অপৃথকত্ব স্বীকার-হেতু, আকাশ প্রভৃতি ভূত সকল যেমন সেই সকল ভূত হইতে উৎপন্ন বায়ু হইতে ঘট পর্য্যন্ত বস্তু-সমূহে যথাযোগ্য ভাবে বায়ু প্রভৃতির অনুরূপ আবির্ভাবাদি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যে পরিমাণ বায়ু গৃহীত হয়, তাহাতে সেই পরিমাণই আকাশ-ধর্ম্ম-শব্দ গৃহীত হয়; যে পরিমাণ জ্যোতি গৃহীত হয়, সেই পরিমাণ বায়ু-ধর্ম্ম-স্পর্শও গৃহীত হইয়া থাকে, অল্পও নহে অধিকও নহে; এই প্রকার জল প্রভৃতি সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। তদ্রূপ স্বরূপদ্বারা বিকসিত দ্বারকা-বস্তু-সমূহে ঐ ভগবদাখ্য আত্মা, যথাযোগ্য ভাবে বিদ্যমান আছেন। সুতরাং আমি—শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বময়, কিন্তু সকল হইতে পৃথক্ এবং পরিপূর্ণ স্বরূপ; দ্বারকাস্থিত বস্তু-সমূহ হইতে আমাতে এই বৈশিষ্ট্য আছে।

---

(১) সৎকার্য্যবাদ—কার্য্য—জগৎ, জগৎ সত্য এই প্রকার উক্তি। এ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা এই সন্দর্ভের ১৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মদ্ধর্ম্মা এব তে ভবিতুমর্হন্তি নত্বাকাশে ধূসরত্বাদিবন্ময়ি কেবলমধ্যস্তা ইতি চ জ্ঞাপিতম্। অত্র যথা তথেতি ব্যাখ্যানমপিশব্দেন দ্যোততে॥ ১০॥৮৫॥ শ্রীভগবান্ শ্রীবসুদেবম্ ॥১১৯॥

অতএবাহ — তদ্দর্শনস্পর্শনানুপথপ্রজল্পশয্যাসনাশনসযৌন-সপিণ্ডবন্ধঃ। যেষাং গৃহেঽনিরয়বর্ত্মনি বর্ত্ততাং বঃ স্বর্গাপবর্গবিরমঃ স্বয়মাস বিষ্ণুঃ ॥১২০॥

যেষাং বো যুষ্মাকং বৃষ্ণীণাং গৃহে বিষ্ণুঃ শ্রীকৃষ্ণাখ্যো ভগবান্ স্বয়মাত্মনা স্বভাবত এব আস নিবাসং চক্রে নত্বন্যেন হেতুনেত্যর্থঃ। কথম্ভূতেঽনিরয়বর্ত্মনি নিরয়ঃ সংসারস্তদ্বর্ত্ম প্রপঞ্চঃ ততোঽন্যস্মিন্ প্রপঞ্চাতীত ইত্যর্থঃ। কীদৃশানাং বস্তস্মিন্নেব বর্ত্তমানানাম্। স্বয়ং

এই দৃষ্টান্তদ্বারা ইহাও জানা যাইতেছে যে, আমা হইতে বিকসিত বস্তু-সমূহ আমার স্বরূপ-ধর্ম্ম হইবার উপযুক্ত। আকাশের কোন বর্ণ না থাকিলেও তাহাতে ধূসর বর্ণের অধ্যাসের মত আমাতে দ্বারকাস্থিত বস্তুনিচয়ের অধ্যাস অর্থাৎ মিথ্যা-প্রতীতি হয় নাই; সে সকল যথাবস্থিত রূপেই নিত্য। শ্লোকে সাদৃশ্যবাচক যথা-তথা-শব্দ না থাকিলেও 'যাত্য-সাবপি'—এ স্থানের অপি-শব্দ-দ্বারা সাদৃশ্য অর্থ ব্যঞ্জিত হইতেছে। ১১৯॥

অতএব—যাদবগণের শ্রীকৃষ্ণ-তুল্যতা হেতু, কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় রাজন্যবর্গ শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত যাদবগণকে বলিয়াছেন—"যে তোমাদের প্রপঞ্চাতীত গৃহে দর্শন, স্পর্শন, অনুগমন, কথন, শয্যা, আসন, অশন, বিবাহ-সম্বন্ধ ও জ্ঞাতি-সম্বন্ধ সহকারে স্বর্গাপবর্গে বিতৃষ্ণাকারী শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন, সেই তোমরাই সার্থক-জন্মা। ১০।৮২।২০॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—বৃষ্ণিবংশীয় তোমাদের গৃহে শ্রীকৃষ্ণাখ্য ভগবান্ কোন কারণের অপেক্ষা না করিয়া স্বভাবতঃই বাস করেন। সে গৃহ কিরূপ? তাহা অনিরয়-বর্ত্ম। নিরয়—সংসার, তাহার বর্ত্ম—প্রপঞ্চ, নিরয়ের বর্ত্ম নয় যাহা, তাহা অনিরয়-বর্ত্ম—প্রপঞ্চাতীত। তোমরা কীদৃশ?—তোমরা সেই শ্রীকৃষ্ণে বিরাজমান। সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কিরূপ?—তিনি "স্বর্গাপবর্গ-বিরম"—যাহা

কথম্ভূতঃ স্বর্গাপবর্গবিরমঃ স্বর্গস্যাপবর্গস্য চ বিরমো যেন। যো নিজ-ভক্তেভ্যস্তদ্বহির্মুখতাকরং স্বর্গং ন দদাতি তদ্ভক্ত্যুদাসীনং কেবল-মোক্ষঞ্চ ন দদাতি কিন্তু তান্ স্বচরণারবিন্দতল এব রক্ষতীত্যর্থঃ। যেষাং যুষ্মাকন্তু গৃহে স এবম্ভূত এবাসেত্যাহ তদ্দর্শনেতি। যুষ্মৎকর্ত্তৃকং দর্শনঞ্চ অনুপথোঽনুগতিশ্চ প্রজল্পো গোষ্ঠী চ তথা যুষ্মৎসংবলিতা শয্যা শয়নঞ্চ আসনঞ্চ অশনং ভোজনঞ্চ তৈর্বিশিষ্ট-শ্চাসৌ সযৌনসপিণ্ডবন্ধশ্চেতি শাকপার্থিবাদিবন্মধ্যলোপী কর্ম্ম-ধারয়ঃ। তত্র বৃষ্ণিভিঃ সহ যৌনবন্ধো বিবাহসম্বন্ধঃ সপিণ্ডবন্ধো দৈহিকসম্বন্ধস্তাভ্যাং সহ বর্ত্তমানোঽসাবিতি বহুব্রীহিগর্ভতা ॥১০॥ ৮২॥ রাজানং শ্রীমদুগ্রসেনম্ ॥১২০॥

কর্ত্তৃক স্বর্গ ও মোক্ষের বিরতি ঘটে অর্থাৎ যিনি নিজ-ভক্তগণকে ভগবদ্বহির্মুখতা-কর স্বর্গদান করেন না এবং ভগদ্ভক্তি-সম্পর্ক-শূন্য কেবল-মোক্ষও দান করেন না, তাঁহাদিগকে আপনার চরণসন্নিধানে রক্ষা করিয়া থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ। যে তোমাদের গৃহে এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করেন, সে তোমরা তাঁহাকে দর্শন কর, তাঁহার অনুগমন কর, তাঁহার সহিত কথোপকথন কর; তোমাদের সহিত তিনি শয়ন করেন, উপবেশন করেন, ভোজন করেন; তোমাদের সহিত তাঁহার সযৌন (বিবাহ) ও সপিণ্ড-সম্বন্ধ। এস্থলে 'সযৌন সপিণ্ড-বন্ধ' পদে শাকপার্থিবাদিবৎ মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয় সমাস হইয়াছে। অর্থাৎ শাক-প্রধান পার্থিব (রাজা)—এস্থলে যেমন মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয় সমাস হইয়াছে, উক্ত পদেও তদ্রূপ সমাস হইয়াছে। তাহাতে সেই সমাসের বহুব্রীহিগর্ভতা আছে। তজ্জন্য এই অর্থ হইবে:—বৃষ্ণিগণের যৌন-সম্বন্ধ—বিবাহ-সম্বন্ধ, এবং সপিণ্ড-সম্বন্ধ—দৈহিক-সম্বন্ধ, এই উভয় সম্বন্ধের সহিত বর্ত্তমান আছেন যে শ্রীকৃষ্ণ। এই শ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণের সহিত যাদবগণের সাম্য প্রদর্শিত হইল। সমান ব্যক্তির সহিতই একত্র শয়নাদি সম্ভব; এবং সজাতির সহিতই বৈবাহিক-সম্বন্ধ ও দৈহিক-সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে ॥১২০॥

কিঞ্চ—সংখ্যানং যাদবানাং কঃ করিষ্যতি মহাত্মনাম্। যত্রা-যুতানামযুতলক্ষেণাস্তে সদাহুকঃ ॥১২১॥

আহুকঃ উগ্রসেনঃ। অত্রাস্ত ইতি বর্ত্তমানপ্রয়োগেন তত্রাপি সদেতি নিত্যতাবাচকাব্যয়েন তেষাং নিত্যপার্ষদত্বং সুব্যক্তম্ ॥১০॥৯০॥ শ্রীশুকঃ ॥১২১॥

অতস্তেষাং শ্রীভগবৎপার্ষদত্বে যোগ্যতামব্যভিচারিত্বমপি দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি। তত্রোপবিষ্টঃ পরমাসনে বিভুর্বভৌ স্বভাসা ককুভোঽবভাসয়ন্। বৃতো নৃসিংহৈ র্যদুভির্যদূত্তমো যথোডুরাজো দিবি তারকাগণৈঃ ॥১২২॥

যাদবগণের নিত্য-পার্ষদত্ব সম্বন্ধে আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—"মহাত্মা যাদবদিগের সংখ্যা কে করিবে? কারণ, তিন অযুতের অযুত লক্ষ (৩০০০০০০০০০০০০০০০) অর্থাৎ তিন শঙ্খ সংখ্যক পরিজনবর্গের সহিত আহুক সর্ব্বদা অবস্থান করেন।"

আহুক—উগ্রসেন। এই শ্লোকে 'আস্তে'—এই বর্ত্তমান-প্রয়োগ তাহাতে আবার 'সদা'—এই নিত্যত্ব-বাচক অব্যয়-পদ প্রয়োগ-দ্বারা যাদবগণের নিত্য-পার্ষদত্ব সুন্দর-রূপে ব্যক্ত হইল ॥ ১২১॥

অতএব যাদবগণের শ্রীভগবৎপার্ষদত্বের যোগ্যতা এবং কখনও যে তাঁহারা পার্ষদত্বে বঞ্চিত হয়েন না, তাহা দৃষ্টান্ত-দ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন। যথা—শ্রীশুকোক্তি—"সুধর্ম্মা-সভায় বিভু শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠাসনে উপবেশন-পূর্ব্বক নরশ্রেষ্ঠ যদুগণে পরিবৃত হইয়া, নিজ-প্রভাদ্বারা দিক্‌সকল দীপ্ত করতঃ তারকা-বেষ্টিত শশধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।" ১০।৭০।১৫॥১২২॥

এস্থলে তারকাগণের সহিত চন্দ্রের যেমন কখনও বিচ্ছেদ ঘটেনা, তেমন যাদবগণের সহিতও শ্রীকৃষ্ণের কখনও বিচ্ছেদ ঘটেনা। আর, তারাগণের চন্দ্রের সঙ্গে অবস্থিতির যোগ্যতার ন্যায় যাদবগণের শ্রীকৃষ্ণ-পার্ষদ-যোগ্যতা বুঝিতে হইবে।

স্পষ্টম্। এবমেব দুর্য্যোধনং প্রতি স্বয়ং বিশ্বরূপং দর্শয়তা শ্রীভগবতা তেষাং যাদবাদীনাং নিজাবরণরূপত্বং দর্শিতমিত্যুদ্যমপর্ব্বণি প্রসিদ্ধিঃ ॥১০॥৭০॥ শ্রীশুকঃ ॥১২২॥

যশ্চৈষামেকাদশস্কন্ধান্তে তদন্যথাভাবঃ শ্রূয়তে, স তু শ্রীমদর্জুনপরাজয়বিমোহপর্য্যন্তো মায়িক এব। তথাবচনঞ্চ ব্রহ্মশাপানিবর্ত্ত্যতাখ্যাপনায়ৈব গোব্রাহ্মণহিতাবতারিণা ভগবতা বিহিতমিতি জ্ঞেয়ম্। দৃশ্যতে চ বৃহদগ্নিপুরাণাদৌ রাবণকৃতায়াঃ সীতায়া মায়ি-

---

দুর্য্যোধনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যখন বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তখন তিনি যাদবাদিকে নিজাবরণরূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ইহা মহাভারতের উদ্যমপর্ব্বে প্রসিদ্ধ আছে ॥ ১২২ ॥

তবে যে একাদশস্কন্ধের শেষভাগে যাদবগণের পার্ষদ-ধর্ম্মের অন্যথাভাব শুনা যায় অর্থাৎ মৈরেয় মধুপান করিবার পর যাদবগণের বুদ্ধি-ভ্রংশ ঘটিলে তাঁহারা পরস্পর কলহ-পরতন্ত্র হইয়া যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন ;—শ্রীভগবানের নিত্য পার্ষদে ইহা কিরূপে সম্ভব হয় ? কেবল তাহা নহে, ভগবৎ-পরিকরে যাহা যাহা সম্ভব নয়, এমন আরও অনেক ব্যাপার আছে ;—এসকলের সমাধান কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন, এ সকল পার্ষদ-বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, কিন্তু যথার্থ নহে, শ্রীঅর্জ্জুনের পরাজয় ও বিমোহ পর্য্যন্ত সকলই ইন্দ্রজালের মত মায়াকল্পিত। তবে শ্রীমদ্ভাগবতে কেন সে সকল বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে ? তাহার উত্তর—ব্রহ্মশাপের কখনও অন্যথা ঘটেনা, ইহা জানাইবার জন্য গোব্রাহ্মণের হিতার্থে অবতীর্ণ ভগবান্ উক্তরূপ (যাদবগণের মত্ততা-কলহ প্রভৃতি) ব্যবস্থা করিয়াছেন। কেবল এস্থলে নহে, অন্যত্রও ঈদৃশ মায়া-বিস্তার দেখা যায়—বৃহদগ্নি-পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে যে, রাবণ-কর্ত্তৃক অপহৃতা-সীতা মায়াকল্পিতা। যথা—বৃহদগ্নি-পুরাণে—

সীতয়া রাধিতোবহ্নিঃ ছায়া-সীতামজীজনৎ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরংগতা॥

"সীতা-কর্ত্তৃক আরাধিত অগ্নিদেব ছায়া-সীতার আবির্ভাব করাইয়াছিলেন, রাবণ তাহাকে অপহরণ করিয়াছিল, শ্রীরাম-প্রেয়সী অগ্নির পুরীতে গমন

কত্বং যথা তদ্বৎ। তথা হি তদানীমেবাহ—ত্বন্তু মদ্ধর্ম্মমাস্থায় জ্ঞান-নিষ্ঠ উপেক্ষকঃ। মন্মায়ারচিতামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ ॥১২৩॥

করেন।" (লঙ্কা-বিজয়ের পর, অগ্নি-পরীক্ষায় যথার্থ সীতা উপস্থিত হইয়াছিলেন।) সীতা-হরণলীলা যেমন মায়িক, মৌষল (১)-লীলাও তদ্রূপ মায়িক।

এই লীলার মায়িকত্ব শ্রীকৃষ্ণ-বচন হইতেই জানা যায়। মৌষল-লীলান্তে তিনি দারুককে বলিয়াছেন—"আর তুমি মদ্ধর্ম্মে আস্থা-স্থাপন-পূর্ব্বক জ্ঞান-নিষ্ঠ ও উপেক্ষক হইয়া এ সকল আমার মায়া-রচিত জানিয়া শান্তি-লাভ কর।" ১১।৩০।৩৬॥১২৩॥

(১) ১১শ স্কন্ধের ১ম ও ৩০শৎ অধ্যায়ে মৌষললীলা বর্ণিত আছে। সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত হইল :—

শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় যাদবগণ পিণ্ডারক তীর্থে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। বিশ্বামিত্র, অসিত, কণ্ব প্রভৃতি মুনিগণ যখন যজ্ঞস্থল হইতে নিজ নিজ আশ্রমে গমন করিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে যদুকুল-সম্ভূত দুর্বিনীত বালকগণ জাম্ববতী পুত্র সাম্বকে স্ত্রীবেশে সাজাইয়া মুনিদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিল এবং তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, এই গর্ভবতী-রমণী পুত্র কি কন্যা সন্তান প্রসব করিবেন, আপনারা আজ্ঞা করুন। মুনিগণ বালকগণের এই দুর্ব্যবহারে কুপিত হইয়া বলিলেন, ইনি তোমাদের কুলনাশন মুষল প্রসব করিবেন। বালকগণ সাম্বের [illegible] মোচন করিয়া দেখিল, তথায় সত্যই মুষল রহিয়াছে। তাহারা [illegible] উগ্রসেনের নিকট গমন করিল। তিনি সেই মুষল [illegible] খণ্ডসহ সমুদ্র-সলিলে নিক্ষেপ করিলেন। নিক্ষেপ মাত্র [illegible] গিলিয়া লৌহ-খণ্ড গ্রাস করিল। চূর্ণসকল তরঙ্গাঘাতে তীরদেশে সঞ্চিত হইয়া তাহা হইতে এরকাতৃণ উৎপন্ন হয়। জালে ঐ মৎস্য ধৃত হইলে লৌহখণ্ড নিষ্কাষিত হয়। তদ্দ্বারা জরা-নামক ব্যাধ শরের অগ্রভাগ (ফলা) প্রস্তুত করিয়াছিল।

কিয়ৎকাল পর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপরিকরগণ-সঙ্গে প্রভাস-তীর্থে গমন করিলেন। তথায় যাদবগণ মৈরেয় মধু পান করিয়া মত্ত হইলেন। কৃষ্ণ-

ত্বন্তু দারুকো জ্ঞাননিষ্ঠো মদীয়লীলাতত্ত্বজ্ঞঃ মদ্ধর্ম্মং মম স্বভক্ত-প্রতিপালয়িতৃত্বরূপং স্বতুল্যপরিকরসঙ্গিত্বরূপঞ্চ স্বভাবম্ আস্থায় বিশ্রভ্য এতাম্ অধুনা প্রকাশিতাং সর্বামেব মৌষলাদিলীলাং মম ইন্দ্রজালবদ্রচিতাং বিজ্ঞায় উপেক্ষকো বহির্দৃষ্ট্যা জাতং শোকমুপেক্ষমাণ উপশমং চিত্তক্ষোভাৎ নিবৃত্তিং ব্রজ প্রাপ্নুহি। তুশব্দেনান্যে তাবন্মহ্যন্তু তব তু তথা মোহো ন যুক্ত এবেতি ধ্বনিতম্। অত্র শ্রীদারুকস্য স্বয়ং বৈকুণ্ঠাবতীর্ণত্বেন সিদ্ধত্বাদেতামিত্যত্রাতিসন্নিহিতা-

---

উক্ত শ্লোক-ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ দারুককে বলিলেন, তুমি দ্বারকায় গমন করিয়া জ্ঞাতিগণের নিধন, বলদেবের নির্য্যান, আমার এ দশার (জরা-ব্যাধের বাণাঘাত) কথা সকলকে জানাও। তাঁহারা অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করুক। আর, দারুক, তুমি জ্ঞাননিষ্ঠ মদীয় লীলাতত্ত্বজ্ঞ, মদ্ধর্ম্ম—আমার স্বভক্ত-প্রতিপালনকারিতা ও নিজতুল্য পরিকর-সঙ্গিত্বরূপ স্বভাবে আস্থা—বিশ্বাস করিয়া, অধুনা-প্রকাশিতা মৌষলাদি সমুদায় লীলাকে ইন্দ্রজালের মত আমার মায়ারচিত জানিয়া, উপেক্ষক—বহির্দৃষ্টিজাত এই শোকে উপেক্ষাপূর্ব্বক উপশম—চিত্তক্ষোভ হইতে নিবৃত্তি-লাভ কর। শ্লোক-স্থিত 'তু'-শব্দদ্বারা অন্যে এই লীলা-দর্শন করিয়া শোকাতুর হইতে পারে, তোমার কিন্তু তাহাদের মত মোহ উপস্থিত উচিত নহে, ইহা ধ্বনিত হইল।

শ্রীদারুক সারথি স্বয়ং (স-শরীরে) বৈকুণ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। সুতরাং এ স্থলে 'এতাং'-পদে অতি সন্নিহিত মৌষলাদি

মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইলেন। নানা অস্ত্রদ্বারা মহা যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে এরকাতৃণদ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিয়া নিধন প্রাপ্ত হইলেন। যাদবাদির নিধনের পর, শ্রীবলদেব মনুষ্যলোক ত্যাগ করিলেন। তারপর কৃষ্ণ, চতুর্ভুজরূপ পরিগ্রহ করিয়া উপবেশন করিলেন। দূর হইতে তাঁহার অরুণ-চরণকে মৃগ-ভ্রমে জরা-ব্যাধ উক্ত শর নিক্ষেপ করিলেন। এ সকল লীলা মায়িক।

র্থলাভাচ্চান্যথা ব্যাখ্যানমেব প্রথমপ্রতীত্যবিষয় ইতি বিবেক্তব্যম্॥ ১১॥৩০॥ শ্রীভগবান্ দারুকম্॥১২৩॥

তথাচ পদ্যত্রয়ম্। রাজন্ পরস্য তনুভৃজ্জননাপ্যযেহা মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য। সৃষ্ট্বাত্মনেদমনুবিশ্য বিহৃত্য চান্তে সংহৃত্য চাত্মমহিমোপরতঃ স আস্তে॥১২৪॥

পরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য যে তনুভৃতঃ প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুমিতি শ্রীনারদোক্ত্যনুসারেণ তদীয়াস্তনুমেব ধারয়ন্তস্তৎপার্ষদা যাদবাদয়স্তেষাং জননাপ্যয়রূপা ঈহাশ্চেষ্টাঃ কেবলং পরস্যৈব মায়য়া অনুকরণম্ অবেহি যথা ইন্দ্রজালবেত্তা নটঃ কশ্চিজ্জীবত এক

লীলারূপ অর্থপ্রাপ্তি হেতু, অন্যপ্রকার—দেহাদ্যভিমানকৃত মোহ, কিম্বা (দারুকের) আত্মজ্ঞানাভাবরূপ অর্থ সুসঙ্গত হইতে পারে না। যেহেতু, পার্ষদগণের মোহ এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞানাভাব কিছুতেই সম্ভবপর নহে। ঐরূপ অর্থ এ স্থলে সহজে প্রতীতও হয় না। সুতরাং তাদৃশ-বিরুদ্ধ অর্থ প্রকাশে কেহ যেন আগ্রহ না করেন॥১২৩॥

নিত্য পার্ষদ যাদবগণের দেহত্যাগ ইন্দ্রজালের মত মায়িক, তাহা একাদশ স্কন্ধে তিনটী শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—হে রাজন্! পরম-কারণ শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদগণের আবির্ভাব-তিরোভাবরূপ যে চেষ্টা, তাহা নটের ন্যায় কেবল মায়াবিড়ম্বন বলিয়া জানিবে। সেই শ্রীকৃষ্ণ এই জগৎ সৃষ্টি করতঃ তাহাতে অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক বিক্রিয়া দ্বারা তাহার সংহার সাধন করিয়া পরে স্বীয় মহিমায় বিরাজ করেন। ১১।৩১।৪॥১২৪॥

উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা:—পরম-কারণ শ্রীকৃষ্ণের যাঁহারা তনুভৃৎ অর্থাৎ দেবর্ষি নারদের "সেই শুদ্ধা ভাগবতী তনু (পার্ষদ দেহ) আমাতে সংযুক্ত হইলে, আরব্ধ কর্ম্মসকলের ভোগ-ক্ষয়হেতু আমার পাঞ্চভৌতিক দেহ পতিত হইল," ১।৬।২৮—এই উক্তি অনুসারে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধিনী তনু অর্থাৎ যে দেহ অপ্রাকৃত—তদীয় সেবোপযোগী, সেই দেহ যাঁহারা ধারণ করেন, এমন শ্রীকৃষ্ণ-পার্ষদ যে যাদবগণ, তাঁহাদের জন্ম মৃত্যুরূপ চেষ্টা কেবল শ্রীকৃষ্ণের

মারয়িত্বেব দগ্ধ্বেব পুনশ্চ তদ্দেহং জনয়িত্বেব দর্শয়তি তস্যেব। বিশ্বসর্গাদিহেত্বচিন্ত্যশক্তেস্তস্য তাদৃশশক্তিত্বং ন চ চিত্রমিত্যাহ—সৃষ্ট্বেতি। এবং সতি শ্রীসঙ্কর্ষণাদৌ মুগ্ধানামন্যথাভানহেতূদাহরণাভাসঃ সুতরামেব মায়িকলীলাবর্ণনে প্রবেশিতো ভবতি। স্কান্দে শ্রীলক্ষ্মণস্যাপ্যন্যাদৃশত্বং ন সংপ্রতিপন্নম্। নারায়ণবর্ম্মণি চ শেষাদ্বিলক্ষণশক্তিত্বেন নিত্যমেবোপাসকপালকত্বেন তথৈবানুমতমিতি দর্শিতম্। অতএব জরাসন্ধবাক্যে তব রাম যদি শ্রদ্ধেত্যত্র শ্রীস্বামি-

---

মায়ার অনুকরণ বলিয়া জানিবে। যেমন কোন ইন্দ্রজাল-বেত্তা নট জীবিতাবস্থায় কাহাকে মারিয়া পোড়াইয়া পুনরায় সেই দেহ উৎপন্ন করিয়া সকলকে দেখায়, এ স্থলেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। বিশ্ব-সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের একমাত্র কারণ অচিন্ত্যশক্তি শ্রীভগবানের তাদৃশ মায়ামায়ী লীলা-বিস্তার [illegible] নহে। এই জন্য বলিয়াছেন—এই জগৎ সৃষ্টি করতঃ তাহাতে অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক বিক্রিয়া দ্বারা বিনষ্ট করিয়া নিজ মহিমায় বিরাজ করেন।

যাদবগণের দেহ-ত্যাগই যখন ইন্দ্রজালের মত মায়িক, তখন শ্রীসঙ্কর্ষণাদিতে অজ্ঞগণের অন্যথা প্রতীতির উদাহরণ অর্থাৎ শ্রীবলদেবাদি নিত্য সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ—ইহা বিজ্ঞগণ জানিয়া থাকেন; অজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট সংসারের অনিত্যতার উদাহরণ-স্বরূপ তাঁহাদের দেহ-ত্যাগাদির কথা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও মায়িক-লীলা-বর্ণনের অন্তর্ভুক্ত। স্কন্দপুরাণে শ্রীলক্ষ্মণেরও অন্যের মত দেহ-ত্যাগাদি বর্ণিত হয় নাই; ইন্দ্র শ্রীলক্ষ্মণকে স-শরীরে বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করিয়াছিলেন (১)। নারায়ণ-বর্ম্মে শ্রীবলদেবের বিলক্ষণ-শক্তিত্ব এবং সতত উপাসক-পালকরূপে নিত্যস্থিতি সিদ্ধান্ত দর্শিত হইয়াছে। (২)

অতএব জরাসন্ধ-বাক্যে

তব রাম যদি শ্রদ্ধা যুদ্ধস্ব স্থৈর্য্যমুদ্বহ।
হিত্বা বা মচ্ছরৈশ্ছিন্নং দেহং স্বর্য্যাহিমাংজহি॥ ১০।৫০।১৯

---

(১) ১৯২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(২) ১৯৩ পৃষ্ঠায়।

ভিরপীত্থং বাস্তবার্থো ব্যঞ্জিতঃ। অচ্ছেদ্যদেহোঽসাবিতি স্বয়মেব মত্বা অপরিতোষাৎ পক্ষান্তরমাহ—যদ্বা মাং জহীহীতি। তদেবঞ্চানেন ব্যাখ্যানেন লোকাভিরামামিত্যাদিপদ্যেষু যোগিজনশক্তিবিলক্ষণভগবচ্ছক্তিব্যঞ্জকশ্রীস্বামিচরণানামদগ্ধেত্যাদিপদচ্ছেদাদিময়ব্যাখ্যাসৌষ্ঠবং কৈমুত্যাতিশয়েন সুষ্ঠ্বেব স্থাপিতম্। যত এব দৃশ্যতে চাদ্যাপ্যুপাসকানামিত্যাদিকং চ তদুক্তং সুসঙ্গতং ভবতি। তত্তৎ-

---

"হে রাম! যদি তোমার শ্রদ্ধা হয়, তবে যুদ্ধ কর বা স্থৈর্য্য অবলম্বন কর, কিম্বা আমার শরে বিচ্ছিন্ন-দেহ হইয়া স্বর্গে গমন কর, অথবা আমাকে বিনাশ কর।" এই শ্লোকের শ্রীস্বামিপাদ এই প্রকার বাস্তবার্থ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, "এই শ্রীবলদেব অচ্ছেদ্য-দেহ, জরাসন্ধ স্বয়ং এ কথা মনে করিয়া অপরিতোষ-হেতু পক্ষান্তরে বলিল—আমাকে বিনাশ কর।" শ্রীভগবৎ-পার্ষদগণের দেহ-ত্যাগাদি মায়িক-লীলা হেতু, এই ব্যাখ্যাদ্বারা

লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যান-মঙ্গলং।
যোগধারণয়াগ্নেয্যা দগ্ধ্বাধামাবিশৎস্বকম্॥ ১১।৩১।৫

"যোগিগণ আগ্নেয়ী-যোগ-ধারণায় নিজ দেহ দগ্ধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ লোকাভিরাম ধারণ-ধ্যানের মঙ্গল স্বরূপ নিজ তনু দগ্ধ না করিয়া স্বীয় ধামে প্রবেশ করিয়াছিলেন।" (৩) ইত্যাদি পদ্যে যোগিগণ হইতে শ্রীভগবানের বিলক্ষণ শক্তিমত্তা ব্যক্ত করিয়া 'আগ্নেয্যা + অদগ্ধ্বা'—"আগ্নেয়ী-যোগ-ধারণায় দগ্ধ না করিয়া" ইত্যাদি পদচ্ছেদাদিময় শ্রীস্বামিপাদের ব্যাখ্যা-পরিপাটী কৈমুত্যাতিশয় দ্বারা (৪) সুন্দররূপে স্থাপিত হইয়াছে; যাহা হইতে "দৃশ্যতে চাদ্যাপ্যুপাসকানাং তথৈব তদ্রূপ-সাক্ষাৎকারঃ তৎফল-প্রাপ্তিশ্চেতি—অদ্যাপি দেখা যায়, উপাসকগণ তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়া থাকেন এবং দর্শনের যে ফল তাহা

---

(৩) ২১৭ পৃষ্ঠায় এই শ্লোকের শ্রীস্বামি-টীকার ব্যাখ্যা ও সমালোচনা দ্রষ্টব্য।

(৪) কৈমুত্য লক্ষণ ২৭৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

পরিকরৈণৈব সার্দ্ধং তেষু তৎসাক্ষাৎকার ইতি। অপ্রাকৃতদেহানাং তেষাং তন্ন সম্ভবতীত্যাস্তাম্। শ্রীকৃষ্ণপাল্যত্বেনৈব ন সম্ভবতীত্যাহ —মর্ত্ত্যেন যো গুরুসুতং যমলোকনীতং ত্বাঞ্চানযচ্ছরণদঃ পরমাস্ত্র-দগ্ধম্। জিগ্যেঽন্তকান্তকমপীশমথাবনীশঃ কিং স্বাবনে স্বরনযন্মৃগযুং সদেহম্ ॥১২৫॥

যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ যমলোকং গতমপি গুরুসুতং গুরোর্জাতেন পঞ্চজন-ভক্ষিতেন তেন মর্ত্ত্যেন দেহেনৈবানয়ৎ। ন চ ব্রহ্মতেজসো বলবত্ত্বং মন্তব্যম্। ত্বাঞ্চ ব্রহ্মাস্ত্রদগ্ধং যস্তস্মাদ্ব্রহ্মাস্ত্রাদানয়দ্রক্ষিতবানিত্যর্থঃ। কিমন্যদ্বক্তব্যং যশ্চান্তকানামন্তকমীশং শ্রীরুদ্রমপি বাণসংগ্রামে জিতবান্। অহো যশ্চ তং জরাখ্যং মৃগযুমপি স্বর্বৈকুণ্ঠবিশেষং

প্রাপ্ত হয়েন"—এই শ্রীস্বামি-ব্যাখ্যা সুসঙ্গত হয়। উপাসকগণের ভগবৎ-সাক্ষাৎকার-কালে, পরিকরগণের সহিতই তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়।

অপ্রাকৃত-দেহ যাদবগণের দেহত্যাগাদি অসম্ভব—একথা দূরে থাকুক, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক প্রতিপালিত, তাঁহাদের পর্য্যন্ত দেহ-নাশ অসম্ভব। যথা শ্রীশুকোক্তি —"যিনি যমলোকনীত গুরুপুত্রকে মর্ত্ত্য-দেহ-সহ আনয়ন করিয়াছেন, যে শরণাগত-বৎসল পরমাস্ত্রদগ্ধ তোমাকে আনয়ন করিয়াছেন, যিনি যমের যম ঈশকে পরাভূত করিয়াছেন, যিনি ব্যাধকে সশরীরে স্বর্গে পাঠাইয়াছিলেন, তিনি কি নিজ-রক্ষণে সমর্থ নহেন? ১১।৩০।১২॥১২৫॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—যিনি—শ্রীকৃষ্ণ, যমলোকগত গুরু-পুত্রকে গুরু হইতে উৎপন্ন পঞ্চজন-কর্ত্তৃক ভক্ষিত যে দেহ, অবিকল সেই নর-দেহেই আনয়ন করিয়াছিলেন। যদি কেহ বলে, শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে ইহা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম-শাপগ্রস্ত যদুকুল-রক্ষা তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। তজ্জন্য বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের নিকট ব্রহ্মতেজও কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না; তাহার সাক্ষী তুমি (শ্রীপরীক্ষিৎ)। তিনি ব্রহ্মাস্ত্র-দগ্ধ তোমাকে ব্রহ্মাস্ত্র হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন অর্থাৎ রক্ষা করিয়াছিলেন; অধিক বলার প্রয়োজন কি? যিনি যমের যম ঈশ—শ্রীরুদ্রকেও বাণ-যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছিলেন; অহো!

সশরীরমেব প্রাপিতবান্। স কথং স্বানাং যদূনামবনে ঈশো ন ভবতি। তস্মাত্তেষ্বন্যথাদর্শনং ন তাত্ত্বিকলীলানুগতম্। সশরীরস্তু তেষাং স্বলোকগমনমতীব যুক্তমিত্যর্থঃ। ননু গচ্ছন্তু তে সশরীরা এব স্বং ধাম তত্রাপি স্বয়ং ভগবান্ বিরাজত এবেতি ন তেষাং তদ্বিরহদুঃখমপি। শ্রীভগবাংস্তু তথাসামর্থ্যশ্চেত্তর্হি কথমন্যাংস্তাদৃশানাবির্ভাব্য তৈঃ সহ মর্ত্ত্যলোকানুগ্রহার্থমপরমপি কিয়ন্তং কালং মর্ত্ত্যলোকেঽপি প্রকটো নাসীদিত্যত্র সিদ্ধান্তয়ন্ তেষাং শ্রীভগবতশ্চ সৌহার্দ্দভরেণাপি পরস্পরমব্যভিচারিত্বমাহ—তথাপ্যশেষস্থিতি-সম্ভবাপ্যয়েষ্বনন্যহেতুর্যদশেষশক্তিধৃক্। নৈচ্ছৎ প্রণেতুং বপুরত্র শেষিতং মর্ত্ত্যেন কিং স্বস্থগতিং প্রদর্শয়ন্ ॥১২৬॥

যাঁহা হইতে জরা-নামক ব্যাধ সশরীরে বৈকুণ্ঠ-বিশেষ প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই শ্রীকৃষ্ণ নিজজন যাদবগণের রক্ষায় কি সমর্থ নহেন ?—তিনি নিশ্চয়ই সমর্থ।

সুতরাং যাদবগণের নিধনাদি তাত্ত্বিক লীলানুগত নহে, মায়িক। তাঁহাদের সশরীরে নিজলোকে গমন অতীব সঙ্গত।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য, যাদবগণ সশরীরে নিজধামে গমন করুন, সেখানেও স্বয়ং ভগবান্ বিরাজ করেন, অতএব তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-দুঃখও নাই। শ্রীভগবানের যদি উক্তরূপ সামর্থ্য থাকে, তবে কেন যাদবগণের মত অন্য পরিকরগণের আবির্ভাব ঘটাইয়া নরলোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত, যাদবগণের অন্তর্দ্ধানের পর কিছুকাল উঁহাদের সহিত মর্ত্ত্যলোকে প্রকট বিহার করিলেন না ?

এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিবার জন্য যাদবগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রচুর সৌহার্দ্দ্য-হেতু পরস্পরের অব্যভিচারিত্ব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও যাদবগণ কাহাকে ছাড়িয়া কেহ থাকিতে পারেন না, ইহা দেখাইয়া বলিলেন—"যদিও অশেষ শক্তিধারী শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের একমাত্র হেতু, তথাপি নিজাশ্রিত-গণের গতি প্রদর্শন করিবার জন্য অবশেষে আপনার বপু, এখানে রাখিতে ইচ্ছা করেন নাই ; কারণ মর্ত্ত্যজনে তাঁহার কি প্রয়োজন আছে ?"

যদ্যপ্যুক্তপ্রকারেণ অশেষস্থিতিসম্ভবাপ্যয়েষু অনন্যহেতুর্যৎ যস্মাৎ তদূর্দ্ধমপ্যনন্ততাদৃশশক্তিধৃক্, তথাপি যাদবানন্তর্ধাপ্য নিজং বপুরত্র শেষিতং প্রণেতুং কিঞ্চিৎকালং স্থাপয়িতুং নৈচ্ছৎ, কিন্তু স্বমেব লোকমনয়ৎ। তত্র হেতুঃ। তান্ বিনা মর্ত্যেন কিং মম প্রয়োজনমিতি স্বস্থানাং তদ্ধামগতানাং তেষাং গতিমেব স্বস্যাভিমতত্বেন প্রকৃষ্টাং দর্শয়ন্নিতি ॥১১॥৩১॥ শ্রীশুকঃ ॥১২৬॥

অতস্তেষাং শ্রীভগবদ্বদন্তর্দ্ধানমেব নত্বন্যদস্তীতি শ্রীভগবদভিপ্রায়কথনেনাপ্যাহ—মিথো যদৈষাং ভবিতা বিবাদো মধ্বাসবাতাম্রবিলোচনানাম্। নৈষাং বধোপায় ইয়ানতোঽন্যো ময্যুদ্যতেঽন্তর্দধতে স্বয়ং স্ম ॥১২৭॥

এষাং যদূনাং যদা মিথো বিবাদস্তদাপ্যেষাং পৃথিবীপরিত্যাজনে

শ্লোক ব্যাখ্যা—যদিও শ্রীকৃষ্ণ উক্ত প্রকারে অনন্তব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-নাশের একমাত্র হেতু, কারণ—সৃষ্টাদির উপরেও অনন্ত তাদৃশ শক্তি-ধারী, তথাপি যাদবগণকে অন্তর্দ্ধান করাইয়া অবশেষে নিজ শ্রীমূর্ত্তি কিছুকাল মর্ত্ত্য-লোকে রাখিতে ইচ্ছা করেন নাই; কিন্তু নিজ লোকেই প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাহার কারণ, শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন, যাদবগণ বিনা মর্ত্ত্যলোকে আমার কি প্রয়োজন আছে? এই হেতু নিজ ধামস্থিত যাদবগণের যে গতি, তাহাই আপনার অভিমত, ইহা প্রকৃষ্ট রূপে দেখাইবার জন্য অপ্রকট ধামে প্রবেশ করিয়াছিলেন॥ ১২৬॥

অতএব—যাদবগণের নিধনাদি মায়িক-লীলা-হেতু, শ্রীভগবানের মত অন্তর্দ্ধানই সম্ভবপর; অন্য—সাধারণ জনের মত নিধন-সম্ভাবনা করা যায় না। এই জন্য ভগবদভিপ্রায়-কথনচ্ছলে শ্রীউদ্ধব মহাশয় বলিয়াছেন—"মধুপানে মত্ত যাদবগণের পরস্পর যে বিবাদ হইবে, তাহা তাঁহাদের বধোপায় নহে। এতদ্ভিন্ন অন্য উপায় আমার মনে হইতেছে,—ইহারা স্বয়ং যদি অন্তর্দ্ধান করে (তবেই যাদবগণের পৃথিবী পরিত্যাগ সম্ভবপর।) ৩।৩।১৫॥ ১২৭॥

শ্লোক ব্যাখ্যা—যাদবগণের পৃথিবী-পরিত্যাগ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের অভিমত,—

বধরূপ উপায়ো ন বিদ্যতে কিমুতান্যেন বিবাদে স ন স্যাৎ ইতি। তর্হি তেষাং মমাভিলষিতে পৃথিবীপরিত্যাজনে কতম উপায়ো ভবেৎ। তত্র পুনঃ পরামৃশতি। অতো বধাদন্য এব ইয়ান্ এতাবানেব উপায়ো বর্ত্ততে। কোঽসৌ, ময়ি উদ্যতে মমেচ্ছয়া এতে স্বয়মন্তর্দধত ইতি যঃ। স্মেতি নিশ্চয়ে। যদ্বা বধস্যোপায়ো ন বিদ্যত ইত্যেব ব্যাখ্যায় অতো বধোপায়াদন্য ইয়ান্ বধোপায়তুল্য উপায়ো বিদ্যতে ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। অন্যৎ সমানম্ ॥৩॥৩॥ শ্রীমদুদ্ধবো বিদুরম্ ॥১২৭॥

অতএবান্তর্হিতে ভগবতি শ্রীমদুদ্ধবস্য বিদুরিতি বর্ত্তমানপ্রত্যয়-নির্দ্দেশবাক্যেন তদানীমন্তর্হিতস্যাপি তদ্বর্গস্য শ্রীভগবতৈব সহ

এই যদুগণের যদি পরস্পর বিবাদ ঘটে, তবে তাহাও ইহাদের পৃথিবী পরিত্যাগ-বিষয়ে বধরূপ উপায় হইবে না; অন্যের সঙ্গে বিবাদে যে তাহা অসম্ভব, ইহা বলাও নিষ্প্রয়োজন। তবে আমার অভিলষিত ইহাদের পৃথিবী-পরিত্যাগের কি উপায় হইতে পারে? এ বিষয়ে পুনর্ব্বার বিচার করিতেছেন,—কোন উপায়ে যখন তাহাদের বধ-সম্ভাবনা নাই, তখন বধ ভিন্ন এই উপায় অবলম্বন করা যায়;—সে উপায় কি?—আমার ইচ্ছানুসারে যদি ইহারা স্বয়ং অন্তর্দ্ধান করে, তবে তাহাদের পৃথিবী-ত্যাগ সম্ভব হয়। এই উপায়ের নিশ্চয়তা সূচনার জন্য "স্ম" অব্যয় ব্যবহার করিয়াছেন। অথবা (অর্থান্তর) ইহাদের বধের উপায় নাই—এই ব্যাখ্যা করিয়া, অতএব বধোপায় ভিন্ন, বধোপায়ের মত এই উপায় আছে,—এরূপ ব্যাখ্যা করা যায়। তারপর, 'আমার ইচ্ছানুসারে' ইত্যাদি পূর্ব্ব-ব্যাখ্যার মত যোজনা করিতে হইবে ॥১২৭॥

অতএব—যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়ানুসারে অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন বলিয়া, শ্রীভগবান অন্তর্হিত হইলেও শ্রীমান উদ্ধব "বিদুঃ" ক্রিয়ার বর্ত্তমান প্রত্যয়ের নির্দ্দেশযুক্ত বাক্যদ্বারা, তৎকালে (শ্রীউদ্ধবের কথন-সময়ে অন্তর্হিত হইলেও) পরিকরবর্গের শ্রীভগবানের সহিত অবস্থিতি ব্যঞ্জিত হইতেছে। শ্রীউদ্ধব শ্রীবিদুরকে বলিলেন "বড়ই দুঃখের বিষয়—এই লোক দুর্ভগ, আবার

সংবাসো ব্যজ্যতে যথা—দুর্ভগো বত লোকোঽয়ং যদবো নিতরামপি। যে সংবসন্তো ন বিদুর্হরিং মীনা ইবোড়ুপম্ ॥১২৮॥

অয়ং মম হৃদয়ে স্ফুরন্ দ্বারকাবাসী লোকঃ। যে সংবসন্তঃ সহ বসন্তোঽপি ন বিদুর্ন জানন্তি। অহং তু সংবাসভাগ্যহীনো ন জানামীতি নাশ্চর্য্যমিতি ভাবঃ। অত্র তদানীং যদি সংবাসো নাভবিষ্যত্তদা নাবেদিষুরিত্যেবাবক্ষ্যদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥

নন্বধুনাপি ন জানন্তীতি কথং জানাসীত্যাশঙ্ক্য হেতুং প্রাচীননিজানুভবমাহ—ঈঙ্গিতজ্ঞাঃ পুরুপ্রৌঢ়া একারামাশ্চ সাত্বতাঃ। সাত্বতামৃষভং সর্বে ভূতাবাসমমংসত ॥১২৯॥

সাত্বতাং স্বেষামেব ঋষভং নিত্যকুলপতিত্বেন বর্ত্তমানং স্বয়ং

যাদবগণ নিতান্ত দুর্ভগ। কারণ, ক্ষীর-সমুদ্রজাত-মৎস্যগণ চন্দ্রের সহিত একত্রবাস করিয়াও যেমন তাঁহাকে কমনীয় কোন জলচর বলিয়া মনে করিত, তদ্রূপ যদুগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র বাস করিয়াও তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া জানিতেছে না।" ৩।২।৮॥১২৮॥

শ্লোকার্থ—আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত এই যে দ্বারকাবাসী লোক,—ইহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাস করিয়াও তাঁহাকে জানিতেছে না;—আমি তাঁহার সহিত অবস্থানের সৌভাগ্যে বঞ্চিত, আমি যে তাঁহাকে জানি না, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যদি অন্তর্দ্ধানের পর যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাস না করিতেন, তবে "অবেদিষুঃ" জানিতে পারে নাই অর্থাৎ যখন (প্রকট-লীলা-কালে) তাঁহার সহিত বাস করিয়াছিল, তখন তাঁহাকে জানিতে পারে নাই—এ কথা বলিতেন, ইহাই বুঝিতে হইবে।

বিদুর যদি বলেন, এখন যে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া জানে না, এ কথা শ্রীকৃষ্ণ-পরোক্ষে বিদ্যমান তুমি কিরূপে জান? এই আশঙ্কায় নিজের প্রাচীন অনুভব বলিতেছেন—"মনোভাব-জ্ঞানে সুনিপুণ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে রতিশীল যাদবগণ সাত্বতর্ষভ শ্রীকৃষ্ণকে ভূতাবাস মনে করিয়াছিলেন।" ৩।২।৯

শ্লোক-ব্যাখ্যা—সাত্বত—যাদব আপনাদের ঋষভ—নিত্যকুলপতিরূপে

ভগবন্তমপি ভূতাবাসং তদংশরূপং ভূতান্তর্যামিণমেবামংসতেতি। সর্বভূতাধিবাস ইত্যন্তর্যামিশ্রুতেঃ। উক্তঞ্চ বৃষ্ণীনাং পরদৈবতেতি॥ ৩॥২॥ শ্রীমদুদ্ধবঃ শ্রীবিদুরম্॥১২৮॥১২৯॥

যমেব সংবাসং পূর্বমপি প্রার্থয়ামাস—নাহং তদঙ্ঘ্রিকমলং

বর্ত্তমান, স্বয়ং ভগবানকেও ভূতাবাস—শ্রীকৃষ্ণের অংশস্বরূপ ভূতান্তর্য্যামী (পরমাত্মা) বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন, স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া জানিতে পারেন নাই। ভূতাবাস-শব্দে যে ভূতান্তর্য্যামী বুঝায়, তাহার প্রমাণ "সর্ব্ব-ভূতাধিবাস" এই অন্তর্য্যামী-শ্রুতি। যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণকে যে অন্তর্য্যামী পুরুষ বলিয়া মনে করিতেন, তাহা "বৃষ্ণীনাং পরদেবতা—যাদবগণের তিনি পরম দেবতা" (১) এই বাক্যে ব্যক্ত হইয়াছে। (২) ॥১২৮॥১২৯॥

দ্বারকার অপ্রকট-প্রকাশে যদুগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত অবস্থিতির কথা এখন (শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পর, শ্রীবিদুরের সহিত আলাপনের সময়) যে শ্রীউদ্ধব

---

(১) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ২৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(২) যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া জানেন না, অন্তর্য্যামী পুরুষ বলিয়া জানেন, এ কথার তাৎপর্য্য:—যিনি স্বয়ং ভগবান, তিনি নিজ তুল্য পরিকরগণ সহ নিত্য নিজ ধামে বিহার করেন; আর, অন্তর্য্যামী ঈশ্বর ভক্তগণের উপাস্য। তাঁহাদের প্রতি কৃপা-প্রকাশের নিমিত্ত, কোন সময়ে তাঁহাদের নিকট আবির্ভূত হয়েন। যাদবগণ মনে করিতেন, আমাদের উপাস্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখন আমাদের কাছে অবস্থান করিতেছেন। তিনি কিন্তু সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী পুরুষ, তাঁহার স্বতন্ত্র ধাম আছে। বরুণ-লোক-গমন-প্রসঙ্গে নিরতিশয় প্রেমবান্ ব্রজপরিকরগণ ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া, যখন তাঁহার ধামান্তর-স্থিতির সম্ভাবনা করিলেন, তখন ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান প্রেমবান্ দ্বারকা-পরিকরগণের তাদৃশী ধারণা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যদি তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া জানিতেন, তবে বুঝিতে পারিতেন যে, তিনি নিজ নিত্যধাম দ্বারকায় সতত তাঁহাদের সহিত প্রকট-অপ্রকট লীলায় বিহার করেন।

ক্ষণার্দ্ধমপি কেশব। ত্যক্তুং সমুৎসহে নাথ স্বধাম নয় মামপি॥ ১৩০॥

স্বধাম দ্বারকায়া এব প্রাপঞ্চিকাপ্রকটপ্রকাশবিশেষমপীতি। যথা যাদবানন্যান্ নয়সি তথা মামপি নয়েত্যর্থঃ। অর্থান্তরে ত্বপিশব্দ-বৈয়র্থ্যং স্যাৎ ॥১১॥৬॥ শ্রীমানুদ্ধবঃ ॥১৩০॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডে চ যাদবানাং তাদৃশত্বম্—যথা সৌমিত্রিভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ। তথা তেনৈব জায়ন্তে নিজলোকাদ্ যদৃচ্ছয়া। পুনস্তেনৈব গচ্ছন্তি তৎপদং শাশ্বতং পরম্। ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম

মহাশয় জানিয়াছেন তাহা নহে পূর্ব্বেও তিনি এই অবস্থিতির কথা জানিতেন। তজ্জন্য এখন তিনি (যদুগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত) যে সংবাসের কথা বলিলেন, পূর্ব্বেও তাহা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। "হে নাথ! হে কেশব! আমি ক্ষণার্দ্ধকালের জন্যও তোমার চরণকমল ত্যাগ করিতে সমর্থ হইব না; আমাকেও স্বধামে নিয়া যাও।" ১১স্কঃ ৬অঃ ॥১৩০॥

স্বধাম—দ্বারকারই প্রাপঞ্চিক অপ্রকট-প্রকাশ-বিশেষ। অন্যান্য যাদব-গণকে যেমন তথায় নিতেছ, আমাকেও সে স্থানে লইয়া যাও। অন্যরূপ অর্থ—অর্থাৎ কেহ যদি এই শ্লোক-ব্যাখ্যায় যাদবগণের উক্ত অপ্রকট-প্রকাশে গমন স্বীকার না করেন, তবে "অপি"-শব্দ প্রয়োগের কোন সার্থকতা থাকে না ॥১৩০॥

পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডেও যাদবগণের ভগবত্তুল্য রূপ-গুণশালিত্ব এবং তাঁহার সঙ্গে নিত্য বিহারের কথা বর্ণিত আছে। যথা—"যেমন লক্ষ্মণ ও ভরত শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে, আর যেমন শ্রীবলদেব প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিজ নিজ লোক হইতে স্বেচ্ছাক্রমে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েন, তেমন যাদবগণও নিজ লোক হইতে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে স্বেচ্ছাক্রমে অবতীর্ণ হয়েন। পুনর্ব্বার তাহার সহিত প্রকৃতির অতীত নিজ নিত্যধামে গমন করেন। বৈষ্ণবগণের কর্ম্ম-বন্ধন-নিমিত্ত জন্ম নাই।" ইতি

বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যত ইতি। অত্র নিজলোকাদিতি তৎপদমিতি চ রামকৃষ্ণাদিবৈকুণ্ঠং পাদ্মোত্তরখণ্ডমতম্। মৎস্যাদ্যবতারাণাং পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠাবস্থিতেস্তত্র সাক্ষাদুক্তত্বাৎ। তাদৃশানাং ভগবত ইব ভগবদিচ্ছয়ৈব জন্মাদিকারণং চোক্তং শ্রীবিদুরেণ—অজস্য জন্মোৎপথনাশনায় কর্ম্মাণ্যকর্ত্তুর্গ্রহণায় পুংসাম্। নন্বন্যথা কোঽর্হতি দেহযোগং পরো গুণানামুত কর্ম্মতন্ত্রমিতি। কো বান্যোঽপীতি টীকা চ। তদেবং তেষাং শ্রীকৃষ্ণনিত্যপরিকরত্বে সিদ্ধে সাধিতে শ্রীবসুদেবাদীনাং প্রাগ্‌জন্মনি সাধকত্বাদিকথনঞ্চ ভগবত ইব ভগবদিচ্ছয়ৈব

এ স্থলে (মূলের) 'নিজ লোক' ও 'তৎপাদ' শব্দে শ্রীরাম-কৃষ্ণাদির স্বতন্ত্র বৈকুণ্ঠ বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র নিজ বৈকুণ্ঠ—অযোধ্যার অপ্রকট-প্রকাশ হইতে,আর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজ বৈকুণ্ঠ দ্বারকাদির অপ্রকট-প্রকাশ হইতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন ; ইহাই পাদ্মোত্তর-খণ্ডের অভিমত। কারণ, মৎস্যাদি-অবতারের পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠে অবস্থিতির কথা উক্ত গ্রন্থে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে)

পার্ষদগণের ভগবানের মত ভগবদিচ্ছাক্রমে জন্মাদি হইয়া থাকে, ইহা বিদুর-মহাশয়ও বলিয়াছেন—"প্রাকৃত জন্ম-রহিত শ্রীকৃষ্ণের দুর্ব্বৃত্তগণের বিনাশের জন্য আবির্ভাবরূপ জন্ম, আর সত্ত্বাদি-গুণ-হেতুক-কর্ত্তৃত্ব-রহিত শ্রীভগবানের কেবল লোক-সংগ্রহ অর্থাৎ আপনাতে সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য জন্ম, অন্যথা গুণাতীত কোন ব্যক্তি (মাতা পিতা হইতে উৎপন্ন প্রাকৃত) দেহ ধারণ করিতে এবং (গুণহেতুক) কর্ম্ম বিস্তার করিতে যোগ্য হয়।" ৩।১।৪৩—এই শ্লোকের টীকায় শ্রীস্বামিপাদ 'কোন ব্যক্তি' (কঃ) স্থলে "অন্য কেহও" এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা হইতে বুঝা যাইতেছে, গুণাতীত শ্রীভগবানের ত প্রাকৃত জন্ম-কর্ম্ম নাই, গুণাতীত অন্য কাহারও অর্থাৎ পার্ষদগণেরও তাদৃশ জন্মকর্ম্ম নাই। তাহাদের জন্ম-কর্ম্ম লীলা মাত্র, স্বরূপশক্তির বিলাস, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এই সকল বিচার হইতে যাদবাদির শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-পরিকরত্ব সিদ্ধি নিশ্চিত হইলে, শ্রীবসুদেবাদির পূর্ব্বজন্মে সাধকরূপে সাধনাদির কথা বর্ণিত হইয়াছে,

লোকসংগ্রহাদ্যর্থমংশেনৈবাবতারাৎ ক্বচিজ্জীবান্তরাবেশাৎ সম্ভবতি। পুনশ্চ স্বয়মবতরৎসু তেষু তদংশপ্রবেশঃ কথারীত্যাত্বেকত্বেন কথনমিতি জ্ঞেয়ম্। যথা প্রদ্যুম্নস্য ব্যাখ্যাতম্। এবং তৃতীয়ে বেদাহমিত্যাদি ভগবদ্বাক্যে উদ্ধবং প্রতি বস্বংশত্বাপেক্ষয়ৈব বসো ইতি সম্বোধনং তাদৃশাংশপর্য্যবসানাস্পদাংশিরূপত্বেন চরমজন্মতোক্তিশ্চ জ্ঞেয়া। অতএবাহ—ত্বমেব পূর্বসর্গেঽভূঃ পৃশ্নিঃ স্বায়ম্ভুবে সতি। তদায়ং সুতপানাম প্রজাপতিরকল্মষঃ ॥১৩১॥

ত্বং শ্রীদেবকীদেব্যেব পৃশ্নিরভূঃ ন তু পৃশ্নিস্ত্বমভূদিতি॥ এবং তদায়মপীতি ॥১০॥৪॥ শ্রীভগবান্ ॥১৩১॥

তাহা শ্রীভগবানের মত ভগবদিচ্ছাক্রমে লোক-সংগ্রহের জন্য তাঁহাদের (শ্রীবসুদেবাদির) অংশাবতার দ্বারা সাধক-জীবে আবেশ হেতু সম্ভাবিত হইয়া থাকে। আবার শ্রীবসুদেবাদি স্বয়ং যখন অবতীর্ণ হয়েন, তখন উক্তরূপ অংশ তাঁহাদিগে প্রবেশ করে—বর্ণন-ভঙ্গিতে অংশ-অংশীতে অভিন্ন ভাবে উক্ত হইয়াছেন, এইরূপ বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে শ্রীপ্রদ্যুম্ন-প্রসঙ্গে যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, শ্রীবসুদেবাদি সম্বন্ধেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। এই প্রকার বক্ষ্যমাণ পদ্যে শ্রীউদ্ধবের প্রতি 'বসো' সম্বোধন করা হইয়াছে। এস্থলে বসু-বলিয়া সম্বোধন করিবার তাৎপর্য্য এইযে—বসু, শ্রীউদ্ধব-মহাশয়ের অংশ; শ্রীউদ্ধব মহাশয় তাহার অংশী। চরম জন্মে অংশী শ্রীশ্রীউদ্ধবে অংশ বসু প্রবিষ্ট হওয়ায় তাহাকে বসু সম্বোধন করা হইয়াছে। সেই শ্লোক যথা—

বেদাহমন্তর্মনসীপ্সিতং তে দদামি যত্তৎ দুরবাপমন্যৈঃ।
সত্রে পুরা বিশ্বসৃজাং বসূনাং মৎসিদ্ধি-কামেন বসোত্বয়েষ্টঃ ॥৩।৪।১১

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"হে বসো! আমি তোমার অন্তরে থাকিয়া তোমার মনোঽভিলাষ জানিয়াছি। অন্যের দুষ্প্রাপ্য সাধন তোমাকে দান করিতেছি। পূর্ব্বে তুমি বিশ্বশ্রেষ্ঠগণের যজ্ঞে আমাকে পাইবার জন্য পূজা করিয়াছিলে।"

অতএব—অংশীতে অংশে প্রবেশাপেক্ষায়, শ্রীভগবান্ দেবকীকে বলিয়াছেন—হে সতি! পূর্ব্বসৃষ্টিতে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুমিই পৃশ্নি হইয়াছিলে; আর তখন

এবমেবাহ বসুদেবং হরেঃ স্থানং বদন্ত্যানকদুন্দুভিমিতি ॥১৩২॥

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ। ইত্যাদৌ প্রসিদ্ধং বসুদেবাখ্যং হরেঃ স্থানমত্রানকদুন্দুভিং বদন্তি মুনয় ইতি ॥৯॥২৪॥ শ্রীশুকঃ ॥১৩২॥

তথাত্রাপ্যেবং ব্যাখ্যেয়ং দেবক্যাং দেবরূপিণ্যামিতি ॥১৩৩॥

দেবো বসুদেবস্তদ্রূপিণ্যাং শুদ্ধসত্ত্ববৃত্তিরূপায়ামেবেতি। অতএব বিষ্ণুপুরাণে তাং প্রতি দেবস্তুতৌ—ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মেত্যাদি বহুতরম্ ॥১০।৩॥ শ্রীশুকঃ ॥১৩৩॥

ইনি (বসুদেব) সুতপা-নামক বিশুদ্ধ-চিত্ত প্রজাপতি হইয়াছিলেন।" এস্থলে তুমি—দেবকীদেবী, পৃশ্নি হইয়াছিলে, কিন্তু যিনি পৃশ্নি ছিলেন, তিনি দেবকী-দেবী হইয়াছেন, একথা না বলায়, শ্রীদেবকী-দেবী পৃশ্নির অংশিনী ইহাই প্রতীত হইতেছে; তদ্রূপ বসুদেবও সুতপার অংশী ॥১৩১

এই জন্যই বলা হইয়াছে "হরির স্থান বসুদেবকে আনক-দুন্দুভি বলিয়া থাকেন।" ৯।২৪ অ

"যাহা হইতে স্বপ্রকাশ পুরুষ (শ্রীহরি) প্রকাশিত হইয়া থাকেন, তাহাই বসুদেব-শব্দে অভিহিত।" ৪।৩।২০ এই বচন-প্রমাণে বসুদেব নামক হরির স্থান—হরির আবির্ভাব-স্থানকে এই স্থানে অর্থাৎ দ্বারকায় মথুরায় মুনি গণ আনক-দুন্দুভি বলিয়া থাকেন। শ্লোকের 'বদন্তি' ক্রিয়ার কর্ত্তৃপদ উক্ত নাই। মুনয়ঃ (মুনিগণ) কর্ত্তৃপদ অধ্যাহার করা হইয়াছে ॥১৩২॥

দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ।
আবিরাসীদ্‌যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ॥

—এই শ্লোকেরও উক্তরূপ ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য। ব্যাখ্যা—"দেব-বসুদেব তদ্রূপিণী-শুদ্ধ-সত্ত্ব-বৃত্তিরূপা শ্রীদেবকী-দেবী। তাঁহাতে সর্ব্বগুহাশয় বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অতএব শ্রীদেবকী-দেবী শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপা বলিয়া বিষ্ণুপুরাণে তাঁহার প্রতি দেবগণের এইরূপ স্তুতি দেখা যায়—"তুমি সূক্ষ্ম প্রকৃতি" ইত্যাদি। ময়াময়ী প্রকৃতি অপরা, চিৎপ্রকৃতি পরা। অতএব পরা প্রকৃতি বলিতে বিশুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপাই বুঝায় ॥১৩৩॥

অতএবাহমিব নিত্যমেব মৎপিতৃরূপেণাপ্রকটলীলায়াং বর্ত্তমানৌ যুবাম্ অধুনা প্রকটলীলামনুগতৌ পুনরপ্রকটলীলাপ্রবেশং যদৃচ্ছয়াপ্যথ ইত্যাহ—যুবাং মাং পুত্রভাবেন ব্রহ্মভাবেন বাসকৃৎ।

চিন্তয়ন্তৌ কৃতস্নেহৌ যাস্যেথে মদ্গতিং পরাম্ ॥১৩৪॥

ব্রহ্মভাবেন নরাকৃতিপরব্রহ্মবুদ্ধ্যা। পরাং প্রকটলীলাতোঽন্যাং মদ্গতিং লীলাম্॥

যুবয়োঃ প্রাগংশেনাবির্ভূতয়োরপি মদেকনিষ্ঠাসীদিত্যাহ—অজুষ্টগ্রাম্যবিষাবনপত্যৌ চ দম্পতী। ন বব্রাথেঽপবর্গং মে মোহিতৌ মম মায়য়া ॥১৩৫॥

অতএব শ্রীবসুদেব-দেবকী হরির আবির্ভাব-স্থান বলিয়া, শ্রীভগবান তাঁহাদের প্রতি বক্ষ্যমাণ শ্লোকে বলিয়াছেন—আমার মত আপনারা নিত্যই আমার পিতৃরূপে অপ্রকট লীলায় বর্ত্তমান। অধুনা প্রকট লীলায়ও আমার মাতা-পিতারূপে বিহার করিতেছেন। পুনর্ব্বার অপ্রকট-লীলায়ও আপনারা যদৃচ্ছাক্রমে প্রবেশ করিবেন। এই অভিপ্রায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "আমাতে স্নেহশীল আপনারা আমাকে পুত্রভাবে বারংবার চিন্তা করিতে করিতে আমার পরমাগতি প্রাপ্ত হইবেন॥" ১০।৩ অ॥১৩৪॥

ব্রহ্মভাব—নরাকৃতি পরব্রহ্ম বুদ্ধিতে। পরা—প্রকট-লীলা হইতে অন্যা, আমার গতিলীলা ॥১৩৪॥

আপনাদের আমার প্রাপ্তির পক্ষে কখনও ব্যভিচার ঘটিতে পারেনা। আপনাদের নৈষ্ঠিক অনুরাগই তাহার হেতু। পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যখন আপনারা-অংশে পৃশ্নি ও সুতপারূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখনও একমাত্র আমাতেই আপনাদের নিষ্ঠা ছিল; এই অভিপ্রায়ে শ্রীভগবান বলিলেন—গ্রাম্য-বিষয়ভোগে বিরত অনপত্য দম্পতি আপনারা আমার মায়ায় মোহিত হইয়া মোক্ষ-বর প্রার্থনা করেন নাই। ১০।৩অ। ১০৫॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—আমার মায়া—আমার বিশেষ স্নেহময়ী শক্তি। যেহেতু এই শক্তিই-শ্রীমদ্ভাগবতে মায়া-শব্দে অভিহিত হইয়াছেন; ব্রজরাজ্ঞীর প্রতি

মম মায়য়া মদ্বিষয়স্নেহময্যা শক্ত্যেত্যর্থঃ। বৈষ্ণবীং ব্যতনোন্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভুরিতি ব্রজরাজ্ঞীং প্রতি চ দর্শনাৎ। তাদৃশস্নেহজনিকয়া মম কৃপয়েতি বা। মায়া দম্ভে কৃপায়াঞ্চেতি। তৎপ্রেম্নৈবহ্যপবর্গস্য তিরস্কারঃ সর্বত্র শ্রূয়তে যদ্যপি, মোক্ষবরণে হেতুরস্তীত্যাহ—অজুষ্ঠেতি। বিষয়াবেশাভাবাদ্বৈরাগ্যোৎপত্তেরিতিভাবঃ॥ ১০॥৩॥ শ্রীভগবান্ পিতরৌ ॥১৩৪॥১৩৫॥

অথ শ্রীগোপাদীনামপি তন্নিত্যপরিকরত্বং জয়তি জননিবাস ইত্যাদাবেব ব্যক্তম্। অতএবাহ—তস্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহম্। গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোঽয়ং মে ব্রত আহিতঃ॥ ১৩৬॥

স্পষ্টম্ ॥১০॥২৬॥ শ্রীভগবান্ ॥১৩৬॥

—"বিভু, পুত্রস্নেহময়ী মায়া বিস্তার করিলেন।" ১০৮॥ এইস্থলে মায়াশব্দের তাদৃশ অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়। অথবা মায়া আমার তাদৃশ-স্নেহ-জনিকা আমার (শ্রীকৃষ্ণের) কৃপা। বিশ্বকোষ-অভিধানে মায়াশব্দের দম্ভ-কৃপা-এই দুই অর্থ দেখা যায়। যদিও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের নিকট তিরস্কৃত অর্থাৎ তুচ্ছ হয়, ইহা সর্ব্বত্র শুনা যায়, তথাপি শ্রীবসুদেবদেবকীতে মোক্ষবর-প্রার্থনার সম্ভাবনা ছিল; তাহারা গ্রাম্য-বিষয়-ভোগে বিরত ছিলেন; বিষয়াবেশের অভাব হেতু তাঁহাদের বৈরাগ্য উদয় হয়, তাঁহাদের সর্ব্বত্র অনাদর, কেবল মোক্ষের জন্যই আগ্রহ থাকে, এতাদৃশ বৈরাগ্য-সম্পন্ন শ্রীদেবকী-বসুদেব সেই মোক্ষ উপেক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে যাচ্ঞা করিলেন; ইহা তাঁহাদের কৃষ্ণনিষ্ঠারই পরিচায়ক ॥১৩৪॥১৩৫॥

শ্রীগোপাদির শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকরত্ব।

অনন্তর শ্রীগোপাদিরও শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকরত্ব দেখান হইতেছে। অতএব —শ্রীগোপাদির নিত্য-পরিকরত্ব হেতু শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—আমার পিত্রাদি ব্রজপরিকরগণের নাশের জন্য ইন্দ্র বর্ষণ করিতেছে। এই গোষ্ঠ (ব্রজ) আমার আশ্রিত। আমিই ইহার একমাত্র রক্ষক এবং ইহা আমার একান্ত

তথা—তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্বসমৃদ্ধিমান্ হরের্নিবাসাত্ম-গুণৈ রমাক্রীড়মভূন্নৃপ ॥১৩৭॥

হরের্নিবাসভূতো য আত্মা তস্য যে গুণাস্তৈরেব সর্বসমৃদ্ধিমান্, নিত্যযোগে মত্বর্থীয়েন নিত্যমেব সর্বসমৃদ্ধিযুক্তঃ, শ্রীনন্দস্য ব্রজঃ, ততস্তং শ্রীকৃষ্ণপ্রাদুর্ভাবমারভ্য তু রমাক্রীড়ং, চিন্তামণিপ্রকরসদ্ম-সুকল্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্। লক্ষ্মীসহস্রশতসংভ্রম-সেব্যমানমিত্যত্র প্রসিদ্ধ্যা, রমাণাং মহালক্ষ্মীণাং শ্রীব্রজদেবীনামপি

আপনার বলিয়া গৃহীত। সুতরাং নিজ অসাধারণ প্রভাবে ইহাকে আমি রক্ষা করিব। এই গোষ্ঠ-রক্ষা-বিষয়ে আমি সতত কৃতসঙ্কল্প। ১০।২৬অ॥ ১৩৬॥

এইরূপ অভিপ্রায় অন্যত্রও ব্যক্ত আছে যথা—শ্রীশুকোক্তি—হে নৃপ! সেই হইতে (শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-কাল হইতে) নন্দের ব্রজ হরি-নিবাসের আত্মগুণে সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্ এবং রমার ক্রীড়ার স্থল হইয়াছিল। ১০।৫।অ॥ ১৩৭॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—হরি-নিবাস আত্মগুণ—শ্রীহরির নিবাসভূত যে আত্মা, তাহার যে গুণ, তদ্দ্বারায় সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্ অর্থাৎ, আত্ম-শব্দে স্বরূপ বুঝায়, ব্রজের স্বরূপ এইযে, শ্রীকৃষ্ণ তথায় নিত্য অবস্থান করেন; অন্যত্র ভক্তগণের হৃদয়ে কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদ স্ফূর্ত্তি হয়, কিন্তু শ্রীব্রজের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কখনও বিচ্ছেদ ঘটেনা, সুতরাং, সেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-বিহার-ভূমির যে সকল অসাধারণ গুণ থাকা উচিত, সে সকল গুণে তাহা সর্ব্বসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ। এস্থলে সমৃদ্ধি-শব্দের উত্তর নিত্য যোগে মতুপ্ প্রত্যয় হইয়াছে। এই প্রত্যয় দ্বারা নিত্যই ব্রজ সর্ব্বসমৃদ্ধিযুক্ত হইয়া বিরাজমান আছেন, এই অর্থ বুঝা যাইতেছে। সেই ব্রজকে বিশেষরূপে পরিচিত করাইবার জন্য 'শ্রীনন্দের ব্রজ' এই কথা বলিলেন, অর্থাৎ সে স্থানে সপরিকরে শ্রীব্রজরাজ নন্দ সতত অবস্থান করেন, সেই ব্রজ সর্ব্বদায় উক্ত নিখিল-সম্পদে পরিপূর্ণ। সুতরাং (শ্রীশুকবর্ণিত) শ্রীকৃষ্ণের প্রাদুর্ভাব আরম্ভ করিয়া তাহা (শ্রীব্রজ) রমার ক্রীড়া-ভূমি হইয়াছিল। এস্থলে রমাশব্দে মহালক্ষ্মী-স্বরূপা শ্রীব্রজদেবীগণ বুঝিতে হইবে। তাঁহারা ব্রহ্মসংহিতায় লক্ষ্মী-শব্দে অভিহিতা হইয়াছেন।

সাক্ষাদ্বিহারাস্পদং বভূব। হরিনিবাসাত্মনি তত্র শ্রীকৃষ্ণো যাবন্নিগূঢ়তয়া বিহরতি স্ম তাবন্তা অপি তথৈব বিহরন্তি স্ম। ব্যক্ততয়া তু তা অপি ব্যক্ততয়েত্যর্থঃ ॥১০॥৫॥ শ্রীশুকঃ ॥১৩৭॥

এতদেব প্রপঞ্চয়তি ষড়্ভিঃ।

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥১৩৮॥

ভাগ্যমনির্বচনীয়া কাপি শ্রীকৃষ্ণস্য কৃপা তস্য পুনরুক্ত্যাদরেণ সর্বথৈবাপরিচ্ছেদ্যত্বমুক্তম্। পূর্ণপরমানন্দব্রহ্মত্বেনৈব সনাতনত্বে

যথা—"চিন্তামণি-রাশি দ্বারা নির্ম্মিত গৃহ সমূহ এবং লক্ষ লক্ষ উত্তম কল্পবৃক্ষে আবৃত শ্রীগোকুলে সর্ব্বতোভাবে সুরভি পালন করিতে করিতে সহস্র শত লক্ষ্মী দ্বারা পরম সাদরে সেবিত হয়েন, সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।" (এই ব্রহ্মবচনে যাঁহারা লক্ষ্মী শব্দে অভিহিত হইয়াছেন) সেই শ্রীব্রজদেবীগণেরও (শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-কাল হইতে) বিহারাস্পদ হইয়াছিল, তখনই যে কেবল তাহারা তথায় বিহার করিতে ছিলেন, তাহা নহে। হরির নিবাসভূমি-স্বরূপ শ্রীগোকুলে শ্রীকৃষ্ণ যাবৎ নিগূঢ়রূপে-বিহার করেন, তাবৎ তাঁহারাও (ব্রজদেবীগণও) নিগূঢ় ভাবে বিহার করেন। আর শ্রীকৃষ্ণ-যখন প্রকটরূপে বিহার করেন তাহারাও তখন প্রকটরূপে বিহার করিয়া থাকেন ॥১৩৭॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মস্তবের ছয়টী শ্লোকে শ্রীগোপাদির নিত্য পরিকরত্ব বর্ণিত হইয়াছে। যথা "অহো! নন্দ-গোপের ব্রজবাসিগণের এক অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্য। যে হেতু পরমনন্দ পূর্ণ ব্রহ্ম তাহাদের সনাতন মিত্র।"

১০।১৪অ॥১৩৮॥

শ্লোকব্যাখ্য—এস্থলে ভাগ্য কোন শুভকর্ম্ম-জন্য অদৃষ্ট নহে; তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি অসম্ভব। তাঁহার কৃপাই তৎপ্রাপ্তির হেতু; এইজন্য ভাগ্য—শ্রীকৃষ্ণের কোন অনির্ব্বচনীয় কৃপা। শ্লোকে ভাগ্য-শব্দের পুনরুক্তি দ্বারায় পরমাদর সহকারে সেই ভাগ্যের সর্ব্বপ্রকারে অপরিচ্ছেদ্যত্ব কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রজ-বাসিগণের যে ভাগ্য, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের সনাতন মিত্র, দেশ কাল পাত্রের-

সিদ্ধে যৎ পুনস্তদুপাদানং তন্মিত্রপদস্যৈব বিশেষণত্বেন লভ্যম্। অথবা বিধেয়স্য বিশেষপ্রতিপত্ত্যর্থমনূদ্যং বিশিষ্যতে। যথা মনোরমং সুবর্ণমিদং কুণ্ডলং জাতমিতি কুণ্ডলস্যৈব মনোরমত্বং সাধ্যম্। তস্মাদত্রাপ্যনূদ্যস্য শ্রীকৃষ্ণাখ্যস্য পরব্রহ্মণঃ পরমানন্দপূর্ণত্বলক্ষণং বিশেষণদ্বয়ং বিধেয়ায়া মিত্রতায়া এব তত্তদ্ভাবং সাধয়তীতি তদেকার্থপ্রবৃত্তং সনাতনত্বং তস্যাস্তদ্ভাবং সাধয়েৎ। কিঞ্চাত্র মিত্রমিতি কালবিশেষযোগনির্দ্দেশাভাবাৎ কালসামান্যমেব ভজতে। ততশ্চ তস্য মিত্রতালক্ষণস্য বিধেয়স্য কালত্রয়াবস্থায়িত্বমেব স্পষ্টম্। কালা-

---

কোন বৈলক্ষণ্য বশতঃ খণ্ডিত হয়না। সর্ব্বাবস্থায় তাহারা সেই সৌভাগ্য (শ্রীকৃষ্ণের কৃপা) যুক্ত। পূর্ণ, পরমানন্দ ও ব্রহ্ম এই পদত্রয় দ্বারাই সনাতনত্ব সিদ্ধ হইয়াছিল, অর্থাৎ পূর্ণ পরমানন্দ ব্রহ্মবস্তু যে সনাতন (নিত্য) ইহা বলা বাহুল্য। তবে যে শ্লোকে সনাতন-পদ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা উক্ত মিত্র পদের বিশেষণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিগণের মিত্ররূপে বিদ্যমান আছেন অথবা—বিধেয় (১) মিত্র-পদটীকে বিশেষরূপে বুঝাইবার নিমিত্ত অনুবাদ শ্রীকৃষ্ণপদের বিশেষ করিতেছে। যেমন "এই মনোরম সুবর্ণ কুণ্ডল হইয়াছে" এই বাক্যে কুণ্ডলেরই মনোরমত্ব সাধ্য অর্থাৎ অনুবাদ্য সুবর্ণ পদের 'মনোরম' এই বিশেষণটী বিধেয় কুণ্ডল-পদেরই মনোরমত্ব সাধন করিয়াছে। সুতরাং এই শ্লোকে অনুবাদ শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্মের পরমানন্দময় পূর্ণত্ব সাধন করিতেছে; এই পদদ্বয়ের তুল্যার্থে প্রযুক্ত সনাতন পদও মিত্রতার সনাতনত্ব সাধন করিতেছে। অর্থাৎ সনাতন শ্রীকৃষ্ণ মিত্র বলিয়াই ঐ মিত্রতাও সনাতন, ঐ মিত্রত্ব কখনও ধ্বংশ হয়না। আরও এস্থলে 'মিত্র' পদে কাল-বিশেষ যোগে নির্দ্দেশ করা হয় নাই। অর্থাৎ কোন সময়ের মিত্র, ইহা না বলায় কাল-সামান্য অর্থাৎ সর্ব্বকালব্যাপী মিত্রত্ব প্রাপ্তি হইতেছে,। অতএব সেই মিত্রতা-লক্ষণ বিধেয়ের কালত্রয়ে অবস্থিতিই স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। ব্রজবাসিগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সময়-বিশেষে মিত্রতা ঘটে, এইরূপ ব্যাখ্যা কষ্টকল্পনা॥

---

(১) অনুবাদ বিধেয়ের লক্ষণ ২৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

স্তরাসংজহ্রস্তু কষ্টম্। অত্র চোত্তরয়োরর্থয়োঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সনাতনত্বে শব্দলব্ধে সতি তদীয়মৈত্রীমতাং পরিকরাণামপি সনাতনত্বং নাসম্ভবমপি শ্রীরুক্মিণীপ্রভৃতীনাং তথা দর্শনাৎ। অহো অস্তু তাবদেষাং নিত্যমেব শ্রীকৃষ্ণমৈত্রীপরমানন্দমনুভবতাং ভাগ্যং সম্প্রতি অস্মাকমপি তৎ কিমপি জাতমিত্যাহ—এষান্তু ভাগ্যমহিতাচ্যুত তাবদাস্তামিত্যাদি ॥১৩৯॥

একা অখণ্ডিতা নিত্যেতি যাবৎ। সা ভাগ্যমহিতা ভাগ্যমাহাত্ম্যমেষাং তাবদাস্তাং সম্প্রতি শর্বাদয়ো দশদিক্‌পালদেবা এব বয়ং

এস্থলে শেষোক্ত অর্থদ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণের সনাতনত্ব (নিত্যবিদ্যমানতা) যখন শব্দের দ্বারাই সিদ্ধ হইল, তখন তাঁহাতে মিত্রভাবাপন্ন পরিকরগণের সনাতনত্ব অসম্ভব নহে; কারণ শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি দ্বারকা-পরিকরগণের শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় নিত্য বিদ্যমানতা দেখা যায়। অহো! শ্রীকৃষ্ণের মৈত্রী-ভাবরূপ—পরমানন্দানুভবকারী ব্রজবাসিগণের ভাগ্যের প্রসঙ্গ আর কি বলিব? আমাদের—ব্রহ্মাদিরও অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে ॥১৩৮॥

এই অভিপ্রায়ে ব্রহ্ম বলিলেন—

এতাস্তু ভাগ্যমহিতাচ্যুতত বদাস্তামেকাদশৈব হি বয়ং বত ভূরিভাগাঃ।
এতদ্ধৃষীক-চষকৈরসকৃৎ পিবামঃ শর্ব্বাদয়োঽঙ্ঘ্রিজমধ্বমৃতাসবং তে॥

১০।১৪।৩১

"হে অচ্যুত! ব্রজবাসিগণের অখণ্ড (১) ভাগ্য-মহিমার কথা দূরে থাকুক, কে তাহা বলিতে সমর্থ হইবে, দশদেব আমরাও মহাভাগ্যশালী, কারণ ইন্দ্রিয়রূপ পানপাত্র দ্বারা আপনার-পাদ-পদ্মের মকরন্দ, যাহা অমৃত ও মদিরা-স্বরূপ, তাহা পান করিতেছি" ॥১৩৯॥

ব্রজবাসিগণের একা (একাদশী)—অখণ্ডিতা—নিত্যা—যে ভাগ্য-মহিতা—ভাগ্য-মাহাত্মের কথা-আর কি বলিব? শর্ব্ব (মহাদেব) প্রভৃতি দশদিক-

---

(১) এষাং একা ভাগ্যমহিতা মিত্যাবদাপ্ত—ইত্যাদি অন্বয়।

ভূরিভাগাঃ। পরমভক্তত্বাৎ তেষু মুখ্যত্বাচ্চ শর্বাদয় ইত্যুক্তম্। ভূরিভাগত্বমেব দর্শয়তি। হৃষীকচষকৈশ্চক্ষুরাদিলক্ষণপানপাত্রৈঃ কৃত্বা বয়মপ্যেতৎ সাক্ষাদেব যথা স্যাত্তথা তে তব অঙ্ঘ্র্যাব্জমধ্বমৃতাসবমসকৃৎ পুনঃ পুনরিহাগত্য পিবাম ইতি। চরণসৌন্দর্য্যাদিকমেবাতিমনোহরত্বাৎ মধ্বাদিতয়া ত্রিধাপি রূপিতং সমাহারদ্বন্দ্বেন। এতদিতি চাস্যৈব বা বিশেষণম্। অত্র তুষ্যতু ন্যায়েন, শ্রীব্রজবাসিনাং প্রাকৃতদেহিত্বমতেঽপি তেষাং করণৈর্দেবতাকর্ত্তৃকভোগো ন যুজ্যতে, তস্য

পালদেবতা (২) আমরাও মহা ভাগ্যশীল। দশদিকপাল মধ্যে পরম ভক্ত হেতু শ্রীমহাদেব মুখ্য; এইজন্য শর্ব্বাদি অর্থাৎ মহাদেব প্রথমে উল্লেখ করিয়াছেন। আপনাদের মহাভাগ্যশালিতা দেখাইতেছেন—আমরা এস্থলে আগমন করিয়া ইন্দ্রিয়রূপ পান-পাত্র দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমার চরণ কমলের মধু অমৃত ও মদিরা বারংবার পান করি। চরণের সৌন্দর্য্যাদি নিরতিশয় মনোহারী বলিয়া মধ্বাদি ত্রিবিধ বস্তুরূপে (সমাহার)-দ্বন্দ্ব সমাসে তাহা নিরূপণ করিয়াছেন, শ্লোকস্থিত এতৎ পদটি অঙ্ঘ্র্যাব্জমধ্বামৃতাসব পদের বিশেষণ অর্থাৎ এই চরণ-কমল মধ্বামৃত মদিরা এইরূপ অর্থও করা যায়।

"এতদ্ধৃষীক-চষকৈঃ"—এই পদের কেহ কেহ এরূপ অর্থ করেন যে, ব্রজবাসিগণের ইন্দ্রিয়রূপ পান-পাত্রদ্বারা ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবগণ তোমার চরণকমলের মধু অমৃত মদিরা পান করিয়া পরম সৌভাগ্যশালী। এই বাক্য কোন প্রকারেই সুসঙ্গত হয় না। তুষ্যতু-ন্যায় অর্থাৎ বিরোধ মীমাংসার জন্য অসঙ্গত বিষয়ও স্বীকার-পূর্ব্বক শ্রীব্রজবাসিগণের দেহ প্রাকৃত এই মত অঙ্গীকার করিলেও সমাধান হয় না, (এই মতেই অন্য প্রাকৃত জনের ন্যায় ব্রজবাসিগণের দেহে দেবতাগণ অধিষ্ঠিত আছেন, ইহা স্বীকার করা যায়। কিন্তু তাহারা অপ্রাকৃত প্রেমময় বিগ্রহ। তাঁহাদের শ্রীবিগ্রহের চক্ষুরাদি অবয়বে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতার কর্ত্তৃত্ব নাই। প্রেমই সর্ব্বেন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক। যখন যে ইন্দ্রিয়ে যে চেষ্টা প্রকাশ পাইলে শ্রীকৃষ্ণের সুখ হয়, তখনই প্রেম তাঁহাদের

---

(২) দশ দিকপাল ২৭৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

চ নিত্যত্বাদিত্যত্র শ্রীশঙ্করাচার্য্যেণ চ করণপক্ষস্যৈব হি দেবতা ন ভোক্তৃপক্ষস্যেত্যাত্মন এব ভোক্তৃত্বনির্দ্ধারণাৎ। অতঃ পূর্বমপি, তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগ ইত্যাদিনা যৎ প্রার্থিতং, তদেতদেবেত্যাহ—তদ্ভূরিভাগ্যমিত্যাদি ॥১৪০॥

অনেন শ্রীগোকুলজন্মলাভাদেব তব পাদনিষেবালক্ষণো যাচিতো

সেই ইন্দ্রিয়ে সে চেষ্টা প্রকাশ করেন।) কারণ, ব্রজবাসিগণের ইন্দ্রিয়-সমূহ-দ্বারা যে ভোগ নিষ্পন্ন হয়, তাহা ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণের কর্ত্তৃত্বাধীনে সে ভোগ সম্পন্ন হইতে পারে না; তাহার প্রমাণ—'তস্য চ নিত্যত্বাৎ ॥' ২।৪।১৩ এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণ করণ পক্ষপাতী অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের যেমন ভোগ-সাধনতা আছে, ভোগ-কর্ত্তৃত্ব নাই, তেমন উক্ত দেবগণ ভোগ সাধন করেন, তাহাদের কর্ত্তৃত্ব নাই, দেহগত সুখ-দুঃখের ভোক্তা আত্মা, ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে ॥১৩৯॥

অতএব—ব্রজবাসিগণের অপ্রাকৃত দেহে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ-দেবতাগণের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই বলিয়া, পূর্ব্বেও ব্রহ্মা প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাং।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং ভূত্বা নিষেবে তবপাদপল্লবং ॥
১০।১৪।২৯

"হে নাথ! আমার ব্রহ্ম-জন্ম কিম্বা পশু-পক্ষ্যাদির মধ্যে যে কোন জন্মই হউক, সে জন্মে যেন আমার এই সৌভাগ্য হয়—আমি তদীয় জনের সেবা করিতে পারি।" এই শ্লোকে যে সেবা-প্রার্থনা করিয়াছেন, সেই প্রার্থনা বক্ষ্যমাণ শ্লোকেও করিয়াছেন—

তদ্ভূরিভাগ্যমিহজন্ম কিমপ্যটব্যাং
যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজাভিষেকং।
যজ্জীবতস্তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ
স্ত্বন্ন্যাপি যৎপাদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব ॥ ১০।১৪।৩২। * ॥১৪০॥

এতদ্দ্বারা সূচিত হইল যে, যাহারা গোকুলবাসী, তাহারা তোমার নিত্য-

---

* এই শ্লোকের অনুবাদ ১২২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ভূরিভাগঃ সদৈব সেৎস্যতীতি সূচিতম্। তস্মাত্তেষাং ভাগধেয়ং কিং বর্ণনীয়ম্, অহো যেষাং ভক্ত্যা ভবানপি নিত্যমৃণিতামাপন্নো যেষু রুদ্ধ এবাস্ত ইত্যাহ—এষাং ঘোষনিবাসিনামিত্যাদি ॥১৪১॥

সতাং শুদ্ধচিত্তানাং ধাত্র্যাদিজনানামিব বেশাৎ। তস্মাদনাদি-কল্পপরম্পরাগতত্বাদবতারত এবৈবং প্রাপ্তত্বেন তৈরেকৈরেব ভক্তি-

---

পরিকর। সুতরাং তোমার চরণ-নিষেবন-লক্ষণ যে ভূরি ভাগ্য প্রার্থনা করা হইয়াছে, তাহা শ্রীগোকুলে জন্ম-লাভ হইতে সর্ব্বদা সম্ভব হয় অর্থাৎ গোকুলে জন্ম-লাভ করিলে সর্ব্বদা তোমার সেবা-লাভ করা যায় ॥১৪০॥

যে তোমার চরণ-সেবাই একমাত্র প্রার্থনীয়, শ্রীগোকুলবাসিগণ সর্ব্বদা সেই সেবা-সুখেই নিমগ্ন। সুতরাং তাহাদের সৌভাগ্যের কথা কি বর্ণন করিব? অহো! যাঁহাদের ভক্তিতে আপনিও নিত্য ঋণী হইয়া তাঁহাদের মধ্যে রুদ্ধ হইয়া বিরাজ করিতেছেন, এই অভিপ্রায়ে বলিলেন,

এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেবরাতেতি ন
শ্চেতো বিশ্বফলাৎফলং তদপরং কুত্রাপ্যয়ন্মুহ্যতি।
সদ্বেশাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা
যদ্ধামার্থ সুহৃৎ প্রিয়াত্মতনয় প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে ॥ ১০।১৪।৩৩॥১৪১॥

"হে দেব! যাহাদের ধাম, অর্থ, সুহৃৎ, প্রিয়, আত্মা, তনয়, প্রাণ, আশয় আপনার সুখের জন্য সমর্পিত, সেই ঘোষ-নিবাসিগণকে আপনি কি দান করিবেন, ইহা চিন্তা করিয়া আমার চিত্ত মোহ প্রাপ্ত হইতেছে। কারণ, সর্ব্বফলাত্মক আপনা হইতে শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই। সদ্বেশের অনুকরণ করিয়া পাপিষ্ঠা পূতনাও নিজ বন্ধুবান্ধবের সহিত আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রজবাসিগণকে ইহা হইতে উত্তম কিছু দেওয়া উচিত, কিন্তু তাহা ত নাই।"

সৎ-শুদ্ধ-চিত্ত-ধাত্র্যাদি জনগণের যে বেশ, পূতনা তদ্রূপ বেশ ধারণ করিয়াছিল। পূতনা মাত্র অবতার-লীলা-সময়ে সদ্বেশ ধারণ করিয়া তাদৃশ-ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছেন; আর ব্রজবাসিগণ অনাদি কল্প পরম্পরা-ক্রমে শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন এবং তাঁহাদের এক এক জনের ভক্তিদ্বারা

রুদ্ধত্বাৎ সনাতনং মিত্রমিত্যেবং সাধূক্তম্। ততশ্চ তদ্ভূরি ভাগ্য-মিত্যাদিকমপি সাধ্বেব প্রার্থিতমিতি ভাবঃ। নন্বেষাং মনুষ্যান্তরবৎ রাগাদিকং দৃশ্যতে, কথং তর্হি স্বয়ং ভগবতো নিত্যপরিকরত্বং, তত্র কৈমুত্যেনাহ—তাবদ্রাগাদয় ইত্যাদি ॥১৪২॥

স্তেনাঃ পুরুষসারহরাঃ। অন্যেষাং প্রাকৃতজনানামপি তাবদেব রাগাদয়শ্চৌরাদয়ো ভবন্তি, যাবন্তে জনাস্তে তব ন ভবন্তি সর্বতো-ভাবেন ত্বয্যাত্মানং ন সমর্পয়ন্তি। সমর্পিতে চাত্মনি তেষাং রাগা-দয়োঽপি ত্বন্নিষ্ঠা এবেতি রাগাদীনাং প্রাকৃতত্বাভাবান্ন চৌরাদিত্বং

তিনি অবরুদ্ধ। সুতরাং তাঁহাকে যে ব্রজবাসিগণের সনাতন-মিত্র বলা হইয়াছে, তাহা সুসঙ্গত। ব্রজ-পরিকরগণের প্রেমে অবরুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিরাজ করিতেছেন বলিয়া 'তদ্ভূরি ভাগ্যং' ইত্যাদি শ্লোকে ব্রহ্মা যাহা (তৃণ-জন্ম লাভ করিয়া ব্রজবাসীর পদরজ-স্পর্শ) প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহাও সমীচীন ॥১৪১॥

যদি কেহ বলে, এই ব্রজবাসিগণের সাধারণ মনুষ্যের মত রাগাদি দেখা যায়; তাহারা কিরূপে স্বয়ং ভগবানের নিত্য পরিকর হইতে পারে? তদুত্তরে কৈমুত্য-ন্যায়ে বলিতেছেন—

তাবদ্রাগাদয়স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।
তাবন্মোহাঙ্ঘ্রি-নিগড়োযাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ॥

১০।১৪।৩৪॥১৪২॥

"হে কৃষ্ণ! রাগাদি ততদিন পর্য্যন্তই তস্কর, গৃহ ততদিনই কারাগৃহ, মোহ ততদিনই পদ-শৃঙ্খল হইয়া থাকে, যতদিন পর্য্যন্ত জীব তোমাতে আত্ম-সমর্পণ না করে॥" ১৪২ ॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—তস্কর—পুরুষের সার ধৈর্য্যাদি-হরণকারী। অন্য প্রাকৃত জন সম্বন্ধেও রাগাদি-ততদিনই চৌরাদির সদৃশ কার্য্য করে, যত দিন পর্য্যন্ত তাহারা তোমার না হয়। অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে তোমাতে আত্ম-সমর্পণ না করে। যাঁহারা তোমাতে আত্ম-সমর্পণ করেন, তোমার সম্বন্ধেই তাঁহাদের

প্রত্যুত পরমানন্দরূপত্বমেবেত্যর্থঃ। তথৈব প্রার্থিতং শ্রীপ্রহ্লাদেন —যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী। ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্নাপসর্পতু ইতি। অতো যদি সাধকানামেবং বার্ত্তা তদা কিং বক্তব্যং, নিত্যমেব তাদৃশপ্রিয়ত্বেন সতাং শ্রীগোকুলবাসিনামেব-মিতি। ইত্থমেবোক্তম্—ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ কৃষ্ণরামকথাং মুদা কুর্বন্তো রমমানাশ্চ নাবিদন্ ভববেদনামিতি। ভবন্ত্যস্মিন্নিতি ভবঃ প্রপঞ্চঃ। যদ্যপি প্রপঞ্চজনেষ্বভিব্যক্তাস্তে তথাপি তৎসম্বন্ধিনী যা বেদনা বিষয়সুখাদিজ্ঞানং তাং নাবিন্দন্নিত্যর্থঃ। বেদনা জ্ঞান-পীড়য়োরিতি কোষজ্ঞাঃ। তর্হি কথং গোকুলে প্রপঞ্চবত্তানং

রাগাদি বিদ্যমান থাকে। সুতরাং সেই রাগাদি অপ্রাকৃত বলিয়া, তস্করের ন্যায় পুরুষের ধৈর্য্যাদি-হরণকারী নহে, প্রত্যুত পরমানন্দ-স্বরূপ। তজ্জন্য প্রহ্লাদ-মহাশয় তাদৃশ রাগাদির প্রার্থনা করিয়াছেন। যথা—"অবিবেকি-গণের মায়িক বিষয়ে যে অনপায়িনী প্রীতি, নিরন্তর তোমার স্মরণ-পরায়ণ আমার হৃদয় হইতে সে জাতীয় প্রীতি যেন তিরোহিত না হয়।"

অতএব শ্রীকৃষ্ণে আত্ম-সমর্পণকারী সাধকগণের সম্বন্ধেই যখন এরূপ সংবাদ পাওয়া যায়, তখন শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের নিরতিশয় প্রিয় রূপে বিরাজমান, সেই শ্রীগোকুলবাসিগণ সম্বন্ধে কি বক্তব্য আছে? এই জন্য বলা হইয়াছে "নন্দাদি ব্রজ-গোপগণ পরমানন্দে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের কথা আলোচনা করিয়া এবং তাঁহাতে রতিশীল হইয়া ভব-বেদনা জানেন নাই। ১০।১১।৩৪। যে স্থলে জীব জন্মায়, তাহা ভব অর্থাৎ প্রপঞ্চ, যদিও ব্রজবাসিগণ প্রপঞ্চ-জনগণমধ্যে অভিব্যক্ত হইয়াছেন, তথাপি প্রপঞ্চ-সম্বন্ধিনী যে বেদনা—বিষয়-সুখাদি জ্ঞান, তাহা তাঁহারা জানেন না। বেদনা-শব্দের জ্ঞান ও পীড়া অর্থ অভিধানে প্রসিদ্ধ আছে। ॥১৪২॥

যদিও শ্রীগোকুল প্রাপঞ্চিক বিষয়-সুখাদির অনুভবশূন্য, শ্রীকৃষ্ণ-সুখে পরিপূর্ণ হয়, তবে জনগণের নিকট তাহা প্রপঞ্চের ন্যায় অনুভূত হয় কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

লোকানাং ভবতি তত্রাহ—প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে। প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো ॥১৪৩॥

প্রপঞ্চাদতীতেঽপি ত্বং ভূতলে স্থিতং প্রপঞ্চং বিড়ম্বয়সি স্বয়মনেন প্রস্তুতেন গোকুলরূপেণানুকরোষি। বস্তুতস্তু শ্রীগোকুলরূপমিদং তব স্বরূপং প্রপঞ্চবদেব ভাতি ন তু প্রপঞ্চরূপমেবেতি তাৎপর্য্যম্। তদ্বচ্চ ভানং কিমর্থং তত্রাহ—প্রপন্নেতি। এতাদৃশলৌকিকাকার-লীলয়ৈব হি প্রপন্নজনবৃন্দস্য পরমানন্দো ভবতীত্যেতদর্থম্। তস্মাৎ সাধূক্তমহো ভাগ্যমিত্যাদি ॥১০॥১৪॥ ব্রহ্মা শ্রীভগবন্তম্ ॥১৩৮—১৪৩॥

প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে।
প্রপঞ্চ-জনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং বিভো ॥
১০।১৪।৩৫॥১৪৩॥

"হে বিভো তুমি প্রপঞ্চাতীত হইয়াও প্রপন্ন জনসমূহের আনন্দরাশি বিস্তার করিবার জন্য ভূতলে প্রপঞ্চের বিড়ম্বনা করিতেছ।"

শ্লোকার্থ—প্রপঞ্চাতীত হইয়াও তুমি ভূতলস্থিত প্রপঞ্চের বিড়ম্বনা করিতেছ। অর্থাৎ স্বয়ং এ প্রসঙ্গে বর্ণিত গোকুলরূপের অনুকরণ করিতেছ। বাস্তবিকপক্ষে এই গোকুল-রূপ তোমার স্বরূপ, তাহাই প্রপঞ্চের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে; কিন্তু উহা প্রপঞ্চ-স্বরূপ নহে—ইহাই তাৎপর্য্য। প্রপঞ্চাতীত গোকুল কেন প্রপঞ্চের ভান করেন? তদুত্তরে বলিলেন—প্রপঞ্চ জন ইত্যাদি। এইরূপ লৌকিককার-লীলাদ্বারাই প্রপন্ন জনসমূহের পরমানন্দ হইয়া থাকে, তজ্জন্য তিনি প্রপঞ্চের অনুকরণ করেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বর-লীলা হইতে নর-লীলায় তদীয় পরিকরগণের পরমানন্দ হইয়া থাকে। এই জন্য অপ্রাকৃত-ধামকে নরলোকের স্থান-বিশেষের মত প্রকাশ করিয়া নররূপী শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ পরিকরগণের সহিত সতত বিচিত্র লীলা করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মস্তবের উক্ত শ্লোক-সমূহ হইতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ, গোপাদি ব্রজপরিকরগণের সহিত নিত্য বিহার করেন। অতএব, অহো ভাগ্যং ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে নন্দগোপের ব্রজবাসিগণের সনাতন মিত্র বলিয়া যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা সুসঙ্গত ॥১৩৮—১৪৩॥

অতএবাহ—তাসামবিরতং কৃষ্ণে কুর্বতীনাং সুতেক্ষণম্। ন পুনঃ কল্পতে রাজন্ সংসারোঽজ্ঞানসম্ভবঃ ॥১৪৪॥

তাসাং শ্রীগোপপুরস্ত্রীণাং সংসারঃ সংসারিত্বং প্রাপঞ্চিকত্বং ন পুনঃ কল্পতে ন তু ঘটতে কিন্তু প্রাপঞ্চিকত্বমেব ঘটত ইত্যর্থঃ। যতোঽস্মাদজ্ঞানসম্ভবঃ। তাসান্তু কথন্তু তানাম্ অজ্ঞানতমঃসূর্য্যস্য জ্ঞানস্যোপরিবিরাজমানো যঃ প্রেমা তস্যাপ্যুপরি বর্ত্তমানং যৎ সুতেক্ষণং পুত্রভাবো বাৎসল্যাভিধঃ প্রেমা তদেব তত্রাপ্যবিরতং নিত্যমনাদিত এব শ্রীকৃষ্ণে কুর্বতীনামিতি ॥১০॥৬॥ শ্রীশুকঃ ॥১৪৪॥

যস্মাদেব শ্রীগোপাদীনাং তদীয়নিত্যপরিকরত্বং তস্মাদেতৎ

অতএব—শ্রীগোপাদির শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকরত্ব-হেতু, শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"হে রাজন্! যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে অবিরত পুত্র-দৃষ্টি করেন, সেই গোপীগণের অজ্ঞান-সম্ভূত সংসার কল্পিত হইতে পারে না।" ১০।৬।২৭

শ্রীগোপপুর-স্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণে নিয়ত পুত্র-দৃষ্টি-সম্পন্না; জন্মান্তরে তাঁহাদের সংসারিত্ব—প্রাপঞ্চিকত্ব ঘটে না—তাঁহাদের অপ্রাপঞ্চিকত্বই চিরকাল থাকে, অর্থাৎ প্রকট-লীলায় গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরত্ব লাভ করিয়াছেন, প্রকট-লীলাবসানে তাঁহারা আবার সংসারী সাধারণ জীব হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন না। তাঁহারা তখনও প্রপঞ্চাতীত-ধামেই থাকিবেন। কারণ, অজ্ঞান হইতেই জীবগণের সংসার কল্পিত হয়। শ্রীগোকুল-পুর-স্ত্রীগণের তাদৃশ অজ্ঞান-স্পর্শ-লেশের সম্ভাবনা নাই। অজ্ঞানতমঃ-বিনাশকারী জ্ঞান-সূর্য্যের উপরিভাগে বিরাজমান যে প্রেম, সেই প্রেমের উপর বর্ত্তমান যে সুতেক্ষণ—পুত্রভাব—বাৎসল্য-নামক প্রেম; আবার সেই প্রেম-সহকারে অবিরত—নিত্য—অনাদি-কাল হইতেই যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে পুত্র-দৃষ্টি-সম্পন্না, তাদৃশী গোপীগণের অজ্ঞান-সম্ভূত সংসার-কল্পিত হইতে পারে না ॥১৪৪॥

গোপীগণের গুণময় দেহত্যাগ-মীমাংসা।

শ্রীগোপ-গোপী প্রভৃতি যদি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-পরিকর হয়েন, তবে রাস-প্রসঙ্গে প্রেয়সী-গোপীগণের গুণময়-দেহত্যাগের কথা কেন উক্ত হইয়াছে?

প্রকরণস্থসিদ্ধদেহানাং সাধকচরীণাং কাসাঞ্চিদপেক্ষয়া। যদ্বা, এতদভিপ্রায়ং, তচ্চ, অন্তর্গৃহগতা ইত্যাদিকং ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্য ইত্যাদ্যন্তম্ ॥১৪৫॥

তাহার উত্তরে বলিতেছেন, শ্রীব্রজসুন্দরীগণ নিত্যসিদ্ধা ও সাধকচরী ভেদে দ্বিবিধা। (১) সাধকচরীগণ অসিদ্ধ-দেহা। তাহাদের কেহ কেহই গুণময় দেহ-ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই গোপীগণের সম্বন্ধেই গুণময়-দেহত্যাগের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। অথবা, সেই প্রকরণের শ্লোকগুলির নিম্নলিখিতরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে।

শ্লোক-সমূহ যথা :—শ্রীশুক উবাচ—

অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুমীলিতলোচনাঃ॥
দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ॥
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ॥

পরীক্ষিদুবাচ—

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং ন তু ব্রহ্মতয়া মুনে।
গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথম্॥

শ্রীশুক উবাচ—

উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথাগতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ॥

---

(১) শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধা-গোপী। শ্রীকৃষ্ণ যেমন গোপরূপে স্বয়ং ভগবান্, ইহাঁরাও তেমন গোপীরূপেই নিত্য শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী। আর যাঁহারা সাধনদ্বারা গোপী-গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা সাধকচরী। দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ, শ্রুতিগণ—সাধকচরী গোপী হইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ॥
কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেবচ।
নিত্যং বিদধতোহরৌ যান্তি তন্ময়তা হি তে॥
ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে॥ ১০।২৯।৮—১৫

শ্রীশুকদেব বলিলেন—"যে সকল গোপী গৃহ হইতে নির্গত হইতে পারিলেন না, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন; ঐ সময়ে নিমীলিত-লোচন হইয়া গভীর ধ্যান-মগ্ন হইলেন।

দুঃসহ প্রিয়-বিরহ-জন্য তীব্র তাপে তাঁহাদের সমুদয় অশুভ বিগত হইলে ধ্যান-যোগে অচ্যুতের আলিঙ্গন-সুখদ্বারা তাঁহাদের মঙ্গল-বন্ধন ক্ষীণ হইল।

জার-বুদ্ধিতেও সেই পরমাত্মাতে সঙ্গতা তাঁহারা প্রক্ষীণ-বন্ধনা হইয়া সদ্য গুণময় দেহ ত্যাগ করিলেন।

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, হে মুনে! গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ কান্ত বলিয়া জানিতেন, ব্রহ্ম বলিয়া জানিতেন না। গুণযুক্ত-বুদ্ধিবিশিষ্টা তাঁহাদের কি প্রকারে গুণ-প্রবাহের বিরতি হইল?

শ্রীশুকদেব বলিলেন, হৃষীকেশকে দ্বেষ করিয়া শিশুপাল যেরূপে সিদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণকে দ্বেষ করিয়াও যখন সিদ্ধিলাভ করার কথা জানা যায়, তখন অধোক্ষজ-প্রিয়াগণের গুণময় দেহত্যাগ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

হে নৃপ! অব্যয়, অপ্রমেয়, নির্গুণ, গুণাত্মা ভগবান্ কেবল মানবগণের মঙ্গলের জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীহরির প্রতি সতত কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ঐক্য বা সৌহৃদ্য বিধান করিলে তন্ময়ত্ব লাভ করা যায়।

অজ, ভগবান্, যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে এ সম্বন্ধে আপনি বিস্ময় প্রকাশ করিবেন না; যেহেতু, ইহাঁ হইতে স্থাবরাদি পর্য্যন্ত বিমুক্তি লাভ করে।"

১০।২৯।৮—১৫ ॥১৪৫॥

অত্র অন্তরিতি স্ফুটমেব। অশুভং শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তাবন্তরায়রূপং গুরুভয়াদিকম্। মঙ্গলং শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তৌ সাধনং সখ্যাদিসাহায্যচিন্তনম্। ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যত ইতি হ্যুক্তমেব। দৃশ্যতে চান্যত্রাপি তদসম্ভবস্থলে তৎশব্দপ্রয়োগঃ বৎস্যত্যুরসি মে ভূতির্ভবৎপাদহতাংহস ইত্যাদৌ। তত্র যথা শ্রীভগবদ্বাক্যযাথার্থ্যায়ার্থান্তর-

শ্লোক-ব্যাখ্যা :—গোপীগণের মধ্যে কেহ কেহ পতি-শুশ্রূষার জন্য গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র শ্রীকৃষ্ণের মোহন-মুরলী-ধ্বনি শ্রবণ করিলেন। শ্রবণ মাত্র গৃহ হইতে বাহির হইবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। কিন্তু বাহির হইতে পারিলেন না, বাধা দিবার জন্য দ্বার-রোধ করিয়া পতি দাঁড়াইয়া আছেন। তখন অনন্যোপায় হইয়া যে প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ব্ব হইতেই চিন্তা করিতেন, নয়ন মুদ্রিত করিয়া তাঁহার ধ্যানে মগ্ন হইলেন। ধ্যান-প্রভাবে অশুভ—শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির অন্তরায়-স্বরূপ গুরু-ভয়-প্রভৃতি বিদূরিত হইল। আর ধ্যানে শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন লাভ করায় মঙ্গল—শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ সখ্যাদির সাহায্য-চিন্তন তিরোহিত হইল। এ স্থলে অশুভ ও মঙ্গল শব্দের ঈদৃশ অর্থ করিবার হেতু দেখাইতেছেন যে, নিন্দিত কর্ম্ম হইতেই অশুভ আর, বিহিত কর্ম্ম হইতে মঙ্গল উৎপন্ন হয়। ভগবৎ-পরিকরগণের কর্ম্ম-বন্ধন-হেতু জন্ম সম্ভবপর নহে বলিয়া ত'হাদের অশুভ বা মঙ্গল নাই। ভগবৎ-পরিকরগণের যে কর্ম্ম-বন্ধন নিমিত্ত জন্ম নাই, তাহার প্রমাণ—"বৈষ্ণবগণের কর্ম্ম-বন্ধন-হেতুক জন্ম নাই, তবে যে ভক্তগণের জন্মাদির কথা শুনা যায়, তাহা ভক্ত, ভক্তি বা ভগবানের ইচ্ছানুসারে হইয়া থাকে"—এই শ্রীবিষ্ণুপুরাণীয় বচন। সুতরাং গোপীগণ-সম্বন্ধে 'অশুভ' ও 'মঙ্গল' শব্দের উক্ত রূপ অর্থ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

গোপীগণ আনন্দ-চিন্ময়-রস-প্রতিভাবিতা—প্রেমের প্রকট বিগ্রহ। তাঁহাদের গুণময়-দেহ-স্থিত নিবন্ধন যে অশুভ-শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার অর্থান্তর দেখা কর্ত্তব্য। কেবল এ স্থলে যে অসম্ভব বিষয়ের (গোপীগণের অশুভের) অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা নহে, অন্যত্র এরূপ দেখা যায়, যথা ভৃগুমুনি শ্রীহরির বক্ষে পদাঘাত করিলে, শ্রীহরি বলিলেন—

মনুসন্ধেয়ং তদ্বদিহাপীতি। পরমাত্মানমিতি ব্রহ্মস্তবান্তনির্দিষ্টসিদ্ধান্ত-রীত্যা শ্রীকৃষ্ণস্য স্বভাবত এব পরমপ্রেমাস্পদত্বং দর্শিতম্। জার ইতি বা বুদ্ধিস্তয়াপি তন্মাত্রেণাপি সঙ্গতাঃ ন তু সাক্ষাদেব জার-

---

অদ্যাহং ভগবন্নদ্য লক্ষ্ম্যা আসমেকান্তভাজনম্।
রসত্যুরসি মে ভূতির্ভবৎপাদহতাংহসঃ॥ ১০।৮৯।৩

"হে ভগবন্! অদ্য আমি লক্ষ্মীর একান্ত আশ্রয় হইলাম, আপনার পদাঘাতে আমার পাপক্ষয় হওয়ায় লক্ষ্মীদেবী সর্ব্বদা বক্ষঃস্থলে বাস করিবেন।" (১)

যাঁহার নাম-শ্রবণাদি হইতে অশেষ পাতক বিনষ্ট হয়, সেই শ্রীভগবদ্বিগ্রহে পাপ-স্পর্শ-লেশের সম্ভাবনা কোথায়? তবে (শ্রীহরির) বক্ষে পদাঘাত-জন্য ভৃগুমুনির যে অনুতাপ জন্মিয়াছিল সেই অনুতাপ ঘুচাইবার নিমিত্ত তিনি উক্তরূপ বলিলেন। এস্থলে যেমন ভগবদ্বাক্যের যাথার্থ্য রক্ষার জন্য অর্থান্তর অনুসন্ধান করিতে হইল, রাস-প্রসঙ্গে গোপীগণ-সম্বন্ধে কথিত অশুভ ও মঙ্গল শব্দের উক্তরূপ অর্থান্তর দেখিতে হইবে।

ত্বমেব পরমাত্মানাং ইত্যাদি শ্লোকে "পরমাত্মা" শব্দ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবতই নিরতিশয় প্রেমাস্পদত্ব দর্শিত হইল।

ব্রহ্মস্তবের—

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাং।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥ ১০।১৪।৫৩

শ্রীকৃষ্ণে ব্রজ-বাসিগণের নিরতিশয় প্রীতি বিদ্যমান থাকিবার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব বলিলেন, "হে রাজন্! তুমি শ্রীকৃষ্ণকে অখিল-প্রাণীর আত্মা বলিয়া জান। তিনি জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত কৃপাবশে দেহীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন।" এই শ্লোকে যেমন সর্ব্বান্তর্যামিতা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রেমাস্পদত্ব নির্দ্দেশ করিলেন, তেমন পরমাত্মানং ইত্যাদি শ্লোকেও তেমন শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবতঃই নিরতিশয় প্রেমাস্পদত্ব প্রদর্শন করিবার জন্য পরমাত্মা শব্দ প্রয়োগ করিলেন।

অতঃপর সেই শ্লোকের "জারবুদ্ধ্যা" পদের ব্যাখ্যা করিতেছেন:—জার

---

(১) ৬০ পৃষ্ঠায় এই প্রসঙ্গ সবিস্তার বর্ণিত আছে।

রূপেণ প্রাপ্ত্যেতি তদ্ভাবপুরস্কারেণ ভজনস্য প্রাবল্যং ব্যঞ্জিতম্। জারশব্দেন নির্দ্দেশাৎ লোকধর্ম্মমর্য্যাদাতিক্রমং দর্শয়িত্বা তথাবিধ-ভাবস্যাতিনিরর্গলত্বং দর্শিতম্। বন্ধনং শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিবিরোধিগুরুজন-

---

এই যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধি মাত্র দ্বারাও সঙ্গতা—শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতা হইলেন; কিন্তু সাক্ষাৎ জার-রূপ প্রাপ্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গ লাভ করিলেন, এমত নহে। অর্থাৎ গোপীগণের বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের জার, এই ভাবনাটী আছে বটে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের 'জার' নহেন। যেমন, কেহ যদি রজ্জুতে সর্প-বুদ্ধি করে, তবে সেটী তাহার বুদ্ধি-গত ভ্রম বটে, কিন্তু বস্তুগত কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না অর্থাৎ রজ্জু সর্প হয় না, সেই প্রকার গোপীগণের বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের 'জার'—এই ভাবনা বাস্তবিকপক্ষে থাকিলেও তিনি তাঁহাদের 'জার' নহেন, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ কাহার 'জার' হইতে পারেনা, তিনি সকলের হৃদয়-রমণ অর্থাৎ যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ-সুন্দরীগণের জার নহেন, যোগমায়া-প্রভাবে তাঁহাতেই তাঁহাদের জার-বুদ্ধি হইয়াছিল, সেই বুদ্ধিতে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এস্থলে জার-ভাব অর্থাৎ উপপতি-বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের প্রাবল্য দর্শিত হইল। জার-শব্দে নির্দ্দেশ দ্বারা লোকধর্ম্ম ও লোকমর্য্যাদা অতিক্রম দেখাইয়া গোপী-ভাবের নির্বাধত্ব দেখাইলেন, অর্থাৎ ত্যাগই প্রেমের পরিচায়ক। ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির জন্য দুস্ত্যজ্য লোক-ধর্ম্ম ও লোক-মর্য্যাদা ত্যাগে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই, শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির জন্য তাঁহাদের তীব্র উৎকণ্ঠা ছিল। সেই উৎকণ্ঠার প্রবল প্রবাহে (শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির) যত অন্তরায় ছিল, সমুদায় তৃণের ন্যায় ভাসাইয়া নিয়াছিল। যদি এই জার-বুদ্ধি না থাকিত, তবে গোপীভাবের উৎকণ্ঠাতিশয় এবং গোপী-প্রেমের মহিমা প্রদর্শন করিবার কোন উপায় ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে এই উৎকণ্ঠারই প্রয়োজন, এই জন্য জার-ভাব অবলম্বনের দ্বারা ভজনের প্রাবল্য প্রদর্শিত হইয়াছে"—একথা বলা হইল (১), ঐ শ্লোকের "সদ্যঃ প্রক্ষীণ-বন্ধনাঃ" পদের বন্ধন

---

(১) শ্রীব্রজসুন্দরীগণ যে শ্রীকৃষ্ণকে জাররূপে ভাবনা করিয়াছিলেন, উহা পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত রাগৌৎসুক্য-নিবন্ধন কৃষ্ণ-প্রাপ্তির সোপানরূপে তাঁহাদিগের

মধ্যবাসাদিরূপম্। তত্র গুণময়ং দেহং জহুরিত্যত্র রাজ্ঞঃ সন্দেহঃ কৃষ্ণং বিদুরিতি। হে মুনে তাঃ শ্রীকৃষ্ণং পরং কেবলং কান্তং নিগূঢ়-বল্লভং বিদুর্ন তু ব্রহ্মেতি। তর্হি কথং তাসাং গুণপ্রবাহস্যোপরমঃ সম্ভবতি। যস্য ব্রহ্মভাবনা স্যাত্তত্র তস্য নির্গুণস্যৈবোদয়াদ্ভবেৎ প্রাচীনমায়িকগুণপ্রবাহোপরমঃ। তাসু তু কান্ততয়ৈব ভাবয়ন্তীষু প্রাকৃতগুণাতীতগুণকস্যৈব তস্যোদয়াৎ প্রাকৃতগুণাভাবেঽপি তদ্-

---

শব্দে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির বিরোধী-গুরুজন-মধ্যে বাসাদিরূপ অন্তরায় বুঝিতে হইবে। ব্রজ-সুন্দরীগণের গুণময়-দেহ-ত্যাগের কথা বলায় শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ সংশয় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, হে মুনে! গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পর—কেবল কান্ত—নিগূঢ়-বল্লভ বলিয়া জানিতেন, ব্রহ্ম বলিয়া জানিতেন না। তাহাতে তাঁহাদের গুণ-প্রবাহের বিরতি কিরূপে সম্ভব হয়? যে জন ব্রহ্ম ভাবনা করে, তাহার নিকট নির্গুণ ব্রহ্ম স্বরূপ উদিত হয়েন; নির্গুণ ব্রহ্মের আবির্ভাবে প্রাচীন মায়িক গুণ-প্রবাহ অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে যে মায়িক গুণ-প্রবাহে লিপ্ত আছে, তাহা নিবৃত্ত হয়। কিন্তু ব্রজ-সুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কান্ত বলিয়াই ভাবনা করেন, (ব্রহ্ম বলিয়া নহে); তাঁহাদের নিকট প্রাকৃত গুণাতীত কিন্তু স্বরূপানুবন্ধী অনন্তগুণপূর্ণ তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া

বুদ্ধিরই অবলম্বন মাত্র হইয়াছিল, কিন্তু ঐ জার-ভাবটী শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করে নাই; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ কখনও তাঁহাদের জার হয়েন না। বস্তুতঃ রমণই হয়েন এবং রমণরূপেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের এই জার-ভাবময়-বুদ্ধিই শ্রীকৃষ্ণের প্রাপক নহে, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত তাঁহাদের পরম প্রেমময়ী বলবতী যে পিপাসা ছিল, সেই পিপাসাই তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ লাভ করাইয়া দিয়াছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ-বিষয়ে তাঁহাদের এই জার-ভাব মাত্রই প্রশংসনীয় নহে, বস্তুতঃ লোক-ধর্ম্ম-মর্য্যাদা-অতিক্রমকারী প্রগাঢ় অনুরাগ তাঁহাদিগের বুদ্ধিকে আবরণপূর্ব্বক লোকধর্ম্ম-মর্য্যাদা জলাঞ্জলি দিয়া অতীব নিন্দনীয় জার-ভাবকেও শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির সোপান-স্বরূপে অবলম্বন করাইয়াছিল, সেই প্রগাঢ় অনুরাগ বা পরমপ্রেমময়ী বলবতী পিপাসাই পরম প্রশংসার্হ।

গুণানুবন্ধগুণত্বাৎ পরমপুরুষার্থানুগতানাং তেষাং কথমুপরম ইত্যর্থঃ। যদ্বা তাসাং গুণপ্রবাহঃ কথমুপরমঃ পারমার্থিকো ন ভবতি, যেন ততো মুক্তিং কথয়সীতি ভাবঃ। ব্রহ্মতয়া বেদনাদ্বৈলক্ষণ্যং প্রতিপাদয়তি, গুণধিয়াং, ব্রহ্মনিষ্ঠায়া অপি ত্যাজকে তস্য পরমসৌন্দ-

---

ব্রজসুন্দরীগণের প্রাকৃত গুণ-সম্পর্কের অভাব হইলেও শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবন্ধ (১) যে সকল গুণ আছে, তৎসমুদয় পরম-পুরুষার্থের অনুগত; সে সকল গুণের কিরূপে নিবৃত্তি (নাশ) ঘটে? অর্থাৎ মায়িক গুণসকল পরম-পুরুষার্থ শ্রীভগবদনুভবের অন্তরায় বলিয়া যে সকল গুণের ক্ষয় বাঞ্ছনীয়, কিন্তু ব্রজসুন্দরীগণের যে সকল গুণই শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির হেতু-ভূত, সে সকল গুণের কিরূপে বিরতি হইতে পারে? তাঁহাদের যে সকল গুণের বিরতি ঘটিলে, তাহা প্রশংসার বিষয় না হইয়া আক্ষেপের বিষয়ই হয়। অথবা (অর্থান্তর), ব্রজসুন্দরীগণের তাদৃশ (স্বরূপানুবন্ধী) গুণ-প্রবাহের কোন প্রকারেই যথার্থ (পরমার্থিক) নিবৃত্তি ঘটিতে পারে না, যাহা (যে গুণ-প্রবাহ-নিবৃত্তি) হইতে আপনি তাঁহাদের মুক্তি-কথা বলিতেছেন? জীব মায়িক-গুণে লিপ্ত বলিয়া, তাহাদের সে সকল গুণ-ক্ষয়ে মুক্তি সম্ভব। ব্রজসুন্দরীগণের স্বরূপানুবন্ধী গুণ;—যতদিন স্বরূপের স্থিতি ততদিন গুণেরও স্থিতি। স্বরূপের ধ্বংস অসম্ভব বলিয়া, তাঁহাদের গুণ-ক্ষয়ও অসম্ভব। সুতরাং গুণ-ক্ষয় জন্য যে মুক্তি, ব্রজসুন্দরীগণের সেই মুক্তি কিরূপে ঘটে?

ব্রহ্ম-স্বরূপানুভব হইতে ব্রজসুন্দরীগণের অনুভব যে বিলক্ষণ (অন্যবিধ) তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—'তাঁহারা গুণধী' অর্থাৎ যে শ্রীকৃষ্ণের পরম সৌন্দর্য্যাদিগুণে চিত্তের আবেশ ঘটিলে, ব্রহ্ম-নিষ্ঠাতে পর্য্যন্ত তুচ্ছ বুদ্ধি ঘটে, ব্রজসুন্দরীগণের চিত্ত সেই শ্রীকৃষ্ণ-গুণে অনবরত আবিষ্ট আছে। সুতরাং তাঁহাদের মুক্তি অসম্ভব, আপনি কেন তাঁহাদের মুক্তির কথা বলিতেছেন?

---

(১) শ্রীকৃষ্ণ-গুণানুবন্ধ-গুণ—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপানুবন্ধী অনন্ত-গুণে ব্রজসুন্দরীগণ যেমন কৃষ্ণ-প্রেম বিহ্বলা, শ্রীব্রজসুন্দরীগণের সে জাতীয় গুণে শ্রীকৃষ্ণ তেমন মুগ্ধ—তাঁহাদের প্রেমে বন্ধী। তাঁহাদের এই গুণই শ্রীকৃষ্ণ-গুণানুবন্ধ-গুণ।

র্য্যাদিগুণে ধীশ্চেতো যাসাম্। তত্রোত্তরমুক্তমিতি। পুরঞ্জনেতি-হাসাদিবদ্দুরূহত্বাৎ স্বয়মুক্তস্য ব্যাখ্যানমিদম্। এবং হি দৃষ্টান্তবলেন লভ্যতে। যথা চৈদ্যশব্দেনাত্র কারূষো গৃহীতঃ, তৌ চ জয়বিজয়ৌ, তয়োশ্চ, দেহেন্দ্রিয়াসুহীনানাং বৈকুণ্ঠপুরবাসিনাম্। দেহসম্বন্ধ-সম্বন্ধমেতদাখ্যাতুমর্হসীতি শ্রীযুধিষ্ঠিরপ্রশ্নদৃশা ত্বপ্রাকৃতবিগ্রহত্বেনা-নশ্বরবিগ্রহয়োরেব সতোঃ। ভগবাননুগাবাহ যাতং মা ভৈষ্টমস্তু

উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথাগতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ॥

এই শ্লোকে শুকদেব উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। পুরঞ্জনের (১) ইতিহাসাদির মত ব্রজসুন্দরীগণের অভীষ্ট সিদ্ধির (শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির) হেতু-নির্ণয় দুরূহ বিষয় বলিয়া, স্বয়ং (শ্রীশুক) উক্ত সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা-স্বরূপ উক্তং.....ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিলেন। তাহার মর্ম্ম—ব্রজসুন্দরীগণের অভীষ্ট সিদ্ধির কারণ দৃষ্টান্তদ্বারা জানা যায়। যথা—চৈদ্য—কারূষ-দেশাধিপতি শিশুপাল-দন্তবক্র। তাঁহারা পূর্ব্বে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের দ্বারপাল জয়-বিজয় ছিলেন। দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণহীন বৈকুণ্ঠ-পুরবাসিগণের প্রাকৃত-দেহ-সম্বন্ধ কিরূপে সম্ভব হয়? ৭।১।৩৩। শ্রীযুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নানুসারে বুঝা যায়, তাঁহারা অপ্রাকৃত-দেহ-বিশিষ্ট বলিয়া, তাঁহাদের দেহের বিনাশ নাই ২) আর শ্রীভগবান্ নিজানুগত তাহাদিগকে বলিলেন—তোমরা মর্ত্ত্য-লোকে গমন কর, তোমরা ভীত হইও না, তোমাদের মঙ্গল হইবে। আমি

(১) পুরঞ্জনের ইতিবৃত্ত ৫ম স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। পুরঞ্জন স্ত্রী-চিন্তা করিতে করিতে স্ত্রীত্ব পাইয়াছিল।

(২) এ স্থলে কেহ সংশয় করিতে পারেন, যাঁহাদিগের দেহাদি কিছু নাই, তাঁহাদিগের অপ্রাকৃত দেহাবিষ্কার কোথা হইতে করিলে? তদুত্তরে বক্তব্য—জয়-বিজয় দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণহীন নিরাকার বস্তু হইতে পারে না; কারণ, ইহাদিগকে পরে বৈকুণ্ঠ-পুরবাসী বলিয়া উল্লেখ করিলেন; দেহাদি না থাকিলে বৈকুণ্ঠ-পুরবাস অসম্ভব। সুতরাং অর্থাপত্তি-প্রমাণদ্বারা তাঁহাদের বৈকুণ্ঠ-বাসোপযোগী দেহ-স্থিতি স্বীকার করিতে হয়। তাহাই অপ্রাকৃত-দেহ।

শম্। ব্রহ্মতেজঃ সমর্থোঽপি হন্তুং নেচ্ছে মতন্তু মে ইতি ভগবদুক্তানুসারেণ। ইত্থং জয়বিজয়ৌ সনকাদিশাপব্যাজেন কেবলং ভগবতো লীলার্থং সংসৃতাববতীর্য্যেতি পাদ্মোত্তরখণ্ডগদ্যানুসারেণ চ স্বভক্তচিত্তাকর্ষবিনোদায় যুদ্ধাদিক্রীড়ানিমিত্ততয়া তস্য দুর্ঘটঘটনাকারিণ্যেচ্ছয়া এব বারত্রয়ং স্বীয়স্য অণিমাদিসিদ্ধিময়পরমজ্যোতির্দেহস্য গুণময়পার্থিবদেহান্তরপ্রবেশঃ। অতএব সপ্তমে কৃষ্ণচক্র-

---

ব্রাহ্মণের অভিশাপ-খণ্ডনে সমর্থ হইয়াও যে মুনিগণের অভিসম্পাত খণ্ডন করিলাম না, তাহার কারণ, এই অভিসম্পাত আমার অনুমোদিত।" (১) এই বচনানুসারে বুঝা যায়, জয়-বিজয় সনকাদির শাপচ্ছলে কেবল শ্রীভগবানের লীলার নিমিত্ত (২) পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পদ্মোত্তরখণ্ডের গদ্যানুসারে বুঝা যায়, শ্রীহরির নিজ-ভক্ত-চিত্ত-বিনোদনের জন্য আবিষ্কৃত যুদ্ধাদি ক্রীড়া-নির্ব্বাহার্থ তাঁহার (শ্রীহরির) দুর্ঘটনাকারিণী ইচ্ছাতেই জয়-বিজয়ের স্বভাবসিদ্ধ অণিমাদি ঐশ্বর্য্যময় পরম-জ্যোতিপূর্ণ দেহ, পার্থিব গুণময়-দেহে তিনবার প্রবেশ করিয়াছিলেন।

এই জন্য—

তাবত্র ক্ষত্রিয়ৌ জাতৌ মাতৃহস্রাত্মজৌ তব।
অধুনা শাপনির্ম্মুক্তৌ কৃষ্ণচক্রহতাংহসৌ ॥ ৭।১ ৪৩

---

(১) জয় বিজয় বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের চরণ-দর্শন করিবার জন্য চতুঃসন (সনক, সনৎকুমার, সনাতন ও সনন্দন) বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। ইঁহারা চিরকুমার, নগ্ন। জয়-বিজয়, নগ্নভাবে হরি-সন্নিধানে যাইতে কঠোরভাবে নিবৃত্ত করিলেন, চতুঃসন কুপিত হইয়া তাঁহাদিগকে অসুর-যোনিতে জন্ম-গ্রহণ করিবার জন্য অভিশাপ দিলেন। সেই শাপে তাহারা হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও শিশুপাল, দন্তবক্ররূপে জন্ম-গ্রহণ করেন।

(২). শ্রীহরির বীর-রসে যুদ্ধ-কৌতুক উপভোগের নিমিত্ত জয়-বিজয়ের পৃথিবীতে অবতরণ। তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী না হইলে যুদ্ধ হয় না। পার্ষদ ছাড়া ভগবানের তুল্য কেহ নাই। তজ্জন্য পার্ষদগণকে অবতীর্ণ করাইলেন। অসুর-ভাব ভিন্ন শ্রীভগবৎ-প্রতিদ্বন্দ্বিতা অসম্ভব বলিয়া শাপচ্ছলে অসুররূপে জন্মাইলেন।

হতাংহসাবিত্যত্র টীকা চ—কৃষ্ণচক্রেণ হতমংহো যয়োস্তৌ। তয়োঃ পাপমেব হতং ন তু তাবিত্যেষা। তথা তদর্থমেব শ্রীকৃষ্ণেচ্ছয়ৈবাত্রাপি তাসামপ্রাকৃতবিগ্রহাণামেব তদভিসারপ্রতিরোধসময়ে, নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া। মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ॥ ইতিবৎ, তাৎকালিককল্পিতো যো গুণময়ো দেহস্তত্র প্রবেশঃ। ইমমেবাপেক্ষ্য দার্ষ্টান্তিকেঽপ্যুক্তং, জহুর্গুণময়ং দেহমিতি, বিশেষণবৈয়র্থ্যান্ন তু স্বমিত্যর্থঃ। তত্র চ যথা তয়োঃ সহ

শ্রীনারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—যেই জয়-বিজয় তোমার মাতৃষ্বসার গর্ভে ক্ষত্রিয়রূপে জন্মিয়াছিল। কৃষ্ণ-চক্রে তাহাদের পাপ হত হওয়ায় তাহারা এখন শাপনির্ম্মুক্ত।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—চক্রদ্বারা যাঁহাদের অংহঃ হত হইয়াছিল এবম্ভূত তাঁহারা। তাঁহাদের পাপ হত হইয়াছিল, তাঁহারা হত হয়েন নাই, ইতি। এ স্থলে যেমন সিদ্ধান্ত স্থির হইল, ব্রজসুন্দরীগণের গুণময়-দেহত্যাগ-সম্বন্ধেও তদ্রূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বংশী-ধ্বনি শুনিয়া অভিসারিণী হইলেন। তাঁহাদের পত্যাদি যখন বাধা প্রদান করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তাৎকালিক কল্পিত গুণময়-দেহে অপ্রাকৃত-দেহ-বিশিষ্টা ব্রজসুন্দরীগণ প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এবম্বিধ কল্পিত দেহের কথা রাস-প্রসঙ্গেই উক্ত আছে। যথা—শ্রীশুকদেব বলিলেন—"গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করেন নাই; কারণ, তাঁহারা নিজ নিজ পত্নীকে পার্শ্বে অবস্থিতা মনে করিয়াছিলেন।" ১০।৩৩। এ স্থলে শ্রীকৃষ্ণ-পার্শ্বস্থিতা গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণেচ্ছায় মায়াকল্পিত-দেহে পতি-পার্শ্বে স্থিতি ঘটিয়াছিল। উহাদেরও তদ্রূপ তৎকালে গুণময়-দেহ-সংযোগ ঘটিয়াছিল। তাঁহারা সেই মায়িক-দেহ ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সন্নিধানে গমন করিয়াছিলেন। এই জন্য দার্ষ্টান্তিক (গুণময়-দেহ গোপীগণ) সম্বন্ধে বলিলেন—তাঁহারা গুণময়-দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, নিজ দেহ ত্যাগ করেন নাই। যদি কেহ গুণময়-দেহ-শব্দে নিজ-দেহ অর্থ করেন তবে (গুণময়) বিশেষণের কোন সার্থকতা থাকে না।

দ্বেষাভাসস্তস্যাপ্যনুস্মরণস্য (সদ্বেষস্যাপ্যনুস্মরণস্য) প্রভাবেন তাদৃশোপাধিপরিত্যাগাত্ততোঽন্তর্দ্ধায় ভগবৎপ্রাপ্তিস্তথা সুতরামেব সপ্রীতেস্তস্য প্রভাবেন তৎপ্রাপ্তিঃ। অত্র চ ভক্তচিত্তাকর্ষণমেবং সম্ভবতি, অহো তাদৃশোঽসৌ শ্রীকৃষ্ণে মধুরিমা যেন তাঃ স্বসাক্ষাৎকারায় প্রাণানপি ত্যাজ্যন্তেস্মেতি। নৃণামিতি সামান্যতো জীবানামেব নিঃশ্রেয়সায় ব্যক্তৌ সত্যাং ভক্তানান্তু সুতরামেবেত্যায়াতম্। অন্যথা তস্য ব্যক্তিরেব ন সম্ভবেদিত্যাহ। অব্যয়স্যেতি। নির্গুণস্য প্রাকৃতগুণরহিতস্য গুণাত্মনঃ। তত্র যে চৈশ্বর্য্যাদয়ো গুণাস্তে আত্মানঃ স্বরূপাণ্যেব যস্য তস্য। তর্হ্যেতাদৃশলীলয়া কথং নৃণাং নিঃশ্রেয়সং ভবতি। উচ্যতে। এতদ্বোধনেন ভবতীত্যাহ। কাম-

---

জয়-বিজয়-প্রসঙ্গে যদি তাঁহাদের দ্বেষাভাসের সহিত নিরন্তর স্মরণ-প্রভাবে তাদৃশ উপাধি-অর্থাৎ অসুরদেহ-ত্যাগের পর পৃথিবী হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়া ভগবৎ-প্রাপ্তি সম্ভব হয়, তবে ব্রজসুন্দরীগণের প্রীতির সহিত নিরন্তর স্মরণ-প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি অবশ্যই সম্ভাবনা করা যায়। পক্ষান্তরে, এইলীলা হইতে-ভক্ত-চিত্তা-কর্ষণও সম্ভব হয়;—অহো! শ্রীকৃষ্ণের এমনই মধুরিমা যে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের জন্য ব্রজসুন্দরীগণ প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছেন।

অতঃপর নৃণাং ইত্যাদি শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেছেন। এইস্থলে নরগণ বলিতে সাধারণ জীবগণ বুঝিতে হইবে। সাধারণ জীবের মঙ্গলের অর্থাৎ প্রেম-ভক্তির সাধন এবং পার্ষদ-দেহ-প্রাপ্তি করাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন নিজ-জনের নিঃশেষ কল্যাণ-সাধন যে তাঁহার অভিপ্রেত, ইহা বলা বাহুল্য। ভক্তগণের কল্যাণ-সাধনেচ্ছা ভিন্ন অসুর-মারণাদি অভিপ্রায়ে স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাব সম্ভব হয় না। কারণ, তিনি অব্যয়—অসুরাদির দৌরাত্ম্যে তাঁহার কিছু হানি হয়না। তিনি নির্গুণ—প্রাকৃত গুণ-রহিত। গুণাত্মা—তাহাতে যে ঐশ্বর্য্যাদি গুণ আছে, সে সমুদয় তাহার স্বরূপ ভূত। যদি বল ভক্তগণের নিঃশেষ কল্যাণ সাধনের জন্য যে লীলা, তদ্দ্বারা সাধারণ জীবগণের কল্যাণ কিরূপে হইবে? তাহাতে বলিলেন, লীলা হইতে সাধারণ জীবের কৃষ্ণ-গুণ-জ্ঞান হয়, তাহাই তাহাদের কল্যাণের হেতু। এই জন্য বলিলেন ক্রোধং ইত্যাদি।

মিতি। অত্র তন্ময়তাশব্দেন তৎপ্রচুরতোচ্যতে। তত্র কামস্নেহাদিষু তদনুরক্তাত্মতেতি পর্য্যবসানং স্ত্রীময়ো জাল্ম ইতিবৎ। ক্রোধভয়ৈক্যেষু তু প্রায়স্তৎপ্রলীনতেতি দুগ্ধময়ং জলমিতিবৎ। একস্যৈব শব্দস্য বিশেষণবশাদর্থভেদশ্চ যুজ্যতে। স্যাচ্চৈকস্য শব্দবদিতি ন্যায়েন। ক্রোধভয়য়োরত্র পঠনমন্যেষু কৈমুত্যাপাদনায়ৈব ন তু তদুপদেশবিবক্ষয়া। ন চ শ্রীগোপিকাদীনাং যে কামাদয়ো ভাবাস্তদনুসরণেনান্যে কৃতার্থা ভবন্তীতি চিত্রমিত্যাহ। ন চেতি। কিং

তন্ময়তা-শব্দে এস্থলে তৎ-প্রচুরতা বুঝিতে হইবে। যেমন স্ত্রী-ময় কামুক। এস্থলে যেমন কামুকের চিত্তে কেবল স্ত্রী-স্ফূর্ত্তি পায়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণে কাম-স্নেহাদি ভাব জন্মিলে তাঁহাতে গাঢ় আসক্তি হয়। ক্রোধ ভয় ঐক্যে প্রায় তাঁহাতে (শ্রীকৃষ্ণে) মনের প্রলীনতা ঘটে। মূলে কামাদি দ্বারা তন্ময়তা ঘটে বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সেই তন্ময়তা-শব্দে অনুরক্তাত্মতা ও প্রলীনতা—এই দ্বিবিধ অর্থ করিবার হেতু বলিতেছেন—

স্যাচ্চৈকস্য ব্রহ্ম-শব্দবৎ। ২।৩।৪—এই বেদান্ত-সূত্রানুসারে (১) একই শব্দের বিশেষণ-ভেদে গৌণ-মুখ্যভাবে অর্থ-ভেদ ঘটিয়া থাকে। যেমন দুগ্ধময় জল। শ্রীগোপীগণের প্রসঙ্গে ক্রোধভয়ের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, তাঁহাদের (মধুর-ভাবে) ভজনে ঐ দুই বৃত্তির উদয়-সম্ভাবনা নাই, তথাপি কাম-স্নেহাদি অনুরাগ-পূর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির নিশ্চয়তা কৈমুত্য-ন্যায়ে প্রতিপাদন করিবার জন্য ক্রোধভয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীগোপিকাগণের যে কামাদি-ভাব তাহার অনুসরণ করিয়া অন্যে কৃতার্থ হইতে পারেন—ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যঃ ইত্যাদি।

যাহারা শ্রীকৃষ্ণে কামাদি-ভাব বিধান করেন, তাহারা বিমুক্তি (প্রেমভক্তি)

---

(১) সূত্রব্যাখ্যা—ভৃগুবল্লীতে উক্ত আছে—"তপস্যাদ্বারা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা কর। তপো ব্রহ্ম।" এস্থলে দুইবার ব্রহ্মশব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। তপঃ শব্দে গৌণ এবং বিজ্ঞেয় ব্রহ্মে মুখ্যভাবে ব্রহ্ম-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ইত্যাদি।

বক্তব্যমেকেষাং বিমুক্তির্জগতোঽপি সম্ভবতীত্যাহ। যত ইতি ॥১০॥ ২৯॥ শ্রীশুকঃ ॥১৪৫॥

অথ পূর্ব্ববদিহাপি শ্রীব্রজেশ্বরাদীনাং প্রাচীনজন্মাদিকং ব্যাখ্যেয়ম্। তথাহি, ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ। উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামন্যতাত্মজম্॥ ইত্যেতৎ, নেমং বিরিঞ্চো ন ভব ইতি বক্ষ্যমাণানুসারিমহামাহাত্ম্যং শ্রুত্বা, বিস্মিতমনাঃ শ্রীরাজোবাচ—নন্দঃ কিমকরোদ্ ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্। যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাস্তনং হরিঃ॥ পিতরৌ নাম্ব-

---

লাভ করেন তাহা বলার প্রয়োজন কি? এই শ্রীকৃষ্ণ হইতে জগতের বিমুক্তি ঘটে ॥১৪৫॥

অনন্তর এ প্রসঙ্গেও শ্রীব্রজরাজ প্রভৃতির প্রাচীন জন্মাদি পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাৎ শ্রীবসুদেবাদির প্রাচীন জন্মাদির মত ব্যাখ্যা করিতে হইবে। কারণ, শ্রীগোপাদির নিত্য-পরিকরত্বের নিশ্চয়তা-হেতু, সাধক-জীব-বিশেষের শ্রীনন্দাদিরূপে আবির্ভাব হওয়া অসম্ভব। তবে যে তদ্রূপ প্রসঙ্গ শুনা যায়, তাহার এইরূপ সমাধান করিতে হইবে যে, শ্রীবসুদেব-দেবকী যেমন অংশে জীববিশেষে আবিষ্ট হইয়া, সুতপা ও পৃশ্নিরূপে তপস্যা করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের নিত্য মাতাপিতা ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরীও তদ্রূপ অংশে জীববিশেষে আবিষ্ট হইয়া দ্রোণ-ধরারূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এ স্থলে সেই প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেছেন। যথা,—"বেদ, উপনিষদ্, সাঙ্খ্যযোগ, পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র যাঁহার মহিমা অধিকরূপে কীর্ত্তন করেন, যশোদা সেই হরিকে আপনার গর্ভজাত সন্তান মনে করেন।" ১০।৮।৪৫। এই শ্লোকে "গোপী-যশোদা, প্রেমভক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণ হইতে যে অনির্ব্বচনীয় প্রসাদ লাভ করিয়াছেন, তাহা ব্রহ্মা, শঙ্কর বা বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মী—কেহই প্রাপ্ত হয়েন নাই।" ১০।৯।১৫।—এই শ্লোকের মত শ্রীযশোদার মহামাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিতমনাঃ শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, "হে ব্রহ্মন্! নন্দ পরমশুভজনক কি কার্য্য করিয়াছিলেন? আর মহাভাগ্যবতী শ্রীযশোদাইবা কি শুভানুষ্ঠান করিয়াছিলেন?—শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার স্তনপান করেন। শ্রীকৃষ্ণের মাতাপিতা (দেবকী-বসুদেব)

বিন্দেতাং কৃষ্ণোদারার্ভকেহিতম্। গায়ন্তেঽদ্যাপি কবয়ো যল্লোক-শমলাপহম্ ॥১৪৬॥

যয়োঃ প্রসন্নোঽবতীর্ণস্তৌ পিতরাবপি। তদেবং প্রশ্নমবধার্য্য শ্রীশুক উবাচ—

দ্রোণো বসূনাং প্রবরো ধরয়া সহ ভার্য্যয়া।
করিষ্যমাণ আদেশান্ ব্রহ্মণস্তমুবাচ হ ॥১৪৭॥

আদেশান্ গোপালনাদিলক্ষণান্। কিমুবাচ তদাহ—

জাতয়োর্নৌ মহাদেবে ভুবি বিশ্বেশ্বরে হরৌ।
ভক্তিঃ স্যাৎ পরমা লোকে যয়াঞ্জো দুর্গতিং তরেৎ ॥১৪৮॥

ততশ্চ, অস্ত্বিত্যুক্তঃ স এবেহ ব্রজে দ্রোণো মহাযশাঃ। জজ্ঞে

'তাঁহার যে উদার বাল্যলীলা আস্বাদন করিতে পারেন নাই, জগৎ-পবিত্রকারক যে বাল্যচরিত্র কবিগণ (মহাবিজ্ঞ ব্রহ্মাদি) কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরী সে লীলা সম্যক্ আস্বাদন করিয়াছিলেন।" ১০।৮।৩৬—৩৭॥১৪৬

'পিতরৌ নাম্ববিন্দেতাং' এই বাক্যে "পিতরৌ" পদে শ্রীপরীক্ষিতের অভিপ্রায় এই যে, যাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই মাতাপিতা (দেবকী-বসুদেবও) যাহা আস্বাদন করিতে পারেন নাই, ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরীর কি যে সৌভাগ্য, তাঁহারা তাহাই আস্বাদন করিলেন।১৪৬

শ্রীপরীক্ষিত-প্রশ্নের এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া শ্রীশুকদেব বলিলেন—"বসুশ্রেষ্ঠ দ্রোণ, ভার্য্যা ধরার সহিত ব্রহ্মার আদেশ-পালনে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাকে বলিলেন।" ॥১৪৭॥

এস্থলে ব্রহ্মার আদেশ গোপালনাদি-গোপজাত্যুচিত কার্য্যসমূহ। ব্রহ্মার আদেশে এই সকল কার্য্য করিতে তাঁহারা সম্মত হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে বর দিতে চাহিলেন, তখন তাঁহারা কি বলিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ করিতেছেন,—তাঁহারা ব্রহ্মাকে বলিলেন, "আমরা যখন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিব, তখন যে ভক্তিদ্বারা জগতে অনায়াসে দুর্গতি হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়, বিশ্বেশ্বর মহাদেব হরিতে আমাদের যেন সেই ভক্তি হয়।" ॥১৪৮॥ তারপর ব্রহ্মা "তাহাই হউক" বলিয়া বর প্রদান করিলেন। সেই মহাযশাঃ দ্রোণ

নন্দ ইতি খ্যাতো যশোদা সা ধরাভবৎ। ততো ভক্তির্ভগবতি পুত্রীভূতে জনার্দ্দনে। দম্পত্যোর্নিতরামাসীদ্গোপগোপীষু ভারত॥ ১৪৯॥

অন্যেষাং যঃ পুত্রো নাসীৎ তস্মিংস্তু তয়োঃ পুত্রতাং প্রাপ্ত ইতি চ্বি প্রত্যয়ার্থঃ। ভক্তিবিশেষমাত্রেণৈবোদয়বিশেষনিয়মাৎ। বাৎসল্যাভিধপ্রেমবিশেষেণৈব শ্রীকৃষ্ণঃ পুত্রতয়োদেতি, ন তু স্বদেহাদাবির্ভাবেণ, হিরণ্যকশিপুসভাস্তম্ভে শ্রীনৃসিংহস্য ব্রহ্মণি শ্রীবরাহস্য চ পিতৃত্বাপ্রয়োগাৎ। ন চ গর্ভপ্রবেশেন, পরীক্ষিদ্রক্ষণার্থং তৎপ্রবিষ্টস্যাপি তস্যোত্তরামাতৃত্বাশ্রবণাৎ। তাদৃশপ্রেমা তু শুদ্ধঃ সমুদ্রিক্তশ্চ শ্রীব্রজে-

---

ব্রজে নন্দ-নামে খ্যাত হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, আর সেই ধরা যশোদা হয়েন। হে ভারত! জনার্দ্দন ভগবান্ পুত্রীভূত হইলে ব্রজ-গোপগোপীর মধ্যে এই দম্পতীর তাঁহাতে নিরতিশয় ভক্তি হইয়াছিল।" ॥১৪৯॥

পুত্রীভূত—পুত্র-শব্দের উত্তর চ্বি প্রত্যয়-যোগে পুত্রী-শব্দ নিষ্পন্ন। তাহার অর্থ—যিনি কখনও অন্যের পুত্র হয়েন না, সেই শ্রীকৃষ্ণে ব্রজরাজ, ব্রজেশ্বরীর পুত্রভাব সঞ্জাত হইয়াছিল। কারণ, ভক্তি-বিশেষে-মাত্র শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বিশেষ ঘটিয়া থাকে—এইরূপ নিয়ম আছে; অর্থাৎ ভক্তির তারতম্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-তারতম্য ঘটে। বৎসল্য-নামক প্রেম-বিশেষদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, কিন্তু কাহারও দেহ হইতে নির্গত হইয়া তাঁহার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হয়েন না। যদি তাহা সম্ভব হয়, তবে হিরণ্যকশিপুর সভাস্তম্ভ হইতে আবির্ভূত শ্রীনৃসিংহদেবের ঐ স্তম্ভে, আর ব্রহ্মার নাসা হইতে আবির্ভূত শ্রীবরাহদেবের ব্রহ্মাতে পিতৃত্বের প্রয়োগ দেখা যাইত; কিন্তু তাহা দেখা যায় না। যদি বল, ইহাঁরা ত গর্ভ হইতে আবির্ভূত হয়েন নাই, এই জন্য ইহাঁরা কাহারও পুত্র হইতে পারেন না, কিন্তু যিনি গর্ভে প্রবেশ করেন, তিনিই পুত্র হইতে পারেন। তাহাও হয় না; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পরীক্ষিতের রক্ষার জন্য উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তথাপি উত্তরা তাঁহার মাতা,—এ কথা কোথাও শুনা যায় না। সুতরাং

শ্বরয়োরেব। অতএব গর্ভপ্রবেশাদিকং বিনাপি তয়োঃ পুত্রতয়া তস্য প্রসিদ্ধিঃ। যথা নন্দস্যাত্মজ উৎপন্ন ইত্যাদৌ। তথোপাসনা চ। যথা সকললোকমঙ্গলো নন্দগোপতনয় ইত্যাদৌ। ন ত্বেবং স্তম্ভাদেঃ। কিঞ্চ শ্রীমদানকদুন্দুভিপ্রভৃতিষ্বাবির্ভাবোঽপি ন প্রাকৃত-বত্তদীয়চরমধাত্বাদৌ প্রবেশঃ। কিং তর্হি, সচ্চিদানন্দবিগ্রহস্য তস্য তন্মনস্যাবেশ এব। তদুক্তম্—ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং সমাহিতং শূরসুতেন দেবী। দধার সর্বাত্মকমাত্মভূতং কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্ত

বাৎসল্য-প্রেমই তাঁহার পুত্ররূপে আবির্ভাবের হেতু। সেই বাৎসল্য-প্রেম শুদ্ধ—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাদিবিহীনরূপে ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরীতে সম্পূর্ণভাবে উদিত হইয়াছিল। অতএব গর্ভ প্রবেশাদি ব্যতীতও শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরীর পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। যথা—

নন্দস্যাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদ-মহামনাঃ। ১০।৫।১

"আত্মজ উৎপন্ন হইলে মহামনাঃ নন্দ পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন।" এই বাক্যের "আত্মজ"-শব্দে শ্রীকৃষ্ণ যে নন্দ-নন্দন, তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত হইল। নন্দ-নন্দনরূপে উপাসনার কথাও শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। যথা,—অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের ঋষ্যাদি-কথন-প্রসঙ্গে উক্ত আছে—"সকল লোক-মঙ্গল নন্দ তনয় (উক্ত মন্ত্রের) দেবতা।" কিন্তু স্তম্ভাদির পুত্ররূপে শ্রীনৃসিংহদেবাদির উপাসনার কথা কোন শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই।

অপিচ, শ্রীবসুদেব-দেবকীর পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেও, প্রাকৃত-জন যেমন চরম-ধাতু প্রভৃতিতে প্রবেশ করিয়া জন্মগ্রহণ করে, তাদৃশরূপে তিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই। তবে কিরূপে জন্মগ্রহণ করেন?—সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ তিনি শ্রীদেবকী-বসুদেবের অপ্রাকৃতমনে আবিষ্ট হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য বলা হইয়াছে—"অনন্তর বসুদেব-কর্ত্তৃক সমাহিত জগন্মঙ্গল অচ্যুতাংশ দেবকী-দেবী ধারণ করিয়াছেন। পূর্ব্বদিক যেরূপ চন্দ্রকে ধারণ করেন, দেবকী-দেবীও তদ্রূপ মনদ্বারা সর্ব্বাত্মক আত্মভূত শ্রীহরিকে ধারণ করিয়াছিলেন।" ১০।২।১৩—বহিঃ-প্রাকট্যের পূর্ব্বে মনে শ্রীভগবানের আবেশ কেবল যে দেবকী-বসুদেবে ঘটিয়াছিল তাহা নহে, সর্ব্বত্রই এই নিয়ম দেখা যায়।

ইতি। ততঃ শ্রীনারদপ্রহ্লাদধ্রুবাদিষু দর্শনাৎ সর্বসম্মতত্বাৎ তাদৃশ-প্রেমবিষয়ত্বেন সাক্ষাৎ শ্রীভগবদাবির্ভাবাব্যবহিতপূর্বপ্রচুরকালং ব্যাপ্য সন্ততস্তদাবেশঃ শ্রীব্রজেশ্বরয়োরপ্যবশ্যমেব কল্প্যতে। ব্রহ্ম-বরপ্রার্থনয়াপি তদেব লভ্যত ইতি সমান এব পন্থাঃ। বাৎসল্যং ত্বত্রাধিকং, যেন বিনা তস্য পুত্রভাবো ন সম্ভবতীত্যত্রৈব পুত্রতাং মন্যামহ ইতি পুত্রীভূত ইত্যস্য ভাবঃ। ইদং প্রকটায়ামেব লীলায়াং সমাহিতম্ অপ্রকটায়ান্তু তয়োর্নিত্যসিদ্ধত্ব এব পুরতোঽবধারয়িষ্য-মাণে লক্ষ্মীবিষ্ণোরনাদিত আদিরসসিদ্ধদম্পতিত্ববৎ শ্রীব্রজেশ্বরয়ো-

---

শ্রীনারদ-প্রহ্লাদ-ধ্রুব প্রভৃতি মহাভাগবতগণ সম্বন্ধেও এইরূপ দেখা যায়,—প্রথমে তাঁহাদের মনে শ্রীভগবান্ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, পরে বহির্দৃষ্টিগোচর হইয়াছিলেন। আবির্ভাবের এই রীতি-সম্বন্ধে সর্ব্বসম্মতি দেখা যায়। শ্রীভগবান্ শ্রীনারদাদির যেমন প্রেমের বিষয়, ব্রজরাজ-দম্পতিরও তেমন প্রেমের বিষয়; সুতরাং সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে শ্রীভগবদাবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী প্রচুর কাল ব্যাপিয়া, সর্ব্বদা তাঁহাদের মনে শ্রীকৃষ্ণাবেশ কল্পনা করা যায়। ব্রহ্মার নিকট বর-প্রার্থনাদ্বারাও তাহা পাওয়া যাইতেছে অর্থাৎ দ্রোণ-ধরা যখন ব্রহ্মার নিকট বর-প্রার্থনা করেন, তখন তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি পাইতেছিলেন। এই জন্য তাঁহারা অন্য বর প্রার্থনা না করিয়া শ্রীকৃষ্ণে পরমাভক্তি প্রার্থনা করিলেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিষয়ে সর্ব্বত্রই এক রীতি অর্থাৎ প্রেমবিশেষই তাঁহার আবির্ভাবের হেতু; প্রেম-প্রভাবে প্রথমে মনে স্ফূর্ত্তি, পরে বহিঃ-সাক্ষাৎকার।

বাৎসল্য-প্রেম-হেতু শ্রীবসুদেব-দেবকী এবং ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরী উভয়ত্র শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। কিন্তু যে বাৎসল্য-প্রেম ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণে পুত্র-ভাব সম্ভব হয় না, ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরীতে সেই বাৎসল্য-প্রেম প্রচুর। এইজন্য এস্থলে (ব্রজরাজ-দম্পতিতে) আমরা (শ্রীশুকদেবাদি) পুত্রভাব মনে করি—ইহাই পুত্রীভূত-পদ-প্রয়োগের তাৎপর্য্য।

প্রকট-লীলা সম্বন্ধেই উক্তরূপ সমাধান করা গেল। অপ্রকট-লীলায় ব্রজ-রাজ-দম্পতির নিত্যসিদ্ধত্ব অগ্রে অবধারিত হইবে। সুতরাং শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের

স্তস্য চানাদিতো বৎসলরসসিদ্ধপিতৃপুত্রভাবো বিদ্যত এব। অতঃ পুত্রভূত ইতি চ ক্বচিৎ পাঠঃ। অতএব, ন হ্যস্যাস্তি প্রিয়ঃ কশ্চিদিত্যাদিপ্রকরণে, যুবয়োরেব নৈবায়মাত্মজো ভগবান্ হরিঃ। সর্বেষামাত্মজো হ্যাত্মা পিতা মাতা স ঈশ্বরঃ॥ ইত্যেতৎ শ্রীব্রজেশ্বরৌ প্রতি শ্রীমদুদ্ধববাক্যং, তদৌদাসীন্যপ্রকটনেনাপাতসান্ত্বনমাত্রতাৎপর্য্যকবাহ্যার্থমপি বাস্তবমর্থং ত্বেবং বহতি; পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণায়ং প্রিয়াপ্রিয়াদিমাতাপিত্রাদিরহিতোঽপি ভগবান্ হরিঃ যঃ সোঽয়ং

অনাদিকাল হইতে আদিরস-সিদ্ধ-দাম্পত্যের মত ব্রজরাজ ব্রজেশ্বরী এবং শ্রীকৃষ্ণেরও অনাদিকাল হইতে বাৎসল্যরসসিদ্ধ পিতৃপুত্রভাব বিদ্যমান আছে। এই জন্য (পুত্রীভূতঃ স্থলে) 'পুত্রভূতঃ পাঠও কোন কোন গ্রন্থে দেখা যায় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ চিরকালই ব্রজরাজ-দম্পতির পুত্ররূপে বিদ্যমান আছেন।

অতএব—শ্রীকৃষ্ণ-ব্রজরাজ-দম্পতির নিত্য পুত্র হেতু, নহ্যস্যাতিপ্রিয়ঃ কশ্চিৎ (১) ইত্যাদি প্রকরণে শ্রীউদ্ধব-মহাশয় তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন—'এই ভগবান্ হরি কেবল আপনাদের পুত্র নহেন, সেই ঈশ্বর সকলেরই আত্মজ আত্মা, পিতামাতা।" ১০।৪৬।৩২—এই শ্লোকের বাহ্যার্থ কৃষ্ণবিরহাতুর শ্রীব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরীর শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে তাৎকালিক ঔদাসীন্য প্রকটন করিয়া আপাত সান্ত্বনা মাত্র তাৎপর্য্য প্রকাশ করিলেও বাস্তবার্থ কিন্তু এই প্রকার—পূর্ব্বোক্ত নহ্যস্যাতিপ্রিয়ঃ ইত্যাদি) প্রকরণানুসারে প্রিয়-প্রিয়াদি মাতাপিতা প্রভৃতি-রহিত যে এই ভগবান্ হরি, তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপে বিশেষ আকারে আপনাদেরই পুত্র,

---

(১) নহ্যস্যাতিপ্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়োবাস্ত্যমানিনঃ।
নোত্তমো নাধমোবাপি সমানোঽস্যাসমোঽপিবা॥
ন মাতা ন পিতা তস্য ন ভার্য্যা ন সুতাদয়ঃ।
নাত্মীয়োন পরশ্চাপি ন দেহো জন্ম এব চ॥

শ্রীকৃষ্ণের সকলই সমান—তাঁহার অতি প্রিয় কেহ নাই, অপ্রিয়ও কেহ নাই; উত্তম, অধম বা অসমান কেহ নাই। তিনি নিরভিমান। তাঁহার মাতাপিতা ভার্য্যা পুত্র ইত্যাদি, আত্মীয়, অনাত্মীয়, দেহ, জন্ম কিছুই নাই। ১০।৪৬।২৮

কৃষ্ণরূপত্বেন বিশেষাকারঃ সন্ যুবয়োরেবাত্মজো নৈব সর্বেষাং, স এবেশ্বররূপত্বেন সামান্যাকারস্তু সর্বেষামাত্মজাদিসর্বরূপঃ স্যাৎ। কিন্তু পরত্র মায়াময়ত্বাৎ নাস্মাকমাদরঃ, পূর্বত্রস্তু মুমুক্ষুমুক্তভক্তশ্লাঘ্য-প্রেমময়ত্বাদত্যাদর ইতি ভাবঃ। তথোক্তং প্রাগেব, তয়োরিত্থং ভগবতি কৃষ্ণে নন্দযশোদয়োঃ। বীক্ষ্যানুরাগং পরমং নন্দমাহোদ্ধবো মুদা॥ যুবাং শ্লাঘ্যতমৌ নূনং দেহিনামিহ মানদ। নারায়ণেঽখিল-গুরৌ যৎ কৃতা মতিরীদৃশীতি। তথা, স পিতা সা চ জননী যৌ পুষ্ণীতাং স্বপুত্রবৎ। শিশূন্ বন্ধুভিরুৎসৃষ্টানকল্পৈঃ পোষরক্ষণে॥ ইতি শ্রীব্রজেশ্বরং প্রতি শ্রীকৃষ্ণরামাভ্যাং সান্ত্বনঞ্চ। শ্রীরামস্যৈব পরপুত্রমপেক্ষ্যেতি জ্ঞেয়ম্। যথোক্তং তত্রৈব তেন—যাত যূয়ং

সকলের পুত্র নহেন। তিনি ঈশ্বররূপে সামান্যাকার অর্থাৎ সর্ব্বত্র অন্তর্য্যামিরূপে সকলেরই পুত্রাদিরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন (১)। কিন্তু অন্যত্র যে পুত্রাদিরূপ তাহা মায়াময় বলিয়া, তাহাতে আমাদের আদর নাই; আর, আপনাদের পুত্ররূপ শ্রীকৃষ্ণ মুমুক্ষুমুক্ত-ভক্তজনের প্রশংসনীয় প্রেমময় বলিয়া তাঁহাতে আমাদের (উদ্ধবাদির) নিরতিশয় আদর:—ইহাই তাৎপর্য্য। পূর্ব্বেও এইরূপ বলিয়াছেন—"সেই নন্দ-যশোদার ভগবান কৃষ্ণে পরমানুরাগ দর্শন করিয়া, পরমানন্দে উদ্ধব নন্দকে বলিলেন,—আপনারা এ জগতে দেহধারিগণের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া তাহাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন; আপনারাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়; যেহেতু, অখিল-গুরু নারায়ণে এইরূপ মতি স্থাপন করিয়াছেন।" ১০।৪৬।২১ তদ্রূপ "তিনিই, তিনি মাতা, যে দম্পতি পোষণ-রক্ষণে অসমর্থ, বন্ধুজন-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত শিশুকে পুত্রবৎ পালন করেন।১০।৪৫।১৭"—এই বাক্যও শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম-কর্ত্তৃক শ্রীব্রজেশ্বরের সান্ত্বনার জন্য উক্ত হইয়াছে। শ্রীবলরামের পরপুত্রত্ব-হেতু একথা বলা হইয়াছে; ইহা শ্রীকৃষ্ণের পর-পুত্রত্ব সূচনা করিতেছে না। সেই প্রসঙ্গে বক্ষ্যমাণ শ্লোকটী যেমন তাঁহার সান্ত্বনার জন্য বলিয়াছেন, এই

---

(১) অন্তর্য্যামী শ্রীভগবানের সত্তা হইতে পুত্রাদির সত্তা প্রকাশ পায় বলিয়া, তিনি সকলের পুত্রাদিরূপ প্রাপ্ত হয়েন, একথা বলা হইল।

ব্রজং তাত বয়ঞ্চ স্নেহদুঃখিতান্। জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্ ইতি। দ্রষ্টুমেষ্যামঃ পশ্যন্ত এব স্থাস্যাম ইত্যর্থঃ। তস্মাদনয়োরেব মুখ্যং পুত্রত্বং শ্রীকৃষ্ণে বিরাজত ইতি সিদ্ধম্। প্রকৃতমনুসরামঃ। গোপগোপীনামপি তস্মিন্ প্রেমাসীদেব দম্পত্যো-স্তয়োস্তু তাস্বপি নিতরামাসীদিতি। উপসংহরতি—কৃষ্ণো ব্রহ্মণ আদেশং সত্যং কর্ত্তুং ব্রজে বিভুঃ। সহরামো বসংশ্চক্রে তেষাং প্রীতিং স্বলীলয়া॥১৫০॥

স্বেষু ভক্তজনবিশেষেষু যা লীলা তদ্ভক্তিবিশেষবশলীলাবিশেষ-স্তয়ৈব তেষাং সর্বেষামপি প্রীতিং চক্রে। দ্বাবপি তৌ প্রতি তেন

শ্লোকটীও তেমন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "হে তাত! আপনারা ব্রজে গমন করুন। সুহৃদ্গণের সুখ-বিধান করিয়া, স্নেহ-দুঃখিত জ্ঞাতি আপনাদিগকে দর্শন করিবার জন্য আমরা আসিব।" ১০।৪৫।১৭ "দর্শন করিবার জন্য আসিব" ইহার অর্থ—আপনাদিগকে দর্শন করিয়া অবস্থান করিব। সুতরাং ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরীর শ্রীকৃষ্ণে মুখ্য পুত্রত্ব বিরাজ করিতেছে, ইহা সিদ্ধ হইল। এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিতেছি। "দম্পত্যো নিতরামাসীদ্গোপ-গোপীষু ভারত।"—এই বাক্যের অর্থ করা হইতেছে; ব্রজের গোপ-গোপী সকলের শ্রীকৃষ্ণে প্রেম বিদ্যমান ছিল, কিন্তু ব্রজরাজ-দম্পতির তাঁহাদের সকল হইতে অধিক প্রেম ছিল॥১৪৯॥

অতঃপর শ্রীশুকদেব ব্রজরাজ-দম্পতির শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির কারণ-কথনের উপ-সংহার করিতেছেন—"বিভু কৃষ্ণ ব্রহ্মার আদেশ সত্য করিবার জন্য বলরামের সহিত ব্রজে বাস করিলেন এবং স্ব-লীলা দ্বারা তাঁহাদের প্রীতি-সম্পাদন করি-লেন।" ১০.৮.৪১॥ ১৫০॥

ব্রহ্মা ব্রজরাজ-দম্পতিকে বর দান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্ব-লীলা—স্ব-ভক্তজন-বিশেষে যে লীলা অর্থাৎ সেই ভক্তগণের ভক্তি-বিশেষবশে যে লীলা বিশেষ প্রকটিত হয়, সেই লীলাদ্বারাই সকল ব্রজবাসীরও প্রীতি-সম্পাদন করিলেন। যদিও ভক্তিবশে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণের প্রীতি-সম্পাদন করেন, তথাপি

বরদানাদিতি ভাবঃ। যদ্যপ্যেবং তথাপি ব্রহ্মণ আদেশং সত্যং কর্ত্তুং মহদাশীরন্যথা ন স্যাদিতি দর্শয়িতুমপীত্যর্থঃ। যদ্বা লীলয়া তেষাং প্রীতিং কর্ত্তুং ব্রজে বসন্ ব্রহ্মণ আদেশং সত্যং চক্রে তদনুষঙ্গতঃ স্বয়মাদৃত্য সর্বত্রাব্যভিচারিণং চকারেতি ॥১০॥৮॥ শ্রীশুকঃ ॥১৫০॥

তদেতৎ কারণং তদাভাসমেব মন্যমানস্তয়োর্ব্রহ্মাদিভ্যোঽপি সৌভাগ্যাতিশয়স্য খ্যাপনার্থমনন্তরমেব একদা গৃহদাসীষ্বিত্যাদ্যধ্যায়মারব্ধবান্ তত্রৈব চ সাক্ষাচ্ছ্রীভগবদ্বন্ধনরূপমহাবশীকরণকারণবাৎসল্যমহিমবিদিতং তেন ব্রহ্মণোপি শিবলক্ষ্মীভ্যামপি

ব্রহ্মার আদেশ সত্য করিবার জন্য অর্থাৎ মহদ্ব্যক্তির আশীর্ব্বাদ অব্যর্থ,—ইহা দেখাইবার জন্যও ব্রজে বাস করিয়াছিলেন। অথবা (অর্থান্তর) লীলাদ্বারা ব্রজ-জনের প্রীতি-সম্পাদন করিবার জন্য ব্রজে বাস করিতে করিতে ব্রহ্মার আদেশ সত্য করিলেন অর্থাৎ ব্রজবাসীর প্রীতি-সম্পাদনের আনুষঙ্গিকরূপে স্বয়ং তাঁহার বাক্যে আদর প্রকাশ করিয়া, ব্রহ্মার আদেশ যে কোথাও ব্যর্থ হয় না, তাহা দেখাইলেন ॥১৫০॥

ব্রজবাসিগণের ভক্তিবশে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে বিহার করিয়াছিলেন বলিয়া, শ্রীব্রজরাজ-দম্পতির শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্তির পক্ষে ব্রহ্মার বরদান কারণাভাসমাত্র—যথার্থ কারণ নহে,—একথা মনে করিয়া শ্রীশুকদেব, ব্রহ্মাদি হইতেও তাঁহাদের [ব্রজরাজ-দম্পতির] সৌভাগ্যাতিশয় স্থাপনের জন্য, ব্রহ্মার বরদান-প্রসঙ্গের অব্যবহিত পরেই একদাগৃহদাসীষু ইত্যাদি দামবন্ধন-লীলাত্মক (নবম) অধ্যায় আরম্ভ করিলেন। সেই অধ্যায়ে সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের বন্ধনরূপ মহাবশীকরণের কারণস্বরূপ বাৎসল্য-প্রেমের মহিমাদ্বারা (১) জানা যায় যে ভগবৎ-প্রসাদ,—যাহা সেই [বরদাতা] ব্রহ্মা, শিবও লক্ষ্মীর পক্ষেও দুর্লভ, শ্রীযশোদা প্রচুররূপে

---

(১) শ্রীকৃষ্ণ যে অসামর্থ্য-হেতু শ্রীব্রজেশ্বরীর বন্ধন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা নহে, শ্রীযশোদার বাৎসল্য-প্রেম-প্রভাবে তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন; এই জন্য বন্ধন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রেমই

দুর্গমং ভগবৎপ্রসাদভরমাহ—নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গ-সংশ্রয়া। প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥১৫১॥

স আদিদেবো ভজতাং পরো গুরুরিত্যুক্তেঃ বিরিঞ্চিস্তাবদ্ভক্তাদি-গুরু, স চ ভবস্তু বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুরিত্যাদিদর্শনাৎ ততোঽপ্যুৎ-

---

সেই প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা বলিতেছেন। যথা—"গোপী-যশোদা বিমুক্তি-দাতা শ্রীকৃষ্ণ হইতে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা ব্রহ্মা প্রাপ্ত হয়েন নাই, এমন কি অঙ্গ-সংশ্রিতা লক্ষ্মীও প্রাপ্ত হয়েন নাই। ১০।৯।১৫॥১৫১॥

"স আদি দেবো জগতাং পরোগুরুঃ" ইত্যাদি (১) বচন-প্রমাণে ব্রহ্মা যাবতীয় ভক্তগণের আদিগুরু; আর সেই মহাদেব, "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" (২)—

তাহাকে বন্ধন করিবার একমাত্র কারণ। প্রেমের এমনই অচিন্ত্য প্রভাব! প্রেমবশে বন্ধী হইলেও ভগবত্তার হানি হয়না। তাহা (প্রেম) তাঁহার স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি—হ্লাদিনী-সার-সমবেত সম্বিৎ স্বরূপ। আমাদের গাত্রে নিজ পদ-স্পর্শ ঘটিলে তাহা দোষের বিষয় হয়না, কিন্তু অন্যের পদ-স্পর্শ ঘটিলে তাহা দোষের বিষয় হয়; তদ্রূপ শ্রীভগবান যদি স্বরূপাতিরিক্ত-শক্তির বশীভূত হইতেন, তবে তাহা দোষের বিষয় হইত; কিন্তু, স্বরূপ-শক্তির বশবর্ত্তী হইয়া বিচিত্র-লীলাবিনোদ প্রকাশ করিতেছেন বলিয়া, উহা গুণের বিষয়।

(১) স আদিদেবো জগতাং পরোগুরুঃ
স্বধিষ্ণ্যমাস্থায় বিসৃক্ষয়েক্ষত।
তাং নাধ্যগচ্ছদ্দ্রুহিণমত্র সম্মতাং
প্রপঞ্চ-নির্ম্মাণ-বিধির্যয়া ভবেৎ॥ ২।৯।৫

জগতের পরমগুরু সেই আদিদেব—ব্রহ্মা, নারায়ণের নাভিপদ্মে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক জগৎসৃষ্টির উপায় চিন্তা করিলেন, তিনি অনেককাল চিন্তা করিয়াও জগৎসৃষ্টি কি প্রকারে হইতে পারে, তদ্বিষয়ে অব্যভিচারিণী প্রজ্ঞা প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই।

(২) নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥ ১২।১৩।১২॥

নদীগণের মধ্যে যেমন গঙ্গা, দেবগণের মধ্যে যেমন শ্রীহরি, বৈষ্ণবগণের মধ্যে যেমন শম্ভু, পুরাণ-সমূহের মধ্যে এই শ্রীমদ্ভাগবতও সেইরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

কর্ষবান্, সা চ শ্রীস্তু তয়োরপি ভগবদ্ভক্তিশিক্ষানিদর্শনপ্রথমরূপত্বাৎ পরমোৎকর্ষবতী। তদেবমুত্তরোত্তরবিন্যাসেন যথোত্তরমতিমানং সূচয়িত্বা শ্রীস্তু ন কেবলং ভক্তিমাত্রেণ তাদৃশ্যেব কিং তর্হি পরমসখ্যেন ততোঽপ্যনির্বচনীয়মাহাত্ম্যেত্যাহ। অঙ্গসংশ্রয়েতি। এবংভূতাপি সা চ প্রসাদং লেভির এব। কস্মাদ্বিমুক্তিদাৎ। অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্। ইত্যুক্তরীত্যা প্রায়ো বিমুক্তিমেব দদাতি ন তু তথাভূতং প্রসাদং তস্মাৎ শ্রীভগবত এব কিন্তু গোপী শ্রীগোপেশ্বরী যৎ তদনির্বচনীয়ং প্রসাদশব্দেনাপি শঙ্কনীয়ং তস্মাৎ প্রাপ, তদ্রূপপ্রসাদং বিরিঞ্চিশ্চ ভবশ্চ শ্রীশ্চ ন লেভিরে ন লেভিরে ন লেভিরে ইত্যর্থঃ। লেভিরে

বৈষ্ণবগণের আদর্শস্থানীয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়েন বলিয়া ব্রহ্মা হইতেও উৎকর্ষবান। শ্রীলক্ষ্মী কিন্তু ব্রহ্মা-শিবের ভক্তি-শিক্ষা-নিদর্শনের প্রথম আদর্শরূপা বলিয়া পরমোৎকর্ষবতী। এই জন্য ব্রহ্মা, শিব ও লক্ষ্মীদেবীর উত্তরোত্তর বিন্যাস পূর্ব্বক ব্রহ্মা হইতে শিবের, শিব হইতে লক্ষ্মীর মহিমা-প্রাচুর্য্য সূচনা করিয়া, লক্ষ্মী কেবল ভক্তিদ্বারা পরমোৎকর্ষবতী নহেন, তবে কি? পরম-সখ্যা প্রভাবে তাহা হইতেও অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্য-বিশিষ্টা; এইজন্য বলিলেন,—অঙ্গসংশ্রয়া। এইরূপ বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মী প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন (কিন্তু ব্রজেশ্বরীর মত অনির্ব্বচনীয় প্রসাদ লাভ করেন নাই)। কোন্ ব্যক্তি হইতে এই প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন? বিমুক্তি-দাতা হইতে। তিনি কেমন তাহা বলিতেছেন—"হে অঙ্গ! ভগবান মুকুন্দ মুক্তি দিয়া থাকেন, কিন্তু কখন ভক্তি-যোগ প্রদান করেন না;" ৫।৬।১৮—এই রীতি-অনুসারে, প্রায়শঃ তিনি বিমুক্তি দান করেন; আর শ্রীলক্ষ্মী যেরূপ প্রসাদ লাভ করিয়াছেন, সেই শ্রীভগবান হইতে অন্য কেহ সেরূপ প্রসাদ লাভ করিতে পারে না। কিন্তু গোপী—শ্রীগোপেশ্বরী যশোদা তাঁহা হইতে অনির্ব্বচনীয় যাহা লাভ করিয়াছেন, তাহা প্রসাদ-শব্দে প্রকাশ করিতেও শঙ্কা হয়। সেই প্রসাদ ব্রহ্মা, শিব বা লক্ষ্মী কেহই লাভ করেন নাই—কেহই লাভ করেন নাই—কেহই লাভ করেন

ইত্যস্য প্রত্যেকং নঞ্‌ত্রয়েণান্বয়ঃ। নঞ্‌ত্রিরাবৃত্তিশ্চ নিষেধস্যাতিশয়ার্থা। পূর্ব্বোত্তরাধ্যায়দ্বয়ে শ্রীবাদরায়ণেবিবক্ষিতমিদম্। দ্রোণধরয়োস্তাবৎ সাধারণদেবতাত্বং চেত্তর্হি তয়োঃ শ্রীশিবাদিদুর্ল্লভচরণারবিন্দস্ফূর্ত্তিলেশস্য শ্রীকৃষ্ণস্য তথা প্রাপ্তৌ স্বতঃ সম্ভাবনা নাস্তি। ন চ তয়োস্তাদৃশগাঢ়ভজনাদিকং কুত্রচিদ্বর্ণ্যতে। অন্যথা তদেবাহমাখ্যাস্যম্। ন চ তাভ্যাং যদীদৃশং ফলং লব্ধং তদ্ ব্রহ্মণি পূর্ব্বং প্রার্থিতং, কিন্তু দুর্গতিতরণহেতুত্বেনোত্তমভক্তিমাত্রম্। ন চ ব্রহ্মাপি শ্রীকৃষ্ণস্য মহাভক্তৈরপি দুর্ল্লভপুত্রত্বাদিকং বিশিষ্য তাভ্যাং বরং দত্তবান্। ন চ নেমং বিরিঞ্চ ইত্যাদিনোচ্যমানতাদৃশপ্রসাদাপ্তিরাহিত্যস্য ব্রহ্মণো বরস্তাদৃশফলদানে ভবতি সমর্থঃ। বক্ষ্যতে চ

নাই; ইহাই মর্ম্ম। শ্লোকে তিনবার "নঞ্" প্রযুক্ত হইয়াছে। লেভিরে-ক্রিয়ার তিন নঞের সঙ্গে অন্বয় করিতে হইবে। অতিশয়রূপে নিষেধ করিবার জন্য তিনবার "নঞ্"র আবৃত্তি করিলেন।

এ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্তর অধ্যায়ে শ্রীশুকদেবের বক্তব্য এই:—দ্রোণ-ধরা যদি সাধারণ দেবতা হয়েন, তবে যাঁহার চরণ-কমলের স্ফূর্ত্তিলেশ শ্রীশিবাদির দুর্ল্লভ, সেই শ্রীকৃষ্ণকে উক্তরূপে প্রাপ্তি তাঁহাদের পক্ষে স্বতঃ সম্ভবপর নহে। আর, তাঁহাদের প্রগাঢ় ভজনের কথাও বর্ণিত হয় নাই; যদি বর্ণিত হইত, তবে আমি (শ্রীশুকদেব) তাহার আভাস দিতাম। তাঁহারা যেরূপ ফল-লাভ করিয়াছেন, তজ্জন্য পূর্ব্বে ব্রহ্মার কাছেও প্রার্থনা করেন নাই, সংসার-দুর্গতি ত্রাণের হেতু-স্বরূপ উত্তম ভক্তি-মাত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মহাভক্তগণের পক্ষেও দুর্ল্লভ যে পুত্রভাব, ব্রহ্মাও বিশেষভাবে তাঁহাদিগকে সেই বর প্রদান করেন নাই। বিশেষতঃ "ব্রহ্মা এই প্রসাদ লাভ করেন নাই"—এই বাক্যে যে প্রসাদের কথা উক্ত হইয়াছে, সেই প্রসাদ-প্রাপ্তি-বিরহিত ব্রহ্মার বর তাদৃশ (পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি রূপ) ফলদানে সমর্থ হইতে পারে না। ব্রহ্মার প্রসাদ-প্রাপ্তির একান্ত অভাবের কথা তদুরিভাগ্যমিহ (১)

---

(১) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ১২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তস্য তৎপ্রসাদাপ্তিরাহিত্যাতিশয়ঃ, তদ্ভূরি ভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোভিষেকমিত্যাদিনা। তস্মাত্তয়োস্তাদৃশমহোদয়ে কারণং নাস্তি কিন্তু নিষ্কারণত্বেন তয়োর্নিত্যামেব তাদৃশীং স্থিতিং বিজ্ঞায় ময়া শ্রীভগবদ্বল্লীলয়ৈব দ্রোণধরারূপেণাংশেনৈবাবতীর্ণয়োরৈক্যবিবক্ষয়া যথাকথঞ্চিৎ কারণাভাস এবোপন্যস্ত ইতি। কিঞ্চ শ্রীমদ্ভাগবতেঽস্মিন্ শ্রীভগবৎপ্রেমৈব সর্বপুরুষার্থশিরোমণিত্বেনোদ্ঘুষ্যতে। তস্য চ পরমাশ্রয়রূপং শ্রীগোকুলমেব। তত্রাপি শ্রীব্রজেশ্বরৌ। ততস্তৎপরমাশ্রয়নিত্যত্বে সিদ্ধ এব তাদৃশগ্রন্থপ্রযত্নঃ সফলঃ স্যাৎ। যত এব শ্রীব্রহ্মাদিভিস্তত্র যৎকিঞ্চি-

---

ইত্যাদি শ্লোকে তিনি নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরীর শ্রীকৃষ্ণকে তাদৃশভাবে প্রাপ্তিরূপ মহাভাগ্যের কোন কারণ নাই; কিন্তু বিনা কারণেই তাঁহাদের নিত্য তাদৃশী স্থিতি। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তার যেমন কোন কারণ নাই, তেমন শ্রীনন্দ-যশোদার শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে লাভ করিবার পক্ষেও কোন কারণ নাই। যশোদা-নন্দনরূপেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্—এ কথা আমি অবগত আছি। শ্রীভগবানের মত লীলার্থ যাঁহারা দ্রোণ-ধরারূপ অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই ব্রজরাজ-দম্পতির সহিত উক্ত অংশের ঐক্য-বর্ণন-অভিপ্রায়ে যথা-কথঞ্চিৎ কারণাভাস-স্বরূপ ব্রহ্ম-বরদানের কথা আমা-কর্তৃক উপন্যস্ত হইয়াছে।

আরও, শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবৎ-প্রেমই সর্ব্বপুরুষার্থ-শিরোমণি বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন। শ্রীগোকুলই সেই প্রেমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়-স্বরূপ। আবার সেই গোকুল-মধ্যেও ব্রজরাজ-দম্পতি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের পরমাশ্রয়-স্বরূপ। তাঁহারা প্রেমের পরমাশ্রয়—ইহা সিদ্ধ হইলেই গ্রন্থ-প্রযত্ন সফল হয়। অর্থাৎ শ্রীনন্দ-যশোদা যদি প্রেমের পরম আশ্রয় হয়েন, তবেই যে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমকে পুরুষার্থ-শিরোমণি বলিয়া প্রকাশ করেন, সেই শ্রীমদ্ভাগবতে নন্দ-যশোদার মহিমা-বর্ণন সার্থক হয়; তাহাতে গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য প্রেমের মহিমাই প্রকাশিত হয়। গোকুলবাসীর প্রেম-মহিমায় মুগ্ধ হইয়াই, শ্রীব্রহ্মাদি তাঁহাদের পদরজে অভিষিক্ত হইবার অভিলাষে গোকুলে যে কোন জন্ম-লাভের প্রার্থনা করিয়াছেন ॥১৫১॥

জন্ম প্রার্থ্যত ইতি। তস্মাৎ স্বাভাবিক্যেব তয়োস্তাদৃশী স্থিতিরিতি প্রতিপাদয়ংস্তৎসম্বন্ধেনৈব ভজতাং সুখাপো নান্যেষামিত্যাহ—নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ। জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥১৫২॥

সুখেনাপ্যত ইতি সুখাপঃ। অয়ং শ্রীগোপিকাসুতো ভগবান্ দেহিনাং দেহাভিমানিনাং তপআদিনা ন সুখাপঃ ন সুলভঃ কিন্তু তৈরতিচিরেণৈব তেন শুদ্ধেঽন্তঃকরণে কথঞ্চিদ্ভক্তাবলোকনলেশেন জাতসদ্বুদ্ধিভিস্তদেব তপআদিকং তস্মিন্নর্পয়দ্ভিঃ কথঞ্চিদেবাসৌ লভ্যতে। তথা আত্মভূতানাং আবির্ভূতাদ্বৈতাত্মবৃত্তীনাং নিবৃত্তদেহাভিমানানাং জ্ঞানিনামপি তাদৃশেন জ্ঞানেন ন সুখাপঃ কিন্তু পূর্ব্বেণৈব কারণেন জাততদাসক্তিভিস্তেন জ্ঞানেন যদ্ব্রহ্ম স্ফুরতি তদেবায়মিতি চিন্তয়দ্ভিস্তৈঃ কথঞ্চিদেবাসৌ লভ্যতে। ততশ্চ দ্বয়োরপি

সুতরাং স্বভাবতঃই শ্রীব্রজরাজ-দম্পতি শ্রীকৃষ্ণের মাতাপিতারূপে গোকুলে নিত্য অবস্থান করিতেছেন—ইহা প্রতিপাদন করিয়া, তাঁহাদের সম্বন্ধযুক্ত হইয়া যাঁহারা ভজন করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সুখলভ্য—অন্যের নহে;—এই অভিপ্রায়ে শ্রীশুকদেব বলিলেন—"গোপিকাসুত ভগবান, ইঁহাতে ভক্তিমানজনের যেমন সুখাপ, দেহী বা আত্মভূত জ্ঞানিগণের তেমন সুখাপ নহেন।" ১০।৯।১৬॥১৫২॥

সুখে পাওয়া যায় এই অর্থে সুখাপ। এই গোপিকাসুত ভগবান্, দেহী—দেহাভিমানিব্যক্তিগণের তপস্যাদিদ্বারা সুখাপ—সুখলভ্য নহেন; কিন্তু দীর্ঘকাল তপশ্চরণদ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইলে কোনরূপে ভক্তজনের কৃপাদৃষ্টিলেশ লাভ করিলে তাঁহাদের সদ্বুদ্ধি জন্মে; তখন তাঁহারা তপস্যাদি শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করেন। এই অবস্থায় কিঞ্চিৎ কৃষ্ণানুভব লাভ করেন। তদ্রূপ আত্মভূত—যাঁহাদের অদ্বৈত-আত্মবৃত্তি আবির্ভূত হইয়াছে, দেহাভিমান নিবৃত্ত হইয়াছে, এমন জ্ঞানিগণেরও সুখাপ নহেন; কিন্তু পূর্ব্বকারণে অর্থাৎ কোন প্রকারে ভক্তজনের কৃপাদৃষ্টি-লেশ লাভ করিলে, তাহা হইতে পুনঃ পুনঃ ভক্তসঙ্গ জন্মে; তখন, সেই জ্ঞানদ্বারা যে ব্রহ্ম স্ফুরিত হয়েন, তাহা এই শ্রীকৃষ্ণ—এইরূপ চিন্তা

তয়োঃ সাধনয়োর্হীনত্বাত্তল্লাভশ্চ ন সাক্ষাৎ কিন্তু কেনচিদংশে-নৈবেতি ব্যঞ্জিতম্। তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ। ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসামিতি শ্রীভগবদুক্তেঃ। শাব্দে পরে ব্রহ্মণি ধর্ম্মতো ব্রতৈঃ স্নাতস্য মে ন্যূনমলং বিচক্ষ্বেতি শ্রীব্যাস-প্রশ্নান্তরাৎ। ভবতানুদিতপ্রায়ং যশো ভগবতোঽমলম্। যেনৈ-বাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনং খিলম্। ইতি শ্রীনারদপ্রতিবচনাচ্চ। সুখাপস্তু কেষামিত্যপেক্ষায়াং নিদর্শনমাহ—ইহ শ্রীগোপিকাসুতে ভক্তিমতাং যথা সুখাপ ইতি শ্রীগোপিকায়াস্তু সুখাপ ইত্যেবং কিং বক্তব্যম্। তস্যাঃ সুত এবায়ং ভগবানিত্যতো গোপিকাসুত ইতি বিশেষণং দত্তম্। সুখমাপয়তীতি বা সুখাপঃ। যতো গোপিকা-

---

করেন; তাহাতে তাঁহারা কিঞ্চিৎ কৃষ্ণানুভব লাভ করেন। সুতরাং তপস্যা ও জ্ঞান এই উভয় সাধন অপকৃষ্ট বলিয়া, এই সাধনদ্বয়-দ্বারা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয় না, কোন অংশে প্রাপ্তি ঘটে—ইহা ব্যঞ্জিত হইল। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবদুক্তি তাহার প্রমাণ। যথা—"যাহারা কূটস্থ অব্যক্ত-ব্রহ্মের উপাসনা করে, সর্ব্বভূতের হিতে রত তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অব্যক্ত-ব্রহ্মে যাহারা আসক্ত, তাহারা অধিকতর ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" ১২।৪ ৫— আর, শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীবেদব্যাস বলিলেন—"আমি যোগ-বলে পরব্রহ্ম-নিষ্ঠ এবং অধ্যয়নাদি-দ্বারা অব্যয় ব্রহ্ম—বেদ-পারদর্শী হইলেও কেন আমার ন্যূনতা (আত্মপ্রসাদের অল্পতা) বোধ হইতেছে?" তদুত্তরে শ্রীনারদ বলিলেন—"তুমি ভগবানের নির্ম্মল যশঃ প্রায় বর্ণন কর নাই, ভগবানের যশঃ-বর্ণন ভিন্ন ধর্ম্মাদি-জ্ঞানদ্বারা তাঁহার পরিতোষ জন্মে না। যাহাতে ভগবান্ পরিতুষ্ট হয়েন না, সেই ধর্ম্মাদি-জ্ঞান ন্যূন মনে করি।" ১ ৫।৭-৮— প্রত্যুত্তর-বাক্যও তদ্বিষয়ে প্রমাণ।

শ্রীকৃষ্ণ কাহাদিগের সুখ-লভ্য? এই অপেক্ষায় তাহার নিদর্শন বলিতেছেন—এই গোপিকা-সুতে অর্থাৎ যশোদা-নন্দন-স্বরূপে যাঁহারা ভক্তিমান, তাঁহাদেরই সুখলভ্য। তাহাই যদি হয় তবে, শ্রীগোপিকার যে তিনি সুখলভ্য, তাহা কি

সুতস্তৎসুতত্বলীলায়াঃ স্বসাধারণদৃষ্ট্যানাদরাৎ। তথা জ্ঞানিনামপি ন সুখাপঃ যতো গোপিকাসুতঃ সর্বাত্মৈক্যবৃত্ত্যুদয়েন ভগবৎস্বরূপানন্দবৈচিত্রীসারোপরিচরতল্লীলাতত্ত্বাননুভবাৎ। যথেহ গোপিকাসুতে ভক্তিমতামিতি নিদর্শনম্। সুখেনাপ্যতে জ্ঞায়তে ইতি বা সুখাপঃ সুখবোধঃ। ততশ্চায়ং দেহাভিমানিভিরপি তত্তদলৌকিককর্ম্মলিঙ্গকাৎ তর্কাৎ জ্ঞানিভিরপ্যনাবৃতব্রহ্মত্বাবগমাৎ সুবোধ এব সত্যং, তথাপি যথেহ শ্রীগোপিকাসুতে ভক্তিমদ্ভিঃ সুবোধস্তথা ন।

আর বলিতে হইবে? এই ভগবান্ সেই গোপিকার-সুত, এই জন্য 'গোপিকা-সুত' এই বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। অথবা সুখ-প্রাপ্তি করান বলিয়া তিনি সুখাপ। যেহেতু, গোপিকাসুত-লীলায় তিনি স্ব-সাধারণ-দৃষ্টি—ভগবান হইয়াও গোপিকা-সুতরূপে লীলা করিলে লোকে তাঁহাকে সাধারণ জন মনে করিবে, ইহার প্রতি পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায়, আমার পরিকরগণকে বিচিত্র লীলাদ্বারা সুখদান করিতে হইবে; তজ্জন্য মুগ্ধমানবের মত চেষ্টা করিতে হইলেও কুণ্ঠিত হইব না। লোকে আমাকে সামান্য মনে করে করুক, তাহাতে আমার কিছু আসে যায় না; ভক্তগণের সুখ-সম্পাদনই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য।

গোপিকা-সুতে ভক্তিমান-জনগণের যেমন সুখলভ্য, জ্ঞানিগণেরও তেমন সুখলভ্য নহেন। কারণ, তিনি গোপিকাসুত, জ্ঞানলভ্য ব্রহ্ম নহেন। সর্ব্বত্র এক আত্মাই অবস্থান করিতেছেন, এইরূপ মনোবৃত্তির উদয় হইলে ব্রহ্ম দর্শন ঘটে। আর, ভগবৎ-স্বরূপানন্দ-বৈচিত্রী-সারের উপর লীলা-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত; জ্ঞানিগণ তত্ত্বানুভবে বঞ্চিত, এই জন্য তাহারা গোপিকাসুতরূপে লীলাকারীকে সহজে প্রাপ্ত হয় না, গোপিকাসুতে ভক্তিমান জনগণের যেমন সুখলভ্য ইত্যাদি বাক্য তাহার নিদর্শন।

কিম্বা, সুখে জানা যায় বলিয়া তিনি সুখাপ। তাহা হইতে এই অর্থ লাভ করা যায়:—গোবর্দ্ধন-ধারণ প্রভৃতি অলৌকিক-কর্ম্ম বিচার করিয়া দেহাভিমানিগণ শ্রীকৃষ্ণকে অসাধারণ পুরুষ শ্রীভগবান বলিয়া সহজে বুঝিতে পারেন; আর, জ্ঞানিগণ অনাবৃত-ব্রহ্ম বলিয়া ইঁহাকে বুঝিতে পারেন—এ কথা

তে হি শ্রীকৃষ্ণভক্তাঃ, স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবোঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসার ইত্যাদিদর্শনাত্তাদৃশলীলানুভবস্যৈব পরমপুরুষার্থত্বমবগচ্ছন্তীতি ভাবঃ। অত্রার্থত্রয়েঽপীহপদেন শ্রীপরব্যোমনাথাদিভক্তিমন্তোঽপি ব্যাবৃত্তাঃ। গোপিকাসুত ইতি বিশেষণেন চ ত্রৈকালিকতদ্ভক্তানাং তৎসম্বন্ধিসুখাপত্বং প্রতি তৎসুতত্বাযোগতদন্য-

---

সত্য, তথাপি গোপিকাসুতে ভক্তিমান্‌গণ যত সহজে বুঝিতে পারেন, তত সহজে তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। সেই সকল শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত, "শ্রীশুকদেব স্বরূপানুভবানন্দে পরিপূর্ণ এবং তদ্দ্বারা অন্যত্র আসক্তি-বিরহিত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের মনোহর-লীলাদ্বারা অকৃষ্ট-চিত্ত হইয়াছিলেন।" ১২।১২।৫২—ইত্যাদি দর্শন-হেতু, গোপিকাসুতরূপে ক্রীড়াকারী শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ (আত্মারামগণেরও চিত্তাকর্ষক) লীলানুভবকেই পরম-পুরুষার্থ বলিয়া জানেন। ইহাই এ স্থলে সুখাপ-শব্দের ভাবার্থ।

এ স্থলে তিন প্রকার অর্থ করা হইল। সর্ব্বত্র 'ইহ' (এই গোপিকাসুত) পদ-বিন্যাস-দ্বারা পরব্যোম-নাথাদিতে ভক্তিমান্‌গণেরও তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) সুখলভ্য বা সুখবোধ্য নহেন, তাহা নিশ্চিত হইল। 'গোপিকাসুত' এই বিশেষণ-দ্বারা ত্রৈকালিক ভক্তগণের সম্বন্ধে গোপিকাসুতের সুখাপত্বের বিরোধী গোপিকা-সুতত্বের অযোগ এবং অন্য-সুতত্ব-যোগ ব্যবচ্ছিন্ন হইল। অর্থাৎ মূল শ্লোকে 'গোপিকাসুত'—এই পদটী বিশেষণে প্রযুক্ত হইয়াছে, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ কখনও গোপিকাসুত ছিলেন না, অথবা অন্য কাহারও সুত ছিলেন—এই দ্বিবিধ আশঙ্কা নিরস্ত হইয়াছে। কারণ, বিশেষণ কার্য্যার্থটী বিশেষ্যের সহিত সতত বিদ্যমান থাকে, কখনও ব্যভিচার ঘটেনা। যেমন "দীর্ঘকর্ণ-রাম" একথা বলিলে, দীর্ঘকর্ণের সহিত সতত রামের বিদ্যমানতা বুঝায়, কখনও দীর্ঘকর্ণের ব্যভিচার ঘটেনা, সেরূপ এস্থলে বিশেষণার্থে প্রয়োগ-হেতু শ্রীকৃষ্ণ সততই গোপিকা-সুতরূপে বিরাজ করিতেছেন, কখনও তাহার ব্যভিচার ঘটেনা—এই তাৎপর্য্য বুঝাইতেছে। অতএব ত্রিকালবর্ত্তী ভক্তগণের পক্ষে গোপিকা-সুতরূপেই শ্রীকৃষ্ণ সুখাপ হয়েন।

ত্বযোগো ব্যবচ্ছিদ্যেতে। ইত্যতো বিদ্বদনুভবযাথার্থ্যেন নিত্য এব তৎসম্বন্ধো বিবক্ষিতঃ। অতএবায়ং গোপিকাসুত ইতি সাক্ষদঙ্গুল্যা নির্দ্দিশ্যতে। তস্মাদপি সাধূক্তং নিত্য এব শ্রীব্রজেশ্বরয়োস্তৎসম্বন্ধঃ ইতি। অত্র, একদা গৃহদাসীষ্বিত্যাদিকং, নেমং বিরিঞ্চ ইত্যাদি-পদ্যদ্বয়ান্তমিদমুত্তরবাক্যং, দ্রোণো বসূনাং প্রবর ইত্যাদিকস্য পূর্ব-বাক্যস্য বাধকত্বেনৈবোক্তং, পূর্ববিরোধিধর্ম্মান্তরপ্রতিপাদনাদযুক্ত-ত্বাচ্চ পূর্বস্যাসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাদিতিবৎ। তত্র চ যথৈবাসচ্ছব্দস্য পদ্যান্তরং চিন্ত্যতে তথাত্রাপি। তচ্চ পূর্বমেব

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, প্রমাণ-সমূহের মধ্যে বিদ্বদনুভব-প্রমাণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এস্থলে সেই প্রমাণদ্বারা নিত্যই শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপিকা-শ্রীযশোদার সম্বন্ধ ব্যক্ত হইল। যেহেতু, বিজ্ঞ-শিরোমণি শ্রীশুকদেব বর্ণন-সময়ালে শ্রীকৃষ্ণকে গোপিকাসুতরূপে অনুভব করিয়া ছলেন বলিয়াই বিশেষণ যোজনা করিয়া-ছেন। অতএব 'এই গোপিকা-সুত'—ইহা যেন সাক্ষাৎ অঙ্গুলি-সঙ্কেতে নির্দ্দেশ করিলেন। এই কারণেও শ্রীব্রজরাজ-দম্পতির সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্যই সম্বন্ধ আছে, এরূপ যাহা বলা হইয়াছে তাহা সমীচীন বটে।

এস্থলে "একদাগৃহদাসীষু" ইত্যাদি শ্লোক হইতে "নেমং বিরিঞ্চে" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয় পর্য্যন্ত দশম-স্কন্ধের নবম অধ্যায়ে যে দাম-বন্ধন-লীলা বর্ণিত হইয়াছেন, তাহা 'দ্রোণো বসূনাং প্রবরঃ" ইত্যাদি পূর্ব্ব-বাক্যের বিরোধিরূপেই উক্ত হই-য়াছে। অর্থাৎ যাঁহারা তপস্যা-দ্বারা ব্রহ্মার বরে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মার দুর্ল্লভ, মহাবশীকরণের নিদর্শন-স্বরূপ দাম-বন্ধনলীলা-সম্পাদন অসম্ভব। কারণ, পূর্ব্ব-বিরোধি-ধর্ম্মান্তরের প্রতিপাদন অসঙ্গত অর্থাৎ যাহা ব্রহ্মার পরম-দুর্ল্লভ, ব্রহ্মার বরে তৎপ্রাপ্তি কখনও সম্ভব হয় না। সুতরাং এস্থলে—

অসদ্ব্যপদেশাদিতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ। (১)

—এই সূত্রানুসারে পূর্ব্ববাক্যের সমাধান করিতে হইবে। এই সূত্রে যেমন শ্রুতিতে পূর্ব্বোক্ত অসৎ-শব্দের সহিত শেষোক্ত সৎ-শব্দের বিরোধ উপস্থিত

---

(১) ১৬৫ পৃষ্ঠায় এই সূত্রব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

দর্শিতম্ ॥১০॥৮॥ শ্রীশুকঃ ॥১৫২॥

তদেবং শ্রুতিপুরাণাদিনিগদোক্ত্যনুসারেণ শ্রীকৃষ্ণস্য নিত্যাভিব্যক্তিত্বং দ্বারকাদিষু নিত্যবিহারিত্বং নিত্যযাদবাদিপরিকরত্বঞ্চ দর্শিতম্। ইত্থমেব চ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি সুসিদ্ধম্। অথাশঙ্কতে। যদি নিত্যমেব তথাবিধঃ শ্রীকৃষ্ণাখ্যঃ স্বয়ং ভগবান্ তত্র তত্র এতৈর্নিজপরিকরৈঃ সার্দ্ধং বিহরতি তর্হি কথং ব্রহ্মাদি-প্রার্থনয়া শ্রীনারায়ণ এবাবততারেতি শ্রূয়তে। তস্য যদি শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশঃ তর্হি চ কথং নিত্যমেব দ্বারকাদিষু বিরাজমানং স্বয়ং ভগবন্তং পরিত্যজ্য তে তস্মৈ নিবেদয়িতুং গতাঃ। কথং বা জন্মাদিলীলয়া ক্রমেণ মথুরাং গোকুলং পুনর্মথুরাং দ্বারকাঞ্চ ত্যক্ত্বা বৈকুণ্ঠমারূঢ়বানিতি।

হওয়ায় অসৎ-শব্দের অর্থান্তর চিন্তা করা হইয়াছে, এস্থলেও তদ্রূপ দ্রোণো বসূনাং প্রবরঃ ইত্যাদি বাক্যের অর্থান্তর দেখিতে হইবে। সেই অর্থ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রীব্রজরাজ-দম্পতি অংশে দ্রোণ ধরাতে আবিষ্ট হইয়াছিলেন; পরে অংশ অংশীতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। অংশ-অংশীর ঐক্য প্রকাশনেচ্ছায় এরূপ উক্ত হইয়াছে ॥১৫২॥

শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-রহস্য।

এই প্রকারে শ্রুতি-পুরাণাদির স্পষ্টোক্তি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যাভিব্যক্তিত্ব এবং নিত্য যাদবাদি-পরিকরত্ব প্রদর্শিত হইল। এই জন্যই "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই বাক্য সুসিদ্ধ হইল। এ বিষয়ে কিছু আশঙ্কা আছে—যদি তথাবিধ শ্রীকৃষ্ণাখ্য স্বয়ং ভগবান্ দ্বারকা-মথুরা-গোকুলে যাদবাদি পরিকরবর্গের সহিত নিত্যই বিহার করেন, তবে কেন ব্রহ্মাদির প্রার্থনায় শ্রীনারায়ণই অবতীর্ণ হইয়াছেন, একথা শুনা যায়? শ্রীনারায়ণের অবতরণ যদি শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ-দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে, তবে নিত্যই দ্বারকায় বিরাজমাণ শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মাদি দেবগণ শ্রীনারায়ণকে নিবেদন করিবার জন্য কেন গিয়াছিলেন? কেনইবা জন্মাদি-লীলাক্রমে মথুরা গোকুল, আবার মথুরা দ্বারকা(১)ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন? তাহার উত্তর দেওয়া যাইতেছে—

---

(১) মথুরা ত্যাগ করিয়া গোকুলে (জন্মাষ্টমীর রজনীতে) গোকুল ত্যাগ

তত্রেদমুচ্যতে। যো দ্বারকাদৌ নিত্যং বিহরতি শ্রীকৃষ্ণাখ্যঃ স্বয়ং ভগবান্ পরাৎপরো ব্রহ্মাদিষ্বপ্রকট এব প্রায়শঃ। যস্তু ক্ষীরোদাদি-লীলাধামা নারায়ণাদিনামা পুরুষঃ স এব বিষ্ণুরূপঃ সাক্ষাদ্বা নিজাংশেন বা তেষু প্রকটঃ সন্ ব্রহ্মাদিপালনকর্ত্তেত্যুক্তমেব। তত্র ব্রহ্মাণ্ডাধিকারিণো ব্রহ্মাদয়োঽপি ব্রহ্মাণ্ডকার্য্যং তস্মা এব নিবেদয়িতুমর্হন্তি। ততস্তদাপি তস্মা এব পৃথিবীভারাবতারায় নিবেদিতবন্তঃ। অনন্তরং সোঽপি পুরুষস্তান্ প্রতি কেশদর্শনেন, স যাবদুর্ব্যা ভরমীশ্বরেশ্বরঃ ইত্যাদি বাক্যেন চ স্বয়ং ভগবত এবাবতারসময়োঽয়মিতি সূচয়িত্বা স্বয়মপ্যবতিতীর্ষাং চকার। সা চাবতিতীর্ষা পূর্ব্বযুক্ত্যা প্রকটীভবতি স্বয়ং ভগবতি প্রবেশায়ৈব। তদেবং বৈকুণ্ঠা-

---

যে শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরাৎপর স্বয়ং ভগবান্ দ্বারকাদিতে নিত্য বিহার করেন, তিনি ব্রহ্মাদির নিকট প্রায়ই অপ্রকট থাকেন। আর ক্ষীরোদাদিলীলাধামা, নারায়ণাদি-নামা যে পুরুষ, তিনিই বিষ্ণুরূপ; তিনি সাক্ষাৎ বা নিজাংশ দ্বারা ব্রহ্মাদির নিকট প্রকট হইয়া তাঁহাদের পালন কর্ত্তা,—একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাহাতেই ব্রহ্মাণ্ডাধিকারী ব্রহ্মাদি ব্রহ্মাণ্ড-কার্য্য সেই বিষ্ণুকে নিবেদন করিতে পারেন। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের পূর্ব্বেও ব্রহ্মাদি দেবগণ পৃথিবীর ভারাবতরণের জন্য ক্ষীরোদ-পতি শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করিয়াছিলেন। সেই পুরুষও কেশ-প্রদর্শন এবং স যাবদুর্ব্যা (১) ইত্যাদি বাক্য-দ্বারা ব্রহ্মাদিকে জানাইলেন যে, ইহা স্বয়ং ভগবানের অবতরণের সময়; নিজেও তখন অবতীর্ণ হইবেন, সে ইচ্ছাও প্রকাশ করিলেন। তবে তিনি স্বতন্ত্রভাবে অবতীর্ণ হইবার ইচ্ছা করেন নাই; পূর্ব্ব যুক্তি (২) অনুসারে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রাকট্য-কালে তাঁহাতে প্রবেশের নিমিত্তই অবতরণেচ্ছা করিয়াছিলেন।

করিয়া মথুরায় (কংসধ্বংচ্ছলে), মথুরা ত্যাগ করিয়া দ্বারকায় (জরাসন্ধভয়-চ্ছলে) দ্বারকা ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে (মৌষল-লীলান্তে) গমন করেন।

(১) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(২) ২৯ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

দ্বারোহণমপি তদংশেনৈব। স্বয়ন্তু তত্র তত্রৈব পুনর্নিগূঢ়ং লীলায়তে। অত্রোদাহৃতং তন্ত্রভাগবতাদিবাক্যং বারাহাদিবাক্যঞ্চানুসন্ধেয়ম্। উদাহরিষ্যতে চ, নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদন ইত্যাদিকম্। এষ চাভিসন্ধির্ন সর্বৈরেবাবুধ্যতেতি। যথা সর্বদৃষ্টমেব মুনিভিস্তাদৃগ্ বর্ণ্যতে। যথা সমুদ্রতীরস্থদৃষ্ট্যৈব অদ্ভ্যো বা এষ প্রাতরুদেত্যপঃ সায়ং প্রবিশতীতি শ্রুতিঃ প্রবর্ত্ততে ন তু বস্তুত ইতি প্রাঞ্চঃ। যদি তত্র সুমেরুপরিক্রমণাদিবাক্যেনান্যথা গতিঃ ক্রিয়তে, তদাত্রাপি স্বয়ং ভগবত্তানিত্যবিহারাদিপ্রতিপাদকবাক্যেন কথং নাম ন ক্রিয়তাম্। তথা মথুরাদিপরিত্যাগাদ্ব্যক্তিরবতারে প্রাপঞ্চিকজনপ্রকট-

---

প্রকট লীলাবসানে সেই (বিষ্ণুরূপ) অংশেই বৈকুণ্ঠাদিতে আরোহণ করিয়াছিলেন। স্বয়ং কিন্তু পুনর্ব্বার দ্বারকা মথুরা গোকুলে নিগূঢ়রূপে লীলা করেন। এবিষয়ে প্রমাণ—পূর্ব্বোদাহৃত তন্ত্র ভাগবতাদি-বচন এবং বরাহ-পুরাণাদির বচন অনুসন্ধান করা যাইতে পারে; পরেও নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ (১) ইত্যাদি বাক্য উদাহৃত হইবে। শ্রীকৃষ্ণের এই অভিসন্ধি সকলে অবগত নহে। সর্ব্বসাধারণে যেরূপ দেখিয়াছে, মুনিগণ তদ্রূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন। যথা—প্রাচীনগণ বলিয়া থাকেন,—"সূর্য্য প্রাতঃকালে জলরাশি হইতে উদিত হয়, সায়ংকালে আবার তাহাতেই প্রবেশ করে।"—এই শ্রুতি সমুদ্রতীর-বাসীর দৃষ্টিতেই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে; উহা কিন্তু বাস্তব ঘটনা নহে। যদি এস্থলে সূর্য্যের সুমেরু-পরিক্রমণাদি-বাক্যপ্রমাণে উক্ত শ্রুতির অন্যরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণের বৈকুণ্ঠারোহণ-প্রসঙ্গও তাঁহার স্বয়ং ভগবত্তা ও নিত্যবিহারাদি-প্রতিপাদক বাক্যপ্রমাণে কেন অন্যরূপ অর্থ করা যাইবে না? অর্থাৎ বহুবাক্য যখন শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা এবং কৃষ্ণ-স্বরূপে দ্বারকাদিতে নিত্যবিহার-প্রতিপাদন করিতেছে, তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলান্তে বৈকুণ্ঠ-গমন-বিষয়ক বাক্যের অনুরূপ অর্থ—তিনি শ্রীবিষ্ণুরূপ-অংশে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন, এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। তথা মথুরাদি-

---

(১) ৩২৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ দ্রষ্টব্য।

লীলাপেক্ষয়ৈব। তদপ্রকটা তু লীলা নিত্যমেব বিদ্যত এব। তস্মান্নিত্যত্বেন জন্মাদিময়ত্বেন চ লীলাপ্রতিপাদকানাং বাক্যানাং সমন্বয়স্বারস্যাদিদং লভ্যতে। যথা, য এব শ্রীকৃষ্ণস্তত্র তত্র নিত্যমপ্রকটো বিহরতি স এব স্বয়ং জন্মাদিলীলয়া প্রকটো ভবতি। তত্র নারায়ণাদয়োঽপি প্রবিশন্তীতি সর্বং শান্তম্। তদেবং তত্র শ্রীকৃষ্ণলীলা দ্বিবিধা, অপ্রকটরূপা প্রকটরূপা চ। প্রাপঞ্চিকলোকাপ্রকটত্বাৎ তৎপ্রকটত্বাচ্চ। তত্রাপ্রকটা, যত্রাসৌ সংস্থিতঃ কৃষ্ণস্ত্রিভিঃ শক্ত্যা সমাহিতঃ। রামানিরুদ্ধপ্রদ্যুম্নৈ রুক্মিণ্যা সহিতো বিভুরিতি মথুরাতত্ত্বপ্রতিপাদকশ্রীগোপালতাপন্যাদৌ, চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসুকল্পবৃক্ষেত্যাদিবৃন্দাবনতত্ত্বপ্রতিপাদকব্রহ্মসংহিতাদৌ চ, প্রকটলীলাতঃ কিঞ্চিদ্ বিলক্ষণত্বেন দৃষ্টা, প্রাপঞ্চিকলোকৈস্তদ্বস্তুভিশ্চামিশ্রা, কালবদাদি-

---

পরিত্যাগ-সম্বন্ধে যেসকল উক্তি দেখা যায়, সে সকল উক্তিও অবতার-কালে প্রাপঞ্চিক-জনে প্রকটলীলা অপেক্ষা করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রাপঞ্চিক জনে অপ্রকট-লীলাই নিত্য বিদ্যমান আছে। সুতরাং নিত্যলীলা-প্রতিপাদক এবং জন্মাদিময়-লীলা-প্রতিপাদক বাক্য-সমূহের সমন্বয়ের স্বারস্য (সাহজিক প্রতীতি) হইতে বক্ষ্যমাণ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়। যথা,—যে শ্রীকৃষ্ণ মথুরাদিতে নিত্য অপ্রকটরূপে বিহার করেন, তিনিই জন্মাদি-লীলা-ক্রমে প্রকট হইয়া থাকেন। সেই শ্রীকৃষ্ণে (প্রকট-বিহারীতে) শ্রীনারায়ণাদিও প্রবেশ করিয়া থাকেন—এই সিদ্ধান্তে সকলই শান্ত, কাহারও বিরোধ উপস্থিত করিবার অবকাশ থাকেনা।

তাহা হইলে দ্বারকাদিতে অপ্রকট ও প্রকট-ভেদে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা দ্বিবিধা। প্রাপঞ্চিক লোকের নিকট যে লীলা অপ্রকাশিত থাকেন, তাহা অপ্রকট; আর তাহাদের নিকট প্রকাশিত লীলা প্রকট। তন্মধ্যে অপ্রকট-লীলা "যত্রাসৌ সংস্থিত" ইত্যাদি মথুরা-তত্ত্ব-প্রতিপাদক গোপাল-তাপনী প্রভৃতিতে, আর চিন্তামণি-প্রকর-সদ্মসুকল্পবৃক্ষ ইত্যাদি বৃন্দাবনতত্ত্ব-প্রতিপাদক ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতিতে প্রকট-লীলা হইতে কিঞ্চিৎ বিলক্ষণরূপ দেখা যায়। এই লীলায়

মধ্যাবসানপরিচ্ছেদরহিতস্বপ্রবাহা, যাদবেন্দ্রত্বব্রজযুবরাজত্বাদ্যুচিতাহরহর্মহাসভোপবেশগোচারণবিনোদাদিলক্ষণা। প্রকটরূপা তু শ্রীবিগ্রহবৎ কালাদিভিরপরিচ্ছেদ্যৈব সতী ভগবদিচ্ছাত্মকস্বরূপশক্ত্যৈব লব্ধারম্ভসমাপনা প্রাপঞ্চিকাপ্রাপঞ্চিকলোকবস্তুসংবলিতা তদীয়জন্মাদিলক্ষণা। তত্রাপ্রকটা দ্বিবিধা। মন্ত্রোপাসনাময়ী স্বারসিকী চ। প্রথমা যথা, তত্তদেকতরস্থানাদিনিয়তস্থিতিকা তত্তন্মন্ত্রধ্যানময়ী। যথা, বৃহদ্ধ্যানরত্নাভিষেকাদিপ্রস্তাবঃ ক্রমদীপিকায়াম্। যথা বা, অথ ধ্যানং প্রবক্ষ্যামি সর্বপাপপ্রণাশনম্। পীতাম্বরধরং কৃষ্ণং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণমিত্যাদি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে। যথা বা, বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং বর্হাবতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্। কন্দর্প-

---

প্রাপঞ্চিক লোক এবং প্রাপঞ্চিক বস্তুর মিশ্রণ নাই; ইহার প্রবাহ কাল-হেতুক আদি-মধ্য-অবসানরূপ পরিচ্ছেদ-রহিত অর্থাৎ এই অপ্রকট লীলার আদি মধ্য অবসান নাই, অনন্তকাল এই লীলা চলিতেছে; এই লীলাতেও শ্রীকৃষ্ণ যাদবেন্দ্ররূপে বা ব্রজ-যুবরাজ রূপে অহরহঃ মহাসভায় উপবেশন বা গোচারণাদি লীলা-বিনোদ প্রকাশ করিয়া থাকেন; এসকল অপ্রকট লীলার লক্ষণ। আর প্রকট-লীলা শ্রীবিগ্রহের মত কালাদিদ্বারা পরিচ্ছেদ-প্রাপ্তা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহে কৌমার পৌগণ্ড কৈশোর যেমন ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, এই লীলারও তেমন আদি মধ্য অবসান দেখা যায়। তদ্রূপ হইলেও ভগবদিচ্ছা-শক্তিদ্বারাই ইহার আরম্ভ-সমাপ্তি ঘটে—কালশক্তি দ্বারা নহে। এই লীলা প্রাপঞ্চিক-অপ্রাপঞ্চিক-বস্তু-সংবলিতা শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি-লীলা-লক্ষণান্বিতা।

তন্মধ্যে অপ্রকট-লীলা দ্বিবিধা। মন্ত্রোপাসনাময়ী ও স্বারসিকী। প্রথমোক্তা লীলা যথা—যে যে লীলার উপাসনা, সেই সেই লীলাযোগ্য এক স্থানে নিত্য-স্থিতিশীলা এবং সেই লীলা-সম্বন্ধীয় মন্ত্রের ধ্যানে পরিকরাদির যেরূপ সংস্থান বর্ণিত আছে, তদ্রূপ সংস্থান-বিশিষ্টা। যথা—ক্রমদীপিকায় বৃহদ্ধ্যান-রত্নাভিষেকাদি-প্রস্তাব-অথবা শ্রীগৌতমীয়-তন্ত্রে "অনন্তর সর্ব্বপাপ-প্রণাশন ধ্যান বলিব, শ্রীকৃষ্ণ পীতাম্বর-ধর কমলতুল্য নয়ন ইত্যাদি।" কিংবা ব্রহ্মসংহিতায় "বেণুবাদন-রত, কমলদল নয়ন, শিখিপুচ্ছচূড়, কালমেঘের মত সুন্দর শরীর

কোটিকমনীয়বিশেষশোভং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি। আলোলচন্দ্রকলসদ্বনমাল্যবংশীরত্নাঙ্গদং প্রণয়কেলিকলাবিলাসম্। শ্যামং ত্রিভঙ্গললিতং নিয়তপ্রকাশং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামীতি ব্রহ্মসংহিতায়াম্। হোমস্তু পূর্ব্ববৎ কার্য্যো গোবিন্দপ্রীতয়ে তত ইত্যাদনন্তরং গোবিন্দং মনসা ধ্যায়েদ্গবাং মধ্যেস্থিতং শুভম্। বর্হাপীড়কসংযুক্তং বেণুবাদনতৎপরম্। গোপীজনৈঃ পরিবৃতং বন্য-পুষ্পাবতংসকমিতি বৌধায়নকর্ম্মবিপাকপ্রায়শ্চিত্তস্মৃতৌ। তদুহো-বাচ হৈরণ্যো গোপবেশমভ্রাভং তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতম্। তদিহ শ্লোকা ভবন্তি। সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্। গোপগোপীগবাবীতং শুরদ্রুমতলা-শ্রয়ম্। দিব্যালঙ্করণোপেতং রত্নমণ্ডপমধ্যগম্। কালিন্দীজলক-ল্লোলসঙ্গিমারুতসেবিতম্। চিন্তয়ংশ্চেতসা বিষ্ণুং মুক্তো ভবতি

কন্দর্প-কোটি হইতেও কমনীয় শোভাশালী আদি-পুরুষ গোবিন্দকে ভজন করি। চঞ্চল-চন্দ্রক (ময়ূরপুচ্ছ-চূড়া) শোভিত-বদন, বনমালা-বংশী-রত্নাঙ্গদ শোভমান, প্রণয়-কেলি-কলা-বিলাসী, শ্যামসুন্দর ত্রিভঙ্গললিত, নিয়ত-প্রকাশ আদি-পুরুষ-গোবিন্দকে আমি ভজন করি।" অথবা বৌধায়ন কর্ম্মবিপাক-প্রায়শ্চিত্ত-স্মৃতিতে "তদনন্তর গোবিন্দের প্রীত্যর্থে পূর্ব্বের ন্যায় হোম করিবে।" ইত্যাদি বাক্যের পর "গোবিন্দকে মনে মনে ধ্যান করিবে—তিনি গোগণ-মধ্যে অবস্থিত, শুভ, ময়ূরপুচ্ছ-চূড়া-সংযুক্ত, বেণুবাদন-তৎপর, গোপীজনে পরিবৃত, বনফুলে তাঁহার অবতংস (কর্ণভূষণ ও শিরোভূষণ) রচিত।" গোপাল-তাপনী শ্রুতিতে—"তদনন্তর ব্রহ্মা বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ গোপবেশ, মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, কিশোর, কল্পদ্রুমাশ্রিত।" এ সম্বন্ধে কতিপয় শ্লোক আছে—সৎপুণ্ড-রীক-নয়ন, মেঘাভ, বৈদ্যুতাম্বর, দ্বিভুজ, মৌনমুদ্রাশালী (বেণুবাদনরত), বনমালী, ঈশ্বর, গোপ-গোপী-গো-পরিবৃত, কল্প-বৃক্ষতলস্থিত, দিব্যালঙ্কার-ভূষিত রত্নমণ্ডপ-মধ্যগামী, যমুনা-তরঙ্গ-সঙ্গিবায়ু-সেবিত বিষ্ণুকে মনে মনে

সংস্মৃতেরিতি শ্রীগোপালতাপন্যাম্। গোবিন্দং গোকুলানন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহমিত্যাদি চ। যা তু তত্তৎকামনাত্মকপ্রয়োগময়ী পূতনাবধাদিরূপা, যদ্ যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়েত্যুক্তানুসারেণাদ্যাপি সাধকহৃদি কদাচিৎ সাম্প্রতীব স্ফুরতি, সা খলু মন্ত্রোপাসনাময়ীত্বেঽপি স্বারসিক্যামেব পর্য্যবস্যতি,

---

চিন্তা করিলে সংসার-বিমুক্তি ঘটে।" গোবিন্দ, গোকুলানন্দ, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ" ইত্যাদি। এই সকল বাক্য মন্ত্রময়ী উপাসনার পরিচায়ক।

অভিচারাদি-কর্ম্মে সেই সেই কামনাত্মক প্রয়োগময়ী পূতনাবধাদি যে সকল লীলা বর্ণিত আছে, সে সকল লীলা "হে উরুগায়! তোমার ভক্তগণ বুদ্ধি-যোগে বিশেষরূপে যাহা ভাবনা করেন, সদনুগ্রহের নিমিত্ত সেই সেই বপুঃ প্রণয়ন কর,"—এই বচনানুসারে অদ্যাপি সাধক-হৃদয়ে কদাচিৎ যেন এখনই সংঘটিত হইল, এইরূপ স্ফুরিত হয়। সেই লীলা মন্ত্রোপাসনাময়ী হইলেও স্বারসিকীতে পর্য্যবসিত হয়। কারণ, সেই লীলা সর্ব্বত্র অতীতরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ গোপ-গোপী প্রভৃতি-সঙ্গে কল্পবৃক্ষতলাদিতে বর্ত্তমান সময়েও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অবস্থান-ব্যঞ্জক বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু পূতনারিরূপে তাহার বক্ষে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন, এরূপ প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না; যে যে স্থানে পূতনাবধাদি লীলার প্রসঙ্গ আছে, সেই সেই স্থলেই ঐ সকল লীলা অতীত কালে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। যদি বর্ত্তমান-কালেও ঐ লীলার স্থিতি কোন গ্রন্থে বর্ণিত থাকিত, তাহা হইলে উহা মন্ত্রোপা-সনাময়ীতে পর্য্যবসিত হইত। তবে যে সাধক-হৃদয়ে সময়ে সময়ে ঐ লীলার স্ফূর্ত্তি হয়, তাহা মিথ্যা নহে; ভক্তানুগ্রহব্যগ্র শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় ঐ লীলা তৎ-কালে প্রকটিত হইয়া থাকে; তাহা হইলেও মন্ত্রোপাসনাময়ী হইবেনা, মন্ত্রো-পাসনাময়ী-লীলার একস্থানে একরূপে নিত্যাবস্থিতি প্রয়োজন। স্বারসিকীলীলা বহুস্থান-ব্যাপিনী, নানা প্রকাশময়ী এবং আদি মধ্যাবসান-হীনা; কোন প্রকাশে কোনস্থানে ঐ লীলা-সম্পাদন সম্ভবপর হইতে পারে বলিয়া, পূতনা-বধ-লীলার স্বারসিকীতে পর্য্যবসিত হইতে পারে।

অতীতত্বেন সর্বত্র নির্দিষ্টত্বাৎ। অথ স্বারসিকী চ যথোদাহৃতমেব। **বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চ সদা** ক্রীড়তি মাধবঃ। বৃন্দাবনান্তরগতঃ সরামো বালকৈর্বৃত ইত্যাদি। অত্র চকারাৎ শ্রীগোপেন্দ্রাদয়ো গৃহ্যন্তে। রামশব্দেন রোহিণ্যপি। তথা তেনৈব ক্রীড়তিনাঽসৌ ব্রজাগমন-শয়নাদিলীলাপি। ক্রীড়াশব্দস্য বিহারার্থত্বাদ্বিহারস্য নানাস্থানানু-সরণরূপত্বাদেকস্থাননিষ্ঠায়া মন্ত্রোপাসনময্যা ভিদ্যতে। যথাবসর-বিবিধস্বেচ্ছাময়ী স্বারসিকী। এবং ব্রহ্মসংহিতায়াম্—চিন্তামণি-প্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্। লক্ষ্মীসহস্রশত-সংভ্রমসেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি। ইতি। অত্র কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশীত্যত্রানুসন্ধেয়ম্। তত্র নানালীলা-প্রবাহরূপতয়া স্বারসিকী গঙ্গেব। একৈকলীলাত্মতয়া মন্ত্রোপাসনা-

---

অনন্তর স্বারসিকীলীলা উদাহৃত হইতেছে—"বৃন্দাবন-মধ্যগত মাধব-বলরামের সহিত বালকগণে পরিবৃত হইয়া বৎস-বৎসতরী সহিত ক্রীড়া করিতেছেন।" এই শ্লোকে 'বৎসতরীভিশ্চ' পদের 'চ' কার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীব্রজরাজ প্রভৃতির অবস্থিতি গৃহীত হইতেছে। রাম-শব্দ-দ্বারা বলরাম-জননী রোহিণীদেবীর অবস্থিতি বুঝা যাইতেছে। তদ্রূপ ক্রীড়তি-ক্রিয়া-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ব্রজগমন-শয়নাদিলীলাও বুঝা যাইতেছে। কারণ, ক্রীড়া-শব্দের অর্থ বিহার। বিহার—নানাস্থানে গমনরূপ বলিয়া একস্থানে নিত্য বিরাজমানা মন্ত্রোপাসনাময়ী-লীলা হইতে ইহার পার্থক্য দেখা যাইতেছে। স্বারসিকী-লীলা অবসরক্রমে বিবিধ স্বেচ্ছাময়ী। এই লীলার দৃষ্টান্ত ব্রহ্ম-সংহিতায়—"চিন্তামণি-রাশি-নির্ম্মিত ভবন-সমূহ এবং অসংখ্য কল্পবৃক্ষাবৃত বৃন্দাবনে সুরভীকে সর্ব্বতোভাবে পালন করার সময় যথাবসরে লক্ষ্মী-সহস্র-শত যাঁহাকে পরমাদরে সেবা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।" ব্রহ্ম-সংহিতার অপর শ্লোক—কথা—গান, গমন—নৃত্য, বংশী—প্রিয় সখী" ইত্যাদিও "স্বারসিকীলীলার প্রমাণ" স্বরূপ।

উভয়বিধ লীলা-মধ্যে নানা লীলা প্রবাহরূপা বলিয়া স্বারসিকী গঙ্গা-সদৃশী।

ময়ী তু লব্ধতৎসম্ভবহ্রদশ্রেণিরিবাজ্ঞেয়া। কিঞ্চ মন্ত্রোপাসনাময্যা-মপি ব্রজরাজাদিসম্বন্ধঃ শ্রূয়তে, কিমুত স্বারসিক্যামিতি ন কুত্রাপি তদ্রহিততা কল্পনীয়া। তদেতৎ সর্বং মূলপ্রমাণেঽপি দৃশ্যতে। তত্র প্রকটরূপা বিস্পষ্টৈব। অথাপ্রকটায়াং মন্ত্রোপাসনাময়ীমাহ, মাং কেশবো গদয়া প্রাতরব্যাদ্ গোবিন্দ আসঙ্গবমাত্তবেণুরিতি ॥১৫৩॥

আত্তবেণুরিতি বিশেষণেন গোবিন্দঃ শ্রীবৃন্দাবনদেব এব। তৎ-সহপাঠাৎ কেশবোঽপি শ্রীমথুরানাথ এব। তৌ হি শ্রীবৃন্দাবনমথুরা-

---

আর এক একটী লীলা-বিশিষ্টা বলিয়া মন্ত্রোপাসনাময়ী গঙ্গা-প্রবাহ-সম্ভূতা হ্রদ-শ্রেণীর মত বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনের বহুস্থানে বিভিন্ন প্রকাশে বিবিধ মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলা বিদ্যমান আছে। স্বারসিকী সে সকলকে আপনার অন্তর্ভুক্ত রাখিয়া বিবিধ বৈচিত্রীর সহিত অনন্তকাল প্রবাহিত হইতেছে। যেমন মন্ত্রোপাসনাময়ীতে শ্রীরাধাগোবিন্দ যমুনা-তীরবর্ত্তী কুঞ্জ-মধ্যে উপবিষ্ট আছেন। আর, স্বারসিকী-লীলা-প্রবাহে—অভিসারের পর উভয়ের প্রথম মিলনোপলক্ষে কুঞ্জে প্রবেশ, কিয়ৎকাল তথায় অবস্থান করিবার পর বন-ভ্রমণ-চ্ছলে বহির্গমন, পুলিন-ভ্রমণ করিতে মন্ত্রোপাসনাময়ীর আর একক্ষেত্র নিত্য-রাসলীলাতে প্রবেশ, তথায় নৃত্য, অন্তর্দ্ধান, পুনর্মিলন ইত্যাদি নানা বিচিত্রতার সহিত অনন্ত-প্রবাহ।

আরও বলি, মন্ত্রোপাসনাময়ীতেই যখন ব্রজরাজ প্রভৃতির সম্বন্ধ শুনা যায়, তখন স্বারসিকী-লীলাতে তাঁহাদের সম্বন্ধের কথা বলা বাহুল্য মাত্র। কোনও স্থলেই তাঁহাদের সম্বন্ধরহিতা স্বারসিকী-লীলা কল্পিত হইতে পারে না। এ বিষয়ে বহু বিচারে প্রয়োজন কি? মূল-প্রমাণে—শ্রীমদ্ভাগবতেই এ সকল বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে প্রকটলীলা সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে। অপ্রকটলীলায় মন্ত্রোপাসনাময়ী বলিতেছেন—"কেশব আমাকে গদাদ্বারা প্রাতঃকালে, আর বংশীধারী গোবিন্দ আসঙ্গব-সময়ে রক্ষা করুন।" ভাঃ ১০।৮।২০॥ ১৫৩॥

আত্তবেণু (বংশীধারী) এই বিশেষণ-দ্বারা বুঝা যায়, গোবিন্দ শ্রীবৃন্দাবন-দেবতাই হয়েন; তৎসঙ্গে পাঠ-হেতু কেশব ও শ্রীমথুরানাথ। শ্রীগোবিন্দ

প্রসিদ্ধমহাযোগপীঠয়োস্তন্নাম্নৈব সহিতৌ প্রসিদ্ধৌ। তৌ চ তত্র প্রাপঞ্চিকদৃষ্ট্যাং শ্রীমৎপ্রতিমাকারেণাভাতঃ স্বজনদৃষ্ট্যাং সাক্ষাদ্রূপেণৈব চ। তত্রোত্তররূপং ব্রহ্মসংহিতাগোবিন্দস্তবাদৌ প্রসিদ্ধম্। অতএবাত্রাপি সাক্ষাদ্রূপবৃন্দপ্রকরণ এব এতৌ পঠিতৌ। ততশ্চ নারায়ণবর্ম্মাখ্যমন্ত্রোপাস্যদেবতাত্বেন শ্রীগোপালতাপন্যাদিপ্রসিদ্ধস্বতন্ত্রমন্ত্রান্তরোপাস্যদেবতাত্বেন চ মন্ত্রোপাসনাময্যামিদমুদাহৃতম্ ॥৬।৮॥ বিশ্বরূপ ইন্দ্রম্ ॥১৫৩॥

বক্ষ্যমাণভগবদভিপ্রায়ানুসারেণাস্পষ্টার্থত্বেন চ বস্তুতঃ স্বারসিকীমাহ—মাখিদ্যতং মহাভাগৌ দ্রক্ষ্যথঃ কৃষ্ণমন্তিকে। অন্তর্হৃদি স ভূতানামাস্তে জ্যোতিরিবৈধসি ॥১৫৪॥

শ্রীকেশব উভয়ই শ্রীবৃন্দাবন-মথুরায় প্রসিদ্ধ মহাযোগপীঠে সেই সেই নামের (গোবিন্দ ও কেশব)-সহিত বিরাজমান আছেন, ইহা প্রসিদ্ধ কথা। তদুভয় সে সে স্থানে প্রাপঞ্চিক-জনের দৃষ্টিতে প্রতিমাকারে, আর স্বজনের দৃষ্টিতে সাক্ষাদ্রূপে প্রকাশ-প্রাপ্ত হয়েন। অর্থাৎ যে শ্রীগোবিন্দজী এবং শ্রীকেশবদেবকে এখনকার সাধারণ লোকে প্রতিমারূপী দর্শন করে, শ্রীকৃষ্ণের নিজজনগণ তাহাদিগকেই সচ্চিদানন্দবিগ্রহরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে শ্রীগোবিন্দরূপের কথা ব্রহ্ম-সংহিতার ব্রহ্মস্তবাদিতে প্রসিদ্ধ আছে, ব্রহ্মা সেই শ্রীগোবিন্দজিউরই স্তব করিয়াছেন। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতের এস্থলেও (৬।৮ অধ্যায়ে) সাক্ষাদ্রূপ সকলের প্রকরণে তদুভয়ের নাম পঠিত হইয়াছে। সেই কারণেই নারায়ণ-বর্ম্মাখ্য মন্ত্রোপাস্য দেবতারূপে আর শ্রীগোপাল-তাপনী প্রভৃতি-প্রসিদ্ধ স্বতন্ত্র অন্য মন্ত্রোপাস্যরূপে মন্ত্রোপাসনাময়ীতে ইহা—শ্রীগোবিন্দরূপ উদাহৃত হইয়াছেন ॥১৫৩॥

বক্ষ্যমাণ শ্রীভগবদভিপ্রায়ানুসারে অস্পষ্ট অর্থে বাস্তবিক স্বারসিকী-লীলা বলিতেছেন—শ্রীউদ্ধব ব্রজরাজ-দম্পতিকে বলিলেন—"হে মহাভাগদ্বয়! খেদ করিবেন না, কৃষ্ণকে অন্তিকে দর্শন করিবেন। তিনি কাষ্ঠমধ্যে অগ্নির ন্যায় ভূত-সমূহের অন্তর্হৃদয়ে বিদ্যমান আছেন।" ১০।৪৬।২৭॥১৫৪॥

হে মহাভাগৌ শ্রীব্রজেশ্বরৌ, মাখিদ্যতং যতঃ কৃষ্ণং দ্রক্ষ্যথঃ। কথং যতঃ সোঽন্তিক এবাস্তে। তস্যান্তিকস্থিতেরব্যভিচারে দৃষ্টান্তঃ, ভূতানামন্তর্হৃদি পরমাত্মলক্ষণং জ্যোতিরিব এধসি চাগ্নিলক্ষণং জ্যোতিরিবেতি। অত্র নিরন্তরতৎস্ফূর্ত্তিরেব ভবতাং প্রমাণমিতি ভাবঃ। অর্থান্তরে তূত্তরার্দ্ধস্য হেতুত্বাস্পষ্টত্বাৎ পরমাত্মরূপেণান্তর্হৃদি-স্থিতস্যাপি দর্শনানিয়মাৎ ॥১০॥৪৬॥ উদ্ধবঃ শ্রীব্রজেশ্বরৌ ॥

এবং শ্রীভগবানুবাচ। ভবতীনাং বিয়োগো মে ন হি সর্বাত্মনা ক্বচিৎ ॥১৫৫॥

মে ময়া সহ ভবতীনাং যোঽয়ং বিয়োগঃ স সর্বাত্মনা সর্বেণাপি প্রকাশেন ন বিদ্যতে। কিন্ত্বন্যেন প্রকটলীলায়াং বিরাজমানেন প্রকাশেন বিয়োগঃ, অপ্রকটলীলায়ান্ত্বন্যেন সংযোগ এবেত্যর্থঃ।

হে মহাভাগ ব্রজরাজ-দম্পতি, খেদ করিবেন না; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবেন। কি প্রকারে? যেহেতু তিনি নিকটেই আছেন। তাঁহার নিকট-স্থিতির অব্যভিচারী দৃষ্টান্ত—প্রাণিগণের অন্তর্হৃদয়ে পরামাত্ম-লক্ষণ-জ্যোতি-সদৃশ, আর কাষ্ঠে অগ্নি-লক্ষণ-জ্যোতি-সদৃশ তিনি সতত নিকটে বিদ্যমান আছেন। আপনাদের নিরন্তর স্ফূর্ত্তিই এ বিষয়ে প্রমাণ। এস্থলে অপ্রকট-লীলায় নিকটে স্থিতি অর্থ না করিয়া অন্য অর্থ করিতে গেলে, সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় না। কারণ, উত্তরার্দ্ধের হেতুত্ব অস্পষ্ট অর্থাৎ অন্তর্হৃদয়ে আছেন বলিয়াই যে তাঁহার দেখা পাওয়া যাইবে, একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না; যেহেতু, পরমাত্মারূপে অন্তর্হৃদয়ে অবস্থিত হইলেও তাঁহার দর্শন-দানের নিয়ম নাই ॥১৫৪॥

শ্রীউদ্ধব-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজসুন্দরীগণের নিকট যে সংবাদ প্রেরণ করেন, তাহাতেও অপ্রকট-প্রকাশে নিত্যস্থিতির কথা বলিয়াছেন—"আপনাদের সহিত আমার সর্ব্ব-স্বরূপে কোনরূপ বিচ্ছেদ নাই।" ১০।৪৬।২৯॥১৫৫॥

আমার সহিত আপনাদের এই যে বিচ্ছেদ, তাহা সর্ব্বস্বরূপে সকল প্রকাশে নাই। তবে কি? প্রকটলীলায় বিরাজমান এক প্রকাশে বিয়োগ, অপ্রকট-লীলায় বিরাজমান অপর প্রকাশে নিশ্চয়ই সংযোগ আছে—ইহাই মর্ম্ম।

অনেকত্বং ভবতি। ন চান্তর্ন বহির্যস্যেত্যাদি দামোদরলীলাপ্রঘট্ট-কদৃষ্ট্যা মৃত্তক্ষণলীলাদৌ ব্রজেশ্বর্য্যাদীনাং তথানুভূত্যা চ শ্রীবিগ্রহস্য মধ্যমত্ব এব বিভুত্বং দৃশ্যতে। তচ্চ পরস্পরবিরোধিধর্ম্মদ্বয়মেকত্রা-চিন্ত্যশক্তিমতি তস্মিন্নাসম্ভবং, শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাদিত্যেতন্ন্যায়েন, ইত্যেবং ভগবৎসন্দর্ভে প্রঘট্টকেন বিবৃতমস্তি। তদেবং বিভুত্বে সতি যুগপদনেকস্থানাদ্যধিষ্ঠানার্থং রূপান্তরসৃষ্টিঃ পিষ্টপেষিতা। কিন্তু যুগপন্মধ্যমত্ববিভুত্বপ্রকাশিকয়া তয়ৈবাচিন্ত্যশক্ত্যা তদিচ্ছানুসারে-ণৈক এব শ্রীবিগ্রহোঽনেকধা প্রকাশতে বিম্ব ইব স্বচ্ছোপাধিভিঃ।

একই কৃষ্ণ-বিগ্রহের বহু প্রকাশে স্থিতি সম্বন্ধে এইরূপ বলা যায় যে, "ন চান্তর্ন বহির্যস্য"(১) ইত্যাদি দামবন্ধন-লীলার প্রঘট্টক (সঙ্গতি) অনুসারে এবং মৃত্তক্ষণ-লীলা প্রভৃতিতে ব্রজেশ্বরী প্রভৃতির তদ্রূপ (শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বব্যাপকতা) অনুভূতি-হেতু শ্রীবিগ্রহের মধ্যমত্বেই (নরাকারত্বে) বিভুত্ব দেখা যায়। সেই পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মদ্বয়ের একত্রস্থিতি অচিন্ত্য-শক্তিমান শ্রীভগবানে অসম্ভব নহে। "শ্রুতির শব্দই মূলপ্রমাণ" ২।১।২৭—এই বেদান্ত-সূত্রানুসারে, শ্রুতিও তদনুগত-শাস্ত্র সমূহ—শ্রীভগবানের অচিন্ত্য-শক্তি-মত্তাদির কথা যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তদ্‌বিরুদ্ধে তর্ক-বিচার উপস্থিত করিয়া মীমাংসা করা সম্ভব-পর নহে; শ্রুতির শব্দ-সকলকে অভ্রান্ত স্বীকার করিয়া সে সকল মানিয়া লইতে হইবে, ভগবৎ-সন্দর্ভে বিচার-সহকারে ইহা বিবৃত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের মধ্যমাকার বিগ্রহের বিভুত্ব স্বীকৃত হইলে যুগপৎ অনেকস্থানে অধিষ্ঠানের নিমিত্ত রূপান্তর-সৃষ্টি পিষ্টপেষণ মাত্র। বিভু-বস্তু সর্ব্বব্যাপক, —সকলস্থানেই যখন আছেন, তখন নানাস্থানে স্থিতির জন্য বিভিন্নরূপ সৃষ্টির প্রয়োজন কি আছে? কিন্তু দর্পণাদি স্বচ্ছোপাধি-সমূহ দ্বারা বিম্ব যেমন বহুধা প্রকাশ-প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ যুগপৎ মধ্যমত্ব-বিভুত্ব-প্রকাশিকা সেই অচিন্ত্য-শক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণেচ্ছা-ক্রমে এক শ্রীবিগ্রহই অনেক প্রকারে প্রকাশ-প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু দর্পণাদি-দ্বারা বিম্বের বহুধা প্রকাশে উপাধিই জীবন, অর্থাৎ দর্পণাদি

---

(১) ২৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কিন্তু তত্রোপাধিমাত্রজীবনত্বেন সাক্ষাৎ স্পর্শাদ্যভাবেন বৈপরীত্যো-দয়নিয়মেন বিম্বস্য পরিচ্ছিন্নত্বেন চ প্রতিবিম্বত্বম্। অত্র তু স্বাভাবিকশক্তিস্ফুরিতত্বেন সাক্ষাৎ স্পর্শাদিভাবেন যথেচ্ছমুদয়েন শ্রীবিগ্রহস্য বিভুত্বেন চ বিম্বত্বমেবেতি বিশেষঃ। এবমেব সর্বেষামপি প্রকাশানাং পূর্ণত্বমাহ শ্রুতিঃ—পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। ইতি। তত্র চ তেষাং প্রকা-

বিম্বের নিকট যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সেই বিভিন্ন প্রকাশগুলি (প্রতিবিম্বগুলি) বিদ্যমান থাকে ; উপাধিদ্বারা যেরূপ প্রকাশ পায়, স্পর্শাদি-দ্বারা তাহার অনুভূতি লাভ করা যায় না। উহা বিম্বের (মূলরূপের) বিপরীত ভাবে উদিত হয় এবং বিম্ব পরিচ্ছিন্ন বলিয়া দর্পণাদিতে প্রকাশিত রূপ তাহা হইতে ভিন্ন ; এসকল কারণে উহা প্রতিবিম্ব। আর, শ্রীকৃষ্ণের বহুধা প্রকাশে ইহা হইতে বৈশিষ্ট্য আছে(১)—স্বাভাবিক শক্তিদ্বারা ঐ প্রকাশ সম্পাদিত হয়, প্রকাশ-রূপ-সকল স্পর্শাদিদ্বারা অনুভবের বিষয় হয়েন, যথেচ্ছভাবে উদিত হয়েন, আর শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ বিভু বলিয়া মূল রূপের সহিত প্রকাশিত রূপের কোন পার্থক্য থাকেনা বলিয়া ঐ সকল বিম্ব। এই প্রকারে আবির্ভূত সমুদয় প্রকাশের পূর্ণত্বের কথা শ্রুতিতে উক্ত আছে। যথা—উহা (মূলরূপ) পূর্ণ, ইহা (প্রকাশরূপ) পূর্ণ ; পূর্ণ হইতে পূর্ণের উদয় হয়। পূর্ণ হইতে পূর্ণ নিলে পূর্ণ অবশিষ্ট থাকে। মূলরূপ পূর্ণ ; তাহা হইতে অসংখ্য পূর্ণ প্রকাশরূপ আবির্ভূত হইলেও পূর্ণ অবশিষ্ট থাকে, অচিন্ত্য-শক্তিদ্বারা ইহা সম্ভব। কেবল তাহা নহে, সেই অচিন্ত্য-শক্তি-প্রভাবে সে সকল প্রকাশের পৃথক পৃথক ক্রিয়াদিও বিদ্যমান থাকে অতএব যুগপৎ আবির্ভূত প্রকাশমূর্ত্তির নিমেষোন্মেষাদি ক্রিয়া-সমূহেরও কোন বিরোধ ঘটেনা। সুতরাং বিভু হইলেও পরস্পর-বিরুদ্ধ ক্রিয়াগণের আশ্রয় হইলেও শ্রীকৃষ্ণের সে সকল ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব যথার্থই বটে। অর্থাৎ যিনি

(১) কতকগুলি দর্পণে সাজান-ঘরের মাঝে একটী মানুষ দাঁড়াইলে যতগুলি দর্পণ থাকে, ততগুলি প্রতিবিম্ব দেখা যায়। মূল রূপটী বিম্ব, অন্য রূপগুলি প্রতিবিম্ব। শ্রীকৃষ্ণের যত প্রকাশ সকল রূপই বিম্ব—প্রতিবিম্ব নহে।

শানাং তয়ৈবাচিন্ত্যশক্ত্যা পৃথক্ পৃথগেব ক্রিয়াদীনি ভবন্তি। অত-এব যুগপদাবির্ভূতানাং প্রকাশভেদাবলম্বিনীনাং নিমেষোন্মেষণাদি-ক্রিয়াণামবিরোধঃ। অতএব বিভোরপি পরস্পরবিরুদ্ধক্রিয়াগণা-শ্রয়স্যাপি তত্তৎক্রিয়াকর্ত্তৃত্বং যথার্থমেব। তদযথার্থত্বেন বহুশঃ শ্রীভাগবতাদিবর্ণিতং বিদুষাং তু তদুদ্ভবসুখং নোপপদ্যত ইতি তদন্য-থানুপপত্তিশ্চাত্র প্রমাণম্। ইত্থমেবাভিপ্রেত্য শ্রীনারদেন—চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথগিত্যাদৌ বপুষ একত্বেঽপি পৃথক্ প্রকাশত্বং তেষু পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়াধিষ্ঠানাদিত্বং তাদৃশশক্তিস্ত্বন্যত্র মুনিজনাদৌ ন সম্ভবতীতি স্বয়ং চিত্রত্বঞ্চোক্তম্। এষ এব প্রকাশঃ ক্বচিদাত্মশব্দেনোচ্যতে ক্বচিদ্রূপাদিশব্দেন চ। যথা তত্রৈব ন হি সর্বাত্মনা ক্বচিদিতি, অন্যত্র, কৃত্বা তাবন্তমাত্মানমিতি, তাবদ্রূপধরো-

বিভু, সর্ব্বত্র তাঁহার একরূপ প্রকাশ সম্ভব, সেই প্রকাশ-সমূহে কোন পার্থক্য থাকেনা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এক বিগ্রহেই যখন পরস্পর বিরুদ্ধশক্তির আশ্রয়, তখন তদীয় বিভিন্ন প্রকাশে যুগপৎ বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রকাশ ভ্রান্তি নহে। তাহা যদি অযথার্থ হইত তবে শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে বহুপ্রকার বর্ণিত বিদ্বদ্গণের তদনুভব (প্রকাশ-রূপানুভব) সুখ সম্ভবপর হইত না; বিদ্বদ্গণ ঐ প্রকাশরূপের অনুভূতিতে পরমানন্দ লাভ করেন, তাহাই এ স্থলে যাথার্থ্যের প্রমাণ। এই অভিপ্রায়ে চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা (১) ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের বপু এক হইলেও তাহাতে পৃথক্ পৃথক্ বহু প্রকাশ, প্রকাশ-সমূহে পৃথক ক্রিয়ার অধিষ্ঠানাদি দেখিয়া, আর অন্যত্র—মুনিজন প্রভৃতিতে তাদৃশ শক্তি প্রকাশের সম্ভাবনা নাই জানিয়া, শ্রীনারদ স্বয়ং, প্রকাশরূপের বিচিত্রতা (চিত্রং পদে) উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ প্রকাশ যদি কায়ব্যূহ-তুল্য হইত, তাহা হইলে কায়ব্যূহ প্রকাশনে সমর্থ দেবর্ষি নারদ বিস্ময়-প্রাপ্ত হইতেন না।

এই প্রকাশ কোন স্থলে আত্মা-শব্দে, কোন স্থলে রূপাদি-শব্দে কথিত হই-হইয়াছে। যথা—"নহিসর্ব্বাত্মনা ক্বচিৎ" ইত্যাদি শ্লোকে 'আত্মা' শব্দে, অন্যত্র

(১) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ৩১৩ পৃষ্ঠায়।

হব্যয় ইতি, কৃষ্ণেনেচ্ছাশরীরিণেতি চ। তত্র নানাক্রিয়াদ্যধিষ্ঠানত্বা-দেব লীলারসপোষায় তেষু প্রকাশেষ্বভিমানভেদং পরস্পরমননু-সন্ধানঞ্চ প্রায়ঃ স্বেচ্ছয়োরীকরোতীত্যপি গম্যতে। এবং তচ্ছক্তি-ময়ত্বাত্তৎপরিকরেষ্বপি জ্ঞেয়ম্। তত্র তেষ্বপি প্রকাশভেদো যথা, কন্যাষোড়শসহস্রবিবাহে শ্রীদেবক্যাদিষু। উক্তং হি টীকাকৃদ্ভিঃ—অনেন দেবক্যাদিবন্ধুজনসমাগমোঽপি প্রতিগৃহং যৌগপদ্যেন সূচিত ইতি। তেষু শ্রীকৃষ্ণে চ প্রকাশভেদাদভিমানক্রিয়াভেদো যথা শ্রীনারদদৃষ্টযোগমায়াবৈভবে হ্যেকত্র—দীব্যন্তমক্ষৈস্তত্রাপি প্রিয়য়া চোদ্ধবেন চ। পূজিতঃ পরয়া ভক্ত্যা প্রত্যুত্থানাসনাদিভিরিতি। তত্রান্যত্র—মন্ত্রয়ন্তঞ্চ কস্মিংশ্চিন্মন্ত্রিভিশ্চোদ্ধবাদিভিঃ। ইতি ভাব-

—"কৃত্বা, তাবন্তমাত্মানং" ইত্যাদি শ্লোকে 'আত্মা' শব্দে, "তাবদ্রূপধরোঽব্যয়" ইত্যাদি শ্লোকে রূপশব্দে, "কৃষ্ণেনেচ্ছাশরীরিণা" ইত্যাদি শ্লোকে শরীর-শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রকাশরূপে নানা ক্রিয়ার অধিষ্ঠানত্ব-হেতু লীলারস-পোষণের জন্য সেই প্রকাশ-সমূহে অভিমান-ভেদ এবং পরস্পরের অননুসন্ধান প্রায় স্বেচ্ছায় স্বীকার করেন, ইহাও জানা যায়। শ্রীকৃষ্ণের পরিকরগণও তাঁহার স্বরূপ-শক্তিময় বলিয়া, তাঁহারাও নিজ নিজ প্রকাশরূপ প্রকটনে সমর্থ। তাঁহাদের প্রকাশভেদ যথা—শ্রীকৃষ্ণ যখন ষোড়শ-সহস্র রাজকন্যা বিবাহ করেন, তখন দেবকী প্রভৃতিতে প্রকাশ-মূর্ত্তির আবির্ভাব দেখা গিয়াছিল। চিত্রং ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"ইহাদ্বারা যুগপৎ প্রতিগৃহে দেবক্যাদি বন্ধুজনেরও সমাগম সূচিত হইতেছে" ইতি। তাঁহাদিগে এবং শ্রীকৃষ্ণে প্রকাশ-ভেদ-হেতু অভিমানভেদ ও ক্রিয়াভেদের দৃষ্টান্ত শ্রীনারদ-দৃষ্ট যোগমায়া-বৈভবে একত্র বর্ণিত আছে। শ্রীনারদ দেখিলেন—সেখানেও শ্রীকৃষ্ণ, প্রিয়া ও উদ্ধবের সহিত পাশা খেলিতেছেন; তথায় তিনি প্রত্যুত্থান-আসনাদিদ্বারা পূজিত হইলেন।" ১০।৬৯।১৭ অন্যত্র আবার "কোনস্থানে উদ্ধবাদি মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিতেছেন"—এইরূপ তিনি দেখিলেন। এই শ্লোকদ্বয়ে—'এই আমি এ অবস্থায়—মন্ত্রিরূপে কি পাশাক্রীড়করূপে এস্থানে আছি'—এই প্রকার ভাবভেদে

ভেদাদভিমানভেদো লক্ষ্যতে, অয়মেতদবস্থোঽহমত্রাস্মীতি। এবং ষোড়শসহস্রবিবাহে কুত্রচিৎ শ্রীকৃষ্ণসমক্ষং মাঙ্গলিকং কর্ম্ম কুর্বত্যা দেবক্যাস্তদ্দর্শনসুখং ভবতি, তৎপরোক্ষন্তু তদ্দর্শনোৎকণ্ঠেতি। তথা যোগমায়াবৈভবদর্শন এব ক্বচিদুদ্ধবেন সংযোগঃ ক্বচিদ্বিয়োগ ইতি বিচিত্রতা। তদেবং তত্র প্রকাশভেদে সতি তদ্ভেদেনাভিমানক্রিয়াভেদে চ স্থিতে তদানীং বৃন্দাবনপ্রকাশবিশেষে স্থিতেন শ্রীকৃষ্ণস্যাপ্রকটপ্রকাশেন তাসামপ্রকটপ্রকাশাত্মিকানাং সংযোগস্তৎপ্রকাশবিশেষে প্রাক্ স্থিতেন সম্প্রতি মথুরাং গতেন তৎপ্রকটপ্রকাশেন প্রকটপ্রকাশাত্মিকানাং তাসাং বিয়োগ ইতি ব্যবতিষ্ঠতে। এতেন তদানীং প্রকাশদ্বয়েনৈব স্বীকৃতেন স্থানত্রয়েঽপি সপরিকরশ্রীকৃষ্ণনিত্যাবস্থায়িতাবাক্যমনুপহতং স্যাৎ। প্রকটলীলায়ামন্যত্র সপরিকরস্যাতস্য কদাচিদ্গমনেঽপি প্রকাশান্তরেণাবস্থানাদিতি। তস্মাৎ

অভিমান-ভেদ লক্ষিত হইতেছে। এইরূপ ষোড়শ-সহস্র কন্যা-বিবাহে কোথাও শ্রীকৃষ্ণের সমক্ষে অবস্থিতা শ্রীদেবকীদেবী মাঙ্গলিক-কর্ম্ম করিতে করিতে তাঁহার দর্শন-সুখ লাভ করিতেছেন, কোনও স্থানে তাঁহার অদর্শন-হেতু উৎকণ্ঠাবতী। যোগমায়া-বৈভব-দর্শনেও কোনস্থানে উদ্ধবের সহিত সংযোগ,—কোনস্থানে বিয়োগ—এইরূপ বিচিত্রতা দেখা যায়। সুতরাং দ্বারকায় প্রকাশ-ভেদ হইলে, প্রকাশ-ভেদ-হেতু অভিমান-ভেদ ক্রিয়াভেদ যদি থাকে, তবে তৎকালে বৃন্দাবনের প্রকাশ-বিশেষে স্থিত শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট-প্রকাশের সহিত অপ্রকট-প্রকাশাত্মিকা ব্রজসুন্দরীগণের সহিত সংযোগে; আর শ্রীবৃন্দাবনের প্রকট-প্রকাশবিশেষে পূর্ব্বে স্থিত, বর্ত্তমানে মথুরায় গত, শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-প্রকাশের সহিত—প্রকট-প্রকাশাত্মিকা ব্রজসুন্দরীগণের বিচ্ছেদ বর্ত্তমান আছে। প্রকটলীলাকালে প্রকটা-প্রকটভেদে প্রকাশদ্বয় স্বীকার করিলে, তদ্দ্বারা দ্বারকা মথুরা গোকুল—এই স্থানত্রয়েও সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের নিত্যাবস্থিতি-বাক্য অনুপহত (অব্যর্থ) হয়। কারণ, প্রকটলীলায় সপরিকরে অন্যত্র গমন করিলেও প্রকাশা-

সাধূক্তং ভবতীনাং বিয়োগো মে ইত্যাদি। সেয়ঞ্চ নিত্যসংযোগিতা পরমরহস্যেতি ব্রহ্মজ্ঞানসাদৃশ্যভঙ্গ্যা সমাচ্ছাদ্যৈবোপদিষ্টা। দৃশ্যতে চান্যত্রাপি রহস্যোপদেশেঽর্থান্তরসমাচ্ছন্নোক্তিঃ। যথা মহাভারতে জতুগৃহং গচ্ছতঃ পাণ্ডবান্ প্রতি বিদুরস্য। যথা বা ষষ্ঠে হর্য্যশ্বাদীন্ প্রতি নারদস্য। তদেবং পুনরপি তথৈবোপদিশতি—যথা ভূতানি ভূতেষু খং বায়ুর্গ্নির্জলং মহী। তথাহঞ্চ মনঃপ্রাণবুদ্ধীন্দ্রিয়গুণাশ্রয়ঃ॥ ১৫৬॥

যথা খাদীনি কারণরূপাণি ভূতানি বায়্বাদিষু স্বস্বকার্য্যরূপেষু ভূতেষ্ববস্থিতানি, তত্রাকাশস্য স্থিতির্বায়ৌ বায়োরগ্নাবিত্যাদি, তথা ভবতীষ্বহং বহিরনুপলভ্যমানোঽপি নিত্যং তিষ্ঠাম্যেবেত্যর্থঃ। কথ-

---

স্তরে (অপ্রকট-প্রকাশে) সপরিকরে অবস্থান করেন। সুতরাং "সর্ব্বস্বরূপে আমার সহিত আপনাদের বিচ্ছেদ নাই"—একথা সুন্দরই বলিয়াছেন।

এই নিত্য সংযোগিতা পরম নিগূঢ়, এইজন্য ব্রহ্মজ্ঞান-সাদৃশ্য-ভঙ্গিতে অর্থান্তর প্রকাশক-বাক্যে আচ্ছাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব-দ্বারা উপদেশ দিয়াছেন। এই প্রকার অর্থান্তর-সমাচ্ছন্ন করিয়া রহস্যোক্তি প্রকাশ করিবার দৃষ্টান্ত অন্যত্রও দেখা যায়। যথা মহাভারতে—জতু-গৃহ-গমনকারি পাণ্ডবগণের প্রতি বিদুরোক্তি, হর্য্যশ্বাদির প্রতি নারদোক্তি ॥১৫৫॥

স্বারসিকী-অপ্রকটলীলা।

অর্থান্তর-সমাচ্ছন্ন করিয়া অপ্রকট-প্রকাশের স্বারসিকী-লীলা বর্ণন যথা—(শ্রীউদ্ধবদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগোপীগণকে উপদেশ দিতেছেন)—

"আকাশ, বায়ু অগ্নি, জল ও পৃথিবী—এই ভূতসকল ভূতসকলে যেরূপ অবস্থান করে, আমিও তদ্রূপ প্রাণ-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় ও গুণের আশ্রয়।"১০।৪৭।২৬॥১৫৬॥

আকাশ প্রভৃতি কারণরূপ ভূতসকল, নিজ নিজ কার্য্যরূপ বায়ু প্রভৃতি ভূতে অবস্থিত আছে। তাহাতে আকাশের স্থিতি বায়ুতে, বায়ুর স্থিতি অগ্নিতে, অগ্নির স্থিতি জলে, জলের স্থিতি পৃথিবীতে। তদ্রূপ আমি বাহিরে

স্তূতোঽহং ভবতীনাং মদেকজীবাতূনাং মনআদ্যাশ্রয়ঃ। অন্যথা নিমেষমপি মদ্বিয়োগেন তান্যপি ন তিষ্ঠেয়ুরিতি ভাবঃ। যদ্বা কিংরূপস্তিষ্ঠসীত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, ভবতীনাং মনআদ্যাশ্রয়ভূতো যো দ্বিভুজশ্যামসুন্দরবেণুবিনোদিরূপস্তদ্রূপ এবেতি। নন্বিত্থং প্রকাশ-বৈচিত্রী কথং স্যাদ্ যয়া বিরহসংযোগয়োর্যুগপদেব স্থিতিরিত্যা শঙ্ক্যাহ—

আত্মন্যেবাত্মনাত্মানং সৃজে হন্ম্যনুপালয়ে।
আত্মমায়ানুভাবেন ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মনা ॥১৫৭॥

অনুপলভ্যমান হইলেও আপনাদিগে নিত্যই বিদ্যমান আছি।(১) কিরূপ আমি? আমার একমাত্র জীবন-স্বরূপ আপনাদের মন-প্রভৃতির আশ্রয়রূপ যে আমি, সেই আমিই আপনাদিগেতে বিদ্যমান আছি। অন্যথা আমার বিচ্ছেদে আপনাদের মন-প্রাণাদি ক্ষণকালও রক্ষা পাইত না। কিম্বা কিরূপ তুমি অবস্থান কর—এই আকাঙ্ক্ষায় বলিলেন, আপনাদিগের মন-প্রভৃতির আশ্রয়-ভূত যে দ্বিভুজ-শ্যামসুন্দর-বেণু-বিনোদিরূপ, তদ্রূপেই আমি বিদ্যমান আছি॥ ১৫৬॥

উক্ত শ্লোকে বিরহ-সংযোগে যুগপৎ স্থিতি বর্ণন করিয়া, যদ্দ্বারা সেই স্থিতি সম্ভবপর হয়, এমন প্রকাশ-বৈচিত্রী কিরূপে ঘটে?—এই আকাঙ্ক্ষায় বলি-লেন—"আত্মমায়ানুভব-দ্বারা ভূতেন্দ্রিয়-গুণাত্মা আমি আত্মাতে আত্মাকে সৃষ্টি, নাশ ও পালন করি।"১০।৪৭।২৭॥১৫৭॥

---

(১) উক্ত দৃষ্টান্তের অভিপ্রায় এই যে, বায়ুতে আকাশ লুক্কায়িতভাবে আছে বটে, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধিৎসু না হইলে অনুভব করিতে পারা যায় না। স্থূল দৃষ্টিতে বায়ু হইতে আকাশের পৃথক সত্তা উপলব্ধি করা যায়। তদ্রূপ বাহ্যদৃষ্টিতে আমি ব্রজ হইতে পৃথক্‌রূপে মথুরায় আছি বটে, কিন্তু অন্তর্ম্মনা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, শ্রীব্রজে অন্যের অগোচরে আপনাদের নিকটেই নানা বিলাস-বিশিষ্টরূপে বিদ্যমান আছি।

আত্মনি অনন্তপ্রকাশময়ে শ্রীবিগ্রহলক্ষণে স্বস্মিন্ আত্মনা স্বয়ম্ আত্মানং প্রকাশবিশেষং সৃজে অভিব্যঞ্জয়ামি। কেন নিমিত্তভূতেন আত্মমায়ানুভাবেন অচিন্ত্যায়াঃ স্বরূপশক্তেঃ প্রভাবেন। স্বরূপ-ভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুতবতি। মধ্বভাষ্যধৃতচতুর্বেদশিখাতঃ। কীদৃশেন ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মনা ভূতানি পরমার্থসত্যানি যানি মমেন্দ্রি-য়াণি যে চ গুণা রূপরসাদয়স্তেষামাত্মনা প্রকাশকেনেত্যর্থঃ। বুদ্ধী-ন্দ্রিয়েতি পাঠে আত্মনেত্যস্য বিশেষণম্। বুদ্ধয়োঽন্তঃকরণানি ইন্দ্রিয়াণি বহিঃকরণানি গুণা রূপাদয়ঃ তানি সর্বাণ্যপি আত্মা স্বরূপং যত্র তেনেতি। তদেবমাবির্ভূয় অনু পশ্চাৎ কদাপি হন্মি ততোঽন্যত্র গচ্ছামি হন হিংসাগত্যোঃ কদাপ্যনু পশ্চাৎ পুনঃ পালয়ে স্বয়মাগত্য

আত্মাতে—অনন্ত-প্রকাশময় শ্রীবিগ্রহ-লক্ষণ আপনাতে, স্বয়ং আত্মাকে—নিজ-প্রকাশ-বিশেষকে সৃষ্টি করি—অভিব্যক্ত করি। কি প্রকারে সৃষ্টি করেন তাহা বলিতেছেন, আত্মানুভব—অচিন্ত্য-স্বরূপ-শক্তির প্রভাবে আপনাকে সৃষ্টি করি। শ্রীভগবান্ "স্বরূপ-ভূতা মায়াখ্যা নিত্যশক্তিযুক্ত"—মাধ্বভাষ্য ধৃত চতু-র্বেদ-শিখায় এইরূপ বর্ণনা আছে। কীদৃশ স্বরূপদ্বারা সৃষ্টি করা হয়, অতঃপর তাহা বলিতেছেন, ভূতেন্দ্রিয়-গুণাত্মা-ভূত—পরমার্থ সত্যস্বরূপ যে আমার ইন্দ্রিয়, রূপ-রসাদি যে সকল গুণ এবং তৎসমুদয়ের প্রকাশক-স্বরূপ-তদ্দ্বারা সৃষ্ট্যাদি করিয়া থাকি। ভূতেন্দ্রিয়-স্থলে কোন কোন গ্রন্থে 'বুদ্ধীন্দ্রিয়' পাঠ দেখা যায়। তাহাতে 'বুদ্ধীন্দ্রিয়' ইত্যাদি পদ, আত্মনা-পদের বিশেষণ বুঝিতে হইবে। বুদ্ধি—মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার-চিত্তনামক অন্তঃকরণ, ইন্দ্রিয়—চক্ষুরাদি বহি-রিন্দ্রিয়, গুণ—রূপ প্রভৃতি, তৎসমুদয় আত্মা—স্বরূপ যাহাতে অর্থাৎ যাহার অন্ত-রিন্দ্রিয় বহিরিন্দ্রিয় সাধারণ জীবের মত স্বরূপাতিরিক্ত নহে—স্বরূপ-ভূত, এমন আপনাদ্বারা প্রকাশরূপ সৃষ্টি করি। এইরূপে প্রকাশ-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া, শেষে কোন সময়ে হনন করি—অন্যত্র গমন করি। হন্ ধাতুর হিংসা ও গতি অর্থ প্রসিদ্ধ আছে। সুতরাং এস্থলে গমন অর্থ অসঙ্গত হইতে পারেনা। তৎপশ্চাৎ আবার কখনও পালন করি অর্থাৎ স্বয়ং আসিয়া নিজ-বিরহ-ব্যথিত

পালয়ামি নিজবিরহদূনানিতি শেষঃ। এতৎ কারণন্তু যত্ত্বহং ভবতীনাং বা ইত্যাদৌ বক্ষ্যতে। হন্তেরর্থান্তরে ত্রয়াণামেককর্ম্মকত্বেঽপি তমাত্মানং প্রকাশং কদাচিত্তিরোধাপয়ামি তস্মাত্তং প্রকাশমাকৃষ্য প্রকাশবৈবিধ্যমেকীকরোমীত্যর্থঃ। এবমেব দশমসপ্ততিতমাধ্যায়ে স্বামিভিরপি ব্যাখ্যাতম্—এবং সর্বগৃহেভ্যঃ পৃথক্ পৃথঙ্ নির্গত্যানন্তরমেক এব সুধর্ম্মাং প্রাবিশদিতি। তথাচ মাধ্বভাষ্যধৃতস্বামিবচনম্—স দেবো বহুধা ভূত্বা নির্গুণঃ পুরুষোত্তমঃ। একীভূয় পুনঃ শেতে নির্দোষো হরিরাদিকৃদিতি। শ্রুতিশ্চ শঙ্করভাষ্যধৃতা—স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতীত্যাদ্যা। তদনন্তরং পুনরপি তমাত্মানং পালয়ে পুনরভিব্যজ্য নিজপ্রেষ্ঠজনৈঃ সহ ক্রীড়য়া সম্ভূতানন্দং করোমীত্যর্থঃ। এবং হন্মি অশ্লীলোঽপি স্ববিয়োগিজনবিষয়কারুণ্য-

---

জনগণকে রক্ষা করি। স্থানান্তর-গমন এবং প্রত্যাবর্ত্তন কেন করেন, তাহা "যত্ত্বহং ভবতীনাং" ইত্যাদি শ্লোকে প্রকাশ করিবেন।

আর, হন্ ধাতুর গতি অর্থ না করিয়া অন্য (হিংসা-নাশ) অর্থ করিলে, সৃষ্টি, হনন ও পালন—এই তিন ক্রিয়ার একটি অর্থাৎ 'আপনাকে'-পদ-কর্ম্ম হইলেও সেই আপনাকে—প্রকাশরূপকে কোন সময়ে তিরোধান করাইয়া থাকি। অর্থাৎ প্রকাশরূপের লীলাস্থান হইতে সেই রূপকে আকর্ষণ করিয়া, বিবিধ প্রকাশকে একীভূত করি, এই অর্থ বুঝিতে হইবে। দশমস্কন্ধের সপ্ততিতমাধ্যায়ে শ্রীস্বামিপাদও এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, "এইরূপে সকল গৃহ হইতে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে নির্গত হইয়া (শ্রীকৃষ্ণ) একরূপেই সুধর্ম্মা-সভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন—ইতি।" তদনুরূপ মাধ্ব-ভাষ্য-ধৃত শ্রীস্বামি-বচন—"সেই নির্গুণ, নির্দ্দোষ, লীলাময় (দেব) আদিকর্ত্তা পুরোযোত্তম হরি, বহু হইয়া ক্রীড়া করেন,, আবার একীভূত হইয়া শয়ন করেন।" এ বিষয়ে শঙ্কর-ভাষ্য-ধৃত শ্রুতি-প্রমাণও আছে; যথা—"তিনি একধা হয়েন, ত্রিধা হয়েন" ইত্যাদি। তদনন্তর আবার সেই আপনাকে পালন করি, অর্থাৎ পুনর্ব্বার প্রকাশরূপে অভিব্যক্ত হইয়া নিজ-প্রিয়-জনগণের সহিত ক্রীড়া দ্বারা সম্ভূত আনন্দভোগ করি। এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে, হনন করি, এই অর্থটী অশ্লীল হইলেও নিজ-বিচ্ছেদ-কাতর

কৃতভাবান্তরেণ স্বয়মেব প্রযুক্ত ইতি ন দোষ আশঙ্ক্যঃ। ছিন্দ্যাং স্ববাহুমপি বঃ প্রতিকূলশীলমিতিবৎ। ননু প্রকটমেব মথুরায়াং বিক্রীড়সি তর্হ্যত্রাপ্যধুনা বিক্রীড়সীত্যত্রাস্মাকং সম্ভাবনা কথং জায়তামিত্যাশঙ্ক্য তাসামেবানুভবং প্রমাণয়তি—

আত্মা জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধো ব্যতিরিক্তো গুণান্বয়ঃ।
সুষুপ্তস্বপ্নজাগ্রদ্ভির্মনোবৃত্তিভিরীয়তে ॥১৫৮॥

যদ্বা আস্তাং তাবদপ্রকটলীলায়াং মদ্বিয়োগাভাববার্ত্তা প্রকট-লীলায়ামপি তথানুসন্ধীয়তামিত্যাহ, আত্মা জ্ঞানময় ইত্যাদি। অর্থ-

---

জনগণের বিষয়ে কারুণ্যহেতু ভাবান্তরের বশবর্ত্তী হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ঐরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন, সুতরাং তাহাতে কোন দোষের আশঙ্কা করা যায়না। অর্থাৎ নিজজনকে দুঃখ দিয়া যে রূপের অন্তর্দ্ধান ঘটাই, সেরূপে কি আর আমি বাঁচিয়া থাকি? তাহারা আমার বিচ্ছেদে যেমন মৃতপ্রায় হইয়া পড়েন, আমিও তদ্রূপ হই। আমি যে রূপ দ্বারা নিজজনকে দুঃখদান করি, সেরূপ নাশ করি বলিলেও অন্যায় হয়না। যেমন লোকে বলে—"নিজ বাহুও যদি প্রতিকূলাচরণ করে, তাহা হইলে তাহাকেও ছেদন করিতে হইবে" এস্থলেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে॥ ১৫৭॥

যখন শ্রীউদ্ধব-মহাশয়কে শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন মথুরায় প্রকট-বিহার করিতেছিলেন, উক্ত (তিনি যে তখনও ব্রজে বিহার করিতে-ছেন এই) সংবাদ শুনিয়া যদি তাঁহারা বলেন, তুমি ত এখন মথুরায় প্রকট-বিহার করিতেছ, আবার বৃন্দাবনেও প্রকট-বিহার করিতেছ, আমরা এ সম্ভাবনা কিরূপে করিতে পারি? এই আশঙ্কা করিয়া ব্রজসুন্দরীগণের অনুভব দ্বারা তাহা (তাঁহাদের সহিত তৎকালে ব্রজ-বিহার) প্রমাণ করিতেছেন—

"জ্ঞানময়, শুদ্ধ, ব্যতিরিক্ত, গুণান্বয় আত্মা, সুষুপ্তি-স্বপ্ন-জাগ্রত অবস্থায় মনো-বৃত্তিদ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে।" ১০।৪৭।২৮॥১৫৮॥

পূর্ব্বশ্লোকে অপ্রকট-প্রকাশে ব্রজসুন্দরীগণের সহিত স্থিতি বর্ণিত হইয়াছে। এই শ্লোকে পক্ষান্তর অবলম্বন-পূর্ব্বক বলিতেছেন—অপ্রকট-লীলায় আমার বিচ্ছেদাভাবের কথা দূরে থাকুক, প্রকটলীলায়ও যে আপনাদের সহিত আমার বিচ্ছেদাভাব, তাহার অনুসন্ধান করুন। আত্মা জ্ঞানময় ইত্যাদি শ্লোকে তাহাই

শ্চায়ম্, আত্মশব্দোঽস্মিন্নস্মচ্ছব্দার্থপরস্ততশ্চ আত্মাহং শ্রীকৃষ্ণলক্ষণো ভবতীনাং সুষুপ্তাদিলক্ষণাভির্মনোবৃত্তিভিরীয়তে অনুভূয়ত এব। কীদৃশঃ জ্ঞানময়ো নানাবিদ্যাবিদগ্ধঃ, শুদ্ধো দোষরহিতঃ, বিগতোঽতিরিক্তো যস্মাদিতি বা বিশেষেণাতিরিক্ত ইতি বা ব্যতিরিক্তঃ সর্বোত্তমো, গুণান্বয়ঃ সর্বগুণশালী। অতএব স চ স্ফূর্ত্তিরূপোঽয়মনুভবঃ কদাচিৎ সাক্ষাৎকারত্বায়াপি কল্প্যতে ইতি চিরকালবিরহেঽপি তাসাং সন্ধুক্ষণকারণং জ্ঞেয়ম্। অত্র সুষুপ্তেঽপি তৎস্ফূর্ত্তিনির্দ্দেশঃ সর্বদৈব স্ফুরামীতিমাত্রতাৎপর্য্যকঃ। যদ্বা তত্র তাসাং, স্বপ্নজাগ্রতোরনন্যবৃত্তিত্বং সিদ্ধমেব। বৃত্ত্যন্তরাসম্ভবাত্তু শ্রীকৃষ্ণসমাধিলক্ষণে সুষুপ্তেঽপি তস্মিন্নেব স্বপ্নজাগ্রদ্গতানাং বৃত্তিবৈচিত্রীণাং তদনুভাবিতামাত্রাবশেষতয়া প্রবেশো ভবতি। তদুরত্তরকালে প্রাকৃতৈঃ

বলিলেন। শ্লোকের অর্থ এই :—এস্থলে আত্মাশব্দে অস্মদ্ অর্থ ব্যক্ত হইতেছে। তাহাতে আত্মা—আমি শ্রীকৃষ্ণলক্ষণ প্রিয়তম, আপনাদের সুষুপ্ত্যাদি লক্ষণ-বিশিষ্ট মনোবৃত্তি-সমূহ দ্বারা অনুভূত হইতেছি। তাহা কিরূপ? জ্ঞানময়—নানাবিদ্যাবিদগ্ধ; শুদ্ধ—দোষ-রহিত; ব্যতিরিক্ত—বিগত অতিরিক্ত (শ্রেষ্ঠ) যাঁহা হইতে, কিম্বা বিশেষরূপে অতিরিক্ত যিনি তিনি ব্যতিরিক্ত—সর্ব্বোত্তম; গুণান্বয়—সর্ব্বগুণশালী। অতএব সেই স্ফূর্ত্তিরূপ যে অনুভব, তাহাই কোন সময়ে সাক্ষাৎকার বলিয়া মনে হইবে। ইহা (এই আশ্বাসবাণী) চিরকাল বিরহেও ব্রজসুন্দরীগণের উৎসাহের কারণ বুঝিতে হইবে।

সুষুপ্তি-অবস্থায় আত্মা (স্বরূপ) ছাড়া আর কাহারও স্ফূর্ত্তি থাকেনা। এস্থলে ব্রজসুন্দরীগণের সুষুপ্তি অবস্থাতেও শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি-নির্দ্দেশ হইতে সর্ব্বদা যে তিনি স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হয়েন, কেবল এই তাৎপর্য্য প্রকাশ পাইতেছে। কিম্বা শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি-নির্দ্দেশ-বিষয়ে তাঁহাদের স্বপ্ন-জাগ্রদবস্থার অনন্যবৃত্তিত্ব অর্থাৎ ঐ দুই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু স্ফূর্ত্তি পায় না, তাহা ত সিদ্ধই আছে; যে অবস্থায় অন্তরিন্দ্রিয় বহিরিন্দ্রিয় কোন ইন্দ্রিয়-বৃত্তির সম্ভাবনা থাকে না, শ্রীকৃষ্ণ-সমাধি-লক্ষণ সেই সুষুপ্তিতেও স্বপ্ন-জাগ্রদ্গতবৃত্তি-বৈচিত্রী-সমূহের শ্রীকৃষ্ণানু-

সুখমহমস্বাপ্সমিতিবত্তাভিঃ স এবানুসন্ধীয়তে ইতি তথোক্তম্। তথাহি গারুড়ে—জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু যোগস্থস্য চ যোগিনঃ। যা কাচিন্মনসো বৃত্তিঃ সা ভবেদচ্যুতাশ্রয়েতি। ননু তথাপ্যস্মাকং বিরহ এব সর্বোপমর্দ্দকঃ স্ফুরতি, কিং কুর্ম্ম ইত্যাশঙ্ক্য, হন্ত যদি মদ্বিয়োগিতাভিমানিমনোবৃত্তিং কথমপি রোদ্ধুং শক্নুথ তদা স্বত এব নিত্যসংযোগিত্বমুদেষ্যতীত্যেবমুপদেশেন বক্তুং, যোগশাস্ত্রপ্রক্রিয়ামাহ, দ্বাভ্যাম্—যেনেন্দ্রিয়ার্থান্ ধ্যায়েত মৃষা স্বপ্নবদুত্থিতঃ। তন্নিরুদ্ধ্যাদিন্দ্রিয়াণি বিনিদ্রঃ প্রত্যপদ্যত ॥১৫৯॥

ভাবিতা মাত্র অবশেষরূপে তাঁহাতেই (সেই শ্রীকৃষ্ণেই) প্রবেশ করে। অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থায় কোন বৃত্তির উদয় সম্ভাবনা থাকেনা, কিন্তু ব্রজসুন্দরীগণের জাগ্রৎস্বপ্নাবস্থায় যে শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হয়েন,সেই অনুভব সুষুপ্তি-অবস্থায়ও বিদ্যমান থাকে। সুষুপ্তিকালে প্রাকৃতজনের অনুভবের অনুসন্ধান যেমন "আমি সুখে নিদ্রিত ছিলাম"—এই বাক্যদ্বারা ব্যক্ত হয়, ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণ-সমাধি-লক্ষণ-সুষুপ্তিতে যে শ্রীকৃষ্ণানুভব লাভ করেন, তাঁহারাও তদ্রূপ সেই অনুসন্ধান করেন; ইহাই অর্থান্তর-সমাচ্ছাদিত উক্তবাক্যে কথিত হইয়াছে। ভক্তগণের জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়েই বৃত্তি-সমূহ শ্রীভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহার প্রমাণ গরুড়-পুরাণে "জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-অবস্থাতে যোগস্থ যোগিগণের যে কিছু মনোবৃত্তি, তাহা অচ্যুতকে আশ্রয় করিয়া থাকে॥"১৫৮॥

যদিও তুমি বলিতেছ, সর্ব্বাবস্থায় আমরা তোমাকে অনুভব করিয়া থাকি, তথাপি সর্ব্বোপ মর্দ্দক-বিরহই আমাদের স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে; তোমার বাক্যে ত সান্ত্বনা আসিতেছেনা, কি করিব ? এই আশঙ্কায়, 'আহা! যদি আমার বিয়োগিতাভিমানি-মনোবৃত্তি কোন প্রকারে অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে, স্বতঃই নিত্য-সংযোগিত্ব উদিত হইবে; উপদেশ-দ্বারা একথা বলিবার জন্য দুইটী শ্লোকে যোগশাস্ত্রের প্রক্রিয়া বলিতেছেন—"সুপ্তোত্থিত পুরুষ যেরূপ মিথ্যাভূত-স্বপ্ন চিন্তা করে, ইন্দ্রিয়ার্থ শব্দ প্রভৃতিকে তদ্রূপ যে মনদ্বারা চিন্তা করে এবং ধ্যান করিতে করিতে ইন্দ্রিয়সকল যে মনদ্বারা তাহা প্রাপ্ত হয়, নিরলস হইয়া সেই মন নিরুদ্ধ করিবে।"১০।৪৭।২৯॥১৫৯॥

উত্থিতঃ পুমান্ যথা মিথ্যাভূতমেব স্বপ্নং ধ্যায়তি এবং বাধিতা-নপি ইন্দ্রিয়ার্থান্ শব্দাদীন্ যেন মনসা ধ্যায়েত চিন্তয়েৎ ধ্যায়ংশ্চ যেনেন্দ্রিয়াণি প্রত্যপদ্যত প্রাপ তন্মনো বিনিদ্রোঽনলসঃ সন্ নিরু-ন্ধ্যান্নিয়চ্ছেদিতি। যদ্যপি স্বপ্নাদিবত্তদ্বিরহস্তাসু নাজ্ঞানাধ্যস্তঃ প্রকট-লীলায়াং তস্যাপ্রাপ্তেস্তাসামেবানুভবসিদ্ধত্বাত্তথাপ্যপ্রকটলীলায়াং নিত্যসংযোগমনুসন্ধাপয়িতুং তস্য তাদৃশত্বেনৈবোপদেশো ভগবতো যোগ্য ইতি তথোক্তম্। একাংশেঽপি সংযোগে বিয়োগো নাস্ত্যে-বেতি বা তথোক্তম্। মনোনিরোধমেব স্তৌতি—এতদন্তঃ সমাম্নায়ো

স্বপ্নোত্থিত পুরুষ যেমন মিথ্যাভূত-স্বপ্ন ধ্যান করে, এইরূপ বাধিত-(অপ্রাপ্ত) ইন্দ্রিয়ার্থ-শব্দাদিও চিন্তা করে, চিন্তা করিতে করিতে ইন্দ্রিয়সকল তাহা প্রাপ্ত হয়। যে মনদ্বারা চিন্তা করে এবং প্রাপ্ত হয়, বিনিদ্র—নিরলস হইয়া সেই মন নিরুদ্ধ অর্থাৎ সংযত করিবে। যদিও স্বপ্নাদির মত ব্রজসুন্দরীগণে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ অজ্ঞানদ্বারা অধ্যস্ত নহে, তথাপি প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তি-হেতু অপ্রকটলীলায় তাঁহাদের অনুভব-সিদ্ধ যে নিত্য সংযোগ, তাহার অনুসন্ধান করাইবার জন্য তাদৃশরূপে (অজ্ঞানাধ্যস্তের মত) উপদেশ দান সেই ভগবানের যোগ্য (১)। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণানুভবকে স্বপ্নতুল্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিংবা একাংশে সংযোগ থাকিলেও বিচ্ছেদ হইতে পারেনা, এইজন্য তদ্রূপ বর্ণনা করিয়াছেন॥১৫৯॥

মনোনিরোধ ভিন্ন বিক্ষিপ্ত চিত্তে সন্নিকৃষ্ট বিষয়ও উপলব্ধি করিতে পারা যায় না, এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট-প্রকাশে ব্রজসুন্দরীগণের সান্নিধ্যে বিরাজ

---

(১) রহস্য-বিষয় অর্থান্তরে সমাচ্ছাদিত করিয়া বলিবার রীতি আছে। বিশেষতঃ প্রিয়জনের কাছে এইরূপ ইঙ্গিতে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে রসের পুষ্টি বই হানি হয় না। রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ রস-পরিপাটী-সম্পাদনে সুচতুর। তাঁহার পক্ষে প্রেয়সীগণের নিকট অর্থান্তর-সমাচ্ছাদিত বাক্যে সংবাদ-প্রেরণ রসাবহ বটে। এইজন্য শ্রীপাদ বলিলেন, "তাদৃশরূপে উপদেশ দান সেই ভগ-বানের যোগ্য"।

যোগঃ সাংখ্যং মনীষিণাম্। ত্যাগস্তপো দমঃ সত্যং সমুদ্রান্তা ইবাপগাঃ ॥১৬০॥

এষ মনোনিরোধঃ অন্তঃ সমাপ্তিঃ ফলং যস্য সঃ, সমাম্নায়ো বেদঃ, স তত্র পর্য্যবস্যতীত্যর্থঃ। মার্গভেদেঽপ্যেকত্র পর্য্যবসানে দৃষ্টান্তঃ, সমুদ্রান্তা আপগা নদ্য ইব ইতি। যস্মাৎ সর্বৈরেব বেদবিদ্ভিঃ প্রশস্যতে মনোনিরোধস্তস্মাদ্ যূয়মপি মদ্বিয়োগাভিমানিমনোবৃত্তিং নিযচ্ছতেতি পদ্যদ্বয়েন ধ্বনিতম্। ননু, অহো যদি ত্বদ্বিরহেণ বয়মতি-

---

করিলেও প্রকটলীলাগত বিরহ-বিক্ষেপ-হেতু তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না; এস্থলে মনোনিরোধই নিত্য-সংযোগিতা উপলব্ধির উপায়, ইহা ব্যক্ত করিবার জন্য মনোনিরোধের প্রশংসা করিতেছেন—"নদী-সমূহ যেমন সাগরে মিলিত হয়, তেমন এই মনোনিরোধই মনীষিগণের পক্ষে বেদ, অষ্টাঙ্গ, যোগ, সাঙ্খ্য (আত্মানাত্মবিবেক), সন্ন্যাস, স্বধর্ম্ম, ইন্দ্রিয়দমন, ও সত্য—এ সকলের অন্ত-স্বরূপ অর্থাৎ বেদাদি সকলের তাৎপর্য্য ইহাতে পর্য্যবসিত হয়।"

১০।৪৭।৩০॥১৬০॥

এই শ্লোকের শ্রীস্বামি-ব্যাখ্যায় "এতদন্তঃ" পদের অর্থ—"এষ মনোনিরোধঃ অন্তঃ সমাপ্তিফলং যস্য সঃ—এই মনোনিরোধ অন্তঃ সমাপ্তি-ফল যাহার, তাহা। (মূলের) সমাম্নায় বেদ। সেই বেদ তাহাতে (মনোনিরোধে) পর্য্যবসিত হয়। বেদ, সাঙ্খ্য প্রভৃতি বিভিন্ন সাধন-পন্থার একস্থানে পর্য্যবসানের দৃষ্টান্ত—বিভিন্নস্থান হইতে সমাগত নদীসকলের সাগর-সম্মিলন। অর্থাৎ নানাদিগ্‌বাহিনী নদীসকল যেমন সাগরে মিলিত হয়, তেমন বিবিধ সাধন মনোনিরোধে পর্য্যবসিত হয়—সমুদয় সাধনের শেষ ফল উপাস্যে মনোনিরোধ। যে পর্য্যবসান-ফলরূপতা-হেতু অর্থাৎ নিখিল সাধনের ফল মনোনিরোধে পর্য্যবসিত হয় বলিয়া, বেদ-বিদ্‌গণ মনোনিরোধের প্রশংসা করেন; সুতরাং তোমরাও আমার বিচ্ছেদাভিমানিনী মনোবৃত্তির নিরোধ-সাধন কর, পদ্যদ্বয়ে ইহাই ধ্বনিত হইল। মনোনিরোধ হইতে তোমাদের অভীষ্ট নিত্যসংযোগের উপলব্ধি হইবে, ইহাই তাহার তাৎপর্য্য ॥১৬০॥

দুঃখিতা ইত্যতঃ কৃপালুচিত্তস্ত্বমস্মভ্যং নিজপ্রাপ্তিসাধনমুপদিশসি, তর্হি, স্বয়ং কিমু প্রকটমেব নায়াসি, তস্মাৎ কৈতবমেবেদং তব কৃপালুত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্ত্তে প্রিয়ো দৃশাম্। মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যানকাম্যয়া ॥১৬১॥

ভবতীনাং দৃশাং প্রিয়োঽপ্যহং যদ্দূরে বর্ত্তে তদ্ভবতীনাং মদনুধ্যানেচ্ছয়া যো মনসঃ সন্নিকর্ষস্তদর্থং, মম ভবন্নিকটে স্থিতৌ মদর্থং ভবতীনাং দৃশ্যেবাবেশঃ স্যাদ্দূরে তু মনস্যেবেতি তত্র মম সন্নিকর্ষঃ স্যাদিত্যেবমর্থমিত্যর্থঃ। তদেব নিদর্শয়তি—যথা দূরচরে প্রেষ্ঠে মন আবেশ্য বর্ত্ততে। স্ত্রীণাঞ্চ ন তথা চেতঃ সন্নিকৃষ্টেঽক্ষিগোচরে ॥১৬২॥

'অহো! তোমার বিরহে আমরা অতিশয় দুঃখিতা, এই হেতু কৃপালুচিত্ত তুমি যদি আমাদিগকে নিজপ্রাপ্তি-সাধন উপদেশ দিতে পার, তবে স্বয়ং প্রকটরূপে কেন আসিতেছ না? ইহাতে মনে হয়, তোমার কৃপালুতা কেবল ছলনা মাত্র' শ্রীব্রজদেবীগণের এই বিতর্ক আশঙ্কা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"তোমাদের দৃষ্টির প্রিয় আমি যে দূরে অবস্থান করিতেছি, তাহা কেবল নিয়ত আমার ধ্যানের জন্য যে মনের সন্নিকর্ষ, সেই সন্নিকর্ষ ঘটাইবার নিমিত্ত।" ১০।৪৭।৩১। ১৬১॥

আমি তোমাদের নয়নের প্রিয়, আমার দর্শন ভিন্ন আর কিছুতেই তোমরা সুখলাভ করিতে পার না। সেই আমি যে দূরে অবস্থান করিতেছি, তাহা নিয়ত আমার ধ্যানেচ্ছায় যে মনের সন্নিকর্ষ, তোমাদের সেই মনঃসন্নিকর্ষ ঘটাইবার জন্য। প্রিয়জনের প্রতি মনের যত আবেশ ঘটে, ততই আনন্দ। আমি তোমাদের একান্ত প্রিয়; আমার নিরন্তর চিন্তনই তোমাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয়। সেই চিন্তনে আমাতে তোমাদের মনের সন্নিকর্ষ প্রয়োজন অর্থাৎ আমার কাছে তোমাদের মন থাকা দরকার। যদি আমি তোমাদের নিকটে থাকি, তাহা হইলে তোমাদের নয়নে আমার জন্য আবেশ থাকিবে। আর দূরে থাকিলে মনেই সেই আবেশ থাকিবে। তদ্দ্বারা আমাতে মনের সন্নিকর্ষ ঘটিতে পারে, এইজন্য আমি দূরে আছি। পরবর্ত্তী শ্লোকে স্পষ্ট তাহা নির্দ্দেশ

চকারাৎ স্ত্রীষু প্রেষ্ঠস্য চ। মনঃসন্নিকর্ষে কিং স্যাত্তত্রাহ—ময্যাবেশ্য মনঃ কৃষ্ণে বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ। অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্যমচিরান্মামুপৈষ্যথ ॥১৬৩॥

বিমুক্তা অশেষা বিরহতৎকারণভাবনারূপা বৃত্তয়ো যেন তন্মনো ময়ি কৃষ্ণরূপ এবাবেশ্য মাং কৃষ্ণরূপমেবানুস্মরন্ত্যো মাং কৃষ্ণরূপমেবাচিরাদেব সমীপ এবৈষ্যথ অনন্যবেদ্যতয়া প্রাপ্স্যথ। তর্হি কথং

করিতেছেন—"দূরবর্ত্তী প্রিয়তমের প্রতি স্ত্রীগণেরও চিত্ত যেমন আবিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান থাকে, নিকটবর্ত্তি নয়নগোচর প্রিয়তমের প্রতি মন তেমন নিবিষ্ট হয় না।" ১০।৪৭।৩২॥১৬২ ॥

শ্লোকস্থিত স্ত্রীণাঞ্চ (স্ত্রীগণেরও) পদের চকার হইতে বুঝা যায়, স্ত্রীগণ যেমন পুরুষে আবিষ্ট হয়েন, পুরুষও তেমন স্ত্রীগণে আবিষ্ট হয়েন। ইহাদ্বারা শ্রীব্রজসুন্দরীগণে শ্রীকৃষ্ণ নিজ চিত্তাবেশের কথা ইঙ্গিতে প্রকাশ করিলেন ॥ ১৬২ ॥

মনঃ সন্নিকর্ষের ফল কি? এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া বলিলেন—

"তোমরা অশেষ বৃত্তি-রহিত মনকে কৃষ্ণ-আমাতে আবিষ্ট করাইয়া নিয়ত বারংবার স্মরণ করিতে করিতে অচিরে আমাকে প্রাপ্ত হইবে।" ১০।৪৭।৩২॥ ১৬৩ ॥

বিমুক্ত অশেষ বৃত্তি—যেই মনদ্বারা বিরহ এবং বিরহের কারণ ভাবনারূপা অশেষ বৃত্তি বিমুক্ত অর্থাৎ বিদূরিত হইয়াছে, সেই মন কৃষ্ণরূপ আমাতেই আবিষ্ট করিয়া, কৃষ্ণরূপ আমাকে নিরন্তর চিন্তা করিতে করিতে কৃষ্ণরূপ আমাকেই অচিরে সমীপে প্রাপ্ত হইবে—অনন্য-বেদ্যরূপে লাভ করিবে। অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার অভীষ্ট যে নিগূঢ় সম্মিলন—যে সম্মিলনের কথা অন্যে জানে না, তোমাদের সহিত আমার তেমন সম্মিলন ঘটিবে। অথবা, তখন তোমাদের এত নিকটে আমি থাকিব যে, কেহ আমাকে স্বতন্ত্ররূপে জানিতে পারিবে না; একেবারে তোমাদের হইয়া থাকিব ॥১৬৩॥

যদি অচিরেই তোমার সাক্ষাৎ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে, তবে কেন প্রকট রূপে আসিতেছ না? তাহাতে বলিতেছেন—"হে কল্যাণীগণ! এই বৃন্দা-

প্রকটং মাগচ্ছসি তত্রাহ—যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেঽস্মিন্ ব্রজ আস্থিতাঃ। অলব্ধরাসাঃ কল্যাণ্যো মাপুর্মদ্বীর্য্যচিন্তয়া ॥১৬৪॥

তদ্বদ্বহির্বিঘ্নবঞ্চনার্থমিত্যর্থঃ। তা হি তদ্রাত্রিপ্রকটরাসমাত্রমলব্ধবত্যোঽপ্যস্মিন্ বৃন্দাবন এব সর্ববিঘ্নাস্পৃষ্টাপ্রকটবিচিত্রক্রীড়ানিধানং মাম্ আপুরেবেতি। তথাচ বাসনাভাষ্যধৃতং মার্কণ্ডেয়বচনম্—তদানীমেব তাঃ প্রাপ্তাঃ শ্রীমন্তং ভক্তবৎসলম্। ধ্যানতঃ পরমানন্দং কৃষ্ণং গোপালনায়িকা ইতি। তত্রাপি কল্যাণ্যঃ সর্ববিঘ্ন-

---

বনে রাসবিহারকালে যে সকল অবলা স্ব স্ব ভর্ত্তৃ-কর্ত্তৃক অবরুদ্ধা হওয়াতে আমার সহিত রাসক্রীড়ায় বঞ্চিতা ছিল, তাহারা আমার বীর্য্য চিন্তা করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে।" ১০।৪৭।৩৩॥১৬৪॥

পত্যাদি বিরোধিজনের বঞ্চনার জন্য যেমন কতিপয় ব্রজসুন্দরীর রাসলীলার অপ্রাপ্তি প্রকটন করা হইয়াছিল, এ স্থলে তদ্রূপ বহির্বিঘ্ন-বঞ্চনার জন্য আমি প্রকটরূপে ব্রজে আসিতেছি না। অর্থাৎ এখন যদি আমি প্রকটরূপে ব্রজে যাই, তাহা হইলে জরাসন্ধ প্রভৃতি মনে করিবে, ব্রজবাসীর সহিত আমার প্রীতি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে; আমার অনিষ্টসাধনেচ্ছায় তাহারা ব্রজে উপদ্রব করিবে। এখন আমার বাহ্যিক-ঔদাসীন্য দেখিয়া তাহারা মনে করিতেছে, ব্রজবাসীর প্রতি আমার কোন সমবেদনা নাই, সুতরাং তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার করিয়া আমাকে উদ্বিগ্ন করিতে পারিবে না;—এই বিচার করিয়া ব্রজে উপদ্রব উপস্থিত করিতে বিরত আছে। বিরোধি-জনগণকে এইরূপে প্রতারিত করিবার জন্য আমি ব্রজে আসিতেছিনা।

পত্যাদি কর্ত্তৃক যে সকল ব্রজসুন্দরী অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত প্রসিদ্ধ রাস-রজনীর প্রকট-রাসলীলা মাত্র প্রাপ্ত হয়েন নাই। কিন্তু এই বৃন্দাবনেই সর্ব্ব-বিঘ্নাস্পৃষ্ট অপ্রকটভাবে বিচিত্র ক্রীড়া-নিধান আমাকে নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইয়াছে। বাসনা-ভাষ্যধৃত মার্কণ্ডেয় বচন এ বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ,—"সে সকল গোপাল-নায়িকা ধ্যান-প্রভাবে শ্রীমান ভক্তবৎসল পরমানন্দ কৃষ্ণকে সেই রাত্রিতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" তাহাতে আবার কল্যাণী—সর্ব্ব-বিঘ্ন রহিতা, অর্থাৎ তাহারা নির্ব্বিঘ্নে আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) প্রাপ্ত হইয়াছে।

রহিতাঃ। অর্থান্তরে সশরীরা এব চ। তাসাং শরীরপরিত্যাগাদিকন্তু মায়িকমেবেতি ভাবঃ। তস্মাত্তাসাং ব্রজে প্রাকট্যেনানুপলম্ভাত্তথা ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামিত্যাদিবক্ষ্যমাণানুসারেণ মার্কণ্ডেয়বচনানুসারেণ চ তদীয়াভীপ্সিতরূপবিলাসস্যৈব মম প্রাপ্তেঃ সিদ্ধত্বাচ্চ বিদ্যত এব প্রকটায়া অস্যা লীলায়াঃ পৃথক্ তস্মিন্নন্যা লীলা, তস্যাঞ্চ মমেব যুষ্মাকমপি স্থিতিরধ্যবসীয়তাং, যামেব লীলাং মদীয়ব্রজাগমনাসকৃৎ-

---

অলব্ধরাসা গোপীগণের গুণময়-দেহত্যাগ সম্বন্ধে দুইপ্রকার অর্থ করা যায় —প্রথমতঃ সাধকচরী গোপীগণ গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়া সচ্চিদানন্দ-দেহে অপ্রকট-লীলায় রাসে প্রবেশ করেন। দ্বিতীয়তঃ পত্যাদি-বঞ্চনা-জন্য তৎকালে যোগমায়া-কল্পিত গুণময়-দেহে প্রবেশ করিয়া, তাহা ত্যাগ করেন। প্রথমার্থে দেহান্তরদ্বারা, আর অর্থান্তরে (দ্বিতীয়ার্থে) সশরীরেই তাঁহাদের রাসলীলা প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। তাঁহাদের শরীর-পরিত্যাগাদি মায়িক—এই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে।

(এ সকল বিচারের পর নিত্য-সংযোগময়ী স্থিতি সিদ্ধান্ত করিতেছেন।) প্রকটলীলায় অলব্ধ-রাসা ব্রজসুন্দরীগণ, শ্রীকৃষ্ণ-আমাকে প্রাপ্ত হয়েন নাই। অথচ

ময়িভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥ ১০।৮২।৩১। *

এই বচন-প্রমাণে তাঁহাদের প্রাপ্তি অনিবার্য্য। আর, মার্কণ্ডেয়-বচনানুসারে প্রাপ্তি-সংবাদ সুস্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে। তাহাতে আবার তাহাদের অভীপ্সিত-রূপ বিলাস-বিশিষ্ট আমার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রাপ্তিই সিদ্ধ হইতেছে। সুতরাং প্রকট-লীলা হইতে পৃথক্ অন্য লীলা এই বৃন্দাবনে বিদ্যমান আছে।

---

* আমার প্রতি যে ভক্তি,তাহা হইতে নিখিল প্রাণী অমৃতত্ব (নিত্যপার্ষদত্ব) লাভ করিতে পারে। আমার প্রতি যে আপনাদের স্নেহ আছে, ইহা অতি মঙ্গলের বিষয়। কারণ, এই স্নেহ আমার প্রাপ্তি-সাধক। অর্থাৎ এই স্নেহ প্রভাবে আপনারা নিশ্চয়ই আমকে প্রাপ্ত হইবেন।

প্রতিজ্ঞানুসারেণ শীঘ্রমেব যদুপুর্য্যাঃ সকাশাদ্ভবৎপ্রেমযন্ত্রিততয়া সমাগত্যাহং সর্বেভ্য এব ব্রজবাসিভ্যঃ সন্ততং দর্শয়িষ্যামীতি ভাবঃ। অস্মিন্নিতি নির্দেশাত্তদানীমপি স্বস্য বৃন্দাবনস্থত্বং সূচয়তি। প্রকরণেঽস্মিন্নিদমুক্তং ভবতি। ন হ্যত্র তাসামধ্যাত্মবিদ্যা শ্রেয়স্করী ভবতি। তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ। ন জ্ঞানং ন চ

সেই লীলায় আমার মত তোমাদেরও অবস্থিতি আছে, ইহা নিশ্চয় জানিও। যে লীলার কথা বলিলাম, তাহা আমি ব্রজাগমন বিষয় যে বারংবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তদনুসারে, তোমাদের প্রেম-যন্ত্রিতরূপে (১) যদুপুরী-সকাশ হইতে সত্বর সম্যকরূপে (২) আগমন করিয়া, সমস্ত ব্রজবাসীকে সতত দর্শন করাইব।

এই শ্লোকের অভিপ্রায় এই যে, আমার প্রেমের উপর কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। আমি (শ্রীকৃষ্ণ) যেখানেই থাকিনা কেন, তোমাদের স্নেহ বলাৎকারে তোমাদের সান্নিধ্যপ্রাপ্তি করাইয়া থাকে। আমি প্রতিদিন তোমাদের নিকট যাই এবং প্রেমানুরূপ বিচিত্রবিহারও করিয়া থাকি। কিন্তু উৎকণ্ঠাবশতঃ তোহা স্ফূর্ত্তি বলিয়া মনে কর।

বনেঽস্মিন্—অস্মিন্ (এই বৃন্দাবনে) পদদ্বারা নির্দেশ করিয়া, তৎকালেও (মথুরায় অবস্থান করিয়া যখন শ্রীউদ্ধবদ্বারা সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন তখনও) আপনার (শ্রীকৃষ্ণের) শ্রীবৃন্দাবনে স্থিতি সূচনা করিয়াছেন। এই (শ্রীউদ্ধব-প্রেরণ) প্রকরণে ইহাই (অপ্রকট লীলায় শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতি) উক্ত হইয়াছে; ব্রজসুন্দরীগণকে অধ্যাত্ম-বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হয় নাই। অত্র—এস্থলে (যে বৃন্দাবনে অধ্যাত্ম-বিদ্যার কোন আদর নাই, কেবল প্রেমেরই পরম আদর, সেই বৃন্দাবনে। কিংবা অত্র—রসিকেন্দ্র-শিরোমণির পরম

---

(১) প্রেমযন্ত্রিতরূপে—যন্ত্রচালিত বস্তু যেমন যন্ত্রের শক্তিতে চলিয়া থাকে, তদ্রূপ ব্রজসুন্দরীগণের প্রেমে বশীভূত হইয়া প্রেমের প্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে আসিতে হইবে।

(২) সম্যকরূপে আগমন করার কথা বলার তাৎপর্য্য—শ্রীকৃষ্ণ এবার আসিয়া আর মথুরায় যাইবেন না, নিরন্তর ব্রজে বাস করিবেন।

বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহেতি শ্রীভগবতা, জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তীতি ব্রহ্মণা চ সাধারণভক্তানামপ্যনুপাদেয়ত্বেনোক্তত্বাৎ। ন চ তচ্ছ্রবণেন তাসাং বিরহজ্বালা শাম্যতি। তং শ্যামং মনোহরং বিনা সাধারণভক্তানামপি স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থ-

রসবতীগণের সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পরিহাসাদিতে অর্থান্তর-যুক্ত হইয়া অধ্যাত্ম-বিদ্যা কথঞ্চিৎ উপযোগী হইলেও, বিরহার্ত্তা গোপীগণের সান্ত্বনা-প্রসঙ্গে) তাঁহাদের পক্ষে আধ্যাত্মবিদ্যা শ্রেয়স্করী নহে। যেহেতু, শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"ভক্তি অন্য কোন সাধনের সহায়তা অপেক্ষা করে না, মদীয় ভক্তিযুক্ত মদ্গত-চিত্ত যোগিগণের পক্ষে ইহলোকে কর্ম্মযোগের কথা ত দূরে, জ্ঞান-বৈরাগ্যও কি শ্রেয়স্কর হয়? কখনই নহে।" ১১।২০।৩১

আর ব্রহ্মা—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়-বার্ত্তাম্।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি—
র্যৈপ্রায়শোঽজিতোজিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥ ১০।১৪।৩

শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"যাহারা জ্ঞান-বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র প্রয়াস না করিয়া সাধু-সন্নিধানে অব্যগ্রচিত্তে অবস্থান করতঃ তাহাদিগ-কর্ত্তৃক প্রকটিত ভবদীয় বার্ত্তা—সাধু-সন্নিধানে উপস্থিত হইলে স্বভাবতঃই যাহা শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হয়, কায়বাক্য-মনে সৎকারপূর্ব্বক সেই কথা অবলম্বন করিয়া থাকে, ত্রিলোক-মধ্যে অন্য সকলের অজিত হইয়াও আপনি তাহাদিগ-কর্ত্তৃক জিত হয়েন; অর্থাৎ অন্যের দুর্লভ আপনাকে অনায়াসে তাহারা প্রাপ্ত হয়।" এই বচনদ্বয়ে (শ্রীকৃষ্ণবাক্য ও ব্রহ্মবাক্যে) সাধারণ ভক্তগণেরও অধ্যাত্মবিদ্যা উপাদেয় নহে, ইহা বলা হইয়াছে। সুতরাং ব্রজসুন্দরীগণের যে তাহা অনুপাদেয়, এ কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন। বিশেষতঃ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-বিরহানলে দগ্ধ হইতেছিলেন; অধ্যাত্মজ্ঞানে তাঁহাদের সেই জ্বালা প্রশমিত হইতে পারে না।

সেই মনোহর শ্যামসুন্দর ভিন্ন তাহা (অধ্যাত্মবিদ্যা) সাধারণ ভক্তগণের নিকটেও তুচ্ছ, তাহা বক্ষ্যমাণ শ্লোকদ্বয়ে ব্যক্ত আছে:—

দর্শিন ইত্যুক্তদিশা নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদমিত্যাদ্যুক্ত-দিশা বা হেয়রূপত্বেনানুভবাৎ। তাসান্তু স্বরসস্য পরমবিরোধ্যেব তৎ। পূর্ব্বঞ্চ, শ্রূয়তাং প্রিয়সন্দেশো ভবতীনাং সুখাবহ ইত্যেবোক্তম্।

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গ-নরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥ ৬।১৭।২৩

"নারায়ণ-পরায়ণ-ব্যক্তিগণ কাহা হইতেও ভয় পান না, স্বর্গ, অপবর্গ (মুক্তি) ও নরক—এই তিনকেই তাঁহারা তুল্য-কার্য্যকারিরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ এই তিনের কোন একটীতেও আবেশ থাকিলে বিশুদ্ধ-ভক্তি-আস্বাদনে বঞ্চিত থাকিতে হয়, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস।"

নাত্যান্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং
কিম্বন্যদর্পিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়ৈস্তে।
যেঽঙ্গ ত্বদঙ্ঘ্রিশরণা ভবতঃ কথায়াঃ
কীর্ত্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ॥ ৩।১৫।৪৮

চতুঃসন শ্রীবৈকুণ্ঠদেবকে বলিলেন—"প্রভো! তোমার যশ পরম রমণীয়-হেতু কীর্ত্তনীয়, অতিশয় পবিত্র-হেতু তীর্থ-স্বরূপ। যাঁহারা তোমার চরণে শরণাপন্ন, তোমার কথার রসজ্ঞ, তাঁহারা তোমার আত্যন্তিক প্রসাদরূপে মুক্তিকেও আদর করেন না, (ইন্দ্রাদি-পদের কথা ত দূরে); কারণ, সে সকল পদে ভয় বিদ্যমান আছে।"

অধ্যাত্মবিদ্যা পরম-প্রেমবতী ব্রজসুন্দরীগণের কাছে কেবল যে তুচ্ছ তাহা নহে, পরন্তু তাঁহাদের নিজ রসেরও নিতান্ত বিরোধী (১)। আর পূর্ব্বে শ্রীউদ্ধব বলিয়াছেন—

শ্রূয়তাং প্রিয়সন্দেশো ভবতীনাং সুখাবহঃ।
যমাদায়াগতো ভদ্রা অহং ভর্ত্তুরহস্করঃ॥ ১০।৪৭।২৫

---

(১) আধ্যাত্মিক-চর্চ্চা শান্তরসের ভক্তগণের কথঞ্চিৎ উপযোগী হইলেও মধুর-রসাশ্রিত ভক্তগণের রসের ব্যাঘাতক।

অত উক্তং তাসামেবাভিপ্রায়কথনে শ্রীস্বামিভিরপি—ননু কিমন্যা-নিবাস্মানাত্মবিদ্যয়া লোভয়সি বয়ন্তু সর্বসুন্দরসর্বালঙ্করণেন ত্বয়া বিরহং নৈব সহামহ ইতি। তস্মাদ্বিদুরস্যেব কূটোক্তিরিয়মিত্যুক্ত এবার্থো ভবত্যন্তরঙ্গঃ। স চ শ্রীযুধিষ্ঠিরস্যেব তাসামেব গম্য ইতি॥ ১০॥৪৩॥ শ্রীভগবান্ শ্রীব্রজদেবীঃ ॥১৫৫—১৬৪॥

পূর্বব্যাখ্যানুসারেণৈবাহ—

এবং প্রিয়তমাদিষ্টমাকর্ণ্য ব্রজযোষিতঃ।
তা ঊচুরুদ্ধবং প্রীতাস্তৎসন্দেশাগতস্মৃতীঃ ॥১৬৫॥

"হে ভদ্রাগণ! তোমাদের প্রিয়-সন্দেশ (সংবাদ) শ্রবণ কর। তাহা অতিশয় সুখাবহ। আমি তোমাদের ভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের সকল কার্য্যই করিয়া থাকি।"

অধ্যাত্ম-বিদ্যা যে, তাঁহাদের প্রিয় নহে, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে; কেবল কৃষ্ণসঙ্গ-প্রাপ্তির সংবাদই তাঁহাদের পক্ষে প্রিয়-সন্দেশ। এই জন্য ব্রজসুন্দরী-গণের অভিপ্রায়-কথনচ্ছলে শ্রীস্বামিপাদ বলিয়াছেন (যত্বহং ইত্যাদি ১০।৪৭।৩১ শ্লোকের টীকায়)—"তুমি কি অন্যের মত আমাদিগকেও আত্ম-বিদ্যায় প্রলুব্ধ করিতেছ? আমরা কিন্তু সর্ব্বসুন্দর, সর্ব্বভূষণ-স্বরূপ তোমার বিরহ সহ্য করিতে পারিতেছি না।" সুতরাং শ্রীউদ্ধবদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ যে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা আত্ম-বিদ্যোপদেশচ্ছলে কূটোক্তিদ্বারা অপ্রকট-লীলায় নিত্য-স্থিতির সংবাদ-জ্ঞাপন। ইহা, বিদুরের জতুগৃহ-দাহ-বার্ত্তা-প্রেরণের ন্যায়। কেবল যুধিষ্ঠির যেমন সেই বাক্যের মর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, ব্রজসুন্দরীগণও তেমন এই সংবাদের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং শ্লোক-সমূহের যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা অন্তরঙ্গ॥ ১৫৫—১৬৪॥

পূর্ব্ব (অপ্রকট-প্রকাশে নিত্য-স্থিতিরূপ) ব্যাখ্যানুসারে শ্রীশুকদেব বলিলেন—"ব্রজাঙ্গনাগণ প্রিয়তমের এইরূপ আদেশ শ্রবণ করিয়া প্রীত হইলেন। সেই সংবাদে তাঁহাদের স্মৃতি আগত হইল। তাঁহারা উদ্ধবকে নিম্নলিখিত বচন বলিলেন।" ১০।৪৭।৩৪॥১৬৫॥

তৎসন্দেশেনাগতা স্মৃতির্নিত্যসংযোগানুসন্ধানরূপা যাসাং তাদৃশ্যঃ। অতএব প্রীতাঃ। ইতঃ পরং কদাচিদপ্রকটলীলানুভবে সতি তাসাং সন্তোষঃ প্রকটলীলাদর্শনতস্তু বিরহ এবেতি ভাবদ্বৈতং লক্ষ্যতে। তত্র সন্তোষমাহ—

ততস্তাঃ কৃষ্ণসন্দেশৈর্ব্যপেতবিরহজ্বরাঃ।
উদ্ধবং পূজয়াঞ্চক্রু র্জ্ঞাত্বাত্মানমধোক্ষজম্ ॥১৬৬॥

যথা তেন সন্দিষ্টং তথৈবাত্মানমনুভূয়াধোক্ষজঞ্চানুভূয়েত্যর্থঃ ॥ ১০॥৪৭॥ শ্রীশুকঃ ॥১৬৫॥১৬৬॥

স্ববিরহং ব্যঞ্জয়ন্তি—

অপ্যেষ্যতীহ দাশার্হস্তপ্তাঃ স্বকৃতয়া শুচা।
সংজীবয়ংস্তু নো গাত্রৈর্যথেন্দ্রো বনমম্বুদৈঃ ॥১৬৭॥

সেই গোপীগণ কীদৃশী? সেই (শ্রীকৃষ্ণ-প্রেরিত) সংবাদে নিত্য সংযোগানুসন্ধানরূপা স্মৃতি যাঁহাদের আসিয়াছে, তাঁহারা তাদৃশী। এই জন্য তাঁহারা প্রীত হইয়াছিলেন। ইহার (শ্রীউদ্ধবাগমনের) পর হইতে কখন অপ্রকট-লীলানুভব হইলে তাঁহাদের সন্তোষ, আর প্রকট-লীলা-দর্শন-হইতে বিরহ—এই ভাবদ্বৈত লক্ষিত হইতেছে ॥ ১৬৫॥

শ্রীশুকদেব বক্ষ্যমাণ-শ্লোকে তাঁহাদের সন্তোষ ব্যক্ত করিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণ-প্রেরিত সংবাদ দ্বারা যাঁহাদের বিরহ-জ্বর বিগত হইয়াছিল, সেই ব্রজসুন্দরীগণ আপনাদিগকে এবং অচ্যুতকে জ্ঞাত হইয়া, অতঃপর উদ্ধবকে পূজা করিয়াছিলেন।" ১০।৪৭।৪৭॥১৬৬॥

শ্রীকৃষ্ণ যে প্রকার (অপ্রকট-লীলায় নিত্য সংযোগে স্থিতিরূপ) সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন, আপনাদিগকে ও তাঁহাকে তদ্রূপ অনুভব করিয়াছেন। অর্থাৎ অপ্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতাবস্থায় অবস্থান করিতেছেন—এরূপ অনুভব করায়, তাঁহাদের সন্তোষ জন্মিয়াছিল ॥১৬৬॥

আর, আপনাদের বিরহ ব্যক্ত করিয়া শ্রীগোপীগণ উদ্ধবকে বলিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত আমরা শোক-সন্তপ্ত হইয়াছি। ইন্দ্র যেমন বারি-বর্ষণদ্বারা

স্পষ্টম্ ॥১০॥৪৭॥ শ্রীগোপ্য উদ্ধবম্ ॥১৬৭॥

এবং যথা শ্রীমদুদ্ধবদ্বারোপদিষ্টং তথা কুরুক্ষেত্রে সাক্ষাদপি স্বয়মুপদিষ্টম্। ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে। দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপন ইত্যত্র তাদৃশীনাং সাক্ষাদেব তৎপ্রাপ্তিঃ ফলং নান্যেষামিবামৃতত্বমাত্রমিত্যেতত্তাসামাশ্বাসনরূপ-ভগবদ্বচনানন্তরং, নন্বু ত্বং দ্বারকায়ামেব সদা ক্রীড়সি বয়ন্তু বৃন্দাবন-বাসিন্যঃ কথং প্রাপ্স্যাম ইত্যাশঙ্ক্য যুষ্মাভির্নিত্যসংযুক্ত এবাহমস্মীতি

(১) নিদাঘ-তপ্ত-বনকে সঞ্জীবিত করে, সেই প্রকার নিজ কর-স্পর্শাদিদ্বারা আমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য তিনি কি এখানে আসিবেন?"

১০ ৪৭।৪০॥১৬৭॥

শ্রীউদ্ধব-দ্বারা যেমন এই প্রকার উপদেশ দান করিয়াছেন, তেমন কুরুক্ষেত্রে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়াছেন—"আমার প্রতি যে ভক্তি, তাহা হইতে নিখিল প্রাণী অমৃতত্ব (নিত্য-পার্ষদত্ব) লাভ করিতে পারে। আমার প্রতি আপনাদের যে স্নেহ (প্রেম) আছে, ইহা বড়ই মঙ্গলের বিষয়; কেননা, এই স্নেহ আমার প্রাপ্তি-সাধক।" ১০।৮২।৩১—এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবতী-ব্রজাঙ্গনাগণের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তিরূপ ফল নির্দ্দিষ্ট হইল; অন্য সাধারণ ভক্তের মত কেবল অমৃতত্ব প্রাপ্তি নহে। যেহেতু সাধারণ ভক্তির ফল অমৃতত্ব-প্রাপ্তি, আর ব্রজসুন্দরীগণের প্রেমের ফল বলিলেন "মদাপন—আমার প্রাপ্তি।" এই জন্য তাঁহাদের প্রতি আশ্বাস-প্রদান-রূপ ভগবদ্বাক্যের পর—'তুমি দ্বারকায় সর্ব্বদা ক্রীড়া কর, আমরা বৃন্দাবন-বাসিনী; আমরা তোমাকে কিরূপে প্রাপ্ত হইব?' ব্রজসুন্দরীগণের এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া 'আমি যে তোমাদের সহিত নিত্য-সংযুক্ত আছি'—এই তাৎপর্য্য প্রকাশ

(১) নিদাঘ-তপ্ত-বন যেমন বর্ষণ ভিন্ন গর্জ্জনে সঞ্জীবিত হয় না, তদ্রূপ কেবল সংবাদ-প্রেরণে আমাদের সন্তাপ নিবারিত হইবে না। বনের পক্ষে বারি-বর্ষণের মত আমাদের পক্ষে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-সঙ্গ বাঞ্ছনীয়, ইহা তাঁহাদের বাক্যের তাৎপর্য্য।

তথাবিধমাত্মানমুপদিশতি দ্বাভ্যাম্—অহং হি সর্বভূতানামাদিরন্তো-ঽন্তরং বহিঃ। ভৌতিকানাং যথা খং বাভূর্বায়ুর্জ্যোতিরঙ্গনাঃ। এবং হ্যেতানি ভূতানি ভূতেষ্বাত্মাত্মনা ততঃ। উভয়ং ময্যথ পরে পশ্যতাভাতমক্ষরে ॥১৬৮॥

যথাহমহঙ্কারো ভূতাদিঃ সর্বেষাং ভূতানাং খাদীনামাদ্যন্তাদি রূপঃ। অহঙ্কারান্তর্গতান্যেব খাদীনীত্যর্থঃ। যথা চ খাদীনি ভূতানি ভৌতিকানাং শরাবসৈন্ধবাদীনামাদ্যন্তাদিরূপাণি। খাদীনামন্তর্গতা-ন্যেব তানীত্যর্থঃ। এবমেতানি প্রকটলীলায়ামনুভূয়মানানি যুষ্মাকং মমতাস্পদানি ভূতানি পরমার্থসত্যবস্তূনি শ্রীবৃন্দাবনাদীনি ভূতেষ্ব-প্রকটলীলাগতেষু পরমার্থসত্যবস্তুষু তেষু বর্ত্তন্তে। যুষ্মাকং প্রকট-লীলাভিমান্যহন্তাস্পদমাত্মা চাপ্রকটলীলাভিমান্যহন্তাস্পদেনাত্মনা ততো ব্যাপ্তঃ। এবমিদন্তাহন্তাস্পদং যদুভয়ং তচ্চ পুনঃ পরে প্রকট-

---

করিবার নিমিত্ত, তাদৃশ আপনার বিষয় দুইটী-শ্লোকে উপদেশ দিলেন। যথা—"হে অঙ্গনাগণ! অহং যেরূপ সর্ব্বভূতের আদি-অন্তে এবং অন্তরে বাহিরে বর্ত্তমান আছে, ক্ষিতি-অপ্-তেজ মরুৎ-ব্যোম—এই পঞ্চভূত যে প্রকার ভৌতিকপদার্থে বিদ্যমান আছে, উভয় আত্মাদ্বারা ব্যাপ্ত আছে; তদুভয় পর, অক্ষর আমাতে বিরাজমান দর্শন কর!" ১০।৮২।৩২—৩৩॥১৬৮॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—যে প্রকার অহং—অহঙ্কার, ভূতাদি—আকাশাদি সর্ব্ব-ভূতের আদ্যন্ত, অন্তর্বহি-স্বরূপ অর্থাৎ আকাশাদি ভূতসমূহ অহঙ্কারের অন্তর্ভুক্ত; যে প্রকার আকাশাদি-ভূত ভৌতিকপদার্থ শরাব-সৈন্ধবাদির আদ্যন্ত অন্তর্বহি-স্বরূপ অর্থাৎ সে সকল আকাশাদির অন্তর্ভুক্ত; তদ্রূপ প্রকট-লীলায় অনুভূয়মান তোমাদের মমতাস্পদ ভূত-সমূহ—পরমার্থ-সত্য-বস্তু শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি, ভূত-সমূহে—অপ্রকট-লীলাগত পরমার্থ সত্য-বস্তু (শ্রীবৃন্দাবনাদিতে)-সমূহে বিদ্যমান আছে; তোমাদের প্রকট-লীলাভিমানী অহন্তাস্পদ আত্মা, অপ্রকট-লীলাভিমানী অহন্তাস্পদ আত্মাদ্বারা ব্যাপ্ত। এই

অত্র দৃশ্যমানেঽপি তস্যাং বৃন্দাটব্যাং বিহরমাণেঽক্ষরে নিত্যমেব যুষ্মৎসঙ্গিনি ময্যাশ্রয়রূপে আভাতং বিরাজমানং পশ্যতেতি। তস্মাৎ প্রকাশাভেদাদেব তত্তদ্বস্ত্বাদিভেদব্যপদেশবিরহসংযোগব্যবস্থা চেতীদমত্রাপি ব্যক্তম্। শ্রীভগবচ্ছিক্ষানুরূপমেব শ্রীঋষিরুবাচ—

প্রকার ইদন্তাস্পদ (১) অহন্তাস্পদ যে দুই বস্তু, তদুভয় আবার পর—দৃশ্যমান-প্রকট-প্রকাশময় বৃন্দাবনে বিহারমান, অক্ষর—নিত্যই তোমাদের সঙ্গী, আশ্রয়-স্বরূপ আমাতে আভাত—বিরাজমান দর্শন কর।

'এই বৃন্দাবন আমার'—শ্রীবৃন্দাবন-সম্বন্ধে এই জ্ঞান আছে বলিয়া, শ্রীবৃন্দাবনকে মমতাস্পদ বলিলেন। তত্রত্য যাবতীয় বস্তু নিত্য, এই জন্য পরমার্থ-সত্যবস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের প্রকট-প্রকাশে যে সকল বস্তু দৃষ্ট হয়, তৎসমূহ অপ্রকট-প্রকাশগত বস্তুসকল হইতে পৃথক্ নহে। আর, ব্রজসুন্দরীগণও প্রকটাপ্রকট উভয় প্রকাশে বিরাজ করিলেও তাঁহাদের আত্মা দুই নহে। শ্রীবৃন্দাবনের উভয়-প্রকাশ এবং ব্রজসুন্দরীগণের উভয়-স্থানগত প্রকাশ, শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে। এ স্থলে শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়-তত্ত্ব; আর, শ্রীবৃন্দাবন, বৃন্দাবনস্থ ব্রজসুন্দরী প্রভৃতি আশ্রিত-তত্ত্ব। আশ্রিত-তত্ত্ব আশ্রয়-তত্ত্বকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং বৃন্দাবন ও ব্রজসুন্দরী প্রভৃতির সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদ সম্ভব নহে, ইহাই উক্ত শ্লোক-দ্বয়ের স্থূলমর্ম্ম॥১৬৮॥

একই বৃন্দাবন, একই ব্রজসুন্দরীবর্গ উভয় লীলায় বিদ্যমান আছেন; সুতরাং প্রকাশভেদ-হেতুই উভয়-লীলাগত শ্রীবৃন্দাবন ও বৃন্দাবনস্থ বস্তু-সমূহের ভেদ ব্যবহার এবং পরিকরবর্গের বিরহ-সংযোগ-ব্যবস্থা অর্থাৎ যখন প্রকট-প্রকাশে বিরহ, তখন অপ্রকট-প্রকাশে সংযোগ বিদ্যমান আছে;—ইহা এ স্থলেও ব্যক্ত আছে। শ্রীভগবদিচ্ছানুরূপ কথা শ্রীশুকদেবও বলিয়াছেন:—

(১) মমতাস্পদ শ্রীবৃন্দাবনকেই ইদন্তাস্পদরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অস্মদ্-শব্দের বাচ্য অহন্তাস্পদ। ইদম্-শব্দের বাচ্য ইদন্তাস্পদ।

অধ্যাত্মশিক্ষয়া গোপ্য এবং কৃষ্ণেন শিক্ষিতাঃ।
তদনুস্মরণধ্বস্তজীবকোষাস্তমধ্যগন্ ॥১৬৯॥

অধ্যাত্মশিক্ষয়া তদুপদেশেন আত্মানং শ্রীকৃষ্ণমধিকৃত্য যা শিক্ষা তয়া বা যথাবিধং যদুপদিষ্টং তদনুস্মরণেন নিত্যসিদ্ধাপ্রকটলীলায়াঃ পুনরনুসন্ধানেন ধ্বস্তস্ত্যক্তপ্রায়ো জীবকোষঃ প্রপঞ্চস্তত্র প্রাকট্যাভিনিবেশো যাভিস্তাঃ। তং স্বয়মুপদিষ্টং নিত্যসংযুক্তরূপং শ্রীকৃষ্ণং অধ্যগন্ প্রণিহিতবত্যঃ। তত্রাপি পূর্বদর্শিতশ্রুতিপুরাণাদিগতনিত্য-

"কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক এই প্রকার অধ্যাত্ম-শিক্ষায় শিক্ষিতা গোপীগণ তাহার (সেই শিক্ষার) অনুস্মরণ করিয়া জীবকোষ-ত্যাগ-পূর্ব্বক তাঁহাকে জ্ঞাত হইলেন।
১০।৮২।৩৪॥ ১৬৯॥

অধ্যাত্মশিক্ষা—সেই (অহং হি ইত্যাদি শ্লোকোক্ত) উপদেশ, কিংবা আত্মা—শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে অধিকার করিয়া যে শিক্ষা দিয়াছেন, তদ্দ্বারা যে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার অনুস্মরণ—নিত্যসিদ্ধ অপ্রকট-লীলায় বারংবার অনুসন্ধান, তদ্দ্বারা জীবকোষ-প্রাপঞ্চিক জগৎ—প্রপঞ্চে ব্যক্ত প্রকট-লীলাভিনিবেশ যাঁহারা প্রায় ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই গোপীগণ তাঁহাকে—শ্রীকৃষ্ণ নিত্যসংযুক্তি আপনার যে স্বরূপের কথা উপদেশ দান করিয়াছেন, সেই স্বরূপকে জ্ঞাত হইলেন অর্থাৎ তাহাতে মনোনিবেশ করিলেন।

[যোগমায়া (১)-প্রভাবে, বিশেষতঃ তীব্র-বিরহোৎকণ্ঠায় ব্রজসুন্দরীগণ অপ্রকট-লীলাগত নিত্যসংযোগে স্থিতি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে তাঁহার সেই স্থিতির কথা পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান করিয়া পরে উপলব্ধি করিলেন। বিস্মৃতি-গাঢ়তা-হেতু অনুস্মরণ—বারংবার স্মরণ প্রয়োজন হইয়াছিল।]

এই শ্লোকের অর্থান্তর অর্থাৎ যথাশ্রুত অর্থ—শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক আত্মতত্ত্বোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া গোপীগণ, বারংবার উপদেশ স্মরণ করতঃ জীবকোষ—জীবোপাধি পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে অবগত হইলেন—এই অর্থ করা উচিত নহে। কারণ, পূর্ব্ব-প্রদর্শিত শ্রুতি-পুরাণাদিগত বচন-সমূহে ব্রজসুন্দরীগণের নিত্যত্ব

(১) শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র লীলা-বিনোদ-সম্পাদনার্থ অঘটন-ঘটন-পটীয়সী চিচ্ছক্তিরূপ যোগমায়া এই বিস্মৃতি ঘটাইয়াছিলেন।

তাবাক্যং ময়ি ভক্তির্হীতি ফলভেদবাক্যঞ্চ ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্য-মিত্যাদ্যযুক্ততাব্যঞ্জিবাক্যঞ্চানুসন্ধায় পরোক্ষবাদার্থপ্রযুক্তমর্থান্তরং ন প্রমেয়ম্। অথ জ্ঞানরূপং প্রকটার্থমস্বীকুর্বাণা নিত্যলীলারূপং রহস্যার্থং স্বীকুর্বাণা অপি পূর্ব্ববৎ পুনশ্চ প্রকটলীলাভিনিবেশেন বিরহভীতাঃ পরমদৈন্যোত্তরমেবং প্রার্থয়ামাসুরিত্যাহ—আহশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং যোগেশ্বরৈঃ হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ। সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥১৭০॥

আস্তাং তাবদ্দুর্বিধিহতানামস্মাকং ত্বদ্দর্শনগন্ধবার্ত্তাপি। হে নলিননাভ, তব পদারবিন্দং ত্বদুপদেশানুসারেণাস্মকং মনস্যুদিয়াৎ।

প্রতিপন্ন হইয়াছে; "ময়িভক্তির্হিভূতানাং" ইত্যাদি শ্লোকে (১) ফলভেদ অর্থাৎ ব্রজসুন্দরীগণের প্রেমের ফল শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি—জ্ঞান-প্রাপ্তি নহে, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। আর, "ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং" ইত্যাদি শ্লোকে (২) দেখান হইয়াছে যে, তাহাদিগকে জ্ঞানোপদেশ-দান অসঙ্গত। এই সকল বাক্য অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায়, পরোক্ষবাদ জন্য প্রযুক্ত অর্থান্তর প্রামাণিক নহে, সেই অর্থান্তর নিত্যলীলারূপ রহস্যার্থকে সংগোপিত করিবার জন্যই বিন্যস্ত হইয়াছে ॥ ১৬৯ ॥

অনন্তর, জ্ঞানরূপ প্রকটার্থ অস্বীকার করিয়া নিত্যলীলারূপ রহস্যার্থ স্বীকার করিলেও তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় পুনশ্চ প্রকট-লীলাভিনিবেশ-হেতু বিচ্ছেদ-ভয় প্রাপ্ত হইয়া পরম-দৈন্য-প্রকাশের পর এই প্রার্থনা করিলেন—"হে পদ্মনাভ! অগাধ-জ্ঞান-সম্পন্ন যোগেশ্বরগণ-কর্ত্তৃক হৃদয়ে চিন্তনীয়, সংসার-কূপে পতিত-জনের উদ্ধারের একমাত্র অবলম্বন তোমার চরণ-কমল গৃহ-সেবিনী আমাদের মনে সর্ব্বদা আবির্ভূত হউক।" ১০।৮২।৪৯॥১৭০॥

"নিষ্ঠুর বিধাতার কোপে আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে; তোমার দর্শন-গন্ধ-বার্ত্তাও দূরে থাকুক, হতভাগিনী আমরা তাহার আশা করিতে পারি না।

---

(১) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ১৬৪ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

(২) ঐ ঐ

নন্থ কিমিবাত্রাসম্ভাব্যং তত্রাহুঃ। যোগৈশ্বরৈরেব হৃদি বিচিন্ত্যং ন ত্বস্মাভিস্তৎস্মরণারম্ভ এব মূর্চ্ছাগামিনীভিঃ। তদুক্তমুদ্ধবং প্রতি স্বয়ং ভগবতা—ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ। স্মরন্ত্যোঽঙ্গ বিমুহ্যন্তি বিরহৌৎকণ্ঠাবিহ্বলা ইতি। তদেবোপপাদয়ন্তি, অগাধবোধৈঃ সাক্ষাদ্দর্শনেঽপ্যক্ষুভিতবুদ্ধিভিঃ, ন ত্বস্মাভিরিব তৎদর্শনেচ্ছয়া ক্ষুভিতবুদ্ধিভিঃ। চরণস্যারবিন্দতারূপকঞ্চ তৎস্পর্শেনৈব দাহশান্তির্ভবতি ন তু তথা তৎস্মরণেনেতি জ্ঞাপনায়। নন্থ তথা নিদিধ্যাসনমেব যোগেশ্বরাণাং সংসারদুঃখমিব ভবতীনাং বিরহদুঃখং দূরীকৃত্য তদুদয়ং করিষ্যতীতি আশঙ্ক্যাহ, সংসারকূপপতিতানামেবোত্তরণাবলম্বং নত্বস্মাকং বিরহসিন্ধুনিমগ্নানাং, তচ্চিন্তনারম্ভে দুঃখ-

---

হে নলিননাভ! তোমার চরণ-কমল তোমার উপদেশানুসারে আমাদের মনে উদিত হউক।" শ্রীকৃষ্ণ যদি বলেন, তোমরা ইহা কি অসম্ভব মনে কর? তদুত্তরে বলিলেন—"তা'ত বটেই। যোগেশ্বরগণের হৃদয়েই তোমার চরণ-কমল চিন্তনীয়, আমাদের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে, আমরা তাহার স্মরণারম্ভেই মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হই।" ইহা তাঁহাদের অতিরঞ্জিত কথা নহে, তাঁহাদের ঈদৃশ অবস্থা-প্রাপ্তির কথা শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং উদ্ধবের প্রতি বলিয়াছেন—"হে উদ্ধব! যাবতীয় প্রিয়-বস্তু হইতে প্রিয় আমি দূরে অবস্থান করিতেছি বলিয়া, বিরহৌৎকণ্ঠা-বিহ্বলা গোকুল-স্ত্রীগণ আমার স্মরণারম্ভেই মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হয়েন।" ১০।৪৬।৪ শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ-বিষয়ে আপনাদের অক্ষমতার কথা প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিলেন, "অগাধ জ্ঞানসম্পন্ন যোগিগণ—তোমার সাক্ষাদ্দর্শনেও যাঁহাদের বুদ্ধি ক্ষোভিত হয় না, তাঁহারাই তোমার চরণ-চিন্তা করিতে পারেন; আর, আমাদের মত তোমার দর্শনেচ্ছাতেই যাঁহাদের বুদ্ধি ক্ষোভিত হয়, তাঁহারা তাহা পারেন না।" চরণকে যে কমলরূপে বর্ণন করিয়াছেন তাহার কারণ, চরণ-স্পর্শেই বিরহ-তাপ প্রশমিত হয়, তাহা স্মরণ করিলে, সেই তাপ প্রশমিত হয় না—ইহা জ্ঞাপন করিবার জন্য। শ্রীকৃষ্ণ যদি বলেন, চরণ চিন্তন যোগেশ্বর-গণের সংসার-দুঃখ-নিবৃত্তির মত তোমাদের বিরহ-দুঃখ দূর করিয়া মনোমধ্যে

বৃদ্ধেরেবানুভূয়মানত্বাদিতিভাবঃ। নন্বধুনেবাগত্য মুহুর্ম্মাং সাক্ষাদেবানুভবত্ত, তত্রাহ, গেহং জুষাং পরগৃহিণীনামস্বাধীনানামিত্যর্থঃ। যদ্বা গেহং জুষামিতি তব সঙ্গতিশ্চ ত্বৎপূর্বসঙ্গমবিলাসধাম্নি তত্তদস্মৎকামদুঘে স্বাভাবিকাস্মৎপ্রীতিনিলয়ে নিজগেহে গোকুল এব ভবতু ন তু দ্বারকাদাবিতি স্বমনোরথবিশেষেণ তস্মিন্নেব প্রীতিমতীনামিত্যর্থঃ। যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বর ইত্যাদিবৎ। তস্মাদস্মাকং

তাহা (সেই চরণ) উদয় করিবে,—এই আশঙ্কায় বলিলেন, "সংসার-পতিতোত্তরণাবলম্বন—যাহারা সংসার-কূপে পতিত হইয়াছে, তোমার চরণ-চিন্তন তাহাদের উদ্ধারের উপায় হইতে পারে, কিন্তু আমরা বিচ্ছেদ-সমুদ্রে মগ্ন হইয়াছি, তাহা আমাদের বিচ্ছেদ-সমুদ্র-উত্তরণের উপায় হইতে পারে না। অর্থাৎ কূপ-পতিতজন সামান্য রজ্জু অবলম্বন পাইলে উঠিতে পারে, আর সমুদ্র-মগ্নজনের উদ্ধারের জন্য অর্ণবপোত আবশ্যক। বিচ্ছেদ-দুঃখের কাছে সংসার-দুঃখ অতি তুচ্ছ, তাহা তোমার চরণ-চিন্তনদ্বারা দূর হইতে পারে; কিন্তু সাক্ষাৎ দর্শন-স্পর্শনাদি ভিন্ন বিচ্ছেদ-দুঃখ প্রশমিত হইতে পারে না। কারণ, চরণ-চিন্তন-আরম্ভেই আমরা দুঃখ-বৃদ্ধি অনুভব করিয়া থাকি" ইহাই তাঁহাদের বাক্যের মর্ম্ম। তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ যদি বলেন—তাহা হইলে তোমরা এখনই এখানে আসিয়া আমাকে বারংবার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধেই অনুভব কর—এই আশঙ্কায় বলিলেন, "গৃহসেবিনী—আমরা পরগৃহিণী—অ-স্বাধীনা; তেমন ভাবে আসিতে পারি না।" গৃহসেবিনী-পদের এই অর্থে পরিতৃপ্ত না হইয়া অন্য অর্থ করিতেছেন—"তোমার সঙ্গ, তোমার পূর্ব্ব-সঙ্গম-বিলাস-ধাম, আমাদের সর্ব্বাভীষ্টপূরক, স্বভাবতঃই আমাদের প্রীতি-নিকেতন নিজগৃহ গোকুলেই হউক, দ্বারকাদিতে নহে।" শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গ-বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ কোন মনোবাঞ্ছা আছে, গোকুলে সঙ্গলাভ করিলে সে বাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে; এই জন্য গোকুলে প্রীতিমতী। এরূপ দৃষ্টান্ত অন্যত্রও দেখা যায়—কাব্যপ্রকাশে—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তেচোন্মীলিত-মালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।

মনসি ভবচ্চরণচিন্তনাভাবাৎ স্বয়মাগমনস্যাসামর্থ্যাদনভিরুচের্বা সাক্ষাদেব শ্রীবৃন্দাবন এব যদ্যাগচ্ছসি তদৈব নিস্তার ইতি ভাবঃ ॥১০ ১২॥ শ্রীশুকঃ ॥১৭০॥

তদেবং স্বারসিক্যপ্রকটলীলা দর্শিতা। অথাপ্রকটপ্রকটলীলে দ্বে অপ্যর্থবিশেষেণাহ—গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্বেষামপি দেহিনাম্। যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষ এষ ক্রীড়নদেহভাক্ ॥১৭১॥

অন্তরন্তঃস্থিতমপ্রকটং যথা স্যাত্তথা গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ তৎপতিম্মন্যানাং ক্রীড়নদেহভাক্ সন্ তেষামেব গোকুলযুবরাজতয়া

সাচৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসিবেতসী-তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥

কোন নায়িকা নিজ-সখীকে বলিতেছেন, "যিনি কৌমারহর অর্থাৎ আমার পতি, তিনি আমার অভিমত। সেই চৈত্র-রজনী—মধু-যামিনী, সেই মালতী-কুসুমের গন্ধবাহী কদম্ব-বায়ু, আর সেই আমি; তথাপি আমার চিত্ত সুরত-লীলা-ব্যাপার-বিষয়ে রেবা-তীরবর্ত্তী বেতসী-তরুতলে সমুৎকণ্ঠিত হইতেছে অর্থাৎ সে স্থান অভিলাষ করিতেছে।"

অতএব আমাদের মনে তোমার চরণ-চিন্তনের অভাবহেতু আর, আমাদের স্বয়ং আগমনের অসামর্থ্য বা অনভিরুচি-হেতু সাক্ষাৎ-সম্বন্ধেই যদি শ্রীবৃন্দাবনে আগমন কর, তবে আমাদের নিস্তার হইতে পারে; ইহাই তাৎপর্য্য ॥১৭০॥

এই প্রকারে স্বারসিকী-অপ্রকট-লীলা প্রদর্শিত হইল। অনন্তর প্রকটাপ্রকট লীলাদ্বয়ও অর্থবিশেষে শ্রীশুকদেব বলিলেন—"যিনি গোপীগণের, তাঁহাদের পতি-সকলের, তথা নিখিল-দেহীর অন্তশ্চারী এবং অধ্যক্ষ, তিনি এই লীলাময় বিগ্রহ (১) শ্রীকৃষ্ণ।" ১০।৩৩।৩৫।১৭১॥

অন্তঃ—অন্তঃস্থিত অপ্রকটরূপে গোপীগণের ও তাঁহাদের পতি—পতিম্মন্য-

---

(১) ক্রীড়ন-দেহভাক্—ক্রীড়নেন দেহভাক্ (শ্রীস্বামিপাদ) ক্রীড়া—লীলার জন্য দেহধারী।

অধ্যক্ষশ্চ সন্ যশ্চরতি ক্রীড়তি স এষ প্রকটলীলাগতোঽপি ভূত্বা সর্বেষাং বিশ্ববর্ত্তিনাং দেহিনাম্ অপি ক্রীড়নদেহভাক্ সন্ তেষাং পালকত্বেনাধ্যক্ষোঽপি সন্ চরতি তস্মাদনাদিত এব তাভিঃ ক্রীড়াশালিত্বেন স্বীকৃতত্বাৎ তচ্ছক্তিরূপাণাং তাসাং সঙ্গমে বস্তুত এব পরদারতাদোষোঽপি নাস্তি। ততস্তেষাং তৎপতিত্বং চ, নাসূয়ন্ খলু

গণের (১) ক্রীড়ার জন্য দেহধারী (নিত্য সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রকাশমান) এবং গোকুল-যুবরাজরূপে তাঁহাদের (উক্ত পাতম্মন্য-গোপগণের) অধ্যক্ষ হইয়া যিনি বিচরণ করেন অর্থাৎ ক্রীড়া করেন, তিনি এই প্রকট-লীলাগত হইয়াও বিশ্ববর্ত্তি-নিখিল দেহিগণের ক্রীড়ার জন্য দেহধারী এবং তাহাদের পালকরূপে অধ্যক্ষ হইয়াও বিচরণ করেন। সুতরাং অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত ক্রীড়াশালী স্বীকৃত হইলেন বলিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ-শক্তিরূপা তাঁহাদের সহিত সঙ্গমে পরদারতা-দোষও (২) নাই।

সুতরাং (গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতে নিরন্তর ক্রীড়াশীল, এইজন্য) গোপগণে তাঁহাদের (গোপীগণের) পতিত্ব, নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় ইত্যাদি

শ্রীকৃষ্ণস্তাদৃশ-ক্রীড়াসাধনং দেহং ভজতে নিত্যমেবাশ্রয়তি (শ্রীগোস্বামিচরণ) শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ ক্রীড়াসাধন-দেহ নিত্যই আশ্রয় করিয়া আছেন।

(১) পাতম্মন্য—গোপগণ মনে করেন, আমরা গোপীগণের পতি; বাস্তবিক তাঁহাদের পাত নহেন। গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রাণ-পাত, এইজন্য বলা হইল পাতম্মন্য। অনেক-জন্ম-সিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা। গৌতমীয়-তন্ত্রে—শ্রীকৃষ্ণই গোপীগণের পতিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। এই সম্বন্ধে পরে বহু বিচার উপস্থিত করা হইবে।

(২) গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের পরদার নহেন, তাঁহারই প্রেয়সী। তবে যোগমায়া-প্রভাবে পরদার-ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তিকে যথার্থ স্বীকার করিলেও দোষ হয় না। কারণ, তিনি নিখিল প্রাণীর অন্তর্য্যামী সুতরাং গোপীগণেরও অন্তর্য্যামী—যিনি সতত হৃদয়-বিহারী, তাঁহার সহিত সঙ্গমে কোন দোষ হইতে পারেনা।

কৃষ্ণায়েত্যাদিবক্ষ্যমাণদিশা, তেষাং তাসাঞ্চ প্রাতীতিকমাত্রং, ন তু দৈহিকম্। তাদৃশপ্রতীতিসম্পাদনঞ্চ তাসামুৎকণ্ঠাপোষার্থমিতি তৎ-প্রকরণসিদ্ধান্তস্য পরাকাষ্ঠা দর্শিতা॥১০॥৩৩॥ শ্রীশুকঃ॥১৭১॥

এবং তত্তল্লীলাভেদেনৈকস্যাপি তত্তৎস্থানস্য প্রকাশভেদঃ শ্রীবিগ্রহ-বৎ। তদুক্তম্—বৃক্ষঃ পরমং পদমবভাতি ভূরীতি শ্রুত্যা। তত্র ত্বিতরলীলান্তঃপাতিভিঃ প্রায়শ ইতরলীলাবকাশবিশেষো নোপ-লভ্যতে। দৃশ্যতে চ প্রকটলীলায়ামপ্যসঙ্করীভাবেনৈব বিচিত্রাবকা-শত্বম্। যথা দ্বাদশযোজনমাত্রপ্রমিতায়ামেব দ্বারকান্তঃপুর্য্যাং ক্রোশদ্বয়প্রমিতগৃহকোটিপ্রভৃতিবস্তূনি। যথা স্বল্পে গোবর্দ্ধনগর্ত্তে তদসংখ্যগোকুলপ্রবেশঃ। যথা ব্রহ্মণা দৃষ্টা বৃন্দাবনস্য সবৃক্ষতৃণপক্ষা-

(১) পরবর্ত্তী শ্রীশুকোক্তির অনুরূপ (গোপ-গোপীগণের) প্রাতীতিক মাত্র, দৈহিক নহে। ব্রজসুন্দরীগণের উৎকণ্ঠা-পোষণ জন্য এই প্রতীতি-সম্পাদন করা হই-য়াছে, ইহা সেই (পরবর্ত্তী)-প্রকরণ ঘটিত সিদ্ধান্তের পরাকাষ্ঠা, পরে তাহা প্রদর্শিত হইবে॥১৭১॥

লীলাভূমির প্রকাশভেদ।

এই শ্রীবৃন্দাবনাদিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রকটাপ্রকট উভয়লীলা বিদ্যমান আছে। এক শ্রীকৃষ্ণ যেমন লীলার্থ বহুপ্রকাশ আবিষ্কার করেন, এক ধামেরও তেমন লীলাধিষ্ঠান-জন্য প্রকাশভেদ ঘটিয়া থাকে। তাহা—"সর্ব্বাভীষ্টদাতা শ্রীহরির পরমস্থান বহুধা প্রকাশ-প্রাপ্ত হয়েন"—এই শ্রুতিতে ব্যক্ত আছে। প্রকাশ-ভেদ হইলেও কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ লীলাস্থান-সমূহের এক লীলাস্থান দ্বারা অন্য লীলার স্থান প্রায়শঃ আক্রান্ত হয় না। প্রকটলীলাতেও অসঙ্করীভাবে (এলোমেলোভাবে, না মিশিয়া) লীলাসকল সমাহিত হইতে পারে, ধাম-সমূহে এমন বিচিত্র অবকাশ আছে দেখা যায়। যথা—দ্বাদশ-যোজন মাত্র পরিমিত দ্বারকান্তঃপুরে ক্রোশদ্বয়-পরিমিত গৃহ-কোটী প্রভৃতি বস্তুর সমাবেশ। যথা—অল্প-পরিমিত গোবর্দ্ধন-গর্ত্তে সেই অসংখ্য গোকুলের প্রবেশ। যথা—ব্রহ্ম-

(১) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ১৪৫ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

ত্ববকাশতা ব্রহ্মাণ্ডাদ্যনন্তবস্ত্ববকাশতা চ। যথা চ শ্রীনারদদৃষ্টযোগমায়াবৈভবে সমকালমেব দ্বারকায়াং প্রাতস্ত্যমাধ্যাহ্নিকসায়ন্তনলীলা ইত্যাদি। তদেবং বৃন্দাবনস্য তাবৎ প্রকাশভেদা উদাহ্রিয়ন্তে। তত্রাপ্রকটলীলানুগতো যথা যামলে রুদ্রগৌরীসম্বাদে—বীথ্যাং নিবাসোঽধরমধুসুবচস্তত্র সন্তানকানামেকে রাকেন্দুকোট্যাতপবিশদকরাস্তেষু চৈকে কমন্তে। রামে রাত্রেরিরামে সমুদিততনপরদ্যোতিসিন্ধুপমেয়া রত্নাঙ্গানাং সুবর্ণাচতমুকুররুচস্তেভ্য একে দ্রুমেন্দ্রাঃ। যৎকুসুমং যদা মৃগ্যং যৎ ফলঞ্চ বরাননে। তত্তদৈব প্রসূয়ন্তে বৃন্দাবনসুরদ্রুমাঃ। অর্থশ্চ, হে অধরমধুসুবচঃ অধরমধুতুল্যানি সুবচাংসি যস্যাঃ তথাভূতে, হে গৌরি, তত্র শ্রীবৃন্দাবনে রত্নাঙ্গানাং সন্তান-

---

মোহন-লীলায় ব্রহ্মা দেখিলেন, শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষ-তৃণ-পক্ষ্যাদির যথাযোগ্য অবকাশ থাকা সত্ত্বেও তাহাতে ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি অনন্ত বস্তুর অবকাশ রহিয়াছে। অপর দৃষ্টান্ত যথা—শ্রীনারদ-দৃষ্ট যোগমায়া-বৈভবে সমকালে দ্বারকায় প্রাতঃকালীয়, মাধ্যাহ্নিক ও সায়ন্তনলীলার সমাবেশ।

সকল ধামেরই এই প্রকার বিচিত্র লীলা-সমাধানের জন্য প্রকাশ-ভেদ ঘটিয়া থাকে। এখন এস্থলে শ্রীবৃন্দাবনের প্রকাশভেদ-সমূহ উদাহৃত হইতেছে। তন্মধ্যে অপ্রকটলীলানুগত প্রকাশভেদ যথা—যামলে রুদ্র-গৌরী-সম্বাদে—হে অধর-মধু-সুবচঃ! হে গৌরি! শ্রীবৃন্দাবনের প্রতি-বীথিতে (১) (পথে পথে) রত্নময়-অঙ্গ-কল্পবৃক্ষ-সমূহের অবস্থিতি। তন্মধ্যে কতিপয় বৃক্ষশ্রেষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র-কোটি-কিরণ-সমুজ্জ্বল। হে রামে! আর কতিপয় বৃক্ষ নিশাবসানে সমুদিত-সূর্য্যদ্যুতিরাশি-তুল্য দ্যুতিবিশিষ্ট-রূপে বিরাজ করিতেছে। আর কতিপয় বৃক্ষ এ সকল বৃক্ষ হইতেও দীপ্তিশালী; সে সকল বৃক্ষের দ্যুতি সুবর্ণ-রচিত মুকুরের সদৃশ। হে বরাননে! যে ফুল, যে ফল যখন অনুসন্ধান করা যায়, বৃন্দাবনের কল্পবৃক্ষসমূহ সেই ফুল, সেই ফল তখনই প্রসব করে।" ব্রহ্ম-

---

(১) পঙ্‌ক্তি-বর্ত্ম গৃহাঙ্গেষু বীথির্নীথিচ বীথিকা। ইতি রত্নকোষ।

কানাং মধ্যে একে দ্রুমেন্দ্রা রাকেন্দুকোট্যাতপবিশদকরাঃ। হে রামে, তেষু সন্তানকেষু চ একে রাত্রেবিরামে সমুদিততপনদ্যোতি-সিন্ধূপমেয়াঃ কমন্তে বিরাজন্তে। তেভ্য স্তানপ্যতিক্রম্য একে কমন্তে। কথম্ভূতাঃ সুবর্ণাচিতমুকুররুচ ইতি। তত্র চ যদা যৎ কুসুমং মৃগ্যং ভবতি, যদা চ যৎ ফলং মৃগ্যং ভবতি, তদৈব তদ্‌বৃন্দাবনসুর-দ্রুমাঃ প্রসূয়ন্ত ইতি। এবং ব্রহ্মসংহিতায়ামপি আদিপুরুষগোবিন্দ-স্তোত্র এব—শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্। কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ। স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ সরতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ। ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয় ইতি। জ্যোতির্লৌকিক-লীলামাধুর্য্যায় মহাপ্রলয়েঽপ্যনশ্বরং সূর্য্যাদিরূপং যত্তত্র বর্ত্ততে তথা তেষামাস্বাদ্যমপি যৎকিঞ্চিত্তৎ সর্বং চিদানন্দরূপং পরমপি পরমতত্ত্ব-মেব ন তু প্রাকৃতম্। চন্দ্রার্কয়োঃ স্থিতিশ্চ তত্র বিলক্ষণত্বেনৈব

সংহিতায় আদিপুরুষ-গোবিন্দ-স্তোত্রেও এইরূপ দেখা যায় "যেস্থানে লক্ষ্মীগণ—কান্তা, পরমপুরুষ—কান্ত, বৃক্ষসকল—কল্পতরু, ভূমি—চিন্তামণি-গণময়ী, জল—অমৃত, কথা—গান, গমন—নৃত্য, বংশী—প্রিয়সখী, জ্যোতিও আস্বাদ্য-অপ্রাকৃত চিদানন্দ, সুরভীসকল হইতে সুমহান্ ক্ষীরসমুদ্র প্রবাহিত হয়, নিমেষার্দ্ধাখ্য সময়ও অতীত হয় না, সেই শ্বেত-দ্বীপকে আমি ভজন করি; যাহাকে এজগতে অল্প কতিপয় সাধুপুরুষ গোলোক বলিয়া অবগত আছেন।" সংহিতা-শ্লোকার্থ—সে ধাম যদিও স্বপ্রকাশ—নিজ দীপ্তিতে উজ্জ্বল, তথাপি লৌকিক-লীলা-মাধুর্য্য নির্ব্বাহের জন্য তথায় মহাপ্রলয়ে (প্রাকৃতিক প্রলয়—যে প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হয়) অবিনশ্বর সূর্য্যাদিরূপ জ্যোতি তথায় বিদ্যমান আছে, সেই জ্যোতি এবং গোলোকবাসিগণের আস্বাদ্য যত বস্তু, সমুদয়ই চিদানন্দরূপ—পরমতত্ত্ব-বস্তু, প্রাকৃত বস্তু নহে। তথায় চন্দ্র-সূর্য্যের

গৌতমীয়তন্ত্রে কথিতা। সমানোদিতচন্দ্রার্কমিতি হি বৃন্দাবনবিশেষণম্। সমানত্বঞ্চ রাত্রৌ রাত্রৌ রাকাচন্দ্রময়ত্বাদিতি। অপি চেতি পরেণান্বয়ঃ। রসাবেশেন তদজ্ঞানাদেব সময়ো ন ব্রজতীত্যুক্তম্। অন্যথা পৌর্বাপর্য্যাভাবে সতি চেষ্টাত্মিকায়া লীলায়াঃ স্বরূপহানিঃ স্যাৎ। শ্বেতং শুভ্রং দোষরহিতমিত্যর্থঃ। দ্বীপং তদিবান্যাসঙ্গশূন্যং সর্বতঃ পরিমিত্যর্থঃ। তদুক্তং শ্রুত্যা—যথা হি সরসি পদ্মং তিষ্ঠতি তথা ভূম্যাং তিষ্ঠতীতি। কিঞ্চ ব্রহ্মসংহিতায়ামেব তৎস্ত-

---

বিলক্ষণরূপে স্থিতি গৌতমীয়-তন্ত্রে "সমানোদিত-চন্দ্রার্ক"—শ্রীবৃন্দাবনের এই বিশেষণে কথিত হইয়াছে। প্রতিরাত্রিতে পূর্ণচন্দ্র উদিত হয় বলিয়া, সমানোদিত-চন্দ্র বলা হইয়াছে (বলা বাহুল্য অর্ক—সূর্য্য প্রতিদিবসে সমান উদিত হয়)। 'যত্রাপি'র অপি-শব্দের পরবর্ত্তী ভজে শ্বেতদ্বীপং ইত্যাদি শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে অর্থাৎ ব্রহ্মা পূর্ব্বে বলিয়াছেন—"গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি—আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি", তারপর বলিলেন—"শ্বেতদ্বীপমপি ভজে—শ্বেতদ্বীপকেও ভজন করি;"—শ্রীগোবিন্দ এবং শ্রীগোবিন্দ-ধাম উভয়ই ভজনীয়, ইহাই তাৎপর্য্য। সেই গোলোকের অধিবাসিসকল লীলারসে আবিষ্ট বলিয়া, কাহারও সময়ের অনুসন্ধান থাকে না, এইজন্য বলা হইল, তথায় "সময় যায় না"। অন্যথা—যদি তথায় কালের পরিবর্ত্তন না ঘটে, তবে পৌর্ব্বাপর্য্যাভাবে চেষ্টাত্মিকা-লীলার স্বরূপ-হানি ঘটে। যেমন প্রাতঃকালে জাগরণ, মুখ-প্রক্ষালনাদি প্রাতর্লীলা; আসঙ্গব-সময়ে গোষ্ঠ-গমন ইত্যাদি; যদি তথায় সময়ের আবর্ত্তন না থাকে, তবে বিভিন্ন-কালোচিত-লীলা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। তবে, সেই আবর্ত্তন কালের নিয়মানুসারে না হইয়া লীলানুসারে হইয়া থাকে, এই বিশেষ আছে; এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শ্বেতদ্বীপ—শ্বেত—শুভ্র, দোষরহিত; দ্বীপ—দ্বীপ যেমন সমুদ্র-মধ্যে থাকিয়া পৃথিবীর অন্য স্থানের সঙ্গশূন্য থাকে, তদ্রূপ অন্য-সঙ্গশূন্য অর্থাৎ নিখিল স্থান হইতে শ্রেষ্ঠ। সরোবরে যেমন (জল-সম্পর্ক-শূন্য হইয়া) পদ্ম অবস্থান করে, তদ্রূপ গোলোক (পার্থিব-সম্পর্ক শূন্য হইয়া) পৃথিবীতে অবস্থান করে ইত্যাদি

বাদৌ— চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসুকল্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষ্বেত্যাদি। এবং নারদ-পঞ্চরাত্রেচ শ্রুতিবিদ্যাসংবাদে,—ততঃ শ্বেতমহাদ্বীপশ্চতুর্দিক্ষু বিদিক্ষু চ। অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ দিঙ্‌নাথাস্তোয়ং ক্ষীরামৃতার্ণবঃ। মহাবৃন্দাবনং তত্র কেলিবৃন্দাবনানি চ। বৃক্ষাঃ কল্পদ্রুমাশ্চৈব চিন্তামণিময়ী স্থলী। ক্রীড়াবিহঙ্গলক্ষঞ্চ সুরভীণামনেকশঃ। নানাচিত্রবিচিত্রশ্রীরাসমণ্ডল-ভূময়ঃ। কেলিকুঞ্জনিকুঞ্জানি নানাসৌখ্যস্থলানি চ। প্রাচীরচ্ছত্র-রত্নানি ফণাঃ শেষস্য ভান্ত্যহো। যচ্ছিরোরত্নবৃন্দানামতুলদ্যুতি-বৈভবঃ। ব্রহ্মেব রাজতে তত্র রূপং কো বক্তুমর্হতীতি। ইত্থং শ্রীবৃন্দাবনস্যাপ্রকটলীলানুগতপ্রকাশ এব গোলোক ইতি ব্যাখ্যা-তম্। তত্র প্রকটলীলায়া দ্বৈবিধ্যে মন্ত্রোপাসনাময্যাং কিঞ্চিদ্বিল-

---

তাপনী-শ্রুতিতে দ্বীপের মত ঐ স্থানের অবস্থিতি উক্ত হইয়াছে। সেই ব্রহ্ম-সংহিতায় ব্রহ্মস্তবের আদিতে আরও বলিয়াছেন—"চিন্তামণিরাশি-নির্ম্মিত গৃহ ইত্যাদি" (১)। ইহাও অপ্রকট-প্রকাশের বর্ণনা।

এই প্রকার নারদ-পঞ্চরাত্রে শ্রুতি-বিদ্যা-সংবাদে—"তদনন্তর শ্বেতদ্বীপের শোভা বর্ণিত হইতেছে। তাহার চতুর্দ্দিক-বিদিক্, (কোণ-চতুষ্টয়) ঊর্দ্ধ ও অধঃ—এই দশদিকে দশদিক্-পাল অবস্থিত। জল সেখানে ক্ষীরামৃত-সমুদ্র, মহা-বৃন্দাবন ও কেলি-বৃন্দাবন-সকল বিরাজ করিতেছে। বৃক্ষসকল কল্পবৃক্ষ। ভূমি চিন্তামণিময়ী। লক্ষ ক্রীড়া-বিহঙ্গ, বহুপ্রকার সুরভীযূথ, নানা-চিত্র-বিচিত্র রাসমণ্ডল-ভূমি, কেলি-নিকুঞ্জসমূহ, নানা সৌখ্যস্থল তথায় শোভা পাই-তেছে। অহো! প্রাচীর-ছত্রের রত্নসমূহ শেষের ফণার মত দীপ্তি পাইতেছে। সেই প্রাচীর-সমূহের শিরোরত্ন-সমূহের অতুল-দ্যুতি-বৈভব ব্রহ্মের মত দীপ্তি পাইতেছে; তাহার শোভা বর্ণন করিতে কে সমর্থ হইবে?" ইতি। এই প্রকারে শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রকট লীলানুগত প্রকাশই গোলোক, ইহা ব্যাখাত হইল। তাহাতে অপ্রকটলীলার স্বারসিকী মন্ত্রোপাসনাময়ী—এই দ্বৈবিধ্যে মন্ত্রোপাসনাময়ীতে যে প্রকাশ, তাহা কিঞ্চিদ্বিলক্ষণ। তাহা সেই সেই মন্ত্র

---

(১) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ২৭৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ক্ষণঃ। স চ তত্তন্মন্ত্রেষু যথাদর্শিতপ্রতিনিয়তলীলাস্থানসন্নিবেশঃ। যথা পূর্বতাপন্যাম্। যথা চ স্কান্দে শ্রীনারদবাক্যম্—যস্মিন্ বৃন্দাবনে পুণ্যং গোবিন্দস্য নিকেতনম্। তৎসেবকসমাকীর্ণং তত্রৈব স্থীয়তে ময়া। ভুবি গোবিন্দবৈকুণ্ঠং তস্মিন্ বৃন্দাবনে নৃপ। যত্র বৃন্দাদয়ো ভৃত্যাঃ সন্তি গোবিন্দলালসা ইতি। অথ প্রকটলীলানুগতপ্রকাশঃ শ্রীবিষ্ণুপুরাণহরিবংশাদৌ প্রসিদ্ধঃ। স এষ এব প্রকাশস্তদানীং প্রাকৃতৈরপি কৈশ্চিৎ ভাগ্যবিশেষোদয়বদ্ভির্দৃশ্যে সংপ্রত্যস্মাভিরপি তদংশো দৃশ্যতে। অত্র তু যৎ প্রাকৃতপ্রদেশ ইব রীতয়ো-

---

সকলের ধ্যানে প্রতি-নিয়ত-লীলাস্থান-সন্নিবেশ যেমন দেখান হইয়াছে, তদ্রূপ। যথা—পূর্ব্বতাপনীতে গোবিন্দং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহং ইত্যাদি (১) শ্রুতি। অপর দৃষ্টান্ত যথা—স্কন্দপুরাণে শ্রীনারদ-বাক্য—"যে বৃন্দাবনে পবিত্র গোবিন্দের মন্দির, তাঁহার সেবকগণে সমাকীর্ণ সেই স্থানেই আমি অবস্থান করি। হে নৃপ! সেই বৃন্দাবন পৃথিবীতে গোবিন্দ-বৈকুণ্ঠ—যে স্থানে গোবিন্দাভিলাষিণী বৃন্দা প্রভৃতি ভৃত্যাগণ অবস্থান করিতেছেন। ইতি।

অনন্তর প্রকট-লীলানুগত প্রকাশের কথা বলা হইতেছে। তাহা বিষ্ণুপুরাণ-হরিবংশ-প্রভৃতিতে প্রসিদ্ধ আছে। সেই প্রসিদ্ধ এই (২) প্রকাশ, প্রকটলীলা-কালে যাহাদের ভাগ্য-বিশেষোদয় হইয়াছিল, এমন কোন কোন প্রাকৃতজনও দর্শন করিয়াছিল। সম্প্রতি এই প্রকাশের অংশবিশেষ আমরাও দেখিয়া থাকি। অস্মদ্দৃশ্যমান প্রকাশে যে প্রাকৃত প্রদেশের মত রীতি দেখা যায়, তাহা শ্রীভগবানের মত স্বেচ্ছাক্রমে লৌকিক লীলা-বিশেষ-নিবন্ধন—ইহাই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রীভগবান যেমন স্বেচ্ছাক্রমে লৌকিক-লীলা অঙ্গীকার করিয়া কোন কোন লোক-চেষ্টা প্রকাশ করেন, শ্রীধাম-সমূহও তদ্রূপ নরলোকে-প্রাকট্য-হেতু লৌকিক-লীলাবিশেষ অঙ্গীকার করিয়া জাগতিক প্রদেশ-বিশেষে

---

(১) ২২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) অস্মদ্দৃশ্যমান বর্ত্তমান প্রকাশে প্রকট-প্রকাশ আবির্ভূত হয়েন বলিয়া 'এষঃ' পদে সাক্ষান্নির্দ্দেশ করিলেন।

হবলোক্যন্তে তত্তু শ্রীভগবতীব স্বেচ্ছয়া লৌকিকলীলাবিশেষাঙ্গীকারনিবন্ধনমিতি জ্ঞেয়ম্। শ্রীভগবদ্ধাম্নাং তেষাং সর্বথা প্রপঞ্চাতীতত্বাদিগুণৈঃ শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং কৃতপ্রমাণত্বাৎ। অতএবোক্তমাদিবারাহে। বসন্তি যে মথুরায়াং বিষ্ণুরূপা হি তে খলু। অজ্ঞানাস্তান্ন পশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষ ইতি। তদেতন্মূলপ্রমাণেঽপ্যপ্রকটলীলানুগতঃ প্রকাশঃ শ্রীবৃন্দাবনস্য—তে চৌৎসুক্যধিয়ো রাজন্ মত্বা গোপাস্তমীশ্বরমিত্যাদৌ দর্শিত এব। প্রকটলীলানুগতো যথা। অহো অমী দেববরামরার্চ্চিতং পাদাম্বুজং তে সুমনঃফলার্হণম্। নমন্ত্যুপাদায় শিখাভিরাত্মনস্তমোপহত্যৈ তরুজন্ম যৎকৃতমিত্যাদি ॥১৭২

যে সকল রীতি দেখা যায়, সে সকল রীতি প্রকাশ করেন। যেমন—বৃন্দাবনের কোনস্থান যমুনা-প্রবাহে ভাঙ্গিতেছে, কোথাও নূতন চড়া পড়িতেছে, কোন স্থানে বন সৃষ্টি হইতেছে, কোথাও বন প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে; লীলা-নিবন্ধন ধামের এ সকল পরিবর্ত্তন দেখা যায়, এ সকল কালকৃত পরিণাম নহে। যেহেতু অস্মদ্দৃশ্যমান ধাম-সকলের প্রপঞ্চাতীত্বাদিগুণ-নিবন্ধন ভগবৎসাদৃশ্য (প্রপঞ্চাতীত ভগবানের লীলাহেতু প্রাপঞ্চিক চেষ্টা প্রকাশের মত প্রপঞ্চাতীত ধামের প্রাপঞ্চিক রীতি-প্রদর্শন) শ্রুতি-স্মৃতি-দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে; এই জন্য আদিবারাহে উক্ত হইয়াছে—"মথুরায় যাহারা বাস করে তাহারা নিশ্চয়ই বিষ্ণুরূপধারী। অজ্ঞগণ তাহাদিগকে দেখিতে পায়না, জ্ঞানচক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ দেখিয়া থাকে।"

লীলাভেদে যে ধামের প্রকাশভেদ ঘটে তাহা এই মূল—শ্রীমদ্ভাগবতপ্রমাণেও শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রকট-লীলানুগত প্রকাশের বিষয় তেচোৎসুক্য-ধিয়ো রাজন্ (১) ইত্যাদি প্রকরণে প্রদর্শিত হইয়াছে। আর, প্রকট-লীলানুগত প্রকাশ-বিশেষ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতীয় পদ্য যথা—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীবলদেবকে বলিলেন—"হে দেববর! যাহারা তমোনাশের জন্য তরুজন্ম প্রকটন করিয়াছে, সেই বৃন্দাবনস্থ বৃক্ষ-সকল ফুল-ফল উপহার দিয়া শিখাসমূহ-দ্বারা অমরার্চ্চিত আপনার চরণকমলে প্রণাম করিতেছে।"১০।১৫।৫॥১৭২

(১) ৩৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আত্মনঃ সুমনঃফলরূপমর্হণমুপাদায়াত্মন এব শিখাভির্নমন্তি। যদ্ যৈঃ। শৃণ্বতাং পশ্যতাঞ্চ সংসারিণাং তমোঽপহত্যৈ তরুজন্মৈতৎ-কৃতমিতি। যৎকৃতমিতি তৃতীয়াতৎপুরুষো বা ॥১॥১৫॥ শ্রীভগবান্ শ্রীবলদেবম্ ॥ ১৭২ ॥

যথা চ, সপদ্যেবাভিতঃ পশ্যন্ দিশোঽপশ্যৎ পুরঃ পুনঃ। বৃন্দাবনং জনাজীব্যদ্রুমাকীর্ণং সমাপ্রিয়ম্। যত্র নৈসর্গদুর্বৈরাঃ সহাসন্নৃমৃগাদয়ঃ মিত্রাণীবাজিতাবাসদ্রুতরুট্তর্ষাদিক ইত্যাদি ॥১৭৩॥

সমানামত্মারামাণাম্ অপি সমস্য সহচরস্য শ্রীভগবতোঽপিবা আ সর্বতোভাবেন সর্বাংশেনৈব প্রিয়মিতি। তত্রাতদংশত্বং নিষিধ্য

শ্লোকার্থ—সেই বৃক্ষগণ নিজের ফুল-ফলরূপ-পূজোপহার লইয়া আপনাদের শিখা সমূহ-দ্বারা ভবদীয় চরণকমলে প্রণাম করিতেছে, যাহাদিগকর্তৃক শ্রোতা এবং দ্রষ্টা এমন সংসারিগণের তমোনাশের জন্য তরুজন্ম অঙ্গীকৃত হইয়াছে। অর্থাৎ বৃন্দাবনের বৃক্ষসকলের কথা শ্রবণ করিলে, বা সে সকল বৃক্ষ-দর্শন করিলে সংসারিগণের তমোনাশ হইবে, এই জন্য যাঁহারা বৃন্দাবনের বৃক্ষত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাঁহারা উক্তরূপে শ্রীবলদেবের চরণে প্রণাম করিতেছেন। অথবা যৎকৃতম্—এস্থলে তৃতীয়া-তৎপুরুষ সমাস হইয়াছে, তাহাতে অর্থ হইতেছে (যেন সুমনঃফলার্হেনেন তরুজন্মকৃতম্, তৎসুমনঃফলার্হনং উপাদায় তে পদাম্বুজং নমন্তি) যদ্দ্বারা কৃত যৎকৃত তরুজন্ম। অর্থাৎ শ্রীভগবচ্চরণে ফুল-ফল অর্পণ করিয়া বৃন্দাবনের বৃক্ষত্ব লাভ করিয়াছিল, এখন আবার তাহারা সেই ফুল-ফল অর্পণ করিয়া আপনার (শ্রীবলদেবের) চরণে প্রণাম করিতেছে।

প্রকটলীলানুগত প্রকাশ-সম্বন্ধে অন্য প্রমাণ—ব্রহ্মমোহনলীলায় "ব্রহ্মা সকলদিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে হঠাৎ সম্মুখে দেখিলেন, জনগণের জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী বহু-বৃক্ষাকীর্ণ সমাপ্রিয় বৃন্দাবন বিরাজ করিতেছে, যাহাতে স্বভাবতঃ পরস্পর দুর্নিবার শত্রুতা-বিশিষ্ট মনুষ্য পশু প্রভৃতি প্রাণিগণ মিত্রের ন্যায় বাস করিতেছে। আর, সেই ভগবন্নিবাস-ভূমি হইতে ক্রোধ-লোভাদি পলায়ন করিয়াছিল।" ১০।১৩।৫৪—৫৫॥১৭৩॥

সমাপ্রিয়—সম—আত্মারামগণেরও, কিম্বা সম—সহচরের—শ্রীভগবানের ও, আ—সর্ব্বতোভাবে—সর্ব্বাংশে প্রিয়, সমাপ্রিয়। এই শ্লোকে বৃন্দাবনের মায়া

সর্বতোঽপ্যানন্দাতিশয়প্রদত্বং প্রদর্শিতম্ ॥১০॥১৩॥ শ্রীশুকঃ ॥১৭৩॥

তদেবং শ্রীকৃষ্ণলীলাস্পদত্বেন তান্যেব স্থানানি দর্শিতানি। তচ্চাবধারণং শ্রীকৃষ্ণস্য বিভুত্বে সতি ব্যাভিচারি স্যাত্তত্র সমাধীয়তে তেষাং স্থানানাং নিত্যতল্লীলাস্পদত্বেন শ্রূয়মাণত্বাৎ তদাধারশক্তি-লক্ষণস্বরূপবিভূতিত্বমবগম্যতে। স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নীতি শ্রুতেঃ। সাক্ষাদ্ব্রহ্ম গোপালপুরীত্যাদেশ্চ। ততস্ত-ত্রৈবাব্যবধানেন তস্য লীলা। অন্যেষাং প্রাকৃতত্বাৎ ন সাক্ষাত্তৎ-

---

অংশত্ব-নিষেধ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রচুর-আনন্দ-প্রদত্ব-প্রদর্শিত হইল। কারণ, মায়িক-অংশ আত্মারামগণ বা শ্রীভগবানের প্রিয় হইতে পারে না। শ্রীবৃন্দাবন সর্ব্বাংশে তাঁহাদের প্রিয় বলিয়া সর্ব্বাংশে অপ্রাকৃত পরমানন্দময় বুঝিতে হইবে ॥১৭৩॥

প্রকটাপ্রকট-লীলা-সমন্বয়।

এই প্রকারে শ্রীদ্বারকা মথুরা বৃন্দাবন—এ সকল স্থান শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্পদ, তাহা যে দেখান হইল, সেই অবধারণ—নিশ্চয়তা শ্রীকৃষ্ণের বিভুত্ব-নিবন্ধন ব্যভিচারী হয় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কেবল উক্ত ধামত্রয়ে লীলা করেন এইরূপ নিশ্চয়-তার পর যখন শ্রীকৃষ্ণের বিভুত্ব উপস্থিত করা হয়, তখন ঐ নিশ্চয়তার ব্যভিচার ঘটে; বিভুবস্তু কোনস্থানে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারেনা, তাহা সর্ব্বব্যাপী। এখন এই (বিভুর নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থিতিরূপ) বিরোধের সমাধান করা যাই-তেছে—সেই সকল স্থান নিত্য-লীলাস্পদ বলিয়া শ্রবণ করা যায়; এই জন্য সে সকল ধাম শ্রীকৃষ্ণের আধার-শক্তি-লক্ষণ-স্বরূপ বিভূতি বুঝিতে হইবে। কারণ, শ্রুতিতে উক্ত—হইয়াছে—"হে ভগবন্! সেই ভূমাখ্য শ্রীহরি কোথায় অব-স্থিত আছেন? তিনি নিজ বিভূতিতে প্রতিষ্ঠিত আছেন।" ছান্দোগ্য। "গোপালপুরী সাক্ষাদ্ব্রহ্ম। (১) তাপনী। সুতরাং এই সকল ধামে শ্রীকৃষ্ণ অব্যবধানে—অবিচ্ছেদে লীলা করেন। প্রাকৃত-হেতু পৃথিব্যাদি-স্থানে তাঁহার

---

(১) ৩০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্পর্শোঽপি সম্ভবতি ধারণশক্তিস্তু নতরাম্। যত্র ক্বচিদ্বাপ্রকট-লীলায়াং তদ্গমনাদিকং শ্রূয়তে, তদপি তেষামাধারশক্তিরূপাণাং স্থানানামাবেশাদেব মন্তব্যম্। বৈকুণ্ঠান্তরস্য ত্বপ্রাকৃতত্বেঽপি শ্রীকৃষ্ণ-বিলাসাস্পদতাকরনিজযোগ্যতাবিশেষাভাবান্ন তাদৃশত্বমিতি জ্ঞেয়ম্। অথাপ্রকটপ্রকটলীলয়োঃ সমন্বয়স্ত্বেবং বিবেচনীয়ঃ। তত্র যদ্যপি তস্যাপ্রকটলীলায়াং বাল্যাদিকমপি বর্ত্ততে, তথাপি কিশোরাকার-স্যৈব মুখ্যত্বাৎ, তমাশ্রিত্যৈব সর্বং প্রবর্ত্ততে ইতি প্রকটলীলাপি তমাশ্রিত্যৈব বক্তব্যা। যথা দ্বারকায়ামপি মথুরায়ামপি বৃন্দাবনে-ঽপি যুগপদেক এব কিশোরাকৃতিঃ শ্রীকৃষ্ণাখ্যো ভগবান্ শ্রীমদানক-

---

সাক্ষাৎ-স্পর্শ-সম্ভাবনাও নাই। সুতরাং (এ সকল স্থানের) তাঁহাকে ধারণ করিবার শক্তির নিতান্ত অভাবের কথা বলা বাহুল্য মাত্র। আর, প্রকট-লীলায় কখন কখন অন্যত্র যে যে স্থানে গমন করেন বলিয়া শুনা যায়, সে সে স্থানেও সেই আধার-শক্তিরূপ স্থান-সমূহের আবেশহেতু তাঁহার গমন সম্ভব হয় অর্থাৎ দ্বারকা হইতে শ্রীকৃষ্ণ যখন অন্যত্র—যেমন মিথিলায় গেলেন, তখন দ্বারকা-ধাম মিথিলায় আবিষ্ট হইয়াছিলেন—সর্ব্বত্র এইরূপ মনে করিতে হইবে। পক্ষান্তরে বন-বৈকুণ্ঠ-বৃন্দাবন ছাড়া অন্য বৈকুণ্ঠ অপ্রাকৃত হইলেও শ্রীকৃষ্ণের বিলাসাস্পদতাকর নিজ যোগ্যতা-বিশেষের অভাবহেতু, তাদৃশ (দ্বারকাদির মত) শ্রীকৃষ্ণ-লীলাস্পদ হইতে পারেনা। অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠও শ্রীকৃষ্ণলীলার যোগ্য-স্থান নহে।

অনন্তর অপ্রকট-প্রকট-লীলার সমন্বয়-সম্বন্ধে এইরূপ বিবেচনা করা যায়ঃ—যদিও তাঁহার (শ্রীভগবানের) অপ্রকট-লীলায় বাল্যাদি-ভাবও আছে, তথাপি কিশোর-আকারেরই মুখ্যত্ব-হেতু সেই আকার আশ্রয় করিয়াই সমস্ত লীলা প্রবর্ত্তিত হয়; আর প্রকট-লীলাও অপ্রকট প্রকাশস্থিত কিশোর-আকার আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয়; লীলা-সমন্বয়-বিষয়ে ইহাই বক্তব্য। যথা,—

দুন্দুভিব্রজরাজনন্দনরূপেণ প্রাপঞ্চিকলোকাপ্রকটং নিত্যমেব লীলায়মান আস্তে। অথ কদাচিৎ ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেম হি স্ত্রিয় ইত্যাদ্যুক্তদিশা সত্যপ্যানুষঙ্গিকে ভূভারহরণাদিকে কার্য্যে, স্বেষামানন্দচমৎকারপোষায়ৈব লোকেঽস্মিং স্তদ্রীতি-সহযোগ-চমৎকৃত-নিজজন্ম-বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরাত্মক-লৌকিকলীলাঃ প্রকটয়ন্ তদর্থং প্রথমতএবাবতারিত শ্রীমদানকদুন্দুভিগৃহে তদ্বিধ-যদুবৃন্দ-সংবলিতে স্বয়মেব বালরূপেণ প্রকটীভবতি। অথ চ তত্র তত্র স্থানে

দ্বারকা-মথুরা-বৃন্দাবন (১) তিন স্থানেই যুগপৎ একই কিশোরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণাখ্য ভগবান্ শ্রীবসুদেব-নন্দন ও ব্রজরাজ-নন্দনরূপে প্রাপঞ্চিক লোকের অগোচরে নিত্য লীলায়মান আছেন।

অতঃপর প্রকট-লীলায় অবতরণের বিষয় বলিতেছেন—

তথা পরমহংসানাং মুনীনামমলাত্মনাং।
ভক্তিযোগ-বিধানার্থং কথং পশ্যেম হি স্ত্রিয়ঃ॥

১।৮।১৯

"অমলাত্মা-মুনিগণ-মধ্যে যাঁহারা পরমহংস—আত্মারাম তাঁহাদের ভক্তিযোগ-বিধানার্থ তুমি (শ্রীকৃষ্ণ) অবতীর্ণ হইয়াছ। আমরা স্ত্রী-জাতি, সেই তোমাকে কিরূপে দর্শন করিব?"—এই শ্রীকুন্তি-বাক্যাদি-অনুসারে ভূভার হরণাদি আনুষঙ্গিক কার্য্য থাকিলেও কদাচিৎ পরিকরবর্গের আনন্দ-চমৎকার-পোষণার্থ এই জগতে লৌকিকরীতি-সংযোগে অপূর্ব্ব নিজ জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড এবং কৈশোরাত্মক-লৌকিক-লীলা-প্রকটন করেন। তজ্জন্য (লৌকিক-লীলা-সম্পাদন-জন্য) প্রথমে অবতারিত শ্রীবসুদেব-গৃহে—যে গৃহ তত্তুল্য-যদুবৃন্দ-সংবলিত সেই গৃহে নিজেই বালকরূপে প্রকটিত হয়েন। পক্ষান্তরে তখন

---

(১) শ্রীসন্দর্ভের পাঠ—দ্বারকায়ামপি মথুরায়ামপি বৃন্দাবনেঽপি—সর্ব্বত্র 'অপি' শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য—কিশোরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায়ও আছেন, মথুরায়ও আছেন, বৃন্দাবনেও আছেন অর্থাৎ তিনি যে কেবল দ্বারকায় আছেন তাহা নহে। অন্যত্র মথুরা-বৃন্দাবনেও আছেন, অপি—সমুচ্চয়ার্থে।

বচনজাতসিদ্ধ-নিজনিত্যাবস্থিত-কৈশোরাদিবিলাসসম্পাদনায় তৈরেব প্রকাশান্তরেণাপ্রকটমপি স্থিতৈঃ পরিকরৈঃ সাকং নিজপ্রকাশান্তরেণাপ্রকটমপি বিহরত্যেব। অথ শ্রীমদানকদুন্দুভিগৃহেঽবতীর্য্য চ তদ্বদেব প্রকাশান্তরেণাপ্রকটমপি স্থিত্বৈব স্বয়ং প্রকটীভূতস্য সব্রজ-শ্রীব্রজরাজস্য গৃহেঽপি তদীয়ামনাদিত এব সিদ্ধাং স্ববাৎসল্যমাধুরীং জাতোঽয়ং নন্দয়তি বালোঽয়ং রিঙ্গতি পৌগণ্ডোঽয়ং বিক্রীড়তী-ত্যাদিস্ববিলাসবিশেষৈঃ পুনঃ পুনর্নবীকর্ত্তুং সমায়াতি। তত্র চ সকল-মাধুরীশিরোমণিমঞ্জরীমাকৈশোরবাল্যকেলিলক্ষ্মীমুল্লাস্য গোকুল-জনান্নিতরামাত্মবশীকৃতান্তর্বহিরিন্দ্রিয়ানাপাদ্য পুনঃপি তেষাং সমধিকামপি প্রেমর্দ্ধিং সম্বর্দ্ধয়ন্, শ্রীমদানকদুন্দুভিপ্রভৃতীনপি নন্দ-

---

দ্বারকাদি ধামে পূর্ব্বোদ্ধৃত বচন-সমূহে প্রমাণিত নিজ নিত্যাবস্থিত কৈশোরাদি বিলাস-সম্পাদনের জন্য, সেই যাদবাদি পরিকরবর্গ—যাঁহারা প্রকাশান্তরে অপ্রকট-লীলায় অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদের সহিত নিজ প্রকাশান্তর দ্বারা বিহার করেন। অনন্তর, শ্রীবসুদেব-গৃহে অবতীর্ণ হইয়া, শ্রীবসুদেবের মত প্রকাশান্তরে অপ্রকট-প্রকাশে অবস্থান-পূর্ব্বক ব্রজের সহিত যিনি প্রকটীভূত হইয়াছেন, সেই ব্রজরাজের গৃহেও আগমন করেন। ব্রজরাজের হৃদয়ে অনাদি-কাল-সিদ্ধা-কৃষ্ণ-বিষয়িনী যে বাৎসল্য-মাধুরী বর্ত্তমান আছে,—'এই কৃষ্ণ জন্মিয়া আনন্দ দিতেছে, বালক সে হামাগুড়ি দিতেছে, এই পৌগণ্ড কৃষ্ণ বিশেষরূপে ক্রীড়া করিতেছে'—ইত্যাদি বিলাস-বিশেষ-সমূহদ্বারা সেই বাৎসল্য-মাধুরীকে বারংবার নবীভূত করিবার জন্যই ব্রজরাজ-গৃহে সমাগত হয়েন। তথায় অবস্থান করিয়া সকল-মাধুরী-শিরোমণি-মঞ্জরী কৈশোর পর্য্যন্ত বাল্যকেলি লক্ষ্মীকে উল্লসিত এবং গোকুলজন-গণের অন্তর্বহিরিন্দ্রিয়কে আপনার নিরতিশয় বশীভূত করিয়া, আবারও তাঁহাদের (ব্রজজনের) পরাকাষ্ঠ-প্রাপ্ত-প্রেম সম্পত্তিকে সম্বর্দ্ধিত (১), শ্রীবসুদেব-প্রভৃতিকে আনন্দিত এবং পৃথিবীর ভার-

---

(১) সংযোগে বিয়োগে প্রেমের আস্বাদন। বিয়োগান্তে মিলনে আস্বাদনের পরাকাষ্ঠা।

য়ন্, ভূভাররাজন্যসংঘমপি সংহরন্, মথুরায়াং প্রয়াতি। ততশ্চ দ্বারকাখ্যং স্বধামবিশেষং প্রকাশয়িতুং সমুদ্রং গত্বা তত্তল্লীলামাধুরীং পরিবেশয়তি। অথ সিদ্ধাসু নিজাপেক্ষিতাসু তত্তল্লীলাসু চ তত্র তত্র নিত্যসিদ্ধমপ্রকটত্বমেবোরীকৃত্য তাবপ্রকটলীলাপ্রকাশৌ প্রকটলীলাপ্রকাশাভ্যামেকীকৃত্য তথাবিধতত্তন্নিজবৃন্দমপ্রত্যূহমেবানন্দয়তীতি। অত্র পূর্ণকৈশোরব্যাপিন্যেব ব্রজে প্রকটলীলা জ্ঞেয়া। ক্বচাতিসুকুমারাঙ্গৌ কিশোরৌ নাপ্তযৌবনৌ ইতি। নাস্মত্তো যুবয়োস্তাত নিত্যোৎকণ্ঠিতয়োরপি। বাল্যপৌগণ্ডকৈশোরাঃ পুত্রাভ্যা-

---

স্বরূপ রাজন্যবর্গকে বিনষ্ট করিবার জন্য মথুরায় প্রস্থান করেন। তারপর দ্বারকা-নামক নিজধাম-বিশেষকে প্রকাশ করিবার জন্য সমুদ্র-গমন করিয়া সেই সেই (দ্বারকার প্রসিদ্ধ) লীলা-মাধুরী পরিবেশন করেন। অনন্তর নিজাপেক্ষিত প্রসিদ্ধ লীলা-সমূহ সিদ্ধ হইলে, সেই সেই স্থানে (দ্বারকাদিতে) নিত্য-সিদ্ধ অপ্রকটত্ব অঙ্গীকার-পূর্ব্বক সেই অপ্রকট-লীলা এবং অপ্রকট-প্রকাশ প্রকটলীলা এবং প্রকট-প্রকাশের সহিত একীভূত করিয়া, তথাবিধ (অপ্রকট ও প্রকটলীলাগত উভয় একীভূত) সেই যাদব-গোপাদি নিজ-পরিকরগণকে নির্ব্বিঘ্নে আনন্দিত করেন।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজস্থিতি-কাল।

এবংবিধ লীলাক্রমে ব্রজে প্রকটলীলা (শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের) পূর্ণ-কৈশোর-ব্যাপিনী বুঝিতে হইবে।

তাহার প্রমাণ—

ক্ব বজ্রসার-সর্ব্বাঙ্গৌ মল্লৌ শৈলেন্দ্র-সন্নিভৌ।
ক্বচাতিসুকুমারাঙ্গৌ কিশোরৌ নাপ্তযৌবনৌ॥

১০.৪৪.৭

কংস-রঙ্গ-স্থলগত শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে মল্লক্রীড়া-রত দর্শন করিয়া রমণীগণ বলিলেন—"ঐ মল্লদ্বয়ের সর্ব্বাবয়ব বজ্রসারের মত কঠিন, দেহ পর্ব্বতের মত

মভবন্ ক্বচিদিতি। মনাংসি তাসামরবিন্দলোচনঃ প্রগল্ভলীলাহসিতাবলোকনৈঃ। জহার মত্তদ্বিরদেন্দ্রবিক্রমো দৃশাং দধচ্ছ্রীরমণাত্মনোৎসবমিত্যপি হি শ্রূয়তে। অতএব একাদশসমাস্তত্র গূঢ়ার্চ্চিঃ সবলোঽবসদিত্যত্রৈকাদশসমা ব্যাপ্য গূঢ়ার্চ্চিরিত্যেষ এবার্থঃ। অথবা একাদশভিঃ এব সমাভিস্তস্য পূর্ণ কৈশোরত্বং জ্ঞেয়ম্। কালেনাল্পেন রাজর্ষে রামঃ কৃষ্ণশ্চ গোকুলে। অঘৃষ্টজানুভিঃ পদ্ভির্বিচক্র-

---

প্রকাণ্ড, ইহারা কোথায়? আর অতি-সুকুমারাঙ্গ অপ্রাপ্ত যৌবন এই কিশোর দুইটী কোথায়? উহাদের সহিত কি ইহাদের মল্লযুদ্ধযোগ্য হয়?"

বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব-দেবকীর নিকট যাইয়া বলিলেন, "আমাদের নিমিত্ত আপনারা নিত্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন, পুত্র আমাদিগের বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোর অবস্থা জন্য আপনারা কোন সুখভোগ করিতে পারেন নাই।"

১০।৪৫।৩

"মত্ত গজেন্দ্র-তুল্য বিক্রমশালী কমল-লোচন-শ্রীকৃষ্ণ রমারমণ-বপুদ্বারা সেই সকল অবলার (মথুরা-নাগরীর) নয়নোৎসব উৎপাদন করতঃ মনোহরণ করিলেন।" ১০।৪১।২৪

অতএব "একাদশ-সম্বৎসর নিগূঢ়প্রভাব-শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত তথায় বাস করিয়াছেন" ৩।২।২৩ এস্থলে 'একাদশ-সম্বৎসর ব্যাপিয়া গূঢ়প্রভাব' এই অর্থ হইতে পারে; অথবা একাদশ সম্বৎসরে তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) কৈশোরত্ব প্রাপ্তি বুঝিতে হইবে। সচরাচর পঞ্চদশবর্ষে পূর্ণ কৈশোরত্ব (১) প্রাপ্তি, এস্থলে একাদশবর্ষে পূর্ণ কৈশোরত্ব প্রাপ্তি কেন বলা হইল? এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ যে অল্পকালেই কৌমারাদি অবস্থা অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ শ্রীশুক-বচন-প্রমাণ-উপস্থিত করিতেছেন—"অল্পকাল মধ্যে রাম

---

(১) কৈশোর পর্য্যন্ত ব্রজস্থিতি স্পষ্ট উক্ত আছে—অক্রূর দেখিলেন—

কিশোরৌ শ্যামল-শ্বেতৌ শ্রীনিকেতৌ বৃহদ্ভুজৌ।
সুমুখৌ সুন্দরবরৌ বালদ্বিরদ-বিক্রমৌ ॥১০।৩।৩৭

মতুরোজসেত্যাদেঃ। তদেবং স্থিতে লীলাদ্বয়সমন্বয়ে ত্বপ্রকটলীলৈকীভাবসময়শ্চৈবমনুসন্ধেয়ঃ। প্রথমং শ্রীবৃন্দাবনে ততো দ্বারকামথুরয়োরিতি সর্বপ্রকটলীলাপর্য্যবসানে যুগপদেব হি দ্বারকামথুরয়োঃ। লীলাদ্বয়ৈক্যং মথুরাপ্রকটলীলায়া এব দ্বারকায়ামনুগমনাৎ। অতএব রুক্মিণীপ্রভৃতীনাং মথুরায়ামপ্যপ্রকটপ্রকাশঃ শ্রূয়তে। বৃন্দাবনে ত্বিয়ং প্রক্রিয়া বিশিষ্য লিখ্যতে। তত্র প্রথমং শ্রীবৃন্দাবনবাসীনাং তস্য প্রাণকোটিনির্ম্মঞ্ছনীয়দর্শনলেশস্য বিরহস্ততঃ শ্রীমদুদ্ধবদ্বারা সান্ত্বনং পুনশ্চ পূর্ববদেব তেষাং মহাব্যাকুলতায়ামুদিতর্য্যাং শ্রীবলদেবদ্বারাপি তথৈব সমাধানম্। অথ পুনরপি পরমোৎকণ্ঠাকোটিবিস্ফুটহৃদয়ানাং সূর্য্যোপরাগব্রজ্যাব্যাজয়া তদবলোকনকামায়া

এবং কৃষ্ণ স্ব স্ব বলে জানু-কর্ষণ ব্যতিরেকে পদদ্বয়-দ্বারা ব্রজপুর-মধ্যে চলিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিলেন।"১০।৮।১৯

লীলা-সমন্বয়ের ক্রম।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ-কৈশোরাবধি গোকুলে স্থিতি স্থির হইলে, প্রকটাপ্রকট লীলাদ্বয় সমন্বয়ে (অপ্রকট-লীলৈকী-ভাব-সময়ে) এই অনুসন্ধান করিতে হইবে :—প্রথমে বৃন্দাবনে, তারপর দ্বারকা মথুরায় সকল প্রকট লীলার পর্য্যবসান হইলে এক সঙ্গেই দ্বারকা মথুরার লীলাদ্বয়ের ঐক্য-প্রাপ্তি ঘটে; কারণ, মথুরার প্রকটলীলা দ্বারকায় অনুগমন করে। এইজন্য রুক্মিণী প্রভৃতি দ্বারকা-পরিকরের মথুরায় অপ্রকট-প্রকাশ-স্থিতি শুনা যায়। বৃন্দাবনে এই (লীলাদ্বয় ঐক্য) প্রক্রিয়া বিশেষরূপে লিখিত হইতেছে—শ্রীবৃন্দাবনবাসিগণ যাঁহার দর্শন-লেশ কোটিপ্রাণ-দ্বারা নির্ম্মঞ্ছন করেন, তাঁহাদের সেই শ্রীকৃষ্ণবিরহ, তারপর শ্রীউদ্ধবদ্বারা সান্ত্বনা, পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাদের মহাব্যাকুলতা উদিত হইলে শ্রীবলদেব-দ্বারাও তদ্রূপ সমাধান। তারপর আবার শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির উৎকণ্ঠা-কোটিদ্বারা যাঁহাদের হৃদয় বিস্ফুটিত হইতেছিল, সেই ব্রজবাসিগণ সূর্য্যোপরাগ (গ্রহণ)-চ্ছলে তাঁহার দর্শনাভিলাষে কুরুক্ষেত্রে গমন করিলে

কুরুক্ষেত্রগতানাং তেষাং ধর্ম্মান্তে চাতকানামিব নিজাঙ্গনবঘনসংঘাবলোকদানেন তাদৃশসংলাপমন্দ্রগর্জ্জিতেন চ পুনর্জীবনসঞ্চারণম্। অথ দিনকতিপয়সহবাসাদিনা চ তানতিক্ষীণতরান্নেন দুর্ভিক্ষদুঃখিতানিব সংতর্প্য তৈঃ সহ নিজবিহারবিশেষাণামেকমেব রম্যমাস্পদং শ্রীবৃন্দাবনং প্রত্যেব পূর্ব্ববৎ সম্ভাবিতয়া নিজাগমনাশ্বাসবচনরচনয়া প্রস্থাপনম্। সূর্য্যোপরাগযাত্রা ত্বিয়ং দূরতঃ প্রস্তুতাপি কংসবধান্নাতিবহুসম্বৎসরান্তরা শিশুপালশাল্বদন্তবক্রবধাৎ প্রাগেব জ্ঞেয়া। শ্রীবলদেবতীর্থযাত্রা হি দুর্য্যোধনবধৈককালীনা। তস্মিন্ তস্যাং কুরুক্ষেত্রমাগতে খলু দুর্য্যোধনবধঃ। সা চ সূর্য্যোপরাগযাত্রায়াঃ পূর্বং পঠিতা। সূর্য্যোপরাগযাত্রা চ শ্রীভীষ্মদ্রোণদুর্য্যোধনাদ্যাগমনময়ীতি। তত্রায়ং ক্রমঃ। প্রথমং সূর্য্যোপরাগযাত্রা, ততঃ শ্রীযুধিষ্ঠিরসভা, তস্যাং শিশুপালবধঃ, ততঃ কুরুপাণ্ডবদ্যূতং, তদৈব শাল্ববধো বনপর্বণি প্রসিদ্ধঃ, দন্তবক্রবধশ্চ ততঃ, ততঃ পাণ্ডবানাং বন-

---

গ্রীষ্মাবসানে মেঘ যেমন চাতককে সঞ্জীবিত করে, তেমন তাঁহাদিগকে নিজাঙ্গনব-মেঘরাশির দর্শনদান এবং তাদৃশ সংলাপ-মন্দ্র গর্জ্জনদ্বারা পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। অনন্তর কিয়দ্দিন সহবাসাদি দ্বারা অতিশয় ক্ষীণতর তাঁহাদিগকে অন্নদ্বারা দুর্ভিক্ষ-দুঃখিতজনকে তৃপ্ত করার মত তৃপ্ত করিলেন। তারপর তাঁহাদের সহিত নিজ বিবিধ বিহার-বিশেষের একমাত্র রমণীয় স্থান শ্রীবৃন্দাবনের প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় সম্ভাবিত নিজাগমনাশ্বাসবচন-রচনা-পূর্ব্বক প্রেরণ করিলেন। এই সূর্য্যোপরাগ-যাত্রা কংসবধের বহুবৎসর পরের ঘটনা নহে; শিশুপাল-শাল্ব-দন্ত বক্র-বধের পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল। শ্রীবলদেবের তীর্থযাত্রা আর দুর্য্যোধন-বধ এক সময়েই ঘটিয়াছিল। শ্রীবলদেব তীর্থ-পর্য্যটন করিতে করিতে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, দুর্য্যোধন-বধ। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীবলদেবের তীর্থযাত্রা সূর্য্যোপরাগ-যাত্রার পূর্ব্বে পঠিত হইয়াছে। অথচ সূর্য্যোপরাগ-যাত্রায় শ্রীভীষ্ম-দ্রোণ-দুর্য্যোধনাদি আসিয়াছিলেন। এস্থলে অসামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে; সুতরাং তাহাতে এই ক্রম:—প্রথমে সূর্য্যোপরাগ যাত্রা, তারপর শ্রীযুধিষ্ঠির-

গমনং, ততঃ শ্রীবলদেবস্য তীর্থযাত্রা, ততো দুর্য্যোধনবধ ইতি। তস্মাদুপরাগযাত্রা কংসবধান্নাতিকালবিলম্বেনাভবদিতি লক্ষ্যতে। যত্তু তস্যামেব, আস্তেঽনিরুদ্ধো রক্ষায়াং কৃতবর্ম্মাপি যূথপ ইতি, তদপি শ্রীপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধয়োরল্পকালাদেব যৌবনপ্রাপ্ত্যা সম্ভবতি। যথোক্তম্—নাতিদীর্ঘেণ কালেন স কার্ষ্ণী রূঢ়যৌবন ইতি। অথবা-নিরুদ্ধনামা কশ্চিৎ কৃষ্ণনন্দন এব যো দশমান্তেঽষ্টাদশমহারথমধ্যে

সভা, তাহাতে শিশুপাল-বধ, তারপর কুরুপাণ্ডবের পাশা খেলা, সে সময়ে শাল্ব-বধ—তাহা মহাভারতের বনপর্ব্বে প্রসিদ্ধ আছে, তারপর দন্ত-বক্রবধ, অনন্তর পাণ্ডবের বনগমন, অতঃপর শ্রীবলদেবের তীর্থযাত্রা, তদনন্তর দুর্য্যোধন-বধ। সুতরাং সূর্য্যোপরাগ-যাত্রা কংসবধের অধিককাল পরে ঘটে নাই—ইহাই লক্ষিত হইতেছে। এস্থলে আশঙ্কা—কংস-বধের অনতিকাল পরে যদি কুরুক্ষেত্র-যাত্রা সম্ভব হয়, তবে তখন অনিরুদ্ধের (প্রসিদ্ধকৃষ্ণ-পৌত্র) পুররক্ষায় অবস্থিতি কিরূপে সম্ভব হয়? বক্ষ্যমাণশ্লোকে সে অবস্থিতি স্পষ্ট ব্যক্ত আছে :—

গদ-প্রদ্যুম্ন-সাম্বাশ্চ সুচন্দ্র-শুক-সারণৈঃ।
আস্তেঽনিরুদ্ধ রক্ষায়াং কৃতবর্ম্মাচ যূথপঃ॥১০।৮২।৬

"গদ প্রদ্যুম্ন সাম্ব এবং সুচন্দ্র শুক সারণের সহিত অনিরুদ্ধ পুর (দ্বারকা) রক্ষা করিতে লাগিলেন। কৃতবর্ম্মা সৈন্যরক্ষায় নিযুক্ত হইলেন।"

অনিরুদ্ধের এই পুররক্ষা-কর্ত্তৃত্ব, শ্রীপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধের অল্পকালে যৌবন-প্রাপ্তি হেতু সম্ভব হইতেছে। তদ্বিষয়ে (অল্পকালে যৌবনপ্রাপ্তি বিষয়ে) প্রমাণ "অনতিদীর্ঘকালে সেই কৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন যৌবনারূঢ় হইয়াছিলেন।" ১০।৫৫।৯ অথবা ইনি অনিরুদ্ধ নামক কোন কৃষ্ণনন্দন, যিনি দশমস্কন্ধের শেষে অষ্টাদশ-মহারথ-মধ্যে গণিত হইয়াছেন (১)।

---

(১) তেষামুদ্দাম-বীর্য্যাণামষ্টাদশ-মহারথাঃ।

* * * * *

গণিতঃ। তথৈব চ ব্যাখ্যাতং, তত্র তৈরিতি। অতঃ কুরুক্ষেত্রযাত্রা-য়ামেব শ্রীমদানকদুন্দুভিনা শ্রীকুন্তীদেবীং প্রত্যুক্তম্—কংস-প্রতাপিতাঃ সর্বে বয়ং যাতা দিশো দশ। এতর্হ্যেব পুনঃ স্থানং দৈবেনাসাদিতাঃ স্বসরিতি। অতঃ প্রথমদর্শনাদেব দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণমহিষীণাং পরস্পরবিবাহপ্রশ্নোঽপি সংগচ্ছতে। অত্র, আগমিষ্যত্যদীর্ঘেণ

অতএব—কুরুক্ষেত্র-যাত্রা কংস-বধের অনতিকাল পরে ঘটিয়াছিল বলিয়া তাহাতে (কুরুক্ষেত্র-যাত্রায়) শ্রীবসুদেব শ্রীকুন্তীকে বলিলেন—"হে ভগিনি! আমরা সকলে কংসকর্ত্তৃক প্রতাপিত হইয়া দশদিকে গমন করিয়াছিলাম, দৈববশে সম্প্রতি এস্থানে আসিয়া মিলিত হইয়াছি।" ১০।৮২।১৬ অতএব প্রথম-দর্শন-হেতু দ্রৌপদী এবং শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীগণের পরস্পর বিবাহ-প্রশ্নও সঙ্গত হয়। কারণ, রাজসূয়-যজ্ঞোপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ মহিষীগণের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়াছিলেন, তখন দ্রৌপদীর সহিত মহিষীগণের মিলন-বর্ণনা—

শ্বশ্রা সঞ্চোদিতা কৃষ্ণা কৃষ্ণপত্নীশ্চ সর্ব্বশঃ।
আনর্চ্চ রুক্মিণীং সত্যাং ভদ্রাং জাম্ববতীং তথা।
কালিন্দীং মিত্রবৃন্দাঞ্চ শৈব্যাং নাগ্নজিতীং তথা ॥১০।৭১।৩৬

"শ্বশ্রূ কুন্তী-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের সকল পত্নী অর্থাৎ রুক্মিণী, সত্যভামা, ভদ্রা, জাম্ববতী, কালিন্দী, মিত্রবৃন্দা, শৈব্যা, নাগ্নজিতীকে অর্চ্চনা করিলেন।" এই প্রস্তাব কুরুক্ষেত্র-যাত্রার (১০।৮২ অধ্যায়ের) পূর্ব্বে (১০।৭১ অধ্যায়ে) বর্ণিত হইয়াছে। যদি কুরুক্ষেত্র-যাত্রা কংসবধের নাতিদূরবর্ত্তী এবং রাজসূয়-যজ্ঞের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা না হয়, তবে যজ্ঞোপলক্ষে বহুদিন একসঙ্গে অবস্থানের পর কুরুক্ষেত্রে পুনর্ম্মিলন হইলে, বিবাহ-প্রশ্ন সঙ্গত হয়না।

প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ দীপ্তিমান্ ভানুরেবচ।
সাম্বো মধুর্বৃহদ্ভানু র্ভানুবৃন্দো বৃকোঽরুণঃ ॥
পুষ্করোবেদবাহুশ্চ শ্রুতদেবঃ সুনন্দনঃ।
চিত্রবর্হির্বরূথশ্চ কবি র্ন্যগ্রোধ এব চ ॥১০।৯০।২০

কালেন ব্রজমচ্যুত ইত্যাদিকমপি পদ্যং সহায়ং ভবেৎ। প্রকৃতমনুসরামঃ। অথ বৃন্দাবনং প্রস্থাপিতানামপি তেষাং পুনরপি নিজাদর্শনেন মহাসন্তাপবৃদ্ধিমতীবোৎকণ্ঠাভিঃ শ্রীগোবিন্দঃ সস্মার, যামেব সাক্ষাদ্দৃষ্টবান্ পরমোৎকণ্ঠঃ শ্রীমদুদ্ধবঃ। তমবসরং লব্ধ্বা প্রস্তাবান্তরে, গায়ন্তি তে বিশদকর্ম্ম গৃহেষু দেব্যো রাজ্ঞাং স্বশত্রুবধমা-

---

এস্থলে

আগমিষ্যত্যদীর্ঘেণ কালেন ব্রজমচ্যুতঃ।
প্রিয়ং বিধাস্যতে পিত্রোর্ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ ॥১০।৪৬।২৫

শ্রীউদ্ধব শ্রীব্রজরাজকে বলিলেন, "ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অদীর্ঘকাল-পরে ব্রজে আগমন করিবেন। সেই সাত্বত-পতি মাতাপিতা আপনাদের প্রিয় বিধান করিবেন।"—এই শ্লোক সহায় হইবে।

প্রাসঙ্গিক অবান্তর কথার বহুদূর পর্য্যন্ত আলোচনা করা হইল, এখন প্রকৃত (উত্থাপিত লীলাদ্বয়ের সমন্বয়) বিষয়ের অনুসরণ করিতেছি। অনন্তর, (কুরুক্ষেত্র হইতে) সান্ত্বনা দান করিয়া বৃন্দাবনে প্রস্থাপিত করিলেও আবার ও নিজাদর্শন-হেতু ব্রজবাসিগণের মহাসন্তাপবৃদ্ধি, শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্তোৎকণ্ঠার সহিত স্মরণ করিলেন। পরমোৎকণ্ঠ (১) শ্রীমদুদ্ধব যে মহাসন্তাপ বৃদ্ধি দর্শন করিয়াছিলেন, (শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট সে বিষয় কথঞ্চিৎ শ্রবণ করিয়াছিলেন) শ্রীকৃষ্ণ তাহাই স্মরণ করিয়াছিলেন। সেই (রাজসূয়-যজ্ঞে গমন প্রস্তাবরূপ) অবসর প্রাপ্ত হইয়া প্রস্তাবান্তরে (জরাসন্ধ-বধ-মন্ত্রণায়) তিনি (শ্রীউদ্ধব) বক্ষ্যমাণ শ্লোকে তাহা (সন্তাপবৃদ্ধি) ব্যঞ্জিত করিলেন—"জরাসন্ধ-কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ রাজাদিগের মহিষীগণ নিজগৃহ-সমূহে আপনাদের শত্রু জরাসন্ধের নিধন এবং নিজ

---

(১) শ্রীউদ্ধব ব্রজদেবীগণের যে সন্তাপবৃদ্ধি দর্শন করিয়াছিলেন, শ্রীরাধার নিষেধানুসারে শ্রীকৃষ্ণের নিকট সেই দৃষ্ট-অবস্থা-বর্ণনে সাহসী হয়েন নাই। তাহা শ্রবণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় সন্তপ্ত হইবেন, ইহাই নিষেধের কারণ, অথচ না জানাইয়াও থাকিতে পারিতেছেন না, তজ্জন্য অবসর মত জানাইতে উৎকণ্ঠিত। ইহা পরমোৎকণ্ঠ বিশেষণের তাৎপর্য্য।

স্মবিমোক্ষণঞ্চ। গোপ্যশ্চ কুঞ্জরপতের্জনকাত্মজায়াঃ পিত্রোশ্চ লব্ধ-শরণা মুনয়ো বয়ঞ্চেতি ব্যঞ্জয়ামাস। ততশ্চ রাজসূয়সমাপ্ত্যনন্তরং শাল্বদন্তবক্রবধান্তে ঝটিতি স্বয়ং গোকুলমেব জগাম। তথাচ পাদ্মোত্তরখণ্ডে গদ্যপদ্যানি। অথ শিশুপালং নিহতং শ্রুত্বা দন্তবক্রঃ কৃষ্ণেন

নিজ পতির মুক্তিরূপ তোমার বিশদ কর্ম্ম গান করেন। গোপীগণও গান করিতেছেন। তোমার শরণাপন্ন মুনিগণ এবং আমরা (ভক্তগণ) গজরাজের, সীতার এবং বসুদেব-দেবকীর শত্রুবধ এবং মুক্তিরূপ তোমার বিশদ-কর্ম্ম-গান করি।"১০।৭১।৮

রাজমহিষীগণ নিজ নিজ গৃহে সন্তান-লালনাদি-সময়ে, 'বৎস! রোদন করিওনা, শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ বধ করিয়া তোমার পিতাকে উদ্ধার করিবেন,' এই বলিয়া তোমার উক্তরূপ বিশদ-কর্ম্ম গান করেন। তাহার দৃষ্টান্ত, অর্থাৎ তাঁহারা কিরূপ ব্যাকুলচিত্তে তাহা গান করেন শুন—গোপীগণ মহা-সন্তপ্ত-হৃদয়ে তোমা-কর্ত্তৃক শঙ্খচূড়বধ এবং আপনাদের মুক্তিরূপ তোমার বিশদ-কর্ম্ম যেমন গান করেন, তাঁহারাও তেমন ভাবে গান করিতেছেন (শ্রীস্বামিচরণ)। অথবা এই রাজমহিষীগণ যেমন ব্যাকুলচিত্তে তোমার উক্ত কর্ম্ম-গান করিতেছেন, গোপীগণও সেরূপ মহাসন্তপ্ত-হৃদয়ে তোমার কর্ম্মসকল গান করিতেছেন। তুমি কেন তাঁহাদিগকে স্মরণ করিতেছনা? তুমি কি এতই নিষ্ঠুর!—ঈদৃশ তিরস্কারের মত অর্থ সূচিত হইতেছে (শ্রীগোস্বামিচরণ)। শ্রীব্রজ হইতে আগমনাবধি, শ্রীউদ্ধব সুযোগ পাইলেই মধ্যে মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজবাসীর দুঃখের কথা স্মরণ করাইয়া থাকেন। ঐ শ্লোকে—প্রাসঙ্গিক ভাবে গজেন্দ্রের মুক্তি ও তাহার শত্রু কুম্ভীরের নিধন, সীতার মুক্তি ও তাঁহার শত্রু রাবণের নিধন, মাতা পিতার মুক্তি—তাঁহাদের শত্রু কংসের নিধন বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের পুনর্ব্রজাগমন।

তারপর (শ্রীউদ্ধবের পরামর্শক্রমে রাজসূয়-যজ্ঞে গমন পর) রাজসূয়-যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া শাল্ব দন্ত-বক্র-বধান্তে সত্বর স্বয়ং গোকুলে আগমন করিয়াছিলেন। এই তাৎপর্য্য-প্রকাশক পাদ্মোত্তর-খণ্ডে গদ্য পদ্য সকল দেখা যায়—"অনন্তর শিশুপাল নিহত হইয়াছে শুনিয়া, দন্তবক্র কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য

যোদ্ধুং মথুরামাজগাম। কৃষ্ণস্তু তচ্ছ্রুত্বা রথমারুহ্য তেন যোদ্ধুং মথুরায়ামাযযৌ। তয়োর্দন্তবক্রবাসুদেবয়োরহোরাত্রং মথুরাদ্বারে সংগ্রামঃ সমবর্ত্তত। কৃষ্ণস্তু গদয়া তং জঘান। স তু চূর্ণিতসর্বাঙ্গো বজ্রনির্ভিন্নো মহীধর ইব গতাসুরবনীতলে পপাত। সোঽপি হরেঃ সারূপ্যেণ যোগিগম্যং নিত্যানন্দসুখদং শাশ্বতং পরমং পদমবাপ। ইত্থং জয়বিজয়ৌ সনকাদিশাপব্যাজেন কেবলং ভগবতো লীলার্থং সংসৃতাববতীর্য্য জন্মত্রয়েঽপি তেনৈব নিহতৌ জন্মত্রয়াবসানে মুক্তিমবাপ্তৌ। কৃষ্ণোঽপি ত্বং হত্বা যমুনামুত্তীর্য্য নন্দব্রজং গত্বা সোৎকণ্ঠৌ পিতরাবভিবাদ্যাশ্বাস্য তাভ্যাং সাশ্রুকণ্ঠমালিঙ্গিতঃ সকল-গোপবৃন্দান্ প্রণম্যাশ্বাস্য বহুবস্ত্রাভরণাদিভিস্তত্রস্থান্ সর্বান্ সন্তর্প-য়ামাস। কালিন্দ্যাঃ পুলিনে রম্যে পুণ্যবৃক্ষসমাচিতে। গোপনারী-

---

মথুরায় আগমন করিল। কৃষ্ণও তাহা শুনিয়া রথে আরোহণ-পূর্ব্বক তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য মথুরায় আসিলেন। মথুরা-দ্বারে সেই দন্তবক্র ও বাসুদেবের অহোরাত্র-সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে গদা দ্বারা নিহত করিলেন। গদাপ্রহারে দন্তবক্রের সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছিল, সে বজ্রাহত পর্ব্বতের মত প্রাণহীনাবস্থায় ভূপতিত হইয়াছিল। সেই দন্তবক্রও হরির সারূপ্য লাভ করিয়া যোগিজনাগম্য নিত্যানন্দ-সুখদ শাশ্বত পরমপদ প্রাপ্ত হইল। এই প্রকারে জয়-বিজয়, সনকাদির শাপচ্ছলে কেবল ভগবানের লীলার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া তিন জন্মেই তৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন; জন্মত্রয় অতীত হইলে তাঁহারা মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন। কৃষ্ণ দন্তবক্র-নিধন পূর্ব্বক যমুনা পার হইয়া নন্দব্রজে গমন করেন। তথায় উৎকণ্ঠিতচিত্ত মাতাপিতাকে প্রণাম এবং আশ্বাস প্রদান করিলেন। তাঁহারা অশ্রুপ্লাবিতকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সকল-গোপবৃন্দকে যথাযোগ্য প্রণাম ও আশ্বাস প্রদান-পূর্ব্বক বহুবস্ত্রাভরণাদি দ্বারা ব্রজবাসী সকলকে পরিতৃপ্ত করিলেন। আর—পুণ্যবৃক্ষ-সমাকীর্ণ রমণীয় কালিন্দী-পুলিনে গোপনারী-গণের সহিত

ভিরনিশং ক্রীড়য়ামাস কেশবঃ। রম্যকেলিসুখেনৈব গোপবেশধরঃ প্রভুঃ। বহুপ্রেমরসেনাত্র মাসদ্বয়মুবাস হেতি। অত্রোদং জ্ঞেয়ম্। দন্তবক্রস্য মথুরায়ামাগমনং রাজসূয়ানন্তরমিন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণাবস্থানং জ্ঞাত্বা জরাসন্ধবধার্থং শ্রীমদুদ্ধবযুক্তিচ্ছায়ামবলম্ব্য গদাকুশলস্মন্যত্বে-নৈকাকিনং দ্বন্দ্বযুদ্ধায় তমাহ্বয়িতুং তদর্থমেব তদ্রাষ্ট্রং তদুপদ্রাবয়ি-

---

কেশব (শ্রীকৃষ্ণ) দিবা-রজনী ক্রীড়া করিয়াছিলেন। গোপবেশধর (১) প্রভু রম্য-কেলি-সুখে প্রেমরসে এস্থানে (বৃন্দাবনে) দুইমাস (২) অবস্থান করিয়াছি-লেন, ইতি।

এস্থলে জ্ঞাতব্য এইঃ—দন্তবক্রের মথুরায় আগমনের কারণ, শ্রীকৃষ্ণকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করা। শ্রীকৃষ্ণ তখন রাজসূয়যজ্ঞ সম্পূর্ণ করাইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থান করিতেছিলেন; ইহা জানিয়া দন্তবক্র মনে করিল,—'জরাসন্ধ-বধের মন্ত্রণা-দানের সময় উদ্ধব যখন বলিলেন—দ্বন্দ্বযুদ্ধে ভীমদ্বারা তাহাকে বধ করাইতে হইবে, তখন বুঝা যায় শ্রীকৃষ্ণ গদাযুদ্ধে অপটু; যদি আমি যাইয়া তাহার রাজ্যে উপদ্রব করি, তবে নিশ্চয়ই তিনি ব্যস্ত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ

---

(১) দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ রাজবেশে ছিলেন। বৃন্দাবনে আসিয়া গোপবেশ ধারণ করিলেন। এই বেশেই তাঁহার বৃন্দাবন-বিহার। এসময় তিনি গোপ-বেশে বৃন্দাবনে যাইবেন বলিয়া যে এক প্রবস্তু গোপবেশ সঙ্গে অনিয়াছিলেন তাহা নহে। দন্তবক্র বধ করিবার জন্য রাজ-বেশেই আসিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের ভূমি স্পর্শমাত্র তিনি গোপবেশে সজ্জিত হইয়া গেলেন। ইহা বৃন্দাবনের অচিন্ত্য প্রভাব (স্পর্শমণির মত) তাহা কিরূপে সম্ভব হয়? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের বসন-ভূষণ স্বরূপাতিরিক্ত নহে। বৃন্দাবনে তাঁহার গোপ-অভিমান, পুরীদ্বয়ে ক্ষত্রিয়-অভিমান। স্বরূপে যখন যে অভিমান স্ফুট হয়, তিনি তখন সেই বেশে স্বরূপ-শক্তি দ্বারা সজ্জিত হয়েন।

(২) দুই মাস বাস করিয়াছেন বলায়, আবার ব্রজবাসীর কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ সম্ভাবনা হইবে না। দুইমাস পর ব্রজলীলা অপ্রকট হয়েন। সুতরাং আর বিচ্ছেদ ঘটে নাই।

তুঞ্চ। পুনশ্চ দ্বারকাগতং তং শ্রুত্বা প্রস্থিতস্য তস্য মথুরাদ্বারগতেন সঙ্গমঃ। যৎ স্থানমদ্যাপি দ্বারকাদিগ্‌গতং দতিহেতি প্রসিদ্ধং বর্ত্ততে। সর্বমেতৎ শ্রীনারদস্য শ্রীভগবদ্রথস্য চ মনোময়ত্বাৎ সম্ভবতি। অতঃ শ্রীভাগবতেনাপি বিরোধো নাস্তীতি অলং কল্পভেদকল্পনয়া। যত

করিতে আসিবেন; আমি গদাযুদ্ধে নিপুণ, সেই যুদ্ধে অপটু তাঁহাকে অনায়াসে পরাভূত করিতে পারিব; এখনই তাহাকে অসহায় অবস্থায় যুদ্ধে উপস্থিত করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তিনি যদুবীরগণকে কুশলস্থলীতে প্রেরণ করিয়া (১) একাকী ইন্দ্রপ্রস্থে আছেন, এই মনে করিয়া মথুরায় উপদ্রব করিতে উদ্যত হইল। অপর দিকে শ্রীকৃষ্ণ নানা দুর্লক্ষণ দর্শন করিয়া দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। তখন সৌভ ও শাল্ব-কর্ত্তৃক পুরী আক্রান্ত দেখিয়া তাহাদিগকে নিহত করিলেন। এদিকে দন্তবক্র দেবর্ষি নারদের নিকট শুনিল যে, শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গিয়াছেন এবং সৌভ ও শাল্বকে বধ করিয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য মথুরা হইতে দ্বারকায় প্রস্থান করিল। দেবর্ষি নারদ আবার শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইয়া, মথুরায় দন্তবক্রের উপদ্রবের কথা নিবেদন করিলেন। তিনি দন্তবক্রকে বধ করিবার জন্য (রথে আরোহণ-পূর্ব্বক) মথুরার দিকে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরাদ্বারে উপস্থিত হইলে, তাহার (দন্তবক্রের) সহিত মিলন হইল। সেই স্থান অদ্যাপিও 'দতিহা'-নামে প্রসিদ্ধ এবং দ্বারকার দিকে অবস্থিত হইয়া বর্ত্তমান আছে। কাহারও সংশয় হইতে পারে, শ্রীনারদ দূরবর্ত্তী দ্বারকা হইতে মথুরায় আসিলেন, আবার দ্বারকায় যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সংবাদ বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহা শুনিয়া মথুরায় আসিলেন, ইত্যবসরে দন্তবক্র মথুরাপুরী হইতে পুরদ্বারে মাত্র আসিল, ইহা কি সম্ভবপর কথা? তজ্জন্য বলিলেন—শ্রীনারদের এবং ভগবদ্রথের মনোময়ত্ব-হেতু এ সকল সম্ভব হয় অর্থাৎ শ্রীনারদ যেই সঙ্কল্প করিলেন, তখনই দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন, শ্রীকৃষ্ণও সংবাদ শুনিয়া যেই মনে

---

(১) ভগবানপি তত্রাঙ্গন্যবাৎসীত্তৎপ্রিয়ঙ্করঃ।
প্রস্থাপ্য যদুবীরান্ স্বান্ সম্বাদীংশ্চ কুশস্থলীং॥ ১০।৭৫।১৮

এব ঝটিতি তস্য শাল্ববধশ্রবণমপি তত্রোক্তং সম্পদ্যতে। তথা শ্রীকৃষ্ণস্য গোকুলগমনঞ্চ শ্রীভাগবতসম্মতমেব। তাস্তথা তপ্যতীর্বীক্ষ্য স্বপ্রস্থানে যদূত্তমঃ। সান্ত্বয়ামাস সপ্রেমৈরায়াস্য ইতি দৌত্যকৈরিতি। যাত যূয়ং ব্রজং তাত বয়ঞ্চ স্নেহদুঃখিতান্। জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখমিতি। হত্বা কংসং রঙ্গমধ্যে প্রতীপং সর্বসাত্বতাম্। যদাহ বঃ সমাগত্য কৃষ্ণঃ সত্যং করোতি তদিতি। আগমিষ্যত্যদীর্ঘেণ কালেন ব্রজমুচ্যতঃ। প্রিয়ং বিধাস্যতে

করিলেন, তখনই মথুরায় উপস্থিত হইলেন, অতএব এই প্রকারে দন্তবক্র-বধ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত পাদ্মোত্তর-খণ্ডের কোন বিরোধ নাই। সুতরাং এ স্থলে কল্পভেদ কল্পনার কি প্রয়োজন আছে? অর্থাৎ পাদ্মোত্তর-খণ্ডের বর্ণনা এক কল্পের, আর শ্রীমদ্ভাগবত দশম-স্কন্ধের ৭৭—৭৮ অধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনা অপর কল্পের—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কোন প্রয়োজন নাই; এক কল্পের লীলাতেই উক্তরূপে তাহার সমাধান করা যায়। কারণ, শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত শাল্ব-বধ-বৃত্তান্ত মনোময়-গতিশালী শ্রীনারদের মুখে তৎক্ষণাৎ দন্তবক্র শুনিয়াছিল, ইহাও প্রতিপন্ন হয়। দন্তবক্রবধ-ব্যাপার লইয়া যেমন পাদ্মোত্তর-খণ্ডের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের মতদ্বৈধ নাই, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের গোকুল-গমনও শ্রীমদ্ভাগবত-সম্মত। তাহার প্রমাণ—

"যদূত্তম শ্রীকৃষ্ণ আপনার মথুরা-প্রস্থানে ব্রজসুন্দরীগণকে সন্তাপিত দেখিয়া 'আমি আসিব' সপ্রেম-দৌত্যদ্বারা বারংবার এ সংবাদ প্রেরণ-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকের সান্ত্বনা দিলেন।" ১০।৩৯।৩৩

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরাজকে বলিলেন, "হে তাত! আপনারা এক্ষণে ব্রজে গমন করুন। আমরা সুহৃদ্গণের সুখ-বিধান করিয়া স্নেহ-দুঃখিত জ্ঞাতি আপনাদিগকে দেখিবার জন্য যাইব।" ১০।৪৫।১৭

শ্রীউদ্ধব ব্রজরাজকে বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ, রঙ্গস্থলে সমস্ত সাত্বতগণের শত্রু কংসকে নিহত করিয়া আপনাদের নিকট আগমন পূর্ব্বক যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য করিবেন।" ১০।৪৬।২৬

"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অ-দীর্ঘকাল পরেই ব্রজে আসিবেন এবং সেই সাত্বতগণের পতি তখন আপনাদের প্রিয় বিধান করিবেন।" ১০।৪৬।২৫

পিত্রোর্ভগবান্ সাত্বতাং পতিরিতি চ। তস্য শ্রীমুখেন ভক্তমুখেন চ বহুশঃ সংকল্পানামন্যথানুপপত্তেঃ, সত্যসংকল্প ইতি হি শ্রুতেঃ। ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যমিতি স্বয়ং শ্রীভাগবতঞ্চ। ন কেবলমেতাবদেব কারণং, তস্য ব্রজাগমনমপি স্ফুটমেবেত্যাহঃ—যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান্ কুরূন্ মধূন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া ইতি ॥১৭৪॥

অত্র মধূন্ মথুরাং বেতি ব্যাখ্যায় তদানীং তন্মণ্ডলে সুহৃদো ব্রজস্থা এব প্রকটা ইতি তৈরপ্যভিমতম্। তত্র যোগপ্রভাবেন নীত্বা সর্বং জনং হরিরিত্যত্র সর্বশব্দাৎ ॥১॥১১॥ দ্বারকাবাসিনঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥১৭৪॥

তদেতদাগমনং দন্তবক্রবধানন্তরমেব শ্রীভাগবতসম্মতম্ যতঃ, জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখমিতি কংসবধান্তে,

---

এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের নিজমুখে এবং ভক্ত-মুখে বহুবার সঙ্কল্পের (পুনর্ব্রজাগমনের) কথা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার অন্যথা হইতে পারে না। কারণ, ঈশ্বর "সত্য-সঙ্কল্প" শ্রুতি এ কথা বলেন, আর শ্রীমদ্ভাগবতের ৩৩ শং অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে "ঈশ্বরদিগের বাক্য সত্য।" কেবল এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পুন-র্ব্রজাগমন সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে না। তাহার ব্রজাগমন স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত আছে; দ্বারকাবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"হে কমল-নয়ন! আপনি যখন সুহৃদ্গণের দর্শন জন্য কুরু অথবা মধু গমন করেন।"

এ স্থলে "মধু * * * কিম্বা মথুরা" এই ব্যাখ্যা করিয়া তদানীং মথুরা-মণ্ডলে সুহৃদ্ ব্রজবাসিগণই প্রকটরূপে বিদ্যমান ছিলেন—শ্রীস্বামিপাদ এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, "মথুরাবাসি-সকলকেই শ্রীহরি যোগ-প্রভাবে দ্বারকায় নিয়াছিলেন"—এই বাক্য-প্রমাণে বুঝা যায়, মথুরাবাসী কেহ তখন তথায় ছিলেন না, ব্রজবাসিগণ মথুরা-মণ্ডলে বাস করিতেছিলেন।

১৭৪

দ্বারকাবাসিগণের বচন-প্রমাণে দন্তবক্রবধের পর শ্রীকৃষ্ণের পুনর্ব্রজাগমন শ্রীমদ্ভাগবত-সম্মত। যেহেতু, কংসবধান্তে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "সুহৃদ্গণের সুখ-

অপি স্মরথ নঃ সখ্যঃ স্বানামর্থচিকীর্ষয়া। গতাংশ্চিরায়িতাংশ্চক্র-পক্ষক্ষপণচেতসঃ॥ ইতি কুরুক্ষেত্রযাত্রায়াঞ্চ, শ্রীভগবদ্বাক্যেন তদনাগমনে দন্তবক্রবধান্ত-তচ্ছত্রুপক্ষ-ক্ষপণ সুখদানমেবাপেক্ষিতমাসীৎ। তদেবং মাসদ্বয়ং প্রকটং ক্রীড়িত্বা শ্রীকৃষ্ণোঽপি তানাত্মবিরহার্ত্তিভয়পীড়িতানবধায় পুনরেবং মাভূদিতি ভূভারহরণাদিপ্রয়ো-

---

বিধান করিয়া জ্ঞাতি আপনাদিগকে দেখিতে আসিব," (১০।৪৫।১৭) তারপর কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় বলিলেন, "হে সখীগণ! আমার পিতার জ্ঞাতি যাদবগণের হৃদয়ে শান্তিবিধান জন্য শত্রুপক্ষ নাশ করিতে আসক্তচিত্ত হইয়া, আজ কাল করিয়া ব্রজে যাইতে বিলম্ব করিলাম; তাহাতে তোমাদের নিকট যাইতে বিলম্বকারী আমার ও দাদা বলদেবচন্দ্রের গুরুতর অপরাধ ঘটিয়াছে। সেই অপরাধী আমাদের কথা স্মরণ-যোগ্য না হইলেও নিজ সখিত্বগুণে স্মরণ করিতেছ ত?" (১০।৮২।২৮) শ্রীভগবানের এই বাক্য হইতে বুঝা যায়, কুরুক্ষেত্র-যাত্রাকাল পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আসেন নাই; তখনও দণ্ডবক্রবধ পর্য্যন্ত শত্রুপক্ষ নাশরূপ বন্ধুবর্গের সুখদান উপেক্ষিত ছিল। দন্তবক্র-বধের পর সেই অপেক্ষা ঘুচিল; তখন ব্রজাগমনের সকল অন্তরায় দূরীভূত হইয়াছিল, কাজেই তখন তিনি ব্রজে আগমন করিলেন। এ সম্বন্ধে বৈষ্ণব-তোষণীর একটি কথা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য, তাহা এই—"অক্রূর ও কুব্জার গৃহে গমন করিবেন বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ একবার মাত্র অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; কংসবধান্তে তাঁহাদের গৃহে গমন করিয়া যদি সেই অঙ্গীকার পালন করেন, তবে ব্রজ-গমন সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া কি তাহা সম্পাদন করিবেন না? (১০।৭৮।৪)

অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ।

তাহা হইলে দুইমাস প্রকট-ক্রীড়া করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিগণকে নিজ বিরহার্ত্তিভয়ে পীড়িত অবগত হইলেন; পুনর্ব্বার যাহাতে এইপ্রকার বিচ্ছেদ সঙ্ঘটিত না হয়, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট শ্রীগোকুলাখ্য নিজপদ (শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রকটপ্রকাশ) আবির্ভাব করাইলেন। তাহার কারণ, প্রকট-লীলা প্রায়শঃ নিজ প্রিয়জনের সহিত মিলনের অন্তরায়-স্বরূপ ভূভার-হরণাদি প্রয়োজন-

জনরূপেণ নিজপ্রিয়জনসঙ্গমান্তরায়েণ সংবলিতপ্রায়াং প্রকটলীলাং তল্লীলাবহিরঙ্গেণাপরেণ জনেন দুর্বেদতয়া তদন্তরায়সম্ভাবনালেশ-রহিতয়া তয়া নিজসন্ততাপ্রকটলীলয়ৈকীকৃত্য পূর্বোক্তাপ্রকটলীলা-বকাশরূপং শ্রীবৃন্দাবনস্যৈব প্রকাশবিশেষং, তেভ্যঃ, কৃষ্ণঞ্চ তত্র ছন্দোভিঃ স্তূয়মানমিত্যাদ্যুক্তদিশা, স্বেন নাথেন সনাথং শ্রীগোকু-লাখ্যং পদমাবির্ভাবয়ামাস। একেন প্রকাশেন চ দ্বারবতীঞ্চ জগা-মেতি। তথা পাদ্মোত্তরখণ্ড এব তদনন্তরং গদ্যম্। অথ তত্রস্থা নন্দা-দয়ঃ সর্বে জনাঃ পুত্রদারসহিতাঃ পশুপক্ষিমৃগাদয়শ্চ বাসুদেবপ্রসা-দেন দিব্যরূপধরা বিমানমারূঢ়াঃ পরমবৈকুণ্ঠলোকমবাপুরিতি। কৃষ্ণস্তু নন্দগোপব্রজৌকসাং সর্বেষাং পরমং নিরাময়ং স্বপদং দত্বা দিবি দেবগণৈঃ সংস্তূয়মানো দ্বারাবতীং বিবেশেতি চ। তত্র নন্দাদয়ঃ

সংবলিতা। আর, অপ্রকট-লীলার বিষয় বহিরঙ্গ অপর জনের জানা অসম্ভব বলিয়া, তাহাতে উক্ত অন্তরায়-সম্ভাবনার লেশও নাই; এইজন্য প্রকটলীলাকে নিজ-নিত্য-অপ্রকট-লীলার সহিত একীভূত করিলেন এবং পূর্ব্বোক্ত অপ্রকট-লীলার অবকাশ (স্থিতিস্থান)-রূপ শ্রীবৃন্দাবনের প্রকাশ-বিশেষ,—"মূর্ত্তিমান বেদ-সমূহ কর্ত্তৃক স্তূয়মান শ্রীকৃষ্ণকে যেখানে দর্শন করিলেন" (১০।২৮।১৪) ইত্যাদি বর্ণনানুসারে স্বরূপ-বৈভবে বিভবশালী গোকুল-নামক সেই নিজস্থান তাঁহাদের (শ্রীগোকুলবাসিগণের) নিকট প্রকাশ করিলেন। তৎপর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্রজবাসিগণের সহিত শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন; আর, এক প্রকাশে দ্বারকায় গমন করিলেন। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে পূর্ব্বোক্ত ব্রজাগমন-প্রসঙ্গের পর তদ্রূপ বর্ণনা আছে। সেই গদ্য যথা—"অনন্তর সে স্থানস্থিত নন্দাদি-সর্ব্বজন-পুত্রদারসহিত, আর পশুপক্ষী-মৃগ-প্রভৃতি বসুদেব-প্রসাদে দিব্যরূপ ধারণ করিয়া রথে আরোহণ-পূর্ব্বক পরম-বৈকুণ্ঠ-লোক প্রাপ্ত হইলেন। নন্দাদি ব্রজবাসি-সকলকে বিরহ-ব্যাধি-রহিত নিজস্থান দান-পূর্ব্বক স্বর্গে দেবগণ-কর্ত্তৃক স্তূয়মান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন।"

পুত্রদারসহিতা ইত্যনেন, পুত্রাঃ শ্রীকৃষ্ণাদয়ঃ, দারাঃ শ্রীযশোদাদয় ইতি লব্ধে, পুত্রাদিরূপৈরেব শ্রীকৃষ্ণাদিভিঃ সহ তৎপ্রাপ্তেঃ কথনাৎ, প্রকাশান্তরেণ তত্র তেষাং স্থিতিঃ তৈরপি নাবগতেতি লভ্যতে। বাসুদেবপ্রসাদেনাকস্মাৎ আগমনরূপেণ পরমপ্রসাদেন দিব্যরূপধরাস্তদানন্দোৎফুল্লতয়া পূর্বতোঽপ্যাশ্চর্য্যরূপাবির্ভাবং গতা ইত্যর্থঃ। বিমানমারূঢ়া ইতি গোলোকস্য সর্বোপরিস্থিতিদৃষ্ট্যপেক্ষয়া। বস্তুতস্ত্বয়মভিসন্ধিঃ। কৃষ্ণোঽপি তং হত্বা যমুনামুত্তীর্য্যেতি গদ্যানুসারেণ যমুনায়া উত্তরপার এব ব্রজবাসস্তদানীমিত্যবগম্যতে। স চ তেষাং বৃন্দাবনদর্শনাক্ষমতয়া এব তৎপরিত্যাগেন তত্র গতত্বাৎ। ততশ্চ

নন্দাদি-পুত্রদার সহিত—এ স্থলে পুত্র শ্রীকৃষ্ণ-প্রভৃতি (১), দারা—শ্রীযশোদা প্রভৃতি। শ্রীকৃষ্ণ-ভিন্ন ব্রজরাজের পুত্র নাই; আর শ্রীযশোদাই তাঁহার একমাত্র পত্নী। তাহা হইলে, পুত্রাদিরূপ শ্রীকৃষ্ণ-প্রভৃতির সহিত পরম-বৈকুণ্ঠ-লোক (শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রকট-প্রকাশ)-প্রাপ্তি-কথন-হেতু, তৎপূর্ব্বেও প্রকাশান্তরে তথায় তাঁহাদের স্থিতি তাঁহারা (শ্রীনন্দাদি)ও অবগত নহেন—ইহা পাওয়া যাইতেছে। বাসুদেব-প্রসাদে—শ্রীকৃষ্ণের অকস্মাৎ আগমনরূপ পরম-প্রসাদে, দিব্যরূপ-ধারণ—শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গ-লাভে আনন্দোৎফুল্লতা-হেতু পূর্ব্ব হইতেও আশ্চর্য্যরূপে আবির্ভাব-প্রাপ্তি। রথে আরোহণ—গোলোকের সর্ব্বোপরি স্থিতি-দৃষ্টি-অপেক্ষায়। অর্থাৎ গোলোক সর্ব্বোপরি বিরাজমান, তথায় যাইতে হইলে রথে আরোহণ প্রয়োজন; এই জন্য তাঁহাদের রথারোহণের কথা বর্ণিত হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে পাদ্মোত্তরখণ্ডের এ স্থলে এই অভিসন্ধি—"কৃষ্ণও তাহাকে (দন্তবক্রকে) বধ করতঃ যমুনা পার হইয়া" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত গদ্যানুসারে যমুনার উত্তরপাড়েই তৎকালে ব্রজের স্থিতি(২) জানা যাইতেছে। ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণশূন্য-বৃন্দাবন-দর্শনে অসমর্থ হইয়া, বৃন্দাবন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যমুনার উত্তরপাড়ে গিয়াছিলেন; এই জন্য তথায়

---

(১) নন্দাদির পুত্র কৃষ্ণ-প্রভৃতি,—ইহার তাৎপর্য্য—নন্দাদি-পদে শ্রীনন্দ, তৎ ভ্রাতৃবর্গ ও তত্তুল্য গোপবর্গ, আর শ্রীকৃষ্ণ-প্রভৃতি পদে শ্রীকৃষ্ণ, তদীয় পিতৃব্য-পুত্র ও অন্যান্য গোপকুমার বুঝা যাইতেছে।

(২) ব্রজ-গোষ্ঠ—গো গোপাবাস।

বিমানশিরোমণিনা স্বেনৈব রথেন পারপ্রাপণপূর্ব্বকং শ্রীমদ্গোপেভ্যঃ শ্রীবৃন্দাবন এব পূর্ব্বং গোলোকতয়া দর্শিতে তৎপ্রকাশাবিশেষ এব নিগূঢ়ং নিবেশনং বৈকুণ্ঠাবাপ্তিরিতি। অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্বতং ব্রজেদিতি ন্যায়েন। সমীপার্থেঽব্যয়মর্কেশব্দঃ। ন বেদ স্বাং গতিং ভ্রমন্নিতি বদতা শ্রীভগবতা তেষাং গতিত্বেনাপি বিভাবিতোঽসৌ লোকঃ। তস্মাদ্ বৃন্দাবনে নিগূঢ়প্রবেশ এব সমঞ্জসঃ। অত্র বৃন্দাবননিত্যলীলাবাক্যবৃন্দঞ্চাধিকমপ্যস্তি প্রমাণম্। অথ গদ্যান্তে দ্বারাবতীং বিবেশেতি চ শাল্ববধার্থং নির্গতৈঃ শ্রীভগবৎপ্রত্যাগমনং

ব্রজের স্থিতি বলা হইয়াছে। (এই ব্যাপার কুরুক্ষেত্র-যাত্রার পরে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল।) বিমান-শিরোমণি—শ্রীকৃষ্ণ নিজ-রথদ্বারা অপর পাড়ে গমন-পূর্ব্বক, শ্রীবৃন্দাবনেই পূর্ব্বে গোলোকরূপে প্রদর্শিত বৃন্দাবনের প্রকাশ-বিশেষেই নিগূঢ়রূপে প্রবেশ করানকেই তাঁহাদের বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি কথিত হইয়াছে। ইহা, "অর্কে যদি মধুলাভ হয়, তবে কি জন্য পর্ব্বতে যাইবে?" এই ন্যায়ানুসারে সিদ্ধ। এ স্থলে সমীপার্থে অব্যয় 'অর্ক'-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ বৃন্দাবনস্থিত বৃন্দাবনের অপ্রকট-প্রকাশে গমনেই যদি পরমবৈকুণ্ঠ—গোলোক-প্রাপ্তি সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সর্ব্বোর্দ্ধস্থানে গমনপূর্ব্বক গোলোক-প্রাপ্তির আয়াস-স্বীকারে কি প্রয়োজন আছে? "ন বেদ স্বাং গতিং ভ্রমন্" ইত্যাদি বলিবার সময় শ্রীকৃষ্ণ এই লোকেই যে ব্রজবাসিগণের গতি, তাহা চিন্তা করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রকট-লীলাবসানে শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রকট-প্রকাশে ব্রজ-পরিকরবর্গের সহিত বিহার করিবেন, (১০।২৮শ অধ্যায়ে * বর্ণিত) গোলোক-প্রদর্শন-লীলার সময়েই শ্রীকৃষ্ণের সে সঙ্কল্প ছিল; পরন্তু প্রতিকল্পে—প্রতি প্রকট-লীলাবসানে এরূপ ঘটিয়া থাকে। সুতরাং বৃন্দাবনে নিগূঢ়রূপে প্রবেশই সমীচীন। বৃন্দাবনে নিত্য-লীলা-বিষয়ক বাক্যসমূহ (১) এ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ।

অনন্তর পাদ্মোত্তরখণ্ডের গদ্যান্তস্থিত "দেবগণ-কর্ত্তৃক স্তূয়মান কৃষ্ণ দ্বারকায় প্রবেশ করিয়াছিলেন"—এই বাক্য হইতে বুঝা যায়, শাল্ববধ-জন্য-নির্গত,

* সবিস্তার ১১৬ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

(১) ১১৭ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

প্রতীক্ষমাণযাদবৈঃ সহৈবেতি শ্রীভাগবতবদেব লভ্যতে। তং বিনা স্বয়ং গৃহপ্রবেশানৌচিত্যাৎ। ক্ষণার্দ্ধং মেনিরেঽর্ভকা ইতিবদল্পকাল-ভাবনেন বা। তদেবং পুনঃ শ্রীগোকুলাগমনাভিপ্রায়েণৈব শ্রীবৃন্দা-বননাথোপাসনামন্ত্রে নিহতকংসত্বেন তদ্বিশেষণং দত্তম্ যথা বৌধা-য়নোক্তে—গোবিন্দং মনসা ধ্যায়েদগবাং মধ্যে স্থিতং শুভমিতি ধ্যানানন্তরং, গোবিন্দ গোপীজনবল্লভেশ কংসাসুরঘ্ন ত্রিদশেন্দ্রবন্দ্য ইত্যাদি। অন্যত্র চ—গোবিন্দ গোপীজনবল্লভেশ বিধ্বস্তকংসে-ত্যাদি। ইত্থমেব পুনঃ প্রাপ্ত্যভিপ্রায়েণোক্তম্—অনুস্মরন্ত্যো মাং

শ্রীভগবৎ-প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষ্যমাণ-যাদববর্গের সহিতই শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রবেশ করিয়াছিলেন; ইহা শ্রীমদ্ভাগবতীয় (দন্তবক্রবধান্তে দ্বারকা-প্রবেশ)-বর্ণনার অনুরূপ। শ্রীকৃষ্ণ-ব্যতিরেকে তাঁহাদের গৃহ-প্রবেশ অনুচিত, এই হেতু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। অথবা, ব্রহ্মার মায়া-শয়নে-শায়িত গোপবালকগণ, একবৎসর-কালকে যেমন ক্ষণার্দ্ধের মত মনে করিয়া-ছিলেন, তদ্রূপ শাম্বধার্থে আগত শ্রীকৃষ্ণ দুইমাস পরে গেলেও দ্বারকাবাসিগণ সেই সময়কে অতি অল্পকাল মনে করিয়াছিলেন। কাজেই দ্বারকাবাসিগণকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের পুর-প্রবেশ কোনরূপে অসঙ্গত নহে।

উক্তরূপে শ্রীকৃষ্ণ পুনর্ব্বার শ্রীগোকুলে আসিয়াছিলেন, এই অভিপ্রায়েই শ্রীবৃন্দাবন-নাথোপাসনা-মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের 'কংসান্তকারী' বিশেষণ প্রদত্ত হই-য়াছে। যথা—বৌধায়ন-উক্তিতে—"তদনন্তর গোবিন্দ-প্রীতিনিমিত্ত পূর্ব্ববৎ হোমানুষ্ঠান কর্ত্তব্য" ইত্যাদি বাক্যের পর "হে গোবিন্দ! হে গোপীজন-বল্লভ! হে ঈশ! হে কংসাসুরঘ্ন! হে ত্রিদশেন্দ্রবন্দ্য" (১) ইত্যাদি। বৌধায়ন-স্মৃতির অন্যত্র "হে গোবিন্দ! হে গোপীজন-বল্লভ! হে ঈশ! হে বিধ্বস্ত-কংস!" ইত্যাদি। (২)

এই প্রকার পুনঃ-প্রাপ্তি-অভিপ্রায়েই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"নিরন্তর আমার

---

(১) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ২২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(২) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ২২৬ পৃষ্ঠায়।

নিত্যমচিরান্মামুপৈষ্যথেতি। দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপন ইতি। গোপীনাং স গুরুর্গতিরিতি চ। তথৈব কেবলেন হি ভাবেনেত্যাদিপদ্যদ্বয়কৃতেন সাধকচরীণাং গোপীনাং প্রথমং তৎপ্রাপ্তিপ্রস্তাবেন নিত্যপ্রেয়সীনামপি তন্মহাবিয়োগানন্তরপ্রাপ্তিং তস্য বিয়োগস্যাতীতত্বনির্দ্দেশাদ্দৃঢ়য়তি দ্বাভ্যাম্—রামেণ সার্দ্ধং

স্মরণকারিণী তোমরা আমাকে প্রাপ্ত হইবে।" (৩) "সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আমার প্রতি তোমাদের যে স্নেহ আছে, তাহাই আমার প্রাপ্তি-সাধক।" (৪)

শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন —

অথানুগৃহ্য ভগবান্ গোপীনাং স গুরুর্গতিঃ।
যুধিষ্ঠিরমথাপৃচ্ছৎ সর্ব্বাংশ্চ সুহৃদোঽব্যয়ঃ॥ ১০।৮৩।১

"অনন্তর গোপীগণের গুরু এবং গতি ভগবান্, অব্যয় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া, যুধিষ্ঠির এবং সকল সুহৃদ্গণকে কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন।" এই শ্লোকের গতি-পদের অর্থ—নিত্য-প্রাপ্য। তদ্রূপ—

কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যোগাবো নগা মৃগাঃ।
যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধামামীয়ুরঞ্জসা॥
যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ।
ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্ যত্নবানপি॥ ১১।১২।৭—৮

"শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন, যোগ, সাংখ্য, দান, ব্রত, তপঃ, যজ্ঞ, শাস্ত্রব্যাখ্যা, বেদপাঠ ও সন্ন্যাসদ্বারা অতি যত্নবান্ ব্যক্তিও যে আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না, কেবলমাত্র ভক্তিদ্বারা গোপীগণ, গোগণ, যমলার্জ্জুনাদি বৃক্ষগণ, মৃগগণ, কালীয় প্রভৃতি নাগগণ এবং অন্যান্য মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ সেই আমাকে অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়াছে।" এই শ্লোকদ্বয়ে সাধকচরী গোপীগণের তৎ (শ্রীকৃষ্ণ)-প্রাপ্তি প্রস্তাব করায়, নিত্য প্রেয়সীগণেরও তদীয় বিচ্ছেদের পর শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি, সেই তীব্র বিচ্ছেদের অতীত-কালীনত্ব নির্দ্দেশ করতঃ দৃঢ়তা-

---

(৩) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ১৬৩ অনুচ্ছেদে।

(৪) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ১৬৮ অনুচ্ছেদে।

মথুরাং প্রণীতে শাফল্কিনা ময্যনুরক্তচিত্তাঃ। বিগাঢ়ভাবেন ন মে বিয়োগতীব্রাধয়োঽন্যং দদৃশুঃ সুখায়। তাস্তাঃ ক্ষপাঃ প্রেষ্ঠতমেন নীতা ময়ৈব বৃন্দাবনগোচরেণ। ক্ষণার্দ্ধবত্তাঃ পুনরঙ্গ তাসাং হীনা ময়া কল্পসমা বভূবুঃ ॥১৭৫॥

অত্র বিগাঢ়ভাবেন বিয়োগতীব্রাধয়ঃ সত্যো মত্তোঽন্যং নিজ-সখ্যাদিকমপি ন সুখায় দদৃশুঃ। ততশ্চাধুনা তু সুখায় পশ্যন্তীতি বিয়োগো নাস্তীত্যর্থঃ। এবং তাস্তাঃ ক্ষপাঃ ময়া হীনাঃ সত্যঃ কল্প-সমা বভূবুরধুনা তু তাদৃশ্যো ন ভবন্তীতি নাস্ত্যেব বিয়োগ ইত্যর্থঃ। ততশ্চ প্রকটাপ্রকটলীলয়োঃ পৃথক্ত্বাপ্রতিপত্ত্যৈবাপ্রকটভাবমাপদ্য স্বনামরূপয়োরেব তাঃ স্থিতা ইত্যাহ—তা নাবিদন্ ময্যনুষঙ্গবদ্ধধিয়ঃ

সহকারে দুইটী শ্লোকে বলিলেন—"অক্রূর যখন বলদেবের সহিত আমাকে মথুরায় লইয়া যান, তখন আমাতে অনুরক্ত-চিত্ত গোপীগণ প্রগাঢ় প্রেম-বশতঃ তীব্র বিচ্ছেদ-দুঃখে কাতর হইয়া অন্য কাহাকেও সুখের হেতু বলিয়া দেখে নাই। বৃন্দাবনে অবস্থান-কালে প্রিয়তম আমার সহিত যে সকল রজনী রাসাদি-বিচিত্র-বিলাস-সহ যাপন করিয়াছিল, সে সকল রজনী ক্ষণার্দ্ধতুল্য, আর আমার বিচ্ছেদের রজনী-সকল কল্পসম হইয়াছিল।" ১১।১২।১০॥১৭৫

এস্থলে প্রগাঢ়-প্রেম বশতঃ তীব্র বিচ্ছেদ-পীড়ায় কাতর হইয়া, (শ্রীব্রজদেবী-গণ) আমা (শ্রীকৃষ্ণ) ভিন্ন অন্য—এমনকি সখীগণকে পর্য্যন্ত সুখের হেতু বলিয়া দেখে নাই, তারপর এখন সুখের হেতু বলিয়া দেখে—এই অর্থ হইবে। কারণ, যদি তখনও (শ্রীউদ্ধবের নিকট কথন-সময়েও) বিচ্ছেদ থাকিত, তাহা হইলে 'দেদৃশুঃ' (দেখে নাই) ক্রিয়ার অতীত-নির্দ্দেশ না করিয়া বর্ত্তমান-নির্দ্দেশ করি-তেন। এইরূপ আমার বিচ্ছেদের রজনীসমূহ কল্পসম হইয়াছিল, এখন আর সেরূপ হয়না; সুতরাং বিচ্ছেদ নাই। অন্যথায় এস্থলেও পূর্ব্বের ন্যায় (বভূবুঃ ক্রিয়াদ্বারা) অতীত-নির্দ্দেশ না করিয়া বর্ত্তমান-নির্দ্দেশ করিতেন। তজ্জন্য প্রকটাপ্রকট-লীলাদ্বয়ের পৃথকত্ব অপ্রতিপত্তিহেতু অর্থাৎ তখন উভয় লীলাকে পৃথক্ প্রমাণ করা যায় না বলিয়া, অপ্রকট-ভাব প্রাপ্তি-পূর্ব্বক নিজ নিজ নামরূপে তাহারা অবস্থান করিতেছেন। তাহাই বলিলেন—"সমাধিকালে মুনিগণ

স্বমাত্মানমদস্তথেদম্। যথা সমাধৌ মুনয়োঽব্ধিতোয়ে নদ্যঃ প্রবিষ্টা ইব নামরূপে ॥১৭৬॥

তাস্তথাভূতবিরহোৎকণ্ঠাতিশয়েনাভিব্যক্তদুর্দ্ধরমহাভাবাঃ সত্যঃ অথ কদাচিত্তাসাং দর্শনার্থং গতে ময়ি লব্ধো যোঽনুষঙ্গো মহামোদন-ভাবাভিব্যক্তিকারী পুনঃ সংযোগস্তেন বদ্ধা ধীর্যাসাং তথাভূতাঃ সত্যঃ স্বং মমতাস্পদম্ আত্মানমহঙ্কারাস্পদঞ্চ অদঃ অপ্রকটলীলা-নুগতত্বেনাভিমতং বা তথা ইদং প্রকটলীলানুগতত্বেনাভিমতং বা যথাস্যাত্তথা নাবিদন্। কিন্তু দ্বয়োরৈক্যেনৈবাবিদুরিত্যর্থঃ। প্রকটা-

---

যেমন নামরূপ জানেনা, তদ্রূপ আমাতে আসক্তবুদ্ধি গোপীগণ—স্ব, আত্মা, উহা, ইহা-জানেনা; সমুদ্র-সলিলে যেমন নদী প্রবেশ করে, তদ্রূপ তাহারা নামরূপে প্রায় প্রবিষ্টা।" ১১।১২।১১॥১৭৬॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—তাদৃশ বিরহোৎকণ্ঠার প্রাচুর্য্যবশতঃ অভিব্যক্ত মহা-ভাবের(১) বেগ সম্বরণ করা গোপীগণের পক্ষে দুরূহ-ব্যাপার হইয়াছিল; অনন্তর কোন সময়ে তাহাদের দর্শনের নিমিত্ত গেলে আমাতে যে অনুষঙ্গ—মহামোদন(২) ভাবের অভিব্যক্তিকারী যে পুনঃ সংযোগ ঘটিয়াছিল, তদ্দ্বারা বদ্ধ বুদ্ধি যাহাদের—তথাভূত হইয়া, স্ব—মমতাস্পদ, আত্মা—অহঙ্কারাস্পদ, উহা—অপ্রকটলীলানুগতরূপে সম্মত, তদ্রূপ ইহা—প্রকটলীলানুগতরূপে সম্মত যাহাতে হয়, তথাবিধরূপে জানিতে পারে নাই। কিন্তু উভয়কে অভিন্নরূপে জানিয়া-

---

(১) অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ।
যাবদাশ্রয়-বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে ॥—শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি।

অনুরাগ যদি যাবদাশ্রয়-বৃত্তি হইয়া আপনাদ্বারা সম্বেদন-যোগ্য-দশা-প্রাপ্তি পূর্ব্বক প্রকাশ-লাভ করে, তাহা হইলে তাহাকে ভাব বলে। কোন কোন স্থলে এই ভাবই মহাভাব-শব্দে অভিহিত হয়।

(২) মোদনঃ স দ্বয়োর্যত্র সাত্ত্বিকোদ্দীপ্তসৌষ্ঠবং।

যে অধিরূঢ়-মহাভাবে নায়ক-নায়িকার সাত্ত্বিক-ভাবসকল উদিত হয়, তাহাকে মোদন বলে। মিলন-দশায় মোদনের আবির্ভাব। শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি।

প্রকটতয়া ভিন্নং প্রকাশদ্বয়মভিমানদ্বয়ং লীলাদ্বয়ঞ্চাভেদেনৈবাজানন্নিতি বিবক্ষিতম্। ততশ্চ নাম চ রূপঞ্চ তস্মিন্ তত্তন্নামরূপাত্মনি অপ্রকটপ্রকাশবিশেষে প্রবিষ্টা ইব ন তু প্রবিষ্টা বস্ত্বভেদাদিত্যর্থঃ। নামরূপ ইতি সমাহারঃ। তত্র প্রকটাপ্রকটলীলাগতয়োর্নামরূপয়োরভেদে দৃষ্টান্তঃ, যথা সমাধৌ মুনয় ইতি। সমাধিরত্র শুদ্ধজীবস্যেতি গম্যম্। তয়োর্লীলয়োর্ভেদাবেদনে দৃষ্টান্তঃ, যথাব্ধিতোয়ে নদ্য ইতি। যথা নদ্যঃ পৃথিবীগতামব্ধিতোয়গতাঞ্চ স্বস্থিতিং ভেদেন ন বিন্দন্তি, কিন্তূভয়স্যামপি স্থিতৌ সমুদ্রতোয়ানুগতাবেবাবিশন্তি, তথা, মদনুষঙ্গে সতি প্রকটামপ্রকটাঞ্চ লীলাস্থিতিং তাশ্চ ভেদেন ন বিদুঃ,

---

ছিল। প্রকটাপ্রকটরূপে পৃথক্ প্রকাশদ্বয়, পৃথক্ অভিমানদ্বয় এবং পৃথক্ লীলাদ্বয়কে অপৃথক্‌রূপে জানিয়াছিল—ইহা বলাই অভিপ্রেত। তারপর, নাম এবং রূপ তাহাতে (নাম-রূপে)—সেই সেই নামরূপ বিশিষ্ট স্বরূপে—অপ্রকট-প্রকাশ-বিশেষে প্রবিষ্ট প্রায় হইয়াছে, কিন্তু প্রবেশ করে নাই; কারণ, উভয় বস্তু (প্রকটলীলা আর অপ্রকটলীলাগত নামরূপ) অভিন্ন; দুই ভিন্ন বস্তুর একের ভিতর অপরের প্রবেশ সম্ভব। অপ্রকটলীলায় যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-প্রেয়সী, প্রকটলীলায়ও তাঁহারাই নিত্য-প্রেয়সী; সুতরাং প্রকটলীলাগত প্রেয়সীগণের অপ্রকটলীলাগত প্রেয়সীগণে প্রবেশ সম্ভব নহে, উভয়ই এক। তবে লীলাদ্বয়ের ঐক্য-সময়ে তাঁহাদের ঐক্যহেতু মনে হয় যেন প্রকট-লীলাগত প্রেয়সীগণ অপ্রকটলীলাগত প্রেয়সীগণে—তাঁহাদের নামরূপে প্রবেশ করিলেন।

নামরূপে—(নাম চ রূপঞ্চ তস্মিন্ ইতি নামরূপে) নাম এবং রূপ তাহাতে, সমাহারদ্বন্দ্বে নামরূপে পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

দৃষ্টান্ত-স্বরূপে মুনিগণের যে সমাধির কথা বলা হইয়াছে, তাহা শুদ্ধ জীবের সমাধি অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধি বুঝিতে হইবে। অশুদ্ধ-জীবের সবিকল্প-সমাধি ভঙ্গ হয়, ভঙ্গ হইলে বাসনা-বিক্ষেপ উপস্থিত হয়,—ধ্যান, ধ্যেয় ও ধ্যাতার ভেদ উপলব্ধি হয়; এই জন্য উহা লীলাদ্বয়ৈক্যের দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। লীলাদ্বয়ের অভেদ-জ্ঞাপনের দৃষ্টান্ত—"সমুদ্র-সলিলে যেমন নদী প্রবেশ করে।" নদী যে প্রকার পৃথিবীগতা এবং সাগর-সলিলগতা নিজস্থিতি পৃথগ্‌ভাবে প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু উভয়স্থানে থাকিলেও সমুদ্র-সলিলের অনুগতিতে প্রবেশ করে, তদ্রূপ আমার (শ্রীকৃষ্ণের) অনুষঙ্গ লাভ করিলে, ব্রজসুন্দরীগণ প্রকটাপ্রকট লীলা-

কিন্তু মধ্যেবাবিশুরিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তস্ত্বয়ং লীলাভেদাবেদনাংশ এব, ন তু সর্বাবেদনাংশে, লোকবত্তু লীলাকৈবল্যমিতিবৎ। তদেবং প্রকটা-প্রকটলীলয়োর্দ্বয়োরপি তাসাং স্বপ্রাপ্তৌ ভাব এব কারণং দর্শিতম্। ততশ্চাপ্রকটলীলায়াং প্রবিষ্টা অপি যাদৃশং তস্য স্বরূপং প্রাপ্তাস্তদ্দর্শয়ন্নন্যদপ্যনুবদতি—মৎকামা রমণং জারং মৎস্বরূপবিদোঽবলাঃ। ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্রশঃ ইতি ॥১৭৭॥

এবং পূর্ব্বোক্তরীত্যা তা অবলা ব্রহ্ম প্রাপুস্তচ্চ পরমং ভগবদ্রূপং

স্থিতি ভিন্ন বলিয়া জানিতে পারেনা, কিন্তু আমাতে আবিষ্ট হয়। লীলাভেদ যে তাঁহাদের অজ্ঞাত থাকে, এই অংশে উক্ত দৃষ্টান্ত প্রযুক্ত হইয়াছে, সকল বিষয়ই তাঁহাদের অজ্ঞাত থাকে—এই অংশে নহে। "সুখোন্মত্ত লোকের যেমন নৃত্যাদি-স্বচ্ছন্দ-চেষ্টা দেখা যায়, তদ্রূপ পূর্ণকাম শ্রীভগবানের বিচিত্র সৃষ্টিতে কোন ফলাভিসন্ধি নাই, কেবল লীলার্থই তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।" ২।১।৩৩ বেদান্তসূত্র। এস্থলে যেমন লীলাসুখমগ্ন শ্রীভগবানের অন্যানুসন্ধান নিষিদ্ধ হইয়া লীলাবেশেই সৃষ্ট্যাদি বিচিত্র কার্য্য সম্পাদন বর্ণিত হইল, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণাবিষ্টা ব্রজসুন্দরীগণেরও অন্য (লীলাভেদাদি) অনুসন্ধান-রাহিত্য বুঝিতে হইবে। তাঁহারা তদীয় সঙ্গ-সুখেই মগ্না। তাহা হইলে প্রকটাপ্রকট উভয় লীলাতেই গোপীগণের নিজ (শ্রীকৃষ্ণ)-প্রাপ্তিতে ভাবই একমাত্র কারণ, ইহা দেখান হইল ॥১৭৬॥

প্রকটলীলাবসানে লীলাদ্বয়ের ঐক্য-হেতু অপ্রকটলীলায় প্রবিষ্ট গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের যাদৃশ-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা প্রদর্শন জন্য অন্য শ্লোকে আবার সেই প্রসঙ্গ (পুনঃ শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি-প্রসঙ্গ) উপস্থিত করিতেছেন;—"আমার স্বরূপ-জ্ঞানবতী মৎকামা অবলাগণ জাররূপে প্রতীত রমণ পরমব্রহ্ম আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদের সঙ্গ প্রভাবে অন্য শত সহস্র জনও প্রাপ্ত হইয়াছে।" ১১।১২।১২॥১৭৭॥

এই প্রকারে পূর্ব্বোক্ত রীতিতে অর্থাৎ প্রকটলীলায় দুই মাস, তারপর লীলার ঐক্য সাধিত হইলে অনন্তকালের জন্য সেই অবলাগণ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইল। কেমন ব্রহ্ম? পরমব্রহ্ম—ভগবদ্রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। পরমব্রহ্ম যে ভগবদ্রূপ,

প্রাপুঃ। ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিত্যাদেঃ। তদেবং স্থিতে তাসাং মদংশভূতানাং নিত্যপ্রিয়াণাং সঙ্গাদন্যা অপি তদানীমেব গোকুল-ভাজঃ শতসহস্রশঃ প্রাপুঃ। সঙ্গস্য তৎপ্রাপকত্বঞ্চ ঝটিতি সমানভাব-জনকত্বাৎ। যথোক্তমেতৎ পূর্বমেব—কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাব ইত্যাদি। এবং গবাদিষ্বপি দ্বিবিধত্বং গম্যম্। কিমাখ্যং প্রাপু-স্তত্রাহ, মাং কৃষ্ণাখ্যমেব নরাকৃতি পরং ব্রহ্মেতি পুরাণবর্গাৎ, যো-হবতারাণাং মধ্যে শ্রেষ্ঠোহবতারঃ কো ভবিতা কথমস্যাবতারস্য

তাহার প্রমাণ—"আমি (শ্রীকৃষ্ণ) ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা"—এই ভগবদ্বাক্যে (১)। তাহাদের মৎপ্রাপ্তি স্থির হইলে, আমার স্বরূপভূতা নিত্য-প্রেয়সীগণের সঙ্গে অন্যা—তৎকালে গোকুলবাসিনী শত-সহস্র (সাধন-সিদ্ধা) গোপীও পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ প্রাপ্তির বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—"কেবলমাত্র ভক্তিদ্বারা গোপীগণ, গোগণ * * * * * আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে।" (২) প্রকট লীলাগত গোপীগণ যেমন নিত্যসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা-ভেদে দ্বিবিধা,প্রকটলীলাগত গো-প্রভৃতিও তেমন নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ-ভেদে দ্বিবিধ। নিত্যসিদ্ধ গবাদির সঙ্গ-প্রভাবে সাধনসিদ্ধ গবাদি শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যে পরমব্রহ্ম—ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার নাম কি? (মৎস্যাদি বহু-ভগবৎ-স্বরূপ আছেন, তন্মধ্যে বিশেষরূপে প্রাপ্তি-জ্ঞাপনের জন্য বলিলেন,) আমাকে—শ্রীকৃষ্ণ-নামে খ্যাত আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্লোকে বলা হইল পরমব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থ করা হইল—শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্ত হইয়াছে; ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়? শ্রীকৃষ্ণই কি পরমব্রহ্ম? হাঁ, শ্রীকৃষ্ণই পরমব্রহ্ম। তিনি নরাকৃতি পরমব্রহ্ম, ইহা পুরাণ-বচন-প্রমাণদ্বারা পূর্ব্বে নিরূপিত হইয়াছে। যিনি অবতারগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠ অবতার, তিনি কে হয়েন? এই অবতারের ব্রহ্মত্ব

---

(১) সবিস্তার ১৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(২) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ১৭৫ অনুচ্ছেদে।

ব্রহ্মতা ভবতীতি তাপনীভ্যশ্চ। কীদৃশসম্বন্ধং ত্বাং প্রাপুস্তত্রাহ, রমণং জারমিতি। রমণঃ পতির্নন্দনশব্দবদ্ যৌগিকত্ববাধাৎ। যথা মিত্রাপুত্রো মিত্রানন্দন এবোচ্যতে, ন তু মিত্রাপতিঃ। মিত্রাপতিরপি

কিরূপে সিদ্ধ হয়? (১) ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে তাপনী-শ্রুতি-সমূহে শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাবতার-শ্রেষ্ঠ এবং শ্রীকৃষ্ণই পরমব্রহ্ম (২) ইহা নিরূপিত হইয়াছে; এ সকল বিষয় পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

গোপীগণের পতিরূপে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি।

কিরূপ সম্বন্ধ-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতঃপর তাহা বলিতেছেন। যিনি রমণ ও জার তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। রমণ-শব্দের অর্থ পতি; যেমন নন্দন-শব্দের অর্থ পুত্র, তদ্রূপ। এ স্থলে যৌগিকবৃত্তির (৩) অর্থ ক্লীবলিঙ্গে নিষ্পন্ন হয়, অথচ শব্দটী পুংলিঙ্গ (যেহেতু রমণং জারং মাং প্রাপুঃ বলায়, মাং-পদের যিনি বাচ্য রমণ-পদেরও তিনি বাচ্য; মাং-পদে শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইতেছে, সুতরাং রমণ-পদেও তাঁহাকে বুঝা যাইতেছে। অতএব ঐ শব্দটী পুংলিঙ্গ)। এই জন্য রূঢ়িবৃত্তি-প্রতিপাদিত. (পতি) অর্থ স্বীকৃত হইল। অভিধান-প্রসিদ্ধ (রমণ-পতি) অর্থ অতিক্রম করিয়া অন্য (উপপতি) অর্থ করিতে গেলে, কেহ তাহা স্বীকার করিবে না; সর্ব্বত্র শাস্ত্র এবং লোক-প্রসিদ্ধ অর্থই আদৃত হয়। যথা—মিত্রাপুত্র—মিত্রানন্দন, এইরূপই বলা হয়,

---

(১) কঃ পরমো দেবঃ ইত্যাদি।

(২) কৃষ্ণোবৈ পরমং দৈবতং ইত্যাদি।

(৩) যৌগিক—প্রকৃতি-প্রত্যয়-যোগলভ্য অর্থ। এ স্থলে রম্+ঞি+অন, ঘে—রমণ-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। রম্ ধাতুর অর্থ ক্রীড়া; যৌগিক-বৃত্তিতে রমণ অর্থ ক্রীড়ন। ক্লীবলিঙ্গে এই অর্থ প্রাপ্তি হয়। পুংলিঙ্গ হইলে পতি অর্থ হইয়া থাকে,—ইহা মেদিনীকোষ অভিধানের মত। এই শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভে বিশ্ব-প্রকাশ-অভিধানের মতেও রমণ-শব্দের পতি-অর্থ-প্রাপ্তি দেখান হইয়াছে।

মিত্রারমণ এবোচ্যতে, ন তু মিত্রাপুত্র ইতি। ততশ্চায়মর্থঃ। যথা-ভীষ্মমুদারদর্শনীয়ং কটং করোতীত্যত্র ক্রিয়া খলু বিশেষ্যস্য কৃতিং প্রত্যায়য়ন্তী বিশেষণানামপি প্রত্যায়য়তি, কটং করোতি তঞ্চ ভীষ্ম-মিত্যাদিরীত্যা, তথাত্রাপি প্রাপ্তং ব্রহ্ম প্রাপুস্তচ্চ পরমং ভগবদ্রূপং

মিত্রাপতি বলা হয় না; আবার মিত্রাপতি-শব্দেও মিত্রারমণ বলা হয়, মিত্রাপুত্র নহে; অর্থাৎ পুত্র-শব্দের নন্দন-অর্থে প্রসিদ্ধি আছে, পতি-অর্থে নাই, এই জন্য পুত্র বলিলে নন্দন বুঝায়, পতি অর্থ বুঝায় না। তাহা হইলে রমণং জারং ইত্যাদি বাক্যের বক্ষ্যমাণ অর্থ হইবে—যেমন ভয়ঙ্কর প্রশস্ত দর্শন-যোগ্য কট (মাদুর) প্রস্তুত করিতেছে—এই বাক্যের ক্রিয়াবিশেষের (কটের) প্রস্তুতি প্রত্যয় করাইবার সঙ্গে বিশেষণ (ভয়ঙ্কর, প্রশস্ত, দর্শন-যোগ্য—মূলের ভীষ্মং, উদারং, দর্শনীয়ং;) পদত্রয়েরও প্রস্তুতি প্রত্যয় করাইতেছে; অর্থাৎ যে কট প্রস্তুত করিতেছে তাহা কিরূপ? ভয়ঙ্কর ইত্যাদি রূপ। তদ্রূপ এস্থলেও শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, গোপীগণ প্রাপ্ত ব্রহ্মকে (১) পাইয়াছে। তাহা কিরূপ?

---

(১) প্রাপ্তং বহ্ম প্রাপুঃ—প্রাপ্ত-ব্রহ্মকে পাইয়াছে, এই বাক্যে প্রাপ্তি-বৈশিষ্ট্য ব্যঞ্জিত হইতেছে। প্রাপ্ত-বস্তুর আবার প্রাপ্তি কি? বস্তুর প্রাপ্তি দুইস্থলে—অপ্রাপ্ত-বস্তুর প্রাপ্তি এবং হৃতবস্তুর প্রাপ্তি-স্থলেই সিদ্ধ হয়।

এ স্থলে নিত্য-প্রেয়সী শ্রীব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির কথাই বলা হইল। তাঁহারা পূর্ব্বে যে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয়েন নাই কিংবা পাইয়া হারাইয়াছেন, তাহা বলা যায় না। অপ্রকট-লীলায় তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-সহিত নিত্য-সংযোগে স্থিতি পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। আর, যাঁহার হৃদয়ে প্রেম আছে, তিনি (ভক্তিবশঃ পুরুষঃ) শ্রীকৃষ্ণকে হারান না। শ্রীব্রজসুন্দরীগণ প্রেমের পরাকাষ্ঠারূপ মহাভাবে সতত বিরাজ করিতেছেন; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে হারান না—শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদিগকে ছাড়িতে পরেন না, তিনি তাঁহাদের প্রেমে চিরবন্ধী; এই সিদ্ধান্ত পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছে। যদি তাহা হয়, তবে তাঁহাদের প্রাপ্তির কথা বলা হইল কেন? আর তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদ সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা; তাহারই বা অপলাপ কিরূপে সম্ভব হয়? ইহার উত্তরে বক্তব্য—তাঁহারা

তচ্চ মাং শ্রীকৃষ্ণাখ্যং স্বয়ং ভগবদ্রূপমিত্যাদিরীত্যা। কিন্তু জার-মিত্যুক্তেরেব রমণবিশেষত্বে লব্ধে, রমণপদমধিকং স্যাদিত্যক্ষরা-

পরম-ভগবদ্রূপ; তাহা আবার কিরূপ? শ্রীকৃষ্ণ-নামে খ্যাত স্বয়ং ভগবান্ স্বরূপ আমি। সেই আমাকেই তাহারা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই রীতিতে অর্থ প্রতীতি করাইতেছে। কিন্তু 'জার' উক্তি হইতে রমণ-বিশেষত্ব-লব্ধ হইলে

শ্রীকৃষ্ণকে হারান নাই, হৃতবস্তু কাছে থাকে না, খুঁজিলে পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের কাছেই ছিলেন; তাঁহারা নয়ন মুদিলে দেখিতেন—বুকের ধন বুক জুড়িয়া আছেন। সে অবস্থা—

বাহিরে বিষ-জ্বালা হয়, ভিতরে অমৃতময়।

প্রেমের কার্য্য প্রিয়তমের অনুভব; প্রেম প্রেমিককে কখনও এই অনুভব-সুখ হইতে বঞ্চিত করেন না। সেই অনুভব বাহ্যান্তর-ভেদে দ্বিবিধ। সংযোগে বিয়োগে প্রেমের স্থিতি। সংযোগাবস্থায় বহিরিন্দ্রিয়ে প্রিয়ানুভব, আর বিয়োগাবস্থায় অন্তরিন্দ্রিয়ে সেই অনুভব বিদ্যমান থাকে।

চিত্ত কাড়ি তোমা হইতে বিষয়ে চাহি লাগাইতে
যত্ন করি নারি কাড়িবারে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। মধ্য।১৩

চাহি যারে ছাড়িতে সেই শুঞা আছে চিত্তে
কোন রীতে না পারি ছাড়িতে।

ঐ মধ্য।১৭

এ সকল বাক্য তাহার প্রমাণ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অপ্রাপ্ত বা হৃতবস্তু নহেন, প্রাপ্ত-বস্তুই বটেন। তবে লীলাবশে প্রেমের অবস্থা-বিশেষে রসাস্বাদনাভিলাষে বিয়োজিত হইয়াছিলেন মাত্র। তাঁহাকে তাঁহারা বহিঃ-প্রকটরূপে আবার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহাই তাৎপর্য্য।

অথবা ব্রহ্ম—অন্তরানুভবের বস্তু। বিয়োগাবস্থায় ব্রহ্মবৎ মানসানুভব-গোচর ছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ, সেই শ্রীকৃষ্ণ বহিঃপ্রকটরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, এইরূপ তাৎপর্য্যও হইতে পারে।

ধিক্যেনার্থাধিক্যমিতি ন্যায়াদধিকার্থমেব বোধয়তি। তত্র চাধিক-পদস্যৈবার্থঃ পর্য্যবস্যতীতি প্রযত্নে নোপাদানাজ্জারত্বঞ্চ প্রাতীতি-কমাত্রম্। গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চেত্যাদেঃ। কিন্তু সাধারণীষ্বপি পরব্রহ্মণঃ সর্বাংশিত্বাৎ সর্বপাতৃত্বাচ্চ পতিত্বমেব। তথোক্তং পিঙ্গ-

---

রমণ-পদ অধিক হয়। অক্ষরাধিক্যে অর্থাধিক্য ঘটে—এই ন্যায়ানুসারে ঐ পদ অধিক অর্থ বুঝাইতেছে। রমণং জারং ইত্যাদি বাক্যে উক্ত অধিক (রমণ) পদেরই অর্থ পর্য্যবসিত হইতেছে;—প্রযত্নে উপপাদন--হেতু যে জারত্ব, তাহা প্রাতীতিক মাত্র। অর্থাৎ জার বলিলেও রমণ—পতিবিশেষ—উপপতিকে বুঝায়। এস্থলে জার বলিয়া আবার রমণ বলায়, যিনি তাঁহাদের উপপতি তিনিই তাঁহাদের পতি, অন্য পুরুষ সতী-শিরোমণি শ্রীব্রজরমাগণের উপপতি হইতে পারে না, তাঁহাদের পতিই উপপতি হইয়াছিলেন। ইহা কিরূপে সম্ভব? তদুত্তরে বলিলেন, 'প্রযত্নে উপপাদন'—তাঁহাদের নিত্য-পতি শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ চেষ্টা করিয়া (স্বরূপশক্তি যোগমায়া-প্রভাবে—মোবিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে। যোগমায়া করিবেক আপন-প্রভাবে।) উপপতি সাজিয়াছিলেন; ইহা রসিকশেখরের রসাস্বাদন-পরিপাটী-বিশেষ। বিশেষ প্রযত্নে উপপাদিত হইলেও জারভাবটী বাস্তব নহে, প্রতীতি—ভ্রম মাত্র; তাহা জার-বুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ (১) শ্লোকব্যাখ্যায় সবিশেষ বিবৃত হইয়াছে।

বিশেষ যত্নে সম্পাদিত এই ঔপপত্য যে প্রাতীতিক তাহার প্রমাণ দিতে প্রবৃত্ত হইয়া দেখাইতেছেন, গোপীগণের কথা ত দূরে, শ্রীকৃষ্ণ বাস্তবিক-পক্ষে যে কাহারও উপপতি হইতে পারেন না তাহা "গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ" ইত্যাদি শ্লোকপ্রমাণে পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। এস্থলে বাহুল্যভয়ে তাহা ত্যক্ত হইল। সেই পরমব্রহ্মের সর্ব্বাংশিত্ব এবং সর্ব্বপালনকর্ত্তৃত্ব-হেতু সাধারণ রমণীগণেও পতিত্ব সিদ্ধ হইতেছে। পিঙ্গলা এবং শ্রীলক্ষ্মী তাহাই বলিয়াছেন।

---

(১) ৩৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লয়া, আত্মনা রমণেন বৈ ইতি, রেমেঽনেন যথা রমেতি। লক্ষ্মী-দেব্যা চ, স বৈ পতিঃ স্যাদকুতোভয়ঃ স্বয়ং সমন্ততঃ পাতি ভয়াতুরং জনমিতি। তস্মাৎ পূর্বং যং জারত্বেন প্রতীতং প্রাপুঃ, পশ্চান্নিজরূপমেব তং প্রাপুরিতি। তথা জারমিত্যেবোক্তে পর্য্যবসিতং ন সিদ্ধ্যে-

---

পিঙ্গলার উক্তি—

সুহৃৎ প্রেষ্ঠতমোনাথ আত্মাচায়ং শরীরীণাং।
তং বিক্রিয়াত্মনৈবাহং রেমেঽনেন যথা রমা॥

১১।৮।৪৪

"শরীরি-গণের সুহৃৎ, প্রিয়তম, পতি ও আত্মা শ্রীহরিকে আত্মনিবেদন পূর্ব্বক, তদ্দ্বারা (আত্মদানরূপ মূল্যদ্বারা) ক্রয় করিয়া লক্ষ্মীর ন্যায় তাঁহার সহিত রমণ করিব।"

সন্তুষ্টা শ্রদ্ধধত্যেতদ্ যথা লাভেন জীবতী।
বিহরাম্যমুনৈবাহমাত্মনা রমণেনবৈ॥

১০।৮।৩৯

"আমি যথালাভে জীবনধারণ পূর্ব্বক শ্রদ্ধাসহকারে, সন্তুষ্টচিত্তে রমণ শ্রীহরির সহিত বিহার করিব।"

শ্রীলক্ষ্মী-দেবীর উক্তি—

সবৈ পতিঃ স্যাদকুতোভয়ঃ স্বয়ং সমন্ততঃ পাতি ভয়াতুরং জনম্।
স এক এবেতরথা মিথোভয়ং নৈবাত্মলাভাদধিমন্যতে পরম্॥

৫।১৮।২০

"যিনি স্বয়ং অকুতোভয় হয়েন এবং ভয়াতুরকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন, তিনিই পতি হয়েন। যেই আপনি একই হয়েন, যদি বহু হইতেন তাহা হইলে, পরস্পরের ভয় সম্ভাবনা থাকিত। আপনি আত্মলাভ ভিন্ন অন্য কোন বস্তুকে অধিক মনে করেন না।"

অতঃপর "জারং রমণং পরমং ব্রহ্ম মাং"—এই কয়টী পদ প্রয়োগের সার্থকতা প্রদর্শিত হইতেছে। সাধারণ রমণীগণে পর্য্যন্ত যে শ্রীকৃষ্ণের পতিত্ব

দিতি রমণমিত্যুচ্যতে। রমণমিত্যেবোক্তে ভগবত্ত্বং শ্রীকৃষ্ণরূপত্বঞ্চ ন সিদ্ধ্যতি, মামিত্যেবোক্তে ব্রহ্মত্বং ভগবত্ত্বঞ্চ প্রমাণান্তরসাকাঙ্ক্ষং ভবতি, ইতি সাক্ষাদেব তত্তদুচ্যতে। পূর্ব্বপ্রতীতত্বাদ্রমণপদেনাপি জারত্বমেব প্রতীয়েতেতি তন্নিরাসার্থং তত্তদনুবাদশ্চাবশ্যং কার্য্যঃ। ব্রহ্ম মাং পরমমিত্যেষু পদেষু পাঠক্রমস্যাবিবক্ষিতত্বাজ্জারভাবস্য চ

সিদ্ধ হইতেছে, তিনি যে নিত্য-প্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণের পতি তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। সুতরাং পূর্ব্বে জাররূপে প্রতীত যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পশ্চাৎ নিজ (পতি)-রূপেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। 'জার'—এই উক্তি হইতে শেষফল সিদ্ধ হইবেনা বলিয়া, রমণ-পদে তাঁহাকে নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতে সেই প্রকার (পশ্চাৎরমণ-রূপে) প্রাপ্তির কথা উক্ত হইয়াছে। কেবল রমণ বলিলে ভগবত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণরূপত্ব সিদ্ধ হয় না; আবার মাং (আমাকে) উক্তি হইতে ব্রহ্মত্ব ও ভগবত্ত্ব নিশ্চয়ের জন্য অন্য প্রমাণের আকাঙ্ক্ষা থাকে, এই হেতু সাক্ষাৎ-সম্বন্ধেই জার, রমণ, পরম, ব্রহ্ম ও আমাকে—এই পাঁচটী পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে ব্রজ-রমাগণের প্রাতীতিক মাত্র জারবুদ্ধি, তাঁহাদের প্রেমের গাঢ় আবেশ-বশতঃ সময়ে সময়ে তিরোহিত হয়; যথার্থ রমণত্ব প্রকাশ পায়। কেবল জার বলিলে রমণ-রূপে প্রাপ্তি জানা যায়না,—কাহারও ভ্রান্তি হইতে পারে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে উপপতি-রূপেই প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু তাহা নহে, পুনর্ব্রজাগমনের পর তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে রমণ-রূপেই প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত রমণ-পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। আর সেই ব্রজ-রমা-রমণ পরমব্রহ্ম, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—ইহা জ্ঞাপন করিবার জন্য পদত্রয় যোজিত হইয়াছে।

যদি বলা হয়, জারত্বের পূর্ব্ব-প্রতীতি-হেতু রমণ-পদেও জারত্ব প্রতীতি করায়, অর্থাৎ লীলাতে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণে জারবুদ্ধি হইয়াছিল, সুতরাং রমণ-শব্দেও জার বুঝিতে হইবে। এই বিরোধ নিরসনের জন্য রমণত্ব, ভগবত্ত্ব ও শ্রীকৃষ্ণরূপত্বের অনুবাদ (স্পষ্টীকরণ) *

---

* অনুবাদের লক্ষণ ২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পূর্বত্বাদার্থিক এব ক্রমো লভ্যতে। এষ এব চ সর্বত্র বলীয়ান্। ততো ন বিপর্য্যয়েণার্থশ্চ কার্য্যঃ। কিঞ্চ অপ্রাপ্তে হি শাস্ত্রমর্থবদিতি ন্যায়েন, দধ্না জুহোতীত্যাদিবদপ্রাপ্তে রমণপদ এব তাৎপর্য্যং, ন তু

আবশ্যক। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজ-রমাগণের উপপতি তাহা প্রসিদ্ধ আছে; সেই উপপতিকে পরে তাঁহারা পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, আর তিনিই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাহা সুস্পষ্ট ব্যক্ত করাই (এই শ্লোকে) শ্রীকৃষ্ণের অভিমত, এস্থলে তাহা দেখাইতে হইবে। আদৌ শ্লোকস্থ শব্দ-সমূহের ক্রম-নিরূপণ আবশ্যক। ব্রহ্ম মাং পরমং ইত্যাদি পদ-সমূহে পাঠক্রমে অর্থ ব্যক্ত হয় নাই—এই কারণে, আর, জার-ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব-হেতু, এস্থলে আর্থিক-ক্রম পাওয়া যাইতেছে। অর্থাৎ শ্লোকে রমণ, জার, ব্রহ্ম, পরম ও আমাকে—এই পর্য্যায়ে শব্দ সমূহ সন্নিবিষ্ট আছে। তন্মধ্যে ব্রহ্ম, আমাকে ও পরম এই পদত্রয় যে পদের পর যে পদ থাকা উচিত, সে ভাবে সন্নিবিষ্ট হয় নাই, তাহা হইলে, ব্রহ্মপদের বিশেষণ 'পরম' মাং পদের পরে স্থাপিত হইতনা; আর, রমণ ও জার—এই পদদ্বয়ের জারত্বই প্রথম প্রতীতির বিষয়—গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রথমে জার-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, রমণরূপে নহে। তজ্জন্য জার-পদ পূর্ব্বে থাকা উচিত ছিল, তাহা হয় নাই। সুতরাং শব্দসকল যে পর্য্যায়ে সন্নিবিষ্ট আছে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, অর্থ করিলে শ্লোকের যথার্থ অর্থ হইবেনা; অর্থানুসারে যে পদের পর যে পদ স্থাপিত হওয়া উচিত, তদনুরূপ পদ স্থাপন (অন্বয়) করিয়া অর্থ করিতে হইবে। (১) এই আর্থিকক্রম সর্ব্বত্র বলীয়ান্। সুতরাং তদ্বিপরীত-ভাবে অর্থাৎ আর্থিকক্রম পরিহার করিয়া, পাঠক্রমানুসারে অর্থ করা উচিত নহে। আরও, অপ্রাপ্ত, বিষয়ের প্রাপ্তি-সাধনে শাস্ত্রের সার্থকতা (যাহা জানা প্রয়োজন, কিন্তু লোকে জানেনা তাহা জানাইলে শাস্ত্রের চেষ্টা সার্থক)—এই ন্যায়ানুসারে, কোন বস্তু দ্বারা হোম করিবে ইহা জানা না থাকিলে 'দধি দ্বারা হোম করিবে'—এই বাক্যের যেমন (হোম সাধনরূপে) দধিতে তাৎপর্য্য, উক্ত শ্লোকেরও তেমন রমণপদেই তাৎপর্য্য, পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রাপ্ত ব্রহ্মাদি জার পর্য্যন্তপদে

(১) জারং মাং রমণং প্রাপুঃ—জার আমাকে রমণ রূপে-প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাই আর্থিক ক্রম।

পূর্বপূর্বপ্রাপ্তে ব্রহ্মাদিজারপর্য্যন্তে। নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ। ইতি কৃতজপানাং কুমারীণান্তু পতিভাবনাপূর্ত্তেতি চেত্তর্হি তাসামনবদ্যভাবানাং সঙ্কল্পসিদ্ধিরেব শ্রীভগবতা সুতরাং কার্য্যা। তত্রৈব চ স্বয়মঙ্গীকৃতং যাতাবলা ইত্যাদৌ সিদ্ধা ইতি ময়েতি চ। সর্বত্র পর্য্যবসাননিরুপদ্রবেষ্টপ্রাপ্তিরেব খলু সিদ্ধান্ত-রসশাস্ত্রয়োঃ সম্মতা। প্রাচীনৈরাধুনিকৈশ্চ লৌকিকালৌকিকবর্ণকৈঃ

তাৎপর্য্য নহে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব, পরম-ব্রহ্মত্ব ও জারত্ব পূর্ব্বেই জানা গিয়াছে, সেই জ্ঞাত বিষয় জানাইয়া কোন লাভ নাই,তাহা শাস্ত্রের রীতিও নহে; শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজরমারমণ, পরিণামে তদ্রূপে তাঁহারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা জানা ছিলনা, তাহা জানাইবার জন্য এই শ্লোকের অবতারণা—রমণ-পদ-সন্নিবেশ।

শ্রীব্রজসুন্দরীগণের অবশেষে পতিরূপে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি সঙ্গত বটে। কারণ, কাত্যায়নী-ব্রত-পরা ব্রজ-কুমারিকাগণ—"হে দেবী! নন্দগোপ-সুতকে পতি-রূপে আমাকে প্রদান কর," (১০।২২।২) এই মন্ত্র জপ করিয়াছিলেন। তাঁহা-দের পতি-ভাবনা যদি পূর্ণ হইয়া থাকে, তবে অনিন্দ্যভাববতী সেই ব্রজবালা-গণের সঙ্কল্প সিদ্ধি করা শ্রীভগবানের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহাদের পতি-ভাবনা যে সম্পূর্ণ হইয়াছিল, তাহা বস্ত্রহরণ-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং

যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ।
যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্য্যার্চ্চনং সতীঃ ॥১০।২২।২১

"হে সতী অবলাগণ! যে উদ্দেশ্যে ব্রতাচরণ এবং কাত্যায়নী-পূজা করিয়াছ, তোমাদের সেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, তোমরা সিদ্ধ হইয়াছ, এখন ব্রজে গমন কর, আগামিনী রজনী-সমূহ আমার সহিত বিহার করিবে।" এই শ্লোকে সিদ্ধাঃ (সিদ্ধ হইয়াছে) এবং ময়া রংস্যথ (আমার সহিত বিহার করিবে)-পদে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

(পতিরূপে প্রাপ্তির) অপর কারণ—সর্ব্বত্র পর্য্যবসানে নিরুপদ্রব ইষ্ট-প্রাপ্তিই সিদ্ধান্ত ও রসশাস্ত্র-সম্মত। প্রাচীন আধুনিক লৌকিক ও অলৌকিক

কবিভিস্তথৈবোপাখ্যায়তে। শ্রীমদস্মদুপজীব্যচরণৈরপি ললিতমাধবে তথৈব সমাপিতম্। শ্রীভগবতা চ, যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ ইত্যাদিনা যা ময়া ক্রীড়িতা রাত্র্যামিত্যাদ্যন্তেন তথৈবাভিপ্রেতম্। জারভাবময়ঃ। সঙ্গমশ্চ সদৈব সোপদ্রবস্তস্মাদসৌ পর্য্যবসানপুরুষার্থত্বে তত্তচ্ছাস্ত্রসম্মতো ন স্যাৎ। তথা পরকোটিসংখ্যানাং নিজপদাব্জদলৈরি-

---

চরিত্র-বর্ণনকারী কবিগণ সেই রীতিতেই উপাখ্যান বর্ণন করিয়াছেন। আমার (শ্রীজীবচরণের) জীবনের একমাত্র আশ্রয় শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামিচরণ ললিত-মাধব-নাটকে শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রকটলীলা-বর্ণন তদ্রূপেই সমাপন করিয়াছেন। (১) শ্রীভগবানও "যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ" ইত্যাদি শ্লোক হইতে "যা ময়া ক্রীড়িতা রাত্র্যাং" ইত্যাদি শ্লোক পর্য্যন্ত তদ্রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন অর্থাৎ ব্রজরমাগণ অবশেষে সর্ব্ববিঘ্ন-বিরহিত হইয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবেন, একথা প্রকাশ করিয়াছেন। (২) জার-ভাবময় সঙ্গম সর্ব্বদা উপদ্রবযুক্ত। সুতরাং উহা পর্য্যবসান (শেষ) পুরুষার্থ বস্তুরূপে সিদ্ধান্ত ও রসশাস্ত্রসম্মত নহে।

তদ্রূপ কোটি হইতে অধিক সংখ্যক ব্রজসুন্দরীর ভাবগোপন পূর্ব্বেও (শ্রীকৃষ্ণের ব্রজস্থিতিকালেও) দুষ্কর হইয়াছিল। তাহা বক্ষ্যমাণ শ্লোকসমূহে ব্যক্ত আছে—

নিজ পদাব্জদলৈ র্ধ্বজবজ্রনীরজাঙ্কুশবিচিত্রললামৈঃ।
ব্রজভুবঃ শময়ন্ খুরতোদং বর্ষণধূর্য্যগতিরীরিত বেণুঃ॥

---

(১) ললিতমাধবের পূর্ণমনোরথ-নামক দশম অঙ্কে বর্ণিত আছে—শ্রীদ্বারকাস্থিত নব-বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবাহ সম্পাদিত হইয়াছে। সেই বিবাহ-সভায় সতী-শিরোমণি অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা, সপত্নীক ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, ব্রজরাজদম্পতি, শ্রীদামাদি সখাগণ, পৌর্ণমাসী-দেবী প্রভৃতি ব্রজ-পরিকর, এবং শ্রীবসুদেব-দেবকীবলরাম প্রভৃতি দ্বারকা-পরিকরসকল উপস্থিত ছিলেন।

(২) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ১৬১—১৬৪ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

ত্যাদিযুগলে কুজগতিং গমিতা ন বিদামঃ কশ্মলেন কবরং বসনং বেতি চেত্যাদিরীতীনামুদ্ভটমহাভাবানাং তাসাং ব্রজে ভাবসংগোপনং পূর্বমপি দুষ্করমাসীৎ। মহাবিরহে তু জাতে, নিবারয়ামঃ সমুপেত্য মাধবং কিন্নোঽকরিষ্যন্ কুলবৃদ্ধবান্ধবা ইতি, বিসৃজ্য লজ্জাং রুরুদুঃ স্ম সুস্বরং গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি চেতি, তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা

ব্রজতি তেন বয়ং সবিলাসবিক্ষণার্পিতমনোভব-বেগাঃ।
কুজগতিং গমিতা ন বিদামঃ কশ্মলেন কবরং বসনংবা ॥১০।৩৫।৯

"গজগামী শ্রীকৃষ্ণ-ধ্বজ-বজ্রকমল-অঙ্কুশাদির বিচিত্র-শোভায় শোভিত নিজ-চরণকমলদ্বারা ব্রজভূমির (গোষ্ঠ-গমনকালে) খুরাক্রমণ জন্য ব্যথা শান্তি করতঃ যে গমন (ব্রজে আগমন) করেন, তজ্জন্য তাঁহার সবিলাস-অবলোকনে আমাদের মনে কন্দর্পবেগ অর্পিত হয়। তাহাতে আমরা জড়তা প্রাপ্ত হই; সুতরাং আমাদের বসন ও কেশবন্ধন স্খলিত হইয়া পড়ে, মোহবশতঃ তাহার কিছুই জানিনা।" শ্রীব্রজেশ্বরী-সভায় উপস্থিত হইয়া প্রেয়সী গোপীগণ যখন পরস্পর এইরূপ কথা বলিয়াছেন, তখন যে তাঁহাদের ভাব ব্যক্ত হইয়া পড়িতে-ছিল, ইহা বুঝা যায়। তারপর মহাবিরহ উপস্থিত হইলে—যখন অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় নিতে আসিয়াছেন,—তখন তাঁহারা সকলে মিলিয়া খেদ সহকারে বলিয়াছেন—

নিবারয়ামঃ সমুপেত্য মাধবং কিন্নোঽকরিষ্যন্ কুলবৃদ্ধ-বান্ধবাঃ।১০।৩৯।২৬

"চল, সকলে মিলিয়া মাধবকে নিবারণ করি, কুলবৃদ্ধবান্ধবগণ আমাদের কি করিবেন?" তারপর প্রিয়বিচ্ছেদশঙ্কায় আকুল হইয়া তাঁহারা—

বিসৃজ্য লজ্জাং রুরুদুঃ স্ম সুস্বরং
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি চ।১০।৩৯।২৯

গোপীগণ লজ্জা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক "হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।"

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন—

তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্ত-দৈহিকাঃ।
মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসা গতাঃ ॥১০।৪৬।২

মদর্থে ত্যক্তদৈহিকা ইতি, কৃষ্ণদূতে ব্রজায়াতে উদ্ধবে ত্যক্তলৌকিকা

"আমিই গোপীগণের মন, আমিই তাহাদের প্রাণ, তাহারা আমার জন্য দৈহিক (দেহ-সম্বন্ধীয় পত্যাদি নিজজন এবং পান-ভোজনাদি) চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহারা আমাকেই প্রিয়, প্রিয়তম এবং আত্মা বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছে।" (১) তারপর—

ইতি গোপ্যোহি গোবিন্দে গতবাক্ কায়মানসাঃ।
কৃষ্ণদূতে সমায়াতে উদ্ধবে ত্যক্ত-লৌকিকাঃ॥
গায়ন্ত্যঃ প্রিয়কর্ম্মাণি রুদ্ত্যশ্চ গতহ্রিয়ঃ।
তস্য সংস্মৃত্য সংস্মৃত যানি কৈশোর বাল্যয়োঃ॥ ১০।৪৭।৮

"গোপীদিগের বাক্য, কায়, মন গোবিন্দে নিবেশিত হইয়াছিল। কৃষ্ণদূত উদ্ধব ব্রজে সমাগত হইলে, তাঁহারা লৌকিক-ব্যবহার বিসর্জ্জনপূর্ব্বক প্রিয়তমের কর্ম্ম-সকল কীর্ত্তন এবং তাঁহার বাল্য ও কৈশোরের কর্ম্ম-সকল বারংবার স্মরণ করিয়া নির্লজ্জভাবে রোদন করিয়াছিল।"

কাচিন্মধুকরং দৃষ্ট্বা ধ্যায়ন্তী প্রিয়সঙ্গমং।
প্রিয়-প্রস্থাপিতং দূতং কল্পয়িত্বেদমব্রবীৎ॥ ১০।৪৭।৯

"প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম-ধ্যান-পরায়ণা কোন গোপী (শ্রীরাধা) একটী মধুকর দর্শন করিয়া, তাহাকে প্রিয় (শ্রীকৃষ্ণ)-প্রেরিত দূত কল্পনা-পূর্ব্বক এ কথা বলিয়াছিলেন।"

(তাঁহাদের প্রেম-চেষ্টা দর্শন করিয়া) উদ্ধব বলিয়াছেন—

আসামহো চরণরেণু-জুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাং।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাং॥
১০।৪৭।৫৪

"যাঁহারা দুস্ত্যজ স্বজন ও ধর্ম্ম-পথ পরিত্যাগ করিয়া, শ্রুতি-সমূহে অন্বেষণীয়

(১) তদেবং ত্রিভির্যোগৈঃ পদৈর্মামেব পতিং নিশ্চিতবত্য ইত্যর্থঃ। ন তু কিম্বদন্তীপ্রাপ্তমন্যদিত্যর্থঃ।—শ্রীবৈষ্ণব-তোষণী।

দয়িতং, প্রেষ্ঠং, আত্মানং—এই পদত্রয় যোজনার অভিপ্রায়—গোপীগণ আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে)ই পতি নিশ্চয় করিয়াছে ; কিম্বদন্তীপ্রাপ্ত অন্য গোপকে নহে।

ইতি, গতাহ্নিয় ইতি, কাচিন্মধুকরং দৃষ্ট্বেতি, যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্য-পথঞ্চ হিত্বেতি, গোপ্যো হসন্ত্যঃ পপ্রচ্ছ রামসন্দর্শনাদৃতা ইতি, মাতরং পিতরং ভ্রাতৄন্ পতীন্, পুত্রান্ স্বসৃরপি যদর্থে জহিম দাশার্হ দুস্ত্যজান্ স্বজনান্ প্রভো ইতি চ শ্রূয়তে। অত্র নিবারয়াম ইত্যাদিকং যথা সংক্লৃপ্তং তথৈব বিসৃজ্য লজ্জামিত্যাদিনাচরিতম্। তাসাং লজ্জা-ত্যাগঃ খলু ভাবব্যক্ত্যৈব স্যাৎ, সর্বেষাং গোকুলবাসিনাং রোদনাদি-

---

মুকুন্দ-পদবীকে ভজন করিয়াছেন, সেই গোপীগণের চরণ-রেণু-সেবী বৃন্দাবনস্থ গুল্ম-লতা-ওষধির কোন একটী যদি আমি হইতে পারি—তবে ধন্য হই।"

শ্রীবলদেব ব্রজে আগমন করিলে—

গোপ্যোহসন্ত্যঃ পপ্রচ্ছূ রাম সন্দর্শনাদৃতাঃ।
ক্বচিদাস্তে সুখং কৃষ্ণঃ পুর-স্ত্রীজন-বল্লভঃ॥ ১০।৬৫।৬

"বলরামের সন্দর্শনে আদৃতা গোপীগণ হাস্য করিতে করিতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পুর-স্ত্রীজনের বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ সুখে আছেন ত?"

মাতরং পিতরং ভ্রাতৄন্ পতীন্ পুত্রান্ স্বসৃরপি।
যদর্থে জহিম দাশার্হ দুস্ত্যজানসজনান্ প্রভো।
তানঃ সদ্যঃ পরিত্যজ্য গতঃ সংচ্ছিন্ন-সৌহৃদঃ॥

"হে প্রভো! হে দাশার্হ! যাঁহার নিমিত্ত মাতা, পিতা, পুত্র, ভগিনী প্রভৃতি দুস্ত্যজ স্বজনগণকেও পরিত্যাগ করিয়াছি, সেই শ্রীকৃষ্ণ অদ্য আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সৌহার্দ্দ-পাশ ছিন্ন করিয়াছেন।" ১০।৬৫।৬

এই সকল শ্লোকে মহাবিরহ উপস্থিত হইলে, শ্রীব্রজসুন্দরীগণের ভাব (শ্রীকৃষ্ণে প্রগাঢ় প্রেম) ব্যক্ত হইবার কথা জানা যায়।

"নিবারয়ামঃ—চল, সকলে যাইয়া মাধবকে নিবারণ করি"—ইত্যাদি যাহা সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, শ্রীগোপীগণ যে তদ্রূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা "বিসৃজ্য লজ্জাং—লজ্জাত্যাগ-পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হে গোবিন্দ ইত্যাদি বলিয়া রোদন করিয়াছিলেন," এই শ্লোকে জানা যায়, লজ্জা-ত্যাগদ্বারাই তাঁহাদের ভাব ব্যক্ত হইয়াছিল, রোদনাদিদ্বারা নহে; কারণ, সমুদয় গোকুলবাসীই

সাম্যাৎ। ততস্তদ্ব্যক্তিপূর্ব্বকরোদনদ্বারেণ তাভির্নিবারণমপি যোগ্যমিতি। এবং ত্যক্তলৌকিকা ইত্যাদিষু চ সুষ্ঠ্বেব ভাবব্যক্তির্গম্যতে। কিং বহুনা মাতরমিত্যাদৌ মাত্রাদীন্ জহিম ইত্যুক্তং ন তু পূর্ব্বরাগ-

---

কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে কাতর হইয়া রোদন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের কোন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। কুল-বধূগণের কাছে প্রাণ হইতেও লজ্জার আদর; তাঁহারা প্রাণকোটি প্রিয়তমের বিচ্ছেদ-ভয়ে এত অধীর হইয়াছিলেন যে, সেই লজ্জা বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক হা গোবিন্দ ইত্যাদি বলিয়া রোদন করিলে, শ্রীকৃষ্ণানুরাগ—যাহা এতদিন পরম সংগোপনে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা ব্যক্ত হইয়া পড়িবে, তজ্জন্য গুরু-গঞ্জনাদি সহ্য করিতে হইবে—এ কথা তাঁহাদের মনেই স্থান পায় নাই। তারপর ভাবব্যক্তি-পূর্ব্বক রোদনদ্বারা তাঁহাদিগ-কর্ত্তৃক নিবারণও যোগ্য বটে। (১)

এ প্রকার "কৃষ্ণদূতে ব্রজায়াতে উদ্ধবে ত্যক্তলৌকিকাঃ" ইত্যাদি শ্লোক-ত্রয়ে (পূর্ব্বোদ্ধৃত ১০।৪৭।৮—৯) তাঁহাদের ভাব-ব্যক্তির কথা সুস্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে। অধিক বিচারে প্রয়োজন কি? মাতরং ইত্যাদি শ্লোকে 'মাতা প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়াছি'—এ কথা বলিয়াছেন। পূর্ব্বরাগে—রাস-প্রসঙ্গে পতি-সুতান্বয় ইত্যাদি (১০।৩১।১৬) শ্লোকে কেবল পতি-সুতাদি

---

(১) ললিত-মধব-নাটকে—

ক্ষণং বিক্রোশন্তী লুঠতি শতাঙ্গস্য পুরতঃ
ক্ষণং বাষ্পগ্রস্তাং কিরতি কিলদৃষ্টিং হরিমুখে।
ক্ষণং রামস্যাগ্রে পততি দশনোত্তম্ভিততৃণা
ন রাধেয়ং কং বা ক্ষিপতি করুণাম্ভোধিকুহরে॥ ৩।১৮

আহা! শ্রীরাধা ক্ষণকাল চীৎকার করিতে করিতে রথাগ্রে লুণ্ঠিত হইতেছেন; ক্ষণকাল বাষ্পাকুল-নয়নে হরি-মুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন; ক্ষণকাল রামের অগ্রে দন্তদ্বারা তৃণোত্তোলন করিতেছেন; হায়! ইনি এরূপ দশাগ্রস্ত হইয়া কাহাকে না শোক-সাগরে নিক্ষেপ করিতেছেন! অর্থাৎ শ্রীরাধার এতদবস্থা দর্শন করিয়া, সকলেই শোক-সাগরে মগ্ন হইতেছে।

বৎ পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবানতিবিলঙ্ঘ্যেতিমাত্রমুক্তম্। গোপ্যো হসন্ত্য ইতি তূন্মাদলক্ষণং, তদানীং হাসাযোগ্যত্বাৎ, যথৈব কাচিন্মধুকরং দৃষ্ট্বেত্যাদাবুন্মাদ এব দৃশ্যতে। তদেবং তদানীন্তু দুর্দ্ধরমহাভাবেনোন্মত্তচেষ্টানাং নিরপত্রপব্যঞ্জিতভাবানাং ত্যক্তমাত্রাদীনাং তাসামসংখ্যানাং ভাবস্য সংগোপনং নোপপদ্যত এব। কিন্তু জ্ঞাতোঽপ্যসৌ মহাবিরহপীড়য়া সর্বৈরজ্ঞাত ইব আসীৎ। অনন্তরং ত্বনুসন্দধ এব। স তু ভাবসংগোপনয়ৈব কালকতিপয়ং স্বস্য রসতামাব-

---

ত্যাগের কথা বলিয়াছেন, মাতাপিতা পরিত্যাগের কথা বলেন নাই; তখন তাঁহাদের অপেক্ষা ছিল, বিরহোৎকণ্ঠায় তাহাও তিরোহিত হইয়াছে।

গোপ্যোঽহসন্ত্যঃ ইত্যাদি শ্লোকে গোপীগণের যে হাস্যের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা উন্মাদের লক্ষণ। কারণ, তখন (মহাবিরহ-ব্যাকুলাবস্থায় এবং বলদেব-সমক্ষে) হাস্য অযোগ্য। কাচিন্মধুকরং দৃষ্ট্বা ইত্যাদি ভ্রমর-গীতির শ্লোক-সমূহে যেমন উন্মাদ অবস্থার কথা বর্ণিত হইয়াছে, এ স্থলেও তদ্রূপ অবস্থার বর্ণনা দেখা যায়। সুতরাং তদানীং মহাবিরহ-বৈকল্য উপস্থিত হইলে, দুর্দ্ধর মহাভাব-হেতু তাঁহাদের উন্মত্ত-চেষ্টা (দিব্যোন্মাদ *) ব্যক্ত হইয়াছিল। যাঁহারা নির্লজ্জভাবে শ্রীকৃষ্ণে কান্ত-ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, যাঁহারা অত্যন্ত প্রবল বিরহোৎকণ্ঠায় মাতা প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অসংখ্য-জনের ভাব-সংগোপন কিছুতেই সম্ভবপর নহে, সকলেই তাহা জানিয়াছিলেন। কিন্তু কান্তভাব ব্যক্ত হইলেও মহাবিরহ-পীড়ায় কাতর ব্রজবাসিগণের নিকট তাহা অজ্ঞাতের মত ছিল। পরে (বিরহাবসানে এই ব্রজসুন্দরীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ-প্রস্তাব উপস্থিত হইলে) তাঁহারা নিশ্চয়ই (পূর্ব্ব-প্রকাশিত কৃষ্ণপ্রেম-চেষ্টার বিষয়) অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। জার-ভাবময়-সঙ্গম, ভাব-সংগোপনদ্বারাই কিছুকাল নিজের রসতা বহন করে।

---

* এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্যাতে॥

কোন অনির্ব্বচনীয়া-বৃত্তিবিশেষ প্রাপ্ত মোহনাখ্য-মহাভাবের ভ্রম সদৃশ কোন অদ্ভুত বিচিত্রতা দিব্যোন্মাদ আখ্যাপ্রাপ্ত হয়।

হতি। ব্যক্তত্বে তু স্বস্য পরেষামপি সর্ব এব স্তুতো ধর্ম্মময়ত্বপ্রতীতৌ জাতায়ামেবেতি রসবিদাং মতম্। অধর্ম্মময়ত্বপ্রতীতৌ ত্বশ্লীলতয়া

ভাব-ব্যক্ত হইলে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজরমাগণের জার-ভাবময়-সঙ্গম ধর্ম্মময় বলিয়া প্রতীতি লাভ করে এবং মুনীন্দ্র শ্রীশুকদেবাদির স্তুতির বিষয় হয়, তজ্জন্য আপনার সকলই (১) রসতা বহন করে, ইহাই রসবিদ্‌গণের মত। অধর্ম্মময় প্রতীত হইলে অশ্লীলতা হেতু রসহানি ঘটে।

---

(১) আপনার—জার-ভাবময় সঙ্গমের, সকল—রসের উপকরণ-সমূহ। রসের উপকরণ—

বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ব্যভিচারী।
স্থায়িভাব রস হয় মিলে এই চারি॥
দ্বিবিধ বিভাব—আলম্বন উদ্দীপন।
বংশীস্বরাদি উদ্দীপন, কৃষ্ণাদি-আলম্বন॥
অনুভাব—স্মিত, নৃত্য, গীতাদি উদ্ভাস্বর।
স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক, অনুভাবের ভিতর॥
নির্ব্বেদ হর্ষাদি—তেত্রিশ ব্যভিচারী।
সবে মিলে রস হয় চমৎকারকারী॥

বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী—এই চারি মিলনে স্থায়িভাব—কৃষ্ণ-রতি রসাখ্যা প্রাপ্ত হয়। বিভাব—আলম্বন-উদ্দীপন-ভেদে দ্বিবিধ, আলম্বন আবার বিষয় ও আশ্রয়ভেদ দ্বিবিধ। বিষয়ালম্বন—শ্রীকৃষ্ণ, আশ্রয় কৃষ্ণ-ভক্ত; এস্থলে ব্রজ-দেবীগণ। স্থায়িভাব—কৃষ্ণরতি—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এস্থলে মধুর।

রসের এ সকল উপকরণ বিদ্যমান থাকিলেও সঙ্গমটী যদি জার-ভাবময় হয়, তবে তাহা রস না হইয়া রসাভাস হয়—ইহাই রস-শাস্ত্রের মত।

রসের লক্ষণ ঃ—

বহিরন্তঃকরণয়োর্ব্যাপারান্তর-রোধকম্।
স্বকারণাদি-সংশ্লেষি-চমৎকারিসুখং রসঃ॥

ব্যাহন্যত এব রসঃ। অধর্ম্মময়ত্বঞ্চ দ্বিধা; পরকীয়াত্বেন পরস্পর্শেন চ তস্মাদ্ যথৈশ্বর্য্যজ্ঞানময্যাং শ্রীপরীক্ষিৎসভায়াম্ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানরীত্যৈব তৎ পরিহৃত্য রসাবহত্বং সমাহিতম্। তথা লোকবল্লীলাকৈবল্যাবলম্বনে প্রেমময্যাং শ্রীগোকুলসভায়াং লোকরীত্যৈব সমাধেয়ম্।

পরকীয়াত্ব ও পরস্পর্শত্ব-হেতু অধর্ম্মময়ত্ব দ্বিবিধ। অর্থাৎ অন্যকর্ত্তৃক বিবাহিতা কিম্বা কন্যকা নায়িকা হইলে পরকীয়াত্ব, আর অন্য কর্ত্তৃক উপভুক্তা রমণী নায়িকা হইলে পরস্পর্শত্ব-দোষ ঘটে। সুতরাং (অধর্ম্মময়ত্ব-প্রতীতিতে রস-হানি ঘটে বলিয়া,) ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানময়ী শ্রীপরীক্ষিৎ-সভায় ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-রীতিতেই (রাস-প্রসঙ্গে ১০।৩৩।২৯—৩৬ শ্লোকে) অধর্ম্মময়ত্ব পরিহার করিয়া (শ্রীশুকদেব) যে প্রকার রসাবহত্ব সমাধান করিয়াছেন, তদ্রূপ কেবল লীলা-বশতঃ মনুষ্যের ন্যায় চেষ্টান্বিতা প্রেমময়ী শ্রীগোকুলরাজ-সভায় লোক-রীতিতে

বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় সম্বন্ধে ব্যাপারান্তরের প্রতিবন্ধক, নিজের (রসের) কারণ-স্বরূপ বিভাবাদির সহিত সম্মিলিত যে চমৎকার সুখ, তাহাকে রস কহে। অলঙ্কার-কৌস্তুভ। ৫। ৫

জারভাব পাপময়-হেতু, শ্রবণ মাত্রে সামাজিকের ঘৃণার উদ্রেক হয়, আনন্দোদয় হইতে পারেনা; এই জন্য পরকীয়া-ভাবে রস সিদ্ধ হয় না। পরকীয়া ভাবের স্থায়িভাব-বিভাবাদি যাবতীয় উপকরণ ঘৃণাস্পদ বলিয়া রসতা বহন করিতে অসমর্থ। ব্রজ-পরকীয়া-ভাবে তাহা হইতে পারেনা। এই পরকীয়া স্বকীয়া-ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত—যিনি নিত্যকান্ত তিনি উপপতি, যাঁহারা নিত্যকান্তা তাঁহারা পরকীয়া নায়িকা; সেই নায়ক আবার পরমব্রহ্ম, নায়িকা-গণ স্বরূপশক্তি-স্বরূপ। তাহাতেও অন্য-কর্ত্তৃক বিবাহাদিও মায়াকৃত। পরিণামে পরদারত্বের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হইলে, নিত্যকান্তের সহিত কান্তারূপে মিলন। এ সকল কারণে সেই পরকীয়াভাবেও তাহার বিভাবাদি চমৎকার সুখের হেতুভূত হইয়া সর্ব্বতোভাবে রসতাবহন করিতেছে;—এই স্থলে রস নিষ্পন্ন হইয়াছে, এবং তাহা পরমার্থ-বস্তুভূত বলিয়া, শ্রীশুকদেবাদি মহানুভবগণও ইহার স্তব করিয়াছেন।

তথাহি—নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া। মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ। ইতি যৎ শ্রূয়তে তস্যাপ্যয়মর্থঃ। মায়য়া মোহিতাঃ সন্তো নাসূয়ন্, তস্য স্বনিত্যপ্রেয়সীস্বীকারলক্ষণে কথমসাবস্মদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়প্রাণাশয়জীবাতুতমঃ পরদারস্বীকারামঙ্গলমঙ্গীকরোতীতি দোষারোপং নাকুর্বন্নি-

তাহার সমাধান করা যায়। কৃষ্ণ-মায়া মোহিত ব্রজবাসিগণ নিজ নিজ পত্নীকে স্ব-পার্শ্বে অবস্থিতা মনে করিয়া, তাঁহার প্রতি অসূয়া প্রকাশ করে নাই। (১০।৩৩।৩৭) রাস-প্রসঙ্গে এইরূপ যাহা শুনা যায়, তাহার অর্থ এই :—মায়া-কর্ত্তৃক * মোহিত হইয়া ব্রজবাসিগণ অসূয়া (গুণে দোষারোপ)—শ্রীকৃষ্ণের নিজ নিত্য-প্রেয়সী স্বীকার-লক্ষণ-গুণে, 'আমাদের গৃহ-অর্থ-প্রিয়া-আত্মা-তনয়-প্রাণ-আশয়—একমাত্র জীবন-সম্বল হইতেও প্রিয়তম উনি (শ্রীকৃষ্ণ) কেন পরদার-গ্রহণরূপ দোষ অঙ্গীকার করিবেন?'—এই মনে করিয়া দোষারোপ করেন নাই। অর্থাৎ ব্রজরাজ-সভায় বহু প্রমাণদ্বারা শ্রীরাধা-চন্দ্রাবলী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-প্রেয়সী নিশ্চিত হইলে, তিনি প্রকাশ্যভাবে যখন তাহাদিগকে (প্রেয়সীরূপে) গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহাদের পতিম্মন্য-গোপগণ মনে করিলেন,—'আমাদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ কখনও অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না; ইতঃপূর্ব্বে এ সকল ব্রজসুন্দরীর কৃষ্ণানুরাগ সম্বন্ধে যে জনরব প্রচার হইয়াছিল, সেই অনুরাগও দোষাবহ নহে। যেহেতু নিজ প্রেয়সীগণেরই তাঁহাতে অনুরাগ ব্যক্ত হইয়াছিল, আমাদের পত্নীগণের নহে। যদি তাহা না হইত, উঁহারা অনুরাগিণী হইলেও পরম-ধার্ম্মিক কৃষ্ণ তাহাদিগকে অঙ্গীকার করিতেন না। এখনও (পুনর্ব্রজাগমনের পর) শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রেয়সীগণকেই অঙ্গীকার করিয়াছেন, আমাদের কিছু ক্ষতি করেন নাই, সুতরাং আমরা তাঁহার এই কার্য্যে দোষারোপ করিব কেন?' পরন্তু, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পত্নীগণকেও যদি প্রেয়সীরূপে অঙ্গীকার করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা পত্নীর জন্য দুঃখিত হইতেন না,—দুঃখিত হইতেন—শ্রীকৃষ্ণ যে এমন অধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেন, তাহাতে তাঁহার অকল্যাণ হইবে, এই আশঙ্কা করিয়া।

* এই মায়া যোগমায়া, গুণময়ী মায়া নহে।

ত্যর্থঃ। মায়ামোহিতত্বমেবাহ, মন্যেতি। স্বরূপসিদ্ধানাং ভগবদ্দারাণাং অপরকর্ত্তৃকবলাৎকারপরিহারার্থং তত্তদাকারতয়া মায়াকল্পিতা যে স্বে স্বে দারাস্তান্ স্বপার্শ্বস্থান্ মন্যমানাঃ স্বমত্যা নিশ্চিন্বানা ইত্যর্থঃ। পরমসমর্থায়াস্তস্যা মায়ায়া নিজপ্রভুপ্রেয়সীনাং তদেকানুরাগস্বভাবানাং মর্য্যাদারক্ষণার্থং পরিণয়মারভ্য সদৈব সাবধানতায়াং যোগ্যত্বাত্তদ্দিনমুপলক্ষণমেবেতি। তদেবঞ্চ তৎপতিংমন্যাদিষ্বেব বিবাহাদিশয়নাদিসময়েষ্বেব চ স্বরূপসিদ্ধা আবব্রিরে। অন্যেষু

সেই গোপগণ যে মায়া-মোহিত হইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন—মন্যমানাঃ (১) ইত্যাদি—স্বরূপসিদ্ধা ভগবদ্দারা গণের অপর কর্ত্তৃক বলাৎকার-পরিহারের নিমিত্ত, সেই সেই আকৃতিতে মায়া-কল্পিতা নিজ নিজ পত্নীকে তাঁহারা স্ব পার্শ্বে অবস্থিতা মনে করিয়াছিলেন—নিজ বুদ্ধিদ্বারা নিশ্চয় করিয়াছিলেন, ইহাই তাৎপর্য্য।

যদি বল ইহা রাস-রজনীর কথা। সর্ব্বদাই কি এইরূপ ঘটিয়াছিল? হাঁ, পরম-সামর্থ্যবতী অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়ার নিজ প্রভু-প্রেয়সী—যাঁহারা স্বভাবতঃই একমাত্র তাঁহাতে অনুরাগিণী, তাঁহাদের মর্য্যাদা রক্ষা জন্য (অন্যের সহিত তাদৃশী-মায়া-কল্পিতদের) পরিণয় আরম্ভ করিয়া সর্ব্বদা সাবধানতা অবলম্বন সমুচিত বলিয়া সেই দিন উপলক্ষণ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ অন্য দিনও এই উপায় অবলম্বন করিয়া অন্য-স্পর্শাদি হইতে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের (ব্রজদেবীগণের) পতিমন্যাদির সমীপে বিবাহাদি-শয়নাদি-সময়ে স্বরূপ-সিদ্ধাগণকে আবরণ

---

(১) গোপগণ স্ব-পার্শ্বে স্থিতাই মনে করিতেন—স্ব-শয্যাস্থিতা মনে করিতেন না। মায়া-কল্পিত শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণকেও যোগমায়া অন্য পুরুষের স্পর্শ হইতে রক্ষা করিতেন। তাঁহাদিগকে শয্যা-সঙ্গিনী করিবার জন্য গোপগণ আগ্রহ করিতেন না। ইহার দুই কারণ মনে করা যায়—এক যোগমায়া-প্রভাব, অপর ব্রজ-প্রদেশের রীতি,—পুষ্পিতা না হইলে রমণীগণ স্বামীর শয্যা-সঙ্গিনী হয় না, ব্রজদেবীগণে সেই নারী-ধর্ম্ম প্রকাশ পায় নাই, তাঁহারা কিশোরী এবং প্রেমবতী।

চান্যদা চ কল্পিতা এবেতি গম্যতে। তাবদেব চ যুক্তং, তাসু মর্য্যাদা-রক্ষণোৎকণ্ঠাবর্দ্ধনৈকপ্রয়োজনত্বাত্তস্যাঃ। যথৈব হি, তব সুতঃ সতি যদাধরবিম্বে দত্তা বহুরিত্যাদৌ, শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদিত্যাদৌ, তা, বার্য্যমাণা পতিভিরিত্যাদৌ চ স্বরূপসিদ্ধানামেব দর্শনং তত্র

করেন, আর অন্যান্য ব্রজ-জনে অন্য সময়ে কল্পিতাগণকে আবরণ করেন, এইরূপ বুঝা যায়। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের মর্য্যাদা-রক্ষণ (অন্য-স্পর্শাদির বাধা দিয়া) এবং উৎকণ্ঠাবর্দ্ধন করাই যোগমায়ার প্রয়োজন; তজ্জন্য তাঁহার এ সকল কার্য্য সমুচিত বটে। তদীয় অভিপ্রায় যে সিদ্ধ হইয়াছিল, শ্রীমদ্ভাগবত তাহার প্রমাণ দিতেছে। যথা—তব সুত ইত্যাদি যুগল-গীতের (১০।৩৫ অধ্যায়ের) শ্লোক-সমূহে এই উৎকণ্ঠা বিবৃত হইয়াছে। আর, রাস-প্রসঙ্গে—

শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদন্নতোঽপাস্য ভোজনং।
লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ॥
তা বার্য্যমানাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ॥

১০ ২৯।৫—৭

"কোন কোন গোপী স্নানাদি-নিমিত্ত উষ্ণোদক অর্পণাদিদ্বারা পতি-শুশ্রূষা করিতেছিলেন, কেহ কেহ ভোজন করিতেছিলেন, কেহ কেহ অঙ্গরাগ লেপন করিতেছিলেন, অপর কতিপয় গোপী অঙ্গোদ্বর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কেহ কেহ বা লোচনে অঞ্জন দিতেছিলেন; বেণুধ্বনি শ্রবণ করিয়া সে সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট গেলেন। ব্যস্ততাপ্রযুক্ত তাঁহাদের বসন ভূষণ বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল, অর্থাৎ ঊর্দ্ধভাগের বসন-ভূষণ অধোভাগে ধারণ করিয়াছিলেন, অধোভাগের বসন-ভূষণ ঊর্দ্ধভাগে ধারণ করিয়াছিলেন। পতি, পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃক তাঁহারা নিবারিত হইলেও গোবিন্দ কর্ত্তৃক তাঁহাদের চিত্ত অপহৃত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহারা গমন করিলেন, কোন মতেই নিবৃত্ত হইলেন না।" স্বরূপসিদ্ধাগণের যে উৎকণ্ঠা-বৃদ্ধি দেখা গিয়াছিল, তাহা যুগল-গীত ও রাসের এই সকল শ্লোকে জানা গিয়াছে।

তত্রাবগতম্। এবমন্যত্রাপ্যবগম্যম্। তাসামন্যকৃতধ্বংসাভাবস্য কারণং প্রভাবশ্চ সংভাব্যতে, য এতস্মিন্মহাভাগে প্রীতিং কুর্বন্তি মানবাঃ। নারয়োঽভিভবন্ত্যেতান্ বিষ্ণুপক্ষানিবাসুরা ইতি কৈমুত্য-প্রাপ্তেঃ। অথ তাসামপত্যশ্রবণঞ্চ যাতৃপ্রভৃতীনামপত্যে 'তদ্ব্যব-

অন্যত্রও এরূপ জানা যায়। অর্থাৎ এ সকল স্থলে স্বরূপসিদ্ধাগণ (মায়া-কল্পিতগণ নহে) ব্যক্ত ছিলেন, তাঁহাদের প্রবলোৎকণ্ঠাই অভিব্যক্ত হইয়াছে। যদি পরকীয়ার আবরণ না থাকিত, তবে এই উৎকণ্ঠার পরিচয় পাওয়া যাইত না।

এ স্থলে সংশয় হইতে পারে, ব্রজ-দেবীগণের প্রবলোৎকণ্ঠা দর্শন করিয়া গুরুবর্গ তাঁহাদিগকে নির্য্যাতন করিতে পারেন—এমন কি হত্যার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিতে পারেন, তৎপ্রতিকারের কি উপায় ছিল? তাহাতে বলিতেছেন—শ্রীব্রজদেবীগণকে অন্যে যাহাতে ধ্বংস করিতে না পারে, এমন প্রভাব সম্ভাবনা করা যায়;—তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক ভাবেই অন্যকৃত পরাভব নিবারণের কারণ ও প্রভাব (পরাভব-তিরস্কারিণী-শক্তি) যে বিদ্যমান আছে, তাহাই কৈমুত্যন্যায়ে প্রতিপাদন করিতেছেন। যথা—শ্রীগর্গাচার্য্য বলিয়াছেন—"যে সকল মানব এই মহাভাগকে প্রীতি করেন, বিষ্ণুপক্ষীয়গণকে যেমন অসুরগণ পরাভব করিতে পারেনা, তাঁহাদিগকেও তেমন শত্রু পরাভব করিতে পারে না।" ১০।৮।১৩ এই বচন-প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিমান ব্যক্তি মাত্রেই যদি কোন শত্রু হইতে পরাভব প্রাপ্ত না হয়েন, তবে নিরতিশয় প্রেমবতী ব্রজ-দেবীগণের যে কেহ কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না, তাহা সহজে অনুমেয়।

মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ (১০।২৯।১৯) ইত্যাদি এবং পতি-সুতান্বয় (১০।৩১।১৩) ইত্যাদি শ্লোকে যে তাঁহারা (ব্রজদেবীগণ) পুত্রবতী বলিয়া শুনা যায়, অনন্তর তাহার সমাধান করা যাইতেছে। তাঁহারা যাতৃ-প্রভৃতির পুত্রে পুত্র-শব্দ ব্যবহার করিতেন বলিয়া, ঐরূপ বলা হইয়াছে। অন্যথা, বিভাব (আশ্রয়া-লম্বন-বিভাব)-দোষে এস্থলে রসাভাসত্ব প্রাপ্তি হইত। যে সকল রমণী পুত্রবতী—এমনকি পুত্রগণ মাতাকে গৃহে না দেখিয়া অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছে,

হারাৎ। স্বাপত্যত্বে সতি বিভাববৈগুণ্যেন রসাভাসত্বমাপদ্যেত। ততশ্চ ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেদিতি, সিষেবেত্যাদৌ সর্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়া ইতি চ বিরুধ্যেত। পরপুত্রত্বপ্রতিপাদনায়ৈব হি পায়য়ন্ত্য শিশুন্ পয় ইত্যেবোক্তং, ন তু স্তুতান্ স্তনমিতি। অতএব মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ ব

সে সকল রমণী যেস্থলে নায়িকা, তথায় অশ্লীল কামক্রীড়া ছাড়া রসের নাম গন্ধও থাকিতে পারেনা। সজ্জন-গণ কখনও তাদৃশ ব্যাপারের বিন্দু বিসর্গও মনে স্থান দেননা; অথচ মুনীন্দ্র শ্রীশুকদেব সজ্জনপূর্ণ মহানুভব শ্রীপরীক্ষিত-মহারাজের সভায় শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি-লীলা প্রেম-বিহ্বল চিত্তে বর্ণন করিয়াছেন; অপ্রাকৃতরসের অফুরন্ত উৎস হেতু তিনি ব্রহ্ম-সমাধিকে ধিক্কার দিয়া এই-লীলাস্বাদনে মত্ত হইয়াছেন।

রাসপ্রসঙ্গের উপসংহারে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশী ক্রীড়া সকল অনুষ্ঠান করেন, যাহা শুনিয়া (ভক্ত ভিন্ন) অন্য জনও তাঁহাতে (শ্রীকৃষ্ণ) আসক্ত হয়।" (১০।৩২।২৬) ইহাতে বুঝাযায় শ্রীকৃষ্ণ-লীলা সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী। শ্রীকৃষ্ণ যদি পুত্রবতী-রমণীগণের সহিত রাসাদি-লীলা করিতেন, তাহা হইলে উহা রসাভাসদুষ্ট জানিয়া, তাহাতে সকলেই আসক্ত না হইয়া বিরক্তই হইত। অপর,

"ব্রজসুন্দরীগণের সুরত-সম্বন্ধী-হাব ভাবাদি নিজমনে অবরুদ্ধ করিয়া, শরৎকাব্যকথা-রসাশ্রয়া রজনী সমূহ তাহাদের সহিত বিহার করিয়াছিলেন।" (১০।৩৩.২৬) রসই যে সকল রজনীর আশ্রয়, সে সকল রজনী-বিহারের কথা বলায়, ব্রজদেবীগণের সহিত প্রকাশিত লীলায় যে রস-নিষ্পত্তি হইয়াছিল, তাহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে। তাঁহারা পুত্রবতী হইলে শ্রীশুকদেব রস-নিষ্পত্তি স্বীকার করিতেন না।

যাহাদিগকে পুত্র বলিয়াছেন, তাহাদিগকে অন্যের পুত্র প্রতিপন্ন করিবার জন্যই শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—কোন কোন গোপী শিশুকে দুগ্ধ পান করাইতে ছিলেন, পুত্রগণকে স্তন পান করাইতেছিলেন, একথা বলেন নাই। "অতএব মাতৃগণ, পিতৃগণ, পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ, পতিগণ তোমাদিগকে অনুসন্ধান

ইতি পরিহাসত্বেনৈব শ্রীভগবদ্বাক্যং রসায় সম্পদ্যতে, বাস্তবত্বেন তু বৈরস্যায়ৈব স্যাৎ, তাসামঙ্গীকরিষ্যমাণত্বাৎ। ক্বচিত্তাভিরেব তেষু যৎ পতিশব্দঃ প্রযুক্তস্তদ্বহির্লোকব্যবহারত এব নান্তর্দৃষ্টিতঃ, যৎ পত্যপত্যসুহৃদামিত্যাদিনা তদঙ্গীকারাৎ, মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠমা-

---

করিতেছে" (১০।২৯।১৯)—একথা শ্রীকৃষ্ণ পরিহাস করিয়াই বলিয়াছেন, তাহা রস-সম্পাদন করিতেছে। যদি বাস্তবিক পতি-পুত্র থাকিত তাহা হইলে, এই উক্তি রসের ব্যাঘাতক হইত; কারণ, পরে ইহাদিগকেই রাসলীলায় অঙ্গীকার করিবেন। কখন কখনও ব্রজদেবীগণ পতিম্মন্য গোপগণে যে পতি-শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা বহিরঙ্গ লোক-ব্যবহার অনুকরণ করিয়া, অন্তর্-দৃষ্টি হেতু নহে।

যৎপত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ
স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তম্।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে
প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিলবন্ধুরাত্মা ॥১০।২৯।২৯

"হে প্রভো! পতি-পুত্র-সুহৃদ্গণের অনুবৃত্তি নারীগণের স্বধর্ম্ম বলিয়া ধর্ম্মবেত্তা আপনি যাহা বলিলেন, তাহা নিখিল উপদেশের বিষয়ভূত ঈশ্বর আপনাতেই বর্ত্তমান হউক। কারণ, আপনিই নিখিল দেহধারীর আত্মা, প্রিয়তম এবং বন্ধু।" এই শ্লোকে তাঁহারা (শ্রীগোপীগণ) তদ্রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ অন্যের পতিত্বাদি আত্মা—আপনার অধিষ্ঠান হেতুই সম্ভব হয়, আত্মা অন্তর্হর্ত হইলে সবই শব। সুতরাং অন্যের পতিত্বাদি বহিরঙ্গ-দৃষ্টিতে—গৌণভাবে সিদ্ধ, আপনার পতিত্বাদি অন্তর্দৃষ্টিতে স্বতঃ-সিদ্ধ। স্বতঃসিদ্ধ পতি আপনাকে যাহারা না পায়, তাহারা অন্যকে ভজন করে, আমরা আপনাকে যখন পাইয়াছি, তখন আপনারই অনুবৃত্তি করিব। আপনাকে ছাড়িয়া অন্যের অনুবৃত্তি করিলে, আপনার উপদেশ ব্যর্থ হইবে। সেই উপদেশ সফল করিবার জন্যই আমরা আপনার সেবাভিলাষিণী। তারপর শ্রীউদ্ধবের নিকট শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "গোপীগণ আমাকেই প্রিয়, প্রিয়তম

ত্মানং মনসা গতা ইতি ভগবতা তাসামন্তঃকরণপ্রকাশনাৎ। গোপ্যঃ কিমাচরদয়মিত্যাদৌ দোমোদরাধরসুধামপি গোপিকানাং স্বমিত্যনেন তাভিঃ স্বয়মুক্তেশ্চ। তত এতদুক্তং ভবতি, রাসপঞ্চাধ্যায়্যাং, নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায়েত্যুক্তদিশা, স বো হি স্বামীতি তাঃ প্রতি তাপনীস্থিতদুর্বাসসো বাক্যবৎ, কৃষ্ণবধ্ব ইত্যুক্তরীত্যা চ, যাঃ খলু যোগমায়ামুপাশ্রিত ইতি শ্রবণাত্তত্তদর্থভগবন্নিযুক্তযোগমায়াকল্পিতা কল্পিততয়া যোগমায়ৈকবিদিতাঃ, স্বতঃ পরতশ্চ প্রচ্ছন্নদ্বিবিধায়মানা

এবং আত্মা বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছে।" (১) এই শ্লোকে শ্রীভগবান ব্রজসুন্দরীগণের মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। আর বেণুগীতে "হে গোপীগণ! এই বেণু কি অনির্ব্বচনীয় পুণ্য করিয়াছিল? যেহেতু, এই বেণু কেবল গোপীভোগ্য শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত স্বতন্ত্র যথেষ্ট পান করিতেছে।" ১০।২১।৯—এই শ্লোকে কৃষ্ণাধরামৃতে আপনাদের একমাত্র ভোগাধিকার নির্দ্দেশ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণে যে তাঁহাদের পতি-ভাবনা, তাহা তাঁহারাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন।

এই সকল বিচারের পর শ্রীব্রজসুন্দরীগণের পর্য্যবসান শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি-সম্বন্ধে সার মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছেন। গোপীগণ নিত্যকৃষ্ণ-প্রেয়সী এবং তাঁহাদের পরকীয়াত্ব মায়াকল্পিতত্ব হেতু এইরূপ বলা যায় যে:—যোগমায়া-কল্পিতা ও অকল্পিতা ভেদে দ্বিবিধ গোপীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণলীলা নিষ্পন্ন হইয়াছিল। এ বিষয় কেবল যোগমায়া জানিতেন, আর কেহ নহে; এমন কি শ্রীকৃষ্ণেরও এ বিষয়ে অনুসন্ধান ছিলনা। মায়া-কল্পিতা গোপীগণের কথা রাস-পঞ্চাধ্যায়ীতে না সূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে; তাহাদিগকেই গোপগণ নিজ নিজ পার্শ্বে অবস্থিতা মনে করিতেন। অকল্পিতা নিত্য প্রেয়সী গোপীগণের কথা, উত্তর-তাপনীতে "সেই কৃষ্ণ তোমাদের স্বামী হয়েন," শ্রীরাধার প্রতি দুর্ব্বাসার এই উক্তির মত "কৃষ্ণবধ্বঃ—কৃষ্ণের বধূগণ"—এই উক্তিতে তথায় (রাসপঞ্চাধ্যায়ীতে) ব্যক্ত আছে। পতিম্মন্যগণের বঞ্চনা এবং প্রেয়সীগণকে শ্রীকৃষ্ণ-সন্নিধানে আনয়ন করিয়া, রাসাদি-লীলা নির্ব্বাহের জন্য

---

(১) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ এই অনুচ্ছেদে পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

আসন্, তাস্তু পশ্চাদ্ যোগমায়য়ৈব দেব্যা প্রাপিতাভ্যাং মর্য্যাদোৎকলিতাভ্যাং স্বপালিতস্য রসপোষতরোঃ পর্য্যবসাননিরুপদ্রবমহাসুখপ্রাপ্তিরূপায় ফলায় মুন্যাকাশাদিবাণ্যাদিকং দ্বারীকৃত্য বা স্বয়মেব প্রকটীভূয় এব বা শ্রীগোকুলবাসিনঃ প্রতি তথৈব ব্যক্তীকৃতাঃ, স্বরূপেণ মামেব রমণং প্রাপ্তাঃ, নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায়েত্যাদ্যুক্তাসূয়াপরিহারস্য সম্যক্ত্বায় তৎকল্পিতাস্তু স্বস্বপতিমিত্যেব শ্রীভগবন্মতম্।

শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াই যোগমায়া ঐরূপ কল্পিতা গোপীগণকে প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং প্রকটলীলাকালে স্বতঃপরতঃ প্রচ্ছন্না দ্বিবিধা গোপী ছিলেন। মায়া-কল্পিতাগণ স্বতঃপ্রচ্ছন্না,—তাহাদের বাস্তবিক কোন সত্তা নাই, প্রয়োজনানুসারে মায়া-প্রভাবে ব্যক্ত হয়। যথার্থ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণ পরতঃ প্রচ্ছন্না,—ইহাদের বাস্তবিক সত্তা আছে; বিবাহাদি-সময়ে যোগমায়া ইঁহাদিগকে লুকাইয়া রাখেন। যোগমায়া-দেবী-প্রভাবেই প্রাপিত-মর্য্যাদা (পাতিব্রত্য রক্ষারূপ) এবং উৎকণ্ঠাদ্বারা নিজ (গোপীগণ কর্ত্তৃক) পালিত রস-পোষতরুর পরিশেষে নিরুপদ্রব মহাসুখ-প্রাপ্তিরূপ ফলের জন্য শ্রীগোকুলবাসিগণের নিকট তদ্দ্বারা (যোগমায়াদ্বারা) তাঁহারা তথাবিধ (শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী) রূপে ব্যক্ত হইয়াছিলেন। তখন যোগমায়া উভয়বিধ গোপীগণের প্রকটন জন্য মুনিবাক্য বা আকাশ (দৈব) বাণী প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। অথবা নিজেই আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। সেই সময় নিত্য প্রেয়সীগণ নিজ স্বরূপে (মায়া-কল্পিতরূপে নহে) আমাকেই পতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর "নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায়" ইত্যাদি বচনোক্ত (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পতিম্মন্য-গোপগণের) সম্যক্ অসূয়া পরিহার নিমিত্ত মায়া কল্পিত গোপীগণ নিজ নিজ পতি-সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল—ইহাই মৎকামা ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীভগবানের অভিমত।

এ স্থলে জিজ্ঞাস্য, কল্পিতা গোপীগণের পরিণাম কি? তজ্জন্য বলিতেছেন সংজ্ঞা ও ছায়াদির মত ব্যক্তত্বই কল্পনার পরিণাম—ইহা সর্ব্বত্র দেখা যায়। অর্থাৎ যেমন একটী মানুষের নাম 'নকড়ি' এ স্থলে নকড়ি সংজ্ঞার নিজের কোন সার্থকতা নাই, ঐ লোকটীর সম্বন্ধে ব্যক্ত হইয়া তাহাকেই প্রকাশ

দৃশ্যতে চ, সংজ্ঞাছায়াদিবৎ কল্পনায়া ব্যক্তত্বমেব পরিণামঃ সর্বত্র। তদিত্থমেবমাতাপিত্রাদীনামভীষ্টং সিধ্যতি ॥১১॥১২॥ শ্রীভগবান্ ॥১৭৭॥

পূর্বোক্ত এবাপ্রকটলীলাপ্রবেশপ্রকটলীলাবিষ্কাররূপোঽর্থস্তদনন্তরপ্রশ্নোত্তরাভ্যামপ্যভিপ্রেতোঽস্তি। প্রশ্নস্তাবৎ শ্রীউদ্ধব উবাচ।

করে; ছায়া কোন বস্তুর সম্বন্ধে ব্যক্ত হয়, নিজের কোন সত্তা বা সার্থকতা নাই, তদ্রূপ মায়া-কল্পিতা গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের সম্বন্ধে ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহাদের নিজের কোন সত্তা নাই। ব্রজবাসিগণ তাহাদিগকে কেবল দেখিয়াছিলেন, অথচ কোন কাজে পৌঁছায় নাই। যেমন যাদুকরের মায়া-কল্পিত আম্র লোকে দেখে, কিন্তু কেহ তাহার আস্বাদন পায় না। তাহা হইলে উক্তরূপে মাতা পিতা প্রভৃতির অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ যদ্ধামার্থ ইত্যাদি শ্লোক-প্রমাণে বুঝা যায়, ব্রজ-দেবীগণের মাতাপিতা শ্রীকৃষ্ণকে নিজ নিজ কন্যা সম্প্রদানে সমুৎসুক ছিলেন। দৈব-বশে অন্যত্র সম্প্রদান করিয়া ক্ষুব্ধ ছিলেন। পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণকে সম্প্রদান করিবার সুযোগ উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহারা তাঁহাকে শ্রীরাধাদি-কন্যাগণ সম্প্রদান করিয়া সফল মনোরথ হইলেন (১) ॥১৭৭॥

পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ কিছুকাল প্রকট-বিহার করিয়া, সপরিকরে অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ করেন এবং অপ্রকট-লীলা হইতে প্রকট-লীলার আবিষ্কার, সেই তাৎপর্য্য "মৎকামাঃ" ইত্যাদি শ্লোকের পর প্রশ্নোত্তরে অভিপ্রেত হইয়াছে অর্থাৎ শ্রীউদ্ধব ও শ্রীকৃষ্ণের (১১।১২ অধ্যায়ে) প্রশ্নোত্তর হইতে উক্তরূপ লীলা-পরিপাটী জানা যায়। প্রশ্ন যথা,—শ্রীউদ্ধব বলিলেন—"হে যোগেশ্বরেশ্বর! আমি তোমার বাক্য শ্রবণ করিতেছি বটে, কিন্তু আমার হৃদয়স্থিত সংশয় নিবর্ত্তিত হইতেছে না; তদ্দ্বারা আমার মন ভ্রাম্যমাণ আছে।"

১১।১২।১৪॥১৭৮॥

---

(১) শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থে শ্রীরাধা-প্রভৃতির অন্যের সহিত বিবাহ যে মায়িক, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আকাশ-বাণী, দুর্ব্বাসার বাণী, যোগমায়ার আবির্ভাব এবং অগ্নি-পরীক্ষার কথা বর্ণিত আছে।

সংশয়ঃ শৃণ্বতো বাচং তব যোগেশ্বরেশ্বর।
ন নিবর্ত্তত আত্মস্থো যেন ভ্রাম্যতি মে মনঃ ॥১৭৮॥

তব বাচং শৃণ্বতোঽবধারয়তোঽপি মমাত্মস্থঃ সংশয়ো ময়োদিতে-ষ্বহিত ইত্যাদিকাধ্যায়ত্রয়গতমহাবাক্যার্থপর্য্যালোচনাসামর্থ্যং ন নিবর্ত্ততে। কুতঃ, যেন যত এব, রামেণ সার্দ্ধং মথুরাং প্রণীতে ইত্যাদিলক্ষণাত্তব বাক্যান্মম মনো ভ্রাম্যতি। হন্ত তাসামনেন সঙ্গমঃ কুত্র কথং বিদ্যতে ইতি চিন্তয়া ন স্বস্থং বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। অথোত্তরম্। তত্র তস্য সংশয়মপনেতুং দ্বাভ্যাং তাবত্তচ্চিত্তং স্বস্থয়ন্ শ্রীভগবা-নুবাচ।

স এব জীবো বিবরপ্রসূতিঃ প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্টঃ।
মনোময়ং সূক্ষ্মমুপেত্য রূপং মাত্রা স্বরো বর্ণ ইতি স্থবিষ্টঃ ॥১৭৯॥

শ্লোকার্থ—তোমার বাক্য মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ করিলেও, আমার হৃদয়স্থিত সংশয়—ময়োদিতেষ্বহিতঃ ইত্যাদি শ্লোক আরম্ভ করিয়া ১০ম, ১১শ, ১২শ এই তিন অধ্যায়ে বর্ণিত মহাবাক্যের অর্থ পর্য্যালোচনা করিবার যে অসামর্থ্য, তাহা ঘুচিতেছে না। কি কারণে এই সংশয় দূর হইতেছে না, তাহাও বলিতেছি,—রামেণ সার্দ্ধং মথুরাং প্রণীতে ইত্যাদি (১) রূপ যে তোমার বাক্য, সেই বাক্য হইতে আমার মন ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, আহা! সেই বিয়োগ-বিধুরা ব্রজ-সুন্দরীগণের সহিত কোথায় কি প্রকারে এই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম বিদ্যমান আছে, এই চিন্তায় আমার চিত্ত অস্থির আছে।১৭৮॥

উত্তর—সেই অধ্যায়ে শ্রীউদ্ধবের সংশয় অপনোদন করিবার জন্য দুইটী শ্লোকে তাঁহার চিত্তকে প্রকৃতিস্থ (নিরুদ্বেগ) করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"বিবর-প্রসূতিরূপে সে-ই এই জীবে প্রাণতুল্য ঘোষের সহিত গুহায় প্রবেশ করিয়াছে। তখন তাহা রূপ, মাত্রা, স্বর ও বর্ণ বিশিষ্ট স্থবিষ্ট এবং মনোময় সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।" ১১।১২।১৫॥১৭৯॥

---

(১) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ১৭৫ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

স এষ মল্লক্ষণো জীবো জগতো জীবনহেতুঃ বিশেষতো ব্রজস্য জীবনহেতুর্বা পরমেশ্বরঃ প্রাণেন মৎপ্রাণতুল্যেন ঘোষেণ ব্রজেন সহ বিবরপ্রসূতির্বিবরাদপ্রকটলীলাতঃ প্রসূতিঃ প্রকটলীলায়ামভিব্যক্তির্যস্য তথাভূতঃ সন্ পুনর্গুহাং অপ্রকটলীলামেব প্রবিষ্টঃ। কীদৃশঃ সন্ কিং কৃত্বা, মাত্রাঃ মম চক্ষুরাদীনি স্বরো ভাষাগানাদিঃ বর্ণো রূপমিতি ইত্থং স্ববিষ্টঃ স্বপরিজনানাং প্রকট এব সন্ অন্যেষাং সূক্ষ্ম-

সেই ব্রজ-সুন্দরীগণের প্রাণ-কোটী-প্রিয়তম, তোমার সম্মুখে বিদ্যমান এই আমি, শ্রীকৃষ্ণরূপ জীব—জগতের জীবন হেতু, কিম্বা বিশেষরূপে ব্রজবাসীর জীবন-হেতু (১)-ভূত পরমেশ্বর। আমার প্রাণতুল্য ঘোষ—ব্রজের সহিত, বিবর—অপ্রকট-লীলা হইতে, প্রসূতি—প্রকট-লীলায় অভিব্যক্তি যাহার তাদৃশরূপে, পুনর্ব্বার গুহা—অপ্রকট-লীলায় প্রবিষ্ট হই। কিরূপে কি করিয়া তাহা সম্পন্ন করেন, তাহা বলিতেছেন, মাত্রা—আমার চক্ষু-প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-সকল, স্বর—আমার ভাষা এবং গান প্রভৃতি, বর্ণ—রূপ; এ সকল সমন্বিত স্ববিষ্ট—নিজ পরিজনগণের নিকট প্রকটরূপ, অন্য সকলের নিকট সূক্ষ্ম, আর বহিরঙ্গ ভক্তগণের মনোময়—কথঞ্চিদ্রূপে মনোমধ্যে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইতে পারে, এমন ভাবে যে রূপের অভিব্যক্তি, সেই রূপে উক্ত লীলা-সম্পন্নকারী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—আমি বিশেষরূপে ব্রজবাসিগণের জীবন-স্বরূপ, আর ব্রজও আমার জীবন-তুল্য। ব্রজের সহিত আমার কখনও বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে না। আমি ব্রজের সহিত অপ্রকট-লীলা হইতে প্রকট লীলায় আবির্ভূত হই; তাহার সহিত অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ করি। প্রকট লীলায় আমি যেরূপে বিহার করি, অপ্রকট-লীলায় অবিকল সেইরূপেই প্রবেশ করি, তখন

(১) বিশেষরূপে জীবন-হেতু বলার তাৎপর্য্য—জীবনরক্ষার বহু উপায় থাকিতে পারে, তাহার কোন কোনটী বর্জ্জন করিলেও রক্ষা পাওয়া যায়, কিন্তু বিশেষ উপায় যেটী তাহা বর্জ্জন করা যায় না, শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িয়া ব্রজবাসিগণ বাঁচিতে পারেন না, এই জন্যই তিনি তাঁহাদের বিশেষ জীবন-হেতু।

মদৃশ্যং বহিরঙ্গভক্তানাঞ্চ মনোময়ং কথঞ্চিন্মনস্যেব গম্যং যদ্রূপং প্রকাশস্তদুপেত্য। প্রকটলীলাবিষ্কারঞ্চ সদৃষ্টান্তং স্পষ্টয়তি।

যথানলঃ খেঽনিলবন্ধুরুষ্মা বলেন দারুণ্যধিমথ্যমানঃ। অণুঃ প্রজাতো হবিষা সমেধতে তথৈব মে ব্যক্তিরিয়ং হি বাণী ॥১৮০॥

দৃষ্টান্তোঽয়ং গর্ভাদিক্রমেণাবির্ভাবমাত্রাংশে। তৃতীয়েঽপি। তদুক্তং শ্রীমদুদ্ধবেনৈব। অজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিরিতি। ব্যক্তিরাবির্ভাবঃ। হি যস্মাদিয়ং স্বরহস্যৈকবিজ্ঞস্য মমৈব বাণী নাত্রাসম্ভা-

---

আমার ইন্দ্রিয়, অবয়ব, ভাষা এবং রূপের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। অপ্রকট-লীলায় গমন করিলেও সেই লীলাস্থিত পরিকরগণের নিকট উক্তরূপে (অবিকল এইরূপে) বিহার করি। তখন বহিরঙ্গ-জনগণ আমাকে দেখিতে পায় না। তবে সাধনশীল-জনগণের চিত্তে কখন কখন ঐ রূপের কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি হয়।১৭৯

অতঃপর প্রকট-লীলা আবিষ্কারের কথা দৃষ্টান্তের সহিত স্পষ্টরূপে বলিতেছেন—"যে প্রকার আকাশে উষ্মারূপে ব্যক্ত অগ্নি কাষ্ঠে অধিক মথিত হইলে বায়ুর সহায়তায় সূক্ষ্ম স্ফুলিঙ্গরূপে উদ্ভূত হয়, তারপর ঘৃত-সংযোগে পরিবর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপেই আমার ব্যক্তি—ইহাই আমার বাণী।"

১১।১২।১৬॥১৮০॥

এই দৃষ্টান্ত গর্ভাদিক্রমে আবির্ভাবমাত্র-অংশে প্রযুক্ত হইয়াছে। তৃতীয় স্কন্ধেও এইরূপ আবির্ভাবের কথা শ্রীউদ্ধব-মহাশয় বলিয়াছেন—"শ্রীভগবান্ কাষ্ঠস্থিত অগ্নির ন্যায় জন্মগ্রহণ করেন।"(১) ব্যক্তি—আবির্ভাব। শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়—আমার আবির্ভাবের কথা যাহা বলিলাম তাহা যথার্থ, যেহেতু ইহা আমার বাণী—অর্থাৎ একমাত্র আমিই আমার রহস্য জানি, আর কেহ জানে না; সুতরাং লীলা-রহস্য-সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহাতে অসম্ভাবনার কিছু নাই! সুতরাং উক্ত শ্লোকের পরবর্ত্তী এবং

---

(১) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ২১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বনা বিধেয়েত্যর্থঃ। ততশ্চানন্তরং বক্ষ্যমাণ এবং গদিরিত্যাদিগ্রন্থস্তু সংশয়াপনোদনে ব্যাখ্যেয়ঃ। এবং পূর্বোক্তবাক্যস্যৈবার্থভেদেন গদির্লৌকিকভাষণমিতি জ্ঞেয়ং, তস্যাপ্যুৎপত্তির্জ্ঞেয়েত্যর্থঃ। স চ সতাং-

---

গদিঃ কর্ম্মগতির্বিসর্গো ঘ্রাণোরসো দৃক্স্পর্শ শ্রুতিশ্চ।
সঙ্কল্প জিজ্ঞানমথাভিমানঃ সূত্রং রজঃ সত্ত্ব তমোবিকারঃ॥

১১।১২।২৭

"বাক্য, কর্ম্ম, গতি, বিসর্গ, ঘ্রাণ, রসন, দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, সঙ্কল্প, বিজ্ঞান, অভিমান, সূত্র এবং রজঃ, সত্ত্ব, তমঃ এই গুণত্রয়ের বিকারের যেমন অভিব্যক্তি—আমারও এই প্রকার অভিব্যক্তি (১)। এই শ্লোক সংশয়-দূরীকরণের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে; এই ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য। এবং পূর্ব্বোক্ত (১১।১২।১৬) বাক্যের সহিত অর্থ ভেদ-হেতু, শ্লোকোক্ত 'গদিঃ' শব্দের অর্থ লৌকিক ভাষণ (মানুষের কথা) বুঝিতে হইবে—আর তাহারও উৎপত্তি আছে, ইহা বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ পূর্ব্ব-শ্লোকে আছে 'বাণী' শব্দ, আর এই শ্লোকে আছে 'গদিঃ' শব্দ। উভয় শব্দের এক (কথা) অর্থ হইলেও, এস্থলে অর্থ-পার্থক্য আছে। ইতঃপূর্ব্বে বাণী—শ্রীভগবানের বাক্য—এই অর্থ করা হইয়াছে, এস্থলে গদি-শব্দের সেই অর্থ হইবেনা, গদিঃ—মানুষের কথা। মানুষের কথা যেমন বাগিন্দ্রিয় হইতে অভিব্যক্ত হয়, শ্রীকৃষ্ণও তেমন অপ্রকট-প্রকাশ হইতে প্রপঞ্চে অভিব্যক্ত হয়েন, দৃষ্টান্ত-সহকারে শ্রীকৃষ্ণ এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

---

(১) বাক্ পানি পাদ পায়ু উপস্থ এই কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য যথাক্রমে বাক্য, কর্ম্ম, গমন, বিসর্গ (মল-মূত্র ত্যাগ); নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্ ও কর্ণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য যথাক্রমে ঘ্রাণ, রসন, দর্শন, স্পর্শ ও শ্রবণ; মনের কার্য্য সঙ্কল্প, বুদ্ধি—চিত্তের কার্য্য বিজ্ঞান, অহঙ্কারের কার্য্য অভিমান, প্রধানের কার্য্য সূত্র, এবং গুণত্রয়ের বিকার প্রপঞ্চ। যেমন ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-সকলের অভিব্যক্তি, প্রধান হইতে সূত্রের এবং গুণত্রয় হইতে প্রপঞ্চের অভিব্যক্তি, তদ্রূপ অপ্রকট-প্রকাশ হইতে প্রকটলীলার অভিব্যক্তি—ইহাই শ্লোকের অভিপ্রায়।

পর্য্যাকোঽর্থভেদষ্টীকায়ামেব দৃশ্যতে ইতি ॥১১॥১২॥ শ্রীশুকঃ ॥১৭৮-১৮০॥

তদেবং শ্রীমদ্ভাগবতে পুনর্ব্রজাগমনাদিরূপোঽয়মর্থো বহুধা লব্ধোঽপি পাদ্মোত্তরখণ্ডবদ্ যন্ন স্পষ্টতয়া বর্ণিতস্তৎ খলু নিজেষ্ট-দেবস্য বহির্ম্মুখান্ প্রত্যাচ্ছাদনেচ্ছয়া অন্তর্ম্মুখান্ প্রত্যুৎকণ্ঠাবর্দ্ধনে-চ্ছয়েতি গম্যতে। অতএবোক্তম্—পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম

শ্লোক-দ্বয়োক্ত বাণী ও শব্দিঃ শব্দের তাৎপর্য্যের সহিত অর্থ-পার্থক্য শ্রীস্বামি-টীকায় দেখা যায় ॥১৭৮—১৮০॥

শ্রীমদ্ভাগবতে পুনর্ব্রজাগমন অস্পষ্ট কেন ?

এপর্য্যন্ত যে সকল প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা বুঝা যায়—শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের পুনর্ব্রজাগমন, ব্রজবিহারাদিরূপ অর্থ বহু প্রকারে পাওয়া গেলেও পদ্মোত্তরখণ্ডের মত শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয় নাই। তাহার হেতু কি ? অতঃপর এই প্রশ্নের সমাধান করা যাইতেছে। শ্রীশুকদেব নিজেষ্টদেবের (শ্রীকৃষ্ণ) বিষয়-বহির্ম্মুখ জনগণের নিকট আচ্ছাদন এবং অন্তর্ম্মুখগণের তদ্বিষয়ে উৎকণ্ঠা-বর্দ্ধন-অভিলাষে স্পষ্টরূপে বর্ণন করেন নাই। এই রীতিতে শ্রীভগবল্লীলা-বর্ণন তাঁহার (শ্রীভগবানের) অনুমোদিত। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"ঋষিগণ পরোক্ষবাদী। পরোক্ষ আমার প্রিয়।" ১১।২১।৩৫ * যাহা গোপনে রাখা শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত এবং শ্রীশুকদেবও যাহা

---

* সম্পূর্ণ শ্লোক —

বেদা ব্রহ্মাত্ম বিষয়াস্ত্রিকাণ্ড বিষয়া ইমে।
পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ং ॥

এই বেদ সকলে কর্ম্মকাণ্ড, দেবতাকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ড এই তিন কাণ্ড এবং ব্রহ্মাত্ম-বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ঋষিগণ (মন্ত্রদ্রষ্টা) পরোক্ষবাদী, পরোক্ষ আমার প্রিয়।

প্রিয়মিতি। যদেতত্তু ময়া ক্ষুদ্রতরেণ তরলায়িতং ক্ষমতাং তৎ ক্ষমাশীলঃ শ্রীমান্ গোকুলবল্লভঃ। তদেতৎ শ্রীলবৃন্দাবনে লীলাদ্বয়স্য মিলনং সাবসরমেব প্রস্তুতম্। দ্বারকায়াস্তু প্রসিদ্ধমেব। তত্র মৌষলাদিলীলা মায়িক্যেবেতি পূর্বমেব দর্শিতম্। বস্তুতস্তু দ্বারকায়ামেব সপরিকরস্য শ্রীভগবতো নিগূঢ়তয়া স্থিতির্যাদবানাং চ নিত্যপরিকরত্বাত্তত্ত্যাগেন স্বয়ং ভগবত এবান্তর্দ্ধানে তৈরতিক্ষোভেণোন্মত্তচেষ্টৈরুপমর্দ্দিতা পৃথিব্যেব নশ্যেদিতি প্রথমং তেষামন্তর্দ্ধাপনম্। অতএবোক্তম্—ভূভাররাজপৃতনা যদুভির্নিরস্য গুপ্তৈঃ স্ববাহুভিরচিন্তয়দপ্রমেয়ঃ। মন্যেঽবনের্ননু গতোঽপ্যগতং হি ভারং যদ্ যাদবং কুল-

---

অস্পষ্টভাবে বর্ণন করিয়াছেন, সন্দর্ভকর্ত্তা শ্রীপাদ জীব-গোস্বামিচরণ, স্পষ্টরূপে তাহার আলোচনা করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের অপ্রসন্নতা-ভাজন হইবার ভয়ে বলিতেছেন—ক্ষুদ্রতর আমি যে এই গাঢ়তর বিষয় তরলিত করিয়াছি, তজ্জন্য ক্ষমাশীল শ্রীমান্ গোকুলবল্লভ আমাকে ক্ষমা করুন।

উক্ত প্রমাণসমূহ-দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীমদ্ভাগবতে প্রকটাপ্রকট লীলার মিলন স্পষ্টরূপে বর্ণিত না থাকিলেও অবসরমত স্থানে স্থানে বলা হইয়াছে। দ্বারকায় লীলাদ্বয়ের মিলন প্রসিদ্ধই আছে। তথায় প্রকাশিত মৌষলাদি-লীলাসকল মায়িক—ইহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে দ্বারকাতেই সপরিকরে শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ়রূপে অবস্থিতি সুনিশ্চিত,তবে যে মৌষললীলাচ্ছলে যদুগণকে পূর্ব্বে অন্তর্দ্ধান করাইয়াছেন তাহার কারণ, তাঁহারা নিত্যপরিকর অতিশয় প্রেমবান্; তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যদি স্বয়ং অন্তর্দ্ধান করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের (বিরহ-হেতুক) অত্যন্ত দুঃখে উন্মত্তচেষ্টায় পৃথিবী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে; এইজন্য প্রথমে যদুগণকে অন্তর্দ্ধান করাইয়াছেন এইজন্য শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন "অপ্রমেয় শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বাহুবলে পরিরক্ষিত যাদবগণদ্বারা পৃথিবীর ভার-স্বরূপ রাজ-সৈন্যগণকে বধ করিয়া অবশেষে চিন্তা করিলেন, অহো! পৃথিবীর ভার গত হইয়াও গত হয় নাই, যেহেতু, অবিসহ্য (দুর্দ্দমনীয়) যদুকুল অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।" ১১।১।৩ এস্থলে যদু-

মহো অবিষহ্যমাস্ত ইতি ॥ অত্র তেষামধার্ম্মিকতয়া তু পৃথিবীভারত্বং ন মন্তব্যম্। ব্রহ্মণ্যানাং বদান্যানাং নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনাম্। বিপ্রশাপঃ কথমভূৎ বৃষ্ণীনাং কৃষ্ণচেতসামিত্যাদৌ শয্যাসনাটনালাপক্রীড়াস্নানাশনাদিষু ন বিদুঃ সন্তমাত্মান বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণচেতস ইত্যাদৌ চ পরমসাধুত্বপ্রসিদ্ধেঃ। পৃথ্বীভারশ্চ ব্যক্তিবাহুল্যমাত্রেণ নেষ্যতে পর্বতসমুদ্রাদীনামনন্তানাং বিদ্যমানত্বাৎ। তথা ন বস্তব্যমিত্যাদিভগবদ্বাক্যস্য তাৎপর্য্যমিদং, মায়য়াপি যদূনাং তাদৃশত্বদর্শনং মমা-

---

গণকে অধার্ম্মিক বলিয়া যে পৃথিবীর ভাররূপে বর্ণন করিয়াছেন, তাহা মনে করা যায় না। কারণ, বক্ষ্যমাণ-শ্লোকসমূহে তাঁহারা পরম ধার্ম্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। যথা—শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন—"যাহারা ব্রাহ্মণভক্তি-বিবর্জ্জিত অদাতা, জ্ঞানিগণের সেবা করেনা, বিশেষতঃ যাহারা শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ, তাহাদের ব্রহ্ম-শাপগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা আছে, যদুবংশীয়গণ তদ্রূপ নহেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণভক্ত, দানশীল, নিত্য বৃদ্ধ-সেবা-পরায়ণ এবং শ্রীকৃষ্ণগত-চিত্ত, তাঁহারা কিরূপে ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইলেন ?" "শ্রীকৃষ্ণগত-চিত্ত বৃষ্ণিগণ শয়ন, উপবেশন, গমন, আলাপ, স্নান-ভোজনাদি ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিলেও আপনাদিগকে স্বতন্ত্ররূপে জানিতেন না। অর্থাৎ তাঁহারা শ্রীভগবৎ-প্রেরণায় সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, নিজে কিছু করিতেছেন, এই অনুসন্ধান করিতে তাহারা অসমর্থ ছিলেন। কারণ, যে চিত্তদ্বারা অনুসন্ধান করা যায়, তাহাদের সেই চিত্ত শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধ ছিল।" ১০।৯০ ২২ এই শ্লোকদ্বয় যদুগণের পরমধার্ম্মিকত্ব ঘোষণা করিতেছে।

আর যদুগণ সংখ্যায় অধিক ছিলেন বলিয়াও তাঁহাদিগকে পৃথিবীর ভার বলা যায় না; পৃথিবীতে অসংখ্য পর্ব্বত-সমুদ্র বর্ত্তমান আছে, তৎসমুদয়কে কোথায়ও পৃথিবীর ভার বলা হয় না।

এস্থলে আর একটী সংশয়—মৌষল-লীলা যদি মায়িক হয়, তবে দ্বারকায় মহা উৎপাত দেখিয়া কেন শ্রীকৃষ্ণ যদুবৃদ্ধগণকে বলিলেন—

ন বস্তব্যমিহাস্মাভি র্জিজীবিষুভিরার্য্যকাঃ।
প্রভাসং সুমহৎ পুণ্যং যাস্যামোঽদ্যৈব মাচিরম্ ॥১১।৬।২৪

"যদি জীবনধারণ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমাদের আর এখানে

নন্দবৈভবধাম্নি মদীয়জনসুখদমদ্বিলাসৈকনিধৌ দ্বারকায়াং নোচিতং, প্রভাসে তু তত্তদযোগাদুচিতমিতি। অথচ জিজীবিষুভিরিত্যুক্ত্বা বৃজিনানি তরিষ্যাম ইতি চোক্ত্বা বস্তুতস্তু তেষাং তাদৃশত্বং ন ভবিষ্যতীত্যেবোক্তম্। তত্র চাস্মাভিরিতি বয়মিতি চোক্ত্বা স্বৈনৈক্যসূচ-

---

থাকা উচিত নহে। অদ্যই মহাপুণ্যজনক প্রভাসতীর্থে গমন করিব, আর বিলম্ব করিব না।"

তাহার উত্তর—যদুকুলের ধ্বংসব্যাপার যদিও মায়া-হেতু দৃষ্ট হইয়াছিল, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন—আমার আনন্দ-বৈভব-ধামে—যাহা আমার নিজ-জনগণের সুখদ এবং আমার একমাত্র বিলাস-নিকেতন, সেই দ্বারকার তাহা (যদুকুলের মায়িক ধ্বংস) উচিত নহে; আর প্রভাস আমার আনন্দ-বৈভব ধাম, কিম্বা আমার নিজগণের সুখদ, অথবা আমার একমাত্র বিলাস নিকেতন—ইহার মধ্যে কিছুই নহে। অতএব প্রভাসেই মায়িক-যদু-বংশ-ধ্বংস-লীলা-প্রদর্শন সমুচিত।

অথবা উক্ত শ্লোকে "জিজীবিষু" (বাঁচিতে অভিলাষী) আর,

তেষু দানানি পাত্রেষু শ্রদ্ধয়োপ্ত্বা মহান্তি বৈ।
বৃজিনানি তরিষ্যামো দানৈর্নৌভিরিবার্ণবম্॥ ১১।৬।২৭

"সে সকল সৎপাত্রে (ব্রাহ্মণ-গণকে) দান করিয়া নৌকাদ্বারা মহাসমুদ্র উত্তরণের ন্যায় পাপরাশি উত্তীর্ণ হইব।"—এই শ্লোকে "বৃজিনানি তরিষ্যামঃ (পাপরাশি উত্তীর্ণ হইব)"—ইহা বলিয়া, যদুগণের ধ্বংস সংঘটিত হইবেনা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ যাহারা বাঁচিতে অভিলাষী, তাহাদিগকে প্রভাসে যাইতে বলায়, প্রভাসে গেলে তাহাদের বিনাশের আশঙ্কা নাই ইহা বুঝা যাইতেছে; "পাপরাশি হইতে উত্তীর্ণ হইব" বলায়, স্থান-প্রভাবে চন্দ্রের ন্যায় যদুগণেরও ব্রহ্মশাপ-মুক্তি হইবে, ইহাই বলা হইল। অতএব যদুবংশের বাস্তবিক বিনাশ অসম্ভব। আর প্রভাস-গমন-প্রস্তাবে "নবস্তব্য মিহাস্মাভি" ইত্যাদি শ্লোকে অস্মাভিঃ" (আমাদিগকর্তৃক) এবং

বয়ঞ্চ তস্মিন্নাপ্লুত্য তর্পয়িত্বা পিতৄন্ সুরান্।

নয়া স্বাত্মবদন্যথাভাবত্বমেকগতিত্বঞ্চ ব্যঞ্জিতমিতি। তদেবং স্থিতে তৈঃ সাকং শ্রীভগবতো দ্বারকায়ামেব নিত্যং স্থিতিমাহ—দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং সমুদ্রোঽপ্লাবয়ৎ ক্ষণাৎ। বর্জয়িত্বা মহারাজ শ্রীমদ্ভগবদালয়ম্। নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ। স্মৃত্যাশেষাশুভহরং সর্বমঙ্গলমঙ্গলম্ ॥১৮১॥

লোকদৃষ্ট্যৈব হরিণা ত্যক্তাং অত্যক্তামিতি বা, নিত্যং সন্নিহিত ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ। ততশ্চোভয়থাপ্যাপ্লাবনং পরিতো জলেন পরিখাবদাবরণং তজ্জলমজ্জনঞ্চ সমুদ্রেণৈব শ্রীভগবদাজ্ঞয়াত্যক্তভূমিলক্ষণস্য হস্তিনাপুরপ্রস্থাপিতবহির্জনগৃহাদ্যধিষ্ঠানবহিরাবরণস্যৈব।

ভোজয়িত্বোশিজো (১) বিপ্রান্ নানা-গুণবতান্ধসা ॥

'আমরাও সেই তীর্থে স্নানপূর্ব্বক পিতৃদেবতার তর্পণ করিয়া বিপ্রগণকে নানাগুণ-সম্পন্ন অন্ন ভোজন করাইব।" এই শ্লোকে "বয়ঞ্চ" (আমরা) একথা বলিয়া (শ্রীকৃষ্ণ) আপনার সহিত যদুগণের ঐক্য সূচনা করতঃ, আপনার ন্যায় তাঁহাদের অন্যথা-ভাবত্ব (অন্যথা—জন্মাদি ষড়্‌বিধ বিকার, তাহার অভাব) এবং এক-গতিত্ব ব্যঞ্জিত করিলেন। এইরূপ স্থির হইল বলিয়া, যদুবর্গের সহিত শ্রীভগবানের দ্বারকায় নিত্যস্থিতির কথা বলিয়াছেন—"হে মহারাজ! সমুদ্র ক্ষণকালের মধ্যে শ্রীমদ্ভগবদালয় বর্জ্জন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ--পরিত্যক্ত দ্বারকাধামকে জলপ্লাবিত করিল। সেই আলয়ে ভগবান্ মধুসূদন নিত্য সন্নিহিত আছেন, তাহা স্মরণ করিলে সমুদয় অশুভ নাশ হয়, উহা সর্ব্বমঙ্গলের মঙ্গল স্বরূপ।" ১১।৩১।১৬॥১৮১ ॥

লোক-দৃষ্টিতেই হরিকর্ত্তৃক ত্যক্ত কিংবা অত্যক্ত। কারণ, পরে বলিয়াছেন—তথায় মধুসূদন নিত্য সন্নিহিত আছেন। উভয় অর্থেই প্লাবন, শ্রীভগবদালয়ের চতুর্দ্দিকে পরিখার ন্যায় আবরণের জলমজ্জন বুঝিতে হইবে। যে স্থান জলমগ্ন হইয়াছে, তথায় বহিরঙ্গ লোকের আবাস ছিল; শ্রীভগবদাজ্ঞাক্রমে সে সকল লোক পূর্ব্বেই হস্তিনাপুরে প্রস্থাপিত হইয়াছিল। তারপর

---

(১) উশিজঃ কমনীয়ান্।

তথা রচনং বিশ্বকর্ম্মণা তস্যৈব প্রকটলীলায়াঃ প্রাপঞ্চিকমিশ্রত্বাৎ। অতঃ সুধর্ম্মাদীনাং স্বর্গাদাগমনঞ্চ যুজ্যতে। অপ্রকটলীলায়াং ততোঽপি দিব্যতরং সভান্তরাদিকমপি স্যাৎ। শ্রীমান্ যাদবাদিগৃহবৃন্দলক্ষণশোভোপশোভাবান্ যো ভগবদালয়স্তং বর্জয়িত্বা। তদেবমদ্যাপি সমুদ্রমধ্যে কদাচিদসৌ দূরতঃ কিঞ্চিদ্দৃশ্যতে ইতি তত্রত্যানাং মহতী প্রসিদ্ধিঃ। অত্র মহারাজেতি সম্বোধনং দৃষ্টান্তগর্ভং, যদ্বা মহান্তো রাজানো যাদবলক্ষণা যত্র তথাভূতং তদালয়ং শ্রীকৃষ্ণনিত্যধামরূপং দ্বারকাপুরম্। ন কেবলং পুরমাত্রাস্তিত্বং, তত্র চ শ্রীমতি ভগবদালয়ে মধুসূদনঃ শ্রীকৃষ্ণো নিত্যমেব সন্নিহিতঃ, অর্থাত্তত্র-

---

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সে স্থান সমুদ্রকর্ত্তৃক প্লাবিত হয়। সুতরাং দ্বারকার বহিরাবরণই জলমগ্ন হইয়াছিল। এই স্থান বিশ্বকর্ম্মা-রচিত। শ্রীদ্বারকাধাম নিত্য। প্রকটলীলায় প্রাপঞ্চিক মিশ্রণ আছে বলিয়া, বিশ্বকর্ম্মা উক্ত বহিরাবরণ রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রকটলীলাবসানে বহিরাবরণ জলমগ্ন হইলেও যাহাতে নিত্যধামের কোন হানি না ঘটে, তাদৃশরূপে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। অতএব (প্রকটলীলার প্রাপঞ্চিক মিশ্রত্ব-হেতু) স্বর্গ হইতে সুধর্ম্মাদির আগমন সম্ভবপর। অপ্রকটলীলায় তাহা হইতেও দিব্যতর অন্যসভা প্রভৃতি বিদ্যমান আছে। শ্রীমদ্ভগবদালয়—শ্রীমান্ যাদবাদিগৃহবৃন্দলক্ষণ, শোভোপশোভাবান্ যে ভগবদালয়, তাহা বর্জ্জন করিয়া সমুদ্র প্লাবিত করিয়াছিল। তজ্জন্য অদ্যাপি কখনও কখনও সমুদ্রমধ্যে দ্বারকাপুরীর কিঞ্চিৎ দেখা যায় বলিয়া ঐ প্রদেশবাসিগণের মধ্য মহতী প্রসিদ্ধি আছে। এই শ্লোকে 'মহারাজ' পদটী দৃষ্টান্ত-গর্ভ-বিশেষণ অর্থাৎ 'মহান্' বিশেষণ যেমন রাজগণমধ্যে শ্রীপরীক্ষিতের শ্রেষ্ঠত্ব সূচনা করিতেছে, তেমন শ্রীমান্ বিশেষণ ভগবদালয়ের নিরতিশয় শোভা-শালিত্ব ব্যক্ত করিতেছে। কিম্বা মহারাজপদটী শ্রীমদ্ভগবদালয়ের বিশেষণ, কর্ম্মধারয়সমাসে উভয়ের একপদীভাব হইয়াছে। মহান্ যাদববর্গ-লক্ষণ-রাজাগণ যাহাতে তথাভূত তাঁহার আলয়—শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধামরূপ দ্বারকাপুর। কেবল যে দ্বারকাপুরই বিদ্যমান আছে তাহা নহে, সেই শ্রীভগবদালয়ে মধুসূদন—শ্রীকৃষ্ণ নিত্যই সন্নিহিত আছেন;

ত্যানাং, কিং বা ন তত্র সন্নিহিতঃ, ভগবান্ যাদবাদিলক্ষণাখিলনিজৈশ্বর্য্যবানেব। তদালয়মেব বিশিনষ্টি, স্মৃত্যেতি। সাক্ষাদধুনা ব্যক্তদর্শনাভাবাৎ স্মৃত্যেত্যুক্তম্। যঃ স্বয়মেবস্তূতস্তস্য ত্বন্যথা সংভাবিতত্বমপি নাস্তীতি ভাবঃ। এবমেব বিষ্ণুপুরাণে—প্লাবয়ামাস তাং শূন্যাং দ্বারকাঞ্চ মহোদধিঃ। যদুদেবগৃহন্ত্বেকং নাপ্লাবয়ত সাগরঃ। নাত্যাক্রামত্ততো ব্রহ্মংস্তদদ্যাপি মহোদধিঃ। নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ কেশবো যতঃ। তদতীব মহাপুণ্যং সর্বপাপপ্রণাশনম্। বিষ্ণুক্রীড়ান্বিতং স্থানং দৃষ্ট্বা পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥১১॥৩১॥ শ্রীশুকঃ ॥১৮১॥

অর্থাৎ তিনি সেই ধামবাসিগণের সান্নিধ্যে নিত্য বর্ত্তমান আছেন। তাহা হইলে তথায় কোন বস্তুর সান্নিধ্য নাই ? অর্থাৎ শ্রীভগবান্ যে দ্বারকাবাসিগণের নিত্য-সান্নিধ্যে বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা নিত্য; তাঁহাদের সহিত বিলাসের প্রয়োজনীয় বৈভবসমূহও নিত্য; কারণ, অনিত্য বস্তুর সহিত নিত্য বস্তুর নিত্য-সান্নিধ্য সম্ভবপর নহে। (মধুসূদন-পদের বিশেষণ) ভগবান্—যাদবাদি-লক্ষণ অখিল নিজৈশ্বর্য্যবান্। শ্রীমদ্ভগবদালয়ের বৈশিষ্ট্য বলিতেছেন—"স্মৃত্বা শেষাশুভহরং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলং"—সেই ভগবদালয় অধুনা কেহ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে দেখিতে পায়না, এইজন্য বলিলেন, "তাহা স্মরণ করিলে সমুদয় অশুভ নাশ হয়, তাহা সর্ব্বমঙ্গলের মঙ্গল-স্বরূপ।" যাহা (যে শ্রীমদ্ভাগবদালয়) স্বয়ং এবম্ভূত, তাহার সম্বন্ধে অন্যরূপ অর্থাৎ সেই ধাম বিনাশ প্রাপ্ত হয়েন, এরূপ সম্ভাবনা করা যায় না; ইহাই শ্লোকের ভাব। বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—"সেই শূন্য দ্বারকাপুরীকে মহাসমুদ্র প্লাবিত করিল। একমাত্র যদুদেবগৃহকে সমুদ্র প্লাবিত করে নাই। হে ব্রহ্মন্! তথায় ভগবান্ কেশব নিত্য সন্নিহিত আছেন; এইজন্য মহাসাগর অদ্যাপি তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। অতিশয় পবিত্র সর্ব্বপাপপ্রণাশন সেই বিষ্ণুক্রীড়ান্বিত-স্থান দর্শন করিলে সর্ব্বতোভাবে পাপমুক্তি ঘটে ॥"১৮১ ॥

তদেবমপ্রকটপ্রকটলীলয়োঃ সমন্বয়ো দর্শিতঃ। এতে এব পাদ্মোত্তরখণ্ডে ভোগলীলাশব্দাভ্যামুচ্যেতে—ভোগো নিত্যস্থিতিস্তস্য লীলাং সংহরতে কদেত্যাদিনা। যাং কদাচিৎ সংহরতে সা লীলেত্যর্থঃ। তত্র প্রকটলীলাগতভাবস্য বিরহসংযোগাদিলীলাবৈচিত্রীভরবাহিত্বেন বলবত্তরত্বাৎ উভয়লীলৈকীভাবানন্তরমপি তন্ময়স্তেষামভিমানোঽনুবর্ত্তত এব। তত্রৈশ্বর্য্যজ্ঞানসম্বলিতভাবানাং শ্রীযাদবানাং স তাবন্নূনমেবং সম্ভবতি, অহো সর্বদৈবানন্যজীবাতূনামস্মাকমীশিতা শ্রীকৃষ্ণাখ্যো ভগবানয়ং নানালীলামৃতনির্ঝরৈঃ সান্দ্রানন্দচমৎকারমাসাদয়িতুং যাদবশিখামণের্নিত্যমেব পিতৃভাব-

অপ্রকটলীলাগত-ভাব।

এই প্রকারে প্রকটাপ্রকট-লীলা-সমন্বয় দেখান হইল। এই লীলাদ্বয় পাদ্মোত্তরখণ্ডে ভোগ ও লীলা-শব্দে কথিত হইয়াছে—"তাঁহার নিত্যস্থিতি ভোগ, লীলা কোন সময়ে সংহার-প্রাপ্ত হয়।" অর্থাৎ নিত্যপ্রবাহময়ী লীলা ভোগ; আর যাহার কোন সময়ে অবসান ঘটে তাহা লীলা। সেই লীলা-সমন্বয়ে ইহা অবশ্যজ্ঞাতব্য যে, প্রকটলীলাগত ভাব, বিরহ-সংযোগাদি-লীলা-বৈচিত্রী-ভরবাহী-হেতু বলবত্তর; এই জন্য উভয়লীলা একীভাব প্রাপ্ত হইলেও পরিকরগণের প্রকটলীলাগত ভাবময় অভিমান নিশ্চয় অনুবর্ত্তমান (১) থাকে।

তাহাতে (পরিকরগণ-মধ্যে) ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-সম্বলিত শ্রীযাদবগণের সেই অভিমানের স্থিতি নিশ্চয়ই সম্ভবপর। লীলাদ্বয়ের ঐক্য সাধিত হইলে তাঁহাদের যে প্রকার অভিমান বিদ্যমান থাকে, তাহা বলিতেছেন—'অহো! সর্ব্বদা একমাত্র কৃষ্ণগত-প্রাণ আমাদের প্রভু শ্রীকৃষ্ণাখ্য এই ভগবান্ নানা লীলামৃত নির্ঝরসমূহ দ্বারা প্রগাঢ় আনন্দ-চমৎকার-প্রাপ্তি করাইবার জন্য নিত্য পিতৃভাব-সমৃদ্ধ যাদব-শিখামণি-শ্রীবসুদেবের গৃহে আমাদের নিজ নিজ অভিমানকে বর্দ্ধিত করেন, অর্থাৎ তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের (যাদবগণের) যে আত্মীয়-বুদ্ধি

(১) এস্থলে অনুবর্ত্তমান শব্দের অর্থ অনুবৃত্তিবিশিষ্ট।

সম্বন্ধস্য শ্রীমদানকদুন্দুভের্গৃহে স্বান্ স্বানলঙ্কার। ততশ্চ সাধিতাস্মদানন্দসত্রপ্রধানবিবিধকার্য্যঃ পরমবান্ধবোঽসৌ পরমেশ্বরস্তত্তদ্রূপানেবাস্মান্ পুনর্ব্রহ্মাদ্যৈরপি দুরধিগমে মথুরানাম্নি দ্বারকানাম্নি বা পরমধাম্নি নানামাধুরীধুরীণাভিরাত্মলীলাভিরনুশীলিত এব বিভ্রাজতে ইতি। সোঽয়মভিমানঃ শ্রীবৃন্দাবনে তু নিজনিজসম্বন্ধসন্ধায়কপ্রেমৈকানুসারিণাং শ্রীব্রজবাসিনাং নূনমেবং সমুজ্জৃম্ভতে, অহো যোঽসৌ গোকুলকুলভাগধেয়পুঞ্জমঞ্জুলপ্রকাশো মাদৃশাং দৃশাং

আছে, শ্রীবসুদেব-গৃহে প্রকটবিহার-কালে মনুষ্যোচিত চেষ্টাদ্বারা তাঁহার সম্বন্ধীয় পুত্রাদি-ভাবকে প্রগাঢ় করেন।

তারপর আমাদের আনন্দ-সত্র-প্রধান বিবিধ কার্য্য সাধিত হইলে, পরম-বান্ধব সেই পরমেশ্বর পুনর্ব্বার ব্রহ্মাদির দুরধিগম্য মথুরা বা দ্বারকা-নামক পরমধামে নানা মাধুরী-বিশিষ্ট নিজ বিবিধ লীলায় নিরত হইয়া, সেই সেই রূপ-বিশিষ্ট (প্রকটলীলায় যে রূপে বিহার করা হইয়াছে) আমাদিগকে উল্লসিত করেন।'

শ্রীযাদবগণের উল্লিখিত অভিপ্রায়ানুসারে বুঝা যায়, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর মনে করেন, তবে তাহাতে তাঁহাদের পরম-বান্ধব-বুদ্ধিও আছে। আর শ্রীব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রভু সখা, পুত্র বা প্রাণবল্লভ বলিয়াই জানেন। তাঁহারা এই সম্বন্ধানুগত প্রেমেরই একমাত্র অনুসরণ করেন—নিজ নিজ প্রেমানুরূপ শ্রীকৃষ্ণ-রসে তাঁহারা আবিষ্ট। শ্রীযাদবগণের মত শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীব্রজবাসিগণেও প্রকট-লীলাগত ভাবময় অভিমান— উক্ত সম্বন্ধানুগত অভিমান নিশ্চয়ই সম্যকরূপে প্রকাশমান (১) আছে। উভয় লীলার ঐক্য সাধিত হইলে তাঁহাদের মনের ভাব—যে (২) শ্রীকৃষ্ণ গোকুল-কুলের ভাগ্য-

---

(১) মূলের পাঠ সমুজ্জৃম্ভতে—উৎপূর্ব্বক জৃম্ভধাতুর অর্থ প্রফুল্লিত হওয়া, প্রকাশিত হওয়া। যথা উজ্জৃম্ভম্—প্রফুল্লম্, প্রস্ফুটিতম্—ইতি হেমচন্দ্র।

(২) শ্রীসন্দর্ভের পাঠ যে ঽসৌ—যে এই, বা যে সেই। শ্রুতিকটুতা-দোষ পরিহারার্থ অদস্-শব্দের বারংবার অনুবাদ করা হয় নাই; বাক্য-সমাপ্তিতে তাহার সার্থকতা রক্ষা করা হইয়াছে।—

জীবনসঞ্চয়নির্ম্মঞ্ছনীয়পাদলাঞ্ছনলেশো বাঞ্ছাতীতসুখসন্ততিসন্তানকো মহাবনব্রজমহাখনিজনিনীলমণিরাবিরাসীৎ। যোঽসৌ দুষ্টভোজরাজবিসৃষ্টৈঃ পূতনাদিগ্রহসমূহৈরুপরক্তোঽপি মুহুরনুকূলেন বিধিনা তেষাং স্বয়মেব বিনাশপূর্ব্বকং চকোরেভ্যঃ চন্দ্রমা ইবাস্মভ্যং বিতীর্ণ এবাসীৎ। যোঽসৌ তাদৃশতদীয়মহাগুণগণাদেব পরিতুষ্যদ্ভিমুনিদেবৈরিব দত্তেন কেনাপি প্রভাবেন মুহুরপি বিপদ্গণাদাত্মক্লেশমগনয়ন্নেব নঃ পরিত্রাতবান্। যোঽসৌ নিজশীললাবণ্যরূপগুণবিলাসকেলিবিনিগূঢ়সৌহৃদ্যপ্রকটনচাতুরীগুম্ফিতমাধুরীভিরস্মান্ সুষ্ঠু পুষ্টাংশ্চকার। যোঽসৌ লঘুনাপি গুণাভাসেনাস্মাকমানন্দসন্দোহ-

---

রাশির মনোহর-প্রকাশ, যাঁহার চরণ-চিহ্নলেশ আমরা জীবন-কোটিদ্বারা নির্ম্মঞ্ছন করি, যিনি বাঞ্ছাতীত সুখরাশির বিস্তারকারী, যিনি মহাবননামক-ব্রজরূপ মহাখনিজাত নীলমণির মত আবির্ভূত হইয়াছিলেন; যে শ্রীকৃষ্ণ দুষ্টকংস-প্রেরিত পূতনাদি গ্রহসমূহ দ্বারা উপরক্ত (গৃহীত) হইয়াছিলেন, তথাপি আমাদের প্রতি অনুকূল বিধাতা স্বয়ং সেই সকল প্রতিকূল অসুরকে বিনাশ করতঃ চকোরসমূহের নিকট চন্দ্রের মত আমাদের নিকট তাঁহাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন; যে শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ তদীয় মহাগুণসমূহের জন্য পরিতুষ্ট মুনিগণ এবং দেবগণ-প্রদত্ত কোনও অনির্ব্বচনীয়-প্রভাবে বারংবার নিজ ক্লেশ গণ্য না করিয়া বিপদরাশি হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিয়াছেন; যে শ্রীকৃষ্ণ নিজ সৌশীল্য-লাবণ্যরূপ গুণবিলাস-কেলিসমূহে বিনিগূঢ়-সৌহৃদ্য-প্রকটন-চাতুরী-গ্রথিত-মাধুরী রাশিদ্বারা আমাদিগকে সুচারুরূপে পুষ্ট করিয়াছেন; যে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সামান্য গুণাভাসে প্রচুর আনন্দলাভ পূর্ব্বক যাহা

যোঽসৌ—যদ্ ও অদস্-শব্দের পৃথক্ অর্থ প্রকাশ করিতেছে। যদ্—বুদ্ধিস্থত্বোপলক্ষিত-ধর্ম্মাবচ্ছিন্নম্। অদস্—পুরোবর্ত্তি। পরোক্ষভূতম্। তাহাতে অর্থ হইতেছে—যে শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত-গুণদ্বারা সতত আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়াছেন এবং অধুনা আমাদের অগ্রে বিরাজ করিতেছেন। আর, অদস্-শব্দের শেষোক্ত (পরোক্ষভূতম্) অর্থ অনুবাদে দষ্টব্য।

মভিবিন্দমানো যদ্ যদপি মাদৃশামভিলষিতং তদতীতং বা তত্তদপি-প্রতিলবমপ্যাশ্চর্য্যভূতং নিজমাধুর্য্যবর্য্যমুল্লাসিতবান্। যোঽসৌ সকলসাধুজনাবনায় বিখ্যাপিতযাদবসম্বন্ধস্তদ্দ্বারা স্বয়মপি চ রাজন্যাসুরসঙ্ঘসংহরণায় যদুপুরীং প্রস্থিতবান্। যোঽসৌ কার্য্যানুরোধেন তত্রৈব চিরায় তিষ্ঠত আত্মনো বিপ্রয়োগেন সন্তপ্তবুদ্ধীনুদ্ধবাদিভিরস্মানসকৃদাশ্বাসয়ামাস। যোঽসৌ পুনরুৎকণ্ঠাকোটিসমাকৃষ্টমূর্ত্তিভিস্তীর্থব্রজ্যাব্যাজেন কুরুক্ষেত্রপ্রগতৈরস্মাভিঃ শ্বাসমাত্রাবশিষ্টৈরিবামৃতবারিধিরুপলব্ধো বভূব। যোঽসৌ তথাবিধানস্মানাত্মসন্নিধৌ মাসকতিপয়ং সম্বাস্য পরমস্বজনতয়া মুধৈব কৃতাভিমানেভ্যো যাদবেভ্যো নিগূঢ়া কামপি স্নেহমুদ্রামস্মাসু সমুদ্ঘটয্য ভবতামেবাহমিতি

যাহা আমাদের মত জনগণের বাঞ্ছিত বা বাঞ্ছাতীত, সেই সেই সর্ব্বোত্তম নিজ মাধুর্য্য প্রতিলবে (১) আশ্চর্য্যরূপে উল্লসিত করিয়াছেন; যে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত সাধুজনের রক্ষা নিমিত্ত যাদব-সম্বন্ধ প্রচার করিয়া তদ্দ্বারা (যাদবগণ দ্বারা) এবং নিজে রাজন্যবর্গরূপ অসুরকুলের সংহার জন্য যদুপুরীতে প্রস্থান করিয়াছেন; যে শ্রীকৃষ্ণ কার্য্যানুরোধে যদুপুরীতে দীর্ঘকাল অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়া, আপনার বিচ্ছেদকাতর আমাদিগকে উদ্ধবাদি দ্বারা বারংবার আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন; যে শ্রীকৃষ্ণ পুনর্ব্বার উৎকণ্ঠা-কোটিদ্বারা সমাকৃষ্ট-মূর্ত্তি (২) তীর্থ-ভ্রমণচ্ছলে কুরুক্ষেত্রে সমুপস্থিত, শ্বাসমাত্রাবিশিষ্ট আমাদিকর্ত্তৃক অমৃতবারিধিরূপে লব্ধ হইয়াছিলেন; যে শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ আমাদিগকে নিজ-সান্নিধ্যে কয়েকমাস সম্যক্‌রূপে (৩) বাস করাইয়া, নিতান্ত নিজজন বলিয়া যাহারা মিছা অভিমান করে, সেই যাদবগণের কাছে নিগূঢ় কোন স্নেহ-চিহ্ন আমাদের নিকট সমুদ্ঘাটন করতঃ 'আমি আপনাদেরই হই'—এই অভিপ্রায় ব্যঞ্জনা

(১) অষ্ঠার নিমিষে এক কাষ্ঠা, দুই কাষ্ঠায় এক লব। লব—সময়-ভেদ।

(২) সমাকৃষ্ট-মূর্ত্তি—আমরা তদীয় বিচ্ছেদ-দুঃখে অবসন্ন—চলচ্ছক্তিহীন হইয়াছিলাম, শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের উৎকণ্ঠা আমাদিগকে টানিয়া নিয়াছে—এই মর্ম্ম।

(৩) সম্যক্—এস্থলে সম্ উপসর্গ প্রয়োগদ্বারা বাসের বৈশিষ্ট্য সূচনা

ব্যঞ্জনয়া মুহুরেবাস্মানভিতঃ সন্ধুক্ষিতবান্। যোঽসৌ শ্রীবৃন্দাবনমেবাস্মাকমাত্মনোঽপি পরমমভীষ্টমিতি নিষ্টঙ্ক্য শপথাদিনা নিজঝটিত্যাগমনে বিস্রভ্য সাগ্রহমস্মানত্রৈব প্রস্থাপিতবান্। সোঽয়মহো অকৃতাপরকর্ত্তব্যশেষ এবাস্মান্ নিজাগমনং বিনা সমারব্ধপ্রাণকোটিমোচনব্যবসায়ানাশঙ্ক্য ঝটিতি স্বয়মেব গোকুলং সাম্প্রতমাগম্য নিজবিরহকালব্যালমুখান্নিষ্কাস্য চ স্বাবলোকনামৃতপূরেণ সিঞ্চয়ন্নেবাস্তে। তত্র চ প্রতিক্ষণমপি নবনবীকৃতেনানন্যসাধারণেন কেনাপি স্নেহসন্দোহময়েন কেবলেন নিজস্বভাববিশেষেণ, তত্রাপি নিজসৌন্দর্য্যবর্য্যামৃতপূরপ্রপাচয়চয়েন, তত্রাপি বিবিধপুষ্পাদিভূষণপরভাগপরাভাগেন,

---

দ্বারা (৩) বারংবার আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন; যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবন আমাদের এবং তাঁহার নিজের পরমাভীষ্ট—ইহা নিশ্চয় করিয়া শপথাদিদ্বারা সত্বর নিজাগমনে বিশ্বস্ত করতঃ আগ্রহের সহিত আমাদিগকে এই বৃন্দাবনে প্রেরণ করিয়াছেন; অহো! সেই শ্রীকৃষ্ণ—নিজাগমন বিনা আমরা প্রাণকোটী পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইয়াছি এই আশঙ্কায়—অপর কর্ত্তব্য শেষ না করিয়াই ঝটিতি নিজেই সম্প্রতি গোকুলে আগমন-পূর্ব্বক নিজ বিরহ-কাল-সর্পের মুখহইতে আমাদিগকে নিষ্কাসিত করতঃ নিজ দর্শন দানরূপ অমৃত-রাশি সিঞ্চন করিতেছেন। তাহাতে আবার প্রতিক্ষণে নব-নবীকৃত অনন্যসাধারণ কোনও স্নেহসন্দোহ-(রাশি)-ময় কেবল নিজ স্বভাব-বিশেষদ্বারা, নিজ সর্ব্বোত্তম সৌন্দর্য্যামৃতপ্রবাহময়ী নদীগণের সঞ্চয়দ্বারা, বিবিধ পুষ্পাদি-ভূষণ-পরভাগ (সুসম্পত্তি)-

---

করিলেন। নিতান্ত প্রিয়জনকে বিদেশে বহুকাল পরে পাইলে যেরূপ আদরের সহিত বাস করান উচিত, তদ্রূপে বাস করাইয়াছেন, উপসর্গ-যোগে এই অর্থ ব্যক্ত হইতেছে।

(৩) এখানে ব্যঞ্জনা শব্দবৃত্তি-বিশেষ। তাহার লক্ষণ ১৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তত্রাপি বিলাসমাধুরীধুরাবিশেষাধানেন, তত্রাপি বিচিত্রগুণগণোল্লাসচমৎকারবিদ্যাবিনোদেন, তত্রাপি গোপালনগবাকারণবাল্যক্রীড়নমোহনমন্ত্রায়িতমুরলীবাদনাদিবিভ্রমেণ, তত্রাপি গোকুলনির্গমনপ্রবেশাদিলীলাচাতুরীমাধুর্য্যাড়ম্বরেণ, তত্রাপি সুহৃদাং যথাযথমনুসন্তর্পণ কেলিকলাবিশেষপ্রকাশিতস্নেহাতিশয়েনাস্মানুপলালয়ন্নেবাস্তে। যেন বয়মহো সময়গমনাগমনমপি সম্ভালয়িতুং ন পারয়াম ইতি। এতদনুসারেণ দ্বারকাতঃ সমাগতে শ্রীকৃষ্ণে কেষাঞ্চিদ্ ব্রজবাসিনামেব তদানীন্তনমুল্লাসবচনং জয়তি জননিবাস ইত্যাদিকং শ্রীশুকমুখাদাবির্ভূতমিতি ব্রজৈকান্তভক্তা ব্যাচক্ষতে। অক্লেশেনৈ-

---

জনিত পরাভোগ (শ্রেষ্ঠ সুখ) দ্বারা (১), বিলাস-মাধুরী-রাশি স্থাপনাদ্বারা, বিচিত্র-গুণগণোল্লাসকারী-চমৎকার বিদ্যাবিনোদ দ্বারা; গো-পালন গো-আহ্বান বাল্য-ক্রীড়া মোহন-মন্ত্রের মত মুরলী-বাদনাদি চেষ্টা দ্বারা, গোকুল হইতে নির্গমন-প্রবেশাদি-লীলা-চাতুরী-মাধুর্য্য-জনিত হর্ষদ্বারা, সুহৃদ্গণের যথাযোগ্য পরিতোষ-সাধন এবং কেলিকলা-বিশেষ প্রকাশিত স্নেহাতিশয়দ্বারা আমাদিগকে অধিকরূপে লালন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ অধুনা আমাদিগকে এমন আনন্দ-বিহ্বল করিয়াছেন যে, আমরা সময়ের গমনাগমন অনুসন্ধান করিতে পারিতেছি না। লীলাদ্বয় ঐক্যের পর ইহাই ব্রজবাসিগণের মনোভাব। পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে দ্বারকা হইতে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজাগমন করিলে কতিপয় ব্রজবাসির উল্লাস-বচন, জয়তি জন-নিবাসঃ ইত্যাদি শ্লোক শ্রীশুক-মুখে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহাই ব্রজৈকান্ত ভক্তগণ বলেন। এইরূপ বলা অসঙ্গত হয় না। কারণ, অক্লেশেই এইরূপ অর্থ লাভ করা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত

---

(১) বিবিধ কুসুম-ভূষণ, গুঞ্জা, শিখিপিচ্ছ, গোরচনা তিল-প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের সম্পত্তি অর্থাৎ সম্পত্তি যেমন মানবের বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত করে, বৃন্দাবনীয় কুসুম-ভূষণাদি শ্রীকৃষ্ণের বিশিষ্ট লক্ষণ। (বনমালীনমীশ্বরং শ্রুতেঃ)। এই বেশে সজ্জিত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিগণকে পরম সুখ দান করেন—ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য।

বার্থবিশেষস্ফূর্ত্তেঃ, সম্ভবতি চ শ্রীভাগবতস্য বিচিত্রার্থত্বং, বিদ্বৎকাম-ধেনুরূপত্বাৎ। তথাহি জয়তি ইত্যাদি ॥১৮২॥

কোঽপি সোঽয়মস্মাকং জীবনকোটিপ্রিয়তমো বিশ্বক্প্রচারেণ শ্রীবৃন্দাবনস্যৈব বিশেষতঃ স্থাবরাণাং জঙ্গমানাঞ্চ তদ্বিরহাদ্ যদ্দুঃখং তন্নিহন্তা জয়তি সর্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। অর্থাচ্ছ্রীবৃন্দাবন এব। শ্রীবৃন্দাবনস্য স্থাবরাণামপি ভাবো বর্ণিত এব। কেন বিশিষ্টঃ, সুস্মি-তেন শ্রীমুখেন। এতেন সদাতনমানন্দৈকরসত্বং স্বেষু সদৈব সুপ্রস-ন্নত্বং চ তস্য প্রকাশিতম্। কিং কুর্বন্, ব্রজরূপং যৎ পুরং তৎসম্ব-ন্ধিন্যো যা বনিতা জনিতানুরাগাঃ কুলবন্ধস্তাসাং কামদেবং সর্ব-

ভক্তগণের নিকট কামধেনু-সদৃশ। অর্থাৎ ভাব-পোষক নানা অর্থ দান করিতে পারেন। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ-বৈচিত্র্য সম্ভবপর। ব্রজবাসীর উল্লাস-বচন জয়তি জননিবাস ইত্যাদি শ্লোক হইতে যেরূপ ব্যাখ্যা হইবে, তাহাই শ্রীপাদ জীব-গোস্বামিচরণ নিম্নে করিতেছেন।১৮২॥

জয়তি জন-নিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবর-পরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্॥ (১)

সেই এই আমাদের কোন জীবন-কোটি প্রিয়তম, তাঁহার বিরহ-হেতু শ্রীবৃন্দাবনের সর্ব্বব্যাপী—বিশেষতঃ তত্রত্য স্থাবর-জঙ্গমের যে দুঃখ, তাহার নিধন-কর্ত্তা হইয়া সর্ব্বোত্তমরূপে বিরাজ করিতেছেন। অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনেই তিনি তাদৃশ (সর্ব্বোত্তম)-রূপে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীবৃন্দাবনের স্থাবর—বৃক্ষাদির পর্য্যন্ত যে ভাব (শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি) আছে, তাহা বর্ণিত হইল। কিরূপে জয়যুক্ত?—সুস্মিত শ্রীমুখে তিনি বিরাজমান। ইহা (সদা হাস্যবদন) দ্বারা তাঁহার (সেই প্রিয়তমের) সতত আনন্দৈকরসত্ব এবং আপনাদিগের প্রতি সর্ব্বদা সুপ্রসন্নত্ব প্রকাশিত হইল। কি করিয়া জয়যুক্ত?—ব্রজ-রূপ যে পুর, তৎসম্বন্ধিনী যে বনিতা—অনুরাগবতী কুল-বধূ, তাঁহাদের কামদেব—সর্ব্ব-

(১) ৩২৯ পৃষ্ঠায় অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

প্রেমানন্দোপরিবিরাজমানত্বাত্তাসাং কামস্তু দেবঃ পরমদিব্যরূপস্তং বর্দ্ধয়ন্। ননু শ্রীদেবক্যাঃ পুত্রোঽয়মিত্যেবং বদন্তি, তৎ কথং যুষ্মাকমত্রাস্মদীয়ত্বেনাভিমানস্তত্রাহ, দেবক্যাং জন্মেতি বাদো মিথ্যৈব লোকখ্যাতির্যস্য সঃ। তর্হি কথং বাসুদেব ইতি নামেত্যাশঙ্ক্যাহ, জননিবাসো জনানাং স্বজনানামস্মাকং নিবাসত্বাদাশ্রয়ত্বাদেব তথাভিধীয়তে ইত্যর্থঃ। স্বজনেষ্বস্মাসু কৃতবাসত্বাদেব বা। ততশ্চাধিকরণে কর্ত্তরি বৌণাদিকো বাসুঃ। স চ দীব্যতি ক্রীড়তীতি দেবশ্চ স ইতি বিগ্রহঃ। প্রাগয়ং বসুদেবস্যেত্যাদিকা শ্রীগর্গোক্তিরপি নাস্মভ্যং ভাতীতি ভাবঃ। কিমর্থমসৌ দেবকীজন্মবাদোঽভূদিত্যা-

---

প্রেমানন্দোপরি বিরাজমান-হেতু তাঁহাদের কামই দেব—পরম দিব্যরূপ, তাঁহাকে বৃদ্ধি করিয়া জয়যুক্ত। (যদি কেহ বলে) তিনি ত শ্রীদেবকীর পুত্র—ইহাই লোকে বলিয়া থাকে, তোমরা কিরূপে তাঁহাকে অস্মদীয়—আপনাদের নিজজন মনে কর? তাহাতে বলিতেছেন—দেবকীতে জন্ম, ইহা বাদ—লোক-মধ্যে তাহার এই মিথ্যা প্রসিদ্ধি প্রচলিত আছে। তাহা হইলে ইহার বাসুদেব নাম কেন?—এই আশঙ্কায় বলিলেন, জন-নিবাস—স্বজন আমাদের নিবাস—আশ্রয়-হেতু তাঁহাকে বাসুদেব বলা হয়। কিংবা স্বজন আমাদিগের মধ্যে বাস করেন বলিয়া তিনি বাসুদেব। অধিকরণ-বাচ্যে বা কর্ত্তৃবাচ্যে ঔণাদিক প্রত্যয় (বস্+উন্)-যোগে বাসু-পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। দিব্-ধাতুর অর্থ ক্রীড়া, ক্রীড়া করেন বলিয়া তিনি দেব। যিনি বাসু তিনি দেব, বাসুদেব (কর্ম্মধারয়)-পদের এইরূপ ব্যাসবাক্য হইবে। "প্রাগয়ং বসুদেবস্য" ইত্যাদি শ্রীগর্গোক্তিও আমাদের মনে স্থান পাইতেছে না, অর্থাৎ ইনি কখন বসুদেবের পুত্র হইয়াছিলেন, আমরা এ কথা মনে করিতে পারি না। কি জন্য ইনি দেবকীতে জন্মের প্রবাদ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন—এই আশঙ্কায় বলিলেন,—যদু-শ্রেষ্ঠগণ পরিষৎ অর্থাৎ যাহাতে সহায়রূপ হয়েন, তজ্জন্য তিনি দেবকীতে জন্মের প্রবাদ অঙ্গীকার করিয়াছেন। (ব্রজবাসিগণের বিশ্বাস—শ্রীকৃষ্ণ যশোদা ছাড়া আর কাহারও নন্দন নহেন; তবে দেবকী-নন্দন-

কাঙ্ক্ষায়ামাহ, যদুবরাঃ পরিষৎ সহায়রূপা যস্য তাদৃশং যথা স্যাত্তথা স্বৈর্দোর্ভির্ভুজপ্রায়ৈরর্জুনাদিভিরধর্ম্মং তৎপ্রচুরং দুষ্টকুলম্ অস্যন্নিহন্তুং, লক্ষণহেত্বোঃ ক্রিয়ায়াঃ শতৃপ্রত্যয়স্মরণাৎ। তস্যামাত্মজন্মনি খ্যাপিতে তে তে সহায়া ভবিষ্যন্তীত্যেবমনুসন্ধায়েত্যর্থঃ। তথোক্তং কংসবধানন্তরং শ্রীকৃষ্ণেন শ্রীব্রজেশ্বরং প্রতি, জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখমিতি। অত্র বিশেষণেনৈব শ্রীকৃষ্ণরূপবিশেষ্যপদমুপস্থাপ্যতে, অয়মুদয়তি মুদ্রাভঞ্জনঃ পদ্মিনীনামিতিবৎ॥ ১০॥৯০॥ শ্রীশুকঃ॥১৮২॥

রূপে পরিচয় দিলে যাদবগণ তাঁহাকে নিজজন মনে করিয়া সহায়তা করিবে, এই জন্য দেবকী-নন্দন বলিয়া পরিচয় দিতেন)। যদু শ্রেষ্ঠগণের সহায়তার প্রয়োজন কি? নিজ ভুজতুল্য অর্জ্জুনাদিদ্বারা অধর্ম্ম—অধর্ম্ম-বহুল দুষ্টবর্গের বিনাশ জন্য তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। লক্ষণ ও হেতুতে ক্রিয়ার শতৃ-প্রত্যয় স্মরণ করা যায় বলিয়া, অস্যন্-ক্রিয়ার বিনাশ জন্য অর্থ করা যায়। (এ স্থলে অস্ ধাতুর উত্তর-হেতুতে শতৃ হইয়াছে) দেবকীতে নিজ জন্ম প্রসিদ্ধ হইলে (তাঁহারা) যাদবগণ এবং তাঁহাদের কুটুম্ব অর্জ্জুনাদি সহায় হইবেন, এই অনুসন্ধান করিয়া 'দেবকী-জন্মবাদ' অঙ্গীকার করিয়াছেন। কংসবধের পর শ্রীকৃষ্ণই শ্রীব্রজেশ্বরের প্রতি এ কথা বলিয়াছেন,—'সুহৃদ্গণের সুখবিধান করিয়া জ্ঞাতি আপনাদিগকে দেখিতে আসিব।" (শ্রীব্রজরাজাদিকে জ্ঞাতি—আর শ্রীবসুদেবাদিকে সুহৃদ্ বলায় তিনি যে গোপকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, স্পষ্ট তাহা বুঝা যাইতেছে; কেননা, জন্ম-সম্পর্ক ভিন্ন কেহ কাহারও জ্ঞাতি হইতে পারে না।

কাহারও যদি সংশয় হয়, এ শ্লোকে যে শ্রীকৃষ্ণের কথা বলা হইয়াছে, তাহা কিরূপে বুঝি? তাহাতে বলিতেছেন—দেবকী-জন্মবাদ প্রভৃতি বিশেষণ পদগুলি-দ্বারাই বিশেষ্য-পদ 'শ্রীকৃষ্ণ' উপস্থিত হইতেছে। যেমন, 'এই পদ্মিনীগণের মুদ্রাভঞ্জন উদিত হইল'—এই বাক্যে পদ্ম-প্রস্ফুটনকারী সূর্য্যের নাম উক্ত না হইলেও বিশেষণ—(পদ্মিনী-মুদ্রাভঞ্জন) দ্বারা তাহা প্রতীত হইতেছে, এ স্থলেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে।১৮২

অথ তেষাং তেন পরমানন্দেন সময়ানুসন্ধানমপ্যুক্তং, ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময় ইতি। অতস্তেষাং শ্রীকৃষ্ণাগমনপরমানন্দমত্তানাং অদ্যৈবায়মাগত ইতীব সদা হৃদি বর্ত্ততে। তদেবং প্রকটলীলাগত-ভাববিশেষস্যাপ্রকটলীলায়াং প্রবেশাদ্বহিরন্তর্দ্ধানলীলাদ্বিতয়স্যৈক্যং বর্ণিতম্। তত্র যদ্যপি পূর্ব্বপূর্ব্বমপি তাদৃশভাবস্তেষামনাদিত এবানু-বর্ত্ততে তথাপি তমেব নবনবীকৃত্য সমুদ্দীপয়িতুং পুনঃপুনরবতার

শ্রীকৃষ্ণের পুনর্ব্রজাগমন-জনিত পরমানন্দে তাঁহাদের (ব্রজবাসিগণের) সময়ানুসন্ধানও যে থাকেনা তাহা, "যেখানে সময় অতিবাহিত হয়না"—এই ব্রহ্মসংহিতা-বচনে উক্ত আছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণাগমন-হেতু পরমানন্দ-মত্ত ব্রজবাসিগণের হৃদয়ে, অদ্যই ইনি আসিয়াছেন—এই ভাব সর্ব্বদা জাগরূক আছে। তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়াই প্রকটলীলাগত ভাব-বিশেষের অপ্রকটলীলায় প্রবেশ-হেতু প্রকটাপ্রকটলীলাদ্বয়ের ঐক্য বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ অপ্রকট-লীলা হইতে প্রকটলীলার প্রকাশ এবং তাহাতেই যখন অবসান, তখন লীলাদ্বয়ের ঐক্য একথা বলা হয় কেন? কাহারও এ সন্দেহ হইতে পারে; তন্নিরসনের জন্য বলিলেন, প্রকটলীলাগত ভাব-বিশেষের (১) প্রবেশ-হেতু লীলাদ্বয়ের ঐক্য বর্ণিত হইয়াছে। অপ্রকটলীলায় যদ্যপি পূর্ব্বেও অনাদিকাল হইতে অদ্যই 'শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন'—এইভাব নিরন্তর বর্ত্তমান আছে, তথাপি সেই ভাবকে নূতন হইতে নূতনতর করিয়া সমুদ্দীপ্ত করিবার জন্য বারংবার অবতীর্ণ হয়েন—এইরূপ বুঝিতে হইবে।

---

(১) প্রকট-লীলাগত ভাববিশেষ—অপ্রকট-লীলায় পরিকরগণ শ্রীকৃষ্ণ-সন্নিধানে বাস করিলেও প্রকট-লীলাবসানের পর তাঁহাদের মনে হয়, আমাদের প্রাণ-কোটি-প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছিলেন, অদ্যই তিনি আসিয়াছেন। যদি বলা হয় ইহা কিরূপে সম্ভব? তদুত্তরে বক্তব্য—প্রকট-প্রকাশগত-পরিকর-গণের বিয়োগান্তে মিলনানন্দোচ্ছ্বাস, নিত্য-সংযোগ-জন্য আনন্দকে অভিভূত করিয়া নিজ প্রভাব বিস্তার করে। কত সময় অতিবাহিত হইল, এই বোধই থাকে না। অতএব নিত্যই ব্রজবাসীর মনে হয়, অদ্যই শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন।

ইতি জ্ঞেয়ম্। তদেবং শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ং ভগবত্ত্বং দর্শিতম্। তত্রাপি শ্রীগোকুলে তৎপ্রকাশাতিশয়ো দৃশ্যতে। স চৈশ্বর্য্যগতস্তাবৎ সত্য-জ্ঞানানন্তানন্দরসমাত্রৈকমূর্ত্তিব্রহ্মাণ্ডকোটীশ্বরদর্শনাদৌ। কারুণ্যগতশ্চ পূতনায়া অপি সাক্ষান্মাতৃগতিদানে। মাধুর্য্যগতশ্চ, ব্রজস্ত্রিয়ো যদ্বাঞ্ছন্তি পুলিন্দ্যস্তৃণবীরুধঃ। গাবশ্চারয়তো গোপাঃ পাদস্পর্শং মহাত্মন ইতি শ্রীপট্টমহিষীপ্রার্থনাদৌ। অত্র স্থিতেঽপি সর্বতোঽপি প্রেম-বরীয়সীনাং তাসাং তৎপাদস্পর্শসৌভাগ্যে তন্মাধুর্য্যপ্রকাশাতিশয়-বৈশিষ্ট্যাভিপ্রায়েণৈব তথোক্তিঃ সঙ্গচ্ছতে। তথৈব চোক্তম্—

শ্রীগোকুলে প্রকাশাতিশয়ঃ

অনন্তর শ্রীগোকুলেই শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশাতিশয় প্রদর্শিত হইতেছে। পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহাতেও (স্বয়ং-ভগবত্তা নিশ্চিত হইলেও) শ্রীগোকুলেই তাঁহার প্রকাশাতিশয় দেখা যায়। ঐশ্বর্য্য-গত, কারুণ্যগত, মাধুর্য্যগত ও লীলাগত চতুর্ব্বিধ প্রকাশাতিশয় দৃষ্ট হয়। ঐশ্বর্য্যগত—ব্রহ্মমোহন-লীলায় সত্যজ্ঞানানন্তানন্দরসমাত্রৈক-মূর্ত্তি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডাধীশ্বরের দর্শন প্রভৃতিতে। কারুণ্যগত—অশেষ দোষের আশ্রয়-ভূতা পূতনারও সাক্ষান্মাতৃগতি দানে। মাধুর্য্যগত—"ব্রজ-স্ত্রীগণ, পুলিন্দীগণ, বৃন্দাবনের তৃণ-লত-গণ, কিম্বা গোচারণ-সময় গোপগণ মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের যে পাদস্পর্শ বাঞ্ছা করেন, আমরা তাহাই বাঞ্ছা করি।" (১০।৮৩।৩৭) শ্রীপট্ট-মহিষীগণের এই প্রার্থনা-প্রভৃতিতে নিখিল ভক্তগণ হইতেও প্রেম-বরিয়সী শ্রীমহিষীগণের শ্রীকৃষ্ণ-পাদস্পর্শ-সৌভাগ্য বর্ত্তমান থাকিলেও শ্রীবৃন্দাবন-বিহারীতে মাধুর্য্য-প্রকাশের প্রচুর বৈশিষ্ট্য জানিয়া তাঁহারা তদ্রূপ প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহাতেই ঐরূপ বচন সঙ্গত হইতেছে। শ্রীব্রজসুন্দরীগণের বচনেও শ্রীবৃন্দাবন-বিহারীর মাধুর্য্য-প্রকাশাতিশয়ের বৈশিষ্ট্য-ব্যক্ত আছে—

কাস্ত্যাঙ্গতে কলপদায়ত-বেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥১০।২৯।৩৭

ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্য-বিভ্রন্নিত্যাদিষু। অতো লীলাগতশ্চাসৌ শ্লাঘ্যতে, পিতরৌ নান্ব-বিন্দেতাং কৃষ্ণোদারার্ভকেহিতমিত্যাদিষু। অতস্তদীয়ানামপ্যুৎকর্ষ উক্তঃ, বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনং যমুনাপুলিনানি চ। বীক্ষ্যামীদিত্যাদৌ। ততঃ পরিকরাণান্তু অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যমিত্যাদৌ ইত্থং সতামি-

"হে শ্রীকৃষ্ণ! দীর্ঘ মূর্চ্ছনাযুক্ত কলপদময় আপনার বেণু-গীতে সম্মোহিত হইয়া ত্রিলোকী-মধ্যে কোন্ রমণী নিজ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়? অপিচ আপনার ত্রৈলোক্য-সৌভগ (১) এই রূপ দর্শন করিয়া গাভী, হরিণ, পক্ষী ও বৃক্ষসকল পর্য্যন্ত পুলক-পরিপূর্ণ হয়।" এই শ্লোকে শ্রীবৃন্দাবন-চন্দ্রমার স্থাবর জঙ্গম-সর্ব্বচিত্তাকর্ষক রূপ-মাধুর্য্যের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ত্রৈলোক্য-শব্দে ঊর্দ্ধ মধ্য অধঃ—এই ত্রিলোকে যেখানে যত সৌন্দর্য্য আছে, অর্থাৎ নিখিল ভগবৎ-স্বরূপ হইতে আরম্ভ করিয়া জীবগণ পর্য্যন্ত যেখানে যত সৌন্দর্য্য আছে, শ্রীবৃন্দাবন-রমণ শ্রীশ্যামসুন্দরে সেই সৌন্দর্য্যের শুধু সমাবেশ নহে, পরাকাষ্ঠা।

লীলাগত-বৈশিষ্ট্য—পিতরৌ নান্ববিন্দেতাং ইত্যাদি শ্লোকে (২) ব্যক্ত আছে। অর্থাৎ মথুরায় শ্রীবসুদেব-দেবকী যে লীলা-মাধুরী আস্বাদন করিতে পারেন নাই, শ্রীব্রজরাজ-দম্পতি তাহা আস্বাদন করিয়াছেন, এই বাক্য শ্রীগোকুলে প্রকাশমান লীলারই বৈশিষ্ট্য সূচনা করিতেছে।

অতএব—শ্রীগোকুলে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশাতিশয্য-হেতু, তৎ (শ্রীগোকুলবিহারী) সম্বন্ধীয় বস্তু-নিচয়ের উৎকর্ষও বক্ষ্যমাণ-শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। যথা—হে নৃপ! বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন এবং যমুনা-পুলিন-সমূহ দর্শন করিয়া রাম-মাধবের উত্তমা প্রীতি জন্মিয়াছিল।" ১০।১১।১৮

তদনন্তর ব্রজপরিকরগণের উৎকর্ষ বক্ষ্যমাণ শ্লোক-সমূহে বর্ণিত আছে—অহো ভাগ্যং ইত্যাদি,

(১) সৌভগং—সৌভাগ্যং—জন-প্রিয়ত্বং সৌন্দর্য্যং বা।

(২) ১৩৮ অনুচ্ছেদে শ্লোকানুবাদ দ্রষ্টব্য।

ত্যাদৌ নন্দঃ কিমকরোদিত্যাদৌ এতাঃ পরমিত্যাদৌ গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্নিত্যাদৌ। তত্রাপি তত্রাতিশুশুভে তাভিরিত্যাদৌ চ তাসু

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেন সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥
১০।১২।১০

"যে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানিগণের নিকট ব্রহ্ম-সুখানুভূতিরূপে, ভক্তগণের নিকট পরম দেবতারূপে, আর মায়াশ্রিত-জনগণের নিকট নরবালকরূপে প্রতীয়মান্ হয়েন, গোপবালকগণ তাঁহার সহিত বিহার করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই তদীয় প্রসাদ-হেতুভূত সুচারু কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছিলেন।"

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো
গোবিন্দ এবমখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ভরভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ
কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারহস্য॥
—ভাগবত ১০।৪৭।৫১

"পৃথ্বীতলে কেবল ব্রজবাসিনী শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী গোপীগণেরই দেহ-ধারণ সফল। যেহেতু নিরুপাধি-প্রেমাস্পদ সর্ব্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণে ইঁহারা অনির্ব্বচনীয় অদ্ভুত রূঢ়াখ্য-মহাভাবশালিনী। সংসার-ভীরু মুনি, মুক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সঙ্গী আমরা পর্য্যন্ত মহিমা দৃষ্টিতে যে ভাব বাঞ্ছা করি, কিন্তু পাই না, সেই মহাভাব-সম্পত্তির অধিকারিণী একমাত্র এই ব্রজ-বধূগণ। যে সকল ব্যক্তির অপরিসীম মাধুর্য্যযুক্ত শ্রীহরির কথাতে রুচি নাই, তাহাদের ব্রহ্ম-জন্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধীয় শৌক্র সাবিত্র এবং যাজ্ঞিক-জন্মদ্বারাই বা কি প্রয়োজন? অথবা যাহার শ্রীকৃষ্ণের কথায় রুচি নাই, সে ব্যক্তির চতুর্ম্মুখ-জন্মদ্বারাই বা কি আবশ্যক?" এইরূপ অনেক শ্লোকদ্বারা শ্রীউদ্ধব ব্রজ-বধূগণের সর্ব্বাধিক মহিমা খ্যাপন করিয়াছেন। এবং "গোপ্যস্তপ কিমচরন্" ইত্যাদি (১) শ্লোকও ব্রজ-পরিকরের উৎকর্ষ-ব্যঞ্জক। তাহাতে আবার

তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা॥ ১০।৩৩।৬

(১) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ২৪০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

প্রকাশাতিশয়সীমা দর্শিতা। ততঃ সর্বাস্বপি তাসু অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বর ইত্যাদিভিঃ প্রেমবরীয়স্ত্বেন প্রসিদ্ধায়াং শ্রীরাধিকায়াস্তু কিমুতেতি জ্ঞেয়ম্। অত্র চেদন্তত্ত্বম্। দ্বিতীয়ে সন্দর্ভে খলু পরমত্বেন শ্রীভগবন্তং নিরূপ্য তস্য শক্তিদ্বয়ী নিরূপিতা। তত্র প্রথমা শ্রীবৈষ্ণবানাং শ্রীভগবদ্বদুপাস্যা তদীয়স্বরূপভূতা, যন্ময্যেব খলু তস্য সা ভগবত্তা। দ্বিতীয়া চাথ তেষাং জগদ্বদুপেক্ষণীয়া মায়া-লক্ষণা, যন্ময্যেব খলু তস্য জগত্তা। তত্র পূর্বস্যাং শক্তৌ শক্তিমতি

"স্বর্ণমণি-সকলের মধ্যে নীলমণি যেমন শোভা পায়, রাসমণ্ডলে গোপী-কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত ভগবান্ দেবকী-সুতও তেমন অতিশয় শোভাপ্রাপ্ত হইলেন।" এই শ্লোকে গোপীগণ-মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশাতিশয়ের সীমা (অতিশুভে পদে) প্রদর্শিত হইয়াছে। তদনুসারে সমস্ত গোপীগণ মধ্যে—

অনয়া রাধিতোনূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নোবিহায় গোবিন্দঃ প্রীতোযামনয়দ্রহঃ॥ ১০।৩০।২৪

(শ্রীরাস-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণরতা-গোপীগণ বলিলেন)—"এই রমণী নিশ্চয়ই ভগবান্ হরি ঈশ্বরের আরাধনা করিয়াছেন; যেহেতু, গোবিন্দ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রীতির সহিত তাহাকে নির্জ্জন স্থানে আনয়ন করিয়াছেন।" ইত্যাদি বর্ণনাদ্বারা প্রেমোৎকর্ষবতী বলিয়া যাঁহার প্রসিদ্ধি আছে, সেই শ্রীরাধিকাতে যে তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রকাশাতিশয়ের চরম সীমা তাহা অতি সহজে বুঝা যায়।

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের তত্ত্ব।

দ্বিতীয় (ভগবৎ) সন্দর্ভে শ্রীভগবানকে পরম-তত্ত্বরূপে নিরূপণ করিয়া, তাঁহার শক্তিদ্বয় নিরূপণ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমা শক্তি, শ্রীবৈষ্ণবগণের শ্রীভগবানের মত উপাস্যা এবং তদীয় (শ্রীভগবানের) স্বরূপভূতা; তাঁহার ভগবত্তাও সেই শক্তিময়ী। আর দ্বিতীয়া শক্তি তাঁহাদের (শ্রীবৈষ্ণবগণের) নিকটে জগতের মত উপেক্ষণীয়া, মায়া-লক্ষণা; তাঁহার (শ্রীভগবানের) জগত্তা (জগদ্রূপে পরিণতি) এই শক্তিময়ী। এতদুভয় মধ্যে শক্তিমানে যেমন ভগবচ্ছব্দ

ভগবচ্ছব্দবল্লক্ষ্মীশব্দঃ প্রযুজ্যত ইত্যপি দ্বিতীয় এব দর্শিতম্। ততো-ঽস্মিন্ সন্দর্ভে তু স চ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণাখ্য এবেতি নির্দ্ধারিতে তদীয়া স্বরূপশক্তিস্তু কিমাখ্যেতি নির্দ্ধার্য্যা। তত্র দ্বয়োরপি পুর্য্যোঃ শ্রীমহিষ্যাখ্যা জ্ঞেয়া। মথুরায়ামপ্যপ্রকটলীলায়াং শ্রুতৌ রুক্মিণ্যাঃ প্রসিদ্ধেরন্যাসামুপলক্ষণাৎ। শ্রীমহিষীণাং তদীয়স্বরূপশক্তিত্বং স্কান্দ-প্রভাসখণ্ডে শ্রীশিবগৌরীসম্বাদে গোপ্যাদিত্যমাহাত্ম্যে দৃষ্টম্। পুরা কৃষ্ণো মহাতেজা যদা প্রভাসমাগতঃ। সহিতো যাদবৈঃ সর্বৈঃ ষট্-পঞ্চাশৎপ্রকোটিভিঃ। ষোড়শৈব সহস্রাণি গোপ্যস্তত্র সমাগতাঃ। লক্ষমেকং তথা ষষ্টিরেতে কৃষ্ণসুতা প্রিয়ে। ইত্যুপক্রম্য, ততো গোপ্যো মহাদেবি বিদ্যায়াঃ ষোড়শ স্মৃতা। তাসাং নামানি তে বক্ষ্যে তানি হ্যেকমনাঃ শৃণু। লম্বিনী চন্দ্রিকা কান্তা ক্রূরা শান্তা মহো-দয়া। ভীষণী নন্দিনী শোকা সুপূর্ব্ববিমলা ক্ষয়া। শুভদা শোভনা

প্রযুক্ত হয়, পূর্ব্বোক্তা (স্বরূপভূতা) শক্তিতে তেমন লক্ষ্মী-শব্দ প্রযুক্ত হয়—ইহাও দ্বিতীয় সন্দর্ভে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সন্দর্ভে সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-নামে বিখ্যাত—ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সুতরাং তদীয় স্বরূপ-শক্তি কি নামে প্রসিদ্ধা, তাহা নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য।

শ্রীমথুরা-দ্বারকাপুরীতে সেই শক্তির শ্রীমহিষী আখ্যা। প্রকটলীলায় মথুরায় শ্রীমহিষীবৃন্দের অবস্থিতির উল্লেখ না থাকিলেও অপ্রকটলীলায় তাপনী-শ্রুতিতে, শ্রীরুক্মিণীর স্থিতি প্রসিদ্ধ আছে, এই উপলক্ষণে অন্যান্য মহিষীর স্থিতিও জানিতে হইবে। শ্রীমহিষীগণ যে তদীয় স্বরূপশক্তি, তাহা স্কন্দ-পুরাণে প্রভাসখণ্ডে শ্রীশিব-গৌরী-সম্বাদে গোপ্যাদি-মাহাত্ম্যে দেখা যায়। —"পূর্ব্ব মহাতেজা শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রভাসে আগমন করেন, তখন তাঁহার সঙ্গে ছাপান্ন কোটী সংখ্যক যাদব এবং ষোড়শসহস্র গোপী তথায় সমাগত হইয়া-ছিলেন। হে প্রিয়ে! এক লক্ষ ষাটহাজার শ্রীকৃষ্ণ-পুত্রও আসিয়াছিলেন।" এই উপক্রম করিয়া, "তারপর হে মহাদেবি! বিদ্যারূপিণী ষোড়শ গোপী আছেন, তাঁহাদের নাম তোমাকে বলিতেছি, একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণকর। ১ লম্বিনী, ২ চন্দ্রিকা, ৩ কান্তা, ৪ ক্রূরা, ৫ শান্তা, ৬ মহোদয়া, ৭ ভীষণী,

পুণ্যা হংসশীতা কলা ক্রমাৎ। হংস এব গতঃ কৃষ্ণঃ পরমাত্মা জনার্দ্দনঃ। তস্যৈতাঃ শক্তয়ো দেবি ষোড়শৈব প্রকীর্ত্তিতাঃ। চন্দ্ররূপী মতঃ কৃষ্ণঃ কলারূপাস্তু তাঃ স্মৃতাঃ। সম্পূর্ণমণ্ডলা তাসাং মালিনী ষোড়শী কলা। প্রতিপত্তিথিমারভ্য সঞ্চরত্যাসু চন্দ্রমাঃ। ষোড়শৈব কলা যাস্তু গোপীরূপা বরাননে। একৈকশস্তাঃ সংভিন্নাঃ সহস্রেণ পৃথক্ পৃথক্। এবং তে কথিতং দেবি রহস্যং জ্ঞানসম্ভবম্। য এবং বেদ পুরুষঃ স জ্ঞেয়ো বৈষ্ণবো বুধৈরিতি। অত্র গোপ্যো রাজ্ঞ্য ইত্যর্থঃ গোপো ভূপেঽপীতি নামলিঙ্গানুশাসনাৎ। লম্বিনী অবতারশক্তিঃ সুপূর্ব্ববিমলা সুবিমলা। হংসশীতেত্যত্র প্রাপ্তস্য হংসশব্দস্য বাচ্যমাহ, হংস এবেতি। স চ চন্দ্ররূপী চন্দ্রদৃষ্টান্তেনোদ্দেশ্য ইত্যর্থঃ। কলারূপা ইতি তাশ্চ শক্তয়শ্চন্দ্রস্যামৃতেত্যাদিকলাদৃষ্টান্তে-

---

৮ নন্দিনী, ৯ শোকা, ১০ সুবিমলা, ১১ ক্ষয়া, ১২ শুভদা, ১৩ শোভনা, ১৪ পুণ্যা ১৫ হংসশীতা। পরমাত্মা জনার্দ্দন হংসস্বরূপ। হে দেবি! তাঁহার এই ষোড়শ শক্তি প্রকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র সদৃশ, তাঁহারা কলারূপিণী। তাঁহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ-মণ্ডলা মালিনী ১৬ ষোড়শীকলা। প্রতিপদ-তিথি আরম্ভ করিয়া চন্দ্রমা কলা-সকলে সঞ্চরণ করে। হে বরাননে! এই যে গোপীরূপা ষোড়শ কলার কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাদের প্রত্যেকেই পৃথক্ পৃথক্ সহস্র সংখ্যক ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, হে দেবি! তোমাকে জ্ঞান-সম্ভব রহস্য বলিলাম। যে পুরুষ ইহা অবগত আছে, পণ্ডিতগণ তাহাকে বৈষ্ণব বলিয়া জানেন।"

এস্থলে গোপী-শব্দের অর্থ রাজ্ঞী। নাম-লিঙ্গানুশাসনে গোপশব্দের ভূপ অর্থ দেখা যায়। সেই গোপশব্দ এস্থলে স্ত্রীলিঙ্গে গোপী। লম্বিনী—অবতার-শক্তি। হংসশীতা—এস্থলে প্রাপ্ত হংস-শব্দের বাচ্য-নির্দ্দেশার্থ বলিলেন "হংস এব জনার্দ্দনঃ ইত্যাদি। অর্থাৎ হংস—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার শীতা শীতলকারিণী আনন্দদায়িনী—হংস-শীতা। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্ররূপ অর্থাৎ চন্দ্র-দৃষ্টান্তে তাঁহাকে পরিচয় করান যায়, সেই শক্তিসমূহ কলারূপা অর্থাৎ চন্দ্রের অমৃতা প্রভৃতি

নোদ্দেশ্যা ইত্যর্থঃ। অনুক্তামন্তিমাং মহাশক্তিমাহ, সম্পূর্ণেতি। সেয়ন্তু কলাসমষ্টিরূপা জ্ঞেয়া। দৃষ্টান্তোপপাদনায় চন্দ্রস্য তাদৃশত্বমাহ প্রতিপদিতি। আসু এতত্তুল্যাসু কলাসু। বিবক্ষিতমাহ ষোড়শৈবেতি। ষোড়শানামেব বিদ্যারূপত্বাৎ। এতদুপদেশস্য জ্ঞানসম্ভবরহস্যত্বাৎ। তজ্জ্ঞানস্য বৈষ্ণবতানুমাপকলিঙ্গত্বাচ্চ। ক্রূরাভীষণীশোকানামপি ভগবৎস্বরূপভূতানামেব সতীনাং মল্লানামশনিরিতিবৎ শ্রীকৃষ্ণস্য কঠিনত্বপ্রত্যায়কত্বাৎ মৃত্যুর্ভোজপতেরিতিবদ্দুর্জ্জনবিত্রাসকত্বাৎ অসতাং শাস্তেতিবত্তদীয়শোকহেতুত্বাদেব চ তত্তন্নিরুক্তিরূপ-

---

কলা-দৃষ্টান্তে তাঁহাদিগকে পরিচয় করান যায়। পূর্ব্বে এক সঙ্গে ১৫শ শক্তির কথা বলিয়া পরে অনুক্তা অন্তিমা মহাশক্তির কথা সম্পূর্ণ-মণ্ডলা-মালিনী ইত্যাদি বাক্যে বলিয়াছেন। এই মালিনী-শক্তি কলা-সমষ্টিরূপা বুঝিতে হইবে। দৃষ্টান্তপ্রতিপাদন জন্য চন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ-সাদৃশ্য 'প্রতিপদ'ইত্যাদি শ্লোকার্দ্ধে বলিয়াছেন। অর্থাৎ চন্দ্র যেমন প্রতিপদাদি ষোড়শ তিথি ভোগ করেন, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও তেমন উক্ত ষোড়শ শক্তির সহিত বিহার করেন। সঞ্চরত্যাসু—অত্রত্য আসুপদে ইহাদের (ষোড়শ শক্তির) তুল্য ষোড়শ চন্দ্রকলা বুঝাইতেছে। তারপর আবার ষোড়শৈব কলা ইত্যাদি শ্লোকে শক্তি-সমূহের কথা বলিয়াছেন। এই ষোড়শ শক্তি বিদ্যারূপা, এই উপদেশ জ্ঞান-সম্ভব-রহস্য এবং এই শক্তি-তত্ত্ব-জ্ঞান বৈষ্ণবতা জানিবার চিহ্ন হেতু, যে ইহা অবগত আছে, পণ্ডিতগণ তাহাকে বৈষ্ণব বলিয়া জানেন—এইরূপ বলা হইয়াছে।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণে স্বরূপ-শক্তির ক্রূরা, ভীষণী ও শোকা—এই সকল নামের সার্থকতা কিরূপে সম্ভব তাহা বলিতেছেন—

"মল্লগণের পক্ষে বজ্র" এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের কাঠিন্য, "ভোজপতি-মৃত্যুর স্বরূপ" এই বাক্যে তদীয় দুর্জ্জন-বিত্রাসকত্ব আর "অসদ্গণের শাসনকর্ত্তা" এই বাক্যে তাঁহার শোক-হেতুত্ব যেমন (ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে) প্রতিপন্ন হয়, স্বরূপশক্তিগণের ক্রূরা ইত্যাদি নামের নিরুক্তি (অর্থ)—ও তদ্রূপ উপপন্ন হয়। আনন্দরূপা কোন কোন স্বরূপ-শক্তি অধিকারি-বিশেষে যে ক্রূরা ইত্যাদিরূপে প্রতীত হয়েন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, অন্যত্রও এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

পদ্যতে। যথা প্রকাশৈকরূপায়া এব সূর্য্যকান্তেরুলূকেষু তমআদি-ব্যঞ্জকতেতি। অতশ্চন্দ্ররূপী মতঃ কৃষ্ণঃ কলারূপাস্তু তাঃ স্মৃতা ইতি স্ফুটমেব স্বরূপভূতত্বং দর্শিতম্। তদেবং তাসাং স্বরূপশক্তিত্বে লক্ষ্মীত্বং সিধ্যত্যেব। তদেবমভিপ্রেত্য লক্ষ্মীত্বমাহ—গৃহেষু তাসামনপায্য-তর্ককৃৎ নিরস্তসাম্যাতিশয়েষ্ববস্থিতঃ। রেমে রমাভির্নিজকামসংপ্লুতো যথেতরো গার্হমেধিকাংশ্চরন্ ॥১৮৩॥

টীকা চ—রমাভির্লক্ষ্ম্যা অংশভূতাভিরিত্যেষা। স্বরূপশক্তিত্বাদেব রেম ইত্যুক্তম্। অতএব নিজঃ স্বকীয়ঃ পরমানন্দশক্তিবৃত্তিবিশেষো-দয়রূপপ্রেমবিশেষস্বরূপো যঃ কামস্তেন সংপ্লুতো ব্যাপ্ত ইতি ॥১০॥ ৫৯॥ শ্রীশুকঃ ॥১৮৩॥

ইত্থমষ্টানাং শ্রীপট্টমহিষীণাস্তু তৎস্বরূপশক্তিত্বং কৈমুত্যেনৈব

যথা—যে সূর্য্য-রশ্মি যাবতীয় বস্তু প্রকাশ করিয়া থাকে, পেচকের নিকট তাহা অন্ধকারাদি ব্যক্ত করে। অতএব শ্রীকৃষ্ণকে চন্দ্ররূপী, আর লক্ষ্মিনী প্রভৃতি শক্তি-সমূহকে কলারূপে বর্ণন করায় স্পষ্টরূপে তাঁহাদের স্বরূপ-শক্তিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহাদের স্বরূপ-শক্তিত্ব-হেতু লক্ষ্মীত্ব সিদ্ধ হইতেছে। এই অভি-প্রায়ে তাঁহাদের লক্ষ্মীত্ব বলিয়াছেন। যথা—সামান্য গৃহস্থ ব্যক্তি যেমন গৃহ-কর্ম্মাচরণ করে, নিজকাম-সংপ্লুত অচিন্ত্যশক্তিময় শ্রীকৃষ্ণ তেমন মহিষীগণের সাম্যাতিশয়-রহিত গৃহ-সমূহে অবস্থান পূর্ব্বক রমাগণের সহিত রমণ করেন। ১০।৫৯।৩২॥১৮৩॥

শ্রীস্বামিটীকা—রমা—লক্ষ্মীর অংশভূতা ইতি। তাঁহারা স্বরূপ-শক্তি-রূপা বলিয়াই তাঁহাদের সহিত রমণ করেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ নিজ স্বকীয় পরমানন্দ-শক্তি-বৃত্তি (১)-বিশেষোদয়রূপ প্রেম-বিশেষ-স্বরূপ যে কাম, তদ্দ্বারা সংপ্লুত—ব্যাপ্ত। অর্থাৎ এই কাম প্রাকৃত নহে—নিজকাম—নিজজন-বিশেষে যে প্রেম-বিশেষ, তাহাই বুঝিতে হইবে ॥১৮৩॥

ষোড়শসহস্র দ্বারকা-মহিষীই যখন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি বলিয়া নিশ্চিত হইলেন, তখন অষ্ট শ্রীপট্ট-মহিষীর স্বরূপ-শক্তিত্ব কৈমুত্য-ন্যায়ে সিদ্ধ হইতেছে,

---

(১) হ্লাদিনী-সার প্রেম।

সিধ্যতি। তত্র শ্রীসত্যভামায়া ভূশক্তিরূপত্বং পাদ্মোত্তরখণ্ডাদৌ প্রসিদ্ধম্। শ্রীযমুনায়াঃ কৃপাশক্তিরূপত্বং স্কান্দযমুনামাহাত্ম্যাদাবিত্যাদ্যন্বেষণীয়ম্। কিন্তু শ্রীহরিবংশাদৌ সত্যভামায়াঃ সৌভাগ্যাতিশয়স্য বিখ্যাতত্বাৎ প্রেমশক্তিপ্রচুরভূশক্তিত্বং জ্ঞেয়ম্। স্বয়ং লক্ষ্মীস্তু শ্রীরুক্মিণী। দ্বারকায়ামভূদ্রাজন্ মহামোদঃ পুরৌকসাম্। রুক্মিণ্যা রময়োপেতং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং শ্রিয়ঃ পতিমিত্যাদিষু তস্যামেব ভূরিশঃ প্রসিদ্ধেঃ। অতঃ স্বয়ং লক্ষ্মীত্বেনৈব পরস্পরযোগ্যতামাহ—অস্যৈব ভার্য্যা ভবিতুং রুক্মিণ্যর্হতি নাপরা। অসাবপ্যনবদ্যাত্মা ভৈষ্ম্যাঃ সমুচিতঃ পতিঃ ॥১৮৪॥

ইঁহারা যে তদীয় স্বরূপ-শক্তি তজ্জন্য কোন বিচার অনাবশ্যক। তন্মধ্যে শ্রীসত্যভামার ভূ-শক্তিরূপত্ব পাদ্মোত্তরখণ্ডাদিতে প্রসিদ্ধ আছে। শ্রীমথুরার কৃপাশক্তিরূপত্ব স্কন্দপুরাণের যমুনা-মাহাত্ম্য প্রভৃতি অনুসন্ধান করিলে জানা যায়। কিন্তু শ্রীহরিবংশ-প্রভৃতিতে শ্রীসত্যভামার সৌভাগ্যাতিশয়ের কথা (১) প্রসিদ্ধ আছে; তজ্জন্য তাঁহাকে প্রেম-শক্তি-প্রচুর ও ভূ-শক্তি বলিয়া জানিতে হইবে। আর, শ্রীরুক্মিণীদেবী স্বয়ং লক্ষ্মী। এ সম্বন্ধে প্রমাণঃ—"হে রাজন্! দ্বারকায় লক্ষ্মী-রুক্মিণীর সহিত মিলিত শ্রীপতি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া, পুরবাসিগণের পরমানন্দ হইয়াছিল।" (১০।৫৪।৬০) ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীরুক্মিণী ও লক্ষ্মী-শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। অতএব স্বয়ং লক্ষ্মীত্বহেতুই বিদর্ভ-পুরবাসিগণ পরস্পরের যোগ্যতা বলিতেছেন—"রুক্মিণী ইঁহারই (শ্রীকৃষ্ণের) ভার্য্যা হইবার যোগ্যা, অন্য কোন রমণী নহে। অনিন্দ্যস্বরূপ ইনিই রুক্মিণীর সমুচিত পতি।" ১০।৫৩।৩৬॥১৮৪॥

---

(১) কুটুম্বস্যেশ্বরী সাসীদ্রুক্মিণী ভীষ্মকাত্মজা।
সত্যভামোত্তমা স্ত্রীণাং সৌভাগ্যে চাধিকাভবৎ॥

ভীষ্মকাত্মজা-রুক্মিণী কুটুম্বদিগের অধীশ্বরী এবং সত্যভামা মহিষীগণ মধ্যে অতিশয় সৌভাগ্যবতী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সমধিক প্রীতি-পাত্রী। যেহেতু, স্বামীর প্রীতি-লাভই স্ত্রীলোকের সৌভাগ্যের পরিচায়ক।

স্পষ্টম্ ॥১০॥৫৩॥ বিদর্ভপুরবাসিনঃ পরস্পরম্ ॥১৮৫॥

তথা—তাং রূপিণীং শ্রিয়মিত্যাদৌ যা লীলয়া ধৃততনোরনুরূপ-রূপেতি ॥১৮৫॥

স্পষ্টম্। অতঃ স্বয়ং ভগবতোঽনুরূপত্বেন স্বয়ং লক্ষ্মীত্বং সিদ্ধমেব। অতএব, বৈদর্ভীং ভীষ্মকসুতাং শ্রিয়ো মাত্রাং স্বয়ংবরে ইত্যত্র, মাতি অন্তর্ভবত্যস্যামিতি মাত্রাপদং বাহুল্যাদধিকরণ এবৌ-

---

তদ্রূপ—

তাং রূপিণীং শ্রিয়মনন্যগতিং নিরীক্ষ্য,
যা লীলয়া ধৃততনোরনুরূপ-রূপা।
প্রীতঃ স্ময়ন্নলককুন্তল-নিষ্কবর্ষ্ঠ
বক্ত্রোল্লসৎ স্মিতসুধাং হরিরাবভাষে ॥ ১০।৬০।৯

"যিনি লীলা-গৃহীত-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ-রূপধারিণী সেই লক্ষ্মী—রুক্মিণীকে অলকার সহিত কুন্তল ও কণ্ঠহারের শোভায় উল্লসিত-বদনা, সুধাময়-হাস্য-বিশিষ্টা এবং অনন্যগতি দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিভরে হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন।" ১৮৫

স্বয়ং ভগবানের অনুরূপ রূপ-হেতু শ্রীরুক্মিণী-দেবীর স্বয়ং-লক্ষ্মীত্ব সিদ্ধি-বিষয়ে কোন সংশয় নাই ; অতএব—

ভগবানপি গোবিন্দ উপযেমে কুরূদ্বহ।
বৈদর্ভীং ভীষ্মকসুতাং শ্রিয়োমাত্রাং স্বয়ম্বরে ॥ ১০।৫২।১৩

"হে কুরুশ্রেষ্ঠ! ভগবান্ গোবিন্দও শ্রীর মাত্রা ভীষ্মক-রাজতনয়া রুক্মিণীকে স্বয়ম্বরে বিবাহ করিয়াছিলেন।" এই শ্লোকের মাত্রা পদটী উণাদি প্রত্যয় (১) নিষ্পন্ন। ইহার অর্থ—অন্তর্ভূত হওয়া। শ্রীলক্ষ্মী অন্তর্ভূত হয় ইঁহাতে, এই অর্থে অধিকরণ-বাচ্যে বাহুল্যে (২) ত্রন্ প্রত্যয়-যোগে নিষ্পন্ন। কাৎস্নে

---

(১) হু যা-মা-শ্রু-ভ্রাসভ্যস্ত্রন্। হু, যা, মা, শ্রু ও ভ্রস্ ধাতুর উত্তর ত্রন্ হয়। হোত্রম্। যাত্রা। মাত্রা। শ্রোত্রম্। ভস্ত্রা।

(২) 'বাহুল্য'—ব্যাকরণ-সম্বন্ধীয় একটী পারিভাষিক-শব্দ। ব্যাকরণ-বিহিত নিয়মাদি বক্ষ্যমাণ চারি প্রকারে ব্যবস্থাপিত হইলে, বৈয়াকরণিকগণ

ণাদিকং জ্ঞেয়ম্। কার্ৎস্ন্যে অবধারণে মাত্রমিতিবৎ। ততশ্চ বৈকুণ্ঠ-প্রসিদ্ধায়া লক্ষ্ম্যা অন্তর্ভাবাস্পদত্বাদেষৈব লক্ষ্মীঃ সর্বতঃ পরিপূর্ণে-ত্যর্থঃ। যত্তু, নন্বেবমেতদরবিন্দবিলোচনাহ যদ্বৈ ভবান্ ভগবতো-ঽসদৃশী বিভূম্নঃ। ক্ব স্বে মহিম্ন্যভিরতো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ। ক্বাহং গুণপ্রকৃতিরজ্ঞগৃহীতপাদা ইতি তস্যা এবোক্তিস্তত্র নিজাংশাভাসম্

(কেবল অর্থে) ও অবধারণে মাত্র-পদের মত এ স্থলে অর্থ-নিষ্পত্তি বুঝিতে হইবে। সুতরাং বৈকুণ্ঠনাথ-প্রেয়সী প্রসিদ্ধ লক্ষ্মীর অন্তর্ভাবাস্পদ অর্থাৎ অংশিনী বলিয়া, এই লক্ষ্মী (শ্রীরুক্মিণী)ই সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণা।

এ স্থলে সংশয়—শ্রীরুক্মিণীদেবী যদি স্বয়ং লক্ষ্মী হয়েন, তবে "হে কমল-নয়ন! আপনি যে বলিয়াছেন, আমি বিভু-ভগবান্ আপনার অসদৃশী, তাহা সত্য বটে; কেননা স্বীয় মহিমায় অভিরত ত্র্যধীশ (১) ভগবান্ আপনি কোথায়? আর অজ্ঞগণ-কর্ত্তৃক গৃহীত পাদা আমিইবা কোথায়?" (১০।৬০।৩২) —তাঁহার এই উক্তি হইতে যে অংশত্ব প্রতীতি হইতেছে, তাহার গতি কি হইবে? অর্থাৎ স্বয়ং লক্ষ্মীর অংশাভাসরূপা যে গুণময়ী প্রকৃতি, এই উক্তি হইতে তাঁহাকে সেই গুণময়ী প্রকৃতি বলিয়া মনে হইতেছে; এই বিরোধের সমাধান কি? তাহার উত্তর—তিনি দৈন্য-বশতঃ আপনাকে তদ্রূপ মনে

বাহুল্যে প্রয়োগ বলিয়া থাকেন। (ক) কোথায়ও যদি কোন বিহিত-প্রত্যয়-যোজিত না হয়, (খ) কোন স্থলে যদি নিষিদ্ধ-প্রত্যয়-যোজিত হয়, (গ) কোথাও যদি নিত্য-বিহিত-প্রত্যয় বিকল্পে ব্যবহৃত হয় এবং (ঘ) কোন স্থলে যদি যে অর্থে যে বাচ্যে প্রত্যয় হওয়া উচিত, তাহার ব্যতিক্রম ঘটে, তবে বাহুল্য-শব্দ ব্যবহৃত হয়। উল্লেখিত স্থলে অধিকরণ-বাচ্যে ত্রন্-প্রত্যয় হওয়ার উপযোগ্যতা নাই। তথাপি বাহুল্য-হেতুক অধিকরণ-বাচ্যে ত্রন্-প্রত্যয় হইয়াছে। ইহার অর্থ—(শ্রিয়ো মাত্রা) শ্রীর মাত্রা—শ্রী শক্তির আশ্রয়-স্বরূপা।

(১) ১৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এব দৈন্যেন স্বং মত্বোক্তমিতি মন্তব্যম্। যদ্বা গুণা গৌণী প্রকৃতিঃ স্বভাবো যস্যাঃ সা অপকৃষ্টরূপেত্যর্থঃ। যথা তত্রৈব, স্যাম্মে তবাঙ্ঘ্রিবরণং স্মৃতিভির্ভ্রমন্ত্যা ইতি মনুষ্যাবতারতাভিনিবেশাত্তস্যা এব দৈন্যোক্তিঃ। অত্র দৈবপ্রেরিতো বাস্তবোঽর্থস্ত্বেবং, হেঽরবিন্দলোচন, ভগবতস্তবাসদৃশ্যহমিত্যেতদ্ যদ্ভবানাহ ননু নিশ্চিতং তত্ত্বেবং বক্ষ্যমাণপ্রকারকং নত্বন্যপ্রকারকম্। তথৈবাহ, স্বে স্বরূপভূতে মহিম্নি

করিয়াছেন, এইরূপ বুঝিতে হইবে। কিম্বা গুণা—গৌণী প্রকৃতি—স্বভাব যাহার, সে গুণ-প্রকৃতি; অর্থাৎ অপকৃষ্টরূপা। মনুষ্যাবতারে অভিনিবেশ-হেতু শ্রীরুক্মিণীদেবী যে আপনাকে অপকৃষ্টরূপা মনে করিয়াছিলেন, তাহা সেই (রুক্মিণী-পরিহাস-) প্রকরণে দেখা যায়—

তং ত্বানুরূপমভজং জগতামধীশমাত্মানমত্র চ পরত্র চ কামপূরম্।
স্যাম্মে তবাঙ্ঘ্রিবরণং স্মৃতিভির্ভ্রমন্ত্যা যো বৈভজন্তমুপযাত্যনৃতাপবর্গঃ॥
১০।৬০।৪১

"অতএব জগতের অধীশ্বর, ইহ-পরকালের সর্ব্বাভীষ্টপূরক, ভজন-যোগ্য, আত্মা সেই আপনাকে ভজন করিয়াছি। যে ব্যক্তি আপনাকে ভজন করে, তাহার সংসার-সন্তাপ দূর করিয়া তাহাকে আত্মসাৎ করেন; সংসার-পথে ভ্রমণ-শীলা আমার যেন আপনার চরণাশ্রয় প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ জন্ম-জন্মান্তরেও যেন আপনার চরণ-সেবা করিতে পারি॥" এই শ্লোকে তিনি নিত্য-প্রেয়সী সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ-স্বরূপা হইয়াও যে জন্মে জন্মে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা প্রার্থনা করিতেছেন, সংসার-ভ্রমণের কথা বলিতেছেন, তাহাও উক্ত (মনুষ্যাবতারাবেশ) হেতু তাঁহার দৈন্যোক্তি।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী ভক্ত ও ভগবানের অপকর্ষ সহিতে পারেন না; যে বাক্যে তাঁহাদের অপকর্ষ ব্যক্ত হয়, সেই বাক্যেই অর্থান্তর দ্বারা উঁহাদের উৎকর্ষ খ্যাপন করেন। শ্রীরুক্মিণী-দেবী আপনার অপকর্ষ কীর্ত্তন করিলেও 'নন্বেবমেতদরবিন্দবিলোচনাহ' ইত্যাদি শ্লোকের দৈবপ্রেরিত বাস্তবার্থ এইরূপ—হে অরবিন্দলোচন! আমি, ভগবান্ আপনার অসদৃশী—আপনি যে একথা বলিয়াছেন, তাহা নিশ্চিত বটে; তবে তাহা বক্ষ্যমাণ প্রকারক, অন্য প্রকারক নহে। কি প্রকার তাহা বলিতেছেন—স্বরূপভূত

ঐশ্বর্য্যাদাবভিরতো ভগবান্ ক্ব কুত্রান্যত্র, তথাহং বা তে গুণা ঐশ্বর্য্যাদয় এব প্রকৃতিঃ স্বরূপং যস্যাস্তথাভূতা ক্ব কুত্রান্যত্র, কিন্তু ন কুত্রচিদন্যত্রেতি-দ্বয়োরেকত্র এব স্বরূপে স্থিতিরিত্যর্থঃ। অতএবাজ্ঞৈরস্য শ্রীবিষ্ণোস্তবতত্ত্বজ্ঞৈ গৃহীতৌ সেবিতৌ পাদৌ যস্যাস্তথাভূতাহং তস্মাচ্ছক্তিশক্তিমতোরত্যন্তভেদাভাবাদেবোপমানোপমেয়ত্বাভাবেন সাদৃশ্যাভাব ইতি ভাবঃ। এবং স্বতিভির্ভ্রমন্ত্যা ইত্যত্রাপি হি ত্বদীয়পদবীভিরিত্যেব বাস্তবোঽর্থঃ। তদুক্তম্—দেবত্বে

মহিমা—ঐশ্বর্য্যাদিতে অভিরত ভগবান্ আপনি কোথায় অন্যত্র, তদ্রূপ গুণ—ঐশ্বর্য্যাদিই প্রকৃতি—স্বরূপ যাহার, তথাভূতা আমিই বা কোথায় অন্যত্র? কিন্তু কোথাও অন্যত্র নহে, উভয়েরই একত্রে স্বরূপে স্থিতি। অতএব অজ্ঞ—এই শ্রীবিষ্ণু (১) আপনার তত্ত্বজ্ঞাণদ্বারা গৃহীত—সেবিত চরণ যাঁহার, তথাভূতা আমি। সুতরাং শক্তি ও শক্তিমানের অত্যন্ত ভেদাভাব-হেতু উভয়ের উপমান-উপমেয় সম্বন্ধ হইতে পারে না, তজ্জন্য তাঁহাদের মধ্যে সাদৃশ্যের অভাব—ইহাই অসদৃশী-পদের অর্থ অর্থাৎ দুই ভিন্ন বস্তুর মধ্যেই এক বস্তু অন্য বস্তুর সদৃশ হইতে পারে; কিন্তু দুই বস্তুর মধ্যে যদি পার্থক্যের অভাব থাকে, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকে না, একত্ব থাকে। শ্রীরুক্মিণী ও শ্রীকৃষ্ণ শক্তি ও শক্তিমান্‌রূপে অভিন্ন-তত্ত্ব; এইজন্য তাঁহাদের সাদৃশ্য সম্ভব নহে, একত্বই সম্ভব; অসদৃশী-পদে এই একত্ব সূচিত হইয়াছে।

এই প্রকার "স্বতিভির্ভ্রমন্ত্যা—সংসার-পথে ভ্রমণশীলা"—এস্থলেও 'আপনার পদবী অনুসরণ করিয়া ভ্রমনশীলা'—ইহাই বাস্তব অর্থ। অর্থাৎ বিচিত্র লীলা-বিনোদ জন্য শ্রীকৃষ্ণ যেমন দেব-মনুষ্যাদি নানারূপে আবির্ভূত হয়েন, ইনিও তদনুরূপ হইয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এবিষয়ে প্রমাণ শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-বচন—"দেবরূপে লীলাকারী বিষ্ণুর সঙ্গে ইনি দেবী, মানুষরূপে, লীলাকারীর সঙ্গে ইনি মানুষী" (১)।

---

(১) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ৯৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দেবদেহৈয়ং মনুষ্যত্বে চ মানুষীতি। এবমেব, অম্বুজাক্ষ মম তে চরণানুরাগ আত্মন্ রতস্য ময়ি চানতিরিক্তদৃষ্টেঃ। যদ্বা অস্য বৃদ্ধয় উপাত্তরজোঽতিমাত্রো মামীক্ষসে তদু হ নঃ পরমানুকম্পেত্যত্রাপি তস্যাঃ প্রকৃতিত্বং দৈন্যজেনাভেদোপচারেণৈব ব্যাখ্যেয়ম্। যদ্বা অস্য গার্হস্থস্য উপাত্তা অঙ্গীকৃতা রজোঽতিমাত্রা সর্বভূতানুরঞ্জনাতিশয়ো যেন সঃ। বাস্তবার্থেস্ত্বেবম্। যত্তুক্তমুদাসীনা বয়মিত্যাদি শ্রীভগবতা তত্রাহ, অস্ত্বিতি। হে অম্বুজাক্ষ, আত্মন্ আত্মনি ময়ি চ রতস্য তে

শ্রীরুক্মিণী-দেবী বলিয়াছেন, "হে কমলনয়ন! আপনি আত্মারাম, আমাতে আপনার অনতিরিক্ত দৃষ্টি আছে; আপনার চরণে আমার অনুরাগ হউক। ইহার বৃদ্ধি নিমিত্ত অতিশয় রজঃ অবলম্বন করিয়া আমাকে যে নিরীক্ষণ করেন, তাহা আপনার পরমানুগ্রহ মনে করি।" (১০।৬০।৪৪) এই শ্লোকও উক্ত রীতিতে ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

শ্লোক-ব্যাখ্যা—ইহার জগতের বৃদ্ধিনিমিত্ত আপনি অতিমাত্র রজঃ—রজোগুণ অবলম্বন করিয়া আমাকে নিরীক্ষণ করেন—এই বাক্যে শ্রীরুক্মিণী-দেবী আপনাকে গুণময়ী প্রকৃতিরূপে উল্লেখ করিয়াছেন; কারণ, জগতের সৃষ্টি-প্রবাহ-বর্দ্ধন জন্য পুরুষ রজোগুণ অঙ্গীকার পূর্ব্বক গুণময়ী প্রকৃতিকে নিরীক্ষণ করেন। এই বাক্যে দৈন্যবশতঃ তিনি (শ্রীরুক্মিণী-দেবী) গুণময়ী প্রকৃতির সহিত আপনার অভেদ কল্পনা করিয়াছেন। অথবা ইহার—গৃহস্থ-ধর্ম্মের বৃদ্ধি নিমিত্ত আপনি রজঃ—সর্ব্বভূত-রঞ্জনাতিশয় অঙ্গীকার করেন। এই শ্লোকের বাস্তবিকার্থ কিন্তু এই প্রকার:—ইতঃ পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ যে বলিয়াছেন "আমরা উদাসীন" (১) ইত্যাদি তদুত্তরে শ্রীরুক্মিণী-দেবী বলিলেন, হে কমল-নয়ন!

---

(১) উদাসীনা বয়ং নূনং নস্ত্র্যপত্যার্থকামুকাঃ।
আত্মলব্ধ্যাস্মহে পূর্ণা গেহয়োর্জ্যোতিরক্রিয়াঃ॥ ১০।৬০।২০

আমরা উদাসীন, স্ত্রী, পুত্র ও অর্থের জন্য আমাদের কামনা নাই; আমরা দেহ গেহ সম্বন্ধে চেষ্টা শূন্য, (সাক্ষীমাত্র হেতু) ক্রিয়া-রহিত দীপশিখার মত আত্মলাভের জন্য বর্ত্তমান আছি।

চরণানুরাগো মমাস্তু, ময়ি রতত্বঞ্চোক্তং, তথাহমপি তচ্চিত্তো নিদ্রাঞ্চ ন লভে নিশি ইতি স্বয়মেবেতি ভাবঃ। নন্বাত্মরতস্য মম কথং ত্বয়ি রতিস্তত্রাহ অনতিরিক্তদৃষ্টেঃ। শক্তিমত্যাত্মনি শক্তৌ চ ময্যনতিরিক্তা পৃথগ্‌ভাবশূন্যা দৃষ্টির্যস্য। শক্তিশক্তিমতোরপৃথগ্‌স্তত্বাদ্দয়োরপি মিথো বিশিষ্টতয়ৈবাবগমাদ্বা যুজ্যত এব ময্যপি রতিরিতি ভাবঃ। তদেবং সত্যামপি স্বাভাবিক্যাং রতৌ বিশেষতস্তু, যর্হি অস্য রত্যাখ্যস্য ভাবস্য বৃদ্ধয়ে উপাত্তা রজোঽতিমাত্রা রাগাতিশয়ো যেন তথাভূতস্ত্বং মামীক্ষসে সভাবমালোকয়সি, তদাসৌ নোঽস্মান্ প্রতি পরমৈবানুকম্পেতি। এবমুদাসীনত্বং তব সাক্ষান্মৎসম্বন্ধাদন্যত্রৈবেতি মম সুদৃঢ় এব বিশ্বাস ইতি ভাবঃ। তস্মাৎ সাধূক্তং যা লীলয়া ধৃত-

---

আত্মা আপনাতে ও আমাতে অনুরক্ত-চিত্ত যে আপনি, সেই আপনার চরণে আমার অনুরাগ হউক। আপনি যে আমাতে অনুরক্ত-চিত্ত তাহা শ্রীমুখোক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে; আমার প্রেরিত ব্রাহ্মণের নিকট বলিয়াছেন—"আমার চিত্তও রুক্মিণীর প্রতি অর্পিত হওয়ায়, রাত্রিতে আমার নিদ্রা হয়না।" (১০।৫৩।২) যদি বলেন, আত্মরত আমার তোমাতে অনুরক্তি কিরূপে সম্ভবে? তাহাতে বলিতেছেন, আপনি অনতিরিক্ত দৃষ্টি—শক্তিমান্ আপনাতে ও শক্তি আমাতে অতিরিক্তা পৃথগ্‌ভাবশূন্যা দৃষ্টি যাঁহার। অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমান্ অপৃথক্ বস্তু-হেতু উভয়ের সত্ত্বায় উভয় প্রকাশমান বলিয়া আমাতেও রতি সঙ্গত হইতে পারে। তজ্জন্য স্বাভাবিক রতি বিদ্যমান থাকিলেও তাহাতে বৈশিষ্ট্য এই যে, যখন ইহার—রত্যাখ্যভাবের বৃদ্ধিনিমিত্ত অঙ্গীকৃত (রজোঽতিমাত্রা) রাগাতিশয় যাহা কর্ত্তৃক, তথাভূত আপনি আমাকে নিরীক্ষণ করেন,—ভাবের সহিত অবলোকন করেন, তখন আমাদের প্রতি পরমানুগ্রহ প্রকাশ পায়। এবং আপনি যে ঔদাসীন্যের কথা বলিয়াছেন, তাহা আমার সম্বন্ধ-শূন্য স্থানে অর্থাৎ যেখানে আমার কোন সম্বন্ধ নাই, তথায়ই আপনার ঔদাসীন্য প্রকাশ পায়, ইহাই আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস। সুতরাং লীলয়া

তনোরিত্যাদিনা শ্রীরুক্মিণীদেব্যাঃ স্বয়ং লক্ষ্মীত্বম্ ॥১০॥৬০॥ শ্রীশুকঃ ১৮৫ ॥

অথ বৃন্দাবনে তদীয়স্বরূপশক্তিপ্রাদুর্ভাবাশ্চ শ্রীব্রজদেব্যঃ। যথা ব্রহ্মসংহিতায়াম্—আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ। গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ইতি। তাভিঃ শ্রীগোপীভির্মন্ত্রে তচ্ছব্দপ্রয়োগাৎ। কলাভিঃ শক্তিভিঃ। নিজরূপতয়া স্বস্বরূপতয়া। শক্তিত্বঞ্চ তাসাং পূর্ব্বোক্তোৎকর্ষেণ পরমপূর্ণংপ্রাদুর্ভাবানাং সর্বাসামপি লক্ষ্মীত্বমেব। তদুক্তং তত্রৈব, লক্ষ্মীসহস্রশতসংভ্রমসেব্যমানমিতি,

ধৃততনোঃ ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা শ্রীরুক্মিণী-দেবীর যে স্বয়ং লক্ষ্মীত্ব বলা হইয়াছে, তাহা সাধু বটে ॥১৮৫॥

শ্রীব্রজদেবীগণের তত্ত্ব।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের-স্বরূপশক্তির প্রাদুর্ভাব। যথা—ব্রহ্ম-সংহিতায়—"যাঁহারা আনন্দ-চিন্ময়-রস-প্রতিভাবিতা, যাঁহারা নিজরূপতা হেতু তদীয় কলা, তাঁহাদের সহিত নিখিল জগতের আত্মা-স্বরূপ যে ভগবান্ গোলোকেই বাস করিয়া থাকেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি (ব্রহ্মা) ভজন করি।" (৫।৩৭) এ স্থলে যে গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের গোলোকাবস্থিতি বুঝাইতেছে তাহার প্রমাণ কি? শ্লোকে আছে "তাভিঃ—তাহাদের সহিত;" এই 'তদ্'-শব্দের বাচ্য যে গোপীগণ, তাহা কিরূপে বুঝা যায়? তদুত্তরে বলিতেছেন, 'তাভিঃ'-পদে গোপীগণকেই বুঝাইতেছে; কারণ, ইহার পূর্ব্বে মন্ত্রে গোপী শব্দের প্রয়োগ আছে (১)। কলা—শক্তি। নিজরূপতা—স্ব-স্বরূপতা। এই শক্তিত্ব, পূর্ব্ব-বর্ণিত (২) উৎকর্ষ-হেতু পরম-পূর্ণ প্রাদুর্ভাববতী তাঁহাদের সকলেরই লক্ষ্মীত্ব প্রকাশ করিতেছে। তাঁহারা যে লক্ষ্মী, এ কথা ব্রহ্মসংহিতাতেই উক্ত হইয়াছে—'লক্ষ্মী-সহস্র-শত-সম্ভ্রম

(১) কামকৃষ্ণায় গোবিন্দঙে গোপীজন ইত্যপি।
বল্লভায় প্রিয়া বহ্বের্মন্ত্রিতে দাস্যতি প্রিয়ম্॥ ব্রহ্মসংহিতা ৫।২৪

(২) ১৮৩ অনুচ্ছেদে।

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষ ইতি। এতদভিপ্রেত্যৈব স্বায়ম্ভুবাগমেঽপি শ্রীভূলীলাশব্দস্তৎপ্রেয়সীবিশেষত্রয়মুপদিষ্টম্। তস্মাল্লক্ষ্মীতোঽপ্যুৎকর্ষবর্ণনমাসাং পরমব্যোমাদিস্থিতাভ্যস্তন্নাম্নৈব প্রসিদ্ধাভ্যো লক্ষ্মীভ্যআধিক্যবিবক্ষয়েতি মন্তব্যম্। শ্রীবৃন্দাবনলক্ষ্ম্যস্তেতা এবেতি। এবমেব পাদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিরিত্যাদৌ কৃষ্ণবধ্ব ইত্যুক্তম্। অত-

সেব্যমান" (৩)। "কান্তাগণ শ্রী, পরম-পুরুষ কান্ত" (৪)। এই অভিপ্রায়েই স্বায়ম্ভুবাগমেও শ্রী-ভূ-লীলা-শব্দদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী-বিশেষত্রয় উপদিষ্ট হইয়াছেন। সুতরাং ইঁহাদের (শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী শ্রী-ভূ-লীলার) যে লক্ষ্মী হইতেও উৎকর্ষ বর্ণন করা হইয়াছে, তাহা পরব্যোমাদিস্থিতা সেই (শ্রী-ভূ-লীলা) নামে প্রসিদ্ধা লক্ষ্মীগণ হইতেও তাঁহাদের আধিক্য ব্যক্ত করিবার জন্য, এইরূপ মনে করিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রীভগবৎ-প্রেয়সীগণমধ্যে শ্রী-ভূ-লীলা—এ তিনের শ্রেষ্ঠত্ব; তন্মধ্যেও পরব্যোম হইতেও দ্বারকাস্থ শ্রী-ভূ-লীলা-স্বরূপা প্রেয়সীবর্গের শ্রেষ্ঠত্ব; তাহাতেও আবার দ্বারকাস্থ শ্রী-ভূ-লীলা-স্বরূপা প্রেয়সীগণ হইতে শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রী-ভূ-লীলারূপা প্রেয়সী (গোপী)-গণের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে। ইঁহারাই (শ্রীগোপীগণ) শ্রীবৃন্দাবন-লক্ষ্মী। ইঁহাদের লক্ষ্মীত্ব স্মরণ করিয়াইশ্রীশুকদেব ইঁহাদিগকে কৃষ্ণ-বধূ (১) বলিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীনারায়ণের স্বরূপ-শক্তি বিধায় তাঁহাদের যেমন নিত্য-দাম্পত্য বিদ্যমান আছে, তেমন শ্রীব্রজ-দেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি হেতু তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-দাম্পত্য বিদ্যমানআছে; তাঁহারা লক্ষ্মীগণের ন্যায় পরম-পতিব্রতা-শিরোমণি।

(৩) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ২৭৯ পৃষ্ঠায়। (৪) ঐ ১৭২ পৃষ্ঠায়।

(১) পাদন্যাসৈর্ভুজ-বিধৃতিভিঃ সস্মিতৈর্ভ্রূবিলাসৈ
র্ভজ্যন্মধ্যৈশ্চলকুচপটৈঃ কুন্তলৈ র্গণ্ডলোলৈঃ।
স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবররসনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো
গায়ন্তস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ॥ ১০।৩৩।৭

পদন্যাস, করচালন, সহাস্যভ্রূবিলাস, কৃশতা এবং নৃত্যহেতু ভগ্নপ্রায় কটিদেশ, চঞ্চল বক্ষোবাস, গণ্ডস্থলে দোলায়মান কুন্তলদ্বারা কৃষ্ণ-বধূগণ অধিক

এব গোপীজনাবিদ্যাকলাপ্রেরক ইত্যত্র তাপনীবাক্যে শ্রীমদ্দশাক্ষর-স্থনামনিরুক্তী যে গোপীজনাস্তে আ সম্যগ্ যা বিদ্যা পরমপ্রেমরূপা তস্যাঃ কলা বৃত্তিরূপা ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। রাজবিদ্যা রাজগুহ্যমিত্যাদি-শ্রীগীতাপ্রকরণাৎ, ব্যাখ্যান্তরে ভগবত্যবিদ্যাংসশ্লেষাভাবাৎ। তদুক্তম্—হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ। স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকর ইতি স্বামিসূক্তৌ, তথা হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিত্তয্যেকা সর্বসংশ্রয়ে। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিত

এ স্থলে সংশয়, শ্রীগোপীগণ যদি স্বরূপ-শক্তি হয়েন, তবে তাপনী-শ্রুতিতে "গোপীজনা বিদ্যা-কলা-প্রেরকঃ" এইরূপ যে শ্রীমদ্দশাক্ষর-মন্ত্র-ব্যাখ্যা দেখা যায়, তাহার সমন্বয় কিরূপে হইবে? এই সংশয় নিরসনের জন্য বলিতেছেন, শ্রীগোপীগণ যে স্বরূপ-শক্তি তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। অতএব 'যাঁহারা গোপীজন, তাঁহারা আ—সম্যক্ প্রেমরূপা যে বিদ্যা তাঁহার কলা—বৃত্তিরূপা,' এইরূপ ব্যাখ্যা করা উচিত। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় প্রেমরূপা-শক্তিকে "রাজবিদ্যা রাজগুহ্য"ইত্যাদি (৯.২) শ্লোকে বিদ্যা-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। কোথাও শ্রীভগবানের অবিদ্যাসংশ্লেষের কথা শুনা যায়না; যদি অন্য অর্থ—গোপীজন+অবিদ্যা—এইরূপ অর্থ করা যায়, তাহা হইলে শ্রীভগবানে অবিদ্যা-সংশ্লেষ দোষ উপস্থিত হয়, তাঁহাতে অবিদ্যাসংশ্লেষা ভাবের কথা "সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর হ্লাদিনী ও সম্বিৎ আশ্লিষ্ট,সম্যক্ ক্লেশসমূহের আকর-জীব অবিদ্যাসংবৃত,"—এই শ্রীধরস্বামীর উক্তিতে এবং "সর্ব্ব সংশ্রয় আপনাতে হ্লাদিনী, সন্ধিনীও সম্বিৎ বিদ্যমান আছে; কিন্তু হ্লাদকারী(সত্ত্ব), তাপকারী (তমঃ) ও মিশ্রা (রজঃ) গুণবর্জ্জিত আপনাতে নাই;"—এই বিষ্ণুপুরাণ-বচনে ব্যক্ত আছে।

শোভা পাইতেছিলেন, তাঁহাদের মুখমণ্ডল স্বেদবিন্দুযুক্ত এবং কবরী ও কাঞ্চির গ্রন্থি শিথিল হইয়াছিল। তাঁহারা মেঘচক্রে বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন।

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চ। ততস্তাসাং প্রেরকস্তত্তৎক্রীড়ায়াং প্রবর্ত্তক ইতি বল্লভশব্দেনৈকার্থমেব। স বো হি স্বামীতি তস্যামেব শ্রুতৌ তাঃ প্রতি দুর্বাসসো বাক্যাৎ। যচ্চ তাসাং ক্বচিৎ পূর্ব্বজন্মনি সাধকত্বমিব শ্রূয়তে, তত্তু পূর্ব্বাসামেব ব্যাখ্যেয়ম্। তাস্তু নিত্যসিদ্ধা এব। অত ইদমিত্থমেব ব্যাখ্যেয়ম্। তাভির্বিধূতশোকাভির্ভগবানচ্যুতো বৃতঃ। ব্যরোচতাধিকং তাত পুরুষঃ শক্তিভির্যথা ॥১৮৬॥

যথা যথাবৎ, অতএবাধিকং ব্যরোচত ইত্যুক্তমুপপদ্যতে, স্বশ-

গোপীজন-শব্দের অর্থ করিয়া, এখন বল্লভ-শব্দের অর্থ করিতেছেন—গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি বলিয়া তিনি তাঁহাদের "প্রেরক"—(শ্রীকৃষ্ণাভিমত) বিবিধ ক্রীড়ার প্রবর্ত্তক; এই হেতু প্রেরক শব্দ বল্লভ-শব্দের সহিত একার্থবাচক। ইহাতে গোপীজনবল্লভ-পদের অর্থ-প্রাপ্তি হইল। শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাদের বল্লভ-ইহা সেই তাপনী-শ্রুতিতেই "তিনি তোমাদের স্বামী হয়েন'—এই দুর্ব্বাসাবাক্য হইতে জানা যায়।

এই গোপীগণ যদি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হয়েন, তবে তাঁহাদের কেহ কেহ যে পূর্ব্বজন্মে সাধনানুষ্ঠান করিয়াছিলেন,—এইরূপ যে কোন কোন শাস্ত্রে দেখা যায়, তাহার হেতু কি? তাহাতে বলিতেছেন—সাধকচরী-গোপীগণই সাধনানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। স্বরূপ-শক্তি-রূপা শ্রীরাধা-চন্দ্রাবলী-প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধা; তাঁহাদের সাধন-প্রবৃত্তি কোনমতে সম্ভব নহে।

ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি-নিবন্ধন, শ্রীরাসপ্রসঙ্গে শ্রীশুকোক্ত বক্ষ্যমাণ শ্লোকদ্বয়ের এই (নিম্নলিখিত)রূপ ব্যাখ্যা করা উচিত। "হে বৎস! পুরুষ (পরমাত্মা) শক্তিগণ-পরিবৃত হইয়া যে রূপ (যথা) শোভা প্রাপ্ত হয়েন, বিধূত শোকা সেই সকল গোপীপরিবৃত হইয়া ভগবান্ অচ্যুত সেইরূপ অধিক শোভা প্রাপ্ত হইলেন।" ১০।৩২।৯॥১৮৬॥

ব্যাখ্যা—যথা—যথাযোগ্য, অতএব অধিকরতর শোভিত হয়েন, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, কারণ, শ্রীভগবান্ একমাত্র স্বরূপ শক্তিদ্বারা প্রকাশমান, এইজন্য ঐ সকল শক্তি-সহযোগে তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। স্বরূপশক্তি-

ক্ত্যেকপ্রকাশত্বাৎ শ্রীভগবতঃ। গোপ্যো লব্ধ্বাচ্যুতং কান্তং শ্রিয় একান্তবল্লভম্। গৃহীতকণ্ঠ্যস্তদ্দোর্ভ্যাং গায়ন্ত্যস্তং বিজহ্রিরে ॥১৮৭॥

গোপ্য এব শ্রিয়ঃ কান্তং মনোহরম্ একান্তবল্লভং রহোরমণম্ ॥ ১০॥৩২॥ শ্রীশুকঃ ॥১৮৬॥১৮৭॥

আসাং মহত্ত্বন্তু হ্লাদিনীসাবৃত্তিবিশেষপ্রেমরসসারবিশেষপ্রাধান্যাৎ। তদুক্তম্—আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিরিতি। আনন্দচিন্ময়রসেন প্রেমরসবিশেষণ প্রতিভাবিতাভিরিত্যর্থঃ। অতএব তৎ-

---

রূপা গোপীগণ—যাঁহাদের সংসর্গে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীকৃষ্ণত্ব সম্যক্ অভিব্যক্ত হয়, রাসমণ্ডলে তাঁহাদিগ-কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া তিনি সম্যক্ শোভাপ্রাপ্ত হয়েন॥ ১৮৬ ॥

"গোপীগণই লক্ষ্মী। তাঁহারা কান্ত, একান্ত-বল্লভকে প্রাপ্ত হইয়া তদীয় বাহুযুগল দ্বারা কণ্ঠে আলিঙ্গিতা হইলেন এবং তাঁহার গুণ গান করিতে করিতে বিহার করিতে লাগিলেন" ।১০।৩৩।১৫॥১৮৭॥

কান্ত—মনোহর। একান্ত-বল্লভ—রহোরমণ (নিগূঢ় পতি) ॥১৮৬-১৮৭॥

শ্রীগোপীমাহাত্ম্য ঃ

হ্লাদিনী-সারবৃত্তিবিশেষ প্রেমরস, তাহার সার-বিশেষের প্রাধান্য (১) হেতু গোপীগণের মাহাত্ম্য। তাহা, "আনন্দ-চিন্ময়-রস-প্রতিভাবিতা" এই ব্রহ্ম-সংহিতা-বচনে উক্ত আছে। আনন্দ-চিন্ময়-রস—প্রেমরসবিশেষ, তদ্দ্বারা প্রতি

---

(১) হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেম-সার ভাব।
ভাবের পরম কাষ্ঠা নাম মহাভাব ॥
মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণ-কান্তা-শিরোমণি ॥
* * * * *
আকার স্বভাব ভেদে ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহরূপ তাঁর (শ্রীরাধার) রসের কারণ ॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। আদি।৪

প্রাচুর্য্যপ্রকাশেন শ্রীভগবতোঽপি তাসু পরমোল্লাসপ্রকাশো ভবতি, যেন তাভীরমণেচ্ছা জায়তে। তথৈবাহ—ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ। বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥ ১৮৮॥

যোগমায়াং দুর্ঘটসম্পাদিকাং স্বরূপশক্তিং তত্তল্লীলাসৌষ্ঠবঘটনায়োপাশ্রিত ইতি তস্মৈ তাং প্রবর্ত্ত্যেত্যর্থঃ॥১০॥২৯॥শ্রীশুকঃ॥১৮৮

অথ তাসাং নামানি শ্রূয়ন্তে ভবিষ্যোত্তরে মল্লদ্বাদশীপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণযুধিষ্ঠিরসংবাদে—গোপীনামানি রাজেন্দ্র প্রাধান্যেন নিবোধ মে। গোপালী পালিকা ধন্যা বিশাখা ধ্যাননিষ্ঠিকা। রাধানুরাধা

ভাবিতা। অতএব—গোপীগণে প্রেমরস-নির্য্যাসের প্রচুর-প্রকাশনিবন্ধন, শ্রীভগবানেরও পরমোল্লাস প্রকটিত হয়, যাহাতে তাঁহাদের সহিত রমণেচ্ছা পর্য্যন্ত জন্মে। অর্থাৎ মহাভাববতী শ্রীব্রজসুন্দরীগণের ভাব-মাধুর্য্যাবলোকন করিয়া, স্বরূপ-সুখে পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত রমণাভিলাষী হইয়াছিলেন; তাহা "ভগবানও শরৎকালীন প্রফুল্ল-মল্লিকায় সুশোভিত সেই সকল রজনী অবলোকন করিয়া, যোগমায়া উপাশ্রয় পূর্ব্বক রমণ করিতে মনন করিলেন", (১০।২৯।১)—এই শ্লোকে বর্ণিত আছে॥১৮৮॥

যোগমায়া—দুর্ঘট-সম্পাদিকা স্বরূপ-শক্তি। সেই সেই লীলাসৌষ্ঠব সংঘটন জন্য তাঁহাকে উপাশ্রয়—তজ্জন্য প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ শ্রীব্রজরমাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রমণ সুচারুরূপে সম্পন্ন করাইবার জন্য তিনি যোগমায়াকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই শক্তি অঘটনও ঘটাইতে পারেন বলিয়া ঈপ্সিত-কার্য্য-সম্পাদনের কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারিবে না, পরন্ত তাহা সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইবে, ইহাই নিয়োগের হেতু॥ ১৮৮॥

অনন্তর গোপীগণের নাম নিরূপণ করা যাইতেছে। ভবিষ্য পুরাণের উত্তরখণ্ডে মল্ল-দ্বাদশী-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির-সংবাদে তাঁহাদের নাম শুনা যায়। যথা—"হে রাজেন্দ্র! গোপীগণের নামসকল আমার নিকট প্রধানরূপে শ্রবণ কর— (১) গোপালী,—(২) পালিকা (৩) ধন্যা, (৪) বিশাখা, (৫) ধ্যান নিষ্ঠিকা,

সোমাভা তারকা দশমী তথেতি। দশম্যপি তারকানাম্ন্যেবেত্যর্থঃ। স্কান্দপ্রহ্লাদসংহিতায়াম্ দ্বারকামাহাত্ম্যে মায়াবসরপ্রস্তাবে শ্রীললিতোবাচেত্যাদিনা। ললিতা শ্যামলা ধন্যা বিশাখা রাধা শৈব্যা পদ্মা ভদ্রেত্যেতান্যষ্টৈব গৃহীতানি। অথ বনিতাশতকোটিভিরিত্যাগমপ্রসিদ্ধেরন্যান্যপি লোকশাস্ত্রয়োরবগন্তব্যানি। তদেবং পরমমধুরপ্রেমবৃত্তিময়ীষু তাস্বপি তৎসারাংশোদ্রেকময়ী শ্রীরাধিকা তস্যামেব

(৬) রাধা, (৭) অনুরাধা, (৮) সোমাভা (৯) তারকা ও তন্নাম্নী দশ-সংখ্যক গোপী অর্থাৎ তাঁহারও নাম (১০) তারকা।" স্কন্দপুরাণের প্রহ্লাদ-সংহিতায় দ্বারকা-মাহাত্ম্যে মায়াবসর-প্রস্তাবে 'শ্রীললিতা বলিলেন'—ইত্যাদি বাক্যে—ললিতা, শ্যামলা, ধন্যা, বিশাখা, রাধা, শৈব্যা, পদ্মা ও ভদ্রা—এই আটজন গৃহীত হইয়াছেন। "বহু শতকোটি বনিতা-সঙ্গে"—ইত্যাদি আগম-বাক্য-প্রমাণে বহুসংখ্যক গোপিকার কথা শুনা যায়, তাহাদের নাম শাস্ত্র ও লোকমুখ হইতে জানা যাইতে পারে। বনিতা-শব্দে অনুরাগবতী রমণী বুঝায়। শ্রীগোপীগণে অনুরাগের পরাকাষ্ঠা-হেতু, এস্থলে বনিতা-শব্দে গোপী গৃহীত হইয়াছেন। এস্থলে শত-কোটিত্বের অন্যথা প্রমাণিত হয়না বলিয়াও, ইঁহারা যে তদীয় মহাশক্তি, তাহা জানা যায় *।

শ্রীরাধা-তত্ত্ব।

তাহাতে আবার পরমমধুর প্রেমবৃত্তিময়ী গোপীগণ-মধ্যেও শ্রীরাধিকা তাহার (পরমমধুর প্রেমবৃত্তির) সারাংশ উদ্রেকময়ী; অর্থাৎ যাহা প্রেমের পরাকাষ্ঠা, সেই মাদনাখ্য-মহাভাব একমাত্র শ্রীরাধাতেই বিদ্যমান আছে।

* শ্রীগোপীগণের প্রত্যেকেই পরমমধুর প্রেমমতী, প্রত্যেকেই শ্রীলক্ষ্মী হইতেও রূপে গুণে প্রেমে পরমোৎকর্ষবতী। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণের নিখিল-লীলার মুকুটমণি শ্রীরাসলীলায় ইঁহারাই অবলম্বন। তাহাতে আবার সংখ্যায় বহু শতকোটি। ইহাতে বুঝা যায়, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মহাশক্তি; সাধারণ শক্তিতে তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণ-সামর্থ্য এবং বিপুলভাবে লীলা-সম্পাদন সম্ভব নহে।

প্রেমোৎকর্ষপরাকাষ্ঠায়া দর্শিতত্বাৎ প্রীতিসন্দর্ভে দর্শয়িষ্যমাণত্বাচ্চ। যত্র চ তৎপ্রেমবৈশিষ্ট্যং তত্রৈব, যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনেত্যাদিবৎ সর্বা অপ্যৈশ্বর্য্যাদিরূপা অন্যাঃ শক্তয়ো নাত্যাদৃতা অপ্যনুগচ্ছন্তীতি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধিকায়ামেব স্বয়ং লক্ষ্মীত্বম্। অতএব সতীষ্বন্যাস্বপি মুখ্যাভিপ্রায়েণৈব তস্যা এব বৃন্দাবনাধিপত্যেন নামগ্রহণম্। যথা পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শৌনকনারদসংবাদে—বৃন্দাবনাধিপত্যঞ্চ দত্তং তস্মৈ প্রত্যুষ্যতা। কৃষ্ণেনান্যত্র দেবী তু রাধা বৃন্দাবনে বনে ইত্যনেন। অন্যত্র সাধারণে দেশে দেব্যেবাধিকারিণী শ্রীবৃন্দাবনাভিধে বনে তু শ্রীরাধিকৈবেত্যর্থঃ। এবং স্কান্দে—বারাণস্যাং বিশালাক্ষী বিমলা পুরুষোত্তমে। রুক্মিণী দ্বারবত্যাঞ্চ রাধা বৃন্দাবনে

তাহাতেই যে প্রেমোৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা, তাহা (১৮৩ অনুচ্ছেদে) দর্শিত হইয়াছে; প্রীতিসন্দর্ভেও দেখান হইবে। যেমন "যাহার শ্রীভগবানে অকিঞ্চনা (নিষ্কামা) ভক্তি আছে, সর্ব্বগুণের সহিত শ্রীভগবানাদি সুরগণ তাহাতে সমাগত হয়েন" (৫।১৮।৩২), তদ্রূপ যাঁহাতে প্রেমবৈশিষ্ট্য আছে, ঐশ্বর্য্যাদিরূপা অন্য নিখিল-শক্তি অতিশয় আদৃত শক্তি না হইলেও তাঁহার অনুগমন করিয়া থাকে। এইজন্য শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধিকাতেই স্বয়ং লক্ষ্মীত্ব। অর্থাৎ শ্রীরাধা পরম-প্রেমোৎকর্ষরূপিণী বলিয়া অন্য নিখিল-শক্তি তাঁহার অনুগতা; তিনি সর্ব্বশক্তি-বরিয়সী—সর্ব্বাশ্রয়-স্বরূপা, এইজন্য তিনিই স্বয়ং লক্ষ্মী। আর শ্রীরাধাতে প্রেমাধিক্য-হেতু নিখিল-ব্রজসুন্দরী হইতে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বতঃসিদ্ধ। অতএব অন্যান্য প্রেয়সী বিদ্যমান থাকিলেও, শ্রীরাধার মুখ্যত্বাভিপ্রায়ে বৃন্দাবনাধিকারিণীরূপে তাঁহার নাম গ্রহণ করা হইয়াছে। যথা—পদ্মপুরাণের কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে শৌনক-নারদ-সংবাদে—"অচ্যুত কৃষ্ণ তাঁহাকে বৃন্দাবনাধিপত্য দান করিয়াছেন। অন্যত্র দেবী, বৃন্দাবন-বনে রাধিকা।" অন্যত্র সাধারণ দেশে দেবীই অধিকারিণী, আর বৃন্দাবন-নামক বনে শ্রীরাধিকা অধিশ্বরী, ইহাই শ্লোকের অর্থ। এবং স্কন্দপুরাণে—"বারাণসীতে বিশালাক্ষী, পুরুষোত্তমে বিমলা, দ্বারাবতীতে রুক্মিণী এবং বৃন্দাবন-বনে রাধিকা।" এইরূপ শ্লোক মৎস্য-পুরাণেও দেখিতে পাওয়া যায়।

বনে। ইতি। তথা মাৎস্যেঽপি। শক্তিত্বমাত্রসাধারণ্যেনৈব লক্ষ্মী-সীতারুক্মিণীরাধানামপি দেব্যা সহ গণনম্। বৈশিষ্ট্যন্তুলক্ষ্মীবৎ সীতাদিষ্বপি জ্ঞেয়ম্। তস্মান্ন দেব্যা সহ লক্ষ্ম্যাদীনামৈক্যম্। শ্রীরাম-তাপনী শ্রীগোপালতাপন্যাদৌ তাসাং স্বরূপভূতত্বেন কথনাৎ। শ্রীরাধিকায়াশ্চ যামলে পূর্ব্বোদাহৃতপদ্যত্রয়ানন্তরং, ভুজদ্বয়যুতঃ কৃষ্ণো ন কদাচিচ্চতুর্ভুজঃ। গোপ্যৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি সর্ব-দেতি। অত্র বৃন্দাবনবিষয়কতৎসহিতসর্ব্বদাক্রীড়িত্বলিঙ্গাবগতের্ন পরস্পরাব্যভিচারেণ স্বরূপশক্তিত্বম্। সতীষ্বপ্যন্যাসু একয়া ইত্যনেন তত্রাপি পরমমুখ্যাত্বমভিহিতম্। তথাচ বৃহদ্গৌতমীয়ে শ্রীবলদেবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—সত্ত্বং তত্ত্বং পরত্বঞ্চ তত্ত্বত্রয়মহং কিল। ত্রিতত্ত্ব-

---

পূর্ব্ব-কথিত শ্লোকে মায়াধিষ্ঠাত্রী শ্রীদুর্গা-শক্তির সহিত শ্রীলক্ষ্মী-সীতা প্রভৃতির একত্রে উল্লেখ দেখা যায়, তাহাতে ইঁহাদের তুল্যত্ব মনন সঙ্গত নহে। শ্রীদুর্গা বহিরঙ্গা-শক্তি, শ্রীলক্ষ্মী প্রভৃতি অন্তরঙ্গা—স্বরূপশক্তি। শক্তিত্বমাত্র সাধারণ্য-হেতু অর্থাৎ ইঁহারা সকলেই শ্রীভগবচ্ছক্তি, এই তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি করিয়া শ্রীলক্ষ্মী, সীতা, রুক্মিণী, রাধা প্রভৃতিকেও দেবীর (দুর্গার) সহিত গণনা করা হইয়াছে। দেবী হইতে লক্ষ্মীর বিশেষত্বের মত শ্রীসীতা প্রভৃতিরও বিশেষত্ব জানিতে হইবে। কারণ, শ্রীরাম-তাপনীতে শ্রীসীতার এবং শ্রীগোপাল-তাপনীতে শ্রীরুক্মিণী ও শ্রীরাধার স্বরূপভূতত্ব কথিত হইয়াছে। অন্য গ্রন্থেও ইঁহাদের স্বরূপ-শক্তিত্ব বর্ণিত আছে। শ্রীরাধার স্বরূপ-ভূতত্ব যামলে বীথ্যাং বীথ্যাং ইত্যাদি পদ্যত্রয়ের পর "কৃষ্ণ ভুজদ্বয়-যুত, কখনও চতুর্ভুজ নহেন; তিনি একটী গোপীর সহিত মিলিত হইয়া সর্ব্বদা ক্রীড়া করেন।" এস্থলে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণসহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া করেন—এই প্রমাণে পরস্পরের অব্যভিচার-হেতু শ্রীরাধার স্বরূপ-শক্তিত্ব নিশ্চিত হইতেছে। অন্য বহু গোপী বিদ্যমান থাকিলেও একটী গোপীর সহিত ক্রীড়া করেন, ইহাদ্বারা তাঁহার পরম-মুখ্যত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। তদ্রূপ বৃহদ্গৌতমীয়ে শ্রীবলদেবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য—"আমি নিশ্চয়ই সত্ত্ব, তত্ত্ব, পরত্ব—এই ত্রিতত্ত্ব-স্বরূপ। আমার

রূপিণী সাপি রাধিকা মম বল্লভা। প্রকৃতেঃ পর এবাহং সাপি মচ্ছক্তিরূপিণী। সাত্ত্বিকং রূপমাস্থায় পূর্ণোঽহং ব্রহ্ম চিৎপরঃ। ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ সম্যক্ সম্ভবামি যুগে যুগে। তয়া সার্দ্ধং ত্বয়া সার্দ্ধং নাশায় দেবতাদ্রুহামিত্যাদি। সত্ত্বং কার্য্যত্বং তত্ত্বং কারণত্বং ততোঽপি পরত্বঞ্চেতি যত্তত্ত্বত্রয়ং তদহমিত্যর্থঃ। অতএব শ্রীরাধাপ্রসঙ্গে তৎপুরতোঽপি—সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ইতি। ঋক্-পরিশিষ্টশ্রুতিশ্চ তথৈবাহ—রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেষ্বা। বিভ্রাজন্তে বিভ্রাজতে, আ সর্বত ইতি

বল্লভা সেই রাধিকাও ত্রিতত্ত্বরূপিণী। সাত্ত্বিকরূপে অবস্থান-পূর্ব্বক পূর্ণ চিৎপর-ব্রহ্ম আমি, ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক সম্যক্ প্রার্থিত হইয়া যুগে যুগে আবির্ভূত হই। শ্রীরাধার সহিত এবং তোমার সহিত প্রাদুর্ভূত হইয়া আমি দেবশত্রু অসুরগণকে বিনাশ করি।" সত্ত্ব—কার্য্যত্ব, তত্ত্ব—কারণত্ব, তদুভয় হইতেও পরত্ব—শ্রেষ্ঠত্ব, এই যে তত্ত্বত্রয়, তাহাই আমি, ইহা সত্ত্বং ইত্যাদি শ্লোকার্দ্ধের অর্থ। অতএব—শ্রীরাধার স্বরূপ-শক্তিত্ব-নিবন্ধন, সেই বৃহদ্গৌতমীয়-তন্ত্রে ইহার অগ্রেও বলা হইয়াছে—শ্রীরাধা "সর্ব্ব-লক্ষ্মীময়ী, সর্ব্বকান্তি, সম্মোহিনী, পরা।" (১) ঋক্পরিশিষ্ট শ্রুতিও তাহাই বলিতেছেন,—নিজ-জন-সমূহে রাধাদ্বারা মাধবদেব (ক্রীড়াশীল বা দ্যুতিমান); মাধবদ্বারা রাধিকা সর্ব্বতোভাবে দীপ্তি পাইতেছেন।"

---

(১) দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥

অস্যার্থঃ—

দেবী কহে দ্যোতমানা পরমসুন্দরী।
কিম্বা কৃষ্ণ-ক্রীড়া-ব্রজের বসতি-নগরী॥
কৃষ্ণময়ী, কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥

শ্রুতিপদার্থঃ। এতৎ সর্বমভিপ্রেত্য মূর্দ্ধণ্যশ্লোকে তাদৃশোঽপ্যর্থঃ

শ্রীরাধামাধব-মাধুরী।

এই সকল তাৎপর্য্য অভিলাষ করিয়া, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকে তাদৃশ অর্থের সন্ধান করিতেছি। এই শ্লোকের মহামহৈশ্বর্য্য-প্রতিপাদক অর্থ, ৮২ অনুচ্ছেদে কৃত-অর্থের মত; নিজেই তাহার অনুসন্ধান করিয়া লইবে।

কিম্বা প্রেম-রসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ॥
কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা-নাম পুরাণে বাখানে॥
অতএব সর্ব্বপূজ্যা পরম দেবতা।
সর্ব্বপালিকা সর্ব্বজগতের মাতা॥
সর্ব্বলক্ষ্মী-শব্দ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের তিঁহো হয় অধিষ্ঠান॥
কিম্বা সর্ব্বলক্ষ্মী কৃষ্ণের ষড়-বিধ ঐশ্বর্য্য।
তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি সর্ব্বশক্তিবর্য্য॥
সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-কান্তি বৈসয়ে যাঁহাতে।
সর্ব্ব-লক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে॥
কিম্বা কান্তি-শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে॥
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ।
সর্ব্বকান্তি-শব্দের এই অর্থ বিবরণ॥
জগৎমোহন কৃষ্ণ, তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি—৪

সন্দধে। তত্র তয়োর্মহামহৈশ্বর্য্যপ্রতিপাদকোঽর্থঃ পূর্ব্ববৎ স্বয়মনু-সন্ধেয়ঃ। পরমমাধুরীপ্রতিপাদকোঽর্থস্তু যথা, জন্মাদ্যস্যেতি ॥১৮৯॥

যতোঽন্বয়াদনুগচ্ছতি সদা নিজপরমানন্দশক্তিরূপায়াং তস্যাং শ্রীরাধায়ামাসক্তো ভবতীত্যন্বয়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্মাদ্ যস্মাত্তথা ইতরত ইতরস্যাশ্চ তস্য সদা দ্বিতীয়ায়াঃ শ্রীরাধায়া এব যতো যস্যা আদ্য স্যাদিরসস্য জন্ম প্রাদুর্ভাবঃ, যাবেবাদিরসবিদ্যায়াঃ পরমনিধান-মিত্যর্থঃ। অতএব তয়োরত্যদ্ভুতবিলাসমাধুরীধুরীণতামুদ্দিশতি, য অর্থেষু তত্তদ্বিলাসকলাপেষু অভিজ্ঞো বিদগ্ধঃ যা চ স্বেন তথাবিধে-নাত্মনা রাজতে বিলাসতীতি স্বরাট্। অতএব সর্বতোঽপ্যাশ্চর্য্যরূপ-

---

অর্থাৎ সে স্থলে শ্রীকৃষ্ণ-পক্ষে যে সকল ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, শ্রীরাধা-পক্ষেও সে সকল অর্থ যোজনা করা যায়। পরম-মাধুরী-প্রতিপাদক অর্থ যথা,—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ১।১।১ *

জন্মাদ্যস্য যতঃ অন্বয়াদিতরশ্চ—নিজ পরমানন্দ-শক্তিরূপা শ্রীরাধিকার সর্ব্বদা অনুগতি করেন—আসক্ত হয়েন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্বয়, শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বদা ইতরা—দ্বিতীয়া শ্রীরাধা। যে অন্বয় ও ইতর হইতে আদ্য—আদি-রসের জন্ম, অর্থাৎ যে দুইজন আদি-রস-বিদ্যার পরম-নিধান; (তদুভয়কে ধ্যান করি।) অতএব সেই দুইজনের (শ্রীরাধা-কৃষ্ণের) অদ্ভুত বিলাস-মাধুরী-রাশি আবিষ্কার করিতেছেন—যিনি অর্থ—সেই সেই বিলাস-সমূহে অভিজ্ঞ—বিদগ্ধ, আর যে রমণী-রত্ন (স্বেন রাজতে ইতি স্বরাট্) তথাবিধ (বিলাস-বিদগ্ধ,)-স্বরূপে বিরাজ করেন—বিলাস করেন বলিয়া স্বরাট্। এই জন্য সর্ব্বতোভাবে আশ্চর্য্যরূপ সেই দু'য়ের বর্ণনে তাঁহাদের কৃপাই আমার একমাত্র অবলম্বন;

---

* অনুবাদ ১৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

য়োস্তয়োর্বর্ণনে মম তৎকৃপৈব সামগ্রীত্যাহ, আদিকবয়ে প্রথমং তল্লীলাবর্ণনমারভমাণায় মহ্যং শ্রীবেদব্যাসায় হৃদা অন্তঃকরণদ্বারৈব ব্রহ্ম নিজলীলাপ্রতিপাদকং শব্দব্রহ্ম যস্তেনে আরম্ভসমকালমেব যুগপৎ সর্বমিদং পুরাণং মম হৃদি প্রকাশিতবান্ ইত্যর্থঃ। এতচ্চ প্রথমস্য সপ্তম এব ব্যক্তম্। যদ্ যস্যাঞ্চ সূরয়ঃ শেষাদয়োঽপি মুহ্যন্তি স্বরূপসৌন্দর্য্যগুণাদিভিঃ অত্যদ্ভুতা কেয়মিতি নির্বক্তুমারব্ধা নিশ্চেতুং ন শক্নুবন্তি। এবং ভূতা সা যদি কৃপাং নাকরিষ্যৎ তদা লব্ধমাধবতাদৃশকৃপস্যাপি মম তৈ স্তৈঃ পদৈস্তৎপদবীমন্বিচ্ছন্ত্যোঽগ্রতোঽবলাঃ বধ্বাঃ পদৈঃ সুপৃক্তানি বিলোক্যার্ত্তাঃ সমব্রুবন্নিত্যাদিনা তস্যা লীলাবর্ণনলেশোঽপি সাহসসিদ্ধিরসৌ নাভবিষ্যদেবেতি ভাবঃ। তয়োরাশ্চর্য্যরূপত্বমেব ব্যনক্তি তেজোবারিমৃদামচৈতন্যানামপি যথা

এই জন্য বলিলেন—আদি কবি সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদের লীলা-বর্ণন-আরম্ভকারী শ্রীবেদব্যাস-আমাকে অন্তঃকরণদ্বারাই ব্রহ্ম—লীলা-প্রতিপাদক-শব্দ-ব্রহ্ম যাঁহারা বিস্তার করিয়াছিলেন, অর্থাৎ যাঁহারা আরম্ভ-সমকালেই যুগপৎ সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত আমার হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছেন, (তদুভয়কে ধ্যান করি।) ইহা প্রথম স্কন্ধের সপ্তমাধ্যায়ে (ভক্তি-যোগেন ইত্যাদি শ্লোক হইতে চক্রে সাত্বত-সংহিতাং পর্য্যন্ত কয়টী শ্লোকে) বর্ণিত আছে।

মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ—যৎ যে শ্রীরাধা-বিষয়ে সুর—শেষাদি মোহপ্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ স্বরূপ-সৌন্দর্য্যাদিগুণ-সমূহদ্বারা অত্যদ্ভুতা ইঁহাকে—নিশ্চয়রূপে বলিতে আরম্ভ করিয়া নিশ্চয় করিতে সমর্থ হয়েন না। এবম্ভূতা তিনি যদি কৃপা না করেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত আমার পক্ষেও "গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দ্বারা তাঁহার পথ অন্বেষণ করিতে করিতে বধূর পদচিহ্ন-মিশ্রিত পদাঙ্কসকল দেখিতে পাইয়া দুঃখের সহিত বলিতে লাগিলেন," (১০।৩০।২২) ইত্যাদি শ্লোক-সমূহদ্বারা তাঁহার (শ্রীরাধার) যৎকিঞ্চিৎ লীলাবর্ণন-সাহস-সিদ্ধিরও সম্ভাবনা ছিল না।

তদুভয়ের আশ্চর্য্যরূপত্ব ব্যক্ত করিতেছেন—তেজোবারিমৃদাং যথা

যেন প্রকারেণ বিনিময়ঃ পরস্পরং স্বভাববিপর্য্যয়ো ভবতি তথা যো বিভ্রাজত ইতি শেষঃ। বাক্যশেষঞ্চ ভাবাভিভূতত্বেন ন বক্তুং শক্তবানিতি গম্যতে। তত্র তেজসশ্চন্দ্রাদেস্তৎপদনখকান্তিবিস্ফারতাদিনা বারিমৃদ্বহ্নিস্তেজস্ত্বধর্ম্মাবাপ্তিঃ। বারিণো নদ্যাদেশ্চ তৎসংসর্গবংশীবাদ্যাদিনা। বহ্ন্যাদিতেজোবদুচ্ছ্রূনতাপ্রাপ্তিঃ পাষাণাদিমৃদ্বচ্চ স্তম্ভপ্রাপ্তিঃ। মৃদশ্চ পাষাণাদেস্তৎকান্তিকন্দলীঞ্ছুরিতত্বেন তেজোবদুজ্জ্বলতাপ্রাপ্তির্বংশীবাদ্যাদিনা বারিবচ্চ দ্রবতাপ্রাপ্তিরিতি। তদেতৎ সর্বং তস্য লীলাবর্ণনে প্রসিদ্ধমেব। যত্র যস্যাঞ্চ বিদ্যমানায়াং ত্রিধাসর্গঃ শ্রীভূলীলেতিশক্তিত্রয়ীপ্রাদুর্ভাবো বা দ্বারকামথুরাবৃন্দাবনানীতিস্থানত্রয়গতশক্তিবর্গত্রয়প্রাদুর্ভাবো বা বৃন্দাবন এব রসব্যবহারেণ

বিনিময়ঃ—তেজ বারি মৃত্তিকা—এ সকল বস্তুর যে প্রকার বিনিময়—পরস্পর স্বভাব-বিপর্য্যয় ঘটে, (তথা যো বিভ্রাজতে) তদ্রূপ যে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করেন। তবে "তথা যো বিভ্রাজতে" বাক্যের এই শেষ-অংশ (শ্রীবেদব্যাস) ভাবাভিভূত হইয়াছিলেন বলিয়া, উল্লেখ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন—এইরূপ অনুমিত হয়। সেই বিনিময়-প্রকার এইরূপ—তেজ-পদার্থ—চন্দ্র-প্রভৃতি যাঁহার (যে শ্রীকৃষ্ণের) নখর-কান্তিদ্বারা বারিমৃত্তিকার নিস্তেজস্ত্ব ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়; বারি—নদ্যাদি, যাঁহার সংসর্গ-সম্পর্কিত বংশী-বাদ্যাদিদ্বারা বহ্ন্যাদি তেজপদার্থের মত উর্দ্ধগমনশীলতা এবং পাষাণাদি মৃৎপদার্থের মত স্তম্ভভাব প্রাপ্ত হয়; মৃৎ-পদার্থ পাষাণাদি যাঁহার বিচ্ছুরিত কান্তি-সমূহদ্বারা তেজ-পদার্থের উজ্জ্বলতা এবং বংশী-বাদ্যাদিদ্বারা বারিবৎ দ্রবতা প্রাপ্ত হয়, (সেই শ্রীকৃষ্ণের আশ্চর্য্যরূপতা সম্বন্ধে কি সন্দেহ থাকিতে পারে?) এ সকল বিষয় শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বর্ণনে প্রসিদ্ধ আছে।

শ্রীকৃষ্ণের আশ্চর্য্যরূপতা বর্ণন করিয়া শ্রীরাধার আশ্চর্য্যরূপতা বর্ণন করিতেছেন—যত্র ত্রিসর্গোমৃষা—যাহাতে শ্রীরাধা বর্ত্তমানে, ত্রিসর্গ—শ্রী-ভূ-লীলা—এই শক্তিত্রয়ের প্রাদুর্ভাব, কিম্বা দ্বারকা-মথুরা-বৃন্দাবন—এই স্থানত্রয়গত শক্তিবর্গত্রয়ের প্রাদুর্ভাব অথবা শ্রীবৃন্দাবনেই রস-ব্যবহারে সুহৃদ্, উদাসীন ও

সুহৃদুদাসীনপ্রতিপক্ষনায়িকারূপত্রিভেদানাং সর্বাসামপি ব্রজদেবী-নামেব প্রাদুর্ভাবো বা মৃষা মিথ্যৈব। যস্যাঃ সৌন্দর্য্যাদিগুণসম্পদা তাস্তাঃ কৃষ্ণস্য ন কিঞ্চিদিব প্রয়োজনমর্হন্তীত্যর্থঃ। তদ্ধীমহি ইতি যচ্ছব্দলব্ধেন তচ্ছব্দেনান্বয়ঃ। পরমশক্তিশক্তিমত্ত্বেনাতিশয়িতমহা-ভাবরসেন বা পরস্পরমভিন্নতাং গতয়োরৈক্যেনৈব বিবক্ষিতং তদিতি। অতএব সামান্যতয়া পরামর্শান্নপুংসকত্বঞ্চ। কথম্ভূতং স্বেন ধাম্না স্বপ্রভাবেণ সদা নিরস্তং স্বলীলাপ্রতিবন্ধকানাং জরতীপ্রভৃ-তীনাং প্রতিপক্ষনায়িকানাঞ্চ কুহকং মায়া যেন তৎ। তথা সত্যং তাদৃশত্বেন নিত্যসিদ্ধম্ যদ্বা পরস্পরং বিলাসাদিভিরনবরতমানন্দ-

---

প্রতিপক্ষ নায়িকারূপ ত্রিবিধ-ভেদপ্রাপ্ত সমস্ত ব্রজদেবীরই প্রাদুর্ভাব মৃষা—মিথ্যা অর্থাৎ সৌন্দর্য্যাদি-গুণসম্পদ্দ্বারা উক্ত শক্তি-বর্গ বা প্রেয়সী-বর্গ শ্রীকৃষ্ণের কিঞ্চিন্মাত্র প্রয়োজনেও লাগে না; একমাত্র শ্রীরাধাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হয়। তাঁহাকে ধ্যান করি। শ্লোকে তদ্-শব্দের প্রয়োগ না থাকিলেও যদ্ শব্দের স্থিতি হইতে তদ্-শব্দদ্বারা অন্বয় সিদ্ধ হইতেছে; যেহেতু যদ্ ও তদ্-শব্দের নিত্য সম্বন্ধ আছে। উক্ত "তাঁহাকে"-পদে শ্রীরাধা-মাধব উভয়কে বুঝিতে হইবে।

একবচনান্ত ক্লীবলিঙ্গ তদ্-শব্দদ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়কে কিরূপে বুঝাইতেছে? এই সংশয়-নিরসনের জন্য বলিতেছেন, পরম শক্তি ও শক্তিমান্-রূপে, কিম্বা মহাভাব-রসে পরস্পর অভিন্নতা-প্রাপ্ত-শ্রীরাধা-কৃষ্ণের একত্ব-বিবক্ষায় (বলিবার ইচ্ছায়) একবচনান্ত তদ্-শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন; অতএব সাধারণভাবে (স্ত্রী বা পুরুষ-ভাবে নহে) নির্দ্দেশ-হেতু শব্দটী ক্লীবলিঙ্গ হইয়াছে।

ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং—নিজ প্রভাবে নিজ লীলাপ্রতিবন্ধক জরতী-প্রভৃতি এবং প্রতিপক্ষ-নায়িকাগণের কুহক—মায়া সর্ব্বদা যে (দুই) জন কর্ত্তৃক নিরস্ত হইয়াছে।

সত্যং পরং ধীমহি—তদ্রূপ সত্য—তাদৃশরূপে নিত্য-সিদ্ধ, অথবা পরস্পর

সন্দোহদানে কৃতসত্যমিব জাতম্। তত্র নিশ্চলমিত্যর্থঃ। অতএব পরমন্যত্র কুত্রাপ্যদৃষ্টগুণলীলাদিভির্বিশ্ববিস্মাপকত্বাৎ সর্বতোঽপ্যুৎ-

---

বিলাসাদিদ্বারা আনন্দরাশি-দানে যাঁহারা কৃত-সত্য—কৃত-প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়, অর্থাৎ পরস্পর আনন্দ-সন্দোহ দানে নিশ্চল আছেন। অতএব পর—অন্যত্র কোথাও অদৃষ্ট (যাহা দেখা যায় না, এমন) গুণলীলাদিদ্বারা বিশ্ব-বিস্মাপক-হেতু সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সেই শ্রীরাধা-মাধবকে ধ্যান করি। (১)

---

(১) এই ব্যাখ্যার সারমর্ম্ম—শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দ-শক্তিস্বরূপা। শ্রীরাধাকৃষ্ণ একাত্মা হইলেও বিলাস জন্য দেহ-ভেদ স্বীকার করিয়াছেন; সুতরাং শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা তাঁহাতে অনুরাগী। এই দুই হইতে আদিরসের উদ্ভব। তাঁহারা দুইজন আদিরসের বিবিধ বিলাসে নিপুণ। তাঁহাদের কৃপা ব্যতীত কেহ তাঁহাদের লীলাবর্ণনে সমর্থ হয় না। তাঁহারা কৃপা-পরতন্ত্র হইয়া শ্রীবেদব্যাসের হৃদয়ে তাঁহাদের লীলাপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত হৃদয়ে প্রকাশ পাইলেও শ্রীরাধার বিশেষ কৃপা ব্যতীত কেহ তাঁহার বিষয় বর্ণন করিতে সমর্থ হয় না; কারণ, ইঁহার বিষয় বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শেষাদি পর্য্যন্ত মোহপ্রাপ্ত হয়েন। সেই শ্রীরাধা শ্রীবেদব্যাসের প্রতি বিশেষ কৃপা প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া, তিনি রাসপ্রসঙ্গে ইঁহার লীলা বর্ণন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শ্রীরাধা-মাধব এমন অনির্ব্বচনীয় আশ্চর্য্য-স্বরূপ যে, তাঁহাদের সম্পর্কে তেজোবারি-মৃত্তিকার ধর্ম্ম বিপর্য্যয় ঘটে, অর্থাৎ তাঁহাদের অঙ্গদ্যুতিতে জ্যোতিষ্মান্ বস্তু হীন-প্রভ, আর তেজোহীন বস্তু জ্যোতিষ্মান্ হয়, বংশীধ্বনিতে জল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, পাষাণ দ্রবীভূত হয়। তাঁহারা সঙ্গপ্রভাবে অচেতন বস্তুর যেমন ধর্ম্মবিপর্য্যয় ঘটান, তদ্রূপ আপনাদেরও ধর্ম্ম-বিপর্য্যয় ঘটান—নায়ক-নায়িকা-ধর্ম্ম, নায়িকা নায়ক-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়েন। শ্রীকৃষ্ণ একা শ্রীরাধাদ্বারা নিখিল-নায়িকাগত রসাস্বাদন করিতেছেন। তাঁহারা নিজশক্তি-যোগমায়া-প্রভাবে (পরকীয়া-ভাবাদি-হেতু) লীলার যে সকল প্রতিবন্ধক ছিল, তৎসমুদয় বিদূরিত করিয়া স্বচ্ছন্দ-পরমানন্দে বিহার করিতেছেন। এই প্রকার বিচিত্র

কৃষ্টম্। অত্রৈকোঽপি ধর্ম্মো ভিন্নবাচকতয়া বাক্যয়োর্নির্দিষ্ট ইত্যুভয়সাদৃশ্যাবগমাৎ প্রতিবস্তূপমানামালঙ্কারোঽয়ম্। ইয়ঞ্চ মুহুরুপমিতমিতি মালাপ্রতিবস্তূপমা। তেন তৈস্তৈর্গুণৈর্মিথো যোগ্যতয়া নিবদ্ধত্বাৎ সমনামাপি। এতদলঙ্কারেণ চ অহো পরস্পরং পরস্মাৎ পরমপি তন্মিথুনভূতং কিমপি তত্ত্বং মিথো গুণগণমাধুরীভিঃ সমতামেব সমবাপ্তমিতি সকলজীবজীবাতুতমরসপীযূষধারাধারাধরতাসম্পদা কস্মৈ বা নিজচরণকমলবিলাসং ন রোচয়তীতি স্বতঃ সম্ভবি বস্তু ব্যজ্যতে। তদাহুঃ। প্রতিবস্তূপমা সা স্যাদ্বাক্যয়োর্গম্যসাম্যয়োঃ। একোঽপি ধর্ম্মঃ সামান্যো যত্র নির্দিশ্যতে পৃথগিতি। ইয়ং

অতঃপর জন্মাদ্যস্য ইত্যাদি শ্লোকাস্থত অলঙ্কার বিচার করিতেছেন। এস্থলে একই ধর্ম্ম ভিন্নবাচকরূপে বাক্যদ্বয়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এইজন্য উভয়ের সাদৃশ্য অবগতি-হেতু ইহা প্রতিবস্তূপমা নামক অলঙ্কার। এই প্রতি বস্তূপমা বারংবার উপমিত, এইজন্য মালা-প্রতিবস্তূপমা। তজ্জন্য স্বরূপ-সৌন্দর্য্যাদি-গুণে পরস্পর যোগ্যতার সহিত নিবদ্ধ বলিয়া এস্থলে সম-নামক অলঙ্কারও হইয়াছে। এই অলঙ্কার দ্বারা স্বতঃসম্ভবিবস্তু ব্যঞ্জিত হইতেছে। তদ্দ্বারা প্রকাশিত অর্থ—অহো! পরস্পর শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর হইয়াও সেই মিথুনীভূত (পুরুষ-স্ত্রীরূপে প্রকাশমান) কোন অনির্ব্বচনীয় তত্ত্ব, পরস্পর গুণসমূহের মাধুরী-রাশিদ্বারা সম্যক্ সমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এইজন্য সকল জীবের মুখ্য জীবন-সম্বল রসামৃতধারার ধারা-ধরতা (মেঘত্ব রূপ (সম্পদ্দ্বারা (ইঁহাদের) নিজ চরণকমল-বিলাস কাহার না রুচিকর হয়? অর্থাৎ সকলেরই রুচিকর হইয়া থাকে। এইরূপে ধ্বনি নিরূপিত হইল।

অলঙ্কার-শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট এ সকল অলঙ্কারের লক্ষণ—সাদৃশ্যবিশিষ্ট বাক্যদ্বয়ে পৃথগ্‌ভাবে এক সাধারণ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইলে প্রতিবস্তূপমা হয়। এই প্রতি-

---

বিহারে পরস্পরকে অপার আনন্দদানে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সেই সঙ্কল্প সাধন করিতেছেন। তাঁহারা মহাভাব-প্রভাবে "নিধুত-ভেদভ্রম" প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই শ্রীরাধামাধবই রসিক-ভক্তের ধ্যেয়। শ্রীল বেদব্যাস নিজান্তরঙ্গ শিষ্যানুশিষ্য শ্রীশুকাদির সহিত ঈদৃশ শ্রীরাধামাধবকে ধ্যান করিতেছেন।

মালয়াপি দৃশ্যত ইতি। এবং সমং স্যাদানুরূপ্যেণ শ্লাঘা যোগ্যস্য বস্তুন ইতি। তথা, বস্তু বালঙ্কৃতির্বাপি দ্বিধার্থঃ সম্ভবী স্বতঃ। কবেঃ

বস্তূপমা বারংবার উপমিত হইলে মালা-প্রতিবস্তূপমা হয়। প্রশংসা-যোগ্য বস্তুর আনুরূপ্য থাকিলে সম-নামক অলঙ্কার হয়। (১)

অলঙ্কার-নির্ণয়ের পর ধ্বনি-সম্বন্ধে বিচার করিতেছেন—এ স্থলে অর্থ-শক্ত্যুদ্ভব-ধ্বনি আছে। অর্থ-শক্ত্যুদ্ভব-ধ্বনি ত্রিবিধ—স্বতঃ সম্ভবী, কবির প্রৌঢ়োক্তি-সিদ্ধ ও কবিনিবদ্ধ-বক্তার প্রৌঢ়োক্তি-সিদ্ধ। এই ত্রিবিধ ধ্বনি

(১) এই সকল অলঙ্কারের লক্ষণ অলঙ্কার-কৌস্তুভে প্রাঞ্জলভাবে লিখিত আছে। নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

প্রতিবস্তূপমা—

উপমান-বাক্যে উপমেয়-বাক্যে সামানস্য সাধারণ-ধর্ম্মস্য যদাস্থিতিরিত্যর্থঃ। ৮।১৬

উপমান-বাক্যে ও উপমেয়-বাক্যে যদি সাধারণ ধর্ম্মের স্থিতি থাকে, তাহাকে প্রতিবস্তূপমা কহে। জন্মাদ্যস্য শ্লোকের তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ তথা যো বিভ্রাজতে—এইস্থলে প্রতিবস্তূপমা হইয়াছে। সাধারণ ধর্ম্ম—বিনিময়। তেজ, বারি ও মৃত্তিকার সহিত বারংবার উপমিত হওয়ায় মালা-প্রতিবস্তূপমা হইয়াছে। অথবা "তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ" ও "যত্র ত্রিসর্গোমৃষা" এই বাক্যদ্বয়েও "আশ্চর্য্যরূপতা"-রূপ সাধারণ ধর্ম্মের স্থিতি-হেতু প্রতিবস্তূপমা হইতে পারে।

সম—

শ্লাঘ্যত্বেন ভবেদ্যোগ্যা যদি যোগস্তদা সমং।

শ্লাঘ্যত্বরূপে উভয় বস্তুর অনুরূপ সংযোগ হইলে সম-নামক অলঙ্কার হয়।

শ্রীরাধামাধবের অশ্চর্য্যরূপতা-রূপ শ্লাঘ্যত্ব—তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ (শ্রীকৃষ্ণের) এবং যত্র ত্রিসর্গোমৃষা (শ্রীরাধার)—এই বাক্যদ্বয়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অথবা সমগ্র শ্লোক উভয়ের মহামহৈশ্বর্য্য প্রতিপাদনরূপ শ্লাঘ্যত্ব প্রকাশ করিয়া অনুরূপ সংযোগ বর্ণন করিতেছে।

প্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধো বা তন্নিবদ্ধস্য বেতি ষট্। ষড়্ভিস্তৈর্ব্যজ্যমানস্তু বস্ত্বলঙ্কাররূপকঃ। অর্থশক্ত্যুদ্ভবো ব্যঙ্গো যাতি দ্বাদশভেদতামিতি। অতঃ সর্বতোঽপি সান্দ্রানন্দচমৎকারকরশ্রীকৃষ্ণপ্রকাশে শ্রীবৃন্দাবনেঽপি পরমাদ্ভুতপ্রকাশঃ শ্রীরাধয়া যুগলিতস্তু শ্রীকৃষ্ণ ইতি। তদুক্তমাদিপুরাণে বেদান্তিনোঽপি ইতি পদ্যানন্তরম্—অহমেব পরং রূপং নান্যো জানাতি কশ্চন। জানাতি রাধিকা পার্থ অংশানর্চ্চন্তি দেবতা ইতি। তয়োর্নিত্যবিলাসস্ত্বিত্থং, যথা বর্ণিতমস্মদুপজীব্যচরণাম্বুজৈঃ,

---

প্রত্যেকে বস্তু ও অলঙ্কাররূপ দ্বিবিধ ভেদ-হেতু ষড়্বিধ-ভেদ প্রাপ্ত হয়। আবার এই ষট্ প্রকার-ভেদের মধ্যে বস্তুদ্বারা বস্তু বা অলঙ্কার আর অলঙ্কার-দ্বারা অলঙ্কার বা বস্তু ব্যঞ্জিত হয় বলিয়া অর্থ-শক্ত্যুদ্ভব-ধ্বনি-সাফল্যে দ্বাদশ-ভেদ প্রাপ্তি হয়। এই শ্লোকে অলঙ্কারদ্বারা স্বতঃসম্ভবি-বস্তু ব্যঞ্জিত হইয়াছে। তাহা "অহো" ইত্যাদি বাক্যে প্রদর্শিত হইয়াছে।

যুগলিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরম-স্বরূপ।

অতএব সর্ব্বাপেক্ষা সান্দ্রানন্দ-চমৎকারকর শ্রীকৃষ্ণ-প্রকাশে—তাহাতে আবার শ্রীবৃন্দাবনীয় প্রকাশেও পরমাদ্ভুত প্রকাশ, শ্রীরাধার সহিত যুগলিত শ্রীকৃষ্ণ। অর্থাৎ নিখিল-ভগবৎ-প্রকাশ মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-মথুরা ও বৃন্দাবন—এই ধামত্রয়ে ত্রিবিধ প্রকাশ; তন্মধ্যে বৃন্দাবনীয় প্রকাশ শ্রেষ্ঠ। আবার বৃন্দাবনে বিচিত্র-লীলা-বিনোদন জন্য বহু প্রকাশ আছেন, তন্মধ্যে শ্রীরাধা-সঙ্গে বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণ পরমাদ্ভুত প্রকাশ—সর্ব্ব-পরতত্ত্ব, তাহা আদিপুরাণে উক্ত আছে। যথা—উক্ত পুরাণে বেদান্তিনোঽপি ইত্যাদি পদ্যের পর—"হে পার্থ! আমিই পরম-রূপ—ইহা অন্য কেহ জানে না, কেবল রাধিকা জানেন। দেবগণ অংশ-সমূহকে অর্চ্চনা করে।"

অতঃপর সেই পরম-স্বরূপ পরিচয় করাইবার জন্য শ্রীপাদ জীব-গোস্বামি-চরণ বলিতেছেন—যাঁহার চরণ-কমল আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন—মদীয় শ্রীগুরুদেব সেই শ্রীপাদ-রূপ-গোস্বামিচরণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য-বিলাস

বাচা সূচিতশর্বরীরতিকলাপ্রাগল্‌ভ্যয়া রাধিকাং ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ। তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাণ্ডিত্যপারং গতঃ কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিরিতি। তদেবং সন্দর্ভচতুষ্টয়েন সম্বন্ধো ব্যাখ্যাতঃ। তস্মিন্নপি সম্বন্ধে শ্রীরাধামাধবরূপেণৈব প্রাদুর্ভাবস্তস্য সম্বন্ধিনঃ পরমঃ প্রকর্ষঃ।

এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—যজ্ঞ-পত্নী-সদৃশী কোন শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণীর প্রতি সেই লীলার অন্তরঙ্গা দূতী বলিতেছেন—"শ্রীকৃষ্ণ ললিতাদি সখীগণের অগ্রে শ্রীরাধিকাকে উপবেশন করাইয়া, বেশ-বিন্যাস-কালে রাত্রিকালে রতিবৈদগ্ধ্য-বিষয়ে শ্রীরাধা যে প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সখীগণের নিকট বর্ণন-পূর্ব্বক তাঁহাকে লজ্জায় কুঞ্চিত-নয়না করিলেন; এই সময় শ্রীকৃষ্ণ তাহার স্তন-যুগলে কেলি-মকরী রচনা করিয়া পাণ্ডিত্য-পারদর্শিতা প্রদর্শন করিলেন। এই প্রকার কুঞ্জে বিহার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কৈশোর সফল করিতেছেন।" (১)

সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন—এই ত্রিবিধ বিষয়, শাস্ত্রের আলোচ্য। ষট্-সন্দর্ভ-নামক শ্রীভগবৎ-সন্দর্ভের প্রথম চারিটী সন্দর্ভে সম্বন্ধ-তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইলেন। পঞ্চম (ভক্তি)-সন্দর্ভে অভিধেয় এবং ষষ্ঠ (প্রীতি)-সন্দর্ভে প্রয়োজন-তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইবেন। সম্বন্ধ-তত্ত্ব—শ্রীভগবান্, অভিধেয়-ভক্তি ও প্রয়োজন—প্রেম। সম্বন্ধ-তত্ত্ব শ্রীভগবানের বহুবিধ প্রকাশ। তন্মধ্যে শ্রীরাধামাধবরূপে যে প্রাদুর্ভাব, তাহাতেই পরমোৎকর্ষ বিদ্যমান। এই জন্য

---

(১) এ স্থলে শ্রীকৃষ্ণ ধীর-ললিত-নায়ক, আর শ্রীরাধা স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা-নায়িকা।

রায় কহে কৃষ্ণ হয়ে ধীর ললিত।
নিরন্তর কামক্রীড়া যাহার চরিত॥
রাত্রি দিন কুঞ্জক্রীড়া করে রাধা-সঙ্গে।
কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য—৮

তদুক্তং শ্রুত্যা রাধয়া মাধবো দেব ইতি। এতদর্থমেব ব্যতানিষমিমাঃ সর্বা অপি পরিপাটীরীতি পূর্ণঃ সম্বন্ধঃ। গৌরশ্যামরুচোজ্জ্বলাভিরমলৈরক্ষোর্বিলাসোৎসবৈর্নৃত্যন্তীভিরশেষমাদনকলাবৈদগ্ধ্যদিগ্ধা-

---

শ্রুতি বলেন—রাধাদ্বারা মাধব দীপ্তিমান ইত্যাদি। শ্রীরাধামাধবের পরমোৎকর্ষ খ্যাপনের জন্য এই সকল বিচার-পরিপাটী উপস্থিত করা হইয়াছিল, এখন শ্রীবৃন্দাবনে যুগলিত (কুঞ্জ-ক্রীড়াশীল) শ্রীরাধামাধব পরমস্বরূপ—সর্ব্ব-পরতত্ত্বরূপে নিশ্চিত হওয়ায় সম্বন্ধ-বিচার সম্পূর্ণ হইল।

নিজেষ্টদেবের স্বরূপ-বর্ণন-কালে তাঁহাদের মাধুরীতে লুব্ধচিত্ত শ্রীপাদ শ্রীজীব-গোস্বামিচরণ প্রার্থনা করিতেছেন—"সর্ব্বদা রাধামাধবের মাধুরী-সমূহদ্বারা আমার চিত্ত সর্ব্বতোভাবে আক্রান্ত হউক। সেই মাধুরী-সমূহ (কি প্রকার, নির্দ্দেশ করিতেছেন) গৌর-শ্যাম-দীপ্তিদ্বারা উজ্জ্বল, নয়ন-যুগলের অমল-উৎসব-বিলাসে নৃত্যশীল, অশেষ-মাদন-কলা-বিদগ্ধতা দ্বারা লিপ্তস্বরূপ এবং পরস্পরের প্রিয়তা-সুধা-পরিমল-দ্বারা পরমামোদিত।"

মাধুরী ও মাধুর্য্য এক পর্য্যায়-শব্দ। মাধুর্য্যের লক্ষণ শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণিতে—

রূপং কিমপ্যনির্ব্বাচ্যং তনোর্মাধুর্য্যমুচ্যতে।

শরীরের কোন অনির্ব্বচনীয়রূপকে মাধুর্য্য কহে।

তাহা হইলে শ্রীপাদের অভিপ্রায়—শ্রীরাধামাধবের সম্মিলিত অনির্ব্বচনীয়-রূপ আমার হৃদয়ে এমন ভাবে উদিত হউক যে, অন্য কিছুর যেন তাহাতে স্ফূর্ত্তি-লেশও না থাকে। আক্রান্ত-শব্দের তাৎপর্য্য—সেইরূপ যেন আমার চিত্তকে কিছুতে না ছাড়ে। তাহা গৌর এবং শ্যাম-দ্যুতিতে উজ্জ্বল, অর্থাৎ শ্রীরাধার অঙ্গদ্যুতি গৌরবর্ণ, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গদ্যুতি শ্যামবর্ণ। প্রিয়সঙ্গ-হেতু শ্রীরাধার দক্ষিণ নয়ন আর শ্রীকৃষ্ণের বাম নয়নের বিচিত্র ভঙ্গিতে উল্লসিত হইয়া উভয়ের অনির্ব্বচনীয় রূপ-মাধুরী যেন নৃত্য করিতেছে। উভয়ের অপরূপ তনু মাদনাখ্য-মহাভাবের অশেষ বিলাস-নৈপুণ্যে পরিবৃত অর্থাৎ মাদনাখ্য মহাভাব—যাহা রতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত নিখিল ভাবোদ্রেক-হেতু পরমানন্দ-নিধান, যাহা হইতে নিত্য অনন্তলীলা অভিব্যক্ত হয়, সেই মাদনের কলা—মাদনের অনুভাবরূপ আলিঙ্গন-চুম্বনাদি অনন্ত অদ্ভুত-লীলা-দ্বারা সেই তনুযুগল

স্বাভিঃ। অন্যোন্যপ্রিয়তাসুধাপরিমলস্তোমোন্মদাভিঃ সদা রাধামাধব-মাধুরীভিরভিতশ্চিত্তং মমাক্রম্যতাম্ ॥১॥৪॥১৮৯॥

মণ্ডিত। "যত্র ত্রিসর্গোমৃষা" ইহার ব্যাখ্যায় পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, শ্রীরাধা-বর্ত্তমানে শ্রীকৃষ্ণের কোন নায়িকার প্রয়োজন থাকে না—শ্রী-ভূ-লীলা, দ্বারকা-মহিষী এবং নিখিল ব্রজসুন্দরীগত রসাস্বাদন একমাত্র শ্রীরাধা-দ্বারা সম্পন্ন হয়—তাঁহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হয়; সেই সর্ব্বাভীষ্ট-পূর্ণতা-প্রদর্শন জন্যই বলিলেন, "অশেষ মাদন-কলা-বৈদগ্ধ্য" ইত্যাদি। একমাত্র শ্রীরাধিকাতে মাদনাখ্য-মহাভাবের স্থিতি। মাদন সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী বলিয়া তাহাতে নিখিল ভক্তগত, পরিকরগত, প্রেয়সীগত-ভাবের সমাবেশ আছে; আর মাদনের বিলাসরূপে নিত্য অনন্তলীলা বিরাজ করে বলিয়া রসিক-শেখরের অনন্ত-ভক্তগত অনন্ত-লীলাগত রসাস্বাদন একমাত্র মাদনদ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। সেই মাদন আবার শ্রীরাধামাধবের সংযোগময়ী-স্থিতিতে অভিব্যক্ত হয়েন। সুতরাং ঈদৃশ স্থিতিতে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তার পূর্ণতম অভিব্যক্তি এবং নিখিল স্বরূপ-শক্তির অধিষ্ঠাত্রী প্রেয়সীবর্গ হইতে শ্রীরাধার অখণ্ড রস-বল্লভাত্ব প্রকটিত হয়। শুধু তাহা নহে, রসিকশেখরের রসাস্বাদন-পরিপাটীর চরমোৎকর্ষ মাদনাখ্য-মহাভাবে বিদ্যমান। মাদনাখ্য-মহাভাবান্বিতা শ্রীরাধা সহ মিলিত মাধবের মাধুরী যাঁহার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়। এই জন্য অশেষ মাদন-কলা-বৈদগ্ধ্যদিগ্ধ শ্রীরাধামাধবমাধুরী স্ফূর্ত্তি প্রার্থনা করিলেন। সেই মাধুরী পরস্পরের প্রিয়তা লেপন (১) জন্য যে জনমনোহর গন্ধ (২)-সমূহ, তদ্দ্বারা আমোদিত। বিলাসী নায়ক-নায়িকা অঙ্গে কুঙ্কুমাদি লেপন করেন; তাঁহাদের অঙ্গসঙ্গ জন্য বিমর্দ্দনে সেই গন্ধ বিকীর্ণ হয়, তাহা অন্য সখীগণকেও আমোদিত করে। আমার শ্রীরাধামাধবের শ্রীঅঙ্গ পরস্পরের প্রীতিদ্বারা অনু-লিপ্ত অর্থাৎ অঙ্গলিপ্ত কুঙ্কুমাদি যেমন নায়ক-নায়িকার রতি উদ্দীপ্ত করে,

(১) সুধা—লেপনম্, মুর্ব্বী, স্নুহী, গঙ্গা, ইষ্টকা ইতি মেদিনী।

(২) পরিমলঃ—বিমর্দ্দনম্। কুঙ্কুমাদি-মর্দ্দনম্। বিমর্দ্দোত্থ-জনমনোহর-গন্ধঃ। সুরতাদি-বিমর্দ্দোত্থ-বিলেপন-কুঙ্কুমাদি-গন্ধঃ। ইত্যমরঃ।

ইতি কলিযুগপাবনস্বভজনবিভজনপ্রয়োজনাবতারশ্রীশ্রীভগবৎ-কৃষ্ণচৈতন্যদেবচরণানুচরবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভাসভাজনভাজনশ্রীরূপসনা-

---

তদ্রূপ শ্রীরাধামাধবের অঙ্গে পরিব্যক্ত পরস্পরের প্রীতি-চিহ্ন। উদ্দীপন বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব, ব্যাভিচারিভাব)-সমূহ তাঁহাদের রতি উদ্দীপ্ত করে। অঙ্গে লিপ্ত কুঙ্কুম-বিমর্দ্দিত হইয়া যেমন কুঙ্কুম-গন্ধই বিকীর্ণ করে, তদ্রূপ শ্রীরাধামাধবের অঙ্গলিপ্ত প্রিয়তা তাঁহাদের সঙ্গ-জন্য বিমর্দ্দনে প্রিয়তা বিকীর্ণ করে, (তাঁহাদের সেই প্রীতি সখীগণকেও প্রীতিদান করে) সুতরাং পরস্পরের প্রিয়তা-সুধা-পরিমল-সমূহে আমোদিত সেই মাধুরী যাঁহার হৃদয়ে বিরাজ করে, তাহার হৃদয়ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-সুরভীতে উন্মাদিত থাকে।

যে নিত্য-সংযোগময়ী স্থিতি বর্ণিত হইল, তাহাতে শ্রীরাধামাধব পরব্যোম-নাথ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের মত সর্ব্বদা সিংহাসনে বসিয়া থাকেন না, তাহাতেই নানা লীলায় নিরত থাকেন, এই অভিপ্রায়ে মাদনকলা ইত্যাদি বাক্য যোজনা করিয়াছেন। (১)

এই প্রকারে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সংযোগময়ী স্থিতি—যাহাতে কোন প্রকার উপদ্রবের সম্ভাবনা-লেশও নাই, অথচ সর্ব্ববিধ লীলার আস্বাদন বর্ত্তমান আছে, সেই লীলা বর্ণন করিয়া শ্রীসন্দর্ভের উপসংহার করিলেন।

---

(১) শ্রীপাদ জীব-গোস্বামি-বর্ণিত মাদনাখ্য মহাভাবের অনুভাবরূপ এই গাঢ় নিকুঞ্জ-বিলাসে রসের পূর্ণ পরাবধিত্ব। শ্রীমদ্দশাক্ষরাদি শ্রীমন্মদনগোপাল মন্ত্রে ধ্যেয়রূপে প্রসিদ্ধ এই নিত্য সংযোগময়ী লীলার অভ্যন্তরে বিপ্রলম্ভময়ী-লীলার অবস্থান সর্ব্বথা স্বীকার্য্য। সংযোগ-বিপ্রলম্ভের যৌগপত্য ভিন্ন আস্বাদনের বিচিত্রতা অসম্ভব। এই নিত্যস্থিতিতেই সাধকের সাধ্য-বস্তু নিকুঞ্জ-সেবা-প্রাপ্তি, রসের পূর্ণ পর্য্যাপ্তি। এবং এই নিকুঞ্জ-মধ্যে মানাদি বহুবিধ লীলা-রসের বিচিত্র উদ্ভাবন হইয়া থাকে। এই নিত্যস্থিতিতে স্বারসিকী-লীলার কোন ব্যাঘাত ঘটে না। কারণ, যেমন হ্রদ হইতে নদীর উৎপত্তি হইলেও হ্রদের সহিত নদীর নিত্য সংযোগের কোনও প্রকার অভাব পরিলক্ষিত হয় না, সেইরূপ নিত্য সংযোগময়ী-লীলা হইতে প্রকটিত স্বারসিকী-লীলা নানা বৈচিত্র্য প্রকাশ করতঃ নিত্য সংযোগরূপ হ্রদেই মিলিত আছে

তনানুশাসনভারতীগর্ভে শ্রীভাগবতসন্দর্ভে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভো নাম চতুর্থঃ সন্দর্ভঃ।

শ্রীভাগবতসন্দর্ভে সর্বসন্দর্ভগর্ভগে।
শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভনামা সন্দর্ভোঽভূচ্চতুর্থকঃ॥

চতুর্থসন্দর্ভঃ সমাপ্তঃ।

কলিযুগ-পাবন যে নিজ ভজন, তাহা বিতরণ
করিবার জন্য যে শ্রীশ্রীভগবান্ কৃষ্ণ-
চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়াছেন,
তাহার চরণানুচর এবং বিশ্ব-
বৈষ্ণব রাজসভার পূজার
পাত্র যে শ্রীরূপ সনাতন,
তাঁহাদের উপদেশবাণী
যাহার মধ্যে বর্ত্তমান
আছে, সেই শ্রীভাগ-
বত-সন্দর্ভে শ্রীকৃষ্ণ-
সন্দর্ভ নামক চতুর্থ
সন্দর্ভ সমাপ্ত।

——:*:——

সমস্ত (ষট্) সন্দর্ভ যাহার মধ্যে আছে,
তাহাতে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ নামক সন্দর্ভ চতুর্থ।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	১৯	লিখি	লিখতি।
৪	৫	দৃষ্টন্ত	দৃষ্টান্ত।
১২	৭	আর্ভিূত	আবির্ভূত।
১৯	১৯—ইনি শ্রীবিষ্ণুর অবতার ॥১১॥—ইহা যোগ করিতে হইবে।		
২১	১৩	মহাদেবী	মহীদেবী।
,,	১৮	কুর্ম্ম	কূর্ম্ম।
২৮	১৬—অংশের অংশ—এই বাক্যের পর "কেহ কেহ অংশাবিষ্ট বলিয়া অংশ।"—ইহা যোগ করিতে হইবে।		
৩৬	২৩	হইয়াছে	হয় নাই।
৪৩	২৫ শেষে ; হইবে না।		
৪৪	৪	সহ ইত্যর্থঃ	সহেত্যর্থঃ।
,,	১২	অপাততঃ	আপাততঃ।
,,	২৩	আপনা গর্ভের	আপনার গর্ভে।
৫০	৫	সার্ব্বজ্ঞা	সার্ব্বজ্ঞ্যা।
৫১	২৩	পুরুস	পুরুষ।
৬৯	১৯	শ্রীমদ্ভভাগবত	শ্রীমদ্ভাগবত।
৭৩	১৯	তজ্ঞঃ	তেজ।
৮৩	৪	কৃতাবতঃ	কৃতাবতারঃ।
৮৭	৮	আবির্ভাব	আবির্ভাবে।
৯৫	২১	যস্মন্	যস্মিন্।
৯৯	৪	শ্রীরষ্ণের	শ্রীকৃষ্ণের।
১০০	৯	দিয়	দিয়া।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০০	২৪	য	স
১০১	২৩	মহাবক্তৃ শ্রোতৃর	মহাবক্তা ও শ্রোতার
১০২	১৭	ক্রমশঃ	তাঁহার
১০৩	১৫	পরব্যোমে	পরব্যোম
১০৪	১	কৃষ্ণং সমনু ব্রতেষু	কৃষ্ণ-সমনু ব্রতেষু
,,	২৩	বলীয়ান্	বনীয়ান
১১১	১৭	শ্রীশুকদেব	শ্রীশুকদেবকে
১১২	২৫	অজ্ঞান	অজ্ঞ
১১৭	২০	বুঝাইতেছে	বুঝা যাইতেছে
১২০	১৮	সেই	যে
,,	২০	প্রসিদ্ধ	প্রসিদ্ধি
১২৪	১৪	শ্রীবাসুদেব	শ্রীবসুদেব
১৩৮	১	সম্ব	সখ
১৪৪	১৬	অবিধা	অভিধা
১৫৫	৮	৷ মপি	—নামপি
১৬২	২	এ বদেব	এতদেব
১৬৪	১২	শ্রীগীতার	শ্রীগীতায়
১৬৬	১২	অন্য	জন
,,	১৬	শ্রাস্ত্র	শাস্ত্র
১৭৩	১২	অবতার	অবতারে
১৭৪	৯	ভগবান্	ভগববান্
১৭৬	২০	যেমন	যে
১৮৭	২৭	নবলীলা	নরলীল
১৯৫	৫	ব্রহ্ম	ব্রহ্মা
১৯৭	১৪	শ্রুত্যাদি-সিদ্ধি	শ্রুত্যাদি প্রসিদ্ধি
১৯৯	১৭	অনবমতুল্য	অনবম—তুল্য
২১১	২৫	তদৃশ	তাদৃশ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
২২০	২	পুরুস্কৃতোহস্মি	পুরস্কৃতোহস্মি
২২৮	১৬	পৃশ্নি-গর্ত	পৃশ্নিগর্ভ
২৩১	১৮	যায় শব্দের পর " চিহ্ন হইবে।	
,,	২১	দেখাইয়া	দেখাইলে
২৩২	৭	উক্ত শব্দের পর , হইবে।	
,,	১৪	করিলন	করিলেন
২৩৬	২০	বক্ষমান	বক্ষ্যমাণ
২৩৭	২০	ক্রীড়াপদ	ক্রীড়াস্পদ
২৪০	১৬	পদে	পাদ
২৭২	২৫	প্রমাণ	প্রামাণ্য
২৭৫	৪	বন্দাবন	বৃন্দাবন
২৮৬	১১	সংস্কৃত	সংবৃত
,,	১৮	ব্রাহ্ম	ব্রাহ্ম্য
২৯৬	৪	ভক্তিরূপাং	ভক্তিরূপা
,,	৫	তাহার শ্রীগোলোকের	তাহার শ্রীগোকুলের
২৯৭	শেষ	মণ্ডা	মন্তা
৩০০	২	হেতোর	হোতার
,,	২৩	ভূর্ভব	ভুর্ভূব
৩০৮	১৪	গোগণ	গোপগণ
৩২২	৫	সুম্রু	সুভ্রু
৩৩১	২	ইত্যেবোচ্যেতে	ইত্যেবোচ্যতে
,,	১১	বর্ত্তকালীয়রূপে	বর্ত্তমানকালীয়রূপে
৩৩৫	৪	বর্ণিতা	বনিতা
৩৪১	১৬	যেই	সেই
৩৪৮	১২	পিবন্তোহন্ধে	পিবন্তোহক্ষে
,,	১৭	করিবা	করিয়া
৩৫১	৭	তেহপীত্যর্ণঃ	তেহপীত্যর্থঃ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
৩৫৬	১৫	কার্য্য	তাহার কারণ
৩৬১	২৩	হইয়া	হইলে
৩৯২	৫	রসত্যুরসি	বংস্তত্যুরসি
৪০০	৪	শব্দবাদত্তি	ব্রহ্মশব্দবদিত্তি
৪০৬	১৬	নেহস্য	নহস্ত
৪০৭	২০	তিনিই	তিনি পিতা
৪১১	১৫	সখ্যা	সখ্য
৪১২	৬	আখ্যাস্তম	আভাস্তম্।
৪১২	১৪	অধ্যায়ে	অধ্যায়দ্বয়ে।
৪১৫	২৩	প্রত্যুক্তর	এই প্রত্যুত্তর।
৪১৬	২১	তত্ত্বানুভবে	লীলাতত্ত্বানুভবে।
৪১৭	২০	কার্য্যার্থটী	কার্য্যান্বয়ী।
৪২৪	১০	শুর	স্থর।
৪২৭	১	ইবাজ্ঞেয়ং	ইবজ্ঞেয়া।
৪৩৪	২০	সহিত সংযোগে	সংযোগ।
৪৩৫	১৬	'বিদুরোক্তি'র পর "ষষ্ঠ স্কন্ধে" হইবে।	
৪৩৭	১৪	ধত	ধৃত।
৪৫৬	১৫	সংযুক্তি	সংযুক্ত।
,,	১৯	তাঁহার	তাঁহারা।
৪৬৩	৬	সমুদিততনপর	সমুদিত তপন।
৪৭২	১৭	পোষণা	পোষণার্থ।
৪৭৬	১৯	প্রকশ	প্রকাশে।
৪৭৭	১	ধর্ম্মান্তে	ধর্ম্মান্তে।
৪৮৩	২০	'স্পর্শমণির মত' ইহার পর। চিহ্ন হইবে	
৪৮৬	১২	সঙ্কল্পের	যে সঙ্কল্পের।
৫৮৭	১৪	উপেক্ষিত	অপেক্ষিত।
৪৯০	১৪	অর্ক	অর্কে